অথবা তাহার সন্ধানের জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন) সেই পত্র পঠিত হইল।
সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে তাঁহার বিবাহ যোগ্যা দুহিতার জন্য অর্থলোভ
পাত্রের চেষ্টা করা হইবে। তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হউক পাত্রীর
বয়স, গোত্র কি ?

(৪) বাকীচাঁদা রেহাই দিবার জন্য কয়েক খানি পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে এ বিষয়ের ভার সম্পাদক মহাশয়গণকে দেওয়া গেল, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করেন তাহাই হইবে।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র। (স্বাক্ষর) শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সম্পাদক। সভাপতি।

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

নব পর্য্যায়

তৃতীয় খণ্ড।

১৩১৯

৮৫নং গ্রে-ষ্ট্রীট কার্য্যালয়।

কলিকাতা।
৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট, সমাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে
শ্রীমনোমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত।

একাদশ বর্ষের সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	অদ্ভুত আবিষ্কার	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	
২।	অমর (পদ্য)	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	
৩।	আন্তর্গণিক বিবহের প্রস্তাব	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	
৪।	আপত্তিভঞ্জনের প্রয়াস ...	শ্রীবিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ	
৫।	আপোষের কথা ...	শ্রীকালীকমল কাব্যবিনোদ	
৬।	আপোষের অধ্যায় সমাপন ...	শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	
৭।	ইতিহাস রচনায় কুলগ্রন্থ ...	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি এ	
৮।	একখানি পত্র	শ্রীপাহাড়িয়া পাখী	
৯।	উত্তররাঢ়ীয় মিত্র বংশ	... ...	
১০।	উপনয়ন (গল্প)	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি এ	
১১।	কলাবাগম সম্মতঃ	শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ	
১২।	কায়স্থ (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	
১৩।	কায়স্থাচার্যের ত্রিদিবে প্রয়াণ	শ্রীবিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ,	
১৪।	কায়স্থ দীপিকা ...	৺ভূপেশ্বর হালদার বি এল	২৮৬,৩
১৫।	কায়স্থ বংশাবলী ...	শ্রীহেমন্তকুমার বসু	১৩৮,৩
১৬।	কায়স্থ-বর্ণ-বিবেক ...	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	
১৭।	কায়স্থ মঙ্গল-গাথা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	
১৮।	কায়স্থ সম্মিলনের ভবিষ্যৎ ফল	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	
১৯।	কায়স্থসম্মিলন ও জঘণ্য পণপ্রথা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত	
২০।	কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ...	... ...	
২১।	কাশ্মীরে কায়স্থ রাজন্যবর্গ	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ	১৭৩,৪
২২।	খাঁটীকথা (পদ্য) ...	শ্রীবন্যা	
২৩।	চল আগু চল (পদ্য)	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	
২৪।	চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থ	শ্রীভূপেশ্বর হালদার বি এল	
২৫।	চিত্রগুপ্ত-তত্ত্ব	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	
২৬।	চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার ও কায়স্থ-সমাজ	শ্রীবিহারী...	
২৭।	জাতি-তত্ত্ব ...	শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী	৫৫
২৮।	জাতি-তত্ত্ব বারিধি ...	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ...	২৫৩
২৯।	জাতি-বিজ্ঞান ...	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী ...	৫২১
৩০।	জাতিভেদ ...	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	১৪২
৩১।	জাতীয় একতা (পদ্য)	শ্রীমধুসূদন সরকার	৪৯৫
৩২।	দান ...		১,৩৭,৮১,১২১,২২১,৩৫৫,৪০১,৪৫৩,৫০৬
৩৩।	দাল্‌ভের প্রকৃত নাম ও জাতি নির্ণয়	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	৯৩
৩৪।	দেব ও দেও ...	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	২৮
৩৫।	ধর্ম্মপ্রিয়া প্রতিভা	শ্রীকালীকমল কাব্যবিনোদ	৩৪৪
৩৬।	ধর্ম্ম জগতে ক্ষত্রিয় প্রতিভা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত	৬৭
৩৭।	ধর্ম্ম-তত্ত্ব ...	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল	১২,৯৯,১৯২,২৯২,৩৩৯,৪৬১
৩৮।	নগত তিন হাজার (গল্প)	শ্রীঅচিন গুপ্ত	১৫
৩৯।	পিতা পুত্রে (পদ্য)	শ্রীরাইমোহন মিত্র ...	৪০৬
৪০।	পুরাতত্ত্বে কায়স্থ	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ...	২২৬
৪১।	প্রচার কার্য্যের বিবরণ	...	১৬৮,২১৭,৩০৯,৪৫২
৪২।	প্রতাপাদিত্য কোন জাতি ?	শ্রীকটুঃ—বি এল	২৬৯
৪৩।	প্রার্থনা (পদ্য) ...	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৩১৩
৪৪।	বঙ্গজ বসু বংশ ...	শ্রীনন্দলাল বসু ...	৩৭৭
৪৫।	বঙ্গজবাজু সমাজ ও প্রকৃত কায়স্থের সম্মান	শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	৩১,১০৪
৪৬।	বঙ্গের দাতাকর্ণ ...	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু ...	৫২৫
৪৭।	বিদ্যারত্নের বিদ্যা ...	শ্রীসত্যবাদী বর্ম্মা ...	১৫২
৪৮।	বিবাহের পণ প্রথা ...	শ্রীহরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী	১৮৭
৪৯।	বিবিধ		৩৫,৭৭,১২০,১৬৪,২১৫,২৬০,৩০৮,৩৯৮,৪৫০,৫০১,৫৪৩
৫০।	বর্ণাশ্রম সমাজ ...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র বি এ	৫৩০
৫১।	ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ...	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ	৮৬
৫২।	ভারত বর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন	শ্রীরসিকলাল রায় ...	৪১৮
৫৩।	ভ্রম-সংশোধন ...	...	৩৬,৮০,১২০,১৭১,২২০,৩১০,৫৪৬
৫৪।	মৎস্য মাংসাহার ও বঙ্গীয় কায়স্থগণের কর্ত্তব্য	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	১১২
৫৫।	যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীযাত্রামোহন বিশ্বাস শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী	৫৩৩

৫৬। রঘুনাথ মজুমদার বা দাসগোস্বামী শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ ৬…
৫৭। শূদ্র কে ? … শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন ৬…
৫৮। সমালোচনা … ৩২,৭৪,১১৮,১৬২,২৫৭,৩৫২,৩৯৭,৪…
৫৯। সামাজিক বিপ্লব (গল্প) শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি এ
৬০। সামাজিক সংবাদ ২,৩৯,৮২,১২২,২২১,২৬৩,৩১১,৩৫৫,৪০১,৪৫…
৬১। সীতারামশরণ ভগবান প্রসাদ শ্রীরসিকলাল রায় ১…
৬২। সংশোধনের প্রয়োজন শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু …
৬৩। সংক্ষিপ্ত জীবনী … শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ …
৬৪। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট আবেদন শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী
৬৫। স্বাগতম্ … শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত …
৬৬। হিন্দুর অতীত ও ভবিষ্যৎ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার
৬৭। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন
৬৮। হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকারের বিধান শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার ৩৮…
৬৯। হিংসার পরাকাষ্ঠা শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু …
৭০। ক্ষত্রিয়াচারের অন্তরায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার

———•———

DOUBLE COLOUR

by Shiva [illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

এ বৎসরের আদায় :—

পূর্ব্বে প্রকাশিত … … … … ৩১৲

বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রংপুর সভায় প্রাপ্ত :—

…ুক্ত পরমানন্দ সেন, সাং কাজলা, বগুড়া জেলা … ৫৲
,, বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার, সাং জিয়াগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা … ৫৲
,, নীলমাধব দেব, সাং ক্ষেতলাল, বগুড়া জেলা … … ৪৲
,, প্রতাপচন্দ্র চাকী, সাং বেদার, বগুড়া জেলা … … ২৲
,, রামরতন দাস … … … … ২৲
,, হরচন্দ্র পাল,মোক্তার, সাং গাইবান্ধা, রংপুর জেলা … ২৲
,, হরিশঙ্কর সিংহ, সাং পাবনা … … … ২৲
,, অতুলচন্দ্র ঘোষ … … … … ১৲
,, কামিনীকুমার দেব, সাং চিল্মারী, রংপুর জেলা … … ১৲
,, কালিদাস গুহ, সাং গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর জেলা … … ১৲
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সাং বাঁশগ্রাম, যশোহর জেলা … … ১৲
,, কাশীচন্দ্র দত্ত, সাং তাজহাট, রংপুর জেলা … … ১৲
,, কাশীশ্বর রায়, সাং গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর জেলা … … ১৲
,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া,রাজসাহী জেলা … ১৲
,, কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি,(ব্রাহ্মণ), হাং সাং কলিকাতা … ১৲

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চন্দ্র, সাং পাবনা ১
,, গিরিশচন্দ্র সরকার, সাং হরিপুর, রংপুর জেলা ১
,, গৌরচন্দ্র মুস্তফী, সাং কসবা, রংপুর জেলা ১
,, তারকচন্দ্র চাকী, সাং হরিপুর, রংপুর জেলা ১
,, তারিণীকান্ত দাস ১
,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়, সাং দিনাজপুর ১
,, দীনেন্দ্রনারায়ণ দাস, সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা ১
,, দেবেন্দ্রনাথ রায়, সাং গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর জেলা ১
,, প্রমথনাথ ঘোষ, সাং নিলফামারী পোঃ, রংপুর জেলা ... ১
,, প্রসন্নকুমার রায়, সাং বাগেরহাট ১
,, প্রাণগোবিন্দ দেব, সাং গোপালেরখামার, রংপুর জেলা ... ১
,, বিহারীলাল রায়, হাং সাং কলিকাতা ১
,, মহেন্দ্রচন্দ্র বক্সী, সাং গাইবাঁধা পোঃ, রংপুর জেলা ... ১
,, যজ্ঞেশ্বর দত্ত, সাং মাজড়া, ফরিদপুর জেলা ১
,, যতীন্দ্রনাথ পাল, সাং ধাপ পোঃ, রংপুর জেলা ... ১
,, রজনীমোহন আয়ান, সাং হবিগঞ্জ ১
,, রাধাকান্ত সরকার, কবিরাজ, সাং বগুড়া ১
,, রেবতীরঞ্জন নাগ, সাং গোবরাছড়া, কুচবিহার ১
,, শ্যামাচরণ সরকার, সাং কাজলা, বগুড়া জেলা ১
,, শ্রীনাথ দত্ত, সাং পায়রাবন্দ, রংপুর জেলা ১
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং পাঁজিয়া, যশোহর জেলা ১
,, হরিশ্চন্দ্র দেব, সাং হিজলি, রংপুর জেলা ১
,, নাম অপ্রকাশিত

মোট—১॥

গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত ... ...

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, রাজসাহী জেলা

মোট—২

সামাজিক-সংবাদ।

উপনয়ন।

২২এ ফাল্গুন, ১৩১৮।

(চট্টগ্রাম, গৈরলা-কেন্দ্র)।

সাং গৈরলা, চট্টগ্রাম :—

১। বিশ্বাস, কাশীচন্দ্র, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ জ্যোতিষচন্দ্র „
৩। „ ক্ষিতীশচন্দ্র „

২৬এ ফাল্গুন, ১৩১৮।

(বরাহনগর, নিউগীপাড়া, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং নেউগীপাড়া, বরাহনগর :—

১। ঘোষ প্রফুল্লচন্দ্র, ৩। দেব, আশুতোষ,
২। „ বলাইচন্দ্র, ৪। „ যোগীন্দ্রনাথ,

সাং সিমলা, কলিকাতা :—

৫। সেন, অনুকুলচন্দ্র, পুলিশ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর,

উপরি লিখিত উপনীত ব্যক্তিগণ সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

১৫ই চৈত্র, ১৩১৮।

(ত্রিপুরা, চাঁদপুর, শ্রীযুক্ত রাধামাধব সিংহ রায় মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

সাং চাঁদপুর, ত্রিপুরা জেলা :—

১। গুহ, অনুকুলচন্দ্র, বয়স ৪৫, (বঙ্গজ)।
২। মজুমদার, গোপালচন্দ্র, „ ৩৫, „
৩। „ প্যারিমোহন, উকীল, „ ৪২, „

৪। রায়, অন্নদানন্দ, „ ২২, (বঙ্গজ)
৫। রায়, নর্ম্মদানন্দ, বয়স ২০, „
৬। „ রমেশচন্দ্র, „ ২২, „
৭। „ সর্ব্বানন্দ, „ ১৫, „
৮। „ সুরেশচন্দ্র, „ ১৯, „
৯। রায় চৌধুরী, অবনীমোহন, „ ১৬, „
১০। „ বিপিনচন্দ্র, „ ৩২, „
১১। সিংহ রায়, চন্দ্রকিশোর, „ ৩৪, „
১২। „ রাধামাধব, উকীল, „ ৫৪, „

১৯এ চৈত্র, ১৩১৮।

(যশোহর, শৈলকূপা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।)

সাং কীর্ত্তিনগর, যশোহর জেলা :—

১। অধিকারী, বিপিনবিহারী, (দক্ষিণরাঢ়ী)
২। ঘোষ, ধরণীধর, „
৩। দত্ত, বনমালী, „
৪। দাস, রজনীকান্ত, „
৫। „ হীরালাল, „

সাং শৈলকুপা, যশোহর জেলা :—

৬। ঘোষ, ললিতমোহন, „
৭। বসু, নগেন্দ্রনাথ, „
৮। „ ভুবনমোহন, „
৯। মজুমদার, ভুপেন্দ্রনাথ, „
১০। „ হৃদয়নাথ, „

৩০এ চৈত্র, ১৩১৮।

(বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে রংপুর-কেন্দ্র)।

সাং কাঠিপাড়া, খুলনা জেলা :—

১। ঘোষ, শিশিরলাল, বয়স ৩২, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং কায়লিয়া, খুলনা জেলা :—

২। ঘোষ, অম্বিকাচরণ, বয়স ২৬, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং গোটাপাড়া, খুলনা জেলা :—

৩। „ হরিনাথ, বয়স ৩০, ঐ

সাং পায়লা, খুলনা জেলা :—

৪। দেব, যতীন্দ্রমোহন, বয়স ১৭, ঐ

সাং বেলফুলিয়া, খুলনা জেলা :—

৫। মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র, বয়স ২৭, ঐ

সাং বেলেডাঙ্গা, খুলনা জেলা :—

৬। ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ, বয়স ২১, ঐ

সাং মহেশ্বরপাশা, খুলনা জেলা :—

৭। গুহ মজুমদার, মন্মথনাথ, বয়স ১৪, ঐ

সাং খোড়গাছি, ২৪ পরগণা জেলা :—

৮। মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ, বয়স ২৪, ঐ

সাং উথুলি, ঢাকা জেলা :—

৯। ভৌমিক, জ্যোতীশচন্দ্র, বয়স ২৮, (বঙ্গজ)।

সাং ঘোলাবাড়ী, ঢাকা জেলা :—

১০। ঘোষ, হেমচন্দ্র, বয়স ৩০, (বঙ্গজ)।

সাং চরেরডাঙ্গা, ঢাকা জেলা :—

১১। বসু, সুরেন্দ্রমোহন, বয়স ২৫, ঐ

সাং ঢাকা :—

১২। ঘোষ, তারকনাথ, বয়স ১২, ঐ

সাং নবগ্রাম, ঢাকা জেলা :—

১৩। দত্ত, মাধবচন্দ্র, বয়স ৫০, (দক্ষিণরাঢ়ী)

সাং বিনায়াইল, ঢাকা জেলা :—

১৪। চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, বয়স ৩২, (বঙ্গজ)।

সাং বেজপাড়া, ঢাকা জেলা :—

১৫। ভৌমিক, ক্ষিতীশচন্দ্র, বয়স ১৭, ঐ

সাং রাজানগর, ঢাকা জেলা :—

১৬। নাগ, নরেন্দ্রনাথ, বয়স ৭৮, ঐ

১৭। নাগ, শিশিরকুমার, বয়স ২৭, (বঙ্গজ)।

সাং সাজাপুর, ঢাকা জেলা :—

১৮। চন্দ্র, শৈলেন্দ্রনাথ, বয়স ১২, ঐ

সাং সোণারং, ঢাকা জেলা :—

১৯। দেব, রাধাকান্ত, বয়স ৭৫, ঐ

সাং বালিয়াপাড়া, নদীয়া জেলা :—

২০। রায়, নগেন্দ্রনাথ, বয়স ১৫, (বারেন্দ্র)।

সাং নাজীরপুর, পাবনা জেলা :—

২১। সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বয়স ২২, ঐ

সাং পাঁচুরিয়া, পাবনা জেলা :—

২২। সরকার, কালীনাথ, বয়স ৬৫, (বঙ্গজ)।

সাং পোতাজিয়া, পাবনা জেলা :—

২৩। রায়, গিরীন্দ্রমাধব, বয়স ২১, (বারেন্দ্র)।

২৪। „ সৌরেন্দ্রমাধব, „ ২৭, ঐ

সাং রাণীনগর, পাবনা জেলা :—

২৫। বসু, রতিকান্ত, বয়স ৩২, (বঙ্গজ)

সাং রূপসী, পাবনা জেলা :—

২৬। সরকার, বিনোদবিহারী, বয়স ৩৫, ঐ

সাং উমেদপুর, ফরিদপুর জেলা :—

২৭। ঘোষ, রমেশচন্দ্র, বয়স ২৬, ঐ

সাং খাড়াবাড়িয়া, ফরিদপুর জেলা :—

২৮। ঘোষ, বামনদাস, বয়স ৮৫, (দক্ষিণরাঢ়ী)

সাং নস্করদিয়া, ফরিদপুর জেলা :—

২৯। মিত্র, কামিনীকুমার, বয়স ১৮, (বঙ্গজ)।

সাং বাগাট, ফরিদপুর জেলা :—

৩০। সিংহ, কেদারনাথ, বয়স ২৮, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং মহাটালী, ফরিদপুর জেলা :—

৩১। দত্ত, লালমোহন, বয়স ১৮, (বঙ্গজ ।

সাং বক্সেশ্বরদী, ফরিদপুর জেলা :—

৩২। দেব, কুঞ্জবিহারী, বয়স ২৮, (বঙ্গজ)।

সাং মালতীনগর, বগুড়া জেলা :—

৩৩। দেব, রাধিকাপ্রসন্ন, বয়স ৪৭, (বারেন্দ্র)।

সাং দীর্ঘহাট, বর্দ্ধমান জেলা :—

৩৪। ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ, বয়স ৩৪, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

৩৫। সরকার, অতুলকৃষ্ণ, „ ১৮, ঐ

সাং শিবদা, বর্দ্ধমান জেলা :—

৩৬। সরকার, সুশীলচন্দ্র, বয়স ২৩, ঐ

সাং রায়েরকাঠী, বরিশাল জেলা :—

৩৭। বসু, শরৎচন্দ্র, বয়স ৩৮, ঐ

সাং আলমনগর, ময়মনসিংহ জেলা :—

৩৮। মিত্র, গোপালচন্দ্র, বয়স ২০, (বঙ্গজ)।

সাং কেদারপুর, ময়মনসিংহ জেলা :—

৩৯। রায়, সুরেশচন্দ্র, বয়স ২৭, ঐ

সাং ধানাইল, ময়মনসিংহ জেলা :—

৪০। ঘোষ, সুরেশচন্দ্র, বয়স ১৭, ঐ

সাং শেষ্টা, ময়মনসিংহ জেলা :—

৪১। নাগ, যতীন্দ্রকুমার, বয়স ২০, ঐ

সাং সল্লা, ময়মনসিংহ জেলা :—

৪২। রায়, নলিনীনাথ, বয়স ২০, ঐ

সাং কাজাইল, যশোহর জেলা :—

৪৩। সরকার, দেবনাথ বয়স ৫৫, (বারেন্দ্র)।

সাং খাইলপাড়া, যশোহর জেলা :—

৪৪। দেব, বসন্তকুমার, বয়স ৩০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং জঙ্গলবাঁধা, যশোহর জেলা :—

৪৫। বসু, অমূল্যকুমার, বয়স ২০, ঐ

সাং শোলপুর, যশোহর জেলা :—

৪৬। দত্ত, অটলবিহারী, বয়স ২৬, ঐ

সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা :—

৪৭। দেব, হীরেন্দ্রনারায়ণ,সবজজ, বয়স ৫০, (বারেন্দ্র)।

সাং বড়বাড়িয়া, রাজসাহী জেলা :—

৪৮। বল, নন্দলাল, বয়স ৩৯, ঐ

৪৯। রায়, বামাচরণ, ,, ৪২, (বারেন্দ্র)।

সাং কসবা, রংপুর জেলা :—

৫০। মুস্তফী, গৌরচন্দ্র, বয়স ৫৩, ঐ

সাং গোপালের খামার, রংপুর জেলা :—

৫১। দেব, বনয়ারীলাল, বয়স ২৫, ঐ

৫২। „ ভৈরবচন্দ্র, „ ৭৪, ঐ

৫৩। „ সতীশচন্দ্র, „ ২০, ঐ

সাং ধাপ, রংপুর জেলা :—

৫৪। রায়, গঙ্গানাথ, বয়স ৬৮, ঐ

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,

সাং নবাবগঞ্জ, রংপুর জেলা :—

৫৫। সোম, জিতেন্দ্রনাথ, বয়স ২২, (বঙ্গজ)।

সাং বামনডাঙ্গা, রংপুর জেলা :—

৫৬। নন্দী, আনন্দমোহন, বয়স ২৬, (বারেন্দ্র)

সাং বুড়ীর হাট, রংপুর জেলা :—

৫৭। দেব, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, বয়স ১৮, ঐ

সাং মাহীগঞ্জ, রংপুর জেলা :—

৫৮। দাস, ভৈরবচন্দ্র, বয়স ৪২, (উত্তররাঢ়ী)।

সাং পায়রাবন্দ, রংপুর জেলা :—

৫৯। দত্ত, শ্রীনাথ, বয়স ৫৪, ঐ

সাং রংপুর, :—

৬০। দেব, প্রমদাপ্রসাদ, বয়স ৯০, (বারেন্দ্র)।

সাং ঘরগোয়ালী, হুগলী জেলা :—

৬১। ঘোষ, বাসুদেব, বয়স ১৩, (দক্ষিণরাঢ়ী).

৬২। ,, যোগেশচন্দ্র, বয়স ৫১, ঐ

৭ই বৈশাখ, ১৩১৯।

(বরাহনগর, নিউগীপাড়া, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং খিদিরপুর, কলিকাতা :—

১।	ঘোষ,	মণিমোহন।	১২।	মিত্র,	সৎচিদানন্দ।
২।	,,	প্রসন্নগোপাল।	১৩।	,,	হারাণচন্দ্র।
৩।	চন্দ্র,	কৃষ্ণচন্দ্র।	১৪।	মজুমদার,	কালীকিঙ্কর;
৪।	দত্ত,	শ্রীপাঁচকড়ি।	১৫।	,,	হরিচরণ।
৫।	,,	সর্ব্বরঞ্জন।	১৬।	বসু,	কালীচরণ।
৬।	দেব সরকার,	হরিরাম।	১৭।	,,	শ্যামাচরণ।
৭।	পালিত,	সত্যচরণ।	১৮।	,,	হরিচরণ।
৮।	মল্লিক,	সত্যকিঙ্কর।	১৯।	রায়,	ব্রজবিহারী।
৯।	মিত্র,	পঞ্চানন	২০।	রায় চৌধুরী,	সুখেন্দ্র।
১০।	,,	ফটিকচাঁদ।	২১।	সিংহ,	ব্রজেন্দ্রনাথ।
১১।	,,	সত্যরঞ্জন।	২২।	,,	শরৎকুমার।

২৩। সেন, বৈদ্যনাথ।

এই কেন্দ্রে উপরিলিখিত উপনীত ব্যক্তিগণ সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

সাং ঢাকা জেলা :—

২৪।	গুহ,	ললিত কুমার।	২৯।	সরকার,	নরেন্দ্রনাথ।
২৫।	,,	হরেন্দ্রকুমার।	৩০।	সিংহ,	গৌরগোপাল।
২৬।	বসু,	গণেন্দ্ররঞ্জন।	৩১।	,,	ব্রজগোপাল।
২৭।	,,	চিত্তরঞ্জন।	৩২।	সেন,	অদ্বৈতকুমার
২৮।	সরকার,	উমাচরণ।	৩৩।	সোম,	হরিদাস।

সাং হবিগঞ্জ, ফরিদপুর জেলা :—

৩৪।	দত্ত,	দীননাথ।	৩৫।	দাস,	অমৃতলাল।

এই কেন্দ্রে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার উপনীত ব্যক্তিগণ সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।

সাং যশোহর জেলা :—

৩৬।	দেব	হরিভূষণ।	৩৯।	রায়,	শিবপদ।
৩৭।	মিত্র,	যাদবচন্দ্র।	৪০।	সেন,	নবকুমার।
৩৮।	,,	শম্ভুচন্দ্র।	৪১।	,,	মৃত্যুঞ্জয়।

এই কেন্দ্রে যশোহর জেলার উপনীত ব্যক্তিগণ সকলেই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

(২)

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯।

(১)

(কলিকাতা, ভবানীপুর, হরিশ মুখার্জ্জির রোড, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং পাচথুপী, মুর্শিদাবাদ জেলা :—

সিংহ, নরেশচন্দ্র, উকীল, হাইকোর্ট, বয়স ৩৩, (উত্তররাঢ়ী)।

(২)

(কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ফুলেশ্বর, হাওড়া জেলা :—

১। ঘোষ, সতীশচন্দ্র,	বয়স ২৩,	(দক্ষিণরাঢ়ী)
২। বসু, বঙ্কিমবিহারী,	,, ২৪,	ঐ

(৩)

(কলিকাতা, রাজাবাগান জংসন্ রোড, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং রসোড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা :—

১। ঘোষ রায়, জগন্নাথপ্রসাদ,	বয়স ৩৮,	(উত্তররাঢ়ী)
২। ,, জানকীকান্ত,	,, ২৪,	ঐ
৩। ,, ধরণীকান্ত,	,, ১৭,	ঐ
৪। ,, নলিনীকান্ত,	,, ৪৩,	ঐ
৫। ,, বিরজাকান্ত,	,, ৩১,	ঐ

৬। ঘোষ রায়, মানদাকান্ত,	বয়স ২২,	(উত্তররাঢ়ী)।
৭। ,, রজনীকান্ত,	,, ৩৫,	ঐ
৮। ,, রাধাকান্ত,	,, ৪৭,	ঐ
৯। ,, সুশীলাকান্ত,	,, ৪২,	ঐ

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২২শে ফাল্গুন, ১৩১৮। চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম জেলাস্থ গৈরলা-গ্রাম-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস দেববর্ম্মার সহিত চট্টগ্রাম জেলাস্থ নোয়াপাড়া-গ্রাম-নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ৺গুরুদাস রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর।

৭ই বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতা-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ 'এম বি সি এম্' উপাধিধারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নড়াইলের শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের (হাং সাং টালা) দ্বিতীয়া কন্যার।

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতা-শোভাবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র-কৃষ্ণের সহিত কলিকাতা ৩৩নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে বরপক্ষ যথেষ্ট ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন)

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা-গোয়াবাগানের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ৺রাসবিহারী সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণের সহিত কলিকাতা-শ্যাম-বাজারের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ৺অক্ষয়কুমার ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে বরপক্ষ হইতে অযথা ব্যয় বাহুল্য করা হইয়াছে)

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতা-হাতিবাগান-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথের সহিত কলিকাতাস্থ গোপীমোহন দত্তের লেন নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে বরপক্ষ যথেষ্ট ব্যয় বাহুল্য করেন)

২০এ বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। ঢাকা জেলাস্থ ষোলঘর-নিবাসী (হাং সাং কলিকাতা, ভবানীপুর) বঙ্গজ কায়স্থ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র, বিএ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কলিকাতা-বহুবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বেণীমাধবের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৪এ বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। ঢাকা জেলাস্থ ষোলঘর-নিবাসী (হাং সাং কলিকাতা-ভবানীপুর, বঙ্গজ কায়স্থ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়কুমারের সহিত কলিকাতা-আহিরীটোলা-নিবাসী হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের পৌত্রীর।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৫ই বৈশাখ,১৩১৯। কলিকাতা। বর্দ্ধমান জেলাস্থ মাহাতা নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে উভয়পক্ষেই ব্যয়বাহুল্য হয়।)

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত ২০এ ও ২৪এ বৈশাখের বিবাহ দেখুন।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৮। কলিকাতা-বরাহনগর। বরাহনগর নিউগীপাড়া শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সেন বর্ম্মা মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতি মহামায়া দেবীর।

(মৌলিকে মৌলিকে)

উপরিলিখিত ২২শে ফাল্গুনের বিবাহ দেখুন।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

রায়না, বর্দ্ধমান জেলা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের জ্ঞাতির মৃত্যুতে।

রায়না, বর্দ্ধমান জেলা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের পত্নীবিয়োগে।

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৯ কলিকাতা। কায়স্থাচার্য্য ৺বামাপদ পাল রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে। এই শ্রাদ্ধের বিশেষত্ব এই যে সুদূর বরিশালবাসী পণ্ডিতাগ্রণ্য দার্শনিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ও শ্রাদ্ধ ক্ষেত্রে দয়া করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অনেক সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার সভায় যোগদান করিয়া মৃত মহাত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচারের অন্তরায়।

নিরুপবীত কায়স্থগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণী—পয়লা নম্বর। এমন কোন যুক্তি নাই, যাহা ইহাঁদিগের বুদ্ধি ভেদ করিবে। কায়স্থজাতি শূদ্রাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, উত্তরোত্তর কিরূপ মলিন, কিরূপ তেজোহীন ও শ্রীহীন হইয়া যাইতেছিল,—এবং অধুনা ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন দ্বারা সেই সমাজের একটা দিক কিরূপ তেজোগর্ব্বে সমুদ্ভাসিত এবং আত্ম-সম্মানে সম্মানিত হইয়া উঠিতেছে,—চক্ষুর উপরে ইহা দেখিয়াও যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, তাঁহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পারে, এমন লোক জন্মে নাই। এই সকল লোক যদি শুধু আপনারা অনুপনীত রহিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবু মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু আবার ইহাঁদের মধ্যে এমন 'ঠোঁটকাটা' মহাজনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পদে পদে সোপবীত কায়স্থগণের প্রতিকুলাচরণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। হায় ভগবন্ চিত্রগুপ্তদেব! যাহারা আপনার দীন বংশধরগণের উন্নতি পথের অন্তরায়, তাহাদের গ্রীবাদেশ কি আপনার করস্থ ছেদনীর উপযুক্ত নহে?

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যাঁহারা, তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন, কিন্তু নানা ছলে উপবীত গ্রহণে অগ্রসর হয়েন না। ইহাঁরা কেবল সৎ-সাহস বিহীন—এই মাত্র বলিলেই এক কথায় ইহাঁদের চরিত্র বর্ণিত হইয়া যায়। যে সৎ-সাহস ক্ষত্রিয়-স্বভাবের মেরুদণ্ড—যাহা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের মূল ভিত্তিরূপে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত, সেই বরেণ্য গুণ, সেই সৎ-সাহস ইহাঁদিগের প্রসুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন বুদ্ধিবৎ শূদ্রভাবের জড়তায় সমাচ্ছন্ন। কিন্তু যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাহার হৃদয়ে অবশ্যই ইহার বীজ উপ্ত আছে, কেবল উপযুক্ত কৃষকের অভাবে বীজ

অঙ্কুরিত হয় নাই। যে দিন যথোচিত কর্ষণ ও জলসেচন হইবে, সেইদিনই বী
অঙ্কুরিত, অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত এবং বৃক্ষ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবে। সো
কথায়, মনের জড়তা ও কুসংস্কার বিদূরিত হইলেই এই সকল কায়স্থ সৎ-সাহসে
সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সদাচার অবলম্বন করিবে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিরুপবীত কায়স্থগণ সচরাচর যজ্ঞসূত্রধারণে কালবিলম্বে
যে সকল হেতুবাদ দেখাইয়া থাকেন, সে সকল অনেক সময়ে নিতান্ত হাস্যজন
হইয়া উঠে। ফলতঃ ক্ষত্রিয়চরিত্রের সহিত সে সকল নিতান্ত অসমঞ্জসীভূত বলি
প্রতীয়মান হয়। ভীরুতাই সে সকল হেতুবাদের মূল ভিত্তি। উদ্যোগহীনতা
সে সকল আপত্তির কারণ। হিন্দুশাস্ত্র বা বিবেক বুদ্ধি সে সকলের সমর্থন ক
না। এখানে দুই চারিটি আপত্তির আলোচনা করিলে আমাদিগের বক্ত
স্পষ্টতর হইবে।

অনেকে বলেন,—আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব যে যেখানে আছে, সকল
লইয়া এক সঙ্গে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। যেন সকলে এক সঙ্গে জন্মিয়াছ
একসঙ্গে মরিবে, সুতরাং উপনয়নটাও এক সঙ্গে হওয়া চাই। উপন
ব্যাপারকে ইহাঁরা ফলাহারের ন্যায় করিয়া তুলিতে চাহেন। উপনয়ন যে এক
সাত্ত্বিক বিষয়, ইহা যে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, ইহা যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, সে কথা ইহাঁ
মনে করেন না। ইহাঁরা পরের মুখ চাহিয়া অনেক দিন হইতে বৃথা ব
আছেন; কিন্তু যদি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া এতদিন সদম্ভে স্বয়ং উপনীত হ
সৎ-সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিতেন, তবে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হই
এবং তাঁহাদের কার্য্য হয়ত এতদিন অনুকৃত হইতে পারিত। আর যে স
আত্মীয় স্বজন ধর্ম্মাচরণের বিরোধী, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই বা হানি ক
পুরাকালে রক্ষ-কুল-ভূষণ বিভীষণ ধর্ম্মের নিমিত্ত জ্ঞাতিবন্ধুগণকে পরিত্যাগ করি
ছিলেন—এ কথা প্রসিদ্ধ আছে। কৌরব-সমরেও ধৃতরাষ্ট্র-সুত যুযুৎসু অ
কারণে ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরিণামে এই দুই মহাত্মাই জী
সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন।

আবার কেহ কেহ পিতৃ-আজ্ঞা বা মাতৃ-আজ্ঞা, কিম্বা গুরু-আজ্ঞার দো
দিয়া থাকেন। পিতা, মাতা বা গুরুর নিষেধ আছে উল্লেখে যাঁহারা উপ
গ্রহণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা পবিত্র যজ্ঞোপবীতকে একটা স
জিনিষ মনে করিয়া রাখিয়াছেন। উপনয়ন যে ধর্ম্মানুষ্ঠান—হৃদয়ে যাহা
বিশ্বাস আছে, সে কি এ সকল আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারে? কে

ধর্ম্মানুমোদিত না হইলে,—কি পিতৃ-আজ্ঞা, কি মাতৃ-আজ্ঞা, কি গুরু-আজ্ঞা—কিছুই পালনীয় নহে। প্রহ্লাদ পিতৃ-আজ্ঞায় হরিনাম ত্যাগ করেন নাই; ভরত মাতৃ-আজ্ঞায় অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করেন নাই; বলি রাজা গুরু-আজ্ঞায় দানধর্ম্মে বিরত হন নাই। ফলে পরিণামে ইহাঁরা সকলেই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ আবার স্ত্রী-আজ্ঞার অভাবে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। পাঠক! হাসিবেন না; স্ত্রী সহধর্ম্মিনী—ধর্ম্মকার্য্যে স্বামীকে মন্ত্রণাদানে ষোল-আনা অধিকারিণী। কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর উন্নতি পথের পরিপন্থিনী, তাঁহার সম্বন্ধে হিন্দু স্বামীকে রামায়ণের মধুময়ী ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া, বলা যাইতে পারে,—"ম্রিয়তাং ধ্বসতাং চেয়ং মাকুথাস্ত্বং মহামতে"—ইনি মরুন বা তোমায় ্যাগকরুন, ইহাঁর কথা শুনিও না। বুদ্ধিমান কেকয়রাজ এই নীতিরই অনুসরণ রিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন।

"অমুক অমুক নেতৃস্থানীয় কায়স্থগণ যখন উপবীত লইতেছেন না, তখন ামরা কেমন করিয়া লই''—এরূপ উক্তিও আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। ক্ত এখানে আসলেই ভুল—দৃষ্ট হইতেছে। নেতা কে? "নী" ধাতু হইতে নেতা' পদ সম্পন্ন। 'নী' ধাতুর অর্থ লইয়া যাওয়া। যাহারা উন্নতির পথে লইয়া য়, তাহারাই নেতা। যে ব্যক্তি শূদ্র ভাবাপন্ন কায়স্থকে বিষম-ক্ষাত্র ব্যবহাররূপ ন্নতির দিকে লইয়া যাইতে বিমুখ, সে আবার নেতা কিসের? এই সকল তথা-থিত নেতাগণকে নেতৃত্বের সিংহাসন হইতে সসম্ভ্রমে নামাইয়া দাও, আর অন্বর্থ তা যাহারা, তাহাদিগকে সেই আসনে স্থাপন কর। আর এত ঝঞ্ঝাটেই বা কার কি? সমাজ-শাসনে ত আমরা রাজ-তন্ত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না; জাতন্ত্রেরই প্রভুত্ব দেখি। কেবল কি উপনয়নের বেলাতেই রাজতন্ত্রের ানা?

এ সকল ব্যতীত অনেক স্থানে আরও যে সমুদয় আপত্তির কথা শুনিতে ওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি—প্রতিবেশী কায়স্থগণের বিরুদ্ধাচরণ। অনেকে বলেন তাঁহারা এতদিন উপবীত গ্রহণ করিতেন, কেবল প্রতিবেশী কায়স্থগণের কুলাচরণের ভয়ে তাহা পারিতেছেন না—পাছে 'সমাজচ্যুত' হইতে হয়। রা জানি যে, কায়স্থসমাজ মধ্যে এমন বংশোজ্জ্বলকারীও আছে, যাহারা অম্লান ন উপবীতী কায়স্থকে 'সমাজচ্যুত' করিতে কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের সহিত া দেয়। স্থান, কাল, পাত্রের নাম অব্যক্ত রাখিয়া আমরা আজি ইহার একটি

দৃষ্টান্ত পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। সংপ্রতি কোন ক্ষুদ্র নগরে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মঘট করিয়া উপনীত কায়স্থের গৃহে নিমন্ত্রণে যান নাই। কতিপা কায়স্থ-পুঙ্গবও ব্রাহ্মণের দেখাদেখি উপনীত কায়স্থের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এই সকল সমাজদ্রোহী কায়স্থই কায়স্থোপনয়নে প্রধান শত্রু, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহাদিগকেই বা ভয় কি? উপনীত হইয়া যদি কায়স্থকে 'সমাজচ্যুত' হইতে হয়, তবে সে ত গৌরবের বিষয়। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খা-ণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্?" অতএব সহস্র মূর্খের সহবাস অপেক্ষা একজন পণ্ডিতে সহবাসও অধিক বাঞ্ছনীয়।

আর সমাজচ্যুতিই বা কিসে হইল? এক নগরে বা এক গ্রামে কি একটা জাতি এক ঘর বা দুই ঘর বাস করে না? উপবীতী কায়স্থগণ যদি সংখ্যায় অ হন, তবে তাঁহারা না হয় সেইরূপ ভাবেই থাকিবেন। ইহার মধ্যে একটা গৌরবময় সৌন্দর্য্য আছে।

এইরূপ আর একটা আপত্তি—পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা। কতকগুলি পুরোহিত পিতৃপিতামহের আমল হইতে কায়স্থদিগকে শূদ্র মনে করিয়া তাহাদে যাজনক্রিয়া করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শূদ্রের যাজন ইহাঁদের মজ্জাগ হইয়া গিয়াছে। এখন আর ইহাঁরা সহজে তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না। কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন করিলে নামের সহিত 'দাস', 'দাসী' শব্দ ব্যবহা করিবে না, প্রণবপুটিত মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিবে, মাসাশৌচ ত্যাগ করিবে সুতরাং পুরোহিত মহাত্মারা শূদ্রযাজনের পৈশাচিক সুখে বঞ্চিত হইবেন। ইহা কি প্রাণে সয়! তাই এই সকল পুরোহিতপুঙ্গব কায়স্থোপনয়নের বিরোধী। ইহাঁদের আর দোষ দিব কি? যেমন উদ্ভব, শিক্ষা, দীক্ষা—সেইরূপই ইহাঁদে ব্যবহার। কিন্তু ইহাঁরা যে সকল কায়স্থের গলায় গামছা দিয়া টানিয়া লই বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের বলিহারি যাই! সম্মোহন (hypnotism) বিদ্যা প্রভাবে মুগ্ধকারী (operator) যেমন মোহিতকে (subject) যাহা ইচ্ তাহাই করাইয়া থাকেন—কখন হাঁসান, কখন কাঁদান, কখন নাচান, কখ লবণ খাওয়াইয়া চিনির স্বাদ প্রদান করেন, কখন লঙ্কা খাওয়াইয়া মিঠাই আস্বা দিত করান,—ঠিক সেইরূপ এই শ্রেণীর পুরোহিতগণ, এমন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবা কায়স্থ জাতির একটা অংশকে হেলায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতেছেন। পুরো হিত বলিলেন,—"বল, বাপু—তোমার বাবা দাস;" যজমান অমনি করজোড় বলিলেন,—"যে আজ্ঞে—দাস।" "বল—তোমার মা দাসী;" "আজ্ঞে—দাসী

"যেহে তোমার অধিকার নাই, আমি বৈদিক মন্ত্রটা পড়িয়া যাই, তুমি হাত জোড় করিয়া থাক;" "আজ্ঞে পড়ুন, আমি করজোড়ে হাজির।" "তুমি শূদ্র—তোমার অশৌচ একমাস;" "যে আজ্ঞে—তাই স্বীকার।" ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ সন্তানের এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে সকল কায়স্থ-নামধারী আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু যে সকল কায়স্থ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিলে একটু ব্যথিত হইতে হয়।

ফলতঃ এই শ্রেণীর পুরোহিতগণ—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে—বর্জ্জনীয়। কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"কাণং ব্যঙ্গমপুত্রং বানভিজ্ঞমজিতেন্দ্রিয়ম্।
ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্॥"

ইহাতে—যাহারা অনভিজ্ঞ বা অজিতেন্দ্রিয়, সে সকল ব্যক্তিকে পুরোহিত পদে বরণ করিতে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। এখন যে সকল পুরোহিত কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে যাজন করিতে অসম্মত, তাঁহারা হয় অনভিজ্ঞ, নয় অজিতেন্দ্রিয়; কেন না, হয় তাঁহারা জানেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং এই জাতির ক্ষত্রিয়োচিত সকল কর্ম্মে অধিকার আছে, নয় এ সমুদয় জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা ঈর্ষ্যা-কলুষিত মনে* কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বনে বাধা দিতে সমুৎসুক। অতএব এ সকল পুরোহিত কায়স্থের পরিত্যজ্য। যে পরিত্যাগ না করে, আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি—সে হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হয়।

যাঁহারা এক্ষণে সোপবীত কায়স্থের যাজনকার্য্য করিতেছেন এবং কায়স্থ-মাত্রেরই যাঁহাদিগকে পৌরোহিত্যে বরণ করা উচিত, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ-সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, শাস্ত্রদর্শী, সদাচারী, উদার-চরিত, সরল, নির্ভীক ও নির্লোভ। তাঁহারা কায়স্থবর্গের জাতীয় উন্নতির সহায়। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে মহনীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এই মহাত্মগণ আবার ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে সেই সম্বন্ধ পুনস্থাপনের জন্য প্রয়াসী। সে হিসাবে হিন্দুসমাজের, ইহাঁদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; এবং পুরোহিত-পদে একমাত্র ইহাঁদিগেরই বরণ করা কায়স্থ সাধারণের কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নহে; অনেক কায়স্থ-গৃহে সময় বিশেষে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত এবং "বিদায়" দানে সম্মানিত হইয়া থাকেন। এইরূপ নিমন্ত্রণ ও "বিদায়" দানও এই সকল

* ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই প্রধান॥ ভগবদুক্ত—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।"

ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কায়স্থ-বিদ্রোহী যাহারা, তাহারা কায়স্থের নিকটে যে কোনরূপ দানের অপাত্র,—এবং অপাত্রে দান শাস্ত্রানুসারে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে তাহা ; মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন,—

"নাস্তি দানাৎ পরং মিত্রমিহ লোকে পরত্র চ।
অপাত্রে হ্যপি যদ্দত্তং দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥"

আবার শূদ্রযাজক পুরোহিতের ন্যায় শূদ্রযাজক গুরুও আছেন। শূদ্রযাজন ইঁহাদেরও মজ্জাগত হইয়াছে। ইঁহারা যে মন্ত্রে কায়স্থকে দীক্ষা দান করেন, তাহা মন্ত্রটীর সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। মূল মন্ত্রটি হইতে প্রণবাদি বীজ কাটিয়া ছাঁটিয়া, সেই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ ইঁহারা কায়স্থবর্গকে প্রদান করেন। জানিয়া শুনিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থজাতির প্রতি এইরূপ শূদ্র প্রতিবৎ ব্যবহার করা একটা প্রকাণ্ড শঠতা, এবং শঠ গুরু শাস্ত্রমতে বর্জ্জনীয় ; তন্ত্রসার-ধৃত যামল বচনে দৃষ্ট হয়,—

"অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্॥
জনরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ॥"

সুতরাং শঠ গুরুকে পরিত্যাগ করিতে শিষ্য অবশ্যই অধিকারী। আবার যেথানে এইরূপ গুরুমহাশয় কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রিয়াচার-প্রবর্ত্তনের বিরোধী, সেথানে ত' ইনি ঘোর 'মৎসরসংযুক্ত',সুতরাং উল্লিখিত শাস্ত্রানুশাসন মতে শিষ্যের অবশ্য বর্জ্জনীয়। যে গুরু কায়স্থ-বিদ্রোহী অন্যান্য ব্যক্তির সহিত এক মত হইয়া কার্য্য করেন, সে গুরু দানেরও অপাত্র। অতএব এই প্রকার গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা যদি না হয়, তবে অশাস্ত্রীয় কার্য্য হয়।

যাহা হউক আমরা দেখিতেছি যে, কি বিদ্বেষী গুরু, কি প্রতিকূল পুরোহিত, কি সমাজদ্রোহী কায়স্থ, কি তথাকথিত নেতা, কি অনুদ্যোগী আত্মীয় স্বজন—কেহই কায়স্থের ক্ষাত্রসংস্কারের প্রকৃত অন্তরায় নহে। অন্তরায় কেবল—সৎসাহসের অভাব এবং মনের জড়তা। অন্তরায় কেবল কর্ত্তব্য পালনে শিথিলতা। অন্তরায় কেবল বুঝিবার ভুল। কায়স্থ! এ ভুল কি ভাবিবে না? এ জড়তা কি কাটিবে না? হৃদয়াকাশে কি আত্মসম্মানের ভানু সমুদিত হইবে না? আর কতকাল তুমি ব্রাত্যরূপে হেয় হইয়া থাকিবে? 'আজ-কাল' 'আজ-কাল' করিতে করিতে কত জনের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল—ব্রাত্যতা-উপপাতক আর কাটিল না। ইহা দেখিয়াও কি তোমার চক্ষু ফুটিবে না? উপনয়ন যে ধর্ম্মাচরণ। একবার নীতিবাক্য স্মরণ কর—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
মৃত্যুনা ইব কেশেষু গৃহীত ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার।

জাতি-তত্ত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে জাতি বিচার লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যদ্যপি জাতিভেদ রহিত করণ জন্য বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি এবং হিন্দু-সমাজে ও বৈষ্ণবেরা যত্ন করিতেছেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তদিগেরও অধিকাংশ ব্যক্তি জাতি-ভেদের ঘোরতর বিরোধী, তথাপি ঐ শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃকই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অভিমান বাড়াইয়া পরস্পরের সঙ্গে চির-বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে, যাঁহারা জাতি-ভেদের বিরোধী, তাঁহারাই যদি জাতীয় দলাদলি অধিকতর বৃদ্ধির উপায় করেন, তবে তাহাদের কার্য্যে অত্যন্ত কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। যে হউক, জাতিভেদ লইয়া নিজেদের মধ্যে দলাদলি বাড়াইবার পূর্ব্বে 'জাতি' কি তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ব্বে খাঁটি হিন্দুর রাজত্ব সময়ে যে ভাবে জাতিভেদ হইত, তাহা শাস্ত্রসমূহে সকলেই দেখিয়া থাকেন। পুরুষ পরম্পরায় আচরিত কার্য্যানুসারে প্রধানতঃ চারি বর্ণের পার্থক্য হইত। ঐ চারি বর্ণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোন্ বর্ণের লোক, তাহা নাম ও উপাধি শুনিলেই জানা যাইত! যে মনু প্রভৃতির মতানুসারে হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইত, সেই মনু প্রভৃতির শাস্ত্রে দেখিবেন :—

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য হি জুগুপ্সিতম্। ৩১।
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতম্॥ ৩২॥

ঐ সংস্কৃত বাক্যের মর্ম্মানুসারে টীকাকর্ত্তা কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন ;—"ব্রাহ্মণের

নাম 'শুভশর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের নাম 'বলবর্ম্মা', বৈশ্যের নাম 'বসুভূতি' ও শূদ্রের নাম 'দীনদাস' প্রভৃতির ন্যায় কর্ত্তব্য।" বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল নাম দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঐ মনুক্তিই সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত। ঐ সকল শাস্ত্রের পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের পরে, নাম ও উপাধিতে বর্ণভেদের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট থাকে নাই। এখন কায়স্থ, বৈদ্য, শাঁখারি ও নবশায়ক* জাতির উপাধি প্রায় একরূপ। তন্তুবায়ের 'বসাক' ভিন্ন নবশায়কদিগের ও বৈদ্যগণের সমস্ত উপাধিই কায়স্থের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণের উপাধি 'শর্ম্মা', 'ক্ষেম', 'বর্দ্ধন' প্রভৃতি। ক্ষত্রিয়ের উপাধি—'শর্ম্মা', 'সেন', 'শূর' প্রভৃতি এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদির মধ্যেও প্রচলিত। এ সকল উপাধি অতি প্রাচীন ;—আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি আনয়ন কালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী. সুতরাং ইহা হিন্দু রাজার সাময়িক হওয়া বশতঃ উল্লিখিত মন্বাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে গঠিত হইতে পারে নাই। তবে কায়স্থাদির মধ্যে সকল বর্ণের উপাধি দৃষ্ট হয় কেন ? ইহার উত্তর—"বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ জাতিভেদ রহিত করিয়া পরস্পর মিলিয়া যাওয়ায় সকল বর্ণের উপাধি এই মিশ্র জাতিতে পরিলক্ষিত হয়।" স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ মূর্ত্তিতে যে ধর্ম্মের স্রষ্টা ; তাহাতে মাতিয়া প্রায় সকলেই যে জাতি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। যে "অশোক" প্রভৃতি সম্রাটের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মহাসাগরান্তর্গত দ্বীপসমূহে ও চীন, জাপান প্রভৃতি দুর্গম দেশ-দেশান্তরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আধিপত্য হইয়াছিল ; সে অশোক প্রভৃতির নিজরাজ্যে বাস করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকলে একজাতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। সম্ভবতঃ অতি দৃঢ় চিত্ত অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ দুর্গম গিরি-দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্যা নিমগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তৎ-ভিন্ন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা পরস্পর যৌন সম্বন্ধ ও ভোজ্যান্নতা চালাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাবে বেদ ও স্মৃতি মূলক ধর্ম্মে লোকের অবিশ্বাস হওয়ায় পারলৌকিক ভয়ের অভাবে, ক্রমশঃ অধিকাংশ লোক ঘোরতর নাস্তিক হইয়া ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ কারণে বিভিন্ন দেশের নরপতিরাও পরস্পর যুদ্ধে মাতিয়া ও সাধারণের সর্ব্বনাশ করিয়া মানব বংশেরও একরূপ

* লেখক মহাশয় "নবশাখ" স্থলে নবশায়ক কেন প্রয়োগ করিয়াছেন, বুঝিলাম না। অব… অনেক সচ্ছূদ্র আপনাদিগকে পরশু রামের শায়ক কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার মৌলিকত্ব কোথায় ? 'নবশাখ' কথাটী যে "উতনীচশাখবেণস্তে"ত্যাদি বহ্বৃচ মূলক তাহা একবার কি চিন্তা করিতে পারেন নাই ?
কাঃ পঃ সম্পাদক

উচ্ছেদাবস্থায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ ভাবে অসময়ে মনুষ্যজাতিকে ধ্বংসোন্মুখ দর্শনে দয়ার্দ্র বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বর্গীয় মহর্ষিগণ অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অবতরণ করতঃ যজ্ঞারম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মন্ত্র শক্তি প্রভাবে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রমার, চৌহান, চালুক্য ও পুরীহর নামক চারিজন ক্ষত্রিয় মহাবীর সমুৎপন্ন হইয়া সেই অত্যাচারী নরপতি প্রভৃতি বৌদ্ধগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ অসাধারণ পরাক্রমশালী মাত্র চারি মহাপুরুষের প্রতাপে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ বা নাস্তিক বিনষ্ট হইল। তদ্দর্শনে ভয়ার্ত্ত অবশিষ্ট বৌদ্ধগণ সেই মহাবীরদিগের ও মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ঐ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট সমস্ত লোককে এক মাত্র শূদ্র ধর্ম্ম আচরণ করিতে আদেশ করিলেন। যে কতিপয় ব্রাহ্মণ তপস্যাবলম্বন দ্বারা গিরি দুর্গে লুক্কাইত ছিলেন, পুনরায় আর্য্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনার জন্য তাঁহারাও এই সময়ে কান্যকুব্জের ওদিকে আগমন করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—এই দুইটী মাত্র জাতি হওয়ায়, কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নাই বলিয়া ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিখা হইয়াছিল। অগ্নিকুলোৎপন্ন বীর চতুষ্টয় ও বিবাহাদি সামাজিকতা বশতঃ রাজপুতদিগের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া বহু পুরুষ পর্য্যন্ত যেরূপ আচরণ করা হয়, তদনুসারে জাতি নির্ণয় হওয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এই হেতু মনু, শক যবন প্রভৃতিকে ক্ষত্রবংশীয় জানিয়াও ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতের পরিষ্কার বাক্য এই যে,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতম্॥
হিংসানৃত প্রিয়াঃ লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবনঃ।
কৃষ্ণাশৌচ পরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

ঐরূপ কথা এক স্থানে নহে ; বহু স্থানে দেখা যায়। যথা অনুশাসন পর্ব্বের ১৪২ অধ্যায়—

সদ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥ ১১॥

এই সকল প্রমাণ সত্বেও কেহ কেহ বলেন, "যখন বেদাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়কে বাহু হইতে, বৈশ্যকে উরু হইতে ও শূদ্রকে চরণ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে, তখন এক বর্ণ অন্য বর্ণ হইতে পারে না।" কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে গোটা মানুষ রূপে ব্রহ্মার মুখাদি বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বাহির

হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরং শাস্ত্রে তাহার বিপরীত কথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে ভৃগু-বংশ অত্যন্ত গৌরব-সম্পন্ন ছিলেন, ঐ ভৃগু ব্রহ্মার মুখ হইতে না হইয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে জন্মিয়াছিলেন। দক্ষ-প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মিয়াছেন। উপনিষদে অনেকেই সত্যকাম জাবালির কথা পড়িয়াছেন। তিনি জবালা নাম্নী এক ব্যাভিচারিণীর গর্ভে কোন্ ব্যক্তি দ্বারা জন্মিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা ছিল না। কিন্তু তিনি শুধু সত্যবাদিতার মহিমায় ব্রাহ্মণ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যে ব্যক্তি সত্যবাদী, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এবং সত্যবাদিতা শুধু ব্রাহ্মণবর্ণের শুক্র সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সত্যকামের সত্যবাদিতার জন্য কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ব্যাভিচারিণী জবালার উপপতিরূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে মুখাদি হইতে উৎপত্তি ও কার্য্য হইতে উৎপত্তি কথার মীমাংসা কি? মীমাংসা এই যে, ব্রহ্ম হইতে মনুষ্যরূপী ব্রাহ্মণাদি জন্মে নাই, তাহা হইতে জন্মিয়াছে, বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন বিভিন্ন জাতীয় সূক্ষ্ম 'অণু'। যেমন অহিফেনের গুণে ঝিমানি, মদ্যের গুণে বকুনি ও গাঁজার গুণে ক্ষিপ্ততা প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের স্বভাবকে নানারূপ পরিচালিত করে, সেইরূপ যে জাতীয় সূক্ষ্ম 'অণু' হইতে সত্যবাদিতা, শম, দম, দয়া প্রভৃতি জন্মে, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ; যে জাতীয় সূক্ষ্ম অণু হইতে শৌর্য বীর্য্য আধিপত্যাদির প্রবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম ক্ষত্রিয়; যে জাতীয় অণু হইতে কৃষি-বাণিজ্যাদির প্রবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম বৈশ্য ও যে জাতীয় অণু হইতে হিংসা অসত্য প্রভৃতির প্রবৃত্তি জন্মে, তাহারই নাম শূদ্র। যদ্যপি ঐ সকল অণু সকলের দেহেই অল্প বা বেশী পরিমাণে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে এক ব্যক্তিরই বিভিন্ন প্রকৃতি প্রকাশ পায়, তথাপি এক এক ব্যক্তিতে এক এক প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে। তদনুসারে পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যক্তিতে সত্য শম দম প্রভৃতি গুণ বেশী প্রকাশ পাইত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে সম্মানিত হইতেন; এইরূপ এক এক প্রকৃতির প্রাধান্য হেতু এক একটি বর্ণের পরিচয় হইত। কোন আকস্মিক কারণ উপস্থিত না হইলে, যে ব্যক্তিতে যে প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে, তাহার সন্তানেও সেই প্রকৃতিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইহেতুই পুরুষ পরম্পরায় এক একটী বর্ণের নির্দ্দেশ হইত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার সময় এ স্থলে হইবে না বলিয়া প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টীর সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে স্মৃতি-পুরাণাদি অনুসারে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, বৈদ্য, শূদ্র, নবশায়ক প্রভৃতি জাতি বর্ণ ছিল, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা

তাঁহারা সকলে মিশিয়া যাওয়াতে উল্লিখিত বীরচতুষ্টয় ও মদর্ষিগণের শাসনে তাঁহারা সকলেই "শূদ্র-ধর্ম্ম" আচরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল জাতি-ভেদ পরিত্যাগ করিয়া থাকায় তাঁহাদের মধ্যে আভিজাত্যের বড়াই ছিল না, স্মৃতিও ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজ্য শাসন করিতেন, তাঁহারা রাজপুত নামে, যাঁহারা লিপি ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারা কায়স্থ নামে, যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারা বৈদ্য নামে, যাহারা শঙ্খের কাজ করিত, তাহারা শাঁখারি নামে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিলেও প্রথম যোগে তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ও ভোজ্যান্নতা প্রচলিত ছিল। স্বভাবতঃই প্রবল লোকেরা অধীন লোকদিগকে, শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকদিগকে ও সৎকার্য্যকারীরা অসৎকর্ম্মীদিগকে ঘৃণা করে। সেই ঘৃণাবশতঃ কৃষিশিল্প ব্যবসায়ী অশিক্ষিত সমাজগুলিকে কায়স্থাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ীরা ঘৃণা করিয়া তাহাদের সহিত বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার রাজপুত জাতি না থাকায় তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ও ভোজ্যান্নতা দীর্ঘকাল সুপ্রচলিত ছিল, এখনও কিছু আছে। ঐ কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা থাকার প্রমাণ অদ্যাপি ঢাকার পূর্ব্বাংশ হইতে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ছিলেট ও পূর্ব্বোত্তর ময়মনসিংহ জলজ্জীবন্ত ভাবে প্রদর্শিত হইতেছে।

যাঁহারা বৈদ্যকে বৈশ্য ও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নূতন জাতিভেদের ভীষণ গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করি। কলির পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহের বিধান থাকিলেও কলিতে তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতি লোম বিবাহের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিধান শাস্ত্রসমূহে পরিলক্ষিত হয়। তদনুসারে ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে বৈশ্য বিবাহ করিতে কোন ক্রমেই পারে না। এবং বৈশ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে শূদ্র কখনও পারে না। বর্ত্তমান বৈদ্যগণের মতানুসারে ঐ পূর্ব্বকালের কায়স্থগণ যদি শূদ্র হয় ও বৈদ্যগণ বৈশ্য হয় তবে সেই শূদ্র যে বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, তাহার সন্তান মনুক্ত তাণ্ডবাদন ব্যবসায়ী 'বেণ' সদৃশ কোন অস্পৃশ্য অনাচরণীয় অন্ত্যজ জাতি হইত। এরূপ বিবাহ ঐ অঞ্চলে বহু পুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত থাকাতে ঐ অঞ্চলের সমস্ত কায়স্থ ও বৈদ্য বা শূদ্রই উক্তরূপ অন্ত্যজ জাতি হইত। ঐ অঞ্চলবাসী কায়স্থ ও বৈদ্যগণের সঙ্গে বিক্রমপুরাদির কায়স্থ ও বৈদ্যগণের যৌন সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হওয়া বশতঃ ইহারাও অন্ত্যজত্ব লাভ করিত। ঐ অঞ্চলবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ,

যাহাদের মধ্যে অদ্বৈত মহাপ্রভু ও চৈতন্য-মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষেরাও ধর্ত্তব্য, তাঁহারা সকলেই সেই অন্ত্যজদিগের যাজনকারী ও ব্যবহারকারী বলিয়া, তাঁহারাও অন্ত্যজ-যাজী রূপে পতিত হইবেন। তাহা যখন হয় না, তখন ঐ অঞ্চলের কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্রগণ নিশ্চয়ই ৩টী পৃথক্ জাতি নহে। সুতরাং তাহাদের ব্যবহারকারী বিক্রমপুরাদি সর্ব্ববঙ্গের কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্রগণও ৩টী পৃথক্ জাতি নহে; এরূপ স্বীকার না করিলে নিতান্তই অবিবেচনা প্রকাশ পাইবে।

কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে পূর্ব্বে জ্ঞাতিত্ব থাকায় বিশেষ প্রমাণ তাহাদের উপাধি, পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি,—হিন্দু রাজত্বে কদাপি দুইটী পৃথক্ বর্ণের এক উপাধি থাকায় সম্ভাবনা ছিল না। অথচ দেখিতেছি;—কায়স্থের সেন, দাস, গুপ্ত, ধর, কর, দত্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাধি গোত্র সহ, বৈদ্যগণেরও বংশের পরিচয় হইয়াছে। বৈদ্য যদি প্রকৃত পক্ষে শূদ্রাপেক্ষা উচ্চ জাতি হইবেন, তবে শূদ্রের জন্য বিশেষ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট ‘দাস’ উপাধি গ্রহণ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইবেন না। বৈদ্যের কুলীন ‘দাস’বংশীয়গণ হওয়ায় তাঁহার শূদ্রত্ব জলজ্জীবন্ত হইয়াছে।

আর একটী প্রমাণ—আদিশূর ও বল্লালসেন। ঐ দুই মহারাজকে কায়স্থগণ, কায়স্থ বলিয়া ও বৈদ্যগণ বৈদ্য বলিয়া টানাটানি করিতেছেন। আমি যদি কায়স্থ ও বৈদ্যের ভিন্ন জাতিতার পক্ষপাতী হইতাম, তবে আমি “কায়স্থ” হইলেও ঐ দুই মহারাজকে “বৈদ্য” স্বীকার করা অধিকতর গৌরবজনক মনে করিতাম। মনে করিতাম, ঐ দুই মহারাজ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে যেরূপ সম্মান করিতেন, পঞ্চ কায়স্থকেও প্রায় তত্তুল্য সম্মান করিতেন। যে কৌলীন্যের মধ্যে “আচারো বিনয়ো বিদ্যা” প্রভৃতি ‘নবগুণ’ নিহিত, সেই নবগুণে ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থকে ভূষিত করাতে উক্ত মহারাজেরা যে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থকেও অত্যন্ত সম্মান করিতেন, তাহা ব্রাহ্মণদিগেরই কুলশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। এরূপ সম্মানে কৌলীন্য প্রদান, স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা বশতঃ হইয়া থাকিলে উক্ত মহারাজদিগকে কায়স্থ বলিয়াই নিরূপণ করা আবশ্যক হয় আর যদি তাঁহাদিগকে ‘বৈদ্য’ বলা হয় তবে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদ্যগণ কায়স্থগণকে নিজেদের অপেক্ষা এত বেশী সম্মানভাজন ভাবিতেন যে, তাঁহারা কায়স্থদিগকেও ব্রাহ্মণের সমান ব্রাহ্মণোচিত নব-গুণবিশিষ্ট বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। বৈদ্যগণের মধ্যে “সিদ্ধ, সাধ্য” ভেদ দ্বারা সম্মানের একটু তারতম্য করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উক্ত মহারাজেরা তাহাদিগকে নব-গুণসম্পন্ন কৌলীন্য প্রদান করেন নাই। অতএব আমি উক্ত দুই মহারাজকে কায়স্থ না বলিয়া বৈদ্য বলাই অধিকতর গৌরব মনে করি।

বলিবার কথা বহু; তাহা এইস্থলে বিবৃত করার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া সংক্ষেপে প্রবন্ধ শেষ করিলাম। আশা করি, জাতিভেদ-মূলক দলাদলি যাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইবে। স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে ভাবে বৈদ্যজাতির উপবীত সংস্কার দ্বারা বৈশ্যত্ব লাভ হইতেছে, সে ভাবে কায়স্থের উপবীত সংস্কার দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হওয়া যে অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কায়স্থের পক্ষে ঐ সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-সমাজের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তবে অগ্রে বৈদ্যের উপবীত রহিত করিয়া পরে কায়স্থের বিরুদ্ধে তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহা শোভন হইতে পারে; কিন্তু বৈদ্যের প্রতি অনুচিত পক্ষপাতিতা প্রকাশ পাইলে কায়স্থের তাহা সহ্য করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য হইবে না।*

শ্রীগুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী।
চারিপাড়া। পোঃ—উথলি। ঢাকা জেলা।

কায়স্থাচার্য্যের ত্রিদিবে প্রয়াণ।

স্বর্গীয় বামাপদ পাল দেববর্ম্মা রায় চৌধুরী।

(জন্ম ১২৫৬, মৃত্যু—৭ই বৈশাখ, ১৩১৯)

দেবত্ব ও পশুত্ব লইয়া মানুষ গঠিত। মানুষ যে পরিমাণে পশুত্বকে পদতলে রাখিয়া দেবত্বের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে সেই পরিমাণে তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। মানুষ তখনই মানুষ নাম ধারণের উপযুক্ত যখন সে তাহার পশুসুলভ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিকে দমন করিয়া দেবত্ব ও অমরত্ব প্রয়াসী হয়। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি মানুষ এবং পশুতে সমভাবে বিদ্যমান। আমরা যতদিন আমাদিগের আপনা লইয়া ব্যস্ত থাকি, ততদিন আমরা এই পশুত্বের প্রভাব এড়াইতে পারি না। আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাস, বাসনা ও কামনার চরিতার্থতা, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ, ইহা সকল মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু

---

* লেখকের এই প্রবন্ধের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে আমরা এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে নিতান্তই অসমর্থ।

কাঃ পঃ সম্পাদক।

মানুষ যখন "আমি" ও "আমার" এই ক্ষুদ্র মমতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে সমর্থ হয়—যখন সে কেবল মাত্র প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়দর্শন পুত্রকন্যাদি চন্দ্রাননের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না থাকিয়া জগতের নরনারীগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়—যখন সে আপনার ও পরিবারের সুখ দুঃখেই সর্ব্বদা মুহ্যমান ন থাকিয়া প্রতিবেশী ও স্বজাতির সুখবৃদ্ধি এবং দুঃখমোচনের জন্য কিঞ্চিৎ অবকাশ প্রাপ্ত হয়—তখন মানুষ মনুষ্যত্বের মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়; তখন সে দেবত্বের আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যে সকল সৌভাগ্যশালী মানবসন্তান দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের এই স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ধ এবং তাঁহারা যে দেশে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা পবিত্র করিয়াছেন সে দেশ এবং সমাজও ধন্য বলিতে হইবে। আমিত্বের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গিয়া মানু যখন আপনার হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারে, তখনই তাহার মানবজ সার্থক হয়। কিন্তু এই সুখ বিলাসের লীলাক্ষেত্র, স্বার্থ, অহঙ্কার এবং অভিমানে রঙ্গভূমি; সংসারে এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ইহাঁদের সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা চিরদিন সুখ ও বিলাস- লালসার লোভনীয় লীলাখেলার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছেন তাঁহারা পরের ক ভাবিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। অবসর পান না। পরের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হ কাহার? যে দুঃখ কি বুঝিয়াছে—যে দারিদ্র্য ও অভাবের পুণ্যপ্রভাবে নিজে আত্মা ও হৃদয়কে অগ্নিদগ্ধ খাটী সুবর্ণ করিতে পারিয়াছে—সেই ব্যক্তিই অপরে দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ। আমরা এ ক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রভৃতি অসামান্য মহা পুরুষগণের কথা বলিতেছি না। সংসারের সাধারণ মানবগণের মধ্যে যের প্রতিদিন দেখিতে পাই, সেই কথাই আমরা বলিতেছি। সাধারণতঃ যাঁহা দেশের জন্য, দশের জন্য, স্বজাতির জন্য এবং স্ব সমাজের জন্য চিন্তা করেন এ কার্য্য করেন তাঁহারা অতি দীন দরিদ্র শ্রেণীসম্ভূত না হইলেও নির্ধন অভাব প্রপীড়িত সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকেন। অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্ভোগ, বিলাস বিভ্রমেয়-মোহিনী-মায়া বা প্রাণোন্মাদ প্রলোভন তাঁহা পথরোধ করিতে পারে না। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, দারি ও অভাবে বর্দ্ধিত—দুঃখ ও দৈন্যের কশাঘাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, সংযত এবং প চরিত্র ব্যক্তিগণই অন্যের জন্য নিজের সুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় বামাপদ পাল দেববর্ম্মা রায় চৌধুরী এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

বি
স্থানী

কায়স্থাচার্য্য স্বর্গীয় বামাপদ পাল রায়চৌধুরী।

তাঁহার প্রাণের উৎসাহ, হৃদয়ের বল, মনের তেজ, ভাষার শক্তি, এ সমুদয়ই তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি নিজের সুখ স্বাস্থ্য স্বার্থ এবং অর্থ * সমুদয়ই স্বজাতির জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন বামাপদবাবু কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সংবাদ লইয়া তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল উপেক্ষা নহে, তাঁহাকে বাতুল বলিতেও কেহ কেহ ক্রটী করেন নাই। মহাকবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, প্রেমিক, দার্শনিক এবং বাতুল ইহারা সমশ্রেণীস্থ। আমরা বলি যাঁহারা স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক, তাঁহারাও বাতুল শ্রেণীর অন্তর্গত। বাতুলতা ও উন্মাদের আকুলতা না হইলে কোন মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এরূপ বাতুল ও উন্মাদের সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে কম নহে। আমাদের মনে হয় এরূপ বাতুলের সংখ্যা দেশে যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততই মঙ্গল।

স্বজাতিহিতরূপ এই মহৎ-ব্রত সাধনের জন্য বামাপদবাবু বৃদ্ধবয়সে যেরূপ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। কত ঝড় জল তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে, কতদিন তিনি অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন, কত সময়ে তিনি জল ও কর্দ্দমের মধ্য দিয়া নগ্ন পদে ভ্রমণ করিয়াছেন—তিনি শয্যা ও উপাধানবিহীন কত রাত্রি যাপন করিয়াছেন—তাহার সংখ্যা কে করিবে? স্বজাতিগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের সমভিব্যাহারে

* সন ১৩১৩ সালের শেষ ভাগে যখন কায়স্থ-সভা মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তখন বামাপদবাবু অনন্যোপায় হইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ জুয়েলার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ক্ষত্রিয়ত্বে উদ্বোধিত করিয়া আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভা নামে এক সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে প্রবন্ধ লিখিয়া ১৩১৪ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত কায়স্থ-পত্রিকা নিজ ব্যয়ে ...দিগের মধ্যে প্রচার করেন। অতঃপর অবিনাশবাবু যখন "অতিমাত্রমবর্দ্ধন্ত নোদিব দিবমস্পৃশন্" ভাবে বিভোর হইলেন; তখন পুনরায় মহাত্মা বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের সুযোগ্য বংশধর স্বজাতিগত-...ার শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আলয়ে এক উপনয়ন-সমিতি স্থাপন করিলেন এবং ...রি প্রথম হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এক যোগে 'কায়স্থ-...' মাসিক পত্রিকা ঐ সনের ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করত কায়স্থগণের ...িতে থাকেন। ফলতঃ বামাপদবাবু এই ভাবে স্বীয় অসাধারণ উদ্যম ও প্রায় পঞ্চ-...জাতির জন্য বিসর্জ্জন করিলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সেই মৃত-সঞ্জীবনী-প্রভাবে ...ত্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্ষ ভাধ শিক্ষা বিকাশ, স্থানীয় ব

BLANK PAGE(S)

ফরিদপুরের নানাস্থানে তিনি প্রচারকার্য্যে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। কখনও বা বর্ষাকালে একাকী ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি জলা জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে গমন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খুলনা, যশোহর, রংপুর, দিনাজপুর, বরিশাল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তিনি এজন্য গমন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশেও তিনি প্রচার জন্য একাধিকবার গমন করিয়াছেন।

১৩১৫ সালে বাগেরহাটে যে বিরাট কায়স্থ সম্মিলন হয় সেই সময়ে বামাপদ বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তদবধি তাঁহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। তৎপরে খুলনা, নওপাড়া, বাঘুটিয়া প্রভৃতি স্থানে কায়স্থ সভার অধিবেশন সময়েও আমি তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়াছি এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। কলিকাতা অবস্থানকালে যখনই তাঁহার সহিত দেখা হইত—তখনই তিনি আলাপ করিয়া বলিতেন "এজাতির উদ্ধার হইল না।" তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সমগ্র কায়স্থ জাতিকে উপনীত এবং সংস্কৃত দেখিয়া যাইবেন। তাঁহার সে আশা যদিও পূর্ণ হয় নাই কিন্তু তিনি কায়স্থ সমাজের জন্য যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহার সুফল তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত এবং অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এবং কায়স্থজাতির জন্যই যে তিনি এ প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাও শতমুখে স্বীকার করিতে হইবে।

বামাপদবাবু বিপত্নীক ছিলেন। একপুত্র এবং দুইটি কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জীবিত অবস্থায় সংসারে থাকিয়াও উদাসীন ও ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন। স্বজাতিসেবাই তাঁহার একমাত্র ধ্যান ও একমাত্র জ্ঞান ছিল। এই আশা এবং ভরসা লইয়াই তাঁহার জীবন ছিল। তিনি সংসারের দিকে, পুত্রকন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাইতেন না। প্রাণের সমগ্র ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার সহিত স্বজাতির সেবা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন

যে কায়স্থজাতির কল্যাণের জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে যত্ন ও চেষ্টা করি
জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কায়স্থজাতি এখন বামাপদ বাবুর স্ব
আত্মার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহাই দেখিবার বিষয়। কন।
একটী কন্যা এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। আমাদের আশ লেন।
কায়স্থ সমাজ এই বালিকার বিবাহের জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হইবেন।

বামাপদবাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সমগ্রবঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বামাপদ বাবুর স্মৃতি রক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপাদান, কায়স্থ সমাজের আন্তরিকতা। কায়স্থগণ যদি মনপ্রাণে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন,—তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার ব্যাকুলতা ও একপ্রাণতার কথা মনে রাখিয়া—তাঁহার উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করেন এবং অচিরে আপনাদের দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা মোচন করেন তবেই তাঁহার স্বর্গগত আত্মা পরম তৃপ্তিলাভ করিবে। বামাপদ স্বর্গে থাকিয়াও তাঁহার অনুষ্ঠিত জীবনব্রতের গতি ও উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবেন ইহা মনে করিয়া কায়স্থ ভ্রাতাগণ তাঁহাদের স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপাদন করেন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ধন্য বঙ্গভূমি—যে স্থানে বামাপদবাবুর ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া স্বজাতির সেবায় আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন—ধন্য কায়স্থ-সমাজ—যে সমাজে এরূপ স্বজাতিহিতৈষীর আবির্ভাব হইয়াছে; আজ শতধন্য বামাপদ—যাঁহার জন্য কায়স্থ-সমাজে সহস্র সহস্র চক্ষু শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং যাঁহার পুণ্যস্মৃতি সহস্র সহস্র হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যাঁরে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বক্ষণ

শ্রীবিহারীলাল রায়।

ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয়-প্রতিভা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্য বর্ণত্রিতয় অপেক্ষা সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিবার অথবা অন্য ভাষায় সামাজিক ও ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি-বিধান করিবার সমুচিত শিক্ষা ও সুবিধা ঘটিত। পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছি মানব চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ, মনুষ্যত্বের সুসমঞ্জস স্ফূর্ত্তিই ধর্ম্ম। বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের অন্যতর গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।"

ক্ষত্রিয়বর্ণই যে প্রাচীন ভারতে এবম্বিধ অনুশীলন ধর্ম্মের চরম উন্নতি লাভ করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলেন,—

"* * * এরূপ ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এখন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম পুস্তকে নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ, তাহার উপর রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত আদর্শ।* * * ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট,—ইঁহাদের সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজীবে প্রেমময়।"

প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়বর্ণই বীরত্বে বিদ্যাবত্তায়, যজ্ঞে, কর্ম্মে, দানে, ধ্যানে; ধর্ম্মে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তপোবনে ধ্যাননিমীলিত চক্ষুতে দিবারাত্রি বসিয়া থাকা তপস্বীর পক্ষে উত্তম ধর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যের ধর্ম্ম তাহা নহে। মনুষ্যের সমুদায় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন অথচ সুসমঞ্জস স্ফূর্ত্তিই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ের আসন সকলের উচ্চে, ক্ষত্রিয় সকলেরই নমস্য।

ধর্ম্মজগতে প্রতিভার কথা বলিতে গেলে জগতে আদিম গ্রন্থ মনুষ্যপ্রতিভার সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ বেদের কথা তুলিতে হয়। বেদ পুরুষপ্রণীত নহে, বেদ সনাতন, বেদ ঈশ্বরের পুণ্যময়ী বাণী; কিন্তু সেই বেদকে আজি এই লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও যাহার দয়ার জন্য দেখিতে পাইতেছি, যাহার কৃপায় হিন্দুজাতি পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যজাতি বলিয়া জগতের পণ্ডিত সমাজে বরণীয় হইয়াছে, সেই মনুষ্য প্রতিভার কথাই বলিতেছি। বেদের অধ্যাপন ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। তথাচ দেখিতে পাই বহু ক্ষত্রিয় রাজর্ষি নিজ নিজ অতুলনীয় প্রতিভা গুণে বৈদিক ঋষি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত কামনাবর্জ্জিত তাঁহাদের বিমল চিত্তভূমিতে পরমেশ্বরের পরমবাক্য উদিত হওয়ায় তাঁহারা ছন্দোবদ্ধে তাহা গ্রথিত রাখিয়াছেন। ত্রসদস্যু, ত্রয্যারুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ দাস, মান্ধাতা, শিবি, প্রতর্দ্দন, কাক্ষীবান্ প্রভৃতি বহু রাজর্ষি ঋগ্বেদের ঋষি। বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি রাজর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার

বংশধরগণ অনেকগুলি সূক্তের ঋষি। যদি একমাত্র বিশ্বামিত্র ভিন্ন আর কোন ক্ষত্রিয় বেদমন্ত্রের ঋষি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতেন এবং বিশ্বামিত্রও যদি একমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র বা সূক্তের ঋষি না হইতেন, তথাচ এক গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবেই বিশ্বামিত্রের প্রতিভা সমগ্র বৈদিক সাহিত্য জগৎকে আলোকিত ও ক্ষত্রিয় সমাজকে ধন্য করিয়া রাখিত। অধুনা অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের গায়ত্রীই বেদাধ্যয়নের সীমা, অথচ তাঁহারাই ক্ষত্রিয়বর্গকে সম্মান করা দূরে থাকুক,—ঘৃণা করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। অনভিজ্ঞতার সীমা ইহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইতে অক্ষম।

বৈদিক সাহিত্যের অন্যাংশ—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী-ক্ষত্রিয়প্রতিভায় ওতোপ্রোতরূপে অভিসিঞ্চিত। মিথিলার রাজ-সন্ন্যাসী জনকের জ্ঞান গৌরবে সমগ্র ঔপনিষদিক সাহিত্য পূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জনকের ন্যায় ধর্ম্মের প্রকৃত বেত্তা দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয় উপনিষদে নাই। উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয়েরাই ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গের আবিষ্কর্ত্তা বা উপদেষ্টা।

ক্ষত্রিয়দিগের বীজপুরুষের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুর নাম কে অবগত না আছেন? স্বায়ম্ভুব মনুর এক পৌত্র ধ্রুব স্বীয় কর্ম্মপুণ্য বলে অক্ষয় অচল ধ্রুবলোকের অধিপতি হইয়াছেন—এবং অন্য পৌত্র উত্তম তদ্রূপ কর্ম্মফলে চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে গৌরবের আসন লাভ করিয়াছেন। এই স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতিভা সমগ্র সংসার-মধ্যে আদিম ও প্রধান দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক শাস্ত্রে বিখ্যাত "মনু-সংহিতা" প্রণয়ন করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত সমাজার্ণবে অত্যুচ্চ ও প্রোজ্জ্বল দীপস্তম্ভের কার্য্য করিতেছে। শ্রীশ্রীমনু মহারাজের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কত কত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষি স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সমাজকে সৎপথে চালিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু আজিও—

"মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

যদিও মহর্ষি পরাশর কলিযুগের নিমিত্ত বিশেষ সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পিতামহ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের উপরিধৃত বাক্যের অমর্য্যাদা করিবার শক্তি কাহারও নাই।

অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়প্রধান, সূর্য্যতনয়, মহাসংযমী যমের নাম ত্রিলোক বিশ্রুত। এই যম ও কায়স্থ-ক্ষত্রিয়দিগের বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি; কেবল কার্য্য বা function বিভাগের নিমিত্ত তাঁহার চতুর্দ্দশ ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে মাত্র।

শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত শাস্ত্র নিচয় ত্যাগ করিয়া আর্ষ পুরাণেতিহাসের প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষাত্রিয়দিগের প্রতিভার যশঃ প্র এবং গুণকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পুরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ এই :—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

প্রকৃত পক্ষে পুরাণে ক্ষত্রিয়-রাজগণের বিস্তৃত বংশাবলী, তাঁহাদের কলাপ, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং নানাবিধ গুণের সবিস্তর পরিচয় ভিন্ন অন্য বিষয় সামান্যই আছে। এক কালে ভৃগুবংশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগের একতর শাখার নায়ক মাহিষ্মতিপতি অদ্ভুতকীর্ত্তি কার্ত্তবীর্য বিবাদ হওয়ায় উভয় বংশের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই ক ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি এবং অপর কয়েকজন ব্রাহ্মণ নিহত হইলে জামদগ্ন্য রা প্রতিহিংসা সাধনার্থ উদ্যোগী হন এবং কোনও ক্রমে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যকে করিয়া তাঁহার কতিপয় সৈনিকের বধ সাধন করেন। এই ক্ষুদ্র ব্যাপার অব করতঃ ভার্গব বংশের কোন ব্রাহ্মণ লেখক মাতৃহন্তা ও নিরপরাধী অনেক রমণী ও শিশুহত্যাকারী ব্রাহ্মণ পরশুরামের বাহুবলের অত্যুৎকট প্রশংসা ক গিয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করার উপকথা রচনা করিয়া কোন পুরাণের ভিতর প্রক্ষেপ করিয়াছেন। আবার কোন কোন "মন্দঃকবিযশঃ এই অত্যুক্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পৃথিবীতে "বাহুজ" ক্ষত্রিয় মাত্রেরই বংশ এবং অবীরা ক্ষত্রিয়-রমণীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষত্র-বংশের উৎপত্তি রূপ ঘৃণাজনক অবমাননার (libel) প্রচার করিয়াছেন। পুনশ্চ গ্রন্থান্তরে অবমাননার উত্তর সুদ শুদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। এই "কায়স্থ-পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পাঠকবর্গের অ তাহা পাঠও করিয়াছেন। সবিস্তারে সেই কথা পুনরুক্তর করিবার আব নাই; তথাপি এইটুকু বলা উচিত যে ঐ গ্রন্থে কার্ত্তবীর্য্য পুত্র কর্ত্তৃক পর বধ, একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করা, এবং কলিযুগে "মুখজ" ব্রাহ্মণের এবং সর্ব্বশেষ libel সুপুত্রার্থিনী অবীরা ব্রাহ্মণীদের ক্ষত্রিয়দিগের নিকট গমন, সকল কথাই আছে। যাহাই হউক, পরশুরাম বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হওয়ার কথা যে নিতান্তই উপহাসস্পদ উপকথা, তাহা প্রমাণ পুরাণাদি গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্য

বংশজ ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই বিদ্যমান্—পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশও করিতে পারেন নাই। সূর্য্যবংশাবতংশ দাশরথি রামের নিকট দর্পান্ধব্রাহ্মণ কিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিলেন, রামায়ণের পাঠকদিগের তাহা অবিদিত নাই। আর দাক্ষিণাত্যেও হৈহয় কুলের কতিপয় ক্ষত্রিয় মাত্র ঐ কলহে বিনষ্ট হইয়াছেন,—অন্যান্য বংশের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই। হৈহয়-কুলও সমূলে নির্ম্মূল হয় নাই,—তাহার প্রমাণ—এখনও হৈহয়-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেছেন। যাহা হউক এই অবান্তর কথায় আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই,—কেবল প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল মাত্র।

পুরাণেতিহাসের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীনত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। রামায়ণে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের বিশেষতঃ ভগবানের অবতার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার যশোগাথা গীত হইয়াছে। বীজপুরুষ ইক্ষ্বাকু হইতে আরম্ভ করিয়া সগর, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, দশরথ প্রভৃতি আদর্শ নৃপতিদিগের ধর্ম্মকার্য্যের গৌরবে এবং সৌরভে রামায়ণ পরিপূর্ণ। সাগর মহারাজ সগরের কীর্ত্তিসঞ্জাত বলিয়া যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও পতিতপাবনী গঙ্গা যে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ভগীরথের অনন্তস্থায়িনী মহতী কীর্ত্তির সাক্ষী, তাহা তাঁহার ভাগীরথী নামেই জানা যাইতেছে। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ সীরধ্বজ জনক যে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের ভোগের ও ত্যাগের অবতার ছিলেন,—তাহাও ভারতপ্রসিদ্ধ। গীতোক্ত সুপ্রসিদ্ধ যে কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ তাহাও সূর্য্যবংশীয় নৃপতি পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।" ৪।১।২॥

রামায়ণে যেরূপ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের ভাস্বর-গৌরব-রবিকরে প্রোজ্জ্বল, মহাভারত তদ্রূপ চন্দ্রবংশীয় মহীপালদিগের কর্পূরাবদাত-কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় আলোকিত। মহাভারতে যে কত আদর্শ নরপতির আদর্শ চরিত্র এবং আশ্চর্য্য প্রতিভার চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। তন্মধ্যে ধর্ম্ম এবং পরাক্রমের আধার স্বরূপ অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেবব্রত ভীষ্ম, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি অনন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠির, সংযম ও সংগ্রামে তুল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর ধনঞ্জয়, অপ্রতিম অনীকবীর জলদগ্নি সদৃশ তেজস্বী কর্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ ধর্ম্মজগতে এক এক

দিব্যজ্যোতিঃ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। আর যাঁহার জ্ঞানের নি মহাজ্ঞানী ভীষ্ম ও অবনত, ধর্ম্মশিক্ষায় যিনি যুধিষ্ঠিরেরও উপদেষ্টা, অর্জ্জুন যাঁহা শিষ্য,* স্বয়ং রামচন্দ্র যাঁহার অংশমাত্র,—তাঁহার সেই কৃষ্ণের কথা, কি বলি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। ক্ষত্রিয় প্রতিভা ধর্ম্মজগতে কিরূপ অসাধারণ ক লাভ করিয়াছিল, তাহার চরম সাক্ষী যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শুধু যদুবং কেন ?—সর্ব্বক্ষত্রিয় শিরোমণি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। ভারতবর্ষ যে ধর্ম্মবলে আদি জগতে আদর্শ স্থানীয়, তাহার মূল ক্ষত্রিয় প্রতিভা।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার দশম অধ্যায় বিভূতি-যোগ কথন ব্যপদেশে শ্রীভগ বলিয়াছেন তিনি "নরানাঞ্চ নরাধিপঃ" অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে রাজাতেই—অ ক্ষত্রিয়তেই—তাঁহার বিভূতি অধিকতর অভিব্যক্ত। মনুষ্যসমাজকে ধর্ম্মই র করেন, এবং রাজা বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। ক্ষত্রিয় বর্ণই নিঃস্বার্থ হৃদয়ের শোণিত পর্য্যন্ত পাত করিয়া বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, দরিদ্রের দারি মোচন এবং সাধু সজ্জনের রক্ষা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই দেখা ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রাচীন কালে যত অধিক সংখ্যক আদর্শ মনুষ্যের আবি হইয়াছে এরূপ আর কোন বর্ণের মধ্যেই হয় নাই। উশীনর, শিবি, ভীষ্ম, ভগীরথ, দাশরথিরাম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন—প্রভৃতি নরেন্দ্রবর্গ পৃথিবীর অলঙ্কার স্ব যে কোন দেশে, যে কোন সমাজের কথা বলি না কেন এরূপ নররত্ন দুর্ল আজিও এই ভারতবর্ষে দাশরথি রাম এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ পরশুরামকে অব বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কালক্রমে, সে অবতার টি না। পরশুরামের পূজা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে রাম কৃ ন্যায় আধিপত্য আর কোন মানবই প্রাপ্ত হন নাই।

আর এখনও সমগ্র পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানবজাতি সংসার-তাপ হ অব্যাহতি-লাভার্থ যে ধর্ম্মবীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন,— অদ্ভুতত্যাগী, অসাধারণ যোগী, অপ্রতিম জ্ঞানী, রাজর্ষি বুদ্ধদেব ও সূর্য্যবং শাক্যশাখায় অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় কুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই র সন্ন্যাসীর জ্ঞানের এ প্রতিভার প্রোজ্জ্বল আলোকে সমগ্র এসিয়াখণ্ড আলো হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম জগতে ঐতিহাসিক সময়ে এরূপ অত্যদ্ভুত প্রতিভা

* অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব কখন গ্রহণ করিয়াছিলেন? সখা ছিলেন তাহাই লোক প্র

কাঃ পঃ

কেহই দেখাইতে সক্ষম হন নাই। অকূল পারাবারের ন্যায় বৌদ্ধসাহিত্য এখন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বৈদেশিক পণ্ডিত মণ্ডলী যে সামান্য দুই একখানি গ্রন্থ পা করিবার অবসর ও সুবিধা পাইয়াছেন, তাহাতেই কেহবা তাঁহাকে "The greatest and wisest of the Hindus;" কেহবা "The Light of Asia" উপাধি প্রদান করতঃ নিজ নিজ বিস্ময়ের পরিচয় দিয়াছেন। আর যাঁহার বৌদ্ধ সাহিত্য এবং New Testamentর সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত, তাঁহাদে মধ্যে অনেকেই বলেন যে খৃষ্ট প্রচারিত ধর্ম্ম বুদ্ধকথিত ধর্ম্মের নিকট অনে ঋণী। একথা সত্য হউক বা না হউক, বুদ্ধদেব যে যোগী, জ্ঞানী এবং ধার্ম্মি পুরুষের অগ্রগণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে পরম উদার বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে,—নিজ জন্মভূমি হইতে দূরে গিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে, অন্তর্হিত কেন হইল, ইহার সুমীমাংস অদ্যাপি হয় নাই। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ পরতার উপর সমগ্র দোষারোপ করেন। কোন সুপণ্ডিত আর্য্যসন্তান ইহার অনুসন্ধানে অগ্রসর হইবেন না কি?

হিন্দুশাস্ত্র হইতে অতিশয় সংক্ষেপে "ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয় প্রতিভা"র একাংশ অর্থাৎ পুরুষ প্রতিভার পরিচয় প্রদত্ত হইল। সাগর সদৃশ পৌরাণিক সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া দৃষ্টান্ত সংগ্রহের অবকাশ আমাদিগের নাই, সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ হইতেই কয়েকটী মহাপুরুষের নামোল্লেখ মাত্র করা হইল, এক একটী চরিত্র অবলম্বন করিয়া এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিলে তবে তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা হয়; যদি কোন উৎসাহী লেখক ইচ্ছা করেন, পূর্ব্ব পুরুষদিগের চরিত্র জনসমাজে উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জগতের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সাহিত্যে ক্ষত্রিয় মহাপুরুষদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণের নিকট অনন্য সাধারণ ক্ষত্রিয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ অন্তরাত্মাকে ধন্য করিতে পারেন। উপাদানের অভাব নাই, অভাব কেবল কর্ম্মীর। উপযুক্ত এবং কুশল কর্ম্মীর হস্তে পড়িলে আর্য্য সাহিত্যে লব্ধ উপাদান দ্বারা সজীব প্রায় মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে পারে। অন্যসভ্যদেশে দস্যু তস্করের ও চরিত্রের উজ্জ্বল আলেখ্য আছে, আর আমাদের দেশে জনক, উশীনর দেবব্রত প্রভৃতি মহামহিম মহাত্মার চরিত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষাভিমান সম্পন্ন যুবকেরাও ঐ সকল আদর্শ চরিত্রের সহিত

পরিচিত নহেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের সমবেত চেষ্টায় এই বিশাল হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু সাহিত্য ঘটিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের আদর্শ পুরুষ ও নারীদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সঙ্কলন ও প্রচার হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে যাঁহারা গৌরব অনুভব করেন,—ক্ষত্রিয় প্রতিভার কীর্ত্তি ঘোষণায় তাঁহাদেরই অগ্রণী হওয়া উচিত।

আমরা নিতান্ত অনুপযুক্ত শক্তিসামর্থ বিহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তি। তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে কোন দুষ্কর কর্ম্মে উদ্যোগী দেখিলে অনেক শক্তিশালী মহান্ ব্যক্তির হৃদয়ে উৎসাহ বা অনুকম্পার উদয় হইতে পারে—তজ্জন্যই বিরাট বাহিনীর অধিপতি মহামাননীয় সেনাপতির পথ পরিষ্কারক অগ্রবর্ত্তী দীনহীন মজুরের ন্যায় আমরা এই পথে অগ্রসর হইয়াছি। ভরসা করি শীঘ্রই দিগ্বিজয়ী সেনানীবৃন্দকে এই পথে দেখিতে পাইব। পতিতপাবন বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ এই অধমের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আগামী বারে প্রতিভাশালিনী মহীয়সী কতিপয় ক্ষত্রিয়-ললনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমাদের এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব এরূপ আশা করি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

সমালোচনা।

কালের স্রোত। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল, প্রণীত। ১৩১৮। ডবল্‌ক্রাউন্ ১৬ পেজী ২০ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই—মানুষ কালের স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে। সে কাহাকে অবলম্বন করিলে কালপ্রবাহ অতিক্রম করত শান্তি ধামে উপনীত হইতে পারে, গ্রন্থকার তাঁহার 'কালের স্রোত' গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সমূহ হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধার করিয়া পর্য্যায় ক্রমে তাহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যে সকল অল্পজ্ঞ কথায় কথায় দুইটি চরণবদ্ধবচন বিন্যাস করিয়া শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন এবং যাহারা স্বনামধন্য মাক্ষমূলারের বৈদিক ব্যাখ্যা রোমন্থন করিয়া সুশিক্ষার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দিয়া থাকেন সেই

সকল ব্যক্তিকে আমরা গ্রন্থকারের চতুর্দ্দশ বর্ষের যত্ন লব্ধ বিপুল গবেষণাপূর্ণ এই 'কালের স্রোত' মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। যোগেশবাবু এই গ্রন্থ মধ্যে যে সকল মহনীয় রত্ন উদ্ধার করিয়া স্থির লক্ষের সমাধান করিয়াছেন ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় ভূমিকায় সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডের সমালোচনা করিয়া এবং উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহোদয় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তারিত ভাবে সমাবেশ করায় গ্রন্থের গৌরব অধিকতর ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বলিতে কি পাণিনি ব্যাকরণে কাত্যায়নের বৃত্তি ও পতঞ্জলির ভাষ্যে যেমন জগতে অদ্বিতীয় "ত্রিমুনিব্যাকরণ" নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমাদের যোগেশবাবুর প্রণীত "কালের-স্রোত"ও তেমন হীরেন্দ্রবাবুর ভূমিকা ও রামেন্দ্রবাবুর সুবিস্তৃত উপক্রমণিকায় এক অপূর্ব্ব উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

কায়স্থ-প্রদীপ। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বি,এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৩১৮। ডবল্ ক্রাউন ৮ পেজী ১৩ ফর্ম্মা অর্থাৎ ১০৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকটে, গ্রাম কাড়াপাড়া, পোঃ—দশানী, জেলা—খুলনা।

গ্রন্থখানি একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে জাতিভেদ ও সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কায়স্থোৎপত্তি। তৃতীয় অধ্যায়ে কায়স্থের বর্ণনির্ণয় করিতে গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ দত্তক গ্রহণের মোকদ্দমা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের তুলসীরাম বনাম বিহারীলালের মোকদ্দমা, বাঁকীপুরের সব জজ আদালতের ১৮০৭ সালে মোকদ্দমা, গাজীপুরের মহম্মৎরাধার মোকদ্দমা প্রভৃতি বহুবিধ প্রমাণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণ স্থির করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একটী নূতন তথ্যেরও সমাবেশ করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন পূর্ব্বে আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে আসামের কায়স্থগণ বঙ্গীয় কায়স্থ হইতে পৃথক্ কিন্তু প্রসন্নবাবু বলিতেছেন আসামের গোস্বামী প্রভুগণ (গোহাইঠাকুরগণ) উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে গবেষণার জন্য আমাদের আসামের সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। চতুর্থ অধ্যায়ে কায়স্থের দ্বিজত্ব, পঞ্চম অধ্যায়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কায়স্থের প্রাধান্য সম্বন্ধে বিবৃত করিয়াছেন, এ অধ্যায়টীতেও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে কায়স্থের বঙ্গে আগমন ও শ্রেণী বিভাগ। অষ্টম অধ্যায়ে উপবীতত্যাগের কারণ। নবম অধ্যায়ে উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা। দশম অধ্যায়ে ব্যবস্থাপত্রাদি এবং একাদশ অধ্যায়ে উপসংহার করিতে অনেক সামাজিক বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থখানি কায়স্থ মাত্রেরই সময়োপযোগী হইয়াছে

শরশয্যা কাব্য। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বি, এল্, কৃত। পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ

অনন্তর বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ বীরদ্বয় ভগবানের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন, কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ চিত্র—ভীষ্মবধ এবং দ্রোণ, কর্ণ, শল্য মৌষলমহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনাবলী দেখিতে পাইলেন। মহাভারতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সমস্ত ঘটনা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ হইতে পঞ্চদশ সর্গ পর্য্যন্ত এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া ষোড়শ সর্গে

সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি দর্শনে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরমানন্দ প্রাপ্তি” দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ন্ম দেহী পার্থবয় শিরস্থ সহস্রদল কমলরূপ সত্যলোকে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেম-পুলকিত চিত্তে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবের ভাব সমাবেশ ও শব্দ সমাবেশে তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অংশস্বরূপ জীবাত্মা সমষ্টিরূপ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়, তাহা সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন এবং যোগশাস্ত্রের উক্তি দ্বারা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণিতা শ্রীরাধিকার যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও অনুপম। ভগবৎ-স্তবের মধ্যে একটী পদ্যাংশ মাত্র নিম্নোদ্ধৃত হইল :—

“ভকত জন পালক, কেশী কংস বিনাশক,
কোটী কোটী বিশ্বকর্ত্তা ব্রজের রাখাল ;
গোপীশ কমলাকান্ত, নিষ্কল-বিশুদ্ধ-শান্ত,
লীলায় মানুষদেহী, সর্ব্বনাশী কাল,
অসীম, অনন্তপূর্ণ, মহান, বিশাল।”

তদনন্তর তাঁহারা শিবিরে প্রবেশ করিলেন, মেঘনায়ক “সম্বর্ত্ত” আসিয়া অর্জ্জুনকে কৃষ্ণাশ্বের ত্রগণ নামক দেব অস্ত্র প্রদান করিলেন। এই অস্ত্র লাভ সর্গও মেঘনাদ বধের অস্ত্রলাভ সর্গের অনুরূপ। পাঠকগণ উভয় পুস্তক পাঠ করিলেই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন।

অষ্টাদশ সর্গে দশম দিবসের যুদ্ধ বিষয়ক বীর, রৌদ্র ও বীভৎস রসাত্মক দৃশ্যাবলী মহাভারতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি কল্পিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বৃত্তান্ত এক সুন্দর বৃত্তান্ত। শিখণ্ডী পশ্চাতে অবস্থিত অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া ভীষ্মদেব সন্ধ্যাকালে শরশয্যা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পরিশিষ্টে ভীষ্ম কর্ত্তৃক উপাধান ও বারি প্রার্থনা এবং সর্ব্ব সমক্ষে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপাধান ও পৃথ্বী ভেদ পূর্ব্বক ভোগবতী বারি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন প্রভৃতি এবং মোহাবিষ্ট অর্জ্জুনের ভীষণ নরক দর্শন বৃত্তান্ত দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুগ্রহে ভীষ্মদেবের ভারতের ভবিষ্যৎ দর্শন বৃত্তান্ত মনোমুগ্ধকর বৃত্তান্ত। অতঃপর গ্রন্থকার পিতা পিতামহ প্র-পিতামহের নামোল্লেখ সহকারে গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিয়াছেন।

এই বীররস প্রধান গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল ভাব মধুর এবং উপমাদি অলঙ্কারের সমাবেশ অতি সুন্দর হইয়াছে। মহাভারত বর্ণিত ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীষ্মের চরিত্র অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত এবং গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট দার্শনিক-তত্ত্বসমূহ সরল ভাষায় মধুর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আশা করি, গ্রন্থখানি বিদ্বৎসমাজে আদরণীয় হইবে।

বিবিধ।

রংপুরে পণ্ডিতের বিচার।

এবার রংপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও তাহাদের উপবীত গ্রহণে সামর্থসমর্থ লইয়া পণ্ডিতদিগের এক বিচার হইয়াছিল। পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রতিপক্ষে পণ্ডিতরাজ-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্নতর্ককণ্ঠ ও শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ এবং স্বপক্ষে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কলঙ্কার ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিভূষণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডিমলাতাজহাটের দ্বারপণ্ডিত প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং দিনাজপুরের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্তসারদাচরণ মিত্র এম,এ,বি,এল,প্রভৃতি প্রায় তিন শতাধিক গণ্যমান্য শ্রোতা সভা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে কথা উঠে কে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিবেন, কেইবা তাহা খণ্ডন করিবেন এবং মধ্যস্থ কাহাকে করা যাইবে? শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজকে প্রতিবাদ করিতে বলেন, উত্তরে তিনি বলেন আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। তখন সারদাবাবু বলেন—আপনি রাজবংশী, পোদ প্রভৃতি জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা দিয়াছেন আর কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে প্রস্তুত হয়েন নাই? পণ্ডিতরাজ ইহাতে একটু সঙ্কোচিত হওয়ায়, তৎপর সারদাবাবুর প্রস্তাবানুসারেই তাঁহাকে মধ্যস্থ করা হইল।

পণ্ডিতরাজ মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন অগ্নি-পুরাণের জাতিমালার ‘আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ। বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥ পাদাচ্ছুদ্রশ্চ সম্ভূতস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ। হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥ কায়স্থস্তস্য পুত্রোহভূদ্বভূব লিপিকারকঃ।” এই আড়াই বচন আওড়াইয়া বলেন যে, ইহাতে কায়স্থ-জাতির শূদ্রত্বাবাধিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে—এইমাত্র বলিলেই মহারাজা কাশীমবাজারের সভাপণ্ডিত-শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কলঙ্কার মহাশয় বলিলেন, অগ্নিপুরাণের ঐ বচন শেষ হয় নাই, উহার আরও আছে—ঐ আড়াই বচনের পর আছে—“কায়স্থস্য ত্রয়ঃপুত্রাবিখ্যাতো

জগতী তলে॥ চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ। চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ॥ চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতিশূদ্রঃ প্রচক্ষতে॥" তর্কলঙ্কার মহাশয় এই পাঠ বলিলে প্রশ্নকারী তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, আমি তর্কলঙ্কার মহাশয়ের কথিত অংশ পাই নাই এবং মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজ বলিলেন, ওরূপ মৌখিক বচনের কোন প্রয়োজন নাই মূল গ্রন্থ উপস্থিত করুন দেখা যাউক তাহাতে কি আছে। ইহার উত্তরে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন—তাহা হইলে বিচারের সমাধান করিতে অন্যূন ২।৩ মাসের মধ্যে হইতে পারে না। উপস্থিত বিরাট আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব উভয় পক্ষের উপস্থিত সমস্ত প্রমাণই সমূলক বলিয়া বিচার হউক, তাহাতে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে উপস্থিত সুধীসমাজ তাহাইমীমাংসা রূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু একথায় মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজসহ প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণ সাহসী হইলেন না; তাঁহারা মূল গ্রন্থের জন্যই পুনঃ পুনঃ আগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় মহারাজা দিনাজপুরের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার বাসায় তাজহাটে কতিপয় পুরাণ আনিতে গমন করিলেন, তাঁহার পুরাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

ইত্যবসরে কুড়িগ্রামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন—বেশ তর্করত্ন মহাশয় যে বচনটুকু উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাই মীমাংসা করা যাউক না কেন, ঐ বচনে কায়স্থের শূদ্রত্ব কোথায় নির্দ্দেশ করিতেছে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গেলে তৎপরে পুনরায় বলা হইতেছে "হিমনামাসুতস্তস্য" অতএব দেখিতে হইবে এই "তস্য" কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে? "তস্য" শব্দ প্রয়োগে "শূদ্রের" এরূপ অর্থ বুঝা যায় না; কেন না শূদ্রের উৎপত্তি লিখিয়া সে যে তিন বর্ণের সেবক তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তৎপর বলা হইয়াছে তাঁহার পুত্র হিম তৎপুত্র প্রদীপ তাঁহার পুত্র কায়স্থ যিনি লিপিকারক হইয়াছিলেন। সেবক ও লিপিকারক এই দুই প্রকার উক্তি দ্বারা সহজেই বুঝা যাইতেছে হিম নামক ব্যক্তি প্রজাপতির একাংশ ও শূদ্র একপাদ সম্ভূত। দুই পৃথক স্থানে সঞ্জাত এবং পৃথক ধর্ম্মী। তাহা হইলে 'তস্য' শব্দের অর্থ 'প্রজাপতেঃ' কিম্বা 'ব্রহ্মণঃ' অর্থাৎ-প্রজাপতির অথবা ব্রহ্মার এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতেছে, সুতরাং কায়স্থ, শূদ্র ব্যতিরীক্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ। ইহাতে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজ বলিলেন যে, আপনারা ত যুক্তিতর্কে কায়স্থের শূদ্রত্ব খণ্ডন করি-

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কায়স্থ শূদ্রের ন্যায় আচার করিতেছেন;—আমি এই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজেই জানিতে পারিয়াছি, নন্দীবংশীয় কোন এক ব্যক্তি স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত ও পতিত হইয়াছিলেন। এতৎ শ্রবণে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী হাসিয়া বলিলেন যে আপনার কথা দ্বারাই আপনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কেননা, এই জাতি যদি শূদ্রই হইত তা হইলে তাহার স্বগোত্র বিবাহে পাতিত্য বা সমাজচ্যুতি ঘটিত না সে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্ববর্ণবিহিত কার্য্য না করায় বর্ণবহির্ভূত কার্য্য করিয়া পতিত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিল। ইহাতে সভাস্থ সকলে হাততালি দিয়া উঠিলে সন্ধ্যার সময় সভাভঙ্গ হইল।

অতঃপর সায়ংসন্ধ্যা অন্তে পুনরায় পণ্ডিতরাজ ও লাহিড়ীমহাশয় চতুর্ভাষ্য সম্বলিত পারস্কর-গৃহসূত্র লইয়া ধর্ম্মসভায় পণ্ডিতদিগের নিকট উপস্থিত হন এবং লাহিড়ী মহাশয় তর্কবাগীশ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ প্রধান কলসকাঠী গ্রামে বাস করিয়া কেন ইহার মধ্যে আসিয়াছেন?" উত্তরে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন আপনি এরূপ "অসঙ্গত কেন বলেন, পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত যাহা ন্যায়, যাহা ধর্ম্ম ও যাহা শাস্ত্রসঙ্গত তাহারই অনুবর্ত্তন করা আমরা যথার্থই বুঝিয়াছি কায়স্থ ক্ষত্রিয়, এই বলিতেই পণ্ডিতরাজ বলিলেন, কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ই হইল, কিন্তু তাহার উপনয়ন কোন শাস্ত্রবলে দেওয়াইতেছেন? আপস্তম্ব স্পষ্টই বলিয়াছেন "যস্য তু প্রপিতামহাদেনানুস্মর্য্যতে উপনয়নং" ইত্যাদি এই বচনের আপনি প্রপিতামহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ পুরুষের দিকে ত যাইতে পারেন না? উত্তরে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, অপরার্ক এই বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে "প্রপিতামহাদিপদেন তৎপূর্ব্ব ষামাপি পুরুষাণাম্ বোধ্যতে।" মদন পারিজাতেরও এইরূপ অভিপ্রায়, বিশেষতঃ পাণিনির মহাভাষ্যে পাতঞ্জলি ঋষি আদিশব্দে অব্যয়ার্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তখন পণ্ডিতরাজ বলিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন আহারের বন্দোবস্ত করুন, আপনি রাত্রে কি আহার করেন—ভাল কথা আপনাদের বিদায়ের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? এই স্থলেই বিচারের শেষ হয়।

ভ্রম-সংশোধন।

এই বৎসরের পত্রিকা।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
চিত্রগুপ্ত-তত্ব	চিত্রগুপ্ত-তত্ত্ব	৬	২
,,	,,	৭	১
সমস্ত	সমৎস্থ	৮	৯
,,	,,	”	১২
চিত্রগুপ্ত-তত্ব	চিত্রগুপ্ত-তত্ত্ব	৯	১
চংদ্রাভির্গৃণতে	চংদ্রাভির্গৃণতে যুবস্ব	”	১৩
তন্মাত্র হইতে	তন্মাত্র হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত	১৩	২
সুবাসপ্রসূত	সুবাস প্রসূত	”	২০
অন্ত-	অন্তরায়	১৪	১৬
ঐ	বঙ্গজ	৪৪	১৪
কালুরাম	কালীপ্রসাদ	২৮৶০	২৩

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

দশম অধিবেশন।

৪ঠা চৈত্র, ১৩১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(উ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, সভাপতির আসনে।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা।
(ব) „ বিহারীলাল রায় কবিরত্ন, দেববর্ম্মা, বি,এ।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(দ) শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। } সম্পাদকদ্বয়।
(উ) নরেশচন্দ্র সিংহ। }

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নবম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী ও ফাল্গুন মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। (দ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাং রাধাবল্লভ, রংপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা।

২। (ব) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন নন্দী, সাং ছাত্নী পোঃ, রাজসাহী জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা।

৩। (উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, সাং মতিহারী, বিহার।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ।

৪। (ব) শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষ, বিএল্, সাং রাইগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, মৃতের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার শোক জানান হউক, হেমাঙ্গ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক এবং গোবিন্দ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত কুলদা বাবু সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক :—

৺গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, সাং রাইগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর জেলা।

৺হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, সাং মেদিনীপুর।

তৃতীয় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের দিন সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা। সভার এই বৎসরের সভাপতি ভারতবর্ষীয় কায়স্থশিক্ষা-সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হওয়ায় ও ঐ সম্মিলনীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আহুত হওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একীকরণের এই প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা অবিধেয় বিধায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার বার্ষিক অধিবেশনের দিন ৬ই হইতে ৭ই ও ৮ই এপ্রিলের পরিবর্ত্তে ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল নির্দ্ধারিত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত প্রস্তাবসমূহের কতিপয় স্থান সংশোধন। কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর প্রস্তাবগুলি নিম্নলিখিতরূপে সংশোধিত হইল।

প্রথম প্রস্তাবে। "বঙ্গের চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন" স্থলে "বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন" এইরূপ হইল। এবং (ক) প্রস্তাব উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের "চিত্রগুপ্ত-সন্তান বঙ্গদেশীয়" স্থলে "বঙ্গের উত্তরাঢ়ীয়" ইত্যাদি হইল।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রস্তাব একত্র হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব পঞ্চম প্রস্তাবে পরিণত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব ষষ্ঠ প্রস্তাবে পরিণত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব সপ্তম প্রস্তাব পরিণত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

নবম প্রস্তাব গত বর্ষের সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে ধন্যবাদ।

দশম প্রস্তাব স্বেচ্ছাসেবকগণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির অপরাপরকে ধন্যবাদ।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বজবজের "পব্লিক লাইব্রেরী"র ২৪শে ফাল্গুনের পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত সভায় কত কায়স্থ সভ্য আছেন না জানিয়া এ বিষয় কিছু করা যাইতে পারে না।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।

সম্পাদক। সভাপতি।

২৯-২-১৩।

BLANK PAGE(S)

...by Shiva Prasad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত	১১৪৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং রাধাবল্লভ, রংপুর	২॥০
	১১৬॥০

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

এ বৎসর প্রাপ্ত :—

যাঁহারা পুস্তক দান করিয়াছেন তাহার মূল্য :—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, সাং কোচবিহার	২॥০
„ অন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সাং কলিকাতা	১৵০
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্,এ, সাং কলিকাতা	০
„ রামানন্দী জী, সাং ফয়জাবাদ	০
„ রামচন্দ্র বসু, সাং কলিকাতা	॥০
শ্রীমতী সুশীলমতি, সাং কলিকাতা	১৲
	মোট—৫৵০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৫ই চৈত্র, ১৩১৮।

(জেলা রাজসাহী, তকিনগর, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ঝিনা, রাজসাহী জেলা :—

১। দাস, চন্দ্রকান্ত। ২। সরকার, বৈদ্যনাথ।

সাং তকিনগর, রাজসাহী জেলা :—

৩। দাস, অন্নদামোহন। ৫। নন্দী, শ্রীশচন্দ্র।
৪। „ রাধিকানাথ। ৬। মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ।

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯।

(জেলা খুলনা, কাঁঠালগ্রাম, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কাঠালগ্রাম, খুলনা জেলা :—

১। দাস, রোহিণীনারায়ণ। ২। বসু, শিরিশচন্দ্র।

সাং পাঁজিয়া, যশোহর জেলা :—

৩। ঘোষ, নলিনাক্ষ।

সাং পারমধুদিয়া, যশোহর জেলা :—

৪। বসু, বিজয়গোপাল।

সাং মশ্চিমনগর, যশোহর জেলা :—

৫। রায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

সাং রাখালগাছী, যশোহর জেলা :—

৬। দত্ত, কৃষ্ণগোপাল। ৭। দেব, যাদবচন্দ্র, (দেওয়ানবাটী)।

সাং সায়েড়া :—

৮। দত্ত, অশ্বিনীকুমার।

এই কেন্দ্রে উপনীত সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

২৫ শে বৈশাখ, ১৩১৯।

(জেলা ফরিদপুর, আমগ্রাম, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং আমগ্রাম, ফরিদপুর জেলা :—

১। ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, বয়স ৩০, (বঙ্গজ)।
২। দেব, কেদারনাথ, „ ৪৫, „

সাং কেওয়াগ্রাম, ফরিদপুর জেলা :—

৩। ঘোষ, কেশবলাল, বয়স ২৪, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৪। বসু, অমৃতলাল, „ ২৪, „
৫। সরকার, রসিকলাল, „ ২৪, „

সাং বর্ণি, ফরিদপুর জেলা :—

৬। নন্দী, রাজেন্দ্রকুমার, „ ২০, „
৭। শিকদার, গঙ্গাচরণ, „ ২২, „
৮। „ লালবিহারী, „ ৩৩, „

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(১)

(জেলা হুগলা, গ্রাম পানিসেহোলা, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। মিত্র, রবীন্দ্রকুমার, বয়স ১২, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, শচীন্দ্রকুমার, „ ১১, „

(২)

(জেলা মুর্শিদাবাদ, উত্তররসোড়া, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ, চারুচন্দ্র, বয়স ১৪। ৫। ঘোষ, শরৎচন্দ্র, বয়স ৩২।
২। „ পূর্ণচন্দ্র, „ ৫৫। ৬। „ হরিশচন্দ্র, „ ২৮।
৩। „ যোগীন্দ্রনারায়ণ „ ৪৫। ৭। ঘোষ রায়, হরিপ্রসাদ, „ ৪৭।
৪। „ ললিতমোহন, „ ৪০। ৮। সিংহ, হরিশচন্দ্র, „ ৩৩।
৯। সিংহ, ক্ষিতীশচন্দ্র, বয়স ১৭।

এই কেন্দ্রে উপনীত সকলেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

(৩)

(জেলা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ-রসোড়া, শ্রীযুক্ত রামগোপাল সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। ঘোষ,	কান্তিচন্দ্র,	বয়স ২৫।	৬। ঘোষ,	রাধারমণ,	বয়স ২৮।
২। „	গৌরচন্দ্র,	„ ৩২।	৭। „	হেমগোপাল,	„ ৩২।
৩। „	বিজয়গোপাল,	„ ৩৭।	৮। সিংহচৌধুরী,	নীরদগোপাল,	„ ১২।
৪। „	রাধাবিনোদ,	„ ২৫।	৯। „	নৃসিংহগোপাল,	„ ১৫।
৫। „	রাধামোহন,	„ ৩২।	১০। „	রামগোপাল,	„ ৪৮।
			১১। সিংহ চৌধুরী,	শিবগোপাল,	„ ১৫।

এই কেন্দ্রে উপনীত সকলেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

বিবাহ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সক্‌সেনা (হিন্দুস্থানী কায়স্থ), অযোধ্যা-স্থিত হর্দোইর সব্‌জজ্, তাঁহার পুত্রকন্যাদির বিবাহ অন্যদেশ-বাসী কায়স্থদের সহিত দিতে প্রস্তুত আছেন।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২০শে বৈশাখ, ১৩১৯। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। কলিকাতা ভবানীপুরের বলরাম বসুর ষ্ট্রীট নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের সহিত গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৪শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। বারাণসীবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সবজজ্ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র শ্রীঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা-ভবানীপুর। মুর্শিদাবাদ জেলার রসোড়া গ্রাম নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ৺কমলাকান্ত রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মানদাকান্তের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ পাঁচথুপী নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের (কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীল) কন্যার।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা ইটালি। বারাণসীবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সবজজ্ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র-নাথের সহিত কলিকাতা ইটালি নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্দ্রকুমারের সহিত কলিকাতা কম্বুলিটোলা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা না হইলেও, কোম্পানির কাগজ যৌতুক দেওয়া হয় এবং গৃহীত হইয়াছে শুনা যায়)।

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতা নিবাসী ডেপুটী কণ্ট্রোলার-জেনার্‌ল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রায় বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীগোপালের সহিত নৈহাটীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (গয়ার উকীল) কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা না থাকিলেও নগদ টাকা বরপণ দেওয়া হয় এবং গৃহীত হইয়াছে শুনা যায়)।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯। শিবপুরগ্রাম, হুগলী জেলা। হুগলী জেলার ঘোষ-গ্রামবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নবীনকিশোর সিংহ মহাশয়ের পুত্রের সহিত হুগলী জেলার শিবপুর গ্রামের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

২৪শে বৈশাখ, ১৩১৯। কলিকাতা। চন্দননগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সবজজ্ শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণের সহিত গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের পৌত্রীর।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। পরেটা, বীরভূম জেলা। বীরভূম জেলার সাঁইপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সিংহ মহাশয়ের পুত্রের সহিত বীরভূম জেলার পরেটা গ্রামবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

উপরিলিখিত বিবাহের তালিকায় ২৪শে ও ২৬শে বৈশাখে শ্রীশবাবুর পুত্রদ্বয়ের ও ২৬শে বৈশাখ নরেশবাবুর কন্যার বিবাহ।

শ্রাদ্ধ।

১২দিন অশৌচ।

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৯। হাতীশালা, নদীয়া জেলা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে আদ্যকৃত্য। এই শ্রাদ্ধে অন্ন-ব্যঞ্জনের পিণ্ড দেওয়া হয়।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আদমসুমারির বিজ্ঞাপনীতে হিন্দুদিগের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল :—

প্রথম শ্রেণী—ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী—রাজপুত।

তৃতীয় শ্রেণী—লিপিকর (writers.)।

উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর (লিপিকরদিগকে) চারি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :—

১। ব্রহ্মক্ষত্রিয়।
২। প্রভু কায়স্থ।
৩। প্রভু পাতানে।
৪। কায়স্থ।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের অধিকাংশের নিবাস গুজরাট। অন্যান্য প্রদেশে ইহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বেইন সাহেব স্বীয় বিজ্ঞাপনিতে লিখিয়াছেন যে :—

It is not irrelavent, however, to state here, that the whole of the third class, that of the writers, have a distinct strata of Kshatrya blood.

ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ তাহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেণুকা-মাহাত্ম্যের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী রাণী পরশুরামের ভয়ে দাল্ভ্যমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয়বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" আখ্যা প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তাঁহার উত্তরপুরুষগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়াছেন।

অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়গণও তাঁহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সেই সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; সুতরাং ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ যে বিশাল কায়স্থক্রমের একটী শাখা তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

রাজসাহির শিলালিপিতে সামন্ত সেনের বর্ণনায় লিখিত আছে :—

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভির্দ্দশরথতনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথা॥

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকাশিত অর্থ :—

In that Sen family was Samanta Sen, the destroyer of hundreds of the enemy's champions. He was a worshipper of Brahma and a garland for the head of the race of the *noblest Kshatriyas*; and verses celebrating his heroic deeds were sung by the celestial maidens on the border of the dam cooled by the agitated waves of the ocean, in a manner which might even excite the envy of Rama, the son of Dasharatha. (J. A. S. B. 1865, page 144.)

ডাক্তার হোরণ্লীর কৃত অর্থ :—

In that Sena family was born that head-garland of the class of Brahmans and Kshatriyas, Samanta Sena, a very magician in exterminating hundreds of opposing champions; whose wars, in rivalry of the son of Dasaratha carried on near the border of the dam which is cooled by the surging

waves of the ocean, are celebrated in song by the nymphs of heaven.

(Epigraphia Indica. I. 312)

আমরা এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিতে পারি :—

সেই সেনবংশে বিপক্ষ পক্ষীয় শত শত বীর হন্তা, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরোভূষণ স্বরূপ ব্রহ্মপরায়ণ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সলিলোচ্ছ্বাস স্বরূপ সমুদ্রের সেতু পার্শ্বে (উপবিষ্ট হইয়া) তাঁহার যুদ্ধ গাথা অপ্সরাগণ দশরথ-পুত্রের (রামচন্দ্রের) প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গান করিত।

উক্ত শিলালিপির চতুর্থ শ্লোক সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব লেখা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে ইঁহারা কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন। আবুল ফাজেল 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে সেনরাজগণকে কায়স্থ লিখিয়াছেন। আবুল ফাজেলের বর্ণনা যে নিতান্ত "গাঁজাখুরী" নহে, রাজসাহির শিলালিপি তাহার বিশেষ প্রমাণ। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণের একটী শাখা এবং বাঙ্গালার সেনরাজগণ সেই শাখা হইতে উদ্ভূত তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সেনরাজগণকে যাঁহারা অনার্য্য বংশোদ্ভব বলিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাহাদের সহিত কোনরূপ তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। শিলালিপি এবং তাম্রশাসনে তাহারা যে রূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহাই প্রচার করিব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার ও কায়স্থ সমাজ।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার কায়স্থ সমাজের জাতীয় ধনভাণ্ডার। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ধনভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছেন। সংস্থাপনের উদ্দেশ্য কায়স্থ সমাজের উন্নতি সংসাধন।

কায়স্থ সমাজের উন্নতি কথাটা বড় ব্যাপক সুতরাং এই ধন ভাণ্ডার দ্বারা কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অবান্তর কথা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বঙ্গের ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থের মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে চারিটী প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন কেবল তাহা লইয়াই সভা নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। আমাদের পাঠকগণ সেই চারিটী মূল উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত থাকিলেও আমরা এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি এবং তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ, চারিশ্রেণীর প্রভেদ-রহিতকরণ, আন্তর্দর্শিক বিবাহ ও বরপণ প্রথা নিবারণ এবং বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ এই মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সুতরাং কায়স্থ-সভাকে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আরও দুই একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রবাহেই হউক অথবা সময়ের প্রভাবেই হউক ভারতবর্ষে এক নূতন ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ ভাবটা পূর্ব্বে ছিল না, অথবা ইহার অভাব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য অনুকরণ এদেশে সভ্যতা ও সুশিক্ষার জীবন বলিয়া পরিগণিত হইত। এইজন্য পূর্ব্বকালের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেহবা খৃষ্টান, কেহবা ব্রাহ্ম, আবার কেহবা গরু, মুরগী খাইয়া উৎকট সমাজসংস্কারক হইয়া বসিতেন। এখন সে দিন নাই। ভগবানের অনুগ্রহে দেশে সুবাতাস বহিয়াছে। সকল সমাজ এবং সকল শ্রেণীর মধ্যেই এখন আত্মদৃষ্টির প্রসার হইয়াছে। আত্মসম্মান-জ্ঞান এবং আত্মাভিমানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোন্নতির চেষ্টা হইতেছে। সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব উন্নতির জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত, ঘৃণিত এবং অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারাও আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং আপনাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ মধ্যে শিক্ষা প্রচলন করা সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান উপায় মনে করিয়া তজ্জন্য যথাশক্তি উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং করিতেছে। এই জাগরণ এবং উন্নতির যুগে কায়স্থ-সমাজের নিশ্চেষ্ট থাকা বিধেয় নহে। নিশ্চেষ্ট থাকিলে কায়স্থদিগকে স্বীয় স্থানচ্যুত হইয়া নিম্ন আসন গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা কায়স্থদিগের একমাত্র বৃত্তি হইলেও তাঁহারা যে উচ্চ-শ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত এ কথা বলা যায় না। সুতরাং কায়স্থ-সমাজকেও স্বীয় মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের

উদ্দেশ্যে সবিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল সাহিত্যিক শিক্ষা দ্বারা সমাজ উন্নত হইতে পারে না। জীবনোপায় উত্তরোত্তর যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে—প্রতিযোগিতা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা সমাজে ধনাগম বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে।

যেমন বালকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে তেমনি বালিকাগণকেও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে; তাহাদেরও যে সুশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বালিকা শিক্ষার এবং স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

কায়স্থ-সমাজে বিধবা এবং নিরাশ্রয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। অন্য সমাজের দুঃখিনী ও নিরাশ্রয়া রমণীগণ নানারূপ বৃত্তিদ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিতে পারে, কিন্তু কায়স্থ রমণীগণের সে উপায় নাই। অতএব কায়স্থ-সমাজের যাঁহারা হিতকামনা করেন তাঁহাদিগকে এই অনাথা ও নিরাশ্রয়াগণের সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইতে হইবে।

কায়স্থ-সভার মূল উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রচারের প্রয়োজন। আজিকালি যেরূপভাবে প্রচার হইতেছে তাহা সময়োপযোগী বা অভাবের অনুরূপ নহে। কেবল অর্থাভাবেই উপযুক্তরূপে প্রচার কার্য্য হইতেছে না। সমগ্র বঙ্গদেশে একজন বা দুই জন প্রচারক দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর নহে। বৎসরে প্রচারকল্পে অন্ততঃ দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে প্রচার-কার্য্য একরূপ চলিতে পারে কিন্তু সভা এজন্য বৎসরে পাঁচশত মুদ্রাও ব্যয় করিতে সমর্থ নহেন।

যে সভা সমগ্র বঙ্গদেশের ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত সে সভার এপর্য্যন্ত একটী স্বকীয় কার্য্যালয় কিম্বা পুস্তকালয় নির্ম্মিত হইল না ইহা কি সমগ্র কায়স্থ-সমাজের লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় নহে এবং এই কলঙ্ক দূর করার জন্য কায়স্থ-সমাজের কি অবিলম্বে প্রাণপণ যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে?

উল্লিখিত যে সকল গুরুতর কর্ত্তব্য কায়স্থ-সভার হস্তে অর্পিত হইয়াছে তাহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। দশ বৎসরের অধিক হইল কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে সভার তহবিলে এই সকল মহৎকার্য্য পরিচালনের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দশ বৎসরে দশ সহস্র মুদ্রাও সংগৃহীত হয় নাই। যদি কায়স্থ সভা অন্ততঃ একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেন তবে শতকরা চারি টাকা সুদে ইহার বাৎসরিক আয় চারি

হাজার টাকা হইত এবং ইহা দ্বারা কোন প্রকারে সভার কার্য্য একরূপে চলিতে পারিত। কিন্তু এই লক্ষ টাকা সংগ্রহের উপায় কি?

বার তের লক্ষ কায়স্থ যে বঙ্গদেশে বাস করে সে দেশের সভার পক্ষে এক লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করা যে বিশেষ কষ্টকর তাহা আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, কায়স্থ-সভার সভ্যগণ এবং কায়স্থ-সমাজের হিতৈষীগণ যদি এজন্য একাগ্রতা এবং একপ্রাণতা প্রদর্শন করেন এবং অন্তরের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করেন তবে অনায়াসেই এই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ ভিক্ষা করার প্রস্তাব আমার অক্ষম স্কন্ধে পতিত হইয়া আসিতেছে এবং আমি প্রতি বৎসরই স্বজাতীয় মহোদয়গণের নিকট এজন্য তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি। বহরমপুরের সভায় বঙ্গজ কায়স্থকুলগৌরব এবং জমীদারকুলের আদর্শস্থানীয় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের জন্য পাঁচ সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কায়স্থ-সমাজে রায় যতীন্দ্রনাথের ন্যায় কুড়িজন ধনাঢ্য ব্যক্তি পাওয়া কি দুর্ঘট? এ বৎসর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের উজ্জ্বল রত্ন এবং সমগ্র কায়স্থ-সমাজের মুকুটমণি দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক মহাশয় যদি ঐকান্তিক যত্ন করেন তবে এই সম্বৎসরেই কি লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে না? কায়স্থ-সমাজে মহারাজা, রাজা, জমীদার, ধনী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইঁহারা সকলেই কায়স্থ-সমাজে গৌরবমণ্ডিত। ফলতঃ ঐ সকল গরীয়ান্ মহাত্মাদিগের প্রাণে এই ভাব মুদ্রিত করিতে পারিলে লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহে বড় বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। এজন্য প্রথমে কিছু অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। অন্ততঃ দশজন উৎসাহী, হিতৈষী শিক্ষিত এবং সুবক্তা কায়স্থ সন্তান এই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন তবে বোধ হয় এক বৎসরেই আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

বহরমপুরের সভায় আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্, এ, মহোদয় বলিয়াছিলেন, যদি প্রত্যেক কায়স্থ সন্তান তাঁহার এক দিনের আয়ের অর্থ সভায় প্রদান করেন তবে অনায়াসে বহু অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে। তিনি উক্ত সভায় তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া সভাস্থলেই দশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সৎ-দৃষ্টান্তের অনুকরণ অতি অল্প লোকেই করিয়াছিলেন।

এ বৎসর রংপুরের সভায় আমি অমৃতসহরের শিখ-সম্মিলন, হরিদ্বারের গুরু
কুল বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। শিখ-সম্মিলনে এক দিনে ৪০ হাজার
টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। গুরুকুল বিদ্যালয়ের জন্য ৬৫ হাজার টাকা উঠিয়া-
ছিল। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তিলক মহাত্মার পয়সাফণ্ডে প্রায় ৬০ হাজার
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কায়স্থ-সমাজে যদি ঐকান্তিকতা আন্তরিকতা এক-
প্রাণতা থাকিত তবে লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য আজি এত কথা বলিতে হইত না।

বরিশালের একজন মুসলমান জমীদার শ্রীযুক্ত ইস্মাইল চৌধুরীখাঁ সাহেব
স্বজাতীয়গণের শিক্ষার জন্য ৪০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের
হাতে প্রদান করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থকুল-ভাস্কর স্বনামখ্যাত
মুন্সী কালীপ্রসাদ স্বজাতির উন্নতির জন্য দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজেও এরূপ ধনাঢ্য ব্যক্তি নাই তাহা বলিতে পারি না।
কিন্তু সেরূপ প্রাণের আবেগ এখনও হয় নাই এ কথা বলিতে পারি। যদি
ভগবানের কৃপায় সে শুভদিন কখনও উপস্থিত হয় তবে অর্থের জন্য কার্য্য বন্ধ
থাকিবে না, কিন্তু স্বজাতীয় মহাত্মাগণের মনে সে ভাব ও উৎসাহ জাগাইতে
হইলে সভার আরও কার্য্যকারিতা দেখাইবার প্রয়োজন। সভার পরিচালকগণ
সেদিকে মনোযোগ প্রদান করেন ইহাও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যতদিন সে শুভদিন উপস্থিত না হয় ততদিন আমরা কি সেই দিনের অপেক্ষা
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? সভা কি সেজন্য চেষ্টা করিতে পারেন না?
আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি উপযুক্ত প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।
স্বজাতিপ্রাণ, শিক্ষিত, উপযুক্ত লোককে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থ
প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলে সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে
এবং চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারেও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। এক কথা, প্রচারকদিগকে
যে এইরূপ গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী অর্থ দ্বারা সভা প্রতি মাসে প্রচারকদ্বারা বঙ্গে
সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন, সভার কর্ত্তৃপক্ষ অগ্রেই সে অর্থ কোথা হইতে দিবেন?
এজন্য বলি, যে সকল মহাত্মার, জাতির জন্য প্রাণে 'আবেগ আসিয়াছে, তাঁহারা
স্বেচ্ছায় প্রচার-কার্য্যে বহির্গত হউন এবং প্রতিমাসে অন্ততঃ এক শত কায়স্থকে
সভার সভ্য করিয়া দিন, তাহাতে যে প্রবেশিকা আদায় হইবে, সভার কর্ত্তৃপক্ষ
তাহাই তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত প্রদান করুন। এইরূপে প্রত্যেক প্রচারক
বৎসরে যদি ১২০০ শত সভ্য করিতে পারেন, তবে সভার প্রত্যেক প্রচারক দ্বারা
৩৬০০৲ টাকা আয় হইল এবং মহানুভব প্রচারকও বার্ষিক ৩০০৲ টাকা পাইলেন।

অবশ্যতঃ এইরূপ করিলে তবে অর্থ সংগ্রহের পথ সুগম হয় এবং লক্ষ মুদ্রাও
সহজে লভ্য হয়।

অতঃপর সভা আর একটী কার্য্যের সূত্রপাত করিতে পারেন। কায়স্থ
সমাজে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রত্যেক
গৃহস্থের নিকট কিছু কিছু আদায় করিতে পারেন। এই আদায়ের পরিমাণ এক
টাকা হইতে একশত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠানের সংখ্যা
নিতান্ত কম নহে। এরূপভাবে সভ্য ও হিতৈষীগণ চেষ্টা করিলেও বৎসরে ন্যূনকল্পে
সহস্র টাকা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দান বা যথাসাধ্য দানের একটী ব্যবস্থাও করা যাইতে
পারে। প্রত্যেক কার্য্যক্ষম কায়স্থ যদি অন্ততঃ এই ভাণ্ডারে বৎসরে এক আনা
করিয়া দান করেন তাহা হইলেও বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে।

আমি আশা করি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা এবং কায়স্থ সমাজ-হিতৈষী-ব্যক্তিগণ
এ বিষয় কিঞ্চিৎ মনোযোগ প্রদান করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল রায়।

দাল্‌ভ্যের প্রকৃত নাম ও জাতি নির্ণয়।

গত কএক বৎসর যাবৎ কায়স্থের স্বপক্ষ বিপক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী কায়স্থজাতির
ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব লইয়া যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গাগাভট্টকৃত
"কায়স্থধর্ম্ম-প্রদীপ" ধৃত "রেণুকা-মাহাত্ম্যের" চন্দ্রসেন ও দাল্‌ভ্যের উপাখ্যানটীই
সমধিক উল্লেখযোগ্য। ঐই উপাখ্যান লইয়া এক পক্ষ বলিতেছেন—"পরশুরাম
কর্ত্তৃক সমুদয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলেও তাহা একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই; রাজর্ষি
চন্দ্রসেনের সগর্ভা রাজ্ঞী, দাল্‌ভ্যমুনির আশ্রয় লইয়া তৎ প্রসাদে গর্ভস্থ পুত্রের
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; এই জন্য ক্ষত্রিয়জাতির সংজ্ঞা 'কায়স্থ' হইয়াছে এবং
ক্ষত্রিয় জাতির মুখ্য ধর্ম্ম শস্ত্রাদি হইতে নিরাকৃত হইয়া গৌণ ধর্ম্ম লেখনী ধারণ
করিয়া আপনাদের বিশুদ্ধিত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।"

অপর পক্ষ বলিতেছেন—"ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম" শব্দে ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি বলিলে, কায়স্থধর্ম্ম
শব্দেও কায়স্থত্ব জাতি বলিতে হইবে। জাতি অবিনশ্বর, সুতরাং তাহা হইতে

বহিষ্করণ কর্ম্ম সংসাধন হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়ত্ব ও কায়স্থত্ব এই জাতিদ্বয়ের এক ব্যক্তিতে অবস্থানও অসম্ভব। তবে তপঃ প্রভাবে সকলই সম্ভব হইতে পারে,—বশিষ্ঠপুত্রগণের অভিসম্পাতে রাজা ত্রিশঙ্কুর চাণ্ডাল শরীর এবং রাজা সৌদাসের রাক্ষস দেহও সম্ভাবিত হইয়াছিল। পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়জাতি বিনাশের অমোঘ সঙ্কল্প করিয়া দাল্ভ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তখন তদতি প্রায়ে মহামুনিদাল্ভ্যের আজ্ঞায় চন্দ্রসেন রাজপুত্রের পৈত্র্য জাতি-ধর্ম্ম বিনাশ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।"

উভয় পক্ষে এইরূপ জটিল তর্কাবলী উপস্থিত করিয়া 'মাহাত্ম্য' বর্ণিত "ক্ষত্র-ধর্ম্ম হইতে বহিষ্করণ" ও "কায়স্থ-ধর্ম্ম গ্রহণ" এই বাক্যদ্বয় স্বমতে লইতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু কোন পক্ষই এ পর্য্যন্ত ইহা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, যে পরশুরাম কথিত রাজর্ষি চন্দ্রসেনের সগর্ভারাজ্ঞী শিশুর জীবন রক্ষার জন্য দাল্ভ্য মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন, সেই দাল্ভ্যমুনি জাতিতে ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়; তাহার যথার্থ নামই বা কি? ঐ সকল বিদ্বন্মণ্ডলী অগ্রে যদি তাহাই সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাদৃশ বিপুল অধ্যাহারে অযথা সময় ক্ষেপণ করিতেন না।

দাল্ভ্য সম্বন্ধীয় এই রহস্যটী উদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা যত্নবান্ হইয়াছি। পাঠক বুঝুন ব্যাপার কি? প্রথমতঃ মাহাত্ম্য-বর্ণিত শ্লোকাবলী উদ্ধার করা যাইতেছে।

"এবং হত্বাঽর্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিদ্ গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্॥
তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
স্ত্রিয়ংগর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বংদাতু মর্হসি।
ততো রামোঽত্র বীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥

ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্॥
তস্মাৎ কায়স্থইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃশুভম্॥"

রেণুকা-মাহাত্ম্য।

বঙ্গার্থে—অনন্তর রাম অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া এইরূপে একাই অন্যান্য ভয়াতুর রাজাদিগের প্রতি ধাবিত হইলে কেহ বনে,আশ্রয় কেহ পাতালে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় চন্দ্রসেনের গর্ভবতী স্ত্রী দাল্ভ্যের আলয়ে গমন করিলেন। তাহাতে রামও দাল্ভ্যাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে মুনিকর্ত্তৃক পাদ্য-অর্ঘ-আসনাদি দ্বারা পূজিত হইলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে সাদরে ভোজন দ্রব্য প্রদান করিলে, রাম আপন মনোঽভিপ্রায় দাল্ভ্যমুনিকে বলিলেন—হে মহাভাগ! আপনার আশ্রমে রাজর্ষি মহাত্মা চন্দ্রসেনের সগর্ভাপত্নী আগতা হইয়াছেন, আমি আপনার প্রার্থিত সেই স্ত্রীর বিনাশ করিব। হে মহামুনে! তাঁহাকে প্রদান করুন। তাহাতে দাল্ভ্য বলিলেন, আমার একটী প্রার্থনা আপনার নিকট আছে,—হে দেব তাহাও আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে; এই স্ত্রীর ও তৎ-গর্ভে যে বালক আছে, তাহাই আমাকে দান করুন। উত্তরে রাম বলিলেন,—আমি এই জন্যই আসিয়াছি; আমি 'ক্ষত্রান্তকর' আপনি সেই তাহাকেই যাচ্ঞা করিতেছেন? হে বিপ্র আপনার প্রার্থিত এই গর্ভস্থ অর্থাৎ কায়াভ্যন্তরে স্থিত শুভ শিশু এই কারণে 'কায়স্থ' এই নামে কথিত হইবে।"

এই রেণুকা-মাহাত্ম্যের দাল্ভ্য সম্বন্ধে আলোচ্য এই যে,—রাজর্ষি চন্দ্রসেনের গর্ভবতী পত্নী যে দাল্ভ্যমুনির আশ্রয়ে আত্মরক্ষা ও গর্ভস্থ শিশু রক্ষা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই "দাল্ভ্য" কোন্ বর্ণান্তর্গত মুনি ছিলেন? প্রখ্যাতনামা মুনিঋষিগণ বেদ বহির্ভূত নহেন।* অতএব প্রথম দেখা যাউক ঋষিগণ কোন্ গ্রন্থে একত্র সমুল্লেখিত আছেন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি কাত্যায়নকৃত ঋগ্বেদীয় শাকল সর্ব্বানুক্রমণিতে একটী বচন পাই—"কে ষ্টৈ কোনা গায়ত্রং শ্যাবাশ্বোঽত্র বৈদদশ্বী তরন্ত পুরুমীল্হো দাল্ভ্যং রথবীতিং মরুতশ্চ দানস্তুষ্টঃ প্রশশংস বুদ্ধা চ তরন্ত মহিষীং শশীয়সীমিত্যাদিঃ॥

অর্থাৎ—কে ষ্টাদৌ সূক্তের শ্যাবাশ্ব গায়ক। ইহার বিষয় বৈদদশ্বীতরন্ত পুরুমীল্হের সন্তোষ এবং তরন্ত-মহিষী শশীয়সীর দান, দল্ভাপত্য রথবীতি তথা মরুতগণের বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসা।

এই ত হইল সর্ব্বানুক্রমণির কথা, ইহাতে দাল্‌ভ্যের নাম 'রথবীতি' দেখা গেল। অতঃপর বেদাচার্য্য সায়ণ এই সূক্ত সম্বন্ধে একটী ঐতিহ্য ঘটনা যোজনা করিয়া আচার্য্য শৌনকের ৮টী ও কতিপয় প্রসিদ্ধ পুরাবিদের ১৫টি বচন উদ্ধৃত করিয়া ছেন। তন্মধ্যে একস্থলে দাল্‌ভ্য, আত্রেয় অর্চ্চনানোমুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "রথবীতিরহং দার্ভ্য ইতি নাম শশংসসঃ। ময়া সংযোগ [illegible] [illegible] প্রত্যাচক্ষি যৎপুরা॥" তৎপর একস্থলে বলিয়াছেন "অর্চনানাঃ পুরা[illegible] দাল্‌ভ্যেন রথবীতিনা" এই বচনে দাল্‌ভ্য ও দার্ভ্য এক ব্যক্তি হইতেছেন ;. কেনন আলঙ্কারিকেরা বিধান করিয়াছেন "যমকাদৌ ভবেদৈক্যং ডলো র্ববো র[illegible] তথা" এর পার্থক্য নাই। অতএব দর্ভের পুত্রই রথবীতি হইতেছেন তাহা নিঃসংশয়; একথা তিনি নিজেই বলিতেছেন—"আমি দর্ভের আত্মজ রথবীতি এই নামে আমি প্রশংসিত। (আপনি) পূর্ব্বে আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা করিলে তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম," এইরূপে নিজ নামের পরিচয় আছে। অতঃপর শ্যাবাশ্বকে নিরাকৃত করার কথায় আছে "শ্যাবাশ্ব সংস্থিতে যজ্ঞে [illegible] রাজা নিরাকৃতঃ" এবং যখন অর্চনানোমুনিকে তৎ সূর্য্যার্থ সালঙ্কৃতা কন্যা [illegible] করেন তখন আছে "তস্মৈদদাবশ্বশতং স রাজা স্বলংকৃতাং চাপিসুতাং সূর্য্যার্থ বিবাহকালেহপি চ দদৌ নরেন্দ্রঃ শতং হয়ানাং দুহিতুঃ সহস্রং॥" এইরূপে দাল্‌ভ্য রথবীতি নরপতিও রাজা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। এখন দেখা উচিত দাল্‌ভ্য রথবীতি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা অভ্রান্ত কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায় কি না? যে ঋক্‌ সূক্তের উপর কাত্যায়নঋষি সর্ব্বানুক্রমণিতে বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই সূক্তে দাল্‌ভ্য রথবীতি সম্বন্ধে কি আছে ;—

"এতং মে স্তোমমূর্ম্ম্যে দার্ভ্যায় পরা বহ।
গিরো দেবি রথরিব॥ ১৭
উত মে বোচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ।
ন কামো অপ বেতি মে॥ ১৮
এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতীরনু।
পর্ব্বতেষ্বপশ্রিত॥" ১৯

ঋগ্বেদ ৫।৬১

বঙ্গার্থ—অয়ি রাত্রি, দেবি! রথী যেমন (রথে অভিমত দ্রব্য স্থাপন পূর্ব্বক অভীষ্টদেশে লইয়া যায়) তুমিও তদ্রূপ মৎ কৃত এই মন্ত্রকৃত স্তোম দুইটী [illegible]

[illegible] নিকট লইয়া যাও। সেই রথবীতি পুত্রৈষী যজ্ঞে* রহিয়াছেন, [illegible] [illegible] হইলে তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে বলিবে যে—আমার কামনা এখনও সুপ্রযুক্ত হয় নাই। এই ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন রথবীতি রাজা গোমতী নদীর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতে বাস করেন।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম রেণুকা-মাহাত্ম্যে দাল্‌ভ্যমুনি রামকর্তৃক বিপ্র-রূপে সম্বোধিত হইলেও কাত্যায়ন, শৌনক ও অপরাপর পুরাবিদেরা এবং সর্ব্বো-পরি ঋগ্বেদ স্বয়ং. ইঁহারা সকলে এক বাক্যে দাল্‌ভ্যাকে দর্ভের অপত্য রথবীতি নাম ও রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এমতাবস্থায় অবশ্য বিবেচ্য এই যে রাজা রথবীতি জাতিতে ক্ষত্রিয় কিম্বা ব্রাহ্মণ? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ জাতি রাজা ছিলেন একথা জানিতে পারা যায় না—এসম্বন্ধে আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই গৌতম বংশীয় অরুণ বিত্তসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যে ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণই রহিয়াছেন, মহাভারতে দেখিতে পাই—কশ্যপমুনি সাম্রাজ্য দক্ষিণা পাইয়াও তিনি তাহা ভোগ করেন নাই; ধরাদেবীর উপদেশক্রমে ক্ষত্রিয়কেই রাজা করিতে হইয়াছিল। নব্য ও প্রাচীন কোষকারগণও রাজার জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিধান করিয়াছেন এবং সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের সর্ব্বজন বরেণ্য শতপথ ব্রাহ্মণেও রাজার জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—"ক্ষত্রং হীন্দ্র ক্ষত্রং রাজন্য" অর্থাৎ যিনি ইন্দ্র তিনি ক্ষত্রিয়ই যিনি রাজা অর্থাৎ নরপতি—তিনি ক্ষত্রিয়ই।" কিন্তু কথা এই, দাল্‌ভ্য রথবীতি রাজাকে এই ভাবে তর্কের সাহায্যে ক্ষত্রিয় সিদ্ধান্ত করিলেও ছান্দোগ্যোপনিষদের ১।৮।২ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় জীবলতনয় প্রবাহণ তাঁহার সতীর্থ শিলক ও দাল্‌ভ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন সুতরাং দাল্‌ভ্যের জাতি যে ব্রাহ্মণ তদ্বিষয় সংশয় হইতে পারে না। ঐরূপ অনুমান মনীষিগণ সমীচীন মনে করিতে পারেন না, তাঁহারা "প্রবাহণো জৈবলি রুবাচ ভগবন্তা বগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি" এই শ্রুতি শালাবত্য ও দাল্‌ভ্যের প্রতি অতিশয় উক্তি মনে করেন। কেন না যদি ঐ বাক্য অতিশয় উক্তিই না হইত তাহা হইলে, প্রথম ভগবন্‌ অগ্রে আপনারাই বলুন ব্রাহ্মণদ্বয়ের কথিত বাক্যই শ্রবণ করি বলিয়া তৎপর তাহাদের উদ্‌গীথ বিষয়ে অপারগতা দৃষ্টে ব্রহ্মবিদ্‌ প্রবাহন কখনই "তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্‌ বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধা তে বিপতেদিতি" একথা বলিতে পারিতেন না। কারণ এই

* দাল্‌ভ্য রথবীতির এই যজ্ঞীয় পুত্রের নাম 'বক'। ইনি রাজবিদ্যাবিদ্‌ হইয়াছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদের ১।৩।১২ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

প্রবাহণ, অশ্বপতি, জনক প্রভৃতির নিকট আরও অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে গিয়া তাঁহাদের বিদ্যার নিকট বিমুখ হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে কোন ব্রাহ্মণকেই এ কথা কেহ বলেন নাই যে "তুমি নির্ব্বোধ, তোমার শিরোশ্ছেদ হইবে" এই অসবন্ধ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে "ব্রাহ্মণয়োঃ" এই শব্দের 'ব্রাহ্মণদ্বয়ের' অর্থেই প্রবাহণ বলিয়াছিলেন। অনন্তর ইহাও বিবেচ্য ঐ সাম শ্রুতি মধ্যে দাল্ভ্যের যে বংশ পরিচয় রহিয়াছে তাহাতেও তদ্ ব্রাহ্মণ জাতিত্ব বিপ্রতিপন্ন করত ক্ষত্রিয় জাতিত্ব নিরবাধরূপে প্রমাণ করিতেছে। তদ্যথা—

"তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্ভ্য মুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম"।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।৮।৬

বঙ্গার্থ—শলাবত্তনয় শিলক চেকিতানের পৌত্র দাল্ভ্যকে বলিলেন, দাল্ভ্য তোমার সাম অপ্রতিষ্ঠিত।

এই শ্রুতিতে অবশ্য রথবীতির নাম উল্লেখ হয় নাই, মাত্র চৈকিতানপুত্র অপত্য দাল্ভ্য এই ভাবে আছে, ইহা দ্বারাই চেকিতানের পুত্র যে 'দর্ভ' আর অপত্যার্থ 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় যোগে 'দাল্ভ্য' এইরূপ সম্বোধনেই উপপন্ন হইতেছে এ নিমিত্ত এখন আমরা অবশ্য বলিতে পারি দাল্ভ্য ব্রাহ্মণ নহেন ক্ষত্রিয়। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে উহার পিতামহ রাজা চেকিতান দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া প্রথিতনামা ক্ষত্রিয় বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা উল্লেখিত হইয়াছেন।

"অংশুমাংশ্চেকিতানশ্চ শ্রেণিমাংশ্চ মহাবলঃ।
সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান॥ ১১
এতে চান্যে চ বহবো নানা জনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি॥" ২৪

মহাভারত ১।১৮৬

বঙ্গার্থ—হে ভদ্রে! অংশুমান, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান, সমুদ্রসেনপুত্র প্রতাপবান চন্দ্রসেন এই সকল প্রথিতনামা ক্ষত্রিয় এবং আরও বহুতর নরপতি তোমার জন্যই আগমন করিয়াছেন।

এইবার সুধী পাঠক, নিঃসংশয়িতভাবে বিবেচনা করুন রাজর্ষি চন্দ্রসেনের পত্নী কোন্ জাতির গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে পরশুরাম, রাজর্ষি দাল্ভ্যকে

ব্রাহ্মণ মনে করিতে পারিলেন আর রাজর্ষি চন্দ্রসেনেকে ক্ষত্রিয় মনে করিয়া অনুগ্রহ সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না? যদি ঋষিত্বই দাল্ভ্যের ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইয়াছিল, তাহা হইলে পরশুরাম কথিত চন্দ্রসেন রাজার ঋষিত্বই বা কেন না ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিবে? উভয়ই জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং রাজর্ষি; অতএব উভয়ের তুল্যাধিকার থাকা নিবন্ধন ক্ষত্রিয় জাতিত্ব বিনাশরূপ জন্য কারণে একের ধ্বংস অপরের রক্ষণ সম্ভাবিত নহে। উহা কেবল ক্ষত্রিয়দিগকে প্রবোধ দেওয়ার নিমিত্ত চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে মাত্র।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(এই প্রবন্ধের কতকাংশ বিগত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে)।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের জ্ঞানে জগতের পারমার্থিক সত্যতা নাই। উহা মনের কাল্পনিক সৃষ্টি—সম্পূর্ণ মায়িক অবস্তু।

যে বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় একভাবেই অবস্থিত তাহার নামই যদি পারমার্থিক সত্য বস্তু হয় তবে ইহা নিশ্চয় যে জগতের পারমার্থিক সত্যত্ব নাই। কারণ, জগতের সমস্ত বস্তুই পরিণামধর্ম্মশীল। কিন্তু তাই বলিয়া জগতকে সম্পূর্ণ অবস্তু বলা সঙ্গত বোধ হয় না। মানুষ বহির্জগৎ বলিয়া যাহা উপলব্ধি করে তাহা এবং বহির্জগৎ যে ঠিক এক বস্তু নহে ইহা সম্পূর্ণ সত্য; কারণ, বাহিরে যাহাই থাকুক জীবের ব্যবহারোপযোগী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াই মনে তাহার উপলব্ধি হয়। এই অনুভূতি বা বিজ্ঞান বহির্জগৎ ও মনোবুদ্ধি-চিত্ত প্রভৃতি অন্তঃকরণের রহস্যময় সংযোগের ফল। দর্পণে বিম্বিত বৃক্ষ এবং প্রকৃত বৃক্ষ যে এক পদার্থ নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তাই বলিয়া দর্পণ বিম্বিত বৃক্ষ ভিন্ন বাহিরে প্রকৃত বৃক্ষ বলিয়া যে কিছুর অস্তিত্ব নাই এ কথা বলা সঙ্গত হইবে না। দর্পণ বিম্বিত বৃক্ষকে বাহিরের বৃক্ষ ও দর্পণ (উভয়ের ধর্ম্মানুযায়ী) উভয়ের সংযোগের ফল বলাই সঙ্গত হইবে। এই জন্যই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ এই জগতকে অবস্তু বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ইহাও ব্রহ্মবস্তুরই প্রকার মাত্র

বলিয়াই অবধারণ করেন। জীব ও জড় যে সেই এক ব্রহ্মবস্তুরই পরা ও অপরা প্রকৃতি, গীতায় স্বয়ং ভগবানও তাহাই বলিয়াছেন :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

গীতা ৭ম অধ্যায়।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের যে দৃষ্টান্ত দ্বারায় শাস্ত্র বিবর্ত্তবাদের সমর্থন করিয়াছেন সেই ভ্রম-সর্পকে শাস্ত্রে অবস্তু বলিলেও যে রজ্জু তাহার অন্তরালে থাকিয়া এই সর্প ভ্রম উৎপাদন করে সেই রজ্জুকে শাস্ত্র অবস্তু বলেন নাই। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে জগৎ বলিয়া যাহা উপলব্ধি হইতেছে তাহার অন্তরালেও সেই ব্রহ্মবস্তুই আছেন তাহাই মনে জগদাকারে ভাসিতেছে। এই অসংখ্য মূর্ত্ত জগৎ ও সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত নিরাকার ব্রহ্ম এই উভয় লইয়াই একই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ। খণ্ডাকারে ভাসমান অনন্ত জগৎ এবং নিরবয়ব বিকার বর্জ্জিত চৈতন্যময় পদার্থ এক অখণ্ডভাবে অবস্থিত এক অদ্বিতীয় পদার্থ না হইলে খণ্ডের অস্তিত্ব এবং অবস্থানও সম্ভবপর হইত না; সর্ব্বপ্রকারে বিকারবর্জ্জিত অপরিণামী অমূর্ত্ত ব্রহ্মবস্তু স্বীয় শক্তি মায়াতে অধিষ্ঠান করিয়া পরিণামীর মত আকার ধারণ করেন। সগুণ ও নির্গুণ সাকার ও নিরাকার এক ব্রহ্মবস্তুরই দুই প্রকারের অবস্থান বা ভাব মাত্র: এই জন্যই শ্রুতি তাঁহাকে মনোবুদ্ধির অগোচর নির্গুণ অবিশেষ ব্রহ্মও বলিয়াছেন আবার সর্ব্ব কল্যাণগুণের আকর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র কর্ত্তা সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জগৎ বস্তুই হউক, আর মায়িক অবস্তুই হউক ইহা যে দুঃখপূর্ণ তাহা মানবের প্রত্যক্ষানুভূতি সিদ্ধ। এই দুঃখ ও মায়িক অবস্তু—মনেরই সৃষ্ট পদার্থ হইতে পারে কিন্তু জীব এই দুঃখেই অভিভূত। তাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্যই হিন্দু শাস্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি প্রদান করিয়াছেন।

(২)

ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধি এবং যে উদ্দেশ্যে ঐ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

[illegible] সকল বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। আমরা এ প্রবন্ধে ঋক্বেদ-সংহিতার সৃষ্টিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

“মায়া” ও “অবিদ্যা” এই উভয় শব্দই প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। সাধারণতঃ এই উভয় শব্দই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাভিমুখে স্ফুরণ হইলেই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্তা হন। তন্মধ্যে অখণ্ড বিমল দর্পণের মত বিশুদ্ধা সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকেই শাস্ত্র মায়া নামে এবং অসংখ্যখণ্ডে বিভক্ত আবিল দর্পণের মত অথবা এক আবিল জলাশয়ের অসংখ্য তরঙ্গের মত রজস্তম প্রধানা প্রকৃতিকেই “অবিদ্যা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই “ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম” এবং সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। মায়ার উপর ইহাঁর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। মায়া ইহাঁর অধীন—ইনিই মায়াধীশ। ইহাঁরই ঈক্ষণে বা অধিষ্ঠানে প্রকৃতি অনন্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং ইঙ্গিতে অনন্ত জগৎ গ্রাসও করিয়া থাকেন।

এক সূর্য্য যেমন ভগ্ন দর্পণের প্রতি খণ্ডেই প্রতিবিম্বিত হন সেইরূপ সেই এক চৈতন্যই অবিদ্যার অসংখ্য খণ্ডাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই শাস্ত্র “প্রাজ্ঞ” নামে অভিহিত করিয়াছেন; অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর। অবিদ্যার প্রত্যেক খণ্ডাধার কারণ শরীরে “প্রাজ্ঞ”ই জীব-চৈতন্য।

ঈশ্বরের ঈক্ষণে বা অধিষ্ঠানে অবিদ্যা হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের সৃষ্টি হইলে এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত এবং তাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ এবং মনোবুদ্ধিচিত্ত প্রভৃতি সৃষ্ট সপ্ত প্রকারের অবয়ব লইয়া অসংখ্য সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। অবিদ্যার খণ্ডাধারে উপস্থিত প্রত্যেক “প্রাজ্ঞ” ব্যষ্টি, ভাবে প্রত্যেক লিঙ্গ শরীরে “অহম্” অভিমান করিয়া “তৈজস” এবং ঈশ্বর এই সমষ্টি লিঙ্গ শরীরে প্রতি “অহম্” অভিমান করিয়া “হিরণ্যগর্ভ” নাম ধারণ করিয়াছেন। তদনন্তর ঈশ্বর তৈজস জীবের ভোগের জন্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতকে পঞ্চস্থুল ভূতে পরিণত ও পঞ্চীকৃত করিয়া বহুবিধ অন্ন এবং ভোগের উপযোগী স্থুল দেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সূক্ষ্ম শরীরাভিমানিনী প্রত্যেক তৈজস জীব নিজ কর্ম্ম জন্য সংস্কার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থুল দেহে ব্যষ্টিভাবে “অহম্” অভিমান করিয়া “বিশ্ব” নাম এবং হিরণ্যগর্ভ

সমষ্টি স্থূল দেহে বা ব্রহ্মাণ্ডে "অহম্' অভিমান করিয়া "বৈশ্বানর" নাম ধারণ করিয়াছেন।

এই সৃষ্টিতত্বের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাস্ত্র অবিদ্যারূপ কারণ শরীরাশ্রয়ী চৈতন্য পুরুষকে প্রাজ্ঞ এবং ঐ কারণশরীরসহ সূক্ষ্ম শরীরাশ্রয়ী প্রাজ্ঞকে তৈজস জীব এবং সূক্ষ্ম শরীর সহ স্থূল শরীরাশ্রয়ী তৈজস জীবকে বিশ্বজীব নামে অভিহিত করিয়াছেন। ত্রিগুণান্বিতা প্রকৃতির অবিদ্যা নামে বিভক্তাংশ রজস্তম প্রধানা সুতরাং উহার সত্বাংশ অভিভূত ভাবে রহিয়াছে। গুণত্রয় মধ্যে প্রকাশধর্ম্মশীল সত্বাংশ অভিভূত থাকায় কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরাশ্রয়ী চৈতন্য মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া জীব ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এই মলিনতা বশতঃই কর্ম্ম জন্য সংস্কারে জীব ত্রিবিধ শরীরেই অহম্ অভিমান করিয়া সংসারী হইয়াছেন। ব্রহ্মে জীবভূত প্রকৃতিই জীবের কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কারণ শরীর হইতে "প্রাজ্ঞ" সূক্ষ্ম শরীর হইতে "তৈজস" ও স্থূল শরীর হইতে "বিশ্ব" অন্তর্হিত হইলে সকল শরীরই ধ্বংস হইয়া যায়। প্রতি দেহে আত্মরূপে ঈশ্বর সকলকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই কথাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব স্বল্পজ্ঞ। একমাত্র মায়াতীত মায়া উপস্থিত চৈতন্য বা ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনিই কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরগত স্বল্পজ্ঞ জীবকে রক্ষা ও ধারণ করিতেছেন। ঈশ্বর জীবকে রক্ষা না করিলে ত্রিবিধ শরীরের কোন শরীরেই জীব সুরক্ষিত হইতে পারে না। ইনি ঈশ্বর নাম ধারণ করিয়া কারণ শরীরস্থ প্রাজ্ঞ পুরুষের প্রতি এবং হিরণ্যগর্ত্ত নাম ধারণ করিয়া সমষ্টি ভাবে সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরস্থ তৈজস জীবের প্রতি এবং বৈশ্বানর নাম ধারণ করিয়া সমস্ত স্থূল শরীরস্থ বিশ্বনামক জীবের প্রতি "অহম্" অভিমান করিয়া জীবকে রক্ষা করিয়াছেন। স্থূলশরীরস্থ জীবের সম্বন্ধে গীতা এই কথাই বলিতেছেন :—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" ১৪

গীতা ১৫শ অধ্যায়।

ঈশ্বরের এই অহম্ অভিমান তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। জীবের মত দেহে অভিমান করিয়া সদামুক্ত ঈশ্বর সংসারে আবদ্ধ হন না। ত্রিবিধ শরীর হইতে মুক্তি লাভ করা পর্য্যন্ত কি কারণ শরীরে কি সূক্ষ্ম শরীরে কি স্থূল শরীরে কোন শরীরেই

জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। মুক্তি পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরপরতন্ত্র। ঈশ্বর জীব হৃদয়ে দহরাকাশে আত্মরূপে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় জীবকে রক্ষা করিতেছেন। এই আত্মাই কূটস্থ চৈতন্য। ইনি জড় জীব থাকায় নিরাকারব্যাপী তুরীয় ব্রহ্মের সহিত গ্রথিত ও একীভূত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই কথাই ভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" ১৭

গীতা ১৫শ অধ্যায়।

জীবের স্থূল দেহে কারণ শরীর সহ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করিতেছে। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় জীব স্থূলদেহোন্মুখী না হইয়া সূক্ষ্মশরীরে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় কারণ শরীরে বিচরণ করে এবং কূটস্থ আত্মাকে স্পর্শ করিয়া বলীয়ান হইয়া পুনরায় স্থূল দেহোন্মুখী হইয়া জাগরিত হয়। এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরস্থ জীবই কর্ম্ম জন্য সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে? এই সূক্ষ্ম শরীরেই কারণ শরীরও অবস্থান করে। মৃত্যুকালে বৈশ্বানররূপী ঈশ্বর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলে হিমাঙ্গ হয়। তৎকালে প্রাণবায়ু অবলম্বনে কারণ শরীর সহ জীব হিরণ্যগর্ত্ত কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম শরীরে উৎক্রান্ত হন এবং কর্ম্ম জন্য সংস্কার বশতঃ এই সূক্ষ্ম শরীরী জীবই পুনরায় যথা সময়ে স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মমরণের বশবর্ত্তী হয়। যে সংস্কার বশতঃ জীব সংসারে আবদ্ধ হয় সেই সংস্কারও ত্রিবিধ। জন্মজন্মান্তরের যে সংস্কার সঞ্চিত আছে সেই সঞ্চিত সংস্কার, এবং সঞ্চিত সংস্কারের মধ্যে যেটীর কর্ম্ম প্রারব্ধ হইয়াছে সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম সংস্কার অর্থাৎ যাহা হইতে বর্ত্তমান দেহ উদ্ভব হইয়া কর্ম্ম ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা, এবং এই দেহেই কামনাময় কর্ম্ম দ্বারায় ভবিষ্যৎ কর্ম্মের কারণরূপে যে সংস্কার জীবের সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত হইতেছে সেই ক্রিয়মান সংস্কার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের কাম্য কর্ম্ম হইতেই প্রসূত। কামনা বা বাসনারূপে কাম্য কর্ম্মের সংস্কারই সূক্ষ্ম শরীরী জীবে বর্ত্তমান থাকে আবার পরজন্মে সেই সংস্কারই কর্ম্মে পরিণত হয়। বীজ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত বীজাঙ্কুরবৎ এই চক্রই চলিতে থাকে। এই ত্রিবিধ সংস্কার ভস্মীভূত ও কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরের বন্ধন ধ্বংস করিয়া জীবকে

যুক্ত কন্নাই শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর উপাসনার উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্র ঐ উদ্দেশ্যানুসারে ঈশ্বর-উপাসনার প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গজ 'বাজু' সমাজ ও প্রকৃত কায়স্থের সম্মান।

গত বৈশাখ মাসের "কায়স্থ-পত্রিকায়" এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য কার্ণ্যঘোষ মহাশয়ের বংশাবলী লিখিতে গিয়া তারিণীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে স্থানে স্থানে কতকগুলি ভ্রমোৎপাদক বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব। তাঁহার প্রবন্ধ যে মল্লিকঠাকুরের সিদ্ধি তাহা যাঁহারা আচার্য্যচূড়ামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘটক মহাশয়গণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগের বুঝিতে কিছু মাত্র বাকী নাই।

তারিণীবাবু কার্ণ্যঘোষের বংশাবলী লিখিতে প্রথমেই এক হাতগড়া টিপ্পনী করিতে গিয়া, বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার টিপ্পনীটী এই :—"ইহার (চন্দ্রবিন্দু বোধ হয় ধলেশ্বরীতে ?) বংশে ছয়কড়ি ঘোষের বংশধরগণ ভিন্ন আর কাহারই কুল নাই।" এবং "শ্রীকণ্ঠ ও দিগম্বর কেবল কুলজ।" বোধ হয় এই বংশে আর কেহই কুলজ নহে, এই কথাই বলিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা যাউক এই ছয়কড়িঘোষকে ? 'কার্ণ্যঘোষের চারি পুত্র— পুষ্প, ভাস্কর, স্মৃতি ও মতি। পুষ্পের নয়টি পুত্রের মধ্যে অন্যতম পুত্রের নাম বিভাকর। বিভাকরের দুই পুত্রের মধ্যে ভগীরথের সন্তান ছয়কড়িঘোষ। ছয়কড়ির আটটি সহোদর ছিলেন। সুতরাং পুষ্পের সহোদর ভাস্কর, স্মৃতি মতি এবং বিভাকরের সূর্য্য, শিবানন্দ, আদিত্য, মধু, কোবান্ত প্রকাশ, অনন্ত, মু ও অলঙ্কার এবং ভগীরথের সহোদর মাধী ও ছয়কড়ির সহোদর মুক্তি, রঘুনাথ ব্যাস, বশিষ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, দিগম্বর, গণ ও শুভ ইঁহারা সকলেই নিষ্কুল। এখন আমি কৃতাঞ্জলীপুটে জিজ্ঞাসা করি—এ তত্ত্ব তারিণীবাবু কোথায় পাইলেন। ইহা

তাঁহার স্বকপোলকল্পিত, না চন্দ্রকান্তের কারচুপি? এরূপ বক্তৃমারির বালাই লইয়া ব্যস্ত না হইয়া প্রসিদ্ধ ঘটক মহাত্মাগণের কুলকারিকা পাঠ করিয়া এ "অস্পষ্টতা" দোষ দূর করিলে বোধ হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের লাঘব হইত না। তিনি যদি একবারও একটু অনুগ্রহ করিয়া ঘটককুলশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-চূড়ামণি মহাশয়ের "কুলপঞ্জি" নামক বিখ্যাত কুলগ্রন্থের সাহায্য লইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। এরূপ গুরুতর ভ্রমও সহজে দূর হইত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল না পড়িয়াই পণ্ডিত হইবার প্রয়াস এবং কল্পনার সাহায্যে 'বামন' হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার ইচ্ছাটা 'আদার বেপারীর জাহাজের খবর' লওয়ার মত কিছু সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা আচার্য্য চূড়ামণির "কুলপঞ্জি"তেই আছে :—

"আভোভীতশ্চ ভীমশ্চ গুহো মুক্তিবসুস্তথা।
মতিঘোষস্তথা বাচুস্থাকাখ্যো বসুকস্তথা।
বিভাকরাখ্যো ঘোষশ্চ সমাচাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ ভাণ্ডুগুহের পুত্র আভগুহ, ভাতগুহ, রুদ্রগুহের আত্মজ ভীমগুহ, গাভ (গর্ভরত্ন) বসুর পিতা মুক্তি বসু, কার্ণ্যের পুত্র মতি ঘোষ ও চাক্রির পুত্র অচু (অচ্যুতানন্দ) ঘোষ, চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ভাক্রি পুত্র থাকবসু ও পুপি (পুষ্প) ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভাকর ঘোষ, ইঁহারা তুল্য কুলীন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

তারিণীবাবু বোধ হয় এ সমস্ত গ্রন্থ পড়িবার অবসর পান নাই। নতুবা তিনি প্রসিদ্ধ কুলীন মতিঘোষ মহাশয়ের সন্তান চারিপাড়ার ঘোষনিয়োগী মহাশয়দিগের সহিত লাগিতে আসিতেন না। ইঁহারা নবাবী আমলে বাঁকিপুর পরগণা জমিদারী স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াই বাজুসমাজে আসিয়াছিলেন। বাজুতে "কুলং নাস্তি" যদি তারিণীবাবুর মতে সেই অপরাধই ধর্ত্তব্য হয় তবে তাঁহার পাশ কাটাইবার উপায় নাই।

তারিণীবাবু প্রথমেই বলিয়াছেন "শ্রীকণ্ঠ ও দিগম্বর কেবল কুলজ।" যদি তাহাই হয়, তবে এই অনন্তঘোষের বংশধরগণ মাণিকগঞ্জের অধীন বিষমপুর, মাণিয়াজুরী, দশচিড়া এবং ইড়তা গ্রামে বাস করেন; ইহারা কুলজ।" এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? অনন্তঘোষ মহাশয়ের নাম শ্রীকণ্ঠ ও দিগম্বরের উর্দ্ধতন দুই পুরুষ পূর্ব্বে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকণ্ঠ ও দিগম্বর ব্যতীত কার্ণ্যঘোষের

বংশে যদি কেহই কুলজ না হন, তবে তাঁহাদিগের পিতামহ বিভাকর ঘোষের ভ্রাতা অনন্ত কুলজ হইলেন কি করিয়া ?

শুনিলাম চন্দ্রকান্তমল্লিক নামক একজন কায়স্থ এক হাতগড়া পুঁথি তৈয়ার করিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয় তারিণীবাবু তাঁহারই অসংলগ্ন প্রলাপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। যদি তারিণীবাবু বিখ্যাত ঘটক মহাশয়দিগের কুলকারিকা দেখিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। পূর্ব্বোক্ত মল্লিক মহাশয়ের আত্মীয় বলিয়া বাজু সমাজে অনেক কেওট, কায়স্থ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া, এমন কি কুলীন বলিয়াও তাঁহার "গ্রন্থে" স্থান পাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কায়স্থ সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। সেই জন্যই অন্য কোনও কুলকারিকার সহিত তাঁহার পুঁথির মিলও নাই। তাঁহার প্রসাদে অনেক প্রসিদ্ধ বংশের কুলীনগণও তাঁহার দ্বারায় কুলজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অজ্ঞব্যক্তির অসম্বদ্ধ প্রলাপে বড় কিছু ক্ষতি না হইলেও, কুকথার প্রচার হয় ; সেই জন্যই আমরা তারিণীবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিলাম। ভাষা কর্কশ হইলে আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি—এবং তাহাই তদ্রোচিত বলিয়া বিবেচনা করি।

ভরসা করি তারিণীবাবু এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন, কেবল বিকারগ্রস্ত রোগীর অসংলগ্ন প্রলাপে আর আস্থাস্থাপন করিয়া, কিম্বা অনধীত ধনুর্দ্ধরদিগের ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া আপনার বংশগৌরব নষ্ট করিবেন না। চারিপাড়ার ঘোষ নিয়োগী মহাশয়দিগের বংশগৌরব এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই অবগত আছেন, তবে আটিয়া বা কাকমারিয়া সমাজের কথা আমরা বলিতে পারি না।

কায়স্থ সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন মতিঘোষ মহাশয়ের বংশধর এই চারিপাড়ার ঘোষ নিয়োগী মহাশয়েরা যশোহর সমাজ হইতে এখানে আসিয়া সম্পত্তির লোভে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যশোহর সমাজের প্রসিদ্ধ ঘটক দ্বিজ বাচস্পতি কৃত "কুলরমা" নামক গ্রন্থখানিও বোধ হয় তারিণীবাবু একবারও পড়িয়া দেখিবার সময় বা সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই, যদি তাহা পড়িতেন, তবে তাঁহাকে এত কথা বলিতেও হইত না। তারিণীবাবু সেই দ্বিজ বাচস্পতির "কুলরমা"তেই আরও দেখিতে পাইতেন :—

স্থতিঘোষে কুলং নাস্তি শ্রেষ্ঠঃ কুলং মতেঃ সুধেঃ।
ভাস্করস্তু ক্রিয়াহীনঃ পুপিয়েব মহৎ কুলম্॥

অর্থাৎ—স্থতিঘোষের কুল নাই, পরন্তু সুধী মতিঘোষের কুল শ্রেষ্ঠ ; ভাস্কর ঘোষ ক্রিয়া দোষ দুষ্ট কিন্তু পুপিঘোষ মতির ন্যায় মহৎ কুলসম্পন্ন।

বঙ্গজ 'বাজু' কায়স্থ-সমাজে মহৎ কুলসম্পন্ন মহাত্মা মতিঘোষ মহাশয়ের ধারা কেবল চারি পাড়াতেই দেখা যায়। যদি বাজু-সমাজের অন্য কোথায়ও থাকেন, তাহা আমরা অজ্ঞাত।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দেবশর্ম্মা।

উপনয়ন।*

(গল্প)

(১)

পরিদৃশ্যমান সুনীল অম্বর নিজের বিশালতা সঙ্কুচিত করিতে করিতে যেখানে ধরাপ্রান্তে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে দূরে, অতি দূরে ঘন পল্লবিত বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত একখানি পল্লীগ্রাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, একজন কায়স্থ জমিদারের অধিকারভুক্ত। চতুরগৃহী নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন পরিবারকে গুছাইয়া যেমন সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে, ক্ষুদ্র হইলেও উক্ত জমিদারের অধীনে গ্রামখানি সেইরূপ সুবন্দোবস্তে তত্রত্য অধিবাসিগণের এবং উৎসুক দর্শকবৃন্দের মনের ও নয়নের আনন্দ ও তৃপ্তির কারণ হইয়াছিল। সারি সারি বৃক্ষ সমস্ত বিস্তীর্ণ মাঠ, স্বচ্ছসলিলা জলাশয়, কোকিলের কলকণ্ঠ, বসন্তের সবুজ আভা, অন্নপূর্ণারূপী শরতের হরিদ্বর্ণ, শীত গ্রীষ্ম আবিচ্ছেদে গ্রামখানিকে উপভোগের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য ও স্বচ্ছন্দতার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গ্রামবাসীগণ বহুদিন হইতে দুঃখের ভাবনা ভাবিবার অবসর পায় নাই।

সে বৎসর কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম কায়স্থ-উপনয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সামান্য 'টু' শব্দটী যেমন সর্ব্বব্যাপী ইথরের তরঙ্গ তুলিয়া দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক বস্তুকে আহত করিয়া যায়, তেমনি ঐ আন্দোলনের স্রোতও উক্ত গ্রামে আসিয়া পৌছিতে বেশী বিলম্ব করিল না। সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণবাবু তাহাতে সাড় দিলেন। তিনি স্থানীয় স্কুলের একজন মাষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতেও পদার্পণ

*সত্য ঘটনামূলক। লেখক।

করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিয়া দুই চারিখানা পুঁথি পুস্তক পড়িয়া তিনি তাঁহার প্রথম ধারণাটাকে একটা সুগঠিত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইলেন। তিনি ভাবিলেন, "চন্দ্রবাবুকে একবার জাগাইতে হইবে।" বলা বাহুল্য চন্দ্রবাবু গ্রামের জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৃদ্ধ পিতার সহকারীরূপে কার্য্য করিয়া তিনি প্রচুর যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—সকলে তাঁহাকে শিক্ষিত বলিয়া জানিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নৈশ বায়ু নিদাঘ-তপ্ত-পৃথিবীকে ধীরে ধীরে বিজন করিতেছিল। বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার সোপানোপরি বসিয়া চন্দ্রবাবু তাহা উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন করিলেন। প্রথমতঃ উভয়ের সাদর সম্ভাষণ হইল, পরে চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর মাষ্টার মহাশয়?"

কৃষ্ণবাবু—"আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজন আছে।"

চন্দ্রবাবু—"বলিতে পারেন।"

কৃষ্ণবাবু—"কলিকাতায় এখন আন্দোলন চলিতেছে কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে। আমরা......।"

চন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহা না বুঝিয়া কিছুই বলা যায় না। আপনি এ সম্বন্ধে কি জানেন?"

কৃষ্ণবাবু—"যুক্তি না প্রমাণ চান?"

চন্দ্রবাবু—"দুই।"

তখন কৃষ্ণবাবু মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অন্যদিকে ইতিহাস, কায়স্থের বৃত্তি, সামাজিক অবস্থান, আচার ব্যবহারাদি সমস্ত উল্লেখ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার পর চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন— এই গৌরবের কোন নিদর্শন অবশিষ্ট আছে কি?"

কৃষ্ণবাবু—থাকিবে না কেন? পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও কায়স্থগণ বংশমর্য্যাদা অনুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অ[illegible] পোড়া বাঙ্গলার কথা স্বতন্ত্র।

চন্দ্রবাবু চিন্তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা দুদিন বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।" তৎপর উভয়ে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জমিদার বহুদিন যাবৎ জ্বররোগে ভুগিতেছিলেন। স্নেহের পুত্র চন্দ্র আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। হস্তে একখানি

খবরের কাগজ দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—বাবা, পড়ত দেখি কি লেখা আছে!" রোগ যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য বৃদ্ধের এই এক অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্র রেলের খবর পড়িল, রুষ যুদ্ধের একটা লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ করিল, তৎপর দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কথা সমাপান্তে এক স্থানে থামিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"মনে মনে ও কি পড়িতেছ?"

চন্দ্র—"এ আমাদের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে।"

বৃদ্ধ—"শুনি কি লেখা আছে।" চন্দ্র পড়িতে লাগিল। কাশী, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর ভাটপাড়া, প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা সে সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্র প্রায় দুই কলমব্যাপী সেই নামগুলি একে একে পিতাকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং কৃষ্ণবাবুর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাও সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি পুত্রকে আদরে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বাবা, বুঝলে ত উপবীত আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, দাবী করিবার জিনিষ। আমার ইচ্ছা—মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে সংস্কার-সম্পন্ন দেখিয়া যাই। আমার আর শক্তি নাই, নতুবা এই সৎ-কার্য্যের জন্য সময় অসময় বিবেচনা করিতাম না।"

চন্দ্র ভক্তিভাবে পিতার চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। শীঘ্রই সংবাদটা সাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়িল, যে চন্দ্রবাবু উপবীত গ্রহণ করিবেন। গ্রামের বৃদ্ধ কুল-পুরোহিত চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জমিদারবাড়ীর চাউল কলা ধ্বংস করিয়া আসিতেছেন—এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আসিয়া বলিলেন, "বলি চন্দ্র, একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ? পিতৃ-পিতামহদের নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবে? কর্ত্তব্যজ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইল?"

চন্দ্রবাবু কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি ক্ষান্ত হউন, আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমি বেশ বুঝি; পূর্ব্ব পিতামহদের নাম কিসে উজ্জ্বল হইবে তাহাও আমার অবিদিত নাই।"

বৃদ্ধ জমিদার বাধা দিয়া বলিলেন,—"শান্ত হউন ঠাকুর মহাশয়! ও ছেলে-মানুষ, ও কি করিবে? আমিই উহাকে অনুমতি দিয়াছি।"

পুরোহিত,—"আঃ! তুমি? তোমারও ঐ মত? নরকেও স্থান হবে না! সমাজের কালাপাহাড় কোথাকার! অধঃপাতে যাও, অধঃপাতে যাও!" এই বলিয়া তিনি যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া গেলেন।

রাগে চন্দ্র কাঁপিতেছিল দেখিয়া পিতা বলিলেন,—"বাবা, বিচলিত হইও নাই। সহস্র বৎসরের জড়তা এক দিনে যাইবার নয়। তুমি কলিকাতায় সংবাদ প্রেরণ কর, আগামী পরশ্ব তোমার উপনয়নের দিন ধার্য্য হইয়াছে।"

সংবাদ প্রাপ্তে কলিকাতা হইতে ত্রিবেদী ও বেদাধ্যায়ী মহাশয় জমিদারবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার উপদেশ অনুযায়ী চন্দ্র দুই দিন প্রত্যেক পুরোহিত বাড়ী গলবস্ত্রীকৃতবাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া গেলেন। কাকুতি মিনতিতে কোনই ফল হইল না; কেহই পৌরহিত্য করিতে স্বীকৃত হইল না। বৃদ্ধকুল-পুরোহিত বলিলেন, "আমাদের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া দিতে পার ত আমরা কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি।" বৃদ্ধ জমিদার শুনিয়া বলিলেন,—"এ বেচা কেনার কথা নয়, ঠাকুর মহাশয়! আমাদের ন্যায্য দাবীর জন্য ঘুষ প্রদানে আমি অসমর্থ।" ব্রাহ্মণগণ একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

অবশেষে জমিদারের অনুমতি লইয়া ত্রিবেদী মহাশয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত সমাপান্তে চন্দ্রের গলে উপবীত প্রদান করিলেন। এই কয়দিনের উৎসাহ ও উত্তেজনায় বৃদ্ধ জমিদারের অবস্থা অতিশয় শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, এখন সংস্কারসম্পন্ন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যে শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না।

এই ঘটনার একমাস পরে বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যু হইল। সে দিন জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হইতেই ভীষণ ঝড় জল হইতেছিল, তথাপি উদ্যোগী স্বজাতীয়গণ আসিয়া যথাবিধি সৎকারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে তাহাই সকলের প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণবাবুকে ব্রাহ্মণপল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি নিতান্ত অপরাধীর মত কত স্বগৃহীত বিস্তালঙ্কার তর্কবাগীশ মহাশয়দের পদপ্রান্তে পড়িয়া কত শত প্রকারে মিনতি করিতে লাগিলেন—কিন্তু সকলেই চক্ষু মুদিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। তখন বৃদ্ধপুরোহিত সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের কাছে কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেককে হাজার টাকা দেও, আর যত কায়স্থ আছে, এখানে আসিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাউক, তৎপর বিবেচনা করা যাইবে।"

কৃষ্ণবাবু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর মহাশয়, এখন বিবেচনা করিবার সময় আছে কি? আপনাদের আশ্রয়ে আছি—অপরাধ হইলে তাহা আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি?"

পুরোহিত। "তোমাদের মত ম্লেচ্ছের মঙ্গলের জন্য আমাদের কোনই স্পৃহা নাই।"

কৃষ্ণবাবু—"কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, এই জমিদারবংশের অন্নেই আপনার দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে।"

পুরোহিত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—দূর হও, কুকুর কোথাকার! তোমার এই হিতোপদেশপ্রার্থী আমি নই।" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণবাবুকে চপটাঘাত করিলেন।

কৃষ্ণবাবু গম্ভীরভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে মিলিয়া চন্দ্রের খুল্লতাতকে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন, তাহার সহিত চন্দ্রের পিতার বিষয় সম্পত্তি লইয়া কিছু মনোমালিন্য ছিল—তাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন; বস্তুতঃ এক মাত্র তাহার প্ররোচনাতেই স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এতটা স্পর্দ্ধার সহিত চন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিল। খুল্লতাতের ইচ্ছা চন্দ্র সাধারণের নিকট অপদস্থ হয়—তা যে প্রকারেই হউক, নিজে না পারিলেও, দুইজন লোক ডাকিয়া আনিয়া তাহার নাক কাটিয়া দিতে হইবে। অতএব তিনি বলিলেন, "আগে সর্ব্বসমক্ষে চন্দ্র উপবীত পরিত্যাগ করুক, তৎপর চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে।" কিন্তু চন্দ্র ইহাতে স্বীকৃত হইল না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখনও সৎকারের কোনই সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র পিতার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া এক মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। এমন সময় খুল্লতাত প্রেরিত এক প্রতিবেশী আসিয়া বলপূর্ব্বক চন্দ্রের গলদেশ হইতে উপবীত গ্রহণ করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। তখন খুল্লতাত আসিল, ব্রাহ্মণও আসিল এবং যথাবিহিত সৎকার কার্য্য সমাধা হইল। চন্দ্র সেই প্রজ্জ্বলিত পিতার শব সম্মুখে রাখিয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিল, "পিতঃ! আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিও না, তোমার প্রদত্ত সম্পত্তি আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা মহা আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইল। খুল্লতাতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহারা চন্দ্রকে এক নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, যেন চন্দ্র অবসর পাইয়া ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ কার্য্য করিতে না পারে। দশম দিবস রাত্রে চন্দ্র স্বপ্নে দেখিল, জ্যোতির্ম্ময় পিতা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বলিতেছেন, "চন্দ্র, আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে—গঙ্গাজলে আমার তর্পণ করিও।"

এদিকে কৃষ্ণবাবুও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। প্রকৃত চেষ্টা করিয়া তিনি একদিন রাত্রে চন্দ্রবাবুকে লইয়া পলাইলেন। কালীঘাটে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা ত্রয়োদশ দিনে মহা সমারোহে বৃদ্ধ জমিদারের প্রেত-কার্য্য সমাধা হইল। অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাহাতে উপস্থিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর হাই-কোর্টের জজ হইতে, দেশের রাজা জমিদার পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত স্বহস্তে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সহায়তা করিয়া এক প্রাণতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

কার্য্য সমাপনান্তে সকলে দেখিল এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "চন্দ্র! আমি তৃপ্ত হইয়াছি। এক একটা জাতি অনেক অন্তর্ভূক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়। আজ তাঁহারা আসিয়া তোমাকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা কর স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়, নতুবা বঙ্গদেশে কয় জনের অদৃষ্টে এমন লোক সমাগম হইয়াছে!"

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

মৎস্যমাংসাহার ও বঙ্গীয় কায়স্থগণের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ মনু বলিতেছেন,—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্ব মাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

৫ম অধ্যায়, ১৫

যে যাহার মাংস খায় তাহাকে তন্মাংসাদ বলে; পরন্তু মৎস্যাদ সর্ব্বমাংসাদ; এ কারণ মৎস্য ভোজন বিবর্জ্জন করিবে।

ন কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ।
ন চ প্রণিবধঃ স্বর্গ্য স্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ঐ ৪৮

প্রাণীহিংসা না করিলে কোথাও মাংস উৎপন্ন হয় না। প্রাণীবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নহে; অতএব মাংস ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে।

শ্রুতি বলিতেছেন:—মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি। কোন ভূতের (প্রাণীর) হিংসা (বধ) করিবে না। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, হিন্দুর যথা সর্ব্বস্ব; প্রাণীহিংসা বেদ-বিরুদ্ধ। অতএব যাঁহারা বেদ মানেন অর্থাৎ যাঁহারা আস্তিক তাঁহারা মৎস্য মাংসাহার করিতে পারেন না।

সুরথরাজা দুর্গাপূজায় লক্ষবলি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'বলির' অর্থ কি নিরীহ ছাগকুলের প্রাণ নাশ? পূজোপকরণকেও ত' বলি বলে। আর দুর্গাপূজা, বৈদিকীপূজা* ইহাতে প্রাণীহিংসা সম্ভবপর হয় কিরূপে? যজ্ঞার্থে পশু বলির ব্যবস্থা আছে। এই যজ্ঞ মনূক্ত পঞ্চসূনা জনিত পাতকের প্রায়শ্চিত্তরূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞের শ্রেণীভূক্ত।

পঞ্চসূনা যথা—

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥"

মনু, ৩য় অধ্যায়, ৬৮।

গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণীবধ স্থান আছে, যথা—চুল্লী (উনান) পেষণী (যাঁতা ও শীল-নোড়া) উপস্কর (ঝাঁটা) কণ্ডনী অর্থাৎ উতুখল (মুষল), এবং উদকুম্ভ (জলাধার কলস) এই পাঁচটীকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে প্রাণী-হিংসা হয়, সেই প্রাণীহিংসারূপ পাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—

"তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং॥" ৬৯।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ যথা,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥" ৭০।

অধ্যয়ন অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নজলাদি দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেব যজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম মনুষ্য যজ্ঞ।

*লেখকমহাশয় কোন্ বেদ অথবা ব্রাহ্মণ কিম্বা কল্পসূত্রে দুর্গাপূজার বিধান পাইয়াছিলেন?
কাঃ পঃ সম্পাদক।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞ যেরূপ ব্রহ্মহত্যা ... পিতৃযজ্ঞ যেরূপ পিতৃহত্যা নহে ইত্যাদি, তদ্রূপ ভূতযজ্ঞ ও ছাগাদি পশু ... নহে, পরন্তু প্রাণীভূতমাত্র অর্থাৎ বিড়াল, কুকুর, কাক, পিপীলিকাদিকে অন্নদান, গোগ্রাসদান প্রভৃতি। এই ভূত যজ্ঞেরই অপর নাম বলি বা ভূত... সুতরাং পশুবলির প্রকৃত অর্থ পশু নাশ নহে পশু সেবা মাত্র। আমরা "কাকবলি" অর্থে কাককে অন্নাদি দান বুঝিয়া থাকি, পশুবলি অর্থে পশু... বুঝিব কেন? আর যাহার্থ ছাড়িয়া দিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ ধরিতে গেলে পশুবলি অর্থ মনের শত শত পশুপ্রবৃত্তির দমন ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

কেহ কেহ তন্ত্রের দোহাই দিয়া পঞ্চ মকারের বাহিক অর্থ পাইয়া মৎস্য মাংসাহারে প্রবৃত্ত থাকেন। পঞ্চমকার যে সাধনার বিষয়ীভূত তাহাকে বীরাচার বলে। দক্ষিণাচারী শাক্তগণ পশু অর্থাৎ জীবগণের পালনকারী পশু পতির এবং বীর অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পরমাত্মার পরম ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি... শক্তি অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকৃতিকে অবধারণ করতঃ দক্ষিণাচার অ... বেদের অনুকূল মতে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এমতাবস্থায় দক্ষিণাচার মতে আ... সাত্ত্বিক পঞ্চমকারান্তর্গত মৎস্য মাংসাদির যে কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে, ... সহজেই অনুমেয়।

মৎস্যমাংসের প্রকৃত অর্থ এই :—

মৎস্য :—"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥"

গঙ্গা অর্থে ঈড়া নাড়ী বা দক্ষিণ নাসিকা। যমুনা অর্থে পিঙ্গলা নাড়ী বা বাম নাসিকা। এই দুই নদীর মধ্যে দুইটী মৎস্য বা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ পরম বীজ আছে। উহারা স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া সতত বিবরণ করিতেছে, ... সঃ এই মৎস্য দুইটীকে যিনি ভক্ষণ বা আয়ত্ব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে অর্থাৎ প্রাণায়াম সাধককে মৎস্য সাধক বলিয়া থাকে।

মাংস—"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ॥"

রসনার নাম মা, তদংশ বাক্য; এই বাক্য সংযমকারীকে মাংস সা... বলে।

তন্ত্রে মৎস্যমাংস কাহাকে বলিয়াছেন, এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি? ... মৎস্যমাংস ভোজনের প্রকৃত অর্থই বা কি আর আমরাই বা তাহার বি...

বাহ্যার্থ গ্রহণ করিয়া নিরয় পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতেছি!! শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহে অসমর্থ হইয়া আমরা এরূপ অধঃপতিত হইয়াছি যে, আমরা এক্ষণ কালীপূজা ও দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে ছাগ মেষাদির হত্যা সাধন করিতেছি! কালী বা দুর্গা জগন্মাতা, আমাদের ন্যায় ছাগ মেষাদি ও তাঁহাদের সন্তান। সন্তানের শোণিত পানে মা সুখী হইতে পারেন কি? আর যদি সন্তান শোণিত পানই মার একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে আমরাও ত সন্তান, শিবি রাজার ন্যায় আত্মদেহ ও হৃদয় শোণিত প্রদানে মার অর্চনা করি না কেন? আমরা আর্য্য; আর্য্য রামচন্দ্রের অনুসৃত সাত্ত্বিক উপাসনা পথ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের পথ আমরা অনুসরণ করিব কেন?

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়াও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই মৎস্যমাংসাহারের অকর্ত্তব্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। করুণাধার জগৎ পিতা আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই মাতৃস্তন্যের বন্দোবস্ত রাখিয়া প্রাণিজ খাদ্যে শরীর পোষণ করিতে সঙ্কেত করিয়াছেন; কিন্তু জন্মিয়াই প্রাণীমাংসে জীবন পোষণ করিতে হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত মনুষ্য সমাজের বহির্ভূত। সুতরাং শরীর পালনার্থ মৎস্যমাংস ভোজন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও জগন্নিয়ন্তার আদেশের প্রতিকূল। বিশেষতঃ শরীর পোষণার্থ মৎস্য মাংসের আবশ্যকতা করেনা। মৎস্য মাংসাহারই যে সর্ব্ববিধ রোগের মূলহেতু এবং উদ্ভিজ্জাহারই যে নীরোগতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা আজকাল দেশীয় ও বৈদেশিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক ডাক্তার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও প্রচার করিতেছেন। সুতরাং কোন প্রকারেই মৎস্য মাংসাহার আমাদের উচিত বিবেচিত হয় না। আর্য্যগণ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রপ্রাণ, সুতরাং ভারতীয় দ্বিজগণের মধ্যে মৎস্য মাংসাহার প্রথা থাকা অনুচিত। আজও ভারতে পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুগণ মৎস্যাদি স্পর্শ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকল জাতির মধ্যেই মৎস্য মাংসাহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? আদিম অনার্য্যগণের সংস্পর্শেই সম্ভবতঃ ইহার একমাত্র কারণ। অনার্য্যগণের সংস্পর্শ হেতু এই অনার্য্যোচিত নীতি আমাদের আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় এই বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ সংস্কারের দিনে আমাদের কি এই নীতি সংশোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে? অনার্য্য সেবিত নীতি কি আমাদের আর অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ?

ভারতবর্ষে প্রায় এককোটী কায়স্থের বাস। তন্মধ্যে বঙ্গদেশের দশলক্ষ কায়স্থ ব্যতীত সকলেই আবহমানকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়াচার পালন করিয়া আসি...

তেছেন। জগৎপাতার অনুগ্রহে আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থগণের [illegible]
দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র সমাজেও ক্রমশঃ কন্যাদান [illegible]
বলিয়াই আশা করা যায়। এই অল্পদিন মধ্যেই আমাদের চারি সমাজে [illegible]
পরিমাণে ঐক্য বন্ধন ঘটিয়াছে। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে পুত্র [illegible]
আদান প্রদানও চলিতেছে। আমরা ভাই ভাই আর ঠাঁই ঠাঁই থাকিব [illegible]
আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের এমন একদিন [illegible]
যখন আমাদের এই চারি সমাজ এক হইয়া যাইবে এবং আমরা সকলেই [illegible]
দেশীয় বা বাঙ্গালী কায়স্থ নামে অভিহিত হইব, ইহাই যেন জগন্নিয়ন্তার [illegible]
ইচ্ছা। কেননা অল্পদিনের চেষ্টাতেই আমরা চারি ভ্রাতা একত্র হইতে পারি [illegible]
আর একটী সুসংবাদ এই এতদিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী কায়স্থ [illegible]
আমাদিগকে কোনও কর্ম্মোপলক্ষে আহ্বান করেন নাই। এবার সমগ্র [illegible]
তীয় কায়স্থ সম্মিলনীতে তাঁহারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আমা [illegible]
এই নবজাগরণে পুলকিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহাদেরই স্বজাতি ও ভ্রাতৃ [illegible]
আপনাদের ক্রোড়ে স্থান দানে উদ্যত হইয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর [illegible]
গৌরবের বিষয় যে তত্রত্য সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচার [illegible]
মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন [illegible]
এখন মনে একটা অভিনব আশার সঞ্চার হইয়াছে, করুণাময়ের ইচ্ছায় আচি [illegible]
ভারতের সমুদয় কায়স্থ এক হইবে।

পাশ্চমাঞ্চলবাসী কায়স্থগণের সহিত মিলিত হওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দে [illegible]
সুতরাং তাঁহাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্ত [illegible]
যথাসম্ভব তাঁহাদের আচারও খাদ্যাখাদ্যের অনুকরণ করা অতীব বাঞ্ছনী [illegible]
অবশ্য উপনয়ন সংস্কারই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সহায় এবং যত সত্বর ইহা আমা [illegible]
সমাজ চতুষ্টয়ে প্রচলিত হয়, পথ ততই সুগম হইবে কিন্তু উপনয়ন সংস্কার দ্বি [illegible]
চারের একটী অঙ্গ মাত্র। উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্বিজা [illegible]
সমূহ প্রতিপালনে রত না হইলে পূর্ণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পূর্ণ দ্বি [illegible]
প্রাপ্ত না হইলে আমরা ভারতীয় অপরাপর দ্বিজগণের সহিত সম্পূর্ণরূপে মি [illegible]
হইতে পারিব না। সুতরাং তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিতে হইলে যথা [illegible]
আমাদের সমাজে বেদাচার পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য [illegible]
নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। মনের বল ও চিত্তের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রা [illegible]
সদাচার পালনে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। ই [illegible]

[illegible] যেমন তাঁহাদের সহিত পূর্ণ বন্ধন [illegible] হইবে অন্যদিকে তেমনই [illegible] ধর্ম্মোন্নতির পথও দিন দিন প্রশস্ততর হইয়া উঠিবে। আমাদের এই [illegible]নীতি ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সংবদ্ধ থাকিলে কোন কালেও আমাদের এই সো- [illegible] বিলোপ সাধন হইবার সম্ভাবনা হইবে না। আমরা বঙ্গবাসী কায়স্থ [illegible] উষ্ণ তণ্ডুলান্ন ভোজন করিতেছি, ঐরূপ খাদ্যত্যাগ করিয়া আতপ তণ্ডুলান্ন ভোজনের অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে। তামসিক খাদ্যাদি বর্জ্জন করতঃ রাজসিক ও সাত্ত্বিক খাদ্যে প্রাণধারণ করিতে হইবে। সাত্ত্বিক উপাদানে দেহ গঠন করিয়া লইতে হইবে। ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে দৃঢ় [illegible] হইতে হইবে। ধর্ম্মই আমাদের এই সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থভ্রাতৃগণ তাহাদের এই ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহাদেরও আমাদের সমাজের সর্ব্ব প্রধান প্রা[illegible]ক্য এই যে তাঁহাদের সমাজে কোন কালেও মৎস্য মাংসাহার প্রচলিত নাই। তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইতে হইলে সম্প্রতি আমাদিগকে মৎস্য মাংসাহার একান্তই বর্জ্জন করিতে হইবে।

কলিকাতা আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভায় যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই আজীবন সপরিবারে মৎস্য মাংস ভোজন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আমাদেরও তদ্রূপ করিতে হইবে। উপবীত সংস্কারের ন্যায় শরীরস্থ গুণ রাজিরও সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। অখাদ্য কুখাদ্য বর্জ্জনে চিত্তের দুর্ব্বলতা বিনাশ করিতে হইবে।*

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

---

* সুযোগ্য লেখকমহাশয়ের এই প্রবন্ধটী সাদরে পত্রিকাস্থ করিলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত আমরা এক মত হইতে পারিলাম না। অনন্ত আর্য্য-শাস্ত্র-সমুদ্র সুতরাং তাহা মন্থন করা গৃহীর আয়ত্তাধীন নহে। তবে এক কথা, শাস্ত্রের সম্যক্ রহস্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল প্রবর্ত্তক কিম্বা নিবর্ত্তক বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা সমীচীন মনে হয় না। এজন্য মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্তানুযায়ী হওয়াই সুযুক্তি। যে সকল শ্রুতি স্মৃতির বচন এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রেই পৈত্র্য কর্ম্মে মৎস্যমাংসের ব্যবস্থাও আছে; তবে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থাই স্থির থাকে।

কাঃ পঃ সঃ।

সমালোচনা।

ইংরাজী :—

১। **Bengal Kayasthas.** হুগলী জেলায় দশঘরার নিকট বহুয়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীরাধাচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। (৩)+৶+৫২ পৃঃ। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত বচন মোকদ্দমার রায় ও সাধারণ যুক্তি দ্বারা লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ মূলে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন এবং কায়স্থ করণ নয়। 'কায়স্থগণই যে বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় এবং উপাধির পূর্ব্বে 'দাস' থাকিলে যে কিছু দোষ বা শূদ্রত্ব হয় না তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। ৺যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের এ সকল বিষয়ে অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত কয়েকটা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িবার অনেক কথা থাকিলেও, সাধারণ পাঠকদের হাতে দিতে পারা যায় না। উপনয়নের উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য আছে। তিনি বলেন আমরা ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু সকল সত্বের বা অধিকারের ন্যায় আমাদের উপনয়ন লইবার অধিকার তামাদি হইয়াছে! সুন্দর যুক্তি! সকল সত্বের বা অধিকারের তামাদি কি হয়? আর সে সকল সত্বের তামাদি হয়—কাহারও বা ১মাসে হয়, কাহারও ৬০বৎসরে হয়। এখন সমাজ-জীবনে সামাজিক সত্বের তামাদি কত দিনে হইবে? আর কার উপকারার্থে তামাদি হইবে? বৈদ্যদের, বৈদ্য 'সাহাদের', 'মাহিষ্য'দের না কাহার উপকারার্থে? সত্বের আপত্তি করিয়া প্রকাশ্যরূপে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বসত্বাধিকারীকে হটাইতে পারিলে তবে ত' তামাদি হইবে।

লেখক আরও বলেন যে শুধু উপবীত হইলে কি হইবে, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত গুণ ও কর্ম্ম স কোথায়? ব্রাহ্মণদের কি আছে জিজ্ঞাসা করি। সকলেরই উপবীত থাক, তাহাতে আ নাই।

২। **Doctrine of Sin.** কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। ২৩ পৃঃ। বিনামূল্যে বিতরিত।

হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মে পাপের ঠিক ধারণার বিভিন্নতা কি দেখানই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। হিন্দুর ধারণা যে কত মহৎ ও গভীর তাহা লেখক বেশ বুঝাইয়াছেন। পুস্তিকাখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং সকলেরই পাঠ করা উচিত।

দেবনাগর :—

৩। **কায়স্থ-দর্শনম্।** শ্রীসদাশিব শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত। উত্তর পশ্চিমস্থ অযোধ্যা হইতে প্রকাশিত। ১৬ পৃঃ। বিনামূল্যে বিতরিত।

সংস্কৃত ভাষায় চিত্রগুপ্তাষ্টক ও হিন্দীতে ব্যাখ্যা। পদগুলি সরল ও সুমধুর। চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, কায়স্থজাতির গৌরব ইত্যাদি অনেক কথা আছে। কায়স্থ মাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

বাঙ্গলা :—

৪। **উদয়।** মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বি,সি. চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৬৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী ৮ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠা থাকে। মূল্য সডাক বার্ষিক ৪৷৷০ টাকা মাত্র।

উদয় দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম ৩২ পৃষ্ঠা বাঙ্গালা ভাষায় ও দ্বিতীয় ৩২ পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে লিখিত হয়। আমরা ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা, অর্থাৎ ফাল্গুন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এতন্মধ্যে যে কএকটা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে সেগুলি বেশ সারগর্ভ হইয়াছে। এই মাসিক কাগজের উদ্দেশ্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা।

৫। **তোষিণী।** মাসিক পত্রিকা। প্রত্যেক সংখ্যায় ক্রাউন্ আটপেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃষ্ঠা থাকে। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রি সম্পাদিত, ৩ নং অশোক লেন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

'তোষিণী' শিশুপাঠ্য পত্রিকা। সখা' ও 'সাথী' উঠিয়া যাওয়ার পর এতাদৃশ উপাদেয় মাসিক পত্রিকা আমাদের দেশে আর হয় নাই। তোষিণীতে যে সকল গল্প, উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক বিবরণ থাকে তাহা অতি সরল ভাষায়, অথচ ভাব গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। চিত্রগুলিও অতি মনোরম হয়। আমরা মনে করি এই প্রকার মাসিক পত্রিকা প্রত্যেক ভদ্র পরিবারের শিশুপুত্র কন্যাদিগের পাঠের জন্য গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৬। **ব্রহ্মবিদ্যা।** মাসিক পত্রিকা। রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল, সম্পাদিত, সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়াল আটপেজী ৬ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে।

ব্রহ্মবিদ্যায় সমস্ত প্রবন্ধই সারগর্ভ ধর্ম্ম উপদেশ পূর্ণ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যাহার সম্পাদক তাহা যে ভাবও ভাষায় গাম্ভীর্য্য পূর্ণ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের এই পত্রিকা গ্রাহক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

৭। **মন বুল্‌বুল্।** সম্ভ্রান্তবংশীয়া কায়স্থ-ললনা শ্রীমতী সুশীলমালতী কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকর্ত্রী বালবিধবা এবং শৈশবে হিন্দুর গৃহে, সাধারণতঃ বালিকারা যেরূপ লেখাপড়া শিখিয়া থাকেন, তাহাই শিখিয়াছিলেন। এখন মনোভাব সব নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। লেখিকা ঐশ্বরিক ভাবে পরিপূর্ণ। হিন্দুর ঘরেই এরূপ লেখাপড়া শিখিয়া এতদূর ভক্তি, প্রেম ও কল্পনা সম্ভবে। পুস্তক পাঠ ভিন্ন শিখিবার অনেক উপায় আছে। পরিবার ও সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাব ও জীবনের গাম্ভীর্য্য হিন্দু সমাজের ন্যায় আর কোন সমাজে আজকাল প্রায় দেখা যায় না। ধর্ম্মজ্ঞতা ও ভাবুকতা প্রত্যেকেই প্রতিবিম্বিত হয়। সামাজিক বিষয়ে ২।১টী কবিতার সহিত আমরা এক মত হইতে পারিলাম না। বোধ হয় লেখিকার অল্প বয়স হেতুই সামাজিক বিষয় মত পরিপুষ্ট হয় নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধান মন্দ নয়।

৮। **মেঘ-দূত।** দক্ষিণরাঢ়ায় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত। ১৯০৮। পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—কোচবিহার গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। ১৷৵০+(৩)+১৫১ পৃঃ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অখিলবাবু সুলেখক এবং কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকদিগের সহিত সুপরিচিত। কালিদাসের বিখ্যাত কাব্যখানির এই অনুবাদ যে কত সুন্দর হইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ বিশেষরূপে মিলাইলেই বুঝিতে পারিবেন। আরও অনেকে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর ও অবিকল অনুবাদ একখানিও নয়। ভাষা অতি মধুর হইয়াছে। অনুবাদ ছাড়া প্রচুর টীকা এবং মূলও আছে।

৯। **যোগি-সম্মিলনী-পত্রিকা।** মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম্ এ। কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত। রয়াল আটপেজী ৬ ফর্ম্মা অর্থাৎ প্রত্যেক সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। পত্রিকার বর্ষ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকার যে কএক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে যে কএকটী প্রবন্ধ আছে তাহা মন্দ হয় নাই সঙ্গে বল্লাল চরিতের ও সমূল বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। কিন্তু রাধাগোবিন্দ বাবুর সম্পাদিত কাগজে রীতিমত প্রকাশিত হয় না, ইঁহারা সম্পাদিত 'সমাজ' পত্রের সবে মাত্র অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। **সামাজিক-সমস্যা।** শ্রীযুক্ত মন্মথপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১৩১৭। প্রাপ্তিস্থান—মজুমদার এণ্ড কোম্পানি, ২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট এবং

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। (২)+১১০+(১) পৃঃ। মূল্য ।৵ আট আনা।

কোন এক ব্রাহ্মণ-সভা উপলক্ষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় এবং কোন কোন অংশ প... হয়। অনেকগুলি আবশ্যকীয় সামাজিক বিষয় পুস্তিকায় সন্নিবেশিত এবং যথোপ... ভাবে আলোচিত হইয়াছে। লেখার ভাষা ও পদ্ধতি উত্তম ও মনোহারী। লেখক যথেষ্ট ... সদ্ভাব ও মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের সমাজে স্থান ও কর্ত্তব্য এবং তাঁহার... কর্ত্তব্যহীনতায় অনেক দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তির কথা আছে। ছাপার ভুল ও 'ড়' ও 'র' এ... গোলযোগ যথেষ্ট থাকিলেও পুস্তিকাখানি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

বিবিধ।

প্রচার। ২৮শে বৈশাখ, ১৩১৯ সাল। আমগ্রাম, জেলা যশোহর। খ্যাতি... বর্দ্ধিষ্ণু তালুকদার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে প্রায় শতাধিক কায়স্থ লইয়া এক সভা হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রচারক শ্রী... দীননাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নের প্রয়োজনীয়তা স... সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা করেন। প্রচারক মহাশয়ের শাস্ত্র সম্মত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃ... উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে উপনয়ন গ্রহণের ঔচিত্য স্বীকার ক... লেন এবং সেই দিনই ৯ জন যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্র... করিলেন।

কায়স্থ-সভা। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল। আতাইকুলা পাবনা। অ... ৺গোবিন্দচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের আগুশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মজুম... মহাশয়ের উদ্‌যোগে এক মহতী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীকোল নি... কায়স্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু কাব্যরত্ন মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়... ও উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশদরূপে বিবৃত করেন। সভায় উপ... কায়স্থমণ্ডলী সকলেই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন... আগামী মলমাস অতীত হইলেই সকলের উপনয়ন গ্রহণ করা হইবে। অত... তুই জনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া অঙ্গীকার খতে দস্ত... করিলেন।

ভ্রম-সংশোধন।

কায়স্থ-পত্রিকার নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড ১২ সংখ্যা ৩৭৩ পৃষ্ঠায় পাদ টীকায়... অশ্বপতি হইতে পর্য্যায় ধরার কথা বলা হইয়াছে তাহা বাদ যাইবে এবং ত... "ইহার সহিত ২ যোগ করিলে প্রকৃত পর্য্যায় পাওয়া যাইবে" অংশ বসিবে।

নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
কৈলাশচন্দ্র	কৈলাসচন্দ্র	৬৭	২২
কৃহ্চরণ	কৃষ্ণচরণ	৩৮	২৭
পুষ্টেত্রী	পুত্রেষ্টী	৯৭	২
জভিন	জাভিন	৯৮	৮

by Shiva Prakash Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

এ বৎসরে আদায় :—

পূর্ব্বে প্রকাশিত	১১৬॥০
শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত সব্ জজ্, সাং নবদ্বীপ	৯৲
" বসন্তকুমার সেন, সাং ১ নং নবাব্দিওস্তাগরের লেন্, কলিকাতা	।০
মোট—	১২৫৸০

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	১২৩৸০
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, সাং বহুবাজার, কলিকাতা	৫৲
মোট—	১২৮৸০

প্রচার-ভাণ্ডার।

এ বৎসরে আদায় :—

শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার, অবসরপ্রাপ্ত সব্ জজ্, সাং নবদ্বীপ ... ।০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩১৮।

(জেলা ফরিদপুর, চৌবেড়িয়া, ৺গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটীর কেন্দ্র)।

১। দাস, অবিনাশচন্দ্র।

(রংপুর কেন্দ্র)।

(১)

৮ই বৈশাখ, ১৩১৯।

সাং ফরিদপুর :—

১। ঘোষ, বামনদাস, বয়স ৩৫, (দক্ষিণরাঢ়ী)

সাং কাজলা, যশোহর জেলা :—

২। সরকার, দেবনাথ, বয়স ৩৪, (বারেন্দ্র)

(২)

৯ই বৈশাখ, ১৩১৯।

সাং মহেশ্বরপাশা, খুলনা জেলা :—

১। গুহ মজুমদার, নীলমাধব, বয়স ২৮, (দক্ষিণরাঢ়ী)

২। " রাখালচন্দ্র, " ২৬, "

৩। দাস, ষষ্ঠীনাথ, " ৪২, "

সাং কেদারপুর, ময়মনসিং জেলা :—

৪। বসু, নিবারণচন্দ্র, বয়স ১৯, (বঙ্গজ)

সাং আলুকদিয়া, যশোহর জেলা :—

৫। ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ, বয়স ১৬, (দক্ষিণরাঢ়ী)

(৩)

১০ই বৈশাখ, ১৩১৯।

সাং রূপসা, ঢাকা জেলা :—

১। চন্দ্র, প্রসন্নকুমার, বয়স ১২, (বঙ্গজ)

সাং ঝিকড়েলোহাগড়া, যশোহর জেলা :—

২। বসু, জিতেন্দ্রনাথ, বয়স ১৫, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সাং কাকিনা, রংপুর জেলা :—

৩। দাস, প্রতাপচন্দ্র, বয়স ১৭, (উত্তররাঢ়ী)।

৪। " প্রভাসচন্দ্র, " ১৯, "

১৫ই বৈশাখ, ১৩১৯।

(১)

(জেলা ঢাকা, মিতারা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভৌমিক মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। দেব ভৌমিক, অবনীকুমার, বয়স ২৭, (বঙ্গজ)।

২। " " নলিনীকান্ত, " ৩০, ঐ

৩। " " মদনমোহন, " ৭৮, ঐ

(২)

(জেলা ঢাকা, মুলচর কেন্দ্র)।

১। মজুমদার, অবলাভূষণ, বয়স, ৩০, (বঙ্গজ)।

২২শে বৈশাখ, ১৩১৯।

(জেলা ঢাকা, নবগ্রাম, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিজ বাটীতে)।

সাং নবগ্রাম, ঢাকা জেলা :—

দত্ত, যোগেশচন্দ্র, বয়স ২২, (বঙ্গজ)।

২৫শে বৈশাখ, ১৩১৯।

(জেলা পাবনা, গোপালনগর, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিজ বাটীতে)।

সাং গোপালনগর, পাবনা জেলা :—

সরকার, উমেশচন্দ্র, বয়স ৪৫, (বারেন্দ্র)।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

(চাঁদপুর, বড়দিয়া, শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। বসু, শ্রীশচন্দ্র। ২। বসু, হিরন্ময়।

৩। মজুমদার, হরেন্দ্রকৃষ্ণ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(জেলা রাজসাহী, পুটীয়া, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাসা বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বাঘা, রাজসাহী জেলা :—

১। ভৌমিক, নগেন্দ্রনাথ, বয়স ২৮, (বারেন্দ্র)

সাং সেনভাগ্যলক্ষ্মীকুল, রাজসাহী জেলা :—

২। কর, ক্ষেত্রলাল, বয়স ৩৫, (বারেন্দ্র)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(জেলা ঢাকা, শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং ঢাকা :—

১। ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন, উকীল, (বঙ্গজ)।

২। „ সারদাপ্রসন্ন, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্, „

সাং পারুলদিয়া, ঢাকা জেলা :—

৩। ঘোষ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

সাং বিক্রমপুর বাসাইল, ঢাকা জেলা :—

৪। ঘোষ, অশ্বিনীকুমার, (বঙ্গজ)।

সাং বানরীপাড়া, বরিশাল জেলা :—

৫। গুহ ঠাকুরতা, গোপালচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(জেলা বরিশাল, বানরীপাড়া, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ ঠাকুর[illegible] মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। গুহ বিশ্বাস, রসিকচন্দ্র।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(জেলা নদীয়া, এতমামপুর, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

(১)

সাং এতমামপুর, নদীয়া জেলা :—

১।	অধিকারী, বিষ্ণুপদ,	বয়স	৬৫,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	কর, শশীভূষণ,	„	৬৫,	ঐ
৩।	ঘোষ, গোপালচন্দ্র,	„	৩৫,	ঐ
৪।	„ শরৎচন্দ্র,	„	৪৪,	ঐ
৫।	দত্ত, কালীপদ,	„	১৯,	ঐ
৬।	পাল, চূণীলাল,	„	২২,	ঐ
৭।	বসু, প্রিয়নাথ,	„	৩৯,	ঐ
৮।	„ রামচন্দ্র,	„	৪২,	ঐ
৯।	মিত্র, অবিনাশচন্দ্র,	„	৪৪,	ঐ
১০।	„ হরিপদ,	„	১৯,	ঐ

(২)

সাং নগরবাঁকা, নদীয়া জেলা :—

১।	বসু, অবিনাশচন্দ্র,	দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	„ কালীপ্রসন্ন,	ঐ
৩।	বিশ্বাস, কানাইলাল,	ঐ
৪।	„ কিশোরীমোহন,	ঐ
৫।	„ জহুরীলাল,	ঐ
৬।	„ জিতেন্দ্রমোহন,	ঐ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

(জেলা নদীয়া, কাদিরপুর, শ্রীযুক্ত হলধর সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং এতমামপুর, নদীয়া জেলা :—

১।	কর, ননীগোপাল,	বয়স	১৮,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	„ নলিনীকান্ত,	„	২২,	ঐ

সাং কাদিরপুর, নদীয়া জেলা :—

৩। বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ, বয়স ৪০। ৪। মিত্র, কিশোরীলাল, বয়স ২৫।

৫। সরকার, নলিনীকান্ত, বয়স ২০।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৭ই বৈশাখ, ১৩১৯। বহরমপুর। দিনাজপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দী-নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

(এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং অন্যান্য অনেক স্থান হইতে যৌতুকাদি ও নগদ টাকার প্রলোভনে কর্ণপাতও করেন নাই)।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। গোপালনগর, পাবনা জেলা। রংপুর জেলার অন্তঃপাতী গোপালের-থামার-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত পাবনা জেলান্তর্গত গোপালগর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে নগদ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।)

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। বাণেশ্বর, রাজসাহী জেলা। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দুর্গাগ্রামনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বাণেশ্বর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। বাণেশ্বর, রাজসাহী জেলা। পাবনা জেলান্তর্গত দাড়াইকুলার ৺রামসুন্দর দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত রাজসাহী জেলান্তর্গত বাণেশ্বর গ্রামের ৺বিজয়কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। হুগলী জেলাস্থ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়কৃষ্ণের সহিত জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত রাজগ্রাম (বর্ত্তমান, কলিকাতা ৮৫ নং

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট) নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত মতিলাল রাহা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

(এই বিবাহে যোগেন্দ্র বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে আত্মীয়গণ বিবাহে যে অর্থ গ্রহণ করেন তাহা কন্যাপক্ষ না চাহিলেও বর বহু চেষ্টায় প্রত্যর্পণ করেন)।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। ঢাকা। ফরিদপুর জেলান্তর্গত শালদহ গ্রামের বঙ্গজ কায়স্থ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ঢাকা জেলাস্থ হাসরা-নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ উকীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কন্যার।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতার সন্নিকট সানগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ মহাশয়ের পুত্রের সহিত কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের সহিত কলিকাতার ১।২ নং শঙ্কর ঘোষের লেন-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। ১৩।২ বৃন্দাবন বসুর লেন-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের ভ্রাতার সহিত কলিকাতা ১৬৪।১ অপারসার্কুলার রোড-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের কন্যার।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। সিকদারবাগান-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত মেদিনীপুরের (বর্ত্তমান কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী, ৩৫।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট) শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল, কিন্তু বরপক্ষ কন্যাকে সমস্ত গহনা নিজে দিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ নগদ টাকা লয়েন)।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকায় ২৬শে বৈশাখের শেষ দুইটী বিবাহ দেখুন।

সাং কাদিরপুর, নদীয়া জেলা :—

৩। বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ, বয়স ৪০। ৪। মিত্র, কিশোরীলাল, বয়স ২৫।

৫। সরকার, নলিনীকান্ত, বয়স ২০।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৭ই বৈশাখ, ১৩১৯। বহরমপুর। দিনাজপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দী-নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কন্যার।

(এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং অন্যান্য অনেক স্থান হইতে যৌতুকাদি ও নগদ টাকার প্রলোভনে কর্ণপাতও করেন নাই)।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। গোপালনগর, পাবনা জেলা। রংপুর জেলার অন্তঃপাতী গোপালের-থামার-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত পাবনা জেলান্তর্গত গোপালগর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে নগদ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।)

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। বাণেশ্বর, রাজসাহী জেলা। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুর্শাগ্রামনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বাণেশ্বর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

২৬শে বৈশাখ, ১৩১৯। বাণেশ্বর, রাজসাহী জেলা। পাবনা জেলান্তর্গত মাড়াইকুলার ৺রামসুন্দর দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত রাজসাহী জেলান্তর্গত বাণেশ্বর গ্রামের ৺বিজয়কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। হুগলী জেলাস্থ থানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়কৃষ্ণের সহিত জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত রাজগ্রাম (বর্ত্তমান, কলিকাতা ৮৫ নং

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট) নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত মতিলাল রাহা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

(এই বিবাহে যোগেন্দ্র বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে আত্মীয়গণ বিবাহে যে অর্থ গ্রহণ করেন তাহা কন্যাপক্ষ না চাহিলেও বর বহু চেষ্টায় প্রত্যর্পণ করেন)।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। ঢাকা। ফরিদপুর জেলান্তর্গত শালদহ গ্রামের বঙ্গজ কায়স্থ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ঢাকা জেলাস্থ হাসরা-নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ উকীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কন্যার।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতার সন্নিকট সানগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ মহাশয়ের পুত্রের সহিত কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের সহিত কলিকাতার ১।২ নং শঙ্কর ঘোষের লেন-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। ১৩।২ বৃন্দাবন বসুর লেন-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের ভ্রাতার সহিত কলিকাতা ১৬৪।১ অপারসার্কুলার রোড-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের কন্যার।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কলিকাতা। সিক্‌দারবাগান-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত মেদিনীপুরের (বর্ত্তমান কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী, ৩৫।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট) শ্রীযুক্ত মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল, কিন্তু বরপক্ষ কন্যাকে সমস্ত গহনা নিজে দিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ নগদ টাকা লয়েন)।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকায় ২৬শে বৈশাখের শেষ দুইটী বিবাহ দেখুন।

চল আগু চল ।

জাতীয় অতীত কীর্ত্তি করিয়ে সম্বল ।
অস্পৃশ্য ঘৃণিত যারা, ঐ দেখ কত তারা,
স্বজাতি উন্নতি লাগি হয়েছে পাগল ।
সমাজের হীন তুচ্ছ, তারাও হইতে উচ্চ,
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বাঁধিয়াছে দল ।
শত বিঘ্ন লাঞ্ছনায়, ভ্রুক্ষেপে ফিরে না চায়,
নিত্য পরাজয়, তবু বুকে কত বল ।
তোমরা কি ছিলে আগে, পরাণে কি নাহি জাগে,
কায়স্থ যে ক্ষত্রবংশ প্রতাপে প্রবল ?
বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবলে, সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে,
জয়ী ছিলে, তবে কেন আজি হীনবল ।
তোমরা ত' নহ দীন, কাঙাল পতিত হীন,
তোমরা যে শ্রেষ্ঠ উচ্চ সম হিমাচল ।
দীপ্তিমান ধনে মানে, তোমাদের কে না জানে,
কে না জানে তোমরা যে সমাজ উজ্জ্বল ?
তোমরা নহত' ক্ষুদ্র, অনার্য্য ঘৃণিত শূদ্র,
তোমরা যে হিন্দুদের ভরসার স্থল ।
ছেড়ে শিখা-যজ্ঞসূত্র, দেব চিত্রগুপ্ত-পুত্র,
শূদ্র সঙ্গে মিশে কেন যাও রসাতল ?
এখনও কি ঘুমে রবে, জাগিয়ে জাগাও সবে,
বাজায়ে জয়ের ভেরী কাঁপায়ে ভূতল ।
ছি ছি লজ্জা ছি ছি ঘৃণা, পবিত্র কায়স্থ কিনা,
লভিয়াছে 'দাস' খ্যাতি হায় কর্ম্মফল ।
যে জাতির আচরণ পবিত্র নির্ম্মল ।
অদৃষ্টের কি প্রমাদ, দাস শূদ্র অপবাদ
কায়স্থের এর চেয়ে কিবা অমঙ্গল ?
আদিশূর মহারাজ, সাধিতে যজ্ঞের কাজ,
বহুমানে এনেছিল সে কায়স্থ দল ।

হস্তী-অশ্ব-নর যানে, নৃপতি যাঁদেরে আনে,
যাহাদের পরাক্রমে দেশ টলমল ।
হায় সে কায়স্থ কিনা, জাতীয় একতা বিনা
নির্য্যাতিত হীন এত অধম দুর্ব্বল !
ভাঙ্গ মিথ্যা ভ্রান্তি ভুল, খোঁজ আদি খোঁজ মূল,
তবেই বুঝিবে মোরা কত যে সবল ।
এখনও সময় আছে চল্ আগু চল্ ॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

সীতারামশরণ ভগবানপ্রসাদ ।

বঙ্গের পশ্চিমে, অযোধ্যার পূর্ব্বে, হিমাচল ও বিন্ধ্যকাইমুরের মধ্যস্থলে যে জনবহুল উর্ব্বর দেশ, তাহার নাম 'বিহারপ্রদেশ' । এতদিন বিহার বঙ্গের বামহস্তস্বরূপ শাখা মাত্র ছিল—ইংরাজী শিক্ষায়, ইংরাজী সভ্যতায়, পাশ্চাত্য চতুরতায় বঙ্গের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইতে হইত,—গত ১লা এপ্রিল হইতে বিহার রাজাদেশে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছে । বিহারের পূর্ব্বগৌরব ও প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে পাটলীপুত্রে লাটপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে । হিন্দুর মহাতীর্থ বিষ্ণুপাদপদ্ম গয়াধাম এই বেহারের অন্তঃর্গত । বিহারের ঋষি গৌতম ন্যায়ের কূট মীমাংসা করিয়াছিলেন, জনক সাধন করিয়াছিলেন, রাম তাড়কা বধ করিয়া পাষাণী উদ্ধার করিয়াছিলেন, শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, দেবদত্ত হিংসা করিয়াছিলেন, মহাবীর জিনোপাসনা করিয়াছিলেন, কুমারিলভট্ট বৌদ্ধবিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মেগাস্থিনিস লিখিয়াছিলেন, চাণক্য চিন্তা করিয়াছিলেন, অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, বৃজ্জিগণ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল, (১) বরাবর নলান্দা দেখিয়া ফাহিয়ান ও হুয়েনসাঙ্গ বিস্মিত হইয়াছিলেন ।

---

(১) । 'Early History of India'. V Smith and 'Buddistic India'. R. David.

বিহার গঙ্গা-সরযূ, গণ্ডক-গণ্ডকী, শোণ-ফল্গু ও কুশী মহানন্দার পুণ্য প্রবাহে নিত্য পূত। গঙ্গাসরযূসঙ্গমের উত্তর তীরে শারণ জেলা। শারণে পূর্ব্বে প্রবল অনার্য্য শক্তি রাজত্ব করিত। কেহ বলেন দানবরাজ বুদ্ধের স্মরণ লইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম শারণ হইয়াছে। (১)। কেহ বলেন শারণ শব্দ চিরান্দ বা চিরণের অপভ্রংশ। শারণের রাজধানী ছাপরা, ডাকনাম চিরণ ছাপরা। চিরান্দ ছাপরা হইতে ৪।৫ মাইল পূর্ব্বে। এক্ষণ চিরান্দের চরণতলে গঙ্গা সরযূ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রবাদ পূর্ব্বে চিরান্দ রাজা ময়ূরধ্বজের রাজধানী ছিল। রাজা ব্রাহ্মণবেশধারী নারায়ণের পরিতোষের নিমিত্ত স্বহস্তে পুত্রকে করাতে (হিন্দী আরা) ছেদন করিয়াছিলেন। সেই করাত বা 'আরা' অপর পারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া শাহাবাদ জিলার সদর ষ্টেসনের নাম আরা হইয়াছে। (২)। শারণে হুয়েনসাঙ্গ সম্ভবতঃ শারণস্তূপ দেখিয়াছিলেন। ছাপরা হইতে ১৫।১৬ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে হুয়েনসাঙ্গ দ্রোণস্তূপ দেখিয়াছিলেন। (৩)। দিঘোয়ারার নিকট সতীস্থান বা অম্বিকাস্থান এক মহাতীর্থ। অনেকে অনুমান করেন ঐ স্থানে সুরত রাজা ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। (৪)। কেহ কেহ বলেন 'আমি'তে দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস 'আমি'র সতীস্থানেই দ্রোণস্তূপ অবস্থিত ছিল। শারণ জেলায় সরযূতটে বখর খাঁ কুপুত্র কৈকোবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। (৫)। শারণে সরযূ পার হইয়া বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে আসিয়া তুর্কী বীর বাবর বাঙ্গালীর বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। (৬)।

ইতিহাস-বিশ্রুত শারণ জিলায় ছাপরা হইতে প্রায় ৭মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে মবারকপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। মবারকপুর সম্ভবতঃ পূর্ব্বে মুসলমান প্রধান গ্রাম ছিল। নামেই তাহার পরিচয়। এই গ্রামে মাহীনদীতীরে আম্রকাননে এখনও মবারক শাহ নামক বিখ্যাত পীরের সমাধি দৃষ্ট হয়। গ্রামে মুসলমানের

(১) Cunningham's 'Ancient Geography of India.'

(২) P. 2, foot note, 'Life of Bhagawan Prasad' by Babu Siva Nandan Sahay.

(৩) Cunningham's Ancient Geography of India.

(৪) স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবী সূক্তং পরং জপন।
তৌ তস্মিন্ পুলিনেদেব্যাঃ কৃত্বামূর্ত্তি মহীময়ীম্॥ চণ্ডী।

(৫) মল্লিখিত 'উসরায়ণ.' 'সুপ্রভাত.' শ্রাবণ, ১৩১৮।

(৬) pp 501-505 Erskine's 'History of India.' Vol. i.

সংখ্যাও যথেষ্ট রহিয়াছে। তথাপি মবারকপুর বর্ত্তমানে কালে কায়স্থপ্রধান গ্রাম। বহুদিন হইতে অনেক প্রাচীন শ্রীবাৎস্য কায়স্থ-পরিবার এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। মবারকপুরের শ্রীবাৎস্য কায়স্থকুলের সীতারামশরণ শ্রীভগবান্ প্রসাদ অযোধ্যার ভক্ত সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। শুধু বিহারে কেন, সমগ্র মধ্যভারতে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে সাধু ভগবানের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়।

ঐ গ্রামের ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ কানন্গোসুলতানপুরী উপাধিভূষিত এক বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে ভগবান প্রসাদ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে (শ্রাবণ,কৃষ্ণা নবমী,সংবৎ ১৮৯৭) এলাহাবাদের অন্তঃপাতী আলমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম কেবলকৃষ্ণ, পিতার নাম তপস্বীরাম, মাতার নাম শিবব্রতী।

শম্ভুদত্ত
|
কেবলকৃষ্ণ
|
তপস্বীরাম
|
ভগবানপ্রসাদ

কেবলকৃষ্ণ এলাহাবাদে নীলকুঠীতে কাজ করিতেন। তপস্বীরাম অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনিও নীলকুঠীর কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু শেষজীবনে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় রামঘাটে বাস করিতেন। তপস্বীরাম অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র এবং ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তাঁহার রচিত কোন কোন গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি 'ওকায়ে দিল্লী', 'ভক্তমালকী উর্দ্দু টীকা', 'শ্রীপদ্মাবতসূচী', 'শ্রীঅযোধ্যামাহাত্ম্য', 'কথামালা', 'প্রেমতরঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রামানন্দ সম্প্রদায় মতে ইঁহার গুরু পরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাম
|
সীতা
|
বিশ্বকসেন (সেনেশ)
|
শঠকোপ
|
শ্রীনাথ
|
পুণ্ডরীকাক্ষ

|
রায়মিশ্র
|
যমুনাচার্য্য
|
পূর্ণাচার্য্য
|
রামানুজাচার্য্য
|
কুরেশ
|

পরাশর ভট্ট
|
লোকাচার্য্য
|
দেবাচার্য্য
|
শৈলেশাচার্য্য
|
বরবর মুনি
|
পুরুষোত্তম আচার্য্য
|
গঙ্গাধর
|
সদাচার্য্য
|
রমেশ্বরাচার্য্য
|
দ্বারানন্দ
|
দেবানন্দ
|
শ্যামানন্দ
|
শ্রুতানন্দ
|
চিদানন্দ
|
পূর্ণানন্দ
|
শ্রিয়ানন্দ
|
হরিয়ানন্দ (হর্যকানন্দ)
|
রাঘবানন্দ
|
শ্রীরামানন্দাচার্য্য
|
সুরসুরানন্দ
|
বলিয়ানন্দ
|
সেউরিয়াস্বামী
|
বিহারী দাস
|
শ্রীরামদাস
|
বিনোদানন্দ
|
ধরণীদাস
|
করুণানিধান
|
কেবলরাম
|
রামপ্রসাদী দাস

শ্রীনয়নরাম	রামসেবক দাস
রঘুনাথ দাস	স্বামী রামচরণ দাস
তপস্বীরাম	ভগবানপ্রসাদ

তপস্বীরামের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা হইয়াছিল, ভগবান প্রসাদ তাঁহার মধ্যম পুত্র। সন ১৮৮৫ খৃঃ ৭০ বৎসর বয়সে তপস্বীরাম মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন ভগবানপ্রসাদের চাকরীতে পূর্ণ উন্নতি।

পঞ্চমবর্ষে বালক ভগবানের মুণ্ডন সংস্কার হয়।(১)। তৎপর পণ্ডিত রাম দিনের নিকট এবং মৌলবী সুজা উদ্দীনের মক্তবে যথাবিধি বিদ্যারম্ভ হয়। ইঁহারা উভয়েই সুপণ্ডিত এবং শিক্ষাদানে নিপুণ ছিলেন। ৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভগবান পিতামহের সহিত সাধুবৈষ্ণবাশ্রমে যাতায়াত করিতেন। তখন হইতেই ইঁহার চিত্তে ধর্ম্ম সংস্কার বদ্ধমূল হইতে থাকে। বাল্যকালে ভগবান

(১) 'অথাস্য গোদান বিধেরনন্তরং' ইত্যাদি (রঘু)

পিতামহের সঙ্গে প্রতি মাসের আরম্ভে নীলকুঠীর অধ্যক্ষ আর্ণল্ড্ সাহেবকে 'সেলাম' করিতে যাইতেন। সাহেব প্রতিবারই তাঁহাকে চারিটী রজত মুদ্রা, একগোছা আঙ্গুর, এক বাক্স চা এবং একখানা নীলধুতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। প্রভুভক্তির মধ্যে এরূপ সদ্ভাব ও স্নেহের দৃষ্টান্ত আজকাল অতি বিরল।

আট বৎসর বয়সে ভগবানপ্রসাদ পিতামাতার সমভিব্যাহারে পৈতৃক বাসস্থান মবারকপুর গমন করেন। তৎকালে বিহারে ইংরাজী চর্চ্চা অধিক ছিল না। অতএব তিনি সেখানেও চিরাগত প্রথানুসারে কৌলিক 'ওস্তাদ' মৌলবী অশরফ্ আলীর নিকট ফারসী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য মৌলবী সাহেব ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়সে ভগবান স্বগ্রামে মধ্যবাঙ্গালা স্কুলে প্রবেশ করেন। গৃহে পিতা-স্বয়ং বালকের শিক্ষা বিধানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে এলাহাবাদ অবস্থানকালে এবং গৃহে আসিয়া বালক ভগবান প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতেন। ইহাই তাঁহার প্রধান শৈশবলীলা ছিল। পূজান্তে হস্তলিখিত রামায়ণ পাঠ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কোথায়ও রামলীলা উৎসব হইবে শুনিলে ভগবান সেখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিবিগলিতচিত্তে রামগুণগান শ্রবণ করিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে পৈতৃক প্রভাবে, সংসর্গ ও শিক্ষাগুণে, দৃষ্টান্তের অনুকরণে এবং অনুকূল অবস্থার সাহায্যে আশৈশব ভগবানের চিত্তে ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণতা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গেল। ভগবান সংসারী হইয়াও বিষয় বিরক্ত ধর্ম্মভীরু, সাধু জীবনলাভ করিলেন।

মবারকপুরে পাঠ সাঙ্গ করত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মাসিক ৪৲ বৃত্তিলাভ করিয়া ভগবান প্রসাদ ১৮৫৯ খৃঃ ছাপরা জেলাস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ছাপরায় সঙ্গাভাবে প্রথম প্রথম ধর্ম্মচর্চ্চার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ হইতে কখনও বিরত হন নাই। স্কুলে তিনি গম্ভীর ও শান্তভাবে কালযাপন করিতেন এবং যত্নপূর্ব্বক পাঠ অভ্যাস করিতেন। এজন্য শিক্ষক এবং সহযোগী ছাত্র সকলেই ইঁহাকে ভালবাসিত। ছাপরায় লাটুলীতে ভগবান দাসের বাসা ছিল। তথা হইতে প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হইত। ভগবান আশৈশব নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বর নির্ভরতা ও অদ্ভুত ছিল। এই নির্ভরতার ফলে তাঁহার বাল্য জীবনে কতকগুলি ঘটনা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

একবার তাহার পিতা তাঁহার সঙ্গে কিছু রঙ্গীন কাপড় ও মিঠাই ... পাঠাইয়া দিলেন। সহরে আসিয়া অনবধানতা বশতঃ একা হইতে ... গাট্‌রী পথে পড়িয়া গেল, অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। ভগবান ... বালক-স্বভাব-সুলভ ভয়বশতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। বাসায় আ... মোক্তার মহাশয় সান্ত্বনা দিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একাবাহ ও চাকর কারণ নিবেদন করিলে মোক্তার মহাশয়ের ভৃত্য একটী কাপড়ে পুটুলী আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "আমি ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছি। এইটী নয় ?" (১)। সেইটীই বটে।

আর একবার ভগবানপ্রসাদ ছাপরা হইতে বাড়ী যাইবার পথে মোক্তার সাহেবের প্রদত্ত নূতন কাপড় ও জামা এক দরিদ্র অনাথ বালককে দান করিলেন। রাত্রিতে বাড়ী পৌঁছিলে একোয়ান ও চাকর তাহার পিতাকে বলিল, "... সে সর্কার পুছিয়ে কি জো কাপড়ে পায়েথে সো ক্যা কিরে।" বাবুয়া ... হইয়া উত্তর দিল, আছে, কাল সকালে দেখিবেন। প্রাতে গঠরী খুলিলে ... হইতে ভগবানের কৃপায় উত্তম পরিচ্ছদ বাহির হইল। সকলে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

একদিন ক্লাসে ভূগোল পড়া হইতেছিল। ভগবানদাস তন্ময় হইয়া মনে মনে রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ শিক্ষক তাঁহাকে উত্তর দিতে বলিলেন। প্রশ্ন কি হইয়াছিল ভগবান প্রসাদ জানিতেন না। উত্তর দিতে না পারিলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইবে, শিক্ষক রাগ করিবেন, ক্লাসে স্থানচ্যুত হইতে হইবে। ছাত্র ভগবানের মুখ শুষ্ক হইল, তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

শ্রীপতি রঘুপতি অবধপতি,
রাখ লেহু শরণ আপনা।
কৃপা করহু শ্রীরামচন্দ্র, মম হরহু শোক
সন্তাপনা।

শিক্ষক উত্তর না পাইয়া বিরক্ত হইয়া আর একবার জোরে হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয় চকিত বালকের মুখে দেহান্তর্গত অবধ (অযোধ্যা) শব্দ উচ্চারিত হইল। শিক্ষক সন্তুষ্ট হইয়া বসিতে বলিলেন। ভগবান পরে জানিতে পারিয়াছিলেন শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্ন ছিল রঘুবংশীয় দিগের রাজধানীর নাম।

(১) pp 24-25 'Lip of Sita Ram Sharan Bhagavan Das'.

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাকতালীয় ঘটনাদ্বারা ভগবানের হৃদয়ে ভগবদ্‌প্রীতি ও বিধাতার প্রতি নির্ভরতা আরও অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই রাম নাম স্মরণ করিতেন।

"উঠত্‌ বৈঠত্‌ সোবত নাম।
কহ নানক জনকে সদাকাম॥"

১৮৫৩ খৃঃ ভগবান প্রথম শ্রেণীতে (এণ্ট্রান্স্‌ ক্লাশে) উন্নীত হইলেন। সেই-বৎসর 'তনমনকী স্বচ্ছতা' ((Cleanliness of the body and mind) নামক এক ক্ষুদ্র হিন্দী পুস্তক রচনা করেন এবং তাহা তাৎকালিক স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ডাঃ ফ্যালন্‌ সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন। ফ্যালন্‌ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানকে স্কুলের সব্‌ ইনস্পেক্টরী পদে নিযুক্ত করিলেন। অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে তিনি পাঠ ত্যাগ করিয়া ২২ বৎসর বয়সে ১৮৬৩ খৃঃ মাসিক ৩০৲ বেতনে চাকরী গ্রহণ করিলেন। এই কর্ম্মে তাঁহার উন্নতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইয়াছিল।

ছাপরা জিলাস্কুলে তাঁহার কয়েকজন সহপাঠীর নাম নিম্নে লিখিত হইল। ৺যদুনাথ সহায়, (উকীল , ৺রঘুনাথ সহায়, বাবু বংশীধর গুপ্ত, বাবু রামপ্রকাশ লাল (সবরেজিষ্ট্রার) পণ্ডিত শ্রীকেশবলাল, অযোধ্যা প্রভৃতি।

মবারকপুরে মধ্যবাঙ্গালা স্কুলে পাঠদ্দশায় ভগবানদাসের বিবাহ হয়। বিহারে কায়স্থদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ সামাজিক উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়। যাহা হউক শারণ জিলার অন্তর্গত রেপুরা গ্রামবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের মোক্তার মুন্সী ঠাকুর প্রসাদের সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যার সহিত বালক ভগবানের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৯০ সনে বৈশাখী পূর্ণিমাতে তাঁহার সৌভাগ্যবতীপত্নী দেহত্যাগ করেন। ভগবানদাস অপুত্রক হইয়াও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

বিবাহের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে ভগবান প্রসাদ স্বামী রামচরণ দাসের নিকট ছাপরার পশ্চিমে গোদনা রিভেলগঞ্জ নামক সরযূতটস্থ পুণ্যতীর্থে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে মন্ত্র দান করিয়া নামের পূর্ব্বে 'সীতারাম শরণ' উপাধি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবদিগের ৪টী প্রধান সম্প্রদায় আছে, যথা—শ্রীলক্ষ্মী (রামানুজ) সম্প্রদায় শিব (বিষ্ণুস্বামী) সম্প্রদায়, ব্রহ্ম বা মধ্য সম্প্রদায় এবং সনকাদি বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়; পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে স্বামী রামচরণ দাস রামানুজ স্বামীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রামানন্দী শাখাভুক্ত ছিলেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে রামানুজ সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া মানা হয়। রামানুজের কয়েক গদি (আসন) পরে রামানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। রামানুজের শিষ্যদিগকে 'আচারী' বলা হয়। বিশুদ্ধ রামানন্দ মতাবলম্বীদিগের নাম রামানন্দীয়।

রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ বা সীতারাম ভজন করেন। রামানন্দীয়েরা একমাত্র সীতারামমন্ত্রের উপাসক। আচারীগণ কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রপ্রদান করেন। রামানন্দীয়গণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। কবীর মুসলমানগৃহে পালিত হইয়াও রামানন্দের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এখন রামানন্দীয়েরা 'জলচল' জাতি ভিন্ন অপরকে স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করেন না। আচারীগণ শিব ও শৈবগণকে বিরোধী মনে করেন, রামানন্দীয়েরা মহাদেবকে সীতারামোপাসনার সহায় মনে করেন।

ভগবানপ্রসাদ সীতারামের যুগলরূপের উপাসক। তিনি শৃঙ্গাররসে শ্রীভগবানের সাধনা করেন, এজন্য তাঁহার অপর নাম "রূপকলা।" ভগবদ্ভক্ত ভাববিশেষে বিশেষনাম ধারণ করে, যথা—মধুরবা শৃঙ্গার (কান্তা), সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য, স্বামীভাব, শান্তি বা সর্ব্বভাব এবং ভীত ভাব। ইহার মধ্যে কান্তা বা শৃঙ্গারভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভক্তগণ বর্ণন করিয়াছেন।

"If thy soul is to go on into higher spiritualy blessedness, it must become a woman, yes, however manly you may be among men." Newman.

সীতারাম-শরণ পূর্ণ প্রণালী ও বিধিপূর্ব্বক ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করেন। তিনি পঞ্চধারণা অর্থাৎ নাম, রূপ, তিলক, মালা এবং মন্ত্র নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ প্রতিপালন করেন। ভগবান দাস আশৈশব ধর্ম্মান্তর বা মতান্তরের প্রতি কখনও কোনরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না। সনাতন ধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম বা আর কোন ধর্ম্মমত তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন কিন্তু তাঁহার চিত্ত সদা সীতারাম চরণে আবদ্ধ থাকিত।

ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি কখনো অনুদারতার প্রশ্রয় দেন নাই। যে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করুক না, ধর্ম্ম পরায়ণ হইলে সকলেই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিবে একথা তিনি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন। গীতায় ভগবান বলেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

হিন্দু অজিন্ বলিয়াছেন :—

"চো অজ হদ্দে ফর্মাশা বের্ঁ ব অন্দ।
চে অস্হাবে মস্জিদ চে অহ্ললেকনিশ্ত॥
খিরদয়া শিগুফ্ত আয়দ অজ অদ্লে উ।
কে ইঁয়া দেহদ্ দোজখ আঁরা বেহিশ্ত॥"

একবার (১৮৭১ কি ১৮৭২ সনে) কর্ম্মোপলক্ষে ভগবান প্রসাদ রেলে যাইতেছিলেন। পথে জামালপুর ষ্টেশনে সৈয়দ আবদুল গফুর কাণপুরের টিকিট লইয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি গাড়ীতে কণ্ঠি তিলকধারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি অদ্ভুত কাফের জীব দেখিয়া ঘৃণায় তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। কিন্তু কিছুদূর যাইয়া মৌলবী সাহেবের নমাজের সময় আসিল। তিনি গাড়ীতেই নমাজ করিতে লাগিলেন। ভগবানপ্রসাদ যতক্ষণ মৌলবীর নমাজ শেষ না হইল দাঁড়াইয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। নমাজ শেষ হইলে সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাহেব, আপ খড়ে কোঁ থে?' তিনি উত্তর করিলেন 'যতক্ষণ কেহ আমার প্রভুকে স্মরণ করিবে ততক্ষণ আমি কেন নীরব থাকিব। আর দাঁড়াইবার কথা, যে কেবল আপনার তাজীম ও আদরের নিমিত্ত।' মৌলবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক্যা আপ্ ভী মালিক্ কো বাহিদ্ (এক) সমঝ্তেহৈঁ?' ভগবানপ্রসাদ বলিলেন, 'তবে কি? মালিক্ কি শত শত হইতে পারে? আমি যাঁহাকে ভগবান ও পরমাত্মা বলি, আপনি তাঁহাকেই আল্লা ও খুদা বলিয়া সম্বোধন করেন।'

মৌলবী সাহেব ধন্য ধন্য করিলেন এবং কাণপুরে পৌঁছিয়া এই বৃত্তান্ত 'সিরাজুল্ আল কীন্ কী—মিন্হা জুল্ আঁ বিদীন' কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

কায়স্থ বংশাবলী।

আজকাল স্ব স্ব বংশেতিহাস সংরক্ষণে অনেকেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু মধ্যযুগের সামাজিক শৈথিল্যের ফলে ভ্রম বিপাকে পতিত হওয়ায় ... সংগ্রহ করা সুকঠিন হইয়াছে। আমিও বহু দিবস অবধি কয়েকটি সন্দেহ ... বাস করিতেছি, এস্থলে তাহার কয়েকটি পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, আশা করি সমাজতত্বজ্ঞ সুধীকায়স্থ মহোদয়গণ ইহার মীমাংসা করিয়া সন্দেহ দূর করিবেন। পরন্তু প্রস্তাবক্ষেত্রে স্বীয় বিশ্বাসানুকুলে কতকটা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে; তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

(১)

বসুবংশ বর্ণনায় দেখা যায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরম ও কৃষ্ণ দুই ভাই: কৃষ্ণবসু রাঢ়দেশবাসী—কৃষ্ণবসুর পুত্র ভবনাথ তৎপুত্র ... তৎপুত্র সুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার; অলঙ্কার কুলহীন হইয়া বঙ্গবাসী হন। ... কুলগ্রন্থে দেখা যায় পরম ও কৃষ্ণ দুই ভাই, পরমের অন্য নাম অলঙ্কার। পরম ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার বসুর অস্তিত্ব কুলগ্রন্থে দেখা যায় না।

কায়স্থ-পত্রিকা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় রাঢ়দেশবাসী মণিবসুদিগকে অলঙ্কার বসুর সন্তান বলিয়াছেন, আবার উক্ত পত্রিকায় কায়স্থ-সূত্র প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, যে পরমবসুর বংশধর "চক্রপাণি কবিরাজের পুত্র শ্রীনাথ রাঢ়বাসী হন। ইহাঁর সন্তান মণি উপাধিযুক্ত।" এস্থলে অলঙ্কার বসু প্রকৃত ... এবং মণিবসুরা কোন বংশোদ্ভব।

(২)

কোন কোন মহাত্মা শ্রেণীচতুষ্টয় সমন্বয় প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধ মৌলিক আর বঙ্গজ মধ্যল্য সমভাবাপন্ন; দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্যমৌলিক ও বঙ্গজ মহাপাত্র সমান ভাবাপন্ন" এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ... বঙ্গজ কায়স্থের অনুমোদিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যেহেতু দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যাহাকে সাধ্য 'বা' বহাত্তুরে বলে, বঙ্গজ সমাজে তাহাকে অচল বলে। ... দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যে যে ঘর সিদ্ধ মৌলিক, বঙ্গজ সমাজে তাঁহারা অধিকাংশ মহাপাত্র শ্রেণীভুক্ত। তবে বঙ্গজ দত্ত ও দাস বংশের কতকাংশ মধ্যল্য বলিয়া হওয়ায় এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধ মৌলিক বিভাগে দত্ত ও দাস বংশের নাম থাকায় উভয় এক বলা যায় না। পরস্পর এক মূলজ না হইতেও পারে অথবা সমাজ বন্ধনের পর বা অন্য: কারণে গুহবংশের ন্যায় নিবাসন প্রাপ্ত হইতেও পারে। বঙ্গজের মধ্যল্যের অনুরূপ বিভাগ অন্য কোন শ্রেণীতে দৃষ্ট হয় না। বারেন্দ্র নাগ বংশের কতকাংশ বঙ্গজ মধ্যল্যের অনুরূপ মর্য্যাদাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যল্য দ্বারা বঙ্গজ কুলীনের কুলরক্ষা হইতে পারে কিন্তু অন্য শ্রেণীতে এমন কোন বিভাগ নাই যদ্দ্বারা কুলীনের কুল রক্ষা হইতে পারে। বঙ্গজ মহাপাত্রের ১৪ ঘর* দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বাহাত্তরে শ্রেণীভুক্ত হইলেও উঁহারা যে প্রকৃত উপনিবেশী এবং বসু ঘোষাদির সামাজিক একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। নাগ ও নন্দীবংশ বঙ্গজ ও বারেন্দ্র উভয় সমাজে সম্মানী ও উপনিবেশী বলিয়া উক্ত হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বাহাত্তর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধের মর্য্যাদা বঙ্গজের মহাপাত্রের পদমর্য্যাদার তুল্যরূপ। চারি শ্রেণীর সমন্বয় নিম্নলিখিত প্রকারে সম্ভব:—

বঙ্গজ	বারেন্দ্র	উত্তররাঢ়ীয়	দক্ষিণরাঢ়ীয়
কুলীন	সিদ্ধ	উত্তম সংকৃতি (কুলীন)	কুলীন
মধ্যল্য	•	•	•
মহাপাত্র	সাধ্য	সংকৃতি (সন্মৌলিক)	সিদ্ধ মৌলিক
অচল	অমূলজ	সাধারণ মৌলিক	সাধ্য (বহাত্তরে)

(৩)

অনেকের মত "বালির দত্তের পূর্ব্ব পুরুষ কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তমদত্ত এবং বঙ্গজ মধ্যল্য দত্তের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তমদত্ত অভিন্ন ব্যক্তি এবং বল্লালসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের বংশধর; বঙ্গজ, বারেন্দ্র ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজভুক্ত।" কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, দক্ষিণরাঢ়ীয় বালির দত্ত ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং বঙ্গজ মধ্যল্য দত্ত মৌদ্গল্য গোত্রীয়; বারেন্দ্র সমাজে নারায়ণ-দত্তের বংশধর বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাও মৌদগল্যগোত্রীয় সুতরাং বঙ্গজ পুরুষোত্তম দত্ত এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় পুরুষোত্তম দত্ত অভিন্ন ব্যক্তি কি প্রকারে বলা যায়? আবার নারায়ণ দত্ত নাম উভয় বংশে দৃষ্ট হইলেও বঙ্গজ মধ্যল্য দত্ত বংশের পূর্ব্ব পুরুষ বল্লাল সেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের পিতার নাম অর্কদত্ত (বল্লাল সেনের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষক), পুত্রের নাম মুরারীদত্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় বালির

* প্রাচীন কুলকারিকায় বঙ্গজের মহাপাত্র চারি ঘর এবং মৌলিক ঊনবিংশ ঘরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যের কথা পরবর্ত্তী গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। কাঃ পঃ সঃ।

দত্তের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণ দত্তের পিতার নাম বিনায়ক দত্ত; পুত্রের নাম হাড়ো ও রবি। এক্ষেত্রে গোত্র ও কুশিনামা উভয়ই অনৈক্য থাকায় মধ্যল্য দত্ত এবং বালির দত্ত এক বলা যায় কি প্রকারে বুঝা যাইতেছে না।

(৪) বঙ্গজ নাগবংশ।

দেবদত্ত নাগ আদিশূরের সময়ে এদেশবাসী হন। আবার সৌকালিন দশরথ নাগ বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হয়। [illegible] দত্ত ঘোষ ও পদ্মনাভ ঘোষ নাগ কন্যা বিবাহ করেন, ইহাতে বুঝা যায় কুলীন বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনকারী নাগবংশ কখনই সৌকালিন [illegible] নয়, এ ভিন্ন বঙ্গজ হইতে বারেন্দ্র সমাজভুক্ত নাগবংশ সৌপায়ন গোত্রজ; [illegible] সমাজেও সোপায়ন ভিন্ন সৌকালিন গোত্রজ নাগবংশের অস্তিত্ব লেখকের [illegible] অজ্ঞাত। সুতরাং সৌপায়ন গোত্রই ভুলক্রমে সৌকালিন বলিয়া লিখিত হইয়াছে কি সৌপায়ন ও সৌকালিন গোত্রীয় পৃথক বংশ আছে, জানিতে একান্ত বাসনা রহিল।

(৫) নাথবংশ।

আজকাল সমাজে নাথবংশের নাম প্রায়ই শুনা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে নাথগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ নাথ স্থানে নাহা বলিয়া পরিচয় দেন; কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্য্যায় ২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যায় দেখা যায় যে, নাহাগণ মৌদগল্যগোত্রীয় অথচ বল্লাল সেনের সভায় সমাগত মহানন্দনাথ কাশ্যপ(১) গোত্রজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এ অবস্থায় নাথ বংশ ও নাহা বংশ কি প্রকারে এক বংশ বলা যায়?

(৬) মাধ্যল্য দাস বংশ।

কেহ কেহ বলেন "অত্রি গোত্রীয় চাঁদশীর মধ্যল্য দাসবংশধরগণ চাকা ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন" এদিকে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ-সূত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে চাঁদশীর মধ্যল্য দাসবংশ(২) কাশ্যপ গোত্রজ এবং তাঁহাদের অন্ত শাখা জাগালপুর, (যশোহর) দাসকাটিবাসী। [illegible] কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে "এক্ষণে এই বংশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।" পাঠক এখানে সমাজতত্ত্ব অনভিজ্ঞ সাধারণে কাহার উক্তি বিশ্বাস করিবেন?

(১) আচার্য্যচূড়ামণির গ্রন্থে মহানন্দনাথের গোত্র পরাশর দৃষ্ট হয়। কাঃ পঃ সঃ।

(২) টাকীর ৺সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এল্ কৃত 'বঙ্গীয়-সমাজ' ও একখানা হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গজ মধ্যল্য দাস বংশ কাশ্যপ গোত্রজ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি নিজে পাংসা ও ইদিলপুর গিয়া যে সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাহাতে ও সমাজের প্রাচীনদিগের নিকট তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভ্রম সংশোধনপূর্ব্বক কায়স্থ-তত্ত্ব-নির্ব্বচনে মধ্যল্য দাস বংশ অত্রি গোত্রজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাঃ পঃ সঃ।

(৭) ঘোষবংশ।

ঘোষ বংশে সৌকালিন, শাণ্ডিল্য ও বাৎস্য এই তিনটী গোত্র আছে বলিয়া লিখিত হয়, কিন্তু সমাজে সৌকালিন ওশাণ্ডিল্য গোত্র দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে সৌকালিন গোত্রীয় কার্ণ্য ঘোষ বংশধর পিতৃশাপে শ্বশুরের শাণ্ডিল্য গোত্রত্ব প্রাপ্ত হন। আবার উত্তররাঢ়ীয় সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ঘোষ গৌড়ীয় আদিম কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বঙ্গজ সমাজে যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ঘোষ দেখা যায় তাঁহাদের পদ মর্য্যাদাও গৌড়ীয় অর্থাৎ অচল শ্রেণীর ন্যায়; সুতরাং শাণ্ডিল্যগোত্রজ ঘোষের মূল কি?

(৮) কুলীন কায়স্থের পর্য্যায়।

কুলীন কায়স্থের পর্য্যায় কখন কি হিসাবে ধরা হইয়াছে? বল্লাল প্রদত্ত যে বঙ্গজ বসুবংশীয় কুলীন লক্ষ্মণ ও পূষণকে ১ম পর্য্যা ধরা হইয়াছে অথচ বল্লাল প্রদত্ত ঘোষ, গুহ ও মিত্রবংশের ১ম কুলীনকে ৩য় পর্য্যায় ধরা হইয়াছে ইহার কারণ কি? আমরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, লক্ষ্মণ ও পূষণ বসুর পিতৃব্য কৃষ্ণবসুর প্রপৌত্র শুক্তি ও মুক্তি বসু বল্লাল সভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

শুক্তি ও মুক্তিবসু লক্ষ্মণ ও পূষণ বসুর পৌত্র স্থানীয় অথচ একই সময় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, ইহাতে চতুর্ভুজঘোষ, দশরথগুহ, তারাপতিমিত্রকে লক্ষ্মণ ও পূষণ বসুর পৌত্র স্থানীয় ধরা অন্যায় হয় না, সম্ভবতঃ তজ্জন্যই বয়োবৃদ্ধ লক্ষ্মণ ও পূষণ বসুকে ১ম পর্য্যায় ধরিয়া চতুর্ভুজ ঘোষ, দশরথগুহ ও তারাপতি মিত্রকে(১) ৩য় পর্য্যায় ধরা হইয়াছে এখনও সমাজে পর্য্যায় হিসাবে প্রণম্য ব্যক্তি স্থিরকৃত হইয়া থাকে। পর্য্যায় হিসাবে মিত্রবংশের একটী গোল বিশেষরূপে দেখা যায়। ৭ম পর্য্যায় চণ্ডেশ্বরগুহ পশুপতিমিত্রের কন্যা বিবাহ করেন, ৯ম পর্য্যায়ের কোকবসু ঈশানমিত্রের কন্যা বিবাহ করেন, ৮ম পর্য্যায় থাকবসু গোপাল মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন, এই হিসাবে এবং তারাপতি মিত্রকে ৩য়

(১) কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্য্যায় ২য় বর্ষ চৈত্র সংখ্যায় ভ্রমক্রমে অশ্বপতি হইতে পর্য্যায় গণনা করিতে বলা হইয়াছে।

পর্য্যায় ধরিয়া পশুপতিমিত্র, গোপাল মিত্র ও ঈশান মিত্রের পর্য্যায় সংখ্যা ৬, ৭ ও ৮ এবং বাহন মিত্রের পর্য্যায় ৫ হয়। এদিকে ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের রামদেবের পুত্র শৌরী মিত্র বিবাহ করেন এবং কোকবসুর বৈবাহিক ৯ম পর্য্যায়ের ঈশ্বরনাথ জয়ন্তমিত্রের কন্যা বিবাহ করেন এই উভয় হিসাবে শৌরীমিত্রের পর্য্যায় সংখ্যা ৭ম হয়, অথচ ৫ম পর্য্যায়ের বাহন মিত্রের পুত্র শৌরী বলিয়া লিখিত হয়; এক্ষণে শৌরী মিত্র বাহন মিত্রের পুত্র কি পৌত্র ?

আশা করি প্রবন্ধলেখকগণ স্ব স্ব লিখিত বিষয়ের যুক্তি প্রদান করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

শ্রীহেমন্তকুমার ...

জাতিভেদ।

(১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(২)

পূর্ব্বে কর্ম্মভেদে একই পিতামাতার সন্তানগণ বিভিন্নবর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। মহর্ষি কশ্যপের ঔরস অদিতির গর্ভজাত সন্তানগণ দেব এবং দিতির গর্ভজাত সন্তানগণ দৈত্য নামে অভিহিত হইতেন। ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন এবং তৎপুত্র মৈত্রায়ণ ও সোম হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি। নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্রদ্বয় বৈশ্যতনয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আবার বশি তনয়গণ কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভার্গব বংশীয় অঙ্গিরসের পুত্রগণ স্বস্ব কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। শূদ্র কবষ বেদে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, আষ্টিসেন, বীতহব্য, সিন্ধুদ্বীপ এবং দেবাপি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় সন্তানগণ কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণাদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ কথা জ্ঞাত আছেন। এ সম্বন্ধে মনু সংহিতায় আছে ;—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥"

মনু ১০।৬৫

অর্থাৎ, শূদ্র কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ পদ এবং ব্রাহ্মণও কর্ম্মানুযায়ী শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্বন্ধেও এই নীতি।

যে সকল কারণ প্রভাবে চতুর্ব্বর্ণময় হিন্দু মহাজাতির মধ্যে বিভিন্নজাতি ও উপজাতি সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগেও আসাম ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে হিন্দু-ধর্ম্মানুগত অনার্য্য জাতিগুলির মধ্যে ক্রমশঃ ঐরূপ নবজাতি ও উপজাতি সকলের সৃষ্টি হইতেছে। এবং এইরূপে সেই সব অন্ত্যজ জাতি গুলির কেহ বামন, (ব্রাহ্মণ) কেহ কায়েৎ, (কায়স্থ) কেহ বদ্যি, (বৈদ্য) এবং কেহবা কামার, (কর্ম্মকার) লোহার, (লৌহ কর্ম্মকার) গোয়ালা ও জাতি ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতেছে। কালে ভাষা ও রীতি-নীতিতে সামঞ্জস্য সংঘটিত হইলে, নামের মোহে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল অন্ত্যজ শ্রেণীগুলিকে ভদ্র-শ্রেণী সমূহের সহিত সম জাতীয় মনে করা অসম্ভব নহে। আসামের চা-বাগানে ঐরূপ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য উপাধিধারী বহু ব্যক্তিকে ইতরজনযোগ্য হীন কর্ম্মে লিপ্ত দেখা যায়।

বিগত ১৩১৭ সনের ৩রা ভাদ্রের "হিতবাদীতে" গোরক্ষপুর হইতে শ্রীযুক্ত পরমানন্দ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, "গোরক্ষপুরে এখন এক নূতন হুজুক উঠিয়াছে। গয়লা, কাহার ও কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতি যজ্ঞোপবীত পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতোমধ্যেই এই জাতীয় অনেকলোক পৈতা পরিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আপন আপন নামের শেষে দেব, দেবী, দেববর্ম্মণ, দেবশর্ম্মণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বাচক শব্দ ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করে না।" ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সুবিখ্যাত লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "বসুমতীতে" লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণগণ আমাদের পার্ব্বত্য অঞ্চলের নাগা, কোল, ভীল প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছেন ; তাঁহাদের কেহ কেহ শূদ্র, কেহ বৈশ্য এবং কেহবা ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী আচরণ করিতেছে।" ইত্যাদি।

কে বলিতে পারে, কাল প্রবাহে ২।৪ পুরুষ পরে এ সব জাতি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের দলপুষ্টি করিবে না ?

এদেশের নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ, কাপালীর ব্রাহ্মণ এবং যোগীর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর ও অন্ত্যজ জাতীয় ব্রাহ্মণগণও যে স্থান ও কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত না হইবে তাহারই বা বৈচিত্র কি ? পতিত অগ্রদানিকগণ মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ সমাজে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ভাসান

(জন্মার) যেয়েও পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজে আসন গাড়িয়াই বসিয়া আছেন। আবার স্থল ও কাল মাহাত্ম্যে "অধিকারী" উপাধিধারী যোগীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানের সংবাদ জ্ঞাত আছি। কায়স্থের গোলামগণ "কায়স্থ গোলাম" বলিয়া পরিচয় দিতে দিতে স্থল বিশেষে অধুনা কায়স্থ বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ বৈদ্যের নফরও স্থলবিশেষে শুধু বৈদ্য বলিয়াই আত্ম পরিচয় দেয়। ইহা যে ধূর্ত্ততার এক শেষ তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার নানাশ্রেণীর শূদ্রান্ত্যজ জাতি গোয়ালার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গোপ নামে আত্মপরিচয় দিতে দিতে বা গোপ নামে আখ্যাত হইতে হইতে অধুনা গোপ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর নির্ব্বুদ্ধি লোক গোয়ালাদিগকে "ঘোষ" সম্বোধন করিয়া থাকে। এবং গোয়ালা প্রভৃতি সৎ শূদ্র ও নবশাখগণ মধ্যে কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করিতেছে।

এরূপও দেখা যায় যে একই জাতীয় লোক কোথাও সদাচারসম্পন্ন ও জল শুদ্ধ, কোথাও অনাচার সম্পন্ন বা জলশুদ্ধ নহে। ইহা একদিকে যেমন কালানুযায়ী দেশাচার প্রসূত ফল, পক্ষান্তরে তেমনই আর্য্যত্ব বা অনার্য্যত্বের—দ্বিজত্ব বা শূদ্রত্বের পরিচায়ক। ফলতঃ বহুবারের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিশেষতঃ বৈশ্য শূদ্র জাতি এমন ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর উহা বাছিয়া পৃথক্ করা অসম্ভব। দেশদেশান্তরে ন্যূনাধিক ভাবে ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি সম্পন্ন এরূপ অনেক জাতি দেখা যায় যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও মূলে ব্রাহ্মণ বর্ণ নহে। অবশ্য স্থল বিশেষে আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণসন্তানও ঐরূপ অধঃপতিত হইতে পারেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জে, উইলসন সাহেবের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ মান ও প্রতিপত্তি দর্শনে সময়ে সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ অনেক স্থলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া না লইলেও তাঁহাদের অনেকেই যে ব্রাহ্মণসমাজে মিশিয়া গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। *

* In the course of ages Kshatriyas and Vaisays, mainly of Arya blood, seeing the peculiar honours claimed by the * * Brahmins not unnaturally aspired we may suppose, after promotion; and in the miscellaneous society of India, * * * through by the real Brahmin class they might not be altogether acknowledged to have this standing."

J. Wilson's India
Vol. 1, Page 62.

কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণাদি চারিটি জাতি নহে, বর্ণ। মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদির বর্ণ সংজ্ঞাই দিয়াছেন। জন্মের সহিত জাতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি জাতি। মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহজন্মে মনুষ্য পশু বা পশু মনুষ্য হইতে পারে না। মানব পাশব ব্যবহারে জন্মান্তরে পশু এবং পশু ও ক্রমোন্নত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ ॥" শুক্রনীতি।
"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ ॥" স্কন্দপুরাণ।

মহাত্মা কবির বলেন :—

"যো তূম্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জায়ে।
আউর রাহোতুম্ কাহেন আয়ে ॥
যো তুম্ তুরকিনী জায়া।
পেটে কাহেন সুনতি করায়া !
যো তোহি কর্ত্তা বর্ণ বিচারা।
জন্মত তিন দণ্ড অনুসার ॥"

ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ শুধু জন্ম বশতঃ শ্রেষ্ঠ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচন ও মহাপুরুষোক্ত বাক্যগুলি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এখন ক্রিয়ালোপ হেতু অধোগামী হইতে হয় কিনা দেখা কর্ত্তব্য।

"যোহনধীত্য দ্বিজোবেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥"
(মনু, ২।১৬৮ ; দক্ষ, ২।৩ ; বিষ্ণু, ২৮।২৬ ; উশন, ৩।৭২ ; বশিষ্ঠ ৩)

"যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম ধারকাঃ॥
(মনু, ২।১৫৭ ; পরাশর, ৮।২৩ ; ব্যাস, ৪।৩৭ ; বশিষ্ঠ, ৩)

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যবর্ণো পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্ববর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতেজাতিপরিবৃত্তৌ॥
অপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র, ২।৫।১০।১১।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎতথৈব চ॥" মনু ১০।৬৫।

"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যানৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বপচ জায়তে॥". অগ্নিপুরাণ।

পূর্ব্বকালে গুণ ও কর্ম্ম প্রভাবে ইহজন্মেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতে হইত, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান জীবনেই বর্ণান্তর লাভ হয় না। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অধোগতির নিদান। ইহার প্রভাবেই চারিটি আদিবর্ণ বিবিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়া অধুনা বিভিন্নজাতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে এখন গুণহীন ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণসন্তান আজীবন ব্রাহ্মণ থাকিতেছেন এখন স্ববৃত্তি ও সদাচার ভ্রষ্টতা বশতঃ ব্রাহ্মণ যখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন না, তখন ক্ষত্রিয়, (কায়স্থ) বৈশ্যগণ ও আংশিক স্ববৃত্তিহীন বা সদাচারভ্রষ্টতা দোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজে আচার ভ্রষ্টতা ও বৃত্তি সঙ্কর দোষ ধরিলে হিন্দুর জাতীয় জগতে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া সমাজে বিষম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইবে। অনেক ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ চণ্ডালের আসন লাভ করিয়া লোক সমাজে সত্যের জয় ঘোষণা করিবে। কিন্তু স্বার্থান্ধ জগৎ তাহা হইতে দিবে না,—ভারতে গুণকর্ম্মের আর পূজা হইবে না। এখন মন্ত্র বিহীন যজ্ঞীয় বস্তুর ন্যায় সমাজে উপাধি ও বেশ-ভূষারই সম্মান অধিক। আধুনিক সমাজে বেদমন্ত্র দ্রষ্টা ও গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি বিশ্বামিত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড় পারিষদের অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং মনীষিগণ বরেণ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী অপেক্ষা সন্ধ্যাহ্নিক বর্জ্জিত ভ্রষ্টাচারী তিল-তৈল লবণ বিক্রেতা ধনবান্ পুরোহিত ভট্টাচার্য্যেরই সামাজিক গৌরব অধিক! শাস্ত্রাঙ্গ যাস্মী গুণ কর্ম্মগত জাতি বিভাগ প্রথার মূলে স্বার্থের কুঠারাঘাতই ভারতের অধঃপতনের মূল। ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তি এখন ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমানে আত্মহারা। আহা! কলির কি ভীষণ প্রভাব!

অধুনা বর্ত্তমান শতাব্দীর ইংলণ্ডে ইংরেজ জাতির মধ্যেও অতি মৃদুভাবে—ধীরে ধীরে জাতিভেদের সৃষ্টি হইতেছে। তত্রত্য ধর্ম্মযাজক, অধ্যাপক, গ্রন্থকার, পত্রিকা-সম্পাদক এবং উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিকগণ এখন আর আহার বিহার ও পরিণয়াদি কার্য্যে যোদ্ধ, শিল্পি বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্রব রাখিতে ভাল বাসেন না। দ্বিতীয়তঃ যোদ্ধৃ সম্প্রদায় সেনাবিভাগের সহিত আহার বিহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেই সমধিক যত্নবান। এইরূপ শিল্পি ও শ্রমজীবি সম্প্রদায় ও নিজ ব্যবসায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিতেই অধিকতর প্রয়াসী। কে বলিতে পারে যে, সুদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দুর জাতিভেদ বন্ধনের ন্যায় সুদৃঢ় ও প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিবে না? ইংরাজ জাতির আধুনিক কর্ম্ম ভেদে বর্ণভেদ প্রথার ন্যায় সেই সুদূর অতীতকালে বেদের সেই সুবর্ণ যুগে হিন্দুর চির মঙ্গলকর জাতিভেদ প্রথা সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা ঘোরতর অবিমৃশ্যকারিতা দোষে বর্ত্তমান যুগে সেই চির নির্ম্মল সনাতন রীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সেই কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ প্রথার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এক মহা বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব ও হিন্দু সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল সংসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হায়! আত্ম-সুখ-রত বিলাস-বিমুগ্ধ ভ্রষ্টাচারী অসুরের পদাঘাতে দেবালয়ের মঙ্গল ঘট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণ সন্তান চণ্ডালের ব্যবসায় করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছেন না, চণ্ডালও ব্রাহ্মণের পবিত্র আসন স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইয়া ধৃষ্টতার পরাকোষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কাহারও কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ হইতেছে না; ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল-পুত্র চণ্ডালই থাকিতেছেন! শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান এখন আজীবন ব্রাহ্মণই রহিতেছেন; আবার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মা পূতচরিত শূদ্র সন্তান চিরজীবন শূদ্রের আসনেই সমাসীন থাকিতেছেন। ফলতঃ হিন্দু সমাজ অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইবার পথ উন্মুক্ত হইতেছে। উদরান্নের জন্য যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি অবাধে সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিতেছেন। যে সুরা প্রস্তুত অপরাধে সাহাজাতি একদিন সমাজভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এক্ষণ সেই মদ্য বিক্রী ও পান করিয়া সমাজে উচ্চাসনে সমাসীন আছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান এখন যত্র তত্র, যা—তা আহার, ছত্রিশ জাতির চাকুরী এবং ছত্রিশ জাতির দান গ্রহণ করিয়াও পবিত্র ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইতেছেন না। এরূপ কত দিকে কত আছে, আর কত বলিব? বড় দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয়,—

নাহি কি ভারতে হেন বীর কোন জন,
সমাজের দোষ রাশি করি প্রক্ষালন,
পূর্ব্বধর্ম্ম পুনঃ হেথা করে সংস্থাপন ?

কবি বলিয়াছেন,—

"শুন সবে একজাতি মানব সকল,
একবেদ মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয় ;
একমাত্র মহা যজ্ঞ,—স্বধর্ম্ম সাধন ; যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।"

রৈবতক।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

আপোষের কথা।

আমরা অদ্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের নিকট একটী আপোষে কথা লইয়া উপস্থিত হইতেছি। প্রিয় সরকার মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্ব আমাদের বর্ণিত প্রবন্ধখানিতে একবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। অর্থাৎ উপেক্ষা করিবেন না। কথাটা রংপুর কায়স্থ-সভার বিচার বিষয়ে আপনার প্রসি আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় আপনারই একটা মন্তব্য দেখিয়া একটী নির্ব্বোধ লোক রংপুর দর্পণে এইভাবে লিখিয়াছে যে,"যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।" তৎপ অনেক অনুসন্ধানে এই কুড়িগ্রামেই একখানা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সংগ্রহ করি দেখা গেল যে, বিষয়টা কিয়দংশে মিথ্যা নহে, আপনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযু কৈলাশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের কৃত প্রজাপতির সহি 'তস্য' পদের অন্বয়টাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই আপাততঃ বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে আপনি যে অতি পূর্ব্ব হইতেই সেই ব্যাখ্যাটাকে সর্ব্বান্তকরণেই অনু মোদন করিয়াছেন। তাহা নির্ব্বোধ লোক বুঝিবে কিরূপে? কিন্তু বাস্তবিক আপ নিজ পত্রিকার টাইটেল্ পেজেই গ্রেট্ টাইপদ্বারা ("আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা")

অনুমোদনের ভাবটা উজ্জ্বল ভাবেই বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, আপনি কায়স্থ পদের আর্য্য বিশেষণ দ্বারাও ইহাই বুঝাইয়াছেন যে,চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ আর্য্য, আর চিত্রসেন বংশীয় কায়স্থ অনার্য্য,তাহা না হইলে আর ব্যাবর্ত্তক-বিশেষণ থাকিবে কেন ? কেহ কি আর আর্য্যব্রাহ্মণ আর্য্যক্ষত্রিয় পদ প্রয়োগ করিয়া থাকে ? সুতরাং আপনি যে আর্য্যানার্য্য ভেদে দ্বিবিধ কায়স্থই স্থির করিতে পারিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাহাও ঐ বচনানুসারেই বটে, কিন্তু আমরা যে, সেই বচনের বিশদব্যাখ্যা করিতে গিয়া কায়স্থকে দুইভাগে বিভক্ত রাখিতে পারিলাম না। আর্য্য ভিন্ন আর অনার্য্য কায়স্থও খুঁজিয়া পাইতেছি না। তথাপি মোটের উপর ব্যাখ্যার ১ম অংশে আর কোনও বিরোধ নাই কেবল শেষে আসিয়া আপনার মতটা একটু মলিন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদেরটা সেইরূপ হইতে পারে নাই। সকলেই-কি আর সকলটা ভালবাসিতে পারে ? যাউক এখন আপনার সহিত একটা আপোষের বন্দোবস্ত করিলে কি ভাল হয় না ? আপোষে গেলে একতর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষেত্রে হয় আপনি কায়স্থ পদের ঐ আর্য্য বিশেষণটা ছাড়ুন, আর না হয় আমরা কায়স্থ পদবাচ্য সকলই যে চিত্রগুপ্ত সন্তান এই কথাটা ছাড়িয়া দেই। নচেৎ আর সামঞ্জস্যের উপায় নাই, তবে এখন বলিতে পারেন যে, আপনাদের ব্যাখ্যাটী বহাল না হইতেই আমার পত্রিকার নামটা বেহাল করিব কিরূপে, শেষে কি একুল ওকুল দুকুল যাবে ? এ কথাটা সত্য বটে, তবে এখন আপনি আমাদের বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলি পর্য্যালোচনা করিতে থাকুন। আমাদের ব্যাখ্যাও এই স্থলে উপস্থিত করিলাম :—

"আদাবিতি নরসৃষ্টি প্রারম্ভে প্রজাপতে র্মুখাৎসদারকাঃ সপত্নীকাঃ বিপ্রাঃ জাতাঃ প্রজাপতে র্বাহ্বোস্ত সদারকাঃ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ, প্রজাপতেরূর্ব্বোঃ সদারকাঃ বৈশ্যাঃ জাতাঃ। প্রজাপতেঃ পাদাত্তু ত্রিবর্ণস্য স্ববর্ণস্য চ সেবকঃ সদারকঃ শূদ্রঃ সম্ভূতঃ। তস্য প্রজাপতে সুতঃ হিমনামা তস্য হিমস্য পুত্রকঃ প্রদীপঃ তস্য প্রদীপস্য পুত্রঃ কায়স্থঃ, অসৌ লিপি কারকো বভুব। চিত্রগুপ্ত শ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ। কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ ক্ষিতিতলে বিখ্যাতাঃ। তেষু চিত্রগুপ্তঃ স্বর্গংগতঃ, বিচিত্র ইতি চিত্রাঙ্গদাপরনামা নাগসন্নিধৌ গতঃ। চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাংগত ইতি হেতোঃ স চিত্রসেনঃ শূদ্রঃ প্রচক্ষতে।"

এখন ইহার যদি কিছু দোষ বাহির হয় তাহাও জানাইতে ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু আমরা এইখানেই একটা আবদার করিতেছি এই

যে, আপনি আর কখনও বিচার না করিয়াই হটাৎ একটা রায় প্র করিবেন না। বলি 'তন্ত' বলিতে যে নিকটবর্ত্তি বিশেষ্যকে বুঝাইবে ব রায় দিয়াছেন, তাহা হইলে দেখুন দেখি ঐ যে গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকে "তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃপিতামহঃ" এই শ্লোকস্থ 'তস্য' ভিতরের নয়টা শ্লোক লঙ্ঘন করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকস্থ দুর্য্যোধন রাজা চাপিয়া ধরিল কেন? দুর্য্যোধন রাজা হইয়াছেন বলিয়াই অনতিদূর ধরিয়া আনিয়াও তাহাকেই হাসাইতে হইবে? কেন ঐ 'তস্য' পদের নিক একাদশ শ্লোকের প্রান্ত স্থিত "এবহি" বেচারীর কি আর গায়ে পড়িয়া থাকি হাসিবার ভাগ্য নাই? দেখুন দেখি গীতার ব্যাখ্যা কর্ত্তারা কিরূপ অবিচার রাছেন। যাউক আজকাল আর সে দিন নাই, এখন "এবহি"টা আপ কাছে হাজির হইল। আপনি যেমন অগ্নিপুরাণীয় বচনে জাতি হেন পদার্থ সুত জন্মাইবার অধিকার দিতে বসিয়াছেন, তেমনি এবহিটাকেও হাসি অধিকার দিবেন না কি? অথবা যদি অগ্নিপুরাণীয় বচনটাকে প্রক্ষি বলিয়া উড়াইয়াও দেন, তবুও 'তস্য' শব্দে নিকটবর্ত্তী বিশেষ্যকেই বুঝাইে এই স্বকৃত রিজলিউসনটাকে আর নিজ হইতেই কি করিয়া উড়াইবেন। সুত এবহিটা হাসুক, ঐ যে হাসির আওয়াজ (হি) টা উহার পিছনেই ফুটিয়া উঠি ভেছে, ইতঃপর অগ্নিপুরাণীয় বচনে "মুখাদ্বিপ্রাঃ" ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত উপাদা পদ, ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ বচনটাকে প্রক্ষি বলিয়াই মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' এই শ্রুতিরও "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই শেষপদখানি যে পঞ্চম্যন্ত পদে থাকায় তোপে উড়া দিবার উপযুক্ত হইয়াছে—তবে কি 'পাদৌ শূদ্রোঽজায়ত' এইরূপ পরিবর্ত্তন করি নিতে বলিবেন? বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা যে দেখি 'বীজ অঙ্কুরোভবতি' 'বীজেনাঙ্কুরো ভবতি', 'বীজাদঙ্কুরোভবতি', 'বীজস্যাঙ্কুরোভবতি', 'বীজেঽঙ্কুরোভব এই পাঁচ রকম প্রয়োগই হয়, এবং প্রত্যেকটারই অর্থ একরূপেই পর্য্যাব হইয়া থাকে। অতএব এখন এই পঞ্চম্যন্ত প্রয়োগের অপরাধ না থা বচনটাকে প্রক্ষিপ্ত বলার আবশ্যক দেখা যায় না, তথাপি আপনার আর এক সন্দেহ আছে এই যে, বচনটার অর্থে কায়স্থের বংশটা ব্রহ্মার বীর্য্য সম্ভূত বলি প্রকাশ পাইতেছে। আর আপনি ত নিজে কায়স্থ বংশটা ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমন একটা মোটাসোটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং সন্দেহাপনোদনের জন্যও আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইল। দেখু

প্রজাপতির যে মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি হইল সেগুলি কি প্রজাপতির কায় অর্থাৎ অঙ্গ নহে যদি না হয় তবে সেগুলি কি? যদি হয় তবে কায় হইতে উৎপন্ন বলিতে সকলকেই বুঝাইবে না কেন? ইহার কি কোনও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারিয়াছেন? সম্ভবতঃ এই জেরা শুনামাত্রই আপনার বিচার বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। অতএব আমরাই তাহার উত্তর করিতেছি। প্রণিধান করিয়া দেখুন, পছন্দ হয় কি না? মুখাদি শব্দ শরীরের এক দেশবর্ত্তী, আর কায় পর্য্যায়টা সম্পূর্ণ শরীরবাচী, সুতরাং নির্ব্বিশেষভাবে কায়াদি শব্দের প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ শরীরকেই বুঝায়। সুতরাং কায়জ বলিতে মুখজ, বাহুজ প্রভৃতিকে না বুঝাইয়া যাহা সর্ব্ব শরীরোৎপন্ন তাহাকে বুঝায়। তখন সর্ব্বসাধারণের ঔরস সন্তান মাত্রেই যে, কায়জ, অঙ্গজ, তনুজ, দেহজ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় এবং সমস্ত অভিধানও তাহাই অনুমোদন করে ইহার তাৎপর্য্য কি? সম্ভবতঃ ইহাও নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। অতএব বলিতেছি সুশ্রুত সংহিতা শরীর স্থান চতুর্থাধ্যায় গর্ভ ব্যাকরণের দশম শ্লোকটী এই যে,—

"কৃৎস্ন দেহাশ্রিতঃ শুক্রং প্রসন্ন মনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতঃ শ্চাপি হর্ষাত্তৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥"

(ইতি সু-সং-শ-৪র্থ অঃ ১০ শ্লোক)

ইহার ব্যাখ্যা বোধ হয় না করিলেও চলিবে। এখন দেখুন যে ঐ সর্ব্ব শরীরাবয়বী শুক্র হইতেই, যে শরীর আরব্ধ হয় তাহাই যদি দেহজাদি শব্দ বাচ্য হইতেছে, তবে আর প্রজাপতির বেলায় কায়জ শব্দের অর্থটা ভাঙ্গিয়া শুক্রজ বলাতেই যে আমাদের কি অপরাধ হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। যাউক যদি ইতঃপরেও বচনটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, তবে আর একটী বিষয় এখনই ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখুন যে আপনাদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত বচন দেখান হইয়াছে বা হইবে প্রতিবাদী পক্ষেও যখন আপনার অনুকরণেই সেই সমস্ত গুলিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিবার অধিকার পাইবে, তখন আর একটা মীমাংসা করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে? আর না এবার এই পর্য্যন্তই থাকিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই আপোষের কথাটার কি করা হইবে তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন অথবা কায়স্থ সমাজই সে বিষয়ে একটু প্রণিধান করিয়া যাহা হয় একটা আপোষ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করুন।

শ্রীকালীকমল কাব্যবিনোদ।
কুড়িগ্রাম, সংস্কৃত বিদ্যালয়।

বিদ্যারত্নের বিদ্যা।

আজ কয়েক দিবস হইল কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে কোন একজন বন্ধুর গৃহে গমন করিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে স্নানের পর চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধ উপকরণে উদর দেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম গৃহে উপনীত হইলাম। দেখিলাম টেবিলের উপর কয়েকখানি মাসিক পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা হইতে একখানি উঠাইয়া লইলাম। যেখানি আমার করায়ত্ত হইল সেখানি গত পৌষের উপাসনা। খুলিয়া দেখিলাম, এখানেও কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষী ব্রাহ্মণ ভক্ত জাতিতত্ত্ববারিধি প্রণেতা আমাদের সেই ব্রাহ্মদাসনন্দন সজোরে শর্ম্মা ও বর্ম্মার লিঙ্গ ধরিয়া ভাব তাণ্ডবে উচ্ছ্বাস নৃত্য করিতেছেন; এবং সবিস্ময়ে গুরু গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন,—

"উক্তঞ্চ

শর্ম্ম শাত মুখানি চ। ইত্যমরঃ

তনুত্রং বর্ম্ম দংশনম্। ঐ

অর্থাৎ—শর্ম্ম, শাত ও সুখ একার্থক, এবং তনুত্র, দংশন ও বর্ম্ম শব্দ শত্রুর অস্ত্রাঘাতাদি হইতে শরীর রক্ষাকারী অঙ্গ রক্ষা বিশেষ অর্থের দ্যোতক।

যদি ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নামের অন্তঃস্থ শর্ম্ম (ক্লী) ও ক্ষত্রিয়ের অন্তস্থিত বর্ম্ম (ক্লী) শব্দ আকারান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে কেন? যেমন—

বিপ্রদাস শর্ম্মা ও মনোরঞ্জন বর্ম্মা

মন্বাদি কিন্তু কুত্রাপি এমন কথা বলেন নাই যে, শর্ম্মন্ ও বর্ম্মন্ শব্দ নামের অন্তে প্রযুক্ত হইলেই উহা পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। কোনও সমালোচক কি অনুসারেও যে এতদুভয় শব্দের পুংস্ত্বলাভ ঘটিয়াছে এরূপও জানা যায় না। * * *। একারণে আমরা এই সকল স্মৃতি বচনের (শর্ম্মা দেব বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ) প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি না।"

এ কথা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। যেহেতু স্বরচিত প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি ৪৫ বৎসর কাল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন; স্মৃতি বচনের প্রতি নির্ভর করা যে, তাহার পক্ষে বিষম কলঙ্কের কথা, অথবা স্মৃতি বচনের প্রতি নির্ভর করিবার শক্তি তাহার কতটুকু আছে, তাহা আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে

পদে পদে বুঝিয়া আসিতেছি। কাজেই অতঃপর আমাদের দাসেরপোলা যাহাতে শর্ম্মা ও বর্ম্মার কথঞ্চিৎ পুংস্ত্ব অনুভব করিয়া প্রীত হইতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

সত্য বটে কোষকার অমরসিংহ স্বরচিত কোষের মুখবন্ধে "প্রায়শোরূপ ভেদেন সাহচর্য্যাচ্চ কুত্রচিৎ। স্ত্রীপুং নপুংসকং ভেদং তদ্বিশেষ বিধেঃ ক্বচিৎ।" এইরূপ নিয়ম না করিয়াছেন এমত নহে; কিন্তু তাই বলিয়াই যে সুখশব্দের সাহচর্য্যে শর্ম্মণ শব্দটী নিত্য ক্লীবলিঙ্গ হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। করিলে শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত মহর্ষি গোভিলের "শর্ম্মন্নর্ঘাদিকেকার্য্যং শর্ম্মার্পণ কর্ম্মণি। শর্ম্মণোহক্ষয্য কালেতু পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্।" ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। অতএব আমরা মনে করি অমরসিংহের উল্লিখিত নিয়মটি অব্যভিচারী নহে। হইলে "পটলং ছদিঃ" এখানেও পটল শব্দের সাহচর্য্যে "ছদিঃ" শব্দটীকেও নিত্য ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মহর্ষি পাণিনি বলেন,—

"ছদিঃ স্ত্রিয়ামেব।"

(পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনম্)।

অর্থাৎ—"ছদিঃ" শব্দটী নিত্যই স্ত্রী লিঙ্গ। এখানে বলা আবশ্যক অমরের প্রাগুক্ত নিয়মটী যে ব্যভিচারী একথা কেবল আমরাই বলিতেছি না। বৈয়াকরণ কেশরী ভট্টোজীদীক্ষিতও লিখিয়াছেন,—

"পটলঞ্ছদি রিত্যমরঃ তত্র পটল সাহচর্য্যাৎ ছদিষঃ ক্লীবতাং বদন্তোহমর ব্যাখ্যাতার উপেক্ষ্যাঃ।"

ফলতঃ অমর সিংহ যখন পরিশেষে লিখিয়াছেন "তদ্বিশেষ-বিধেঃ ক্বচিৎ" অর্থাৎ রূপভেদও সাহচর্য্য (রূপ দেখিলে যাহার লিঙ্গ নির্ণয় হয় এই প্রকার শব্দের সান্নিধ্যে পাঠ করাকে সাহচর্য্য বলে) বশতঃ যেখানে লিঙ্গ নির্ণয় হয় না, সে স্থানে বিশেষ বিধান অনুসারে লিঙ্গ নির্ণয় করিতে হইবে। কাজেই আলোচ্য বিষয়ে কোন বিশেষ বিধি আছে কিনা, তাহারই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মহর্ষি পাণিনি বলেন,—

"মন্দ্ব্যচকোঽকর্ত্তরি।৩২।"

বৃত্তিকার ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন,—

"মন্ প্রত্যয়ান্তোদ্ব্যচকঃ ক্লীবঃ স্যাৎ নতু কর্ত্তরি। চর্ম্ম, বর্ম্ম। দ্ব্যচকঃ কিম্? অণিমা লঘিমা। অকর্ত্তরিকিম্? দদাতি ইতি দাসা।"

অর্থাৎ—কর্ত্তৃবাচ্য ভিন্ন মন্ প্রত্যয়ান্ত দ্বিস্বর বিশিষ্ট শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেম
চর্ম্ম, বর্ম্ম। দ্বিস্বর বিশিষ্ট না হইলে ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। যথা—
লঘিমা ইত্যাদি। কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয়ান্ত দ্বিস্বর বিশিষ্ট হইলেও ক্লী
হইবে না। যেমন—দান করে যে এই অর্থে দামা। অশুভকে নাশ
যে এই অর্থে শর্ম্মা। ইত্যাদি।

আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এই জন্যই নব্যকোষকার রাজা রাধাকান্ত
বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন—

"শর্ম্মন্ (ক্লী) সুখম্। ইত্যমরঃ (শর্য্যতেঽশুভং যেন)
শর্ম্মা (পুং) ব্রাহ্মণস্যোপাধিবিশেষঃ। (শৃণাতি অশুভং)
বর্ম্মন্ (ক্লী) তনুত্রম্। ইত্যমরঃ। (ব্রিয়তে শরীরং যেন)
বর্ম্মা (পুং) ক্ষত্রিয়স্য পদ্ধতিঃ। (বৃণাতি রক্ষতি লোকান্)"

অতএব আমরা আশা করি শর্ম্মা ও বর্ম্মা যে নিত্য নপুংসক লিঙ্গ নহে,
নন্দন আজ তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া অবশ্যই বিশেষ প্রীত হইবেন। ম
বৃক্ষ নিতম্ব কণ্ডূয়ন নিবারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে।

অতঃপর দাসনন্দন যখন সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়াও শর্ম্মা ও বর্ম্মার
মাত্রও পুংস্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন অভিমানে ফোঁপা
ফোঁপাইতে বিদ্যারত্নের বিদ্যা মট্কা ফুঁড়িয়া আকাশে ঢেউ খেলিতে
অমনি তাড়াতাড়ি বিদ্যার ঝুলি ঝাড়িয়া তিত্তির পক্ষীর* ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে
দেখিলেন, উহার একস্থানে "দেবাঃ শর্ম্মণ্যাঃ" লুকাইয়া আছে।
যায় কোথায়। এই "দেবা শর্ম্মণ্যাঃ" বেটাই যে দেবশর্ম্মার নিদান
অনুমান করিয়া লইতে মূহুর্ত্তকাল তাহার বিলম্ব হইল না। হইবেই বা
"ক" এই একটীমাত্র অক্ষর দেখিয়া ভগবৎ-ভক্ত প্রহ্লাদের হৃদয়ে যখন
স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; তখন এতগুলি অক্ষর দেখিয়া বিপ্রভক্ত ব্রাহ্ম দাসন
হৃদয়ে দেবশর্ম্মা স্ফূর্ত্তি পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!

কিন্তু তাহার এই ভাষাতত্ত্বের অদ্ভুত আবিষ্কারে কৃতবিদ্য বৈদিক সমা
কাহারও চক্ষে আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছিল কি না, সে সংবাদ আমরা
শুনি নাই। তবে শুনিয়াছি সেদিন হড্ডিক পাড়ায় বসিয়া গাঁজা টিপিতে
বাঞ্ছারাম বাগ্‌দী বাহবা দিয়া বলিয়াছিল,—"আহা ব্যাটার ছেলে কি
আবিষ্কারই না করেছে; যেন ঠিক মূর্খ মোল্লার সোদ্দর নানা!!

* তিত্তির পক্ষী—তৈত্তিরীয়-সংহিতার অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের।

পাঠক! বাহুল্যবোধে আমরা এই খানেই দেবশর্ম্মার অভিনয় শেষ করিলাম। অতঃপর দেববর্ম্মার পালা। এ অঙ্কে বেদের ছড়াছড়ি না থাকিলেও অন্যান্য শাস্ত্রের গভীর গবেষণার পরিচয় যথেষ্টই আছে। আছে বলিয়াই তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ দেখুন দাসনন্দন লিখিতেছেন,—

"দেখা যাউক ক্ষত্রিয়গণ মাত্রই দেববর্ম্মা কথাটীর ব্যবহার করিতে পারেন কি না? ব্যবহার করিতে পারেন বা পারিতেন বা ব্যবহার করিয়াছেন আমরা এরূপ নিগম দেখিতে পাইয়া থাকি না। * * *। অমর বলিতেছেন যে,—

"রাজাভট্টারকোদেব
স্তৎ সুতা ভর্ত্তৃদারিকাঃ।
দেবীকৃতাভিষেকায়াং
ইতরাসু চ ভট্টিনী॥

অভিষিক্ত রাজার নাম দেব। এবং কৃতাভিষেক পাটরাণীর নাম দেবী। রাজার অন্যান্য রাণীরা ভট্টিনী পদ বাচ্য। সুতরাং ক্ষত্রিয় মাত্রই 'দেব' পদ বাচ্য ছিলেন না।"

কিন্তু অমরোক্ত উল্লিখিত পর্য্যায়ের সহিত উপস্থিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা; অথবা আমাদের দাসেরপোলা অমরের প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন, আমরা সে সম্বন্ধে অযথা বাক্যব্যয় করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে বাসনা করি না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, অমরসিংহ" রাজা ভট্টারকোদেবঃ" এই কথা বলিয়াছেন বলিয়াই যদি দাসনন্দনের মতে ক্ষত্রিয় রাজগণ "দেব-বর্ম্মান্ত" নাম ধারণের অধিকারী হয়; তাহা হইলে, যখন দেবপদে "দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তি রাজসভায়াং" অর্থাৎ লেখক বা বিচারকরূপে রাজ সভায় ক্রীড়া করেন যাহারা, তাহাদিগকেও না বুঝাইতে পারে এমত নহে; তখন মসীজিবী একতর ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের পক্ষে "দেববর্ম্মান্ত" নাম ধারণে দোষ কি?

অথবা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যখন "দেবপূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতম্" এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের "দেবপূর্ব্বং" কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন বলিয়া স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন; তখন ক্ষত্রিয় মাত্রের পক্ষেই যে, "দেব-বর্ম্মান্ত" নাম ধারণ অবৈধ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ফলতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অস্মদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে "দেবশর্ম্মান্ত" নাম ধারণের উপদেশ করিলেও উহা যেমন শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নহে। সেইরূপ ক্ষত্রিয়

মাত্রের পক্ষেই "দেববর্ম্মান্ত" নাম ধারণ যে অবৈধ তাহাতে আর কোনই সন্দে নাই। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করি অভিলাষ করেন, আমরা তাহাদিগকে ১৩১৮ সনের ফাল্গুন ও চৈত্রের আ-কায়স্থ-প্রতিভায় প্রকাশিত "নামকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনো-যোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যারত্ন ভায়া অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"যদি কোনও পাতিদাতা ব্রাহ্ম কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বা চিত্রগুপ্ত সন্তানত্ব গ্রহণীয় প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বড়ই প্রীত হইব।"

আহা দাসেরপোলার হৃদয় কি প্রশস্ত !! পরের অভ্যুদয় দর্শনে যাহার হৃদয়ে প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠে, তিনি দাসই হউন আর যে কেহই হউন না কে এ জগতে সত্য সত্য তিনিই মহাপুরুষ। তাই বলি যখন প্রীত হইতে হয় তখ হইবেন। এখন যদি কেহ আপনার সমক্ষে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করে, তাহা হইলে হালের বলদ জোড়া বেচিয়া দিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হ করেন নাই ত? যাহা হউক সত্য সহস্র কণ্ঠে আজ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব চতুর্দ্দি ঘোষণা করিতেছে। চৈতে বা ম'তের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে হাটের দ্বারে অ পড়িবার নহে!

ফলতঃ আজ দশ বৎসর যাবৎ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থক প্রবন্ধাবলী কায় পত্রিকায় আলোচিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কামা নাথ তর্কবাগীশ প্রমুখ দেশীয় ও বিদেশীয় ৫০০ শত জনেরও অধিক ব্রাহ্ম পণ্ডিত কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পাতি দিয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত ৩০,০০ হাজারের উপর কায়স্থ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যের নিকট যথাশাস্ত্র সাবিত্রী গ্র করিয়াছেন, তথাপি কেন যে দাসনন্দন আজও প্রীত হন নাই তাহা স সত্যই ভাবিবার বিষয়। ভায়া ৪৫ বৎসর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই যে হ তাহা নহে। মহর্ষি সুশ্রুত তোমাদের জাতীর নিত্য ব্যবহার্য্য গ্রন্থেই লিখিয়াছেন—

"যথাখরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্যবেত্তানতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রানি বহূন্যধীত্য
চার্থেষু মূঢ়া খরবৎ বহন্তি॥"

প্রিয় পাঠক! দাসনন্দনের ব্রাহ্মণ হইবার সাধ এখনও হৃদয় হ বিদূরিত হয় নাই। কিন্তু কেবল "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স

যঃ" ইহ জগতে তত্ত্বের মূল সূত্র নহে। হইলে দাস বা নাপিতকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে হেতু মহর্ষি পরাশর বলেন,—

"শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
সংস্কারাত্ ভবেদ্দাসোঽসংস্কারাত্ নাপিতঃ।"

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাত এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দাস এবং অসংস্কৃত থাকিলে তাহাকে নাপিত বলে। এই দাস বা নাপিত যে, একতর শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ নহে, মহর্ষি পরাশরেরই নিম্নলিখিত বচন তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। যথা—

"দাস নাপিত গোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

অর্থাৎ দাস ও নাপিত প্রভৃতি জাতি শূদ্র হইলেও ইহাদের আমান্ন গ্রহণ দোষাবহ নহে। ফলতঃ এ বিষয়ে কায়স্থ-পত্রিকায় ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে। এখন চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ঠ হইতে পারে যে, সে দিন এই উপলক্ষে কোন একজন পরিহাস প্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (যাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইবার সাধ করিয়া বিদ্যারত্ন ভায়া স্বরচিত জাতিতত্ত্ব বারিধি নামক গ্রন্থ খানি উপহার দিয়াছিলেন। ৺দাশরথি রায়ের ভাষায় বলিয়াছিলেন,—

"থাকে বৃক্ষের ডালে পাতায়, মোর সনে সম্বন্ধ পাতায়;
আহা মরি রস নয়নে খাট।
কথা জান বহুরূপী, ক্যাবাত কিন্তু বানর রূপী
তুমি আমার দাদার যোগ্য বট।
লোকে বলে তোমায় কপি, ধাতটা কিন্তু নহে কফি,
কেবল বাতিক বৃদ্ধি গেল জানা।
তোমার রাম আমার কৃষ্ণ, একঘরে তেঁই ঘনিষ্ঠ,
এক রৌদ্রে ধান শুখাই দুইজনা।
আমি থাকি হরিদ্বারে, তুমি থাক কিষ্কিন্ধ্যাপুরে,
আমার পাখা তোমার গায়ে লোম।
আমার চিন্তা মোক্ষফল, তোমার চিন্তা মোচার ফল,
দাদা তুমি কেবল খাবার যম॥"

(গরুড় হনুমানের দ্বন্দ্ব)

ইহার পরেও যদি দাসনন্দনের ব্রাহ্মণ হইবার বাসনা বলবতী হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মধ্যম নারায়ণ সেবন করা কর্ত্তব্য ইতি বৈদ্যানাং পরামর্শঃ।

অতঃপর বিদ্যারত্ন ভায়া কায়স্থের কোষ ধরিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—

"ফলতঃ বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ জাতি বাচক নহে, পরন্তু বৃত্তি বাচক। যদাহতুঃ অমরহালাযুধৌ,—

"রোগহার্য্যোঽগঙ্কারো ভিষদবৈদ্যৌ চিকিৎসকে।" অমরঃ

কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ। হলয়ূধঃ।

প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য শূদ্রা প্রভব গৌণ ব্রাহ্মণই চিকিৎসাবৃত্তি নিবন্ধন বৈদ্য নামধেয়।"

কিন্তু একথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের দাসনন্দন কেন যে, করণের কোষে হাত দিয়া দেখেন নাই, তাহা তিনিই জানেন। বলা বাহুল্য তিনি যদি ভ্রমেও একবার করণের কোষে হাত বুলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, করণ ও কায়স্থ এক জাতি নহে। যেহেতু কায়স্থ বিশেষকেই করণ বলে, উহা কায়স্থ মাত্রেরই, বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্রই করণ নামে অভিহিত।

উক্তঞ্চ,—

"করণং সাধনে গোত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

(শব্দরত্নাকরঃ)

ফলতঃ কায়স্থ কুলতিলক মহাত্মা রামানন্দ রায়কে বৈদ্য কুলাবতংশ ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যখন অম্লান বদনে নমস্কার করিতে কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই (১); তখন বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব জাতি বিশেষকে কি প্রকারে বৈদ্য বলিয়া অনুমোদন করা যাইতে পারে?

অথবা যখন শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বিপ্র বৈশ্যা প্রভব অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) বা আর্দ্ধিক জাতিকে একতর শূদ্র (২) এবং অনন্তরাজ বলিয়া বৈশ্য শূদ্রাপ্রভবকরণ জাতিকেই স্পষ্টাক্ষরে বৈশ্য (১) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তখন বৈদ্যকুল তিলক মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের পক্ষে কায়স্থ কুলভূষণ রামানন্দ রায় করণ হইলেও তাহাকে নমস্কার করা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে সত্য। কিন্তু ক্ষত্রিয়রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র যখন কায়স্থ বংশাবতংশ ভবানন্দ রায়কে পূজ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন (২); তখন কায়স্থ জাতিকে বৈশ্যশূদ্রাজ করণ জাতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে কি না, তাহা দাসনন্দনকে আমরা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

অপিচ দাসেরপোলা অন্যত্র লিখিয়াছেন,—আমরা সমগ্র ভারতে বৈদ্যগণকে অধ্যাপনাধিকারী দেখিতেছি। সুতরাং এতদ্দ্বারাও তাহাদের একতর ব্রাহ্মণ্য সমর্থিত হইতেছে।"

কিন্তু বৈদ্যগণের নিকট যে কেহ কখন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহা আজ আমরা নূতন শুনিলাম। বলা বাহুল্য মনুর "অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ। প্রব্রুয়াৎ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ।" এই শাসন বাক্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বেদাধ্যাপনাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাব্য অথবা আয়ুর্ব্বেদাদির (৩) অধ্যাপনা হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে বঞ্চিত করা হয় নাই। হইলে কায়স্থ কুল তিলক ৺রামদাস বিশ্বাস কখনই "কাব্য প্রকাশের" অধ্যাপক

---

(১) "রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।"
(চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ৯ম পরি)

(২) "আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(মনু, বিষ্ণু স্মৃতি)

"শূদ্রেষু দাস গোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।"
(যজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি)

"দাসনাপিত গোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"
(যম পরাশর স্মৃতি)

"নাপিতান্বয় মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকৌ।
শূদ্রানাম প্যমীষান্তু ভুক্তান্নংনৈবদুষ্যতি।"
(ব্যাস স্মৃতি)

(১) "পুরাহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরোনিশি।
অচরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে॥
গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষি সন্ধায় শব্দভেদিন মক্ষিপম॥
হা হতোঽস্মীতি তত্রাভূচ্ছব্দো মানুষ সূচকঃ।
তৎ শ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্ত স্ততোঽহং পৌরষংবচঃ॥
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বে স্বামিন্ দশরথোঽস্ম্যাহম্।
তদামামাহ স মুনির্মা ভৈষী নৃপসত্তম॥
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্নত্বাং বৈশ্যোইহ তপসিস্থিতঃ॥"
(অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ অঃ)

(২) "ভবানন্দ রায় মোর পূজা ও গর্ব্বিত।"
(চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

(৩) বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ এক কথা নহে। আয়ুর্ব্বেদ উপবেদ মাত্র। উপনন্দ বলিলে

হইতে পারিতেন না (১)। ফলতঃ দাসনন্দন যখন স্বরচিত জাতিতত্ব বারিধিতে "ইহার (বোপদেবের) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এক মাত্র বঙ্গদেশেই প্রচলিত। অনেক ব্রাহ্মণ উহা বৈদ্যকৃত বলিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে অসম্মত হইয়া (২) থাকেন," এই কথা লিখিয়াছেন ; তখন কেন যে "সমগ্র ভারতে বৈদ্যগণকে অধ্যাপনাধিকারী দেখিতেছি" বলিতে কিছুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই, তাহা তিনিই জানেন। তাই ভাবি সত্য সত্যই কি বিদ্যারত্ন ভায়ার চক্ষের চামড়া ও মুখের পরদা নাই !!

ফলতঃ বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি ক্ষত্রিয় হইতে আভিজাত্যে গরীয়ান্ কি না, তাহা যাহারা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত "কে বড়," শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সে কথা অনায়াসেই বুঝিয়াছেন, এখন আর সে বিষয়ের পুনরালোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে করি। তবে এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, যিনি শিবদাসসেনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"শঙ্খ বলিয়া গিয়াছেন,—

বেদাৎজাতোহি বৈদ্যঃ স্যাৎ অম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ।
অম্বষ্ঠ দেশ স্থায়িত্বাৎ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ॥

ইতি চরক টীকায়া শিবদাস সেনঃ।

যেমন নন্দকে বুঝায় না। সেইরূপ উপবেদেরও বেদত্ব নাই। থাকিলে শাস্ত্রকারগণ কখন বেদ ও আয়ুর্ব্বেদকে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন না। যথা,—

"অঙ্গানি বেদ চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতিবতত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈবতাঃ।"

(১) "পথে তারে মিলিলনা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাস খানার কায়স্থ তেঁহো রাজ বিশ্বাস॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রধান কাব্য প্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক।"

(চৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্য ১৩ পরি)

(২) দাসনন্দন জাতি-তত্ত্ব বারিধিতে বোপদেব, পিঙ্গল, ভাগভট, বিশ্বনাথ কবিরাজ পুরুষোত্তমদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণকে বৈদ্য বলিয়া যে গর্ব্ব করিয়াছেন, তাহার মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর অবিদিত নাই আমরাও সময়ান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

কিন্তু আমরা বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি বেদাৎজাতঃ বলিয়া মনে করি না, উহা বিদ্যা শব্দ ষ্ণ্য প্রত্যয় সিদ্ধ।"

তিনি পরক্ষণেই কেন যে শিবদাসসেন কৃত চরক টীকায় ধৃত "বিপ্র বৈদ্য ক্ষত্র বৈশ্যাঃ শূদ্রস্তু পঞ্চমোমতঃ। বর্ণানান্তু ব্রহ্মাদীণাং গুরবঃ স্যু র্যথোত্তরম্॥" এই শঙ্খ বচনটী অথবা "ব্রহ্মমূর্দ্ধাবসিক্তোহিবৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি। অমী পঞ্চ দ্বিজাঃ প্রোক্তাঃ গুরবঃ স্যু র্যথোত্তরম্।" এই হারীত বচনটীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তাহা তিনিই জানেন। অথবা আমরা জানি স্বার্থের শ্রীচরণে অনেকেই স্বীয় বিবেচিকা বুদ্ধিকে বলি দিতে পারে। কিন্তু নির্লজ্জতার যে সীমা নাই ইহা কখনও জানিতাম না !!!

অপিচ শিবদাসসেন কৃত চরক টীকার প্রকাশক অশেষ বিদ্যার আকর কায়স্থ পুঙ্গব শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ কর্ত্তৃক আলোচ্য শঙ্খ ও হারীত বচনদ্বয় পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া কেন যে আমাদের দাসনন্দন আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। বলা বাহুল্য বিশারদ মহাশয় উহার প্রতি সংস্কর্ত্তা নহেন। তিনি প্রকাশক মাত্র। প্রকাশক গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অধীন। তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা নাই। কাজেই উহা দ্বারা বিশারদ মহাশয় যে, আলোচ্য বচন দুইটীকে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; অথবা তিনি ক্ষত্রিয় অপেক্ষা আভিজাত্যে বৈদ্যকে গরীয়ান্ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, এমত বুঝায় না।

পক্ষান্তরে আমরা মনে করি কৃতবিদ্য বৈদ্যগণের পক্ষে যাহাতে চরকটীকা প্রভৃতি গ্রন্থে শিবদাসসেন প্রমুখ প্রাচীন বৈদ্যগণের অজ্ঞতার পরিচায়ক, উল্লিখিত শ্লোক কএকটী প্রকাশিত না হয়, সে বিষয়ে বিশারদ মহাশয়কে অনুরোধ করাই সঙ্গত ছিল। বলা বাহুল্য আলোচ্য শ্লোক কএকটী ঋষি প্রণীত হওয়া দূরে থাকুক, যাহারা কখন ভ্রমেও স্মৃতির টোলের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাদেরও লেখনী মুখে এরূপ প্রলাপ বাক্য নিঃসৃত হইতে পারে না। ছি ! ছি !! ছি !!!

সমালোচনা।

বাঙ্গলা ঃ—

১। **আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী।** মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাশ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ কবিরত্ন সম্পাদিত। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই ৮ পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য ২্ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণীর এই দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে, বর্ত্তমান বর্ষের ২য় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার যে কএকটী প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে হটযোগ, বকরধ্বজ ও পুটপক লৌহ, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা, বেশ গবেষণা পূর্ণ হইয়াছে, রোগ পরীক্ষায়ও যথেষ্ট নিপুনতা রহিয়াছে। তাবাং বেশ সুন্দর এরূপ মাসিক পত্রিকা সর্ব্বত্র প্রচার ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বর্ত্তমান বর্ষের, বৈশাখ, জ্যৈ দুই সংখ্যা একত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত 'নববর্ষ' প্রবন্ধ বেশ সময়োচিত ও উদ্দীপক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদের লিখিত 'কবীন্দ্র রামানন্দরায়' প্রবন্ধটীর মৌলিকত্ব ও প্রবন্ধ গৌরব যথেষ্ট রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকা লিখিত 'সকল কায়স্থই ক্ষত্রধর্ম্মা'', প্রবন্ধটী পড়িয়া প্রীতি পাইলাম না। এরূপ প্রবন্ধে কুলীন মৌলিকের মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। প্রবন্ধ লেখক কায়স্থ জাতি মিশ্রজাতি কোন্ সাহসে বলিতে চান? এবং সম্পাদক মহাশয়ই বা এরূপ প্রবন্ধ কেন প করেন, তাহা বুঝিলাম না। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রীর লিখিত সমালোচনা পড়িয়া বেশ আন পাওয়া গেল। সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম সাম্বৎসরি অধিবেশন" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝা গেল প্রজাপতির সহিত 'তন্তু' শব্দের অন্বয়ের প্রতি দো রোপ করিয়া প্রতিপক্ষ হাসাইতে ত্রুটী করেন নাই, এরূপ ইঙ্গিতে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হই য়াছি। অতঃপর একটী কথা এই চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের টাকা আদায় করিবার কোনও চেষ্টা হয় নাই সম্পাদক মহাশয় একথা কোথায় পাইলেন? এবং তাঁহাকে ১৩১৭ সনের বার্ষিক অধিবেশ ১৩১৮ সনের জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা ক হইবে, একথা তিনি কোন সভার নির্দ্ধারণে অবগত হইয়াছিলেন? সাধারণের কোন সভা কোথায়ও সম্পাদকের বাস করার নিমিত্ত বাটী ভাড়া দিয়া থাকেন না। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব জাতীয় কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্ব সভার সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রে বার্ষিক বিবরণী সমূহ মিল করিলেই গোল মিটিত। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর তাঁহার পিতামহীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিধবাদি সাহায্যকল্পে একটী দান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না দেওয়ায় কোন বিধ সাহায্য করা হইতেছে না। যাহা হউক এরূপ অযথা আঘাত করিয়া আত্মবিরোধের আ নিতান্ত বিরোধী। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার লিখিত "একটী প্রস্তাব" পড়িলাম। ঠাকু মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছেন দশসাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ পড়িলেই

আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। ঢাকার পৃথক্ ভাবে কায়স্থসভা হইলে আবার কি আমাদের বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে না? ফলতঃ ঐ প্রস্তাবটী ঐ ভাবে না হইয়া শাখারূপে হইলে যেন ভাল হয়। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রীর 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধ বেশ গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে।

৩। **জাতিভেদ।** শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। পাংশা আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী, ২৮ ফর্ম্মা ২২৪ পৃষ্ঠা এতদ্ব্যতীত লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিস্তৃত ভূমিকা আছে। মূল্য ১্ টাকা।

দিগিন্দ্র বাবুর 'জাতিভেদ' নামক গ্রন্থে নিম্নশ্রেণীর জন্য বেদ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হইতে বহু প্রমাণ উপস্থিত করত তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন যে প্রাচীন কালে জাতি বিভাগ ছিলনা কর্ম্মের দ্বারা পৃথক্ পৃথক সংজ্ঞা হইয়াছে মাত্র। সকলেই সকলের অন্ন আহার করিতে পারে শাস্ত্রের তাহাই অভিপ্রায়। এস্থলে আমাদের বক্তব্য যে শাস্ত্রে নিজের মনোমত কথাটী পাইলে তাহা প্রমাণ্য এবং উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বচন থাকিলে তাহা অপ্রামাণ্য সে সমুদয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন কি? অথচ গ্রন্থকার তাঁহার 'জাতিভেদ' গ্রন্থে প্রথম যে শাস্ত্রের বচন প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন শেষে সেই শাস্ত্রই অন্য বচনের সমালোচনায় অপ্রমাণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ করার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইল না। আমাদের আর একটী কথা এই গুণকর্ম্মানুসারে এখন জাতি বিভাগ করিতে উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে, সেই শাস্ত্রের অন্যান্য উপদেশ প্রতিপালনে কি বাধা আছে? যাহা হউক সমাজের উন্নতিকামিদিগের প্রতিগৃহে পুস্তকখানা রাখা কর্ত্তব্য মনে করি।

৪। **প্রার্থনা-শতক।** শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য প্রণীত। হুগলী পোঃ এলাটী বৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ৮।০ ফর্ম্মা। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

প্রার্থনা-শতক বৈষ্ণব সমাজের প্রার্থনা বিষয়ক কবিতাপুস্তক। গ্রন্থের ভাব ও ভাষা সুললিত এবং ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ। এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচার কামনা করি।

৫। **বৈষ্ণব-বিবৃতি।** শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা মাত্র। ফর্ম্মা ১২৬ পৃষ্ঠা। ডিমাই ১২ পেজী ১০।০।

বৈষ্ণব বিবৃতির কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার বেদ উপনিষদ্ আদি বহু শাস্ত্রীয় গবেষণা দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের এক মহদুপকার করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুরই এ পুস্তক একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৬। **স্বাস্থ্য-সমাচার।** মাসিকপত্র। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যা ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৩ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪৮ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র১ টাকা মাত্র।

*স্বাস্থ্য-সমাচারের বিগত বৈশাখ হইতে বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে ১ম ও ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা পড়িয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম। বহুবিধ পীড়ার আশ্রয় বঙ্গবাসীর ভাগ্যে নিত্য খাদ্য হার্য্য দ্রব্যসমূহের উপকারিতা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বুঝাইবার জন্য এইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় মাসিক পত্র বড়ই আশাপ্রদ। এইপ্রকার মাসিকপত্র দ্বারা সুধু যে শিক্ষিত সম্প্রদায় উপকৃত হইবে তাহা নহে গৃহলক্ষ্মীরাও নিজ নিজ পুত্র কন্যার স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে সমর্থা হইবেন। আমরা স্বাস্থ্য-সমাচারের বহুল প্রচার ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বিবিধ।

অমরগজালিগাছ।

বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি রামপাল নগরস্থ বল্লালদিঘির উত্তরপারে যে বৃহৎ গজারি বৃক্ষ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে যে, মহারাজ আদিশূর নৃপতির সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞে, সমাগত অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণপঞ্চক, রাজাকর্ত্তৃক প্রত্যু অভ্যর্থিত না হওয়ায় মল্লকাষ্ঠোপরি যে আশীষনির্ম্মাল্য রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সেই শুষ্ককাষ্ঠ জীবীত হইয়া 'অমরগজারিগাছ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সম্প্রতি বজ্রযোগিনী হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যে বৃক্ষ সুদীর্ঘ কাল হিন্দু সমাজের পূজা, ভক্তি, শ্রদ্ধা লাভ করত অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছিল, সেই সুপ্রসিদ্ধ গজারিবৃক্ষ এবার জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

পণ্ডিতরাজ ও কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন।

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, কায়স্থ সভার পণ্ডিতদিগের বিচার সংক্রান্ত এক প্রবন্ধ লিখিয়া বিগত ৭ই আষাঢ় হিতবাদী ও ৮ই আষাঢ়ের বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অনেক অবান্তর অসত্যের প্রকাশ পাওয়ায় এপক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ কাব্যবিনোদ মহাশয় দ্বারা "রংপুর কায়স্থ সভার ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিচারের বিবরণ" শীর্ষক সুদীর্ঘ এক প্রতিবাদ বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকদিগের নামে পত্র সহ পাঠাইয়া দেন এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আমাদের হস্তগত

হয়। উদার সম্পাদক মহাশয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, সাহা, কৈবর্ত্ত্য ও চণ্ডালের সামাজিক সভার বিবরণ প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন; আর কায়স্থদিগের বেলা ভাশুর অথবা মামাশ্বশুর সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। তাহাদের নাম মুখে আনিতে পাপ হয়। কায়স্থের প্রতিপক্ষীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রতিবাদ প্রকাশ না করাতে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য কতদূর রক্ষিত হয়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। অতএব আমরাই পণ্ডিতরাজের কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে ২।১টী মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি আপনারা তাহাই দেখুন—

পণ্ডিতরাজ প্রথমেই তার্কিক ও বিচারকের কথা লইয়া কতকগুলি বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন। যখন বিচার হওয়া স্থির হয়, তখন তথাকার সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন বিচারের জন্য কোন্ কোন্ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিতে হইবে? "আমরা উত্তরে জানাই কায়স্থের বিরুদ্ধে জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বিক্রমপুরের কাশীবিদ্যারত্ন ও বামনদাস বিদ্যারত্ন ইঁহারাই প্রসিদ্ধ। এই তিন জনের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা নিমন্ত্রণ করিতে পারেন। কিন্তু কাশীবিদ্যারত্নকে নিমন্ত্রণ করাই সুযুক্তি, কেননা তাঁহাকে যদি বিচারে পরাস্ত করা যায়, তবে পূর্ব্ববঙ্গে আর কেহ মস্তকোত্তলন করিতে পারিবে না।" এই লেখার পর আমরা তাহার কোন উত্তর পাই না, এদিকে আমরা নবদ্বীপে শ্রীযুক্তহরিশতর্করত্নমহাশয়কে পত্রী পাঠাই। তিনি পত্রী গ্রহণ করিয়া সপ্তাহ পর অর্থাৎ রংপুর যাওয়ার পূর্ব্ব দিন শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণের নিকট পত্র ফেরৎ দিয়া বলেন যে, আমি রংপুরে বিচার করিতে পারি না, রংপুর হইতে ব্রাহ্মণ-সভা অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন এ ইঙ্গিত কাহার এবং রংপুর হইতে অনুরোধকারী লোকটাই বা কে?

পণ্ডিতরাজ ঐ পত্রিকায় পুনরায় নবদ্বীপ বিবুধ-জননী-সভার অন্যায় অবধারণের প্রতিবাদ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য বিনা ব্যয়ে যে মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার বিন্দুবিসর্গও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অবগত নহেন এবং শ্রীশ বাবুও কায়স্থ-সভার কখন সহকারী সম্পাদক ছিলেন না যে তিনি তাহা সভার নিকট রিপোর্ট করিবেন। কায়স্থ-সভা জানিলে নিশ্চয়ই তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতেন। যাহা হউক এরূপ অথবা অবান্তর বিষয়েয় অবতারণা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর পণ্ডিতরাজ মহাশয় যে লিখিয়াছেন—"সেই দিন (সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন) দিবা ১২টার সময় কায়স্থ-সভার নোটীশ বাহির হইল 'অদ্য দিবা ১ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিচার হইবে।' আমি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কায়স্থ-সভায় উপস্থিত হইলাম।" ইত্যাদি কথার সত্যতা পাঠকবর্গ নির্দ্ধারণ করুন।

পণ্ডিতরাজ বিচারের দিন দিবা ১২টার সময় সভার সংবাদ পাইলেন, অথচ ইতঃপূর্ব্বে ৫ই মাঘ তথাকার ধর্ম্ম-সভায় কায়স্থ-সভার এক সাধারণ অধিবেশনে হইয়া ২৪শে হইতে২৬শে চৈত্র বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য্য হওয়ায় ঐ নির্দ্ধারিত দিন পরিবর্ত্তনের প্রার্থনায় এক মাস পর শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় দ্বারা যে দরখাস্ত করাইয়াছিলেন, যে কারণে সভার দিন ১২ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং সভাপতি মহাশয় ফয়জাবাদ সভায় গমন করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা কি পণ্ডিতরাজের বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। কায়স্থ-সভার এই পত্রী দেখাইয়া কি তিনি বিদায় গ্রহণ করেন নাই? সেই পত্রীতে কি বিচারের কথা ও তারিখের কথা নির্দ্দেশ ছিল না? পত্রখানা পাঠকবর্গ পড়িয়া দেখুন।—

পরম পূজনীয়াশেষশাস্ত্রাধ্যাপক

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য

মহাশয় শ্রীচরণ পর্দ্মে

নবাবগঞ্জ, রংপুর।

ওঁ

সংখ্যা ৪

যেয়ং সভা শুভকরী সুসমাহিতানাং
কায়স্থ-তত্ত্ব-বিবৃতৌ জনিতোৎসবানাং।
তস্যাঃ প্রবর্ত্তন-বিধি র্ভবিতা ভবদ্ভিঃ
কার্য্যৈত্যে সাত্র কৃতিভিঃ কৃপয়া কৃতার্থা॥
মীনার্কাম্বরবহ্নিমান দিনতো রাধেন রারেন্দুমং
কালোব্যত্যয়কস্তথা প্রতিনিধির্নৈষ্ঠৌহত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।
বম্বেহভ্যর্থ-সভাপতি-র্নতশিরাঃ "পূর্য্যানু যাজ্ঞা বুধৈঃ"
রায়ঃ-শ্রীল মহেন্দ্ররঞ্জন ইতি ক্ষৌণী-সুরেন্দ্রাজ্যি যু॥

পত্রীয়ংগন্ত্রীরংপুরকায়স্থসমিতেঃ
১৩১৮ বঙ্গাব্দাঃ তাং ১২ই চৈত্র।

সচরাচর অধ্যাপকদিগকে যেরূপ সংস্কৃতে পত্রী দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও তদনুরূপ হইয়াছিল। ঐ পত্রের মধ্যে কায়স্থ-তত্ত্ব-বিবৃতির নিমিত্ত যে সভা হইবে আপনি তাহার স্বার্থকতা সংরক্ষণ জন্য ৩০শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ দিনত্রয় উপস্থিত থাকিবেন এ প্রার্থনা আছে, পাঠকগণ তাহা দেখিলেন। এখন ইহার অর্থগ্রহ যদি তাঁহার না হইয়া থাকে, তবে বিচার স্থানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় সুযোগ্য অধ্যাপক মহোদয়গণ কি মনে করিবেন? তাহা কি তৎপক্ষে বিড়ম্বনা নহে? পত্রীর মধ্যে বিচারের কথা তিন দিন থাকিলেও বিচারের দিন ৩১শে চৈত্র পূর্ব্বাহ্নে ধার্য্য হয়। এরূপ করার একটু হেতুও ছিল যে পুরাণাদি শাস্ত্র লইয়া শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় ৩০শে অর্থাৎ প্রথম তারিখে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, সভাপতি মহাশয়ও সেইজন্য রংপুর পৌঁছিয়াই প্রথম দিন অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য ও সভাপতির অভিভাষণ হইবে ইহা তথাকার কর্তৃপক্ষের নিকট স্থির করিয়া ডিমলা চলিয়া যান। কিন্তু রাজবংশীর ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতরাজ তথায় কায়স্থ-সভা যাহাতে না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যেমন ভবানীবাবুকে দিয়া এক দরখাস্ত করাইয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রিত নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র তর্করত্নের পত্রী সপ্তাহ পরে কৌশলে ফেরৎ দেওয়াইয়াছিলেন এস্থলেও তাহার ত্রুটি করিলেন না। তথাকার সম্পাদক মহাশয় দ্বারা প্রথম দিনই বিচারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। অথচ এই ব্যবস্থা কায়স্থ-সভার কর্তৃপক্ষগণ কিম্বা অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ সভাস্থলে যাওয়ার পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারিলেন না। এবং এই আকস্মিক অনুষ্ঠান করাতে পণ্ডিতরাজ শাস্ত্রাদির জন্য নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে প্রখ্যাতনামা তার্কিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছিলেন, আজ আমরা পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতে আসি নাই, উভয়পক্ষের বচনাবলীই আর্ষবাক্যরূপ মনে করিয়া তাহার মীমাংসা করা হউক, তাহাতে যাহা অবধারিত হইবে তাহাই সভ্যবৃন্দ মীমাংসারূপে গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ তৎকালে পণ্ডিতরাজ ইহাতে সম্মত না হইলেও কার্য্যকালে তাহাই হইয়াছিল এবং তাহাতেই আপত্তিকারী তর্করত্ন, সমর্থনকারী লাহিড়ী ও মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজ ইঁহারা মহামহোপাধ্যায় চতুস্তীর্থ মহাশয়ের উত্তরে নিরুত্তর হইয়া, কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই মধ্যস্থ মহাশয় আদেশ করিলেন ;—কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহাদের উপনয়ন হইতে পারে কিনা, সেই বিষয়ের বিচার হউক। তখন উপনয়নের বিচারান্ত হইয়াছিল। এইস্থলে বলা আবশ্যক পণ্ডিতরাজ এ কথাটী স্বীয় প্রবন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত

লইয়াছেন। বাস্তবিক সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের মুখ দিয়া বলাইয়া বাহাদুরী লইয়াছেন। বাস্তবিক এ সময় মাননীয় মিত্র মহোদয় প্রয়োজন বশতঃ ডিমলা ও চতুস্তীর্থ মহাশয় বাহিরে যান, এদিকে তর্কালঙ্কার ও লাহিড়ী মহাশয়ের ব্রাত্যত্ব খণ্ডনের বিচার আরম্ভ হয়, তাহাতে পণ্ডিতপ্রবর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রমাণ সমর্থন করিয়া বিচারনিপুণ তর্কবাগীশ মহাশয় অপরার্কের ব্যাখ্যা দ্বারা হরদত্তের টীকায় ভ্রম দেখাইয়া দিলে পণ্ডিতরাজ বলিলেন, এ প্রমাণ মানিতে পারা যায়, কিন্তু আমাকে মূল পুস্তক দেখাইলে কোন পক্ষই সমর্থন করিব না। তখন সকলে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং উঠিয়া পড়িলে সভা ভঙ্গ হয়।

এখন পাঠক মহোদয়গণ রাজবংশীর ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থাদাতৃ পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধের মূল্য বুঝিয়া লউন।

প্রচার কার্য্যের বিবরণ ঃ—

প্রচারক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী।

৫ই আষাঢ় ১৩১৯। দাঁইহাট পাইকপাড়া, বর্দ্ধমান। সোপবীত শ্রীযুক্ত শ… চন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতির রীত্যানুসারে সম্পাদন ক… সঙ্কল্প করায় ২১৫ জন সামাজিক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার উদ্যোগ করায়, ক… শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেন বর্ম্মা কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বিশেষ যত্নে শ্রাদ্ধ দিবসই … কায়স্থের এক সভা হয়। অগ্নিহোত্রী মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণে বিরুদ্ধবাদীদিগকে স্বমতে লইয়া শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে নি… সম্পাদন করান। তাঁহার বক্তৃতায় একজন আজীবন ও একজন সাধারণ … হন। অতঃপর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন এবং নব… শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ ভাগবতরত্ন, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন … এক ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়া পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীস্থ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ভ… মহাশয়কে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। ঐ ব্যবস্থা পত্রটী এই—

"কৃত সংস্কারবতঃ কায়স্থস্য পিতুঃ আদ্যশ্রাদ্ধাদিকং সভ্যানাং পণ্ডিত … সন্নিধৌ পাণ্ডোপাধিনা কুলপুরহিতেন শ্রীতিনকড়ি শর্ম্মণা ক্ষত্রিয়াচারেন কার্য্য… মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

৬ই আষাঢ়, ১৩১৯। কাঞ্চনতলা মুর্শিদাবাদ। স্থানীয় জমীদার কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি স্বর্গীয় ৺শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের ভবনে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। শ্রীশবাবু উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এবং সভাপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে তৎপিতৃপদ অনুসরণ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ কর্ম্মে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন।

১১ই আষাঢ়, ১৩১৯। নিমতিতা মুর্শিদাবাদ। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশবাবু এক সভা করেন। তিনি উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপবীত গ্রহণের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়াদেন। অতঃপর বিবাহব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব উঠিলে শ্রীযুক্ত রাইমোহন মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার ৪টী পুত্র আছে, তিনি তাহাদের বিবাহে কন্যা পক্ষের নিকট কপর্দ্দকও লইবেন না; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর সকলে তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

১৪ই আষাঢ়, ১৩১৯। রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের ভবনে এক সভা হয়। সভায় সবডিভিশনাল অফিসার, মুন্সেফ, ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, জমীদার ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে মুন্সেফ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশবাবু বক্তৃতাকালে ব্রাহ্মণদিগের অহৈতুক বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি বিধানের জন্য সকলকেই অনুরোধ করত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। দুঃখের বিষয় জাতীয় ভাণ্ডারে কেহই অর্থ প্রদান করেন নাই; অধিকন্তু শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার মহাশয় বলেন—তিনি জঙ্গীপুর সভার পক্ষ হইতে ৪।৫ বৎসর ৩।৪ শত করিয়া টাকা কায়স্থ-মহাসভায় প্রদান করিয়াও এপর্য্যন্ত সভাকর্ত্তৃক কোন হিতজনক কার্য্য দেখিতে পারেন নাই।

কথাটা বিগত ২০শে আষাঢ়ের আনন্দবাজার-পত্রিকায় দেখিলাম—সরকার মহাশয় জঙ্গীপুর কায়স্থ-সভায় ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। জানিনা তাঁহার এই টাকার অঙ্ক

মোগলাই 'দাম' কিনা? কেননা জঙ্গীপুর শাখা-সভায় চাঁদা এখনও বথে বাকী আছে।

প্রচার-সমিতি।

৭ই আষাঢ়, ১৩১৯। কুড়িগ্রাম রংপুর। প্রচার-সমিতির অন্যতম সদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল্ মহাশয় কুড়িগ্রামে উপস্থিত হইলে স্থানী উকিল মোক্তারদিগের যত্নে এক সভা হয়। উক্ত সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযু কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রভৃতি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব উপনয়ন গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে মিত্র মহো বলেন—এখানে একটী শাখা-সভা স্থাপন করা উচিত এবং সেই সভায় নির্দ্দে নুসারে স্থানীয় সমাজ পরিচালন করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করি আর কেহ কাহারও প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে এই কা সমাজপতিগণই করিতেন। এখন যখন সমাজপতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থের ম কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না তখন তৎকর্ত্তব্য আমাদের জাতীয় সমিতির উপর ন্যা করা সমীচান মনে করি। তাহা হইলেই সেই সমিতি আপন সমাজ সৎ-শিক্ষা দ্বারা উন্নত করিয়া ভারতীয় সমগ্র কায়স্থের সহিত মিলিত করিতে পারিবে এই শিক্ষা যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই নির্দ্দেশ করিতেছি তাহা ন মানুষের চরিত্র গঠন করিতে হইলে ধর্ম্ম-নীতি ও সাহিত্য এতৎ ত্রয়ই পর্য্যা রূপে শিক্ষা দেওয়া চাই। তাহা হইলেই সদাচার এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মভাব সমু হইয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। সত্যের সার প্রণব 'ওঁ' কার সুতরাং ওঁকা অধিকারী হইতে হইলে অগ্রে তৎসাধনার পথে কায়স্থদের মধ্যে ব্রাত্যতারূপ অন্তরায় আছে, উপনয়ন গ্রহণ দ্বারা তাহা দূর করিয়া তৎসাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাসে যেমন কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছে আমি স্বয়ং তাহা উত্তর ভারতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তজ্জন্যই বলিতেছি আমরা যদি এক মহাজাতিতে পরিণত হইতে কামনা রাখি, তবে আমাদের দেশীয় দয়াদগণের ন্যায় অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। কেহ কেহ কায়স্থ জাতিকে সৎশূদ্র বলিয়া বসেন। ইহা বলা তাঁহাদের ভ্র সৎশূদ্র বলিতে আবহমানকাল নবশাখগণই কথিত হইয়া আসিতেছেন। দের ভ্রম অপনয়ন করা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

বক্তৃতার উপসংহারকালে বলিলেন ভারতীয় সমগ্র কায়স্থের সহিত একত্র হইতে হইলে অগ্রে আমাদের দেশের রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র সমাজ গণ্ডীটুকু ভাঙ্গিতে হইবে, তাহার উপায় আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করা। অতঃপর বরপণনিবারণ ও চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই সভায় ছয়টী প্রস্তাব উত্থিত ও সমর্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মিত্র মহোদয়ের প্রস্তাবে একটী শাখা-সভাও গঠিত হইয়াছে। এবং রংপুর সভায় পূর্ব্বপক্ষকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রের দ্বারা লিখিয়া জানাইয়াছেন যে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন গ্রহণ যোগ্যত্ব সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লিখিতেছেন।

ভ্রম-সংশোধন।

বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ পত্রিকার ৩৬ পৃষ্ঠার ১৮শ পংক্তি ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন বিবরণীর ।৵০ পোণের ১২শ পক্তিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তবারিধি উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পরিবর্ত্তে হইবে—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক "সিদ্ধান্তবারিধি" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
অর্ঘ	অর্ঘ্য	৯৫	৮
জতিত্ব	জাতিত্ব	৯৮	৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সভার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অগৌণে আমাদিগকে সডাক মাশুল ও মূল্য পাঠাইলে বুকপোষ্ট ডাকে পাঠাইয়া দিব। প্রকাশ করা আবশ্যক মাত্র শাখা সভা সমুহই এই বিবরণী বিনামূল্যে পাইবেন, নতুবা সভ্যদিগে প্রতি খণ্ডের মূল্য ⁄১০ এবং অপরে লইতে ইচ্ছা করিলে প্রতিখণ্ডের জন্য ।০ আনা নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

DOUBLE COLOUR

Presented ... by Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩১৯। নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

কাশ্মীরে কায়স্থ-রাজন্যবর্গ।

মহাভারতে দেখিতে পাই যে পাণ্ডু অভিশপ্ত হইলে পর, তিনি তাঁহার যৌবন-গতপ্রায় দেখিয়া তদীয় পত্নীদ্বয়কে ইন্দ্রাদি ক্ষত্রিয় দেবগণ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পরামর্শ দিতেছেন? পাণ্ডুর একথা বলিবার কারণ আমরা রামায়ণেও কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইয়া থাকি :—

"পঞ্চরূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যম তৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥"

৩।৪ রামায়ণ।

বেদোপনিষদেও এই কথা তৎপূর্ব্বেই বলিয়াছেন :—"যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমোমৃত্যুরীশানঃ।" অর্থাৎ—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য ও যম প্রভৃতি দেবতা ক্ষত্রিয়। ১।৪।১২ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

সেই কারণেই ভগবান মনু তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মসংহিতাতেও এই বিষয় একটু বিস্তারিত করিয়া ও একটু বাড়াইয়া বলিতেছেন। পাঠক! মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক একটু মনোযোগ করিয়া দেখুন :—

"ইন্দ্রানিল যমার্কণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥"

অর্থাৎ—ইন্দ্র, অনিল, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের এই আটজন লোকপালের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় রাজার সৃষ্টি। অষ্টম শ্লোকেও সেই কথাই বলিতেছেন :—

"বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥"

মহাভারতেও দেখিতেছি পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় দেবগণের মধ্যে যাঁহাদের আরাধনা করিয়া পুণ্যবতী কুন্তী যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন তিন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ঐ মহাপুরাণে সেই সকল দেবতারই পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের ৯৩ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে অন্তরীক্ষবাসী ঋষিগণের কথা আছে :—

"তত্র তিষ্ঠন স দাশার্হো রাজমধ্যে পরন্তপঃ।
অপশ্যদন্তরীক্ষ স্থানৃষিনপরপুরঞ্জয়ঃ ॥"

তৎপরেই ৪৩ শ্লোকে দেখুন :—

পার্থিবীং সমিতিং দ্রষ্টুমৃষয়োভ্যাগত নৃপঃ।
নিমন্ত্র্যতমা আসনৈশ্চ সৎকারেণ ভূয়সা ॥"

অন্তরীক্ষবাসী দেবতা এবং মহর্ষিগণ যদি তৎকালে এই পৃথিবীতে যাতায়াত না করিতেন, তবে মহামুনি বেদব্যাস পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে, এরূপ কথার প্রচার করিতেন না।

বর্ত্তমানকাল প্রভাবে আমরা অনেকে বিকৃতবুদ্ধি ও মোহাচ্ছন্ন,সেই জন্যই আর সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেও আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুণ্ঠিত নহেন। নতুবা পূজ্যপাদ ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ, ব্রহ্মাণ্ডের আদিসৃষ্ট গ্রহ-জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি যে সকল অন্তরীক্ষবাসীদিগকে, বহু ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ সেই সমস্ত দেবতাগণকে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিবে কেন ?

বর্ত্তমানকালে ক্রমোন্নতি বাদের উপর বিজ্ঞান বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, যাহারা বানরের সঙ্গে মনুষ্যের কতক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, বানর মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত বা অনুমান করে, তাহারা সেই বিজ্ঞানবুদ্ধিকে যদি আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ক্রমোন্নতির দিকে প্রবাহিত করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদিগের এই উপস্থিত সম্মানের বড় বেশী লাঘব হইবে না। বরং

[illegible] যুক্তি ও প্রমাণের যে অধিকতর সাহায্য পাইতে পারেন, তাহা বলাই বাহুল্য এবং এতদ্দ্বারা বানরত্ব অপেক্ষা দেবত্বের দিকে তাঁহাদিগের রুচি ও প্রবৃত্তি যে অধিকতর অগ্রসর হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

আধুনিক দেববিদ্বেষীগণ যতই কেন বিদ্বেষ প্রকাশ করুন না, কিন্তু যে কালে বৃহস্পতি (জুপিটার), উশনস (ভীনশ) প্রভৃতির পূজা নব্য একেশ্বর [illegible]য়ের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, তৎকালে তাঁহারা কি কেবল [illegible]র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ? তৎকালে কি দেবগণ (ডেউস) বর্ত্তমান [illegible] ন্যায় কাল্পনিক বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছেন ? শাস্ত্রসমূহেও দেখিতে পাই, পূর্ব্বকালে আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।

"দেবতারা কোনও ফল দিতে পারেন না" এইটি চার্ব্বাক প্রভৃতির মত হইলেও 'দেবতা নাই" এ কথা তাঁহারা বলেন নাই। বরং দেবগুরু বৃহস্পতি যিনি অদ্যাপি গ্রহরূপে বিরাজমান, তাঁহাকেই তাঁহাদের মতের উপদেষ্টা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ? তবে তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন কথায় বিশ্বাস করিতেন না, এই মাত্র। দেবতারা যে ফল দিতে পারেন, তাঁহাদিগের দ্বারায় তাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই বা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহা বিশ্বাস করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী প্রাচীন গ্রন্থসমূহ যে অকুণ্ঠিতচিত্তে দেবতার উক্তি ও কার্য্যসমূহের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন,—সে সকল কি মিথ্যা ? কিছুতেই নহে,—অসম্ভব কথা কখনও এরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত ও অপ্রতিবাদিতরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

যে সকল আত্মাভিমানী ব্যক্তি জগতের কার্য্য-কারণসমূহ নির্দ্ধারণে অসমর্থ, তাহারাই দেব-ক্ষমতায় অবিশ্বাসী।

বেদই আর্য্যজাতির একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, বেদই আর্য্যজাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! সেই "ত্রয়ী" বেদ যাঁহাদিগের পূজার মন্ত্রসমূহে পূর্ণ, তাঁহাদিগেরই পূজায় হিন্দুর মনোযোগ নাই। আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ উদ্দেশ্যে এখন আর পূজা করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম পালনে অমনোযোগী হইয়া আর্য্য ও অনার্য্য আখ্যায় আখ্যাত।

রামায়ণেও দেখিতে পাই, বিজয়কামী—চিন্তাক্লিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাকাণ্ডের ষড়ুত্তর শততম সর্গে, দেবারাধনার জন্য উপদিষ্ট হইতেছেন :—

"রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্ব্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥

আদিত্যং হৃদয়ং পুণ্যং সর্ব্বশত্রু বিনাশনম্।
জয়াবহং রূপং নিত্যমক্ষং পরমং শিবং ॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপ প্রনাশনম্।
চিন্তা শোক প্রশমন মায়ুর্ব্বর্দ্ধন মুত্তমম্ ॥"

ভগবান রামচন্দ্রও সূর্য্যপূজার জন্য উপাদিষ্ট ? "শৃণু গুহ্যং সনাতনম্" বলিয়া সূর্য্যদেবের পূজার ফল পর্য্যন্ত বলিতেছেন।—পাঠক ! ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ১৬শ মন্ত্র দেখুন।

ঋগ্বেদে আছে :—

"অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ।"

অর্থাৎ—সূর্য্যের স্থূল চক্র ব্যতীত অপর একটি সূক্ষ্ম চক্র আছে। কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম চক্রের তত্ত্ব সকলে জানে না, কেবল মাত্র ধ্যানশীল, মনন পরায়ণ তত্ত্বদর্শিগণ সূর্য্যের এই সূক্ষ্ম চক্রের তত্ত্ব অবগত আছেন।

ঋগ্বেদেই অন্যত্র :—

"ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।" ঋক ১।২২।১৮

সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর ত্রিপাদ-বিক্ষেপ স্বরূপ বৈদিক উপমা বহুবিধরূপে আমাদিগের শাস্ত্রে আছে।

৫ম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ২য় মন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র সম্বন্ধেও আছে :—

"অবাচ চক্ষং পদমস্য সস্বরুগ্রম্"

অর্থাৎ—আমি ইন্দ্রের সেই উগ্র ও নিগূঢ় পদটিকে জানিতে পারিয়াছি।

আবার ৮ম মণ্ডলের ৯৭ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে ইন্দ্রকেই বলিতেছেন :—

"যচ্ছক্রাসিপরাবতি যদাবতি বৃত্রহন।"

১ম মণ্ডলের ৬৭ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

"যং ই চিকেত গুহা ভবন্তং মাযঃসসাদ ধারামৃতস্য।"

অর্থাৎ—যাঁহারা অমৃতের ধারা স্বরূপ এবং নিগূঢ় অগ্নিকে জানিতে পারেন, অগ্নি তাঁহাদিগকেই কেবল ধনের কথা বলিয়া দেন।

দেবতাবর্গ যদি কেবল মাত্র স্থূল জড় পদার্থই হইতেন, তাহা হইলে আমরা ঋগ্বেদের ন্যায় গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতারই সূক্ষ্ম রূপের উল্লেখ কথনই দেখিতে পাইতাম না। ঋগ্বেদ জড় পদার্থের গুণকীর্ত্তনকারী গ্রন্থ নহে।

৯ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ২য় মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতাদিগের

সকলেরই যে একটি পরম গোপনীয় নাম আছে, সোম দেবই তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন ; যথা :—

"দেবো দেবানাং গুহ্যানি নামাবিষ্কৃণোতি।"

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৪০ সূক্তের "হংসবতী" ঋকের ব্যাখ্যায় মহাত্মা সায়নাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন যে, আদিত্যগণে যে পুরুষ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই জীব হৃদয়ে অনুস্যূত। কাম্যবস্তুর কামনায় দেবোপাসনা যে নিতান্ত ফলপ্রদ, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতার ৩য় অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন ; যথা :—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥"

বাঞ্ছিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরম জ্ঞানী জনকও যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুণ্যবতী কুন্তীও মন্ত্রবলে ধর্ম্মরাজ যমকে আরাধনা করিয়া যুধিষ্ঠির, পবন দেবের আরাধনা করিয়া ভীম এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া অর্জ্জুনকে লাভ করিয়া জগতে পূজনীয়া হইয়াছিলেন। তর্পণ মন্ত্রে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় কুলের বীজ-পুরুষ ক্ষত্রিয় দেবতা ভগবান চিত্রগুপ্তদেবই যম, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আর্য্যগণ দেববংশ সম্ভূত। দেবারাধনায় সুশিক্ষিতা পুণ্যবতী কুন্তী কন্যাকালেও পরমারাধ্য ক্ষত্রিয়-দেবতা সূর্য্যকে আরাধনা করিয়াই মহাবীর কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবারাধনার ফলেই ক্ষত্রিয়-দেবতাগণের অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়া কুন্তী দিগ্বিজয়ী ক্ষত্রিয়-বীরগণের মাতা হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা।

সীতারামশরণ ভগবানপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩০৲ টাকা বেতনে ভগবান সরকারী কর্ম্মে প্রবেশ করেন। এক বৎসর পরে তাঁহার ১০৲ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৬৭ সনে তিনি ৮০৲ টাকায় উন্নীত হইলেন এবং ১৮৬৯ সনে তাঁহার বেতন মাসিক ১০০৲ একশত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া তিনি ডিপুটী

ইন্‌স্পেক্টর্ নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৫০৲ মুদ্রা পাইতে লাগিলেন এবং তিন বৎসর পর তাঁহার আরও ৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। ১৮৮৩ সনে তিনি ২০০৲—৩০০৲ গ্রেডে উন্নতি লাভ করিলেন। ইহার এক বৎসর পর তাঁহার পূজনীয় পিতামহাশয় জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। [illegible] বৎসর প্রশংসার সহিত সরকারী কার্য্য করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর ভগবান অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে এযাবৎ মাসিক ১৪৬৷৵ পেন্সন ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ১৮৯৩ সনে নবেম্বর মাস হইতেই তিনি অযোধ্যায় বাস করিতেছেন।

ইহাঁর প্রথম চাকরী পাটনা জেলায়। পরে সাহাবাদ বা আরায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৮০৲ টাকা বেতনে পূর্ণিয়া নর্ম্মাল স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর্ এই উভয় কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। তৎপর স্থায়ী ডেপুটি-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গেরে যান। মুঙ্গেরে ইনি দীর্ঘকাল বাস করেন, পরে ভাগলপুর বদলী হইয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে ইহাঁকে পুনরায় পাটনায় স্থানান্তরিত [illegible] হয়। এই সুদীর্ঘকাল চাকরীর মধ্যে ইহাঁর কখনও পীড়ার জন্ত ছুটি লইবার আবশ্যকতা হয় নাই। এই প্রকার লোভনীয় উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য তাঁহার সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

চাকরীর প্রথম অবস্থায় বিষয়-বিরাগী ভগবান্‌প্রসাদ অত্যন্ত উচাটন হইয়াছিলেন। ভজনভঙ্গ ভয়ে ঈশ্বরবিয়োগদুঃখে তিনি কাতর হইলেন, কিন্তু একদিন স্বপ্নে জনক-নন্দিনীর চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার চঞ্চলতা দূর হইল। তিনি ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী হইলেন। তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

‘তন্‌সে কাম করো বিধি নানা।
মন রাখো জঁহ কৃপা নিধানা॥’

ভগবান্‌প্রসাদ এই সত্য জীবনে পালন করিতেন। মুঙ্গেরে অবস্থান কালে ভগবান্‌প্রসাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন হইল। কিন্তু তিনি কাহারো নিকট প্রার্থী হইলেন না। অর্থাভাবে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল, ইতি মধ্যে জনৈক মুসলমান মোক্তার স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঠিক্ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে মোক্তার সাহেব বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে এবং স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে অগত্যা তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

ভাগলপুরে কার্য্য কালে একদিন ইনি দানাপুর হইতে ভাগলপুর যাইতেছিলেন। ষ্টেশনে ভুলক্রমে উল্টা (পশ্চিমমুখী) গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। দৈবাৎ সে দিন গাড়ীতে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়াছিল। অতএব ভগবান্ প্রসাদের ভ্রান্তিই তাঁহার জীবন রক্ষার কারণ হইল, এবং এক অভাবনীয় উপায়ে ৩০৲ টাকার নোট তাঁহার হস্তগত হইল। এই সময় অর্থ কৃচ্ছ্রতার তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছিল।

পাটনায় অবস্থানকালে দুইটী ঘটনায় পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপার পরিচয় পাইয়া সীতারামশরণ মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবামাত্র সংসার ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা বাস করিবেন এবং তথায় সর্ব্বদা ভজনানন্দে জীবন যাপন করিবেন, তাঁহার এই অভিপ্রায়ে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ঘটনা দুইটী সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কোনও সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্ত ভগবান্ প্রসাদের কিছু অর্থের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। কয়েক জনের নিকট তিনি টাকা চাহিলেন, কিন্তু কেহই দিতে পারিলেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলা ইনি একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল,—আমি কাশীতে অমুক মাড়য়ারীর কর্ম্মচারী। আপনার টাকা প্রয়োজন শুনিয়া তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি গ্রহণ করুন। ভগবানপ্রসাদ টাকা গ্রহণ করিয়া যথারীতি দলিল (তমঃসুক) লিখিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। সে ব্যক্তি বলিল, আজ সন্ধ্যা হইয়াছে, হাণ্ডনোট্ লিখিয়া দিন, কাল পাকা কাগজে লেখা হইবে। তিনি তাহাই করিলেন। তদবধি সেই অজ্ঞাতনামা মাড়ওয়ারী বা তাহার কর্ম্মচারীর কোন সন্ধান হয় নাই।

একবার ভগবান প্রসাদ স্কুল পরিদর্শন করিতে মফঃস্বলে বাহির হইয়া বিহ্‌টা ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে ডাক্ বাঙ্গলায় বাসা করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর্ ক্রফ্‌ট সাহেব বাঁকীপুর গিয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর্ মার্টিন সাহেব ভগবান্ প্রসাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ‘অমুক তারিখে ডিরেক্টর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অমুক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মৌখিক মঞ্জুরী ও উপদেশ গ্রহণ করিও।’ পত্র যথা সময়ে পাইলে তিনি ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু কার্য্য বশতঃ পত্র পাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। ডিরেক্টর্ চলিয়া যাইবার দিন বাঁকীপুর হইতে কলিকাতার গাড়া ছাড়িবার মাত্র ১৫৷২০ মিনিট পূর্ব্বে চিঠি

তাঁহার হস্তগত হইল। এই সময়ের মধ্যে ডাকবাঙ্গলা হইতে বাঁকীপুর [illegible] এবং ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। প্রভুর আজ্ঞা পালনে [illegible] হইয়া ভগবানের মনে চিন্তা ও গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি চারিদিক [illegible] দেখিতে লাগিলেন। তিনি মনোকষ্টে অভিভূত হইয়া গৃহে প্রবেশ [illegible] শরীর ও মন ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টার ধ্বনিতে [illegible] তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু মিলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের [illegible] রহিল না। ভগবান্ দেখিলেন তিনি আফিসের বেশে পকেটে আবশ্যক কা[illegible] পত্র লইয়া বাঁকীপুর ষ্টেসনের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া আছেন। দানাপুর [illegible] গাড়ী ছাড়িয়াছে বলিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া [illegible] তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন এবং ডিরেক্টর সাহেবের সহিত দেখা [illegible] ইন্‌স্পেক্টারের 'হুকুম তামিল' করিলেন। কলিকাতার গাড়ী ছাড়িয়া [illegible] বিধাতার দয়া স্মরণ করিয়া ভগবানের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তাঁহার উ[illegible] নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। [illegible] ইষ্টদেবতার চরণে ভক্তি পূর্ণ প্রণিপাত করিয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন:

'বিণু কারণ কৃপালা দীন-দয়ালা।' (১)

সীতারাম সংসারে অনন্যগতি হইয়া ভগবচ্চরণে স্মরণ লইয়াছিলেন। [illegible] ভগবান্ ভিন্ন সংসারে আর কিছুই কখনও জানেন নাই।

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।'

অথবা "তুমি আর আমি প্রভো মাঝখানে কেহ নাই।"

কবি সাদী বলিয়াছিলেন :—

"অন্দরূঁ বা তো চুনাং উন্‌স গিরফ্‌তস্ত মরা।
কি মলালম জে হমে খল্‌ক খোদা মীআয়দ।"

তোমার প্রেমে আমার মন এমনি মজিয়াছে যে সমস্ত জগৎ আমার নি[illegible] তুচ্ছ বোধ হইতেছে।

ভাগলপুরে থাকিতে থাকিতে তিনি স্বগ্রামের উন্নতির জন্য বিশেষ উ[illegible] করিয়া 'ব্রাহ্মণ-সভা' এবং 'কায়স্থ-সভা' স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ-স[illegible] সমস্ত ব্যয় স্বয়ং বহন করিতেন, চাঁদা হইতে কায়স্থ-সভার ব্যয় নির্ব্বাহ হই[illegible]

(১) সীতারামশরণ ভগবান্ প্রসাদজীকি সচিত্রজীবনী,
বাবু শিবনন্দন সহায় বিরচিত—পৃঃ ৫৫।

[illegible] এবং কায়স্থের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুসমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত। বঙ্গে [illegible] কায়স্থই ক্ষত্রিয়। সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থকে পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। পক্ষান্তরে কায়স্থ ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তাহা ভবিষ্যতে সমাজের পক্ষে [illegible]জনক হইবে না। যতদিন উভয়ে উভয়ের মঙ্গলকামী হইয়া সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বক একমন একপ্রাণ হইয়া হিন্দু সমাজের জীর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইবেন, ততদিন আমাদের 'জয়ের' আশা নাই। ভগবানপ্রসাদ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াই [illegible]রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুইটী সভাই সাধারণের [illegible]নুভূতি অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

ভগবান প্রসাদ হিন্দীভাষার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তাঁহার বাল্যকালের [illegible]চিত 'তনমনকী স্বচ্ছতা' নামিকা পুস্তিকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। [illegible] 'পীপাজীটী কথা', 'ভগবদগীতার টীকা', ভক্তমালটীকা', 'ভাগবত গুটকা', [illegible]সীতারাম মানসীপূজা' ও 'শ্রীজগন্নাথ কীর্ত্তন' প্রভৃতি পুস্তক হিন্দী সাহিত্যে [illegible]হার নাম ও যশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার ভক্তমালের [illegible] সমালোচনায় বলিয়াছেন,—

"Sita Ram Sharan Bhagaban Prasad's edition of Bhakta-[illegible]l. It is a most important and valuable work, and I have [illegible]en reading it with the greatest interest."

ভগবদ্‌গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ের টীকা হনুমানকে উৎসর্গ করিতে যাইয়া ভগবান [illegible] লিখিয়াছেন :—

"তুমহি মাতু পিতু পরম হিত, তুম্ মমগুরু ভগবান।
'রূপকলা' সিয়কিঙ্করী বিনবতি শ্রীহনুমান।"

এখানে তিনি আপনাকে রূপকলা এবং সীতাকিঙ্করী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-[illegible]ন।

সীতারামশরণ চিরদিন বিনয়ী ও সরল। বৈরাগ্য গ্রহণের পূর্ব্বে [illegible]রী হইয়াও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে থাকিতেন। ইঁহার আয় [illegible]কাংশ সাধুসেবায় এবং ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হইত। ইঁহার অভাবও তজ্জনিত [illegible]তে হইবে। সে অভাব বিধাতা বিচিত্রভাবে সময় সময় পূর্ণ করিয়াছেন, [illegible] জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি। (১) যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে

(১) পর পৃষ্ঠার পাদ টীকায় ভগবান্ প্রসাদের একখানা সাধারণ পত্র উদ্ধৃত হইল।

তাহা ভিন্ন আরও অনেক ঘটনা ভগবানের জীবনে ভগবৎ মহিমা প্রকাশ করে বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার ব্রাহ্মণের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধ জন্মিতে দেখা যাইত এবং হঠাৎ তাহা শান্ত হইয়া যাইত। সাধারণতঃ ভজন, সাধন এবং ভগবদর্চ্চনায় বাধা পড়িলেই তাঁহার বিরক্তি বা ক্রোধের কারণ হইত। তিনি চিরদিনই ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত সম্মান করেন। জীবনে কখনও ব্রাহ্মণদিগকে পাচক বা অন্য কোন হীন কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। হায়! কবে আবার আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উদার উচ্চভাব অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইবেন? ভগবান্ সাংসারিক সুখে মত্ত হইতেন না। মন বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বদা এক করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বভাবগুণে উচ্চনীচ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান করিত। রাজকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সম্বন্ধে একবার নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন :—

"I entertain a very high opinion of his integrity and ability, as well as considerable regard for him personally. He is to my mind one of the most genuine and guileless native I have ever met."

ভাগলপুরের পাদ্রী আর্থার সাহেব বলিয়াছিলেন,—'He is a most religious man.'

ভগবান্ প্রসাদ সকল কার্য্যেই নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী। তিনি আবার এতদূর ভক্তিপ্রবণ যে রামলীলায় নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার উভয় নেত্রে বারিধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। তিনি ভগবদ্‌প্রেমে বিহ্বল ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। একবার ছাপরাজিলা স্কুলের সন্নিকটে সীতারামের মন্দিরে রামলীলা দেখিয়া নৃত্য করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেলে বহুক্ষণ পরে পুনরায় তিনি চৈতন্য লাভ করেন।

*শ্রীঅযোধ্যাশ্বরযুভ্যাং নমঃ।

ইস্ দীন্‌সে অব্ পরিশ্রম নহী হো সকতা; ইসলিয়ে অব্ কাই প্রেমী শ্রীহনুমন্ত বা সত্কী কে নিমিত্ত অথবা মেরে লিয়ে রূপয়া ন ভেজে; যদি ভেজেঙ্গে তো অস্বীকার কিয়া জায়গা, পর প্রকারসে নহী রখ লিয়া জায়গা। আপ্ কৃপাকরকে য়হ বাত আপনে প্রেমিয়োঁ পর কয়দীজিয়ে কি দ্রব্য ন ভেজাকরেঁ।

শ্রীঅযোধ্যাজী।
প্রমোদবন,
রূপকলাকুঞ্জ ৫—১—০৮।

দীন শ্রীসীতারামশরণ ভগবান্ প্রসাদ।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সম্পত্তির নিজাংশ দানপত্র দ্বারা সীতারাম বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। স্বয়ং সংসার পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার পথে কাশীধামে গঙ্গাস্নান করিয়া অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া অযোধ্যাবাসের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অযোধ্যার শ্রী১০৮ রামচরণ দাস প্রভুর বড় কুটীর প্রমোদবনে 'আঁচলা, লেংটী এবং কমণ্ডলু' গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যায় তিনি নিয়ত ঈশ্বর ভজন, অর্চ্চন, দর্শন এবং ধ্যান দ্বারা সময়াতিপাত করেন। তিনি যেবার প্রথম প্রথম অযোধ্যাতীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, হনুমানের মন্দিরের দরজার সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আঠারনালা হইতে জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া দেখিয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন। প্রেম ও ভক্তি স্বাভাবিক বৃত্তি। তাঁহারা ধন্য, যাহারা এই দেবদুর্লভ মানব বৃত্তির অধিকারী।

আর একবার মোগলসরাই হইতে বাঁকীপুর আসিবার কালে সর্ব্ব প্রথম O. R. R. (আওধ্ রোহিল্‌খণ্ড্ রেলওয়ে) গাড়ীতে 'O' ওকার লেখা দেখিয়া অযোধ্যার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ অযোধ্যাযাত্রাকালে তাঁহার জননী জীবিতা ছিলেন। পুত্রের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামীর স্মৃতি ও বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। অতএব মাতৃদেবীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভগবান মাসিক ৫১ টাকা প্রেরণ করিতেন। ১৮৯৫ সনে শিবরাত্রি দিনে তাঁহার জননী শিবব্রতীর স্বর্গবাস হইয়াছে। শিবব্রতী গৌরীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। শিবব্রতী, শিবরাত্রী এবং শিবগৌরী মন্ত্রের কি অপূর্ব্ব মিলন!

কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবানপ্রসাদকে অনেক সময় আত্মগোপন করিয়া চলিতে হইত, এবং ইচ্ছা থাকিলেও নিয়মের দাস হইয়া তিনি লোকের সহিত প্রাণখুলিয়া সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন না। অযোধ্যাবাসের পর হইতে সাধু ভগবানের চরিত্রমাধুর্য্য পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার যশঃসৌরভ উত্তরভারতের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রামনবমী এবং কার্ত্তিক স্নানাদি উপলক্ষে অযোধ্যায় তীর্থযাত্রীর সমাগম হইলে দূর দূরদেশ হইতে বহুলোক সীতারামশরণ সাধু ভগবানের দর্শনাভিলাষে তাঁহার কুটীরে আগমন করে। প্রতি রবিবারে অবসর দিনে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী

উকীল, হাকিম, জমীদার, কেরাণী প্রভৃতি সৎসঙ্গ লাভের নিমিত্ত ভগবানের দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করেন। তিনি সর্ব্বদা ভজন সাধনে ও নির্জ্জনধ্যানে থাকেন, অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকা হইতে সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। সুশিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

একটী ঘটনায় সাধু সীতারামের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ও শক্তির আভাস পাওয়া যাইবে। গয়ার উকীল সীতামারী বুলাকীপুর নিবাসী বাবু বলদেব নারায়ণ সিংহ অযোধ্যাতীর্থে যাইয়া নিঃস্বার্থ সাধু অন্বেষণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডারা সীতারামশরণের নাম বলিয়া দিলে তিনি দর্শন করিতে গেলেন। বলদেব বাবু বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ১০।১২টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া গেলেন। ভগবানপ্রসাদ বিনাজিজ্ঞাসায় কথাপ্রসঙ্গে একে একে বলদেব বাবুর সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিয়া উপদেশ করিলেন। তদবধি বলদেব বাবুর ধর্ম্মে মতি হইল। তিনি সীতারামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যথারীতি ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিলেন।

যে সকল লোক সাধু ভগবানের কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। শ্রীপণ্ডিত উপাধ্যায় রামহিত শর্ম্মা, রামপুর নগরা, সারণ। ইনি রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের একজন বিশিষ্ট কথক।

২। শ্রীযুত গয়াদত্ত চৌবে, হলদী, বলিয়া জিলা।

৩। শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসাদ, শ্রীবাৎস্য কায়স্থ, হিজ সারণের অধিবাসী, ছাপরার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল।

৪। শ্রীযুত বলদেও নারায়ণ সিংহ, উকীল, গয়া।

৫। পণ্ডিত শ্রীযুত হরিনারায়ণ উপাধ্যায় রামপুর নগরা, সারণ।

৬। শ্রীযুত বাবু দ্বারকাপ্রসাদ, সারণ, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ডিঃ ইন্স্পেক্টর, শ্রীবাৎস্য কায়স্থ।

৭। শ্রীযুত কৃষ্ণদেবনারায়ণ, খত্রী, সারণ। ইঁহার রচিত অনেক উর্দ্দু ও ফারসী কবিতা আছে।

৮। শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সারণ, শ্রীবাৎস্য কায়স্থ, পাটনা ট্রেণিং স্কুলের হেড মাষ্টার।

৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ, এম্, এ, বি, এল্, মুন্সেফ্।

১০। শ্রীযুত রঘুবীর নারায়ণ শরণ, নয়াগাঁও, সারণ, শ্রীবাৎস্য কায়স্থ, বিহার

...কবি। ইঁহার ইংরাজী কবিতা পড়িয়া ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজকবি (Poet Laureate) অল্ফ্রেড্ অষ্টিন্ (Alfred Austin) লিখিয়াছেন :—

DEAR SIR,

Pray accept my sincere thanks for your courtesy in sending me a copy of "A Tale of Bihar." Your knowledge of English tongue is complete and your mastery over more than one form of its verse equally so. I receive many volumes of verse from my countrymen at home that cannot compare in execution with yours. Your attainments in this respect do you great honour and I offer you my warm and sympathetic congratulations.

Believe me,
Yours faithfully,
(Sd). Alfred Austin."

১১। বাবু ভগবৎ নারায়ণ, কায়স্থ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুরের স্কুল ডিঃ ইন্স্পেক্টর্।

১২। বাবু ঠাকুরপ্রসাদ, বি এল্, অম্বষ্ঠ কায়স্থ, সেকন্দরপুর, ভাগলপুর, মুন্সেফ্।

১৩। " গিরিবরধারীলাল, কায়স্থ, স্কুলের ডিঃ ইন্স্পেক্টর্, মজঃফরপুরনিবাসী।

১৪। " জগদম্বাসহায়, বি, এল্, অম্বষ্ঠ কায়স্থ, মজঃফরপুরের উকীল।

১৫। " পুরুষোত্তমজী, মাড়োয়ারী, ছাপরা।

১৬। " উদয়প্রকাশ লাল, গয়ানিবাসী, ভূতপূর্ব্ব সারণ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ও বর্ত্তমান টিকারীর দেওয়ান।

১৭। মৌলবী দিয়ানত হুসেন, অবসরপ্রাপ্ত সবইন্স্পেক্টার, সনডা, বিহার, পাটনা।

১৮। পণ্ডিত শ্রীশৌকীলাল ঝাঁ, সুলতানগঞ্জ।

১৯। বাবু রঘুসিংহ, ক্ষত্রী, সাহপুর সুতিহার, সারণ, Regiments, Skinner's Horse.

২০। শ্রীমহাবীর রাম, মোদক, পয়সা, সারণ।

২১। ,, রামনাগরজী, মাড়োয়ারী, সীতামারী।

২২। শ্রীশিবেশ্বরদয়াল, এম্,এ, বি, এল্, বাঁকীপুর, সাহিত্যিক।

২৩। পণ্ডিত শ্রীজাবলাল তেওয়ারী, রামপুর, নগরা, সারণ।

২৪। বাবু মথুরাপ্রসাদ, বিএ, লক্ষ্ণৌ।

২৫। „ গোবিন্দদেব নারায়ণ, বি, এ, কায়স্থ, ছাপরা প্রভৃতি।

যে সকল সাধু মহাত্মা ভগবান প্রসাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মজীবনপথে সহায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কয়েক জনের পরিচয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। গুরু শ্রীরামচরণ দাস, পরসা, গোদনা, সারণ।

২। ৺মহারাজজী, সেমরিয়া, সারণ।

৩। ৺তুলসীরামজী, ছাপরা, সারণ।

৪। ৺যুগলপ্রিয়াজীবারামজী, চিরান্দ, সারণ।

৫। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রপন্নজী, কলিকাতা।

৬। ৺১০৮ শ্যামনায়কা (রামদাসজী), বেগুসরায়, মুঙ্গের, কায়স্থ বংশোদ্ভব।

৭। ৺টিকমদাসজী, কাশী ও কামাখ্যা।

৮। ৺আচারীস্বামী শ্রী৺ নারায়ণ দাস, ভাগলপুর, সুজাগঞ্জ।

৯। ৺নারায়ণদাসজী, জনকপুর, মিথিলা।

১০। ৺রাধাশরণজী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি।

এতদ্ভিন্ন অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রধান প্রধান সাধু মহাত্মা।

কায়স্থকুলভূষণ মহাত্মা ভগবানপ্রসাদ এখনও জীবিত। এখনও প্রত্যহ তাঁহার শান্তি কুটীরে বহু লোক রোগ,শোক,আধি, ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই তাঁহার প্রেমের স্নিগ্ধ আশ্রয় ছায়াতলে বসিয়া তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে উৎসুক হইয়া অযোধ তীর্থে ধাবমান হইতেছে। তাঁহার শান্ত, সরস, পুণ্যমূর্ত্তি দর্শনে সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী জীবন সার্থক মনে করিতেছে। ক্ষত্রিয়াবতার রাম নাম কীর্ত্তন করিয়া কায়স্থ-ক্ষত্রিয় ভগবানপ্রসাদ যে পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছেন তাহা দেবদুর্লভ। তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনা সকল কেহ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, এ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে বিহারের শিক্ষিত সমাজে তাহা গৃহে গৃহে আলোচিত হইতেছে। প্রিয় ছাত্র শ্রীমান রঘুবীর নারায়ণের সহিত এক তানে, এক সুরে প্রেম ও ভক্তির অবতার, বিনয়নম্র, ভজনানন্দ সীতারামশরণ শ্রীভগবানপ্রসাদ সম্বন্ধে আমরাও বলি—

Like youthful maidens, fair and coy,
He worships Love—Love notes his brain;
His life has been, no earthly plain,
A sweet, elysian dream of joy.—
A dream of bliss!—a blessed dream
Like that in which the weary Self,
Estranged from world—its power and pelf—,
Is merged in thoughts of Self Supreme!

ধন্য সেই দেশ! যে দেশে ঘোর কলিতে সাধু ভগবানের ন্যায় চরিত্রবান পবিত্রপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর ধন্য সেই চিত্রগুপ্তী শ্রীবাস্তব 'কায়স্থ-সম্প্রদায়' যাঁহারা সীতারামশরণ ভগবানপ্রসাদের ন্যায় আলোক সামান্য আদর্শ মহাপুরুষ উৎপাদন্ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন! (১)

শ্রীরসিকলাল রায়।

বিবাহে পণপ্রথা।

বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের বিবাহে পণপ্রথার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি যেন মুখব্যাদান করতঃ সমাজ-শরীরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে; এ ভীষণ দৃশ্য, সর্ব্বসাধারণের চক্ষুগোচর হইলেও দুঃখের বিষয় ইহার প্রতিবিধান হয় না,কেহ কেহ আবার সমাজ সংস্কারক সাজিয়া,"পণ" নাম বদলাইয়া"যৌতুক" নামে বৈবাহিকের সর্ব্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না। ব্রাহ্মণ-সমাজে কতিপয় ঘরে কন্যাপণ প্রচলিত থাকিলেও কায়স্থসমাজে উহা নাই বলিলেই চলে; তবে উহা প্রকারান্তরে কুলমর্য্যাদা নামে অভিহিত হইয়া মৌলিক বরপক্ষকর্ত্তৃক কুলীন-কন্যাকর্ত্তাকে প্রদত্ত হইতে হইত কিন্তু তাহাও বর্ত্তমানকালে ক্বচিৎ দেখা যায়। আজকাল বরং উচ্চবংশীয়গণ নিম্নবংশীয় পাত্রকে

(১) এই প্রবন্ধের স্থূলস্থূল ঘটনা বাবু শিবানন্দন সহায় কৃত সীতারামশরণ ভগবানপ্রসাদের সচিত্র জীবনী হইতে গৃহীত। লেখক

সসম্ভ্রমে সহস্র সহস্র মুদ্রা পণসেলামী দিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন। নিঃস্ব বংশীয় একটী গ্র্যাজুয়েট বা পণ্ডমূর্খ কোন জমিদারসন্তান বিবাহযোগ্য হইলে, সেই পাত্রে কন্যাদান করিবার জন্য কত কুলীন বংশধর কত খোসামোদ করিয়া থাকেন তাহা বোধ হয় সকলেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমানকালে ইউনিভার্সিটির উপাধি ও অর্থের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিয়াই পাত্রান্বেষণ করা হয়।

যদিও আজকাল বৃটীশ সাম্রাজ্যের সুশীতল-শান্তিময়-ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া ইংরাজের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহামন্ত্রে প্রজানিচয় দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করায় ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে বংশপরম্পরাগত উচ্চনীচ ভেদাভেদ বন্ধন শিথিল হইয়াছে। যদি ইংরাজরাজের সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে, জন সাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় এখন আর নিম্নবর্ণ গুণহীন উচ্চবর্ণের নিকট মৌলিক সন্তান কুলীনবংশধরের নিকট আপনাদের হীনতা প্রায়ই স্বীকার করেন না। তথাপি বহুদিনসঞ্চিত ভ্রান্তিপূর্ণ কুসংস্কার যে একেবারে ঘুচিবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

বর্ত্তমানকালে কায়স্থ-সমাজে কন্যাপণ নাই বলিলেও চলে কিন্তু বরপণ অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা নিবারণের জন্য সকলেরই ঐকান্তিক চেষ্টা রাখা উচিত। "লা পর গাড়ী, গাড়ী পর লা" ইহা ভাবিয়া বরকর্ত্তাগণের বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহাদের কন্যাদায় উপস্থিত হইলে কি তাঁহারা ঐ যন্ত্রণাদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন? আজকাল দেখা যায় জমিদারে জমিদারে, বিদ্বানে বিদ্বানে, গরীবে গরীবে, বিবাহ বন্ধনের চেষ্টাই অধিক; কিন্তু যতদিন না ধনশালীগণ গরীবের কন্যা বিনাপণে গ্রহণ করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্বান যুবকগণ সংকীর্ণমনা মোহাচ্ছন্নমতি অর্থপিশাচের ন্যায় স্বজাতির অর্থ শোষণ করিতে বিরত হইবেন না, যতদিন বংশগত কৌলীন্যাভিমান সামাজিকের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিবে, যতদিন আদ্যরস প্রভৃতি কুললাভেচ্ছু অদূরদর্শী মৌলিকগণ বৃদ্ধবরে কন্যাদানের ফলে স্বীয় স্নেহের পুত্তলি আত্মজা কন্যার বৈধব্যযন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়াও আপনাকে কুলগৌরবান্বিত মনে করিবেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ততদিন সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

পণপ্রথা প্রচলনের আদিম ও প্রধান কারণ,—কুলবন্ধনকারী মহাত্মা বল্লাল প্রবর্ত্তিত নবগুণ বিশিষ্ট কৌলীন্যের ভিত্তি উৎপাটন এবং পরবর্ত্তী কুলাচার্য্য ও সমাজপতিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বার্থময় কৌলীন্য প্রবর্ত্তন। সত্যবটে আজ-

কাল উহার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অর্থশালী ও বিদ্বানগণই বরপণের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছেন কিন্তু একমাত্র কৌলীন্যাভিমানীগণই যে পন্থাপ্রদর্শক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও বিদ্যা ও অর্থের দ্বারা বংশগত কৌলীন্যের কতকটা খর্ব্বতা সাধিত হইয়াছে, তথাপি উহার মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ কত শত ব্যক্তি অদ্যাপিও তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলি সোণার কান্তি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার মানবজীবনের সর্ব্ব-বিধ সুখশান্তি চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিয়া, অশীতিপর বৃদ্ধের করে সমর্পণ করতঃ কণ্ঠাগ্রায়ী কুলমর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য সমুৎসুক। ধিক্! শতধিক তাঁহাদের নির্লজ্জ জীবনে! কুলীন বংশধর অনায়াসে ৩৬৫টী বিবাহ করিয়া দৈনিক ৫৲ আয়ের ব্যবস্থা করিবেন আর যুবতী কন্যাগণ চিরকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া কেহবা মনাগুণের অনন্ত নিশ্বাস, শিখায় গৃহস্থকে দগ্ধীভূত করিবে। কেহবা প্রকৃতির নিয়মাধীন যৌবনসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছা গমন করতঃ আর্য্যকুল কলঙ্কিত করিবে; আবার কেহবা গোপনে গোপনে শাঁখা সিঁদুরের সহায়তায় অন্ত্যজসংযোগে সন্তানোৎপাদন করত সমাজ কলুষিত করিবে। অহো এই সকল নিদারুণ দৃশ্য কি কোন সমাজসংস্কারকের নয়নগোচর হয় নাই? সামাজিকগণ! ধ্বংসপথের আর কতদূরে শেষ সীমা? সমাজবিধ্বংসকারী এবম্বিধ কুপ্রথাসমূহ শীঘ্র অচল করুন।

শুধু বক্তৃতায় সভাস্থল কম্পিত করিলে কিছুই হইবে না, কার্য্যে সৎসাহসের পরিচয় চাই। সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলে বুঝিব তিনি প্রকৃত সংস্কারক। পূর্ব্বকথিত সর্ব্বনাশকারী কৌলীন্যের মোহিনীমন্ত্রে ব্রাহ্মণসমাজ কায়স্থ সমাজাপেক্ষা অধিক-তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা ব্রাহ্মণ-সমাজেই অধিক প্রচলিত। অধুনা নব্যশিক্ষাবিস্তারের ফলে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে সত্য কিন্তু তথাপি এখনও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। কায়স্থ সমাজ অপেক্ষাকৃত অল্প দায়ী হইলেও আমরা ন্যায়বিচারে লজ্জিত না হইয়া পারি না, যেহেতু আদ্যরস প্রভৃতি কুৎসিত প্রথারও অদ্যাপি আমরা প্রশ্রয় দিয়া থাকি। মন্ত্রমুগ্ধ কায়স্থগণকে আমরা সময় থাকিতে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি। স্বার্থবিজড়িতগণের নিকটেও নিবেদন করিতেছি,—যে বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয় শুধু সেইটীই দগ্ধ হয় না, সমস্ত বন জ্বলিয়া উঠে। আমাদেরও সেইরূপ একস্থানে বাস করিয়া অব্যাহতি কোথায়?

সকল সমাজের কায়স্থই যখন এক ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান তখন আর উচ্চনীচ কোথায়? কাহাকেও ঘৃণা করা করা উচিত নহে।

স্বজাতির মস্তকে পদার্পণ করত অন্য জাতির চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়া যাহারা লাভ আছে কি? নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধ উন্মাদ বা বিকারের রোগী ভিন্ন আর কে পারে? যাহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হয়, যাহাদের শোণিত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, যাহাদিগকে আমরা ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করি, কোন্ লজ্জায় আমরা তাঁহাদিগকে সুত্রাদপিসূত্র মনে করিয়া হামবড়াই হইব? যে সকল ঘরে কুলীনের জামাতা, কুলীনের মাতৃমাতামহাদির জন্ম, যাঁহাদের ইঙ্গিতে পাদুকা বহন করিতে হয়, সেই সকল গোত্র বংশোৎপন্ন বা তত্তৎ গোত্রবংশীয় বিভিন্ন দেশস্থ মৌলিক আখ্যাধারী কায়স্থগণকে "বাহাত্তুরে" "অচলা" প্রভৃতি নানাবিধ অবজ্ঞাজনক শব্দে গালি দিতে সাহস করিলে, নিজেরই অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। কায়স্থ জাতির মধ্যে কুলীন, সিদ্ধ, সাধ্য, মৌলিক, সাধ্যমৌলিক, মধ্যল্য, মহাপাত্র, অচলা প্রভৃতি যত প্রকারের আখ্যাধারী বংশই থাকুক না কেন,—পরস্পর বিবাহবন্ধনে সুচির কাল হইতে আবদ্ধ থাকায়, সরবতের চিনির জলের ন্যায়, পরস্পর শোণিতে সংস্রব থাকা প্রযুক্ত সকলেই সমভাবাপন্ন। অমিশ্র স্বতন্ত্র শোণিত কোন্ বংশে কাহার ধমনীতে প্রবাহিত?

অনেকে সমাজপতিগণের নিষেধাজ্ঞা মানিয়া মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক বিধায় পণ সেলামীর টাকা যোগাইয়া বিবাহ দিতে নিঃস্ব হইয়া বিধবা পত্নীর ও পুত্রকন্যাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে পারেন না। কিন্তু যদি তাঁহারা বিশেষ গবেষণা করিয়া দেখেন যে এই বঙ্গদেশে প্রায় শতাধিক ঘর মৌলিক ও মাত্র ৪ ঘর কুলীন কায়স্থ। চারি ঘর কিরূপে শতাবধি ঘরের পাত্র কন্যা উৎপাদন করিবে? তাহা একেবারে অসম্ভব। যে সকল অঞ্চলে কুলীনবংশের বাস অধিক, তথাকার মৌলিকগণ অনায়াসে কুলীন পাত্রকন্যা পাইয়া থাকেন কিন্তু যে সকল অঞ্চলে মৌলিক বংশের বাস অধিক তত্তৎ স্থানের মৌলিকগণ চিরকাল হইতেই মৌলিক পাত্র কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিন্তাশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণগণ এ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব গ্রহণ করিলে সকল রহস্যই অবগত হইবেন।

স্বগোত্র বাছিয়া অন্য যে কোন বংশে সুযোগ্য পাত্র কন্যা পাওয়া যাইবে তাহাই গ্রহণ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই পণনিবারণের প্রধান ঔষধ। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত হইলে কায়স্থ সমাজ জীর্ণত্বকোষ সরীসৃপাদির ন্যায় নবশক্তি লাভ করিবে। আমাদের বিষম বিপদ উপস্থিত

[illegible] পূতনারূপী রাক্ষসী লোলরসনা বিস্তার করিয়া আর্য্য ক্ষত্রিয়ের জাতি-প্রাণ গ্রাস করিতে উদ্যত। মহাভারতে দেখিতে পাই, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবের ঘোর আততায়ী তথাপি গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে উভয়দলে মিশিয়া রমণীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ "ওয়েরৌ" অর্থাৎ দেশের যুদ্ধে সর্ব্বদা রত থাকিলেও মোগল সম্রাটগণের সহিত মহারাণার যুদ্ধ উপস্থিত কালে সমস্ত ওয়েরৌ ভুলিয়া জাতির মান রক্ষার জন্য ভাই ভাই একঠাঁই হইতেন। আমরাও সেই জাতি—এ বিষম সমাজ বিপ্লব সময়ে, ক্ষাত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গৃহকলহ ভুলিতে হইবে। সকল শ্রেণীর কায়স্থ একত্রে মিলিয়া শূদ্রত্বরূপী রাক্ষসীর মৃত্যুবাণ স্বরূপে প্রণবপুটিত গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করত যজ্ঞসূত্র শোভিত হইতে হইবে। আমরা ভাই ভাই একঠাঁই হইতে পারিলে, বরপণরূপী পিশাচের তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া শুষ্ককাষ্ঠ হইতে হইবে না। আভিজাত্যাভিমান, বিদ্যাগৌরব ও ধন গৌরব দ্বারা ছদ্মবেশী পিশাচ আহত হইয়াছে একেত্রে নিঃস্বার্থে আন্তর্গণিক বিবাহ দ্বারা উহাকে নিধন করিতে হইবে।

যদি সমাজ রক্ষা না হয়—যদি শূদ্রত্ব রাক্ষস ও বরপণ পিশাচ আমাদের সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমরা কুলমর্য্যাদা কাহার নিকট লাভ করিব? ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতির নিকট আমাদের সকল শ্রেণীই ত সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত। আমরা যদি বৃথাভিমান বর্জ্জন করত আমাদের নবগুণবিশিষ্ট পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতকার্য্যের অনুকরণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিব, নচেৎ এই বিংশ শতাব্দীর সাম্যস্রোতে কখনই স্থির থাকিতে পারিব না।

ইউনিভার্সিটির উপাধিধারী যে সকল শিক্ষিত যুবক লোভবশে শ্বশুরের সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারেন, তাঁহাদের সমস্ত অধ্যয়নই পণ্ডশ্রম বলিতে হইবে। অবিস্তার আকর লোভরিপুকে যিনি দমন করিতে পারেন না, যাঁহার শরীরে দয়া নাই, সেরূপ নির্দ্দয় অসুরস্বভাব ব্যক্তিকে অবিদ্বান বলা যাইতে পারে। শাস্ত্র বলেন,—

"বিদ্বাংসোহি দেবাঃ অবিদ্বাংসোঽসুরাঃ।" ইত্যাদি।

শিক্ষিত যুবকগণ! আপনারা সমাজের দুর্দ্দশা মোচন করিতে না পারিলে আর কে পারিবে? আশা করি, এ অধমের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন।

অর্থশালী ব্যক্তিগণ যাঁহারা পুত্রের বিবাহে পণ লইয়া আর একটা সিন্দুক বোঝাই করিবেন মনে করেন, তাঁহাদের এটা স্বভাবের কার্য্য, অভাবের জন্য

নয়। অর্থস্পৃহা তাঁহাদের আদম্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল [illegible] অর্থপিশাচ যদি "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" এই নীতিবাক্য [illegible] করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হয়। সমাজের কল্যাণার্থ যদি তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যয় হয় তাহা হইলে গরীব ছাত্রগণের অধ্যয়ন ও গরীব বিধবার ভরণ-পোষণাদি নির্ব্বাহযোগ্য চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার এক দিবসেই পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অপব্যয়ের এক [illegible] অর্থও সমাজ-হিতার্থে ব্যয়িত হয় না।

যে সকল স্বার্থত্যাগী কুলীন মহাত্মা, কৌলীন্যাভিমান তুচ্ছ মনে করিয়া আন্তর্গণিক বিবাহের সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—যে সকল রাজা জমিদার মহোদয়গণ তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন ও [illegible] সকল শিক্ষিত যুবক অর্থলোভ সম্বরণ করিয়া বিনা পণে গরীবের কন্যা গ্রহণ করিয়া সমাজকে ধন্য করিতেছেন, তাঁহারা এবং উপবীতিগণ ও মৌলিকে [illegible] মৌলিকে আদানপ্রদানকারিগণ সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের উদ্যমে এই মুমূর্ষু কায়স্থ-সমাজ পুনর্জীবন লাভ করিতেছে। সমাজ তাঁহাদের নিকট অনেক প্রকারে ঋণী। কিমধিক পল্লবিতেন। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ !!!

শ্রীহরিহর ঘোষ বর্ম্মা।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(এই প্রবন্ধের কতকাংশ বিগত বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।)

কামনাময় কর্ম্ম জন্য যে সংস্কার বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাশ্রয়ী জাগ্রত [illegible] সুষুপ্তি অবস্থাগত জীবাত্মার এই বন্ধন সংঘটিত হয়, সবীজ সেই সংস্কাররাশি ভস্মীভূত হইলেই চিরদিনের জন্য স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর ধ্বংস হইয়া জীব অখণ্ড ব্রহ্মানন্দে আত্মস্থ হন। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত এই সংস্কাররাশি এবং তৎসহ [illegible] সূক্ষ্ম কারণ শরীর ধ্বংস করিয়া মুক্তিলাভের জন্যই শাস্ত্রে উপাসনার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তী পূজ্যপাদ শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় তাঁহার প্রণীত [illegible] নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মতাবলম্বনে অদ্বৈতবাদিগণের মায়াবাদের, পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ববাদের, ব্রহ্মের নির্গুণত্ববাদের ও একজীববাদের খণ্ডন জন্য এবং ঐ সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মত সংস্থাপন জন্য যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের [illegible] জ্ঞানে তাঁহাদের ও শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিরূপ প্রতীয়মান হয় তাহা [illegible] সংক্ষেপে উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে; অতি [illegible] সংক্ষেপে ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎপর উপাসনার বিধি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মশক্তি মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু এই জগৎ যে সম্পূর্ণ মায়িক অবস্তু তাহা বলিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। জগতকে সম্পূর্ণ অবস্তু বলা যে সঙ্গত বোধ হয় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণের মতে মায়ার দুইটী শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। শাস্ত্রোক্ত রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে দেখা যায় মায়া আবরণ-শক্তি দ্বারায় রজ্জুত্ব আবৃত করিয়া বিক্ষেপ শক্তি দ্বারায় ঐ রজ্জুতেই সর্পত্ব বিক্ষেপ করিয়া সর্পভ্রম উৎপাদন করেন। ব্যবহারিক জগতে রজ্জু ও সর্প এই দুইটী বস্তুরই অস্তিত্ব আছে এবং মায়া যে ব্যক্তির এই দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করেন তাহার নিকট এই দুইটী বস্তুই সুপরিচিত। যদি জগতে এবং দ্রষ্টার জ্ঞানে সর্প বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকিত তাহা হইলে কখনও রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপাদন করিতে পারিত না। জগতের অস্তিত্ব না থাকিলে ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম কিরূপে হইবে? এই সকল যুক্তি বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈতবাদিগণের ঐরূপ মায়া বা বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করেন।

পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধেও তাঁহারা বলেন যে, অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ধর্ম্মক, যাঁহার গুণ নাই, ধর্ম্ম নাই তাঁহার উপাধি সম্বন্ধেও হইতে পারে না। ব্যাপক বস্তুর বিশ্ব প্রতিবিম্ব এরূপ কোন ভেদও হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহার ব্যাপকত্বেরই হানি হইয়া যায়। যাহা নিরবয়ব—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে তাহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। জলে আকাশাদির প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়া বোধ হয় যে প্রকৃতপক্ষে তাহা আকাশের প্রতিবিম্ব নহে; আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি মূর্ত্ত ও পরিচ্ছিন্ন পদার্থ এবং উহারা যেভাবে যতদূরে অবস্থিত আছে তাহারই প্রতিবিম্ব জলে পতিত হয় বলিয়া আকাশের প্রতিবিম্ব

বলিয়া ধারণা হয়। "অবোহিতমজ্ঞানম্" এই শ্রুতি দ্বারায় যাহার ছায়াই ... হইয়াছে তাঁহার প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা কোথায়? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ... নিকগণের মতে নির্গুণ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী পদার্থের প্রতিবিম্ব হইতে পারে ... আবার উপাধির বাস্তবতা স্বীকার করিলে ব্রহ্ম এবং উপাধি এই উভয় পদা... অস্তিত্বে অদ্বৈতবাদই নিরস্ত হইয়া যায়। উহার অবাস্তবতা স্বীকার করি... তাহা অবিদ্যার কার্য্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অবিদ্যা স্পর্শ... শূন্য সুতরাং সত্যস্বরূপ অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে অবিদ্যামূলক প্রতিবিম্বের ... কোথায়? মিথ্যা প্রতিবিম্ব ব্রহ্মে প্রতিফলিত হয় বলিলে সেই সত্যস্বরূপ ব্র... সত্যস্বরূপত্ব দূর হইয়া ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া যান।

নির্গুণবাদ সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতের মর্ম্ম এইরূপ :—

শ্রুতির সমস্ত বাক্যই ভ্রমপ্রমাদ শূন্য। শ্রুতিতে উভয় সগুণত্ব ও নির্গু... বোধক শ্রুতি সকলের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। অথচ গুণের বিদ্যমানতা ও অভা... ভার এইরূপ অর্থবিশিষ্ট সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবের শ্রুতি—একই বস্তুরই ভাব ও অভা... যখন সত্য হইতে পারে না তখন নির্গুণত্ব প্রতিপাদক বলিয়া যে সকল ... মনে করা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণত্ব প্রতিপাদক নহে। ঐ সকল শ্রু... দ্বারায় "ব্রহ্মপদার্থে যে কোনরূপ গুণেরই অবস্থান নাই" এরূপ মনে করিতে... না। ঐ সকল শ্রুতি দ্বারায় বুঝিতে হইবে ভগবান ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় ... প্রকার প্রাকৃত গুণের সহিতই সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত। পদ্মপত্রের জল ... পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না সেইরূপ উক্ত গুণরাশি তাঁ... স্পর্শ করিতে পারে না।

"সাক্ষিচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"

এই শ্রুতিবাক্য নির্ভর করিয়া যে অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মপদার্থে কোন গু... অবস্থান নাই বলিয়া মনে করেন বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে ঐ শ্রুতি নির্গু... প্রতিপাদক নহে। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম বা গুণ থাকা উক্ত হইয়া... যাহার ধর্ম্ম বা গুণ আছে তিনি কিরূপে গুণহীন হইবেন। "কেবলো নির্গুণ... এই শ্রুতির অংশ দ্বারায় ব্রহ্ম যে কেবল দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিতেছে... প্রাকৃত গুণের সহিত যে সম্পৃক্ত নহেন, ঐ গুণরাশি যে তাঁহাকে লিপ্ত করি... পারে না, এই কথাই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মে গুণরাশির অত্যন্তাভাব ... হয় নাই।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

...অদ্বৈতবাদিগণের মতে এই শ্রুতির অর্থ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার শব্দের অবাচ্য ...মনের অপ্রাপ্য—এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। যাহাতে সাক্ষিত্বাদি গুণ থাকা ...উক্ত হইয়াছে তিনি কিরূপে সর্ব্বপ্রকারে শব্দের অবাচ্য হইতে পারেন। শ্রুতি ...বাক্যাবলীর পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না। এইরূপ অর্থ করিতে হইলে ...সাক্ষিচেতাঃ" এই শ্রুতির এবং "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ...অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের সহিত ...বিরোধ উপস্থিত হয়। এইজন্য বিবেচিত শ্রুতির এই অর্থ করিতে হইবে যে— ...ব্রহ্মের অসীম ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সমগ্রভাবে ...তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া সমগ্রভাবে বর্ণনায় ও ধারণায় অতীত বলিয়া বাক্য ...বর্ণনা করিতে যাইয়া এবং মন মনন করিতে যাইয়া মনের সহিত বাক্যই নিবৃত্ত ...হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সুসঙ্গত অর্থ।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

সমস্তই যদি ব্রহ্ম হইলেন তবে ব্রহ্মের অতিরিক্ত শক্তি ও প্রপঞ্চগুণাদির ...অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

এই সূত্রানুযায়ী অদ্বৈতবাদিগণ ও ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার ...করিয়াছেন সুতরাং ঐ স্বীকার দ্বারায়ই ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং জগতের ...কার্য্যের শক্তি এবং স্বরূপ শক্তি উভয়ই যে তাহাতে বিদ্যমান আছে তাহাও ...স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ নিহিত কার্য্যকে ঐ কারণে অবস্থিত শক্তিই ...(energy) প্রকাশ করিয়া থাকে। বস্তুগত ধর্ম্ম বা গুণই বস্তু সত্তার পরিচায়ক। ...শক্তি এই গুণের উপর ক্রিয়া করিয়া গুণগত কার্য্যকে অভিব্যক্ত করে। শক্তি-...মান শক্তিযুক্ত না হইলে শক্তি বা শক্তিমানের কাহারই অভিব্যক্তি নাই। তাই ...শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা
বিভ্রাজন্তে।" ঋক্ পরিশিষ্ট।
"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।"
গৌতমীয় তন্ত্র।

অথচ শক্তির সাম্যাবস্থায় কি শক্তি স্তম্ভিত হইলেও শক্তিমানের অস্তিত্ব ...লোপ হয় না। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমান অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাবে ব্যক্ত ও ...অব্যক্তরূপে প্রতীয়মান হন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ব্রহ্মকে সগুণ এবং অনন্ত শক্তি... ছেন। উঁহাদের মতে ব্রহ্মে ভগবত্তা না থাকিলেই ব্রহ্মত্বই সিদ্ধ হইতে পা... না। ব্রহ্মের এই শক্তিসমূহ তাঁহারা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। পরা স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শক্তিই আবার তিন ভা... বিভক্ত। এই তিন শক্তি বেদান্তের ভাষায় সৎ, চিৎ, আনন্দ নামে এবং পুরাণে... ভাষায় সন্ধিনী, সম্বিদ ও হ্লাদিনী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

২। তটস্থাশক্তি বা চেতনাময়ী জীব শক্তি।

৩। অপরাশক্তি বা বহিরঙ্গা মায়া শক্তি।

শক্তি সকলকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এইরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিবার উদ্দে... আমাদের সাধারণ জ্ঞানে এইরূপ মনে হয় যে—সত্বরজস্তমঃ এই প্রাকৃত গু... ত্রয়ের যোগ হইলেই মায়া শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। যখন এই গুণ... সাম্যাবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন থাকেন তখন এই শক্তির (energy'র) ও কোন ক্রি... থাকে না। গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় উহারা যুক্ত হন এবং উহাদের প... যোগিতা আরম্ভ হইলেই তদগত মায়া শক্তি গুণত্রয়ের যোগ জন্য কার্য... প্রবৃত্ত এই কার্য্য ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। গুণত্রয়ের যো... মায়া শক্তির ক্রিয়া হয় বলিয়া ইহাকে যোগমায়াও বলে। এই প্রাকৃত গু... সকল ও তদ্গত এই শক্তির সহিত ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ভাবে অবস্থান করেন... এই প্রাকৃত গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ নির্লিপ্তাবস্থা ইহার অর্থই ভগবা... অন্দরমহলে এই শক্তির প্রবেশ অধিকার নাই। তাই এই প্রাকৃত শক্তি মায়া... তাঁহারা বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়াছেন এই বহিরঙ্গাশক্তি বা অবিদ্যারই একে... জ্ঞান জন্মাইবার শক্তি রহিয়াছে। আপনার মায়াশক্তি পরিকল্পিত বস্তু... লীলা করিবার জন্যই ভগবান তটস্থ বা জীবময়ী শক্তির উপর এই প্রাকৃত... শক্তির প্রভাব বিস্তার করিবার অধিকার দিয়াছেন। স্বরূপ শক্তির আ... লাভে প্রকৃত গুণের সাম্যাবস্থা লাভ হইলে মায়ার প্রভাব ধ্বংস এবং... সঙ্গে বহুত্ব জ্ঞানের লোপ হইয়া জীবময়ী শক্তি ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন। বৈ... আচার্য্যগণের মতে এই স্থিতি লাভ নিস্তরঙ্গ স্থিতি লাভ নহে, সমুদ্র বক্ষে তর... মত অপ্রাকৃত লীলাময়রূপে ভগবদ্রসাস্বাদন পরায়ণ থাকাই অনুচৈতন্যে... লাভ। ফলে এই স্থানেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত অদ্বৈতবাদিগণের বি... পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

...ন্ধিনী, সম্বিদ ও হ্লাদিনী শক্তিকে (বেদান্তের ভাষায় সৎ, চিৎ, আনন্দকে) ...বাচার্য্যগণ ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিতা ব্রহ্মের অপ্রাকৃত স্বাভাবিকী শক্তি এবং ...হাকেই ব্রহ্মের ভগবত্তা বলিয়াছেন। এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মে ...ই ভগবত্তা না থাকিলে ব্রহ্মের অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া যায়। সত্তায় চিচ্ছক্তি ও ...আনন্দ শক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সন্মাত্রের অস্তিত্ব জ্ঞানই হইতে পারে না। এবং জড় ...হইতে উহার কোন পার্থক্যও দৃষ্ট হয় না। বস্তুর ধর্ম্মনিষ্ঠ যে শক্তি দ্বারায় বস্তুর ...অস্তিত্ব জ্ঞান হয় তাহাই উহার স্বরূপ শক্তি। তাই এই শক্তিত্রয়ই ব্রহ্মের ...অপ্রাকৃত স্বরূপ শক্তি বা ভগবত্তা। সাধনা দ্বারা ভক্তচিত্তের প্রাকৃত গুণরাশির ...ভিতর মায়ার প্রভাব নিরস্ত হইলে পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, ...তখন বিষ্ণুপাদ বিনিঃসৃত বিমল জাহ্নবীর প্রবাহে ক্রমবর্দ্ধিত জোয়ারের ন্যায় ...সাধকের চিত্তবৃত্তিকে ভক্তি, প্রেমভক্তি ভাব মহাভাবরূপে এই স্বরূপ শক্তি তাঁহার ...হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত করিয়া প্রাকৃতগুণ প্রবাহের প্রতিকূলে ভগবদভিমুখে (তাঁহার ...অন্দরমহলে) ভক্তকে ভাসাইয়া লইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। তাই এ ...শক্তিত্রয়ের নাম পরা বা শ্রেষ্ঠ স্বরূপ অন্তরঙ্গাশক্তি। ভগবানের এই স্বরূপ ...আশ্রয় অবলম্বনে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। ...ভগবান গীতায় এই কথাই বলিয়াছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

গীতা ৭ম অঃ, ১৪ শ্লোক।

অদ্বৈতবাদিগণের মতে জীবই ব্রহ্ম, অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া আত্মজ্ঞানের অভাবে ...আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করিয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিদ্যার ...হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই জীব নির্বিশেষ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। এই জীব ...ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদবাদ লইয়াই অদ্বৈতবাদিগণের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-...গণের প্রধান বিরোধ।

ভেদাভেদবাদী ষট্ সন্দর্ভ ও সর্ব সংবাদিনীর প্রণেতা দার্শনিক পণ্ডিত ...শ্রীপাদ শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় অদ্বৈতবাদিগণের মায়াবাদ, পরিচ্ছদ প্রতিবিম্ব-...বাদ, ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বাদ খণ্ডন জন্য যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এক-জীববাদের ...প্রতিবাদ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতেই ব্রহ্ম পদার্থ অবিদ্যা স্পর্শলেশ-...শূন্য, এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তু অবিদ্যা দ্বারায় উপস্থিত হইতে পারে না, শ্রীপাদ গোস্বামী ...আমাদেরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব পরমাত্মার অংশভূত অনুচৈতন্য

এবং নিত্য। চৈতন্যরূপে জীব ও ব্রহ্ম এক পদার্থ হইলেও জীব কোন অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মত্বলাভ করিতে পারে না। জলরূপে তরঙ্গ ও সমুদ্র এক পদার্থ হইলেও তরঙ্গ যেমন সমুদ্র নহে, প্রভারূপে সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য নহে, সেইরূপ চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্ম এক পদার্থ হইলেও জীব কখনও নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের সহিত এক হইতে পারে না। জীব ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত হইলেও সমুদ্র ও তরঙ্গের মত, সূর্য্যরশ্মি ও সূর্য্যের মত উভয়ের মধ্যে অংশী ও অংশের আশ্রয় ও আশ্রিতের ভাব চিরদিনই বর্ত্তমান থাকে।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥"

গীতা ১৫ অঃ, ৭ শ্লোক।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বিভুবস্তুর সহিত প্রাকৃত ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত বিভুপরতন্ত্র অনুচৈতন্য কখনও নির্ব্বিশেষে এক হইতে পারে না। সূর্য্য না থাকিলে যেমন সূর্য্যরশ্মির অস্তিত্ব থাকে না, তেমন ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম যেমন নিত্য, ব্রহ্মপরতন্ত্র জীবও সেইরূপ নিত্য। এই রশ্মি স্থানীয় জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও মায়ার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত ও তদাশ্রিত ভাবে অবস্থানই জীবের মুক্তি এবং এই মুক্তিই বৈষ্ণবগণের প্রার্থিত মুক্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন জন্য অদ্বৈতবাদীগণের সিদ্ধান্তে যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে তাঁহারা সেইরূপ দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ভগবান "মামৈবাংশ" বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐ শ্লোকের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোক গুলি এবং গীতার অন্যান্য অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝা যায় "জীবভূত" অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারায় পরিচ্ছিন্ন-ভূত সুতরাং অংশরূপে প্রতীয়মান, এইরূপ অর্থেই অংশ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন নচেৎ জীবের সহিত ব্রহ্মের নিত্য ভেদ বুঝাইবার জন্য নহে। জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয়, এবং স্বগত ভেদরহিত বিভুবস্তু, তাঁহার অংশের সম্ভাবনা কোথায়? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াছেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞানেও বোধ হয় যে অব্যক্ত গুণ এবং প্রাকৃত গুণের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ব্রহ্মকেই শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্ম এবং স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত ব্যক্ত প্রাকৃতগুণবন্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকেই সগুণ ব্রহ্ম বলি-

য়াছেন। সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সর্ব্বদাই অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত এই ত্রিবিধ ভাবে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। ব্রহ্মকে সগুণ বলিলে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ব্যক্ত গুণবস্তু পরিচ্ছিন্ন সাকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্ব বাদ সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই নিরস্ত হইয়া যায়। আমাদের মনে হয় প্রতিবিম্ববাদ দ্বারায় ব্রহ্ম যে স্বীয় মায়া শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও প্রকৃত গুণের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত আছেন শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়াছেন। দর্পণ প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব সর্ব্বদাই দর্পণের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত। শ্রুতির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে স্বপক্ষ সমর্থনকারী বিভিন্নমতাবলম্বী বৈদান্তিকগণের মধ্যে যাহার যে উক্তি ভগবান্ স্বয়ং গীতায় সমর্থন করিয়াছেন তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গীতায় বহুলোকেই ভগবান স্বয়ং ব্রহ্ম সগুণ অথচ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত এই কথাই বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

গীতা ৯ অঃ, ৪—১০ শ্লোক।

অর্থ—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি। আমাতে এই চরাচর ভূত সকল অবস্থিত আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ৪। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে আমি

ভূতগণের ধারক ও পালক তথাপি আমি ভূতগণে অবস্থিত নহি।৫।

বায়ু যেরূপ সর্ব্বগামী মহান্ হইয়াও অসংশ্লিষ্টভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছে সমস্ত ভূতও আমাতে সেইরূপ অবস্থিত আছে।৬।

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।৭।

আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বভাববশে কর্ম্মাদি পরবশ এই সকল ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।৮।

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্মে, অনাসক্ত উদাসীনের মত অবস্থিত আমাকে সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না।৯।

অধিষ্ঠাতা আমা কর্ত্তৃক প্রকৃতি চরাচরের সহিত বিশ্ব প্রসব করে, হে কৌন্তেয়! এই হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়।১০।

আর একটী কথা প্রকৃত বস্তুরই বন্ধন এবং মোচন হইতে পারে। প্রতিবিম্বের বন্ধনই বা কি, মুক্তিই বা কি? ব্রহ্ম স্ব স্ব রূপে অবস্থান করিয়াও মায়াতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য বা ঈশ্বররূপে মায়ার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি করিয়া সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত রহিয়াছেন। এবং অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্য বা জীব মায়া বিমোহিত রহিয়াছেন। প্রতিবিম্ব বাদে এবং সগুণ নির্গুণ বাদে শাস্ত্রে ইহাই বুঝাইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মশক্তি মায়ারই যদি এক বস্তুতে বহুত্ব জ্ঞান জন্মাইবার শক্তি থাকে তবে সাধন দ্বারায় যে জীব মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে সে তাহার বহুত্ব জ্ঞান লোপে এক হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি লাভ না করিবে কেন? পাতকীপাবন মহাপ্রভু যখন পরম ব্রহ্মজ্ঞানী রাজর্ষি জনকের তুল্য ইন্দ্রিয়বিজয়ী জ্ঞানী ভক্ত রামানন্দ রায় মহোদয়ের মুখে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন তখন সর্ব্বশেষে "শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ" এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য চরম অদ্বৈত তত্ত্বই মহাপ্রভুর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তাহার বর্ণিত প্রেমবিলাস বিবর্ত্তসূচক গানটীর একটী চরণ এই :—

"নাসোরমন, নাহামৃরমণী।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিতেছেন :—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ।"

মহাপ্রভুর কৃপায় পরম ভক্ত রায় রামানন্দ এই অভেদতত্ত্বরূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যথা, চৈতন্যচরিতামৃতে :—

"তবে হাসি মহাপ্রভু দেখাইল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।"

এই পরৈক্য বিলাসই পরাভক্তি অর্থাৎ প্রেমের পরম সার মহাভাব ও পরাজ্ঞানের চরম সম্মিলন। এই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"ই ব্রহ্মের আত্মারাম অবস্থা। ইহাই :—

"নিত্য লীলা নিত্য ধামে জাগি সেই আত্মারামে,
পরাভক্তি পরাজ্ঞানে ভাসিল তখন—
জ্ঞানানন্দময় কৃষ্ণ নিত্য নিরঞ্জন।"

শরশয্যা, ১৭শ স্বর্গ ৩৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা।

পরাজ্ঞানে অধিষ্ঠিত এই নিত্যানন্দ পরাপ্রেমই যদি ব্রহ্মরূপ মহাসাগর-বক্ষে মুক্ত জীবরূপে হ্লাদিনী শক্তির সার পরাপ্রেমের বীচিমালা হয়, তবে এই বৈষ্ণব ধর্ম্মই অমৃতময় এবং ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদিগণের চরমাদ্বৈতাদ্বৈত পরমানন্দ প্রাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

সামাজিক বিপ্লব।

(গল্প)

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব—বড় ঘটা। বিদ্যারত্ন আজকাল গ্রামের মধ্যে একজন অতি সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু চিরদিন তাঁহার এমন ছিল না। এমন দিন গিয়াছে, যখন তাঁহাকে উদরান্নের জন্য অনেকের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমরা সে কথা তুলিব না, কারণ সময় হইলে বিদ্যারত্নই তাহা নিজমুখে ব্যক্ত করিবেন, তিনিত' চারি যুগের পূজ্য পবিত্র ব্রাহ্মণবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন! তাঁহার মনে যে কৃতজ্ঞতার অভাব হইতেই পারে না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব আমরা এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব। যাহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে নিতান্ত হেয় অবস্থা হইতে আর্থিক

উন্নতির চরমসোপানে আরোহণ করেন, তাহারা সাধারণতঃ উৎসবাদিতে কিছু অধিক পরিমাণে মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়েরও এই সব বিষয়ে কৃপণতা ছিল না। বাড়ীতে মা আসিয়াছেন, অতএব তিনি নানা প্রকার বাদ্য বাহুল্যে, নিজ গ্রামের কথা ত' দূরে থাকুক, পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহকেও অর্থের ঝঙ্কারে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূজার সময় আটটা ঢাক বাজিত, রোজ দুইগণ্ডা পাঁঠা পড়িত, পর্য্যায়ক্রমে দশ গ্রামের লোককে, নিমন্ত্রিত হইয়া, তাহার বাড়ীতে আহার করিতে হইত, আর তিনি প্রতিদিন পূজাশেষে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য প্রভৃতি পিতলের থালায় করিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন! আজ অষ্টমী পূজা; বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, কেহ খাইতেছিল, কেহ হাঁসিতেছিল, কেহবা হাঁক ডাক্ করিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু বিদ্যারত্ন সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল বলিতেছিলেন, "বিপিন এখনও এল না কেন? বিপিন এখনও এল না কেন?" কে জানে বিপিন তাঁহার কোন্ প্রয়োজন সাধন করিবে।

অবশেষে বিপিন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিদ্যারত্ন যেন একটু ভৎসনার সুরে বলিলেন, "বিপিন, তোমার বড় দেরী হইয়া গিয়াছে! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

বিপিন বলিলেন, "আমাদের একটা সভা ছিল, সামাজিক ব্যাপার লইয়া। আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

বিদ্যারত্ন। তোমাদের আবার সামাজিক ব্যাপার কিহে? কাহারও বিবাহ সম্বন্ধে নাকি?

বিপিন। না আমাদের উপবীত-গ্রহণ সম্বন্ধে।

বিদ্যারত্ন। সে কথা ত' অনেক দিন শুনিয়াছি—তোমরা ক্ষেপিয়াছ!

বিপিন। আপনি রোজই আমাকে ঐ কথা বলেন! আচ্ছা, আপনি এক দিন অনুগ্রহ করে আমার প্রদত্ত কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করুন, পরে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

বিদ্যারত্ন। তুমি যে করিবে তাহা আমি জানি। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা চিরদিন বিনয়ের জন্য বিখ্যাত। আহা! তোমার পিতার অন্তঃকরণ কত উচ্চ ছিল! তিনিই অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং একমাত্র তাঁহার সাহায্যেই আজ আমার এই যাহা কিছু হইয়াছে! সাধে কি আমি তোমাকে এত ভালবাসি! তা, তুমি আমাকে কয়েকখানা পুঁথি দিও, আমি পড়িয়া দেখিব।

সেই দিন এই পর্য্যন্ত। বিপিন বিদ্যারত্নকে পুঁথি দিলেন—তিনি পড়িয়া বলিলেন—"হাঁ! তোমরা যে উপবীত গ্রহণ করিতে পার, তাহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহারা এ বিষয়ে আপত্তি করে, হয় তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে কোন পুস্তক পড়ে নাই, নতুবা ঈর্ষাপরবশ হইয়া করে, তা তুমি চিন্তা করিও না।" বলা বাহুল্য বিপিনবাবু কায়স্থকুলোদ্ভব।

ইহার পরেই বিপিন বাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হিন্দুদের একটা প্রথা আছে, প্রত্যেক পুরুষেরই কুষ্ঠি প্রস্তুত করিতে হয়। বিপিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপরই সেই ভার ন্যস্ত করিলেন। যখন কুষ্ঠি প্রস্তুত হইল, বিপিন বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, তাহাতে চিরপ্রচলিত "দাসস্য" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই! বিপিনের আনন্দের সীমা রহিল না*।

ইহার পর এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বড় কিছু বলিল না। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর রামশর্ম্মা আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বিপিনের সঙ্গে তাহার একটা সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত হারিলেন। ইহাতে রাগ হইবারই কথা—এখন রামশর্ম্মা অন্য উপায়ে ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণকে একে একে নিজ দলে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। অনেকেই আসিল, কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় সে দিকে ঘেঁসিলেন না। একদিন তাঁহার সহিত রামশর্ম্মার নিম্নলিখিত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল!

রাম। আপনি এত ধর্ম্মভীরু কেন? যাহারা চিরপ্রচলিত প্রথায় পদাঘাত করিয়া অধর্ম্মে পতিত হইল তাহাদের সঙ্গে আবার ধর্ম্মবন্ধন কি?

বিদ্যারত্ন। আপনি যাহাই বলুন, আমি জানি কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিতে পারে। বিশেষতঃ আমি কিছুতেই বিপিনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।

রাম। তবে আপনি আমাদের সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। আজ হইতে আপনাকে কেহ ডাকিবে না।

কাজে হইলও তাহাই। বিদ্যারত্ন একঘরে হইলেন তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার কন্যার বিবাহে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া তিনি রামশর্ম্মার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মঘট করিয়া

* পাঠক মহাশয় মনে রাখিবেন আমি এখন হইতে যাহা লিখিব তাহা সত্য ঘটনা।

কায়স্থ বাড়ীতে পূজা করা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ধোপা নাপিতকে কায়স্থ বাড়ীতে কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হঠাৎ কায়স্থগণ বড় বিপদে পতিত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বিপিনের মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধকার্য্য নিকটবর্ত্তী, কিন্তু কোন নাপিতই তাহার কার্য্য করিতে সম্মত হইল না। নিকটে একটা হাট ছিল—তাহাতে বিদেশী নাপিত দুই একজন বাসা করিয়া থাকিত। বিপিনের এক আত্মীয় সেই হাটের সত্ত্বাধিকারী, তিনি তাহাকে একখানা পত্র দিয়া তাহার জ্ঞাতি ভাই হরেন্দ্রকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। হাটের উপরে জমিদারের কাছারি—কাছারির নায়েব একজন ব্রাহ্মণ। প্রভুর আদেশ পাইয়া তিনি নাপিতদিগকে ডাকাইলেন এবং একজনকে হরেন্দ্রবাবুর সহিত গমন করিতে আদেশ করিলেন ও বলিলেন—"মহাশয়, আপনাদেরও কি আমাদের মত অবস্থা হইয়াছে?"

নায়েব। আমাদের গ্রামের নাপিত ও ধোপার মধ্যে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছে। নাপিত ধোপাকে পরিত্যাগ করিতে বলে, কিন্তু আমরা তাহা করি নাই বলিয়া তাহারা আমাদের কাজ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

হরেন্দ্র। তারপর?

নায়েব। তারপর আমাদের গ্রামের এক ব্রাহ্মণের মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও একজন নাপিত জুটাইতে পারিল না। অবশেষে ৪০৲ টাকায় চুক্তি করিয়া নিকটস্থ কোন সহর হইতে নাপিত আনিয়া তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

হরেন্দ্র। আচ্ছা, বলুন ত' আগে নাপিত ধোপা মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে পারিত না, এখন তাহাদের এত স্পর্দ্ধা কেন হইল?

নায়েব। সে আমাদেরই দোষ। কায়স্থদিগকে উপবীত গ্রহণ করিতে দেখিয়া অক্ষম আমরা এই ছোটলোকদিগকে নিতান্ত প্রশ্রয় দিয়াছি। এখন তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে তাহারা ইচ্ছা করিলেই যে, কোন ব্যক্তি বা ভদ্র সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। তাই, সুযোগ পাইলে আমাদিগকেও ছাড়িবে কেন।

হরেন্দ্র। না, আমাদের আপনাদের মত রকম কিছু হয় নাই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপিনের মাতৃশ্রাদ্ধ যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যে অত্যাচার করিলেন তাহা কেহই বিস্মৃত হইতে পারিল না। শ্রাদ্ধান্তে গ্রা-

ব্রাহ্মণগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা নিজব্যয়ে ভিন্নস্থান হইতে ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি আনাইয়া গ্রামে স্থাপিত করিবেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অচিরেই তাঁহারা তাহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলেন। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজে বড় গোল বাধিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে উপাসনা ও অন্য দুই বর্ণের পূজা অর্চ্চনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা দুই চারিপাতা ইংরেজী পড়িয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, এইরূপ বিপ্রবরেরাও অন্যের বাড়ীতে যাইয়া ব্রতাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাই অন্যান্য বর্ণকে বাধ্য হইয়াই নিতান্ত অজ্ঞ দ্বিজদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। আর ব্রাহ্মণকুলেও যাহাদের অন্য উপায় নাই, তাহারাই যজন, যাজন প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত হন। এইরূপে ব্রাহ্মণ সমাজের অনেকেই অল্পায়াসে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যখন কায়স্থগণ আপন পুরোহিত মনোনীত করিয়া লইলেন, তখন এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা তাহাদের দুঃখের কথা দলপতিদিগের কর্ণগোচর করাইলেন কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অশ্রাব্য গালি ও অর্দ্ধচন্দ্র মাত্র লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে গ্রামের মধ্যে অনেকের অন্নবস্ত্রের আর সংস্থান রহিল না অথচ মৌখিক আশ্বাস প্রদান ভিন্ন কেহই তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না।

এদিকে নাপিতগণ যখন দেখিতে পারিল যে তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক আয়ের মূলে কুঠারাঘাত পড়িল, তখন তাহারা ব্রাহ্মণদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল অনেকে বিবিধ প্রকারে মিনতি করিয়া পুনরায় কায়স্থদের কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কেহবা ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেও অস্বীকার করিল।

কিন্তু স্রোতের বেগ এই খানেই শেষ হইল না। এইরূপ ঘটনায় উৎসাহিত অন্যান্য জাতিও নানাপ্রকার অযৌক্তিক আবদারে সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। গোপগণ প্রতিজ্ঞা করিল তাহারা আর বিবাহাদি কার্য্যে দধিদুগ্ধাদি কাহারও বাড়ীতে মোট বহিয়া দিয়া যাইতে পারিবে না। কুম্ভকারও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিল। এদিকে ব্রাহ্মণসমাজ অনন্যোপায় হইয়া যাবদীয় ক্রিয়াকাণ্ডে দধিদুগ্ধাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ভুঁইমালীগণ ঘোষণা করিল যে তাহারা আর জল বহিয়া আনিয়া কাহারও বাড়ীতে কোন কার্য্য করিবে না। দৈনিক মজুরেরা

নানাপ্রকার অন্যায় দাবীতে সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠ, শান্তির আধার, হিন্দুসমাজ পতনোন্মুখ বৃক্ষের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। যাহারা আর্য্যসমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, যাহাদের বাহুবল ও মনের একাগ্রতার উপর নির্ভর করিয়া এই আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহাদের বুদ্ধিপ্রভাবে শত শত রাজ্য চালিত ও শত শত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন সংঘটিত হইয়াছিল, আজ কাল তাহাদের বংশধরগণের এই পরিণাম ইহা ভাবিতে গেলেও মনে আক্ষেপের উদয় হয়। যে সামাজিক বিপ্লব। পরস্পর বিদ্বেষ ভাবের দরুণ আমাদের আজ এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে এখন এই সম্মিলনের যুগে নিতান্ত নীচ ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ আবার তাহারই সূচনা করিতেছেন। যাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা অচিরেই যে সমাজে ভীষণ বিপ্লব উত্থিত হইবে তাহার জন্য একমাত্র ব্রাহ্মণগণই দায়ী। তাহারা নিজেদের অদূরদর্শিতার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যাহা করিতেছেন, তাহাতে নিজেরাই শত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বর্ণকেও বিপদগ্রস্ত করিতেছেন। অথচ এই বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের এখনও চৈতন্য নাই!

শ্রীমণীন্দ্রমোহন ব...

"জাতিতত্ত্ববারিধি"।

(প্রথমভাগ, ২য় সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত নামধেয় পণ্ডিতম্মন্য একব্যক্তি "জাতিতত্ত্ব বারিধি" প্রথমভাগ নামক এক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। লেখকের নামের শেষে "বিদ্যারত্ন" উপাধি এবং গ্রন্থশেষে জ্ঞাতনামা এবং অজ্ঞাতনামা কয়েক মহাশয়ের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোন কোন সমাজে কোন কোন লোকের নিকট তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত। গ্রন্থকার ... করিয়া তাঁহার গ্রন্থের অদূরে নাম রাখিয়াছেন "বৈদ্য কায়স্থ মোহমুদ্গর" যদিও লেখক সম্প্রতি "উমেশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা" নামে পরিচিত হইতে অভি...

...চ প্রকৃতপক্ষে তিনি বৈদ্যের সন্তান এবং সম্প্রতি নিজ কর্ম্মফলে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পরিধির বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। এরূপ অহিন্দু এবং অসামাজিক লোকের পক্ষে হিন্দুর জাতি ও সমাজের কথা কহিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা মাত্র, তথাপি কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের অত্যুচ্চ স্থানে স্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতিকে নিতান্ত কুৎসিত ভাষায় গালি দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যে লেখক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গ্রন্থের দুই চারি পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শুনিতে পাই, এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নাকি বঙ্গদেশের কয়েকজন বৈদ্যসন্তান বহন করিয়াছেন। অবস্থানুসারে পুস্তকের নাম "বৈদ্যমোহমুদ্গর" রাখিলেই বেশ হইত অথবা "বৈদ্যমোহমূষল" রাখিলে আরও বেশ হইত। বৈদ্যজাতিকে এই Vain glorious self advertisementএর মধ্যে নিরপরাধ কায়স্থ জাতিকে টানিয়া আনার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কিন্তু লেখকের ধারণা এই যে, বড়কে গালাগালি না দিলে ছোটকে বড় করা যায় না এবং তিনি সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কবি বলিয়াছেন,—

"বন্দ্যান্নিন্দতি দুঃখিতানুপহসত্যাবাধতে বান্ধবা-
গুরূন্দ্বেষ্টি ধনচ্যুতান্ পরিভবত্যাজ্ঞাপরত্যাশ্রিতান্।
গুহ্যানি প্রকটী করোতি ঘটয়ন্ যত্নেন বৈরাশয়ং
ব্রূতে শীঘ্রমবাচ্যমুজ্ঝতি গুণান্ গৃহ্লাতি দোষান্খলঃ॥"

বঙ্গদেশীয় বৈদ্যকুলে এইরূপ মূষল প্রসবকারী আর কতিপয় পণ্ডিতের উদ্ভব হইলেই "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" হইবেন সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত যেরূপ জঘন্য গালিগালাজ ও নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ তাহাতে ইহার সমালোচনায় কেহই প্রবৃত্ত হইবেন না। তথাপি সমাজের দ্রোহ ও বিপ্লবকারী সর্ব্বজ্ঞম্মন্য ব্যক্তিকে উপেক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য এই ত্রিবিধ শ্রেণীই হিন্দুসমাজের চালক এবং নেতা। এই তিনটী মুখ্যজাতির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা কলহ এবং বিবাদ বাধাইবার উদ্দেশ্য লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—বৈদ্যসমাজ সেই গ্রন্থের প্রচারে অর্থ সাহায্য করিলেন ইহাই পরিতাপের বিষয়। খুব সম্ভব, যাঁহারা গ্রন্থকারকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া কেবলমাত্র গ্রন্থকারের মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়াই সামাজিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক-প্রচার-রূপ শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থই টাকা খরচ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদি কেবলমাত্র বঙ্গীয়

বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইতেন—তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি ছিল না ;—সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮০০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিভক্ত রহিয়াছেন, তদুপরি ১৮০১ শ্রেণী হইলে কে তাহা লক্ষ্য করিত? হিন্দুসমাজে "ব্রাহ্মণ" বলিলেই পূজ্য এবং সম্মান ভাজন হইবে এরূ কোন কথা নাই। দেশে এরূপ অসংখ্য ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাদের জল কোন ভদ্র জাতিতে স্পর্শ করেন না। কাজেই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উমেশবাবুর কৃপা "একতর ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিলেই তাঁহাদের সম্মান ও প্রতি বাড়িবে কিনা তাহা বৈদ্যসমাজের নেতৃস্থানীয় সুধীবৃন্দের বিবেচ্য। দ্বিতীয় গ্রন্থকার যদি বৈদ্যজাতির উৎকর্ষ খ্যাপনমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্যে হইতেন তাহাতেও অপরজাতির আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব সমাজে বড়; দোষাদ, চামার প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতি কথায় কথায় নিজ সমাজের লোককে জাতি এবং সমাজে বন্ধ করে, জাতিচ্যুত করার বাড়াবাড়ি ঐ সকল সমাজেই অধিক। এই পুস্তকে গ্রন্থকা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির প্রতি অবাচ্য গালাগালি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহা ধারণা বড়কে গালাগালি দিলেই ছোট আপনি বড় বলিয়া গৃহীত হইবে বৈদ্য সমাজের নেতৃগণ এই পুস্তক সযত্নে পাঠ করিয়া দেখুন এবং তাঁহা গ্রন্থকারের এই ঘৃণিত কাপুরুষোচিত ব্যবহারের যথোচিত শাস্তি প্রদান কর এই মিলনের মহাযুগে যে ব্যক্তি বিশাল হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পর মনোমালিন্য ও কলহের বৃদ্ধি করতঃ সমাজে বিপ্লবানল প্রজ্বালিত করিতে প্র হয়, সে সমাজের নিকট গুরুদণ্ডে দণ্ডার্হ। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ গ মধ্যে সামাজিক কুরীতি ও কুনীতি সমুদয় দূর করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধ জন্য সচেষ্ট হউন, সভ্য সমাজে নিজ নিজ জাতিকে মাননীয় ও বরণীয় কর ইহাই আমাদের প্রার্থনা। একজাত উন্নত হইতে গিয়া অপর উন্নততর জাতি অবনত করিবার চেষ্টা করিবে,—ইহা কি প্রকার কথা? সুবিশাল হিন্দু সমাজে অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণী প্রত্যেক সম্প্রদায় ব্যষ্টিভাবে স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী উ করতঃ সমষ্টিভাবে সমস্ত হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই ত' আমা আকাঙ্ক্ষা—ইহাই ত আমাদের আদর্শ। যিনি এইরূপ উন্নতির অভিলাষী উদ্যোক্তা, তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই বর্ত্তমান যুগের পথ প্রদর্শক তিনিই আমাদের নমস্য ; আর যিনি মধুময় মিলনের পরিবর্ত্তে জাতিতে জাতি শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরহের দাবানল জ্বালিতে উৎসুক ও ব্যগ্র,—তিনি

জাতির ও সমাজের শত্রু। সামাজিকগণ সতর্ক হউন,—এরূপ শত্রুকে সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া দূর করিয়া দিন।

গ্রন্থকার উমেশবাবু হিন্দু নহেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে আমরা হিন্দুর বিচার শৈলী বা মীমাংসাপদ্ধতি দেখিতে পাইব, সে আশা করি নাই। তথাপি ভাবিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি "দাশশর্ম্মা" এবং "বিদ্যারত্ন" পরিচয়ে পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহার গ্রন্থে নিশ্চয়ই বিচারের ও মীমাংসার একটা পদ্ধতি থাকিবে। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে হতাশ হইয়াছি। তিনি স্বীয় গ্রন্থে অনেক বেদমন্ত্র ঔপনিষদিক শ্রুতি, স্মৃতিবাক্য, পুরাণ ও উপপুরাণের শ্লোকাবলী, এমন কি তাঁহার পরম মাননীয় মহম্মদ গোলামনবির শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে ঐ সকল বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই পরন্তু রহস্যবিদ্ ব্যক্তির নিকট গ্রন্থখানি কেবল উপেক্ষা ও উপহাসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। নীতি শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে—

"সর্ব্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসাইতি দিবা ধূর্ত্তৈর্জ্জগদ্‌বঞ্চ্যতে॥"

এই গ্রন্থেও গ্রন্থকার তদ্রূপ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিতে গিয়া আর সকলকেই মূর্খ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু নিয়মের এমনই মহিমা যে, গ্রন্থখানি তাঁহার পল্লবগ্রাহিতায় আত্মম্ভরিতার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ধৃষ্টতার জয়স্তম্ভ সদৃশ তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! গ্রন্থকার স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া অনেকস্থলে প্রগল্‌ভতার ও ধৃষ্টতার সীমাও অতিক্রম করিয়াছেন। Original re-search ক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য তাহার প্রমাণ করিতে গিয়া গ্রন্থকার একটী সুন্দর আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছেন—হিন্দুমাত্রেই জানেন এবং মানেন যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভগবদুক্তি এবং শ্রীশ্রীব্যাসদেব উহার সংগ্রহকার। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে এই গীতারত্ন গ্রথিত হইয়াছে। উমেশবাবু প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ পুরুষ,—সুতরাং তিনি এই পুরাতন কথা গ্রাহ্য করিবেন কেন? তিনি স্বীয় সূচীতীক্ষ্ণ সেমুষী (?) সহায়ে গীতার গ্রন্থ কর্ত্তার নাম ও পিতার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে সজ্জন সুপরিচিত এই দুইটী শ্লোক আছে,—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ ১॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধী ভোক্তা দুগ্ধগীতামৃতং মহৎ॥" ২॥

উমেশবাবু বলিতেছেন "দেখদেখি কি স্পষ্ট ভাবাই পরিচয় দেওয়া হইতেছে যে গোপাল নামক ব্যক্তির পুত্র পদ্মনাভ নামক ব্যক্তি গীতার author! গোপালনন্দন পদ্মনাভ যে "দাশ শর্ম্মা" তাহা উমেশবাবু এখনও বলেন নাই, তাহাই আমাদের বিশ্বাসের কারণ বোধ হয় শীঘ্রই বলিবেন। পাঠক, সহস্রাধিক বৎসর হইতে কত কত যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী, ভক্ত, গৃহস্থ গীতার শত শত ভাষ্য, টীকা ব্যাখ্যা করিলেন,—সে দিনও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলি ও দামোদর, বৈদ্য নবীনসেন ও কায়স্থ কেদারনাথ, কালীপ্রসন্ন ও হীরেন্দ্রনাথ গীতা লইয়া কত অনুশীলন আলোচনা করিলেন, এই মহাবিষ্কার কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই! ঘটিবে কেন? উমেশবাবুর মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ত' আর কাহারও নাই। কোন সংস্কৃতজ্ঞ কবি উমেশবাবুর সূক্ষ্ম বুদ্ধির উপমা না পাইয়া বলিয়াছেন যে, "উমেশ সদসৎসংশয় গোচরধীঃ।" গীতার author সম্বন্ধে এই মহাবিষ্কারের পরিচয় উমেশবাবু মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন, তথাচ এই পুস্তকেও তাহার পরিচয় দিতে ভুলেন নাই। (২০ পৃষ্ঠা)

হিন্দুমতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। হিন্দুর নিকট বেদ অপৌরুষেয়, ব্রহ্মবাণী, সুতরাং উহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ আর স্মৃতি, পুরাণ ও বেদসম্মত বলিয়া উহারাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য। স্মৃতিকারদিগের মধ্যে শ্রীশ্রীব্যাস এই নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥" ১ম অঃ, ৪র্থ শ্লোক।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বাক্যের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে শ্রুতিই বলবতী এবং স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ হইলে স্মৃতিই বলবত্তর। স্মৃতি এবং পুরাণ বেদার্থেরই বিস্তৃতি করিয়াছে জন্য উহাদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ নাই, অনেক স্থলে দৃশ্যতঃ বিরোধ থাকিলেও পরমার্থতঃ উহা বিরোধ নহে, এবং এই নিমিত্ত বেদোক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য মীমাংসকের আসন গ্রহণে অধিকারী নহে। শাস্ত্র বাক্যাবলির একবাক্যতাসাধনপূর্ব্বক বিরোধ পরিহার চেষ্টাই মীমাংসকের কর্ত্তব্য। যেখানে যেরূপ মীমাংসা একেবারেই অসাধ্য সেখানেই ব্যাসোক্তি বচনানুসারে প্রমাণের বলাবল বিবেচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নির্দ্ধারণ কারা হয়। সম্প্রতি কোন কোন পণ্ডিত পুরাণকে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে পুরাণকে স্থান দান করেন না এবং আর্য্য-সমাজে বেদের সংহিতা ভাগ এবং তদনুকূল মানব-ধর্ম্ম শাস্ত্রকেই কেবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই ত্রিবিধ প্রমাণ গ্রহণের প্রথা দেখা যায় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কোন বিষয় বিচার করিতে

হইলে বিচারক কোন্ কোন্ গ্রন্থ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা স্থির করিয়া লন। এই নিমিত্ত আর্য্যসমাজী পণ্ডিতেরা বেদ-সংহিতা ও তদনুকূল মনুবাক্য ভিন্ন আর কোন স্মৃতি কি পুরাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না এবং পুরাণাদির বাক্য যতই কেন স্বমতের পোষক হউক না, তথাপি তাহা গ্রহণ করেন না। উমেশবাবু হিন্দু নহেন, আর্য্য-সমাজীও নহেন, তিনি কোন সংখ্যাই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট বেদ মনুষ্য প্রণীত, স্মৃতিশাস্ত্র ভ্রান্ত, ব্যাস গাঁজাখোর ও তাঁতী, অন্যান্য পুরাণকার (যদিও হিন্দুমতে ব্যাস ভিন্ন আর কেহ পুরাণকার নাই) অতি ছোটলোক, ভাষ্যকার টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ মূর্খ, ধূর্ত্ত, প্রতারক ইত্যাদি। এমন যে শ্রীধরস্বামী, তিনিও অব্যাহতি পান নাই,—আর আধুনিক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে তিনি যে প্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজে দুরুচ্চার্য্য। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণকারকে এই অম্বষ্ঠকুলের ব্যাস কি গালাগালি দিয়াছেন দেখুন,—

"বৃহদ্ধর্ম্মপ্রণেতা যো ধর্ম্মশাস্ত্র নিরক্ষরঃ।
মলেগ্রাহী পিতা হ্যস্য মাতা চ ব্রাহ্মণাত্মজা॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার এবং ব্রাহ্মণজাতির উপর তাঁহার কোপের কারণ এই যে, মনূক্ত সঙ্করজ অম্বষ্ঠকে তাঁহারা শূদ্র বলিয়াছেন, আর এই অপরাধে পুরাণকার, মনুর ভাষ্যকার ও টীকাকার প্রাতঃস্মরণীয় মেধাতিথি, কুল্লুক নন্দন, রামচন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ প্রভৃতিকে নিতান্ত জঘন্য ভাষায় গালি দিয়াছেন, মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বরকে ছুতার বলিয়া গালি দিয়াছেন, প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহকেশূদ্রপুত্র এবং রঘুনন্দনকে নানা গালাগালির পর তাঁহাকে তাঁহার বাপ-দাদার সহিত শূদ্র বলিয়া গালি দিয়াছেন। যিনি হিন্দুর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও শাস্ত্রের ভাষ্যকার, টীকাকার ও নিবন্ধকারগণের প্রতি এইরূপ কুৎসিত গালাগালি দিতে পারেন, যিনি বেদে বিশ্বাস করেন না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, পরলোকে বিশ্বাস করেন না—যিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরীহ কোষকারগণকে পর্য্যন্ত জঘন্য গলিগালাজ করেন, এমন ব্যক্তিকে কি বৈদ্যগণ কুলজ্ঞের পদ প্রদান করিয়াছেন? মনূক্ত অম্বষ্ঠ সঙ্করজাতি এবং শূদ্রধর্ম্মা হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্র সমন্বয়ে তাহা বলিয়াছেন, উমেশবাবু কি গালাগালি দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের পবিত্র আসন গ্রহণ করিবেন। তাঁতীর বা গোয়ালা (সদ্‌গোপ নহে) জাতিও অম্বষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ। সেই অম্বষ্ঠজাতিকে ব্রাহ্মণ করিতে যাওয়ায় বিষম ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বঙ্গীয় বৈদ্য মনুক্ত অ
জাতি নহে। মনুক্ত অম্বষ্ঠ হইলে শূদ্রত্ব অবশ্যম্ভাবী। উমেশবাবু কায়স্থ পত্রিকা
প্রকাশিত "অম্বষ্ঠ প্রশ্ন" প্রবন্ধ দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে স্মৃতিকার
সমস্বরে অম্বষ্ঠকে শূদ্র বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা মাংস সংযুক্ত পাচিত ঔষধ
করিলে কি হইবে? কলিকালে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের মধ্যে অম্বষ্ঠ বা অর্দ্ধসীরি,
গোপাল (সদ্‌গোপ) ও নাপিতের পক্কান্ন খাইতে পারেন, দেখুন—

"দাসগোপালনাপিতকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০॥
শূদ্রকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥২১॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২২॥
বৈশ্য কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধকঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২৩॥"

পরাশর স্মৃতি ১১শ অধ্যায়।

কলিযুগে পরাশর স্মৃতিই প্রধান প্রামাণ্য, যেহেতু ভগবান
বলিতেছেন,—

"কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥২৩॥" ১ম অধ্যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও উমেশবাবু তাঁহার বৃহৎকায় "মু
মধ্যে পরাশর স্মৃতির উল্লেখ করেন নাই। পরাশর যেরূপভাবে মনুক্ত অ
শূদ্র বলিয়াছেন তাহাতে তিনি পরাশরের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণের সাহস
নাই। পরাশর স্মৃতি ত' আর বৃহদ্ধর্ম্মের ন্যায় উপপুরাণ নহে,—ইহাকে
গালি করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দু
কলিকালে পরাশরের স্মৃতি প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত। মনুর অম্বষ্ঠই প
অর্দ্ধসীরী, গোপাল দাস এবং নাপিত সকলেই শূদ্র। গ্রন্থকার উমেশবাবু
জানেন যে, নিজপক্ষের মোকদ্দমা নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেই উকীল প্রতি
গালাগালি দিয়া থাকেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিচারকের নিকট এই "চাল"
ধরা পড়ে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ঋষি, মুনি, শাস্ত্রব্যা
ব্রাহ্মণগণ ও কায়স্থগণকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিয়া অনভিজ্ঞ ও

লোকের নিকট বাহবা এবং হাততালি লাভ করিতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রের রহস্যবিদ্
পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়
মনুক্ত অম্বষ্ঠ জাতিকে শূদ্র বলার নিমিত্ত তিনি যে সকল ঋষি ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতাকে
অতি কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন আবার কায়স্থ জাতিকে অবনত করার
নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্রকার ও ব্যাখ্যাকারেরই আশ্রয় লইয়াছেন। ফলতঃ
তাঁহার গ্রন্থে কোন শৈলী শৃঙ্খলা ও মীমাংসার নিয়ম নাই,—যেখানে যেরূপে
ইচ্ছা তিনি শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। "জাল, ফেরেববাজী"
প্রভৃতি সভ্যভব্য শব্দ ত তাঁহার অলঙ্কার।

বৈদ্যজাতি বড় এবং কায়স্থজাতি ছোট, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থজাতি
শূদ্র এই বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রমাণসমূহের
অবতারণা করিতেছেন। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ, তাহার প্রথম প্রমাণ যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ
চিরদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠন করিয়া আসিতেছেন, আরও সর্ব্বান
প্রমাণ এই যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেও বৈদ্যদিগের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের
অধিকার ছিল। সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদান্ত পঠনের
অধিকার ছিল না তাহাও উমেশবাবু জানেন, কিন্তু এস্থলে তিনি বলিতেছেন—
তাহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদান্ত পড়িতে না দেওয়া ব্রাহ্মণদিগের কুসংস্কার অন-
উদারতা ইত্যাদি দোষের ফল। আর কায়স্থ জাতি যে শূদ্র তাহার প্রমাণ এই
যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাহাদিগের সংস্কৃত কলেজে পাঠের অধিকার ছিল
না, এবং হিন্দুরাজাদিগের সময়ে কায়স্থদিগের নাগরাক্ষর স্পর্শ করিবারও অধিকার
ছিল না। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহার আরও প্রমাণ তাঁহাদিগের রচিত অনেক
পুস্তক রহিয়াছে, আর কায়স্থদিগের রচিত কোন পুস্তক নাই সুতরাং
তাহারা শূদ্র।

যে ব্যক্তি এইরূপ অপদার্থ যুক্তি ও বাক্য মুদ্রাযন্ত্রের ও পরের মুদ্রার সাহায্যে
সাধারণে বাহির করিতে পারেন, তাঁহার ধৃষ্টতার বাহাদুরি আছে সন্দেহ নাই।
অধ্যাপনায় অম্বষ্ঠের অধিকার কোন্ স্মৃতিশাস্ত্রকার দিয়াছেন তাহা গ্রন্থকার
বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপনায় অম্বষ্ঠের অধিকার নাই, উহা মিথ্যা
কথা। তবে গায়ের জোরে অধ্যাপনা করিলে যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত,
তাহা হইলে অনেক মুন্সী, মৌলবী এবং প্রফেসার সাহেবও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ
বলিয়া গণ্য হইতেন। আর কোনও বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ কোনও কালে বঙ্গীয় অম্বষ্ঠকে
বেদ পাঠ করাইয়াছেন, তাহা কি উমেশবাবু বলিতে পারেন? বেদ সংহিতা

ব্যতীত অন্য সকল শাস্ত্র পঠনের অধিকার যে শূদ্রেরও আছে, তাহা শাস্ত্র দূরে থাকুক বৈদ্যদিগের জীবিকার উপায় চরক-সংহিতায়ও যে অধিকার তবে উমেশবাবু "নামে গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ" বৈদ্য সন্তান হইলেও বৈদ্যশা অনধিকারী। কেবল মুখে বলিলেই হয় না "আমি যাহা জানি না, তাহা আর কেহ জানে না তাহা বিশ্বাস করি না।" এ কেবল সর্ব্বজ্ঞম্মন্য ব্যক্তির গর্ব্ব। সমগ্র পুরাণ শাস্ত্রের বক্তা কোন্ জাতি? তিনি কি ব্রাহ্মণ? পু গ্রন্থ ও মহাভারত কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল? এই সা তত্ত্বও যে ব্যক্তি না জানেন,—তিনি আবার শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যা জানাই আসিয়াছেন! এই জন্যই কি বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন কলিকালে "অ প্রগল্‌ভোচ্চারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ॥" উমেশবাবু স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম কুসংস্কার বশতঃ বৈদ্যদিগকে (শূদ্র মনে করিয়াই) সংস্কৃত কলেজে ধর্ম্মশাস্ত্র বেদান্ত পড়িতে দিতেন না;—সুতরাং তাহাদের নজীরে কায়স্থগণ শূদ্র হই আর কায়স্থগণের যে নাগরাক্ষর স্পর্শেও অধিকার ছিল না, ইহাও "অ প্রগল্‌ভোচ্চারণ"; কারণ, নাগর কায়স্থদিগের দ্বারাই বর্ত্তমান দেবনাগরাক্ষর আবিষ্কার হইয়াছিল, সেই অক্ষরই পুনশ্চ রাজকর্ম্মচারী কায়স্থদিগের লেখনাভ্যাস হেতু পরিবর্ত্তিত হইয়া "কায়েথী নাগরী অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। "লেখাপড়ায় কায়স্থের অধিকার নাই" ইহা প্রকৃতই অতি সাহসের কথা।

এখনও কৌতুকের কথা ফুরায় নাই!—গ্রন্থকার বলিতেছেন, বিখ্যাত ম ভারতানুবাদক কাশীরাম দেব বৈদ্য ছিলেন; শুধু তাহাই নহে;—মাইকেল ৺মধুসূদন দত্ত, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺হরিনাথ দে, ৺স্বামীপাদ বিবেকান বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইঁহাদেরও পূর্ব্বপুরুষও বৈদ্যই ছিলেন নচেৎ তাঁহারা এ লেখাপড়া শিখিলেন কি প্রকারে? উমেশবাবুর ঘোষ, বসু, মিত্রকে বিশে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজকে বড় ভয় ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থকে ছোট করিবার জন্য অনেক প্রকার ও বা মোক্তারী চাল চালিয়াছেন। তিনি নন্দী, চাকী, ধর, কর প্রভৃতি কায় উচ্চ এবং বসু ঘোষকে নীচ বলিয়া নিজের সমাজ-তত্ত্বে অনুপম পাণ্ডিত্যের প দিয়াছেন। আমাদের সন্দেহ হয় যে কায়স্থ-জাতির মধ্যেও বিদ্বেষের বীজ করা তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়।

উমেশবাবু বলেন যে অম্বষ্ঠ সন্তানে ব্রাহ্মণ শোণিত বর্ত্তমান, তজ্জন্যই তাঁহা বিদ্যা এত বেশী। আমাদের বিনীত বাক্য এই, তবে আভীর, যাঁহার মাতা

পিতা ব্রাহ্মণ, তিনি আরও বিদ্বান্ হইলেন না কেন? নাপিত ও দাসের তেও ত' পিতৃ (ব্রাহ্মণ) শোণিত বর্ত্তমান, তবে তাহাদের মধ্যেই বা বিদ্যার চার নাই কেন? আমাদের বোধ হয়, গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে দেখিতে পাইব মোক্ষমুলার, গোল্ডষ্টুকার, ওয়েবার, ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় স্থান পাইয়াছেন।

ফলতঃ উমেশবাবু এই গ্রন্থে অসম্ভব সম্ভব করিতে গিয়া নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তবে ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ নাই, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মানেন না, পরলোক মানেন না, জাতিভেদ মানেন না। তিনি সমাজের বাহিরে সুতরাং তাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন ভয় নাই।

যাহাই হউক, এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদিগকে অনেক মহাপুরুষের নিন্দাবাদ চক্ষুর্গোচর করিতে হইয়াছে। মহতের নিন্দা যে করে, কেবল সেই দোষভাক্ নহে, শ্রোতারও প্রত্যবায় ঘটে। ভগবান্ আমাদিগকে ক্ষমা করুন!!

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

বিবিধ।

উত্তররাঢ়ীয় জনসংখ্যা।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী-সভার সম্পাদক জানাইয়াছেন যে তাঁহারা যে সংখ্যা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তৎপ্রেরিত বিবরণ এই:—

সন ১৩১১ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে গণন-কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে জেলা দিনাজপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪পরগণা, কাতা, যশোহর, নদীয়া, হাবড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম, বগুড়া ও জেলার গণন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সন ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে দিনাজ-

পুর জেলায় দিনাজপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রাম সমূহের গণনা করিয়া উক্ত কার্য সমাধা হয়। সর্ব্বসমেত ৭৪০ খানি গ্রামে ৫২৮২ পরিবার; সংখ্যায় ২৯২৬৮ জন লোকসংখ্যা হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৯০২৪, স্ত্রীলোক ১০০৭৫, বালক ৬০৮০, বালিকা ৪০৮৯। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৯৭ জন মাত্র।

বাৎস্যগোত্রীয় সিংহের সংখ্যা প্রায় ৭০০০; সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষের সংখ্যা তদপেক্ষা কিছু কম। মৌদগল্যগোত্রীয় দাসের সংখ্যা প্রায় ৬০০০; অবশিষ্ট প্রায় ৯০০০ জন বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, কাশ্যপ গোত্রীয় দাস, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঘোষ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহ, মৌদগল্যগোত্রীয় কর ও কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪৬৩০ জন, বীরভূম জেলায় ৬৮৮৯ জন, বর্দ্ধমান জেলায় ৩০১৪ জন, ভাগলপুর জেলায় ৪২৪৩ জন, মুঙ্গের জেলায় ১২০০ জন, মেদিনীপুর জেলায় ১৪৬৩ জন, বাঁকুড়া জেলায় ১০১০ জন, হুগলী জেলায় ২৯৩ জন, হাওড়া জেলায় ৬৫৯ জন, যশোহর জেলায় ৪৭৮ জন, সাঁওতাল পরগণা জেলায় ... জন, নদীয়া জেলায় ২৯১ জন, দিনাজপুর জেলায় ৪৬৩ জন, পূর্ণিয়া জেলায় ৪৭১ জন, মানভূম জেলায় ৬০৩ জন, মালদহ জেলায় ৯৩৪ জন, কলিকাতা ও ২৪ পরগণায় ২১৮ জন ও বাকী অন্যান্য জেলায় বাস করেন।

২১টি জেলার যেখানে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের বাস আছে, ২৭টি কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রে এক এক জন কেন্দ্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। উক্ত কেন্দ্র সম্পাদকগণের সহায়তায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের ব্রাহ্মণ ঘটক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর বেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়গণ এই লোক-গণনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বরপণের পরিণাম।

কন্যাদায়গ্রস্ত ৺চণ্ডীচরণ ঘোষ কলিকাতাস্থ আহিরিপুকুরে বাস করিতেন। বয়স ৫৫ বৎসর। তাঁহার দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল; অনেক চেষ্টাতেও তাহাদের বিবাহ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে দরিদ্র, পাত্রপক্ষের যাচিত পণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া শেষে দুঃখে ও কষ্টে অহিফেনসেবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কায়স্থ সুধীবৃন্দ যতই পণপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন দুর্বৃত্ত বরকর্ত্তৃগণ (কোন কোন দুষ্টাশয় শিক্ষিতাভিমানী পাত্রও) ততই পণের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন না। ধিক্ তাদৃশ সমাজ-কলঙ্ক-পাপাশয়দিগকে!

প্রচার কার্য্যের বিবরণ ঃ—

প্রচারক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী।

২০শে আষাঢ়, ১৩১৯। রাইপুর, বীরভূম জেলা। স্থানীয় জমিদার কায়স্থ-কুল গৌরব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে তাঁহারই সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে ব্রাহ্মণ ও বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ইতিহাস ও শিলালিপির বর্ণনা এবং কায়স্থের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার ও মর্য্যাদার বিষয় উল্লেখ করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত বিশিষ্ট কায়স্থগণ বলেন কাঁদীর রাজপরিবারের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিয়া অতি সত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ করা হইবে।

আন্তর্গণিক বিবাহে কাহারও অসম্মতি নাই। প্রমথবাবু দুইটী প্রস্তাব বঙ্গীয় কায়স্থ-সভায় জানাইলেন। প্রথম,—কায়স্থ-সভার জন্মাবধি একটা সাল গণনা। ২য়,—ঘটক দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থের জনসংখ্যা গ্রহণ। সভায় চারি জন কায়স্থ সভার সভ্য হন। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ১৬৲, গৃহনির্ম্মাণে ৮৲ ও প্রচার ভাণ্ডারে ৮৲ স্বাক্ষরিত হয়। প্রচারক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ জানিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন ও ঐ সকল মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২০শে আষাঢ়, ১৩১৯। ধল্লা, বীরভূম জেলা। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষ হাজরা মহাশয়ের সভাপতিত্বে তদীয় ভবনে এক সভা হয়। অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ার পর দুইজন-কায়স্থ সভার সভ্য হন। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ২৲, গৃহনির্ম্মাণে ১৲ ও প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মাখনবাবু স্বাক্ষর করেন। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে সকলেরই আগ্রহ জন্মিয়াছে। কাঁদা ও পাঁচথুপীর সহিত একমত হইয়া উপনয়ন গ্রহণের জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ ও তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন বলিলেন।

২১শে আষাঢ়, ১৩১৯। রূপপুর, বীরভূম জেলা। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ লইয়া এক সভা হয়। অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান জনৈক ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা তাঁহার সন্দেহ

[illegible]ন করার পর সকলেই উপনয়নের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন। এ সময় সকল কায়স্থ বাড়ীতে নাথাকায় প্রচারক মহাশয় পূজার পর পুনরায় প্রচারার্থ যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। সাতকড়ি বাবুও এখন নানাবিধ বৈষয়িক গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আশ্বিন মাসে সভার সভ্য হইবার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

২৩শে আষাঢ়, ১৩১৯। মরনাডাল, বীরভূম জেলা। এখানকার মিত্রঠাকুরগণ অদ্যাবধি গুরুগিরি ব্যবসা করিতেছেন। অনেক ব্রাহ্মণও কায়স্থ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপস্থিত সভ্যদিগকে সভার উদ্দেশ্য সমূহ বুঝাইয়া দেওয়ার পর সকলেই শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিলেন। আন্তর্গণিক বিবাহে সকলেরই মত আছে। প্রায় ৬ ঘণ্টাকাল সভার কার্য্য হয়। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে ব্রাহ্মণের লাভ আছে, কায়স্থ শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণকেও শূদ্র হইতে হইবে, এতদ্বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করায় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এখানে একজন মাত্র কায়স্থ-সভার সভ্য হন।

২৫শে আষাঢ়, ১৩১৯। খয়রাসোল, বীরভূম জেলা। এখানে শ্রীযুক্ত গঙ্গাহরি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে তদীয় ভবনে এক সভা হয়। প্রচারক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ায় সভাস্থ সকলে সমস্ত প্রস্তাবগুলিই যথাসাধ্য প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। এখানে একজন সভার সভ্য হন।

২৬শে ও ২৭শে আষাঢ়, ১৩১৯। সিউড়ী, বীরভূম জেলা। প্রচারক মহাশয় এইস্থানে দুইবার গমন করেন, কিন্তু স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ এতই নিরুৎসাহী যে তিনি বহু চেষ্টায়ও একটী সভা করিতে না পারিয়া শেষে জজ, সবজজ, উকীল, মোক্তার, ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য অফিসার ও স্থানীয় কায়স্থগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য প্রচার করেন। পাঁচজন কায়স্থ সভার সভ্য হন। অনেকে পরে বুঝিয়া সভ্য হইতে চাহিলেন। ইতিপূর্ব্বে এখানে কায়স্থান্দোলন আদৌ হয় নাই বলিয়া অনেকের কুসংস্কার নষ্ট করিতে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শূদ্র কাহারা তাহা বুঝাইয়া দেওয়াতে সকলেই ক্ষত্রিয়ত্বের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বরপণ নিবারণে সকলের একান্ত আগ্রহ দেখা গিয়াছে। এখানকার গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ মহাশয় কয়েকটী প্রস্তাব বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব "কায়স্থ পত্রিকা কতকগুলি করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে ও তাহার ব্যয়

[illegible] বড়লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজে ৫৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব, "মফঃস্বলস্থ স্কুল বোর্ডিংএ পাচক ও চাকরের বেতন মাত্র সভা হইতে দেওয়া হইলে ক্ষত্রিয়াচার প্রচলনের বিশেষ সুবিধা হইবে ; কায়স্থ শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে জাতিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া উপনীত করিতে পারিবেন।" এখানকার ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার বলেন,—"কলিকাতা টাউনের সভ্যগণ মফঃস্বলস্থ সভ্যগণকে অগ্রাহ্য করেন। কোন বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেরাই কার্য্যশেষ করতঃ শেষে সংবাদ দিয়া থাকেন তজ্জন্য তিনি সভার সভ্য হইতে অনিচ্ছুক।" প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, প্রত্যেক সভ্যেরই সমান অধিকার, সকলকে না জানাইয়া কোন মতামত প্রকাশ করা হয় না ইত্যাদি। তারপর তিনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

২৮শে ও ২৯শে আষাঢ়, ১৩১৯। রামপুরহাট, বীরভূম জেলা। এখানেও কেহ কায়স্থ সভা করিবার উদ্যোগী না হওয়ায় প্রচারক মহাশয় প্রত্যেক কায়স্থের বাড়ী গিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম বিষয় প্রচার করেন। এখানে দুইজন সভার সভ্য হন। অনেকে পরে বুঝিয়া হইবেন বলিয়াছেন। সেরেস্তাদার প্রভৃতির অফিসে, উকীলগৃহে, বেণুকরবাবু মোক্তারের বাড়ীতে ও মুন্সেফ বাবুর বাসায় কয়েকটী খণ্ড সভা হইয়া কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সকল প্রচারিত হয়। আন্তর্গণিক বিবাহে কাহারও অমত নাই। অনেকে শীঘ্রই উপনীত হইতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এখানকার অবসর প্রাপ্ত স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সোম মহাশয় বলেন,—"নেতাগণ আদর্শ দৃষ্টান্ত না দেখাইলে আমরা এ সভায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না।"

৩০শে আষাঢ়, ১৩১৯। সাঁইথিয়া, জেলা বীরভূম। এখানে কায়স্থ সংখ্যা কম। তাহাও কেহ উপস্থিত না থাকায় সভা করা হয় নাই। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ রসোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ঘোষ মহাশয় এখানে প্রায়ই বাস করেন। প্রচারক মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, "শীঘ্রই কলিকাতা যাইয়া তথা হইতে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইব।" এখানকার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য যে কয়েক জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাতে প্রচারক মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে সকলেই কায়স্থের সম্পূর্ণ অনুকূল।

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
ভাব	ভীম	১৫২	১০
উচ্ছাস	উদ্দাম	"	"
মুখানি	সুখানি	"	১৩
সমালোচক	সমাসিক	"	১২
শর্ম্মণ	শর্ম্মন্	১৫৩	৭
দাসা	দামা	"	৩০
দাসা	দামা	১৫৪	৪
দেবা	দেবাঃ	"	২০
বৈদিক	বৈশ্য	"	২৫
ছড়াছড়ি	গোবরছড়া	১৫৫	২
জাতীয়	জাতির	১৫৬	২৪
ইহ জগতে	ইহাই জাতি	১৫৭	১
ভিষদ্ বৈশ্যৌ	বিষগ্ বৈশ্যৌ	১৫৮	৭
প্রভব	প্রভব কর‍িই কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্যাজ	১৫৮	১
মাত্রেরই	মাত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা নহে। পক্ষান্তরে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব	"	১৫
গোত্রে	গাত্রে	১৫৮	১১
বৈশ্য	কায়স্থ	১৫৮	২০
অমরগজালিগাছ	অমরগজারিগাছ	১৮৪	৮
পাশ্চাত্য	দাক্ষিণাত্য	১৬৮	২২
পত্রাঙ্ক	পত্রাঙ্ক	১৭১	১১
শ্রীকাঠী	শ্রীরাজকাঠী	৷৴০	১

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

২৩শে আষাঢ়, ১৩১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, সহঃসভাপতি, সভাপতির আসনে।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী।
(ব) " শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ভাবসাগর।
(দ) " দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
(উ) " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ।
(দ) " শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।
(উ) " নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। }

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ (সাং ধাপ, রংপুর জেলা), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা (সাং কটক, উড়িষ্যা), শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা (সাং রাজ-পাট, ফকিরহাট, খুলনা জেলা), শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে (সাং কলিকাতা) এবং শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার (সাং কলিকাতা) অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সমিতির এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য ও শাখা-সভাসমূহ। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ও সভাদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য ও শাখাসভা মনোনীত হইল :—

সভ্যগণ :—

(ব) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহখাসনবীশ, সাং দিনাজপুর।
(ব) " জগদীশচন্দ্র কররায়, পুলিস্ সব্ইনস্পেক্টর্, সাং দিনাজপুর।
(দ) রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু, সাং কটক, উড়িষ্যা।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

(দ) শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মিত্র, সাং পাইকপাড়া, বর্দ্ধমান জেলা।
(আজীবন সভ্য)।

(বা) „ তারিণীকান্ত দাস, সাং বাহাদুরপুর, মিঠাপুকুর পোঃ, রংপুর।

(দ) „ ভুপেশ্বর হালদার, বি এল্, ঘুনি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

(বা) „ যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সাং ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর।

(ব) „ রবীন্দ্রনাথ রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

(বা) „ রাখালচন্দ্র সিংহ, সাং বারিপাড়া, সুজানগর পোঃ, পাবনা জেলা।

(বা) কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার, সাং জয়পুর, বগুড়া জেলা।

(ব) শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ রায়, সাং কেরাণীপাড়া, রংপুর।

(দ) „ রামচন্দ্র মজুমদার, এম্ এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল।

(দ) „ শিশিরকুমার বসু, মোক্তার, সাং খাগড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা।

(দ) রায় বাহাদুর হরিনাথ ঘোষ, এম-বি, ডাক্তার, সাং কলিকাতা।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

শাখা সভা :—

লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভা, সাং লক্ষ্ণৌ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী, সাং সোমেশপুর, নদীয়া জেলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।

উপরিলিখিত নূতন সভ্য ও শাখা-সভাসমূহের তালিকায় যেথানে প্রস্তাবকের নাম নাই, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহাদের প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে আলোচনা। দয়ালবাবু বলিলেন যে মফস্বলে অনেক স্থানে এবং কলিকাতায় পর্য্যন্ত অনেকে কায়স্থ-সভার অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই জানেন না; হয়ত তাহা জানিলে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে অনেকেই কিছু টাকা দিবেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বলিলেন যে মফঃস্বলে সভার অবস্থা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই প্রচারক পাঠান হইতেছে, তাহারা সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন "কলিকাতায় থাকিয়া যাহারা এখনও সভার অস্তিত্বের কথা জানেন না বা সভার উদ্দেশ্যের বিষয় জানিতে উৎসুক হন নাই, তাহারা যে কখনও উৎসাহী হইবেন, তাহা কেহ কি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন? সত্য কথা এই যে কলিকাতার বড়লোকেরা এবং অপর অনেকেই সামাজিক বিষয়ে বড়ই চিন্তাহীন। তাঁহারা স্বার্থ ও পদবৃদ্ধিই বোঝেন।"

ভাবসাগর মহাশয় বলিলেন যে কলিকাতায় সভার অধিবেশন মধ্যে মধ্যে হওয়া উচিত।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে কলিকাতায় সভার অধিবেশন করিয়া অনর্থক খরচ করা মাত্র, সহরের বড় লোকেরা কেহ আসেন না; অথচ লোকে মনে করে কায়স্থ-সভার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা নাই। তবে যদি উৎসাহ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট মীটিং করার আয়োজন কেহ করেন তাহার ফল যথেষ্ট হয়।

সকলেই তাহাই সদ্যুক্তি স্বীকার করিলেন এবং দয়াল বাবু তাঁহার পাড়ায় শীঘ্রই মীটিং করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যগণের ও অপর কতিপয় বিশিষ্ট কায়স্থের রাজ-সম্মান ও বিদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপাধি পাওয়ায় সমিতির উপস্থিত সদস্য সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সকলকে সভার আনন্দ জ্ঞাপন করা হউক :—

নাম—	উপাধি—
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	এল্ এল্ ডি (এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়	সি-আই-ই, ডি এস্ সি (সেণ্ট্ আণ্ড্রুজ্ বিশ্ববিদ্যালয়)।
শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, উকীল, কটক	রায় বাহাদুর।
„ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা, "হিন্দু পেট্রিয়টে"র সম্পাদক ও কলিকাতায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট।	ঐ
ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এম বি	ঐ

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) মাদারিপুরের অন্তর্গত পোঃ সমাজ ইসিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র পঠিত হইল। উক্ত পত্রে শ্যামাচরণবাবু লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কাজি ইমদাদুল হক প্রণীত "ঐতিহাসিক-পাঠ, প্রথম ভাগ" স্কুলসমূহের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং উক্ত পুস্তকের ১৮

পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে আদিশূর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং যে পাঁচজন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণদের সহিত আসেন, তাঁহারা ভৃত্যবংশীয়। এইরূপ ভ্রম পূর্ণ পুস্তক যাহাতে পাঠ্য না থাকে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবার জন্য শ্যামাচরণবাবু সভাকে পত্র লেখেন।

পুস্তকখানিতে যথার্থই এই সমস্ত ভুল আছে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় সভার সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত পুস্তক যাহাতে পাঠ্যের তালিকা হইতে বাদ যায় সে বিষয় চেষ্টার ভার সভাপতি মহাশয়ের উপর দেওয়া হউক এবং শ্যামাচরণবাবুকে জানান হউক যে যথাকর্ত্তব্য করা হইতেছে।

(খ) নদীয়া জেলান্তর্গত ঘুর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেশ্বর হালদার, বিএল্, মহাশয়ের প্রবেশিকা সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেহাই হইল। ভূপেশ্বরবাবু কয়েক বৎসর 'কায়স্থ-পত্রিকা'র লেখক এবং গ্রাহক ছিলেন।

(গ) পাঁজিয়া শাখা-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরালাল মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের ৫ই জুলাই তারিখের পত্রানুযায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন যে "পাঁজিয়া কায়স্থ-সভার একরূপ সংস্থাপয়িতা ও পাঁজিয়ার উপনীত কায়স্থগণের এক মাত্র নেতা দেশহিতৈষী ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুতে এই সভা শোক প্রকাশ করুন।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভার শোক ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর পরিবারবর্গকে জানান হউক।

(ঘ) এই বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বৈশাখ মাসের অধিবেশনের শেষ প্রস্তাবের (খ) অংশোল্লিখিত প্রস্তাবানুযায়ী "শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী"র অবৈতনিক সম্পাদককে যে পত্র লেখা হয় তদুত্তরে ১৩ই জুন তারিখের তাঁহাদের লিখিত পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ১৩১৯ সালের পত্রিকা "শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী"কে বিনামূল্যে দেওয়া হউক।

(ঙ) মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত জিয়াগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষের ২৬শে জুন তারিখের এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষের ২৪শে জুন তারিখের সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত দুইটী ছাত্রকে জানান যাউক যে যাঁহারা নিজেরা উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সভার পরামর্শানুযায়ী সকল বিষয়ে কার্য্য করিবেন ও অপর দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রদের যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন, এরূপ লেখাপড়া করিয়া যিনি না দিবেন সভা তাঁহাদের আবেদন-পত্র বিষয়ে কিছুই করিতে ইচ্ছুক নন।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সহঃ সভাপতি।

By Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩১৯। | নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দান

প্রচার-ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	৷৷০
অনারেবল্ মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, সাং দিনাজপুর ...	১০০৲
মোট—	১০০৷৷০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩১৮।

(৺গয়াধাম কেন্দ্র)।

সাং বলতৈড়, দিনাজপুর জেলা :—

দাস, হরচন্দ্র, বয়স ৩০, (উত্তররাঢ়ী)।

২রা শ্রাবণ, ১৩১৯।

(জেলা ঢাকা, পঞ্চসার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কুচিয়ামোড়া, ঢাকা জেলা :—

১। ঘোষ, প্রিয়নাথ, সার্ব্বভৌম (বঙ্গজ)।

সাং পঞ্চসার, ঢাকা জেলা :—

২। চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর, কনট্র্যাক্টর, (বঙ্গজ)।

সাং মান্দাইল, ঢাকা জেলা :—

৩। দত্ত, জয়চন্দ্র, কনট্র্যাক্টর, (বঙ্গজ)।

সাং যশোলঙ্গ, ঢাকা জেলা :—

৪। বসু, উপেন্দ্রচন্দ্র, "

(জেল ঢাকা, নারিন্দা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং কুচিয়ামোড়া, ঢাকা জেলা :—

১। ঘোষ, কালীপদ, (বঙ্গজ)।
২। " জানকীনাথ, "
৩। " মথুরানাথ, "

সাং দোগাছি, ঢাকা জেলা :—

৪। দেব, জয়চন্দ্র, (বঙ্গজ)।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ১২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং পরমেশ্বরপুর, যশোহর জেলা :—

১। ঘোষ, নরেশচন্দ্র, বয়স ২৩, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। বসু, যতীন্দ্রনাথ, " ২০, ঐ

বিবাহ।

বিজ্ঞাপন।

একজন হিন্দুস্থানী নিগমশ্রেণীর কায়স্থযুবক, বি এ, এল্ এল্ বি, বাৎসরিক আয় প্রায় ২০০০০৲ টাকা ; একটী বাঙ্গালী সুশিক্ষিতা, সুশ্রী, ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। বরপণ বা যৌতুক স্বরূপ একটী পয়সাও লইবেন না। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ২৬১নং অন্নপূর্ণা দেবীর লেন, পট্‌কাপুর ষ্ট্রীট্, কাণপুর, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারেন।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওয়ানার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৫ই শ্রাবণ, ১৩১৯। কটক। নদীয়া জেলান্তর্গত খোক্‌সা-নিবাসী (হাং সাং কটক) বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল নাগ নিয়োগী দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রের সহিত কটক নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৯। বাঘুটিয়া, যশোহর জেলা। যশোহর জেলান্তর্গত বাঘুটীয়া বটতলার বাটীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কায়স্থাচার্য্য ৺বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। বারানসী। লাহোর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ডাক্তার ৺ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত বারানসীবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

(এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল, কিন্তু বরপক্ষ কন্যাকে সমস্ত গহনা দিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ নগদ টাকা লয়েন।)

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৯। কলিকাতা। কলিকাতা কুমারটুলী নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সবজজ্ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকুমার মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমারের সহিত কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের মধ্যম পুত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৯। কলিকাতা। হুগলী জেলান্তর্গত হড়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাসুদেবের সহিত কলিকাতা-হোগলকুঁড়ে নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ৺ক্ষেত্রমোহন মিত্রের চতুর্থী কন্যার।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩১৯। কলিকাতা। বাখরগঞ্জ জেলান্তর্গত রায়েরকাটী নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রকুমারের সহিত হুগলী জেলান্তর্গত বসুয়া-গ্রাম-নিবাসী হাং সাং কলিকাতা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রায় ৺পূর্ণচন্দ্র সিংহের কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

উপরিলিখিত বিনাচক্তিতে বিবাহের তালিকার উভয় বিবাহই।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

৩০শে বৈশাখ, ১৩১৯। কাণপুর। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের মৃত্যুতে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। কাণপুর। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে।

২রা আষাঢ়, ১৩১৯। কাণপুর। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রবধূর মৃত্যুতে, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৯। ঘূর্ণী, নদীয়া জেলা। গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের শ্রী ৺ভূপেশ্বর হালদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের মৃত্যুতে।

কায়স্থ।

"নীচ শূদ্র জাতি, তার রাজ-সংস্করণ—
কায়স্থ"; এ ভাব মনে পোষে মূঢ়জন।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি ব্রহ্ম-কায় জাত;
চিত্রগুপ্ত-বংশধর জগৎ বিখ্যাত।
শাস্ত্র বিচারিয়া দেখ, কর অবধান,
কায়স্থ ক্ষত্রিয় তার পাইবে প্রমাণ।
'পণ্ডিত' উপাধি ধারী কত মূর্খ হায়,
কায়স্থকে 'শূদ্র' বলে প্রাণের জ্বালায়!
হীন স্বার্থপর সেই ঈর্ষার আধার,
উচ্চ জনে নীচ বলি যে করে প্রচার।
কত অজ্ঞ অনভিজ্ঞ বিপ্রের নন্দন,
ভৃত্যাটী কায়স্থ বলি করে আস্ফালন!
কভুবা কায়স্থ কেহ হ'লে উপনীত,
"শূদ্রের হুকাটি দাও" ডাকে বিপরীত!
(তিলি, মালি, গোপ আদি যত নবশাখ),
নিজকে কায়স্থ বলি করে কত জাঁক!
উহাদের ভৃত্য হায় হীন শূদ্রচয়,
তারাও 'কায়স্থ' বলি দেয় পরিচয়।
ছি ছি ছি লজ্জার কথা বলিব কি আর,
এ সবে প্রশ্রয় দেয় বিপ্রের কুমার!
"রায়-গোলামের গোষ্ঠী" কায়স্থ ধরায়,
হেন বলি উপহাসে কত নীচ হায়!
কায়স্থ শূদ্রেতে কোথা হয় পরিণয়,
ভরার মেয়ের* পতি বিপ্রের তনয়!
হেন দোষে কলঙ্কিত হিন্দুর সমাজ,
ছি ছি ছি রাখিব কোথা বল এই লাজ?

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

---

* অজ্ঞাত কুলসম্ভূতা কন্যার অর্থাৎ ভাষাণে মেয়ের।

পুরাতত্ত্বে কায়স্থ।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার সুবিখ্যাত টীকাকার মহাত্মা বিজ্ঞানেশ্বর কায়স্থগণকে "রাজবল্লভ" এবং "প্রভাবশালী" বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থজাতি রাজার কতদূর প্রিয়পাত্র এবং তাঁহাদের প্রভাবই বা কিরূপ ছিল, তাহা তিনি বলেন নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কায়স্থগণ সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের নানাবিধ ক্ষুদ্র কার্য্যে এবং বিচার বিভাগের নিম্নস্তরে কার্য্য করিতেন এবং হিন্দু রাজত্ব কালেও তাঁহারা সেইরূপ কার্য্য করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ, প্রধান বিচারকদিগের পদ, হিন্দু রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণেরই একায়ত্ত ছিল। পরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গুণানুসারে ব্যক্তির সম্মান ও তৎসদৃশ পদপ্রদান বৌদ্ধ রাজত্বকালেই আরম্ভ হয়, তাই আমরা দেখিতে পাই মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোকের শাসনকালে কায়স্থগণ নিজ নিজ অতুলনীয় গুণে সম্রাটের নিরতিশয় বিশ্বাস ও প্রীতিপাত্র হইয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সম্রাট অশোকের প্রস্তরস্তম্ভ ও পর্ব্বত গাত্রে যে সকল শাসনবাণী খোদিত আছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই,

"My Lajuks are established among the people, among many hundred, thousand souls ; I have made them independent in (awarding) both honours and punishments. Why ? In order that the Lajuks may do their work tranquilly and fearlessly, that they may give welfare and happiness to the people of the provinces, and may confer benefits (on them). They will know what gives happiness and what inflicts pain, and they will exhort the provincials in accordance with the principles of the Sacred Law. How ? That they gain for themselves happiness in this world and in the next. But the Lajuks are eager to serve me. My other servants also, who know my will, will serve (me), and they, too, will export some (men), in order that the Lajuks may strive to gain my favour. For, as (a man) feels tranquil after making over his child to a clever nurse,—saying unto himself, the clever nurse strives to bring up my child well,'—even so I have acted with my Lajuks for the welfare and happiness of the provincials, intending that, being fearless and feeling tranquil, they may do their work without perplexity. For this reason I have made the Lajuks independent in awarding both honours and punishments. [Extract from Pillar Edict No 4, Epigraphica Indica, Vol II. P. 253, English Translation.]

এই ইংরাজীর মর্ম্ম এই,— লক্ষ লক্ষ প্রজাদিগের মধ্যে আমি আমার লাজুকদিগকে স্থাপন করিয়াছি,—যাহাতে লাজুকগণ তাহাদের কার্য্য শান্তিতে ও নির্ভয়ে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে আমি পুরস্কার, সম্মান ও দণ্ডপ্রয়োগবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি,—তাহারা দেশের প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে পারিবে, তাহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করিবে। কিসে প্রজার মঙ্গল হয়, কিসেই বা তাহাদের অমঙ্গল হয় তাহা আমার লাজুকগণ বিশেষরূপে অবগত আছে এবং তজ্জন্যই তাহারা প্রজাদিগকে পবিত্র চিত্তে নিয়মমত পালন করিতে পারিবে এবং তাহারাও সেই ধর্ম্মহেতু ইহলোকে অনুত্তম সুখ ও পরলোকে অক্ষয়পুণ্য লাভ করিতে পারিবে। লাজুকগণ আমার কার্য্য করিতে সততই উৎসুক, আমার অন্যান্য সেবকগণও (যাহারা আমার মানসিক ভাব অবগত আছে), সর্ব্বপ্রকারে প্রজাপালন বিষয়ে লাজুকদিগের সহায়তা করিবে। যেমন কোন পিতা গুণবতী ও চতুরা ধাত্রীর নিকট নিজ শিশুর লালন পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারেন 'আমি উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে আমার সন্তানের লালন পালনের ভার দিয়াছি, সে আমার শিশুকে নিশ্চয়ই উত্তমরূপে লালন পালন করিবে' তদ্রূপ আমিও লাজুকগণের হস্তে আমার প্রজাবর্গের শাসন ও পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, কারণ আমি জানি যে তাহারা নির্ভয় অন্তঃকরণে ও শান্তমনে আমার প্রজাগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও ইতস্ততঃ করিবে না এবং এই জন্যই আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান ও দণ্ডপ্রয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি।"

পর্ব্বতগাত্রে খোদিত ৩ নং অনুশাসন লিপি হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে লাজুকগণ কেবল যে শাসনবিভাগ বা বিচার বিভাগেরই কর্ত্তা ছিলেন, তাহা নহে,—ধর্ম্মবিভাগেও তাঁহাদিগের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ছিল ; তাঁহারা ধর্ম্ম

বিভাগেরও প্রধানাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন এবং প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর একবার ভগবান্ তথাগত প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত রাজ্যের সুদূর অংশে প্রেরিত হইতেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতের প্রাচীনযুগের সর্ব্বপ্রধান একচ্ছত্রী সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক যাহাদিগের হস্তে তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল বিধানের ভারার্পণ করতঃ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহারা অর্থাৎ সেই লাজুকেরা—যে কায়স্থ, তাহার প্রমাণ কি ? এসম্বন্ধে আমাদিগের বর্ত্তমান গুরুজাতীয় য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ Dr. Buhler বলিতেছেন " Rajuka or Lajuka was an old name of the writer-caste which is later called *Divira* or Kayastha, and Asoke calls his great administative officials Rajukas, because they wise cheifey taken from that caste." অর্থাৎ,পরবর্ত্তী সময়ে যে জাতি 'কায়স্থ' বা 'দিবির' আখ্যা লাভ করিয়াছে। 'রাজুক' বা 'লাজুক' ঐ জাতিরই প্রাচীন একটী নাম, আর যে হেতু সম্রাট অশোক এই জাতি হইতে প্রধানতঃ তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসন বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী দিগকে নির্ব্বাচন করিতেন, তজ্জন্যই তিনি ঐ সকল কর্ম্মচারীদিগকে 'রাজুক' বা 'লাজুক' বলিয়াছেন।*

বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণদিগের অনেক অধোগতি হইয়াছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিদিশাধিপতি মহারাজ শূদ্রক নিজ রচিত অননুকরণীয় "মৃচ্ছকটিক" নাটকে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সংস্কৃত নাটকপাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

* 'লাজুক' ও 'রাজুক' শব্দদ্বয় যে একার্থবাচী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। 'র' ব্যতায়ে যে দেশভেদে 'ল' হয় তাহা বহু পূর্ব্ব হইতেই আলঙ্কারিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "রলয়োরভেদঃ" 'লাজুক' বা 'রাজুক' জাতি যে পরবর্ত্তী কালে 'দিবির' কিম্বা 'কায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছে কিনা জানি না। তবে রাজু জাতি এখনও স্ব-আখ্যায় মেদিনাপুর হইতে ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের সর্ব্বত্র বাস করিতেছে। উহারাও মুখ্যভাবে লিপিজীবী এবং আপনাদিগকে রাজপুতদিগের দায়াদ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু ব্রাত্য এবং বঙ্গীয় কায়স্থের ন্যায় দত্ত, দাস, সেন, পালিত, মহাপাত্র প্রভৃতি পদবীধারী। বিগত১৭ই আষাঢ় মেদিনীপুর-হিতৈষীতে দেখিতে পাওয়া গেল অল্প দিন হইল ১৪।১৫ জন রাজু উপবীত গ্রহণ করিয়াছে এবং নামের অন্তে বর্ম্মা উপপদ সংযোগ করিতেছে।
কাঃ পঃ সঃ।

মৈত্রেয়, শর্ব্বিলক, বিট, সূত্রধার সকলেই ব্রাহ্মণ, নায়ক চারুদত্তও ব্রাহ্মণ। এই সকল নাটকীয় পাত্রদিগের চরিত্রালোচনা করিবার স্থল ইহা নহে। তবে স্থূলতঃ একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে এই সকল পাত্রের মধ্যে কাহারই চরিত্র মন্বাদি শাস্ত্র সম্মত নহে। বৌদ্ধ সময়ে তাই এই সকল ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করতঃ কায়স্থগণের হস্তে রাজ্যের প্রধান প্রধান ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ কায়স্থ রাজপুরুষগণের নিকট শর্ব্বিলক-শর্ম্মার ন্যায় ব্রাহ্মণগণ সাধারণ প্রজাগণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হন নাই,—এমন কি দণ্ডিতও হইয়াছেন, তাই পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে কায়স্থ জাতির প্রতি ব্রাহ্মণগণ বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। দুই একটী "সভ্য" গালাগালির নমুনা দেখুন,—

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতের্দৃঢ়ঘাতিতাম্।
আদায়াক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থঃ কেন নির্ম্মিতঃ ॥১॥
কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুরামিষশঙ্কয়া।
অন্ত্রাণি যন্ন ভুক্তানি তত্র হেতুরদন্ততা ॥২॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং পরস্বহরণং বিনা।
বিনা পরাপবাদেন দিবিরো দিবি রোদিতি ॥৩॥
কলমাগ্র নির্গত মসীবিন্দু ব্যাজেন সাঞ্জনাশ্রুকণা।
কায়স্থ লুণ্ঠ্যমানা রোদিতি খিন্নেব রাজশ্রী ॥৪॥"

শর্ব্বিলক-শর্ম্মার জ্ঞাতি বন্ধুদিগের গালি খাইয়া কায়স্থ জাতি আজও পূর্ব্বমতই বাঁচিয়া আছে,—এখনও ঐরূপ শর্ম্মাদের গালির শেষ হয় নাই, নিশ্চয়ই এজাতি চিরজীবী। যতদিন রাজকার্য্য আছে, ততদিন 'রাজুক' বা 'রাজবল্লভ' কায়স্থ জাতির স্থিতি ও প্রতিপত্তি নির্ভয়।*

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* এই প্রবন্ধের কোন কোন উপাদান শ্রীবাস্তব কায়স্থকুলোদ্ভব মাননীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহোদয়ের সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র Hindustan Review এর Kayastha World (July 1912) হইতে সংগৃহীত। লেখক।

চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থ।

(১৩১৮ সালের কায়স্থ-পাত্রিকার ৩৭৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

পূর্ব্বোধৃত শ্লোকের অর্থ,—'তথায় চিত্রগুপ্তপুর; যে (চিত্রগুপ্ত) কিন্তু "জনানাং পাপ বিংশতিঃ" অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ বা দেহ (কায়), কায়স্থগণ তাহাতে (স্থিত হইয়া) পাপ পুণ্য সর্ব্ববিধ প্রকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন*।' পাপ পুণ্যের বিচারটা শরীরী আত্মার দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং এই ব্যাখ্যার কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। চিত্রগুপ্ত যে পাপপুণ্যের বিচারক তাহাই প্রকটিত করিবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন "চিত্রগুপ্ত-বংশই বিচারক।" আমরা, 'আদিপুরুষের দেহই অধস্তন পুরুষের দেহ,' এই মূল সত্যটাকে অবলম্বন করিয়াই, উদ্ধৃত গরুড়-পুরাণীয় বচনের বর্ত্তমান ব্যাখ্যাটী করিয়াছি। বাস্তবিক যদি আদিপুরুষের দেহই অধস্তন পুরুষের দেহ না হইবে, তাহা হইলে ঋষিরা কেন আদিপুরুষের নাম অধস্তন পুরুষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন? বৃহদ্ধর্ম্মে আছে,—

"বেণস্তস্যাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছো নাম সুতো বরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খসো বৈ যবন স্তথা॥
সুহ্ম-কাম্বোজ-শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সংবভুবশ্চ ম্লেচ্ছ ভেদাস্ত এব হি॥"

রাজা বেণের একটী পুত্রের নাম 'ম্লেচ্ছ' রাখা হইয়াছিল। যেমন 'রাম,' 'হরি,' 'যদু' প্রভৃতি নাম রাখা যায়, এই 'ম্লেচ্ছ' নামও সেইরূপই রাখা হইয়াছিল। এই 'ম্লেচ্ছ'-নামধারী পুরুষের সন্তান, পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, যবন, সুহ্ম, কাম্বোজ ও শবর প্রভৃতি জাতি সকলকেও ঋষি ম্লেচ্ছ বলিতেছেন। ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে না যে আদিপুরুষের দেহ ও অধস্তন পুরুষের দেহ একই পদার্থ বলিয়া ঋষি উভয়েতেই এক নাম অর্থাৎ 'ম্লেচ্ছ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন? কায়স্থের দেহ যে চিত্রগুপ্তদেহ তাহা উদ্ধৃত গরুড়-পুরাণীয় বচনে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে; তথাপি এ সম্বন্ধে আরো প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। উপস্থিত চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে।

আমরা উদ্ধৃত গরুড়পুরাণীয় বচন হইতে জানিতে পারি যে চিত্রগুপ্তের অধীন কায়স্থগণই পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা বা জজ; সুতরাং চিত্রগুপ্তকে নিঃসংশয়ে প্রধান জজ বা 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' বলা যায়, এই 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' শব্দটী যমের উপাধি।

* এই ব্যাখ্যার সঙ্গতি সম্বন্ধে পরিশিষ্টের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানাং যৎ ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' মুনিঃ॥" মনু, ৮।৯১।
"যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদিস্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ" ॥ মনু। ৮৯২।

সুতরাং চিত্রগুপ্ত 'যম'-পদবাচ্য। লোকেও চতুর্দ্দশ যম তর্পণে চিত্রগুপ্তের নামোল্লেখ করিয়া থাকে। যাহা হউক চিত্রগুপ্ত 'যম'-পদবাচ্য হইলেও সম্ভবতঃ তিনি সূর্য্যপুত্র বা বৈবস্বত যমের অধীন, কেননা 'চিত্রগুপ্ত' শব্দেই আমরা চিত্রগুপ্তকে সূর্য্যপুত্রের অধীন বলিয়া জানিতে পারি। 'চিত্র' ও 'গুপ্ত' এই দুইটী শব্দের যোগে 'চিত্রগুপ্ত' নামের সৃষ্টি। প্রথমে আমরা 'চিত্র' শব্দ সম্বন্ধে বলিব।

গগনপ্রান্তে জলদপটে বিশাল ইন্দ্রধনু বা রামধনুই ঊর্দ্ধস্থ অদ্ভুত 'চিত্র' এবং ধনুই আদিমকালে বিনাশের প্রধান যন্ত্র ছিল। মৃত্যুশর ধনু হইতেই প্রেরিত। এজন্য ধনুঃ মৃত্যু বা 'যমের' নিদর্শন। যাহা হউক, এই 'চিত্রের' জনক সূর্য্য। সূর্য্যতেজে চিত্রের উৎপত্তি বলিয়া 'চিত্র' সূর্য্যপুত্র বা বৈবস্বত। অথবা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ লইয়া কাল; সুতরাং কালের শরীর শুক্ল ও কৃষ্ণ বিশিষ্ট বলিয়া কাল বা যম 'চিত্র'-পদবাচ্য। কিম্বা দিন শুক্ল ও রাত্রি কৃষ্ণ বলিয়া * দিবারাত্র শরীরী কাল বা যম 'চিত্র'। এই দিন রাতের সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য; এজন্য কাল বা চিত্র বৈবস্বত যম। চতুর্দ্দশ যমের উল্লেখে শুদ্ধ 'চিত্র' শব্দও যমবাচক বলিয়া উক্ত হয়। যাহা হউক 'চিত্র' শব্দে যে বৈবস্বত যম বুঝায় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই চিত্রের দ্বারা গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত যে পুরুষ তিনিই চিত্রগুপ্ত'। সুতরাং 'চিত্র' বা বৈবস্বত যম, রক্ষক; এবং 'চিত্রগুপ্ত', রক্ষিত। রক্ষক ও রক্ষিতের মধ্যে অবশ্য রক্ষকই অধিক প্রভাবশালী; এজন্য বৈবস্বত যম বড়, যম এবং চিত্রগুপ্ত 'ক্ষুদ্র যম'। এই ক্ষুদ্র যমই 'কায়'-পদবাচ্য। যেহেতু 'কা' শব্দের অর্থ 'হীন' বা 'ছোট' এবং 'য' শব্দের অর্থ 'যম'। † অতএব 'কায' বা 'কায়' শব্দে 'চিত্রগুপ্ত-যম' ইহা জানা যায়। 'কা' শব্দের 'হীন' বা 'নিন্দা' অর্থ কাপুরুষাদি শব্দে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা হইলেও 'কা' শব্দের অপকৃষ্ট অর্থে প্রয়োগ দেখাইতে আমরা রামায়ণের একটী বচন উদ্ধৃত করিলাম,—

* গীতায় শুক্লগতিতে দিন, কৃষ্ণ গতিতে রাত্রিকে ধরা হইয়াছে। ৮ অ, ২৪—২৬।

† কায়স্থের 'কায়' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন হইতে লব্ধ; সুতরাং ইহা অনুমানমূলক হইলেও গ্রাহ্য। শাস্ত্রবচন পরে উদ্ধৃত হইবে।

চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থ।

(১৩১৮ সালের কায়স্থ-পত্রিকার ৩৭৯ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

পূর্ব্বোধৃত শ্লোকের অর্থ,—'তথায় চিত্রগুপ্তপুর ; যে (চিত্রগুপ্ত) কিন্তু"জনানাং বিংশতিঃ" অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ বা দেহ (কায়), কায়স্থগণ তাহাতে (স্থিত হইয়া) পাপ পুণ্য সর্ব্ববিধ প্রকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন*।' পাপ পুণ্যের বিচারটা শরীরী আত্মার দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং এই ব্যাখ্যার কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই। চিত্রগুপ্ত যে পাপপুণ্যের বিচারক তাহাই প্রকটিত করিবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন "চিত্রগুপ্ত-বংশই বিচারক।" আমরা, 'আদিপুরুষের দেহই অধস্তন পুরুষের দেহ,' এই মূল সত্যটাকে অবলম্বন করিয়াই, উদ্ধৃত গরুড়-পুরাণীয় বচনের বর্ত্তমান ব্যাখ্যাটী করিয়াছি। বাস্তবিক যদি আদিপুরুষের দেহই অধস্তন পুরুষের দেহ না হইবে, তাহা হইলে ঋষিরা কেন আদিপুরুষের নাম অধস্তন পুরুষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন ? বৃহদ্ধর্ম্মে আছে,—.

"বেণস্তস্যাঙ্গাৎ সম্ভুতো ম্লেচ্ছো নাম সুতো বরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খসো বৈ যবন স্তথা ॥
সুহ্ম-কাম্বোজ-শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সংবভুবশ্চ ম্লেচ্ছ ভেদাস্ত এব হি ॥"

রাজা বেণের একটী পুত্রের নাম 'ম্লেচ্ছ' রাখা হইয়াছিল। যেমন 'রাম,' 'হরি,' 'যদু' প্রভৃতি নাম রাখা যায়, এই 'ম্লেচ্ছ' নামও সেইরূপই রাখা হইয়াছিল। ঐ 'ম্লেচ্ছ'-নামধারী পুরুষের সন্তান, পুলিন্দ, পুক্কশ, খস, যবন, সুহ্ম, কাম্বোজ ও শবর প্রভৃতি জাতি সকলকেও ঋষি ম্লেচ্ছ বলিতেছেন। ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে না যে আদিপুরুষের দেহ ও অধস্তন পুরুষের দেহ একই পদার্থ বলিয়া ঋষি উভয়েতেই এক নাম অর্থাৎ 'ম্লেচ্ছ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ? কায়স্থের দেহ যে চিত্রগুপ্তদেহ তাহা উদ্ধৃত গরুড়-পুরাণীয় বচনে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে; তথাপি এ সম্বন্ধে আরো প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। উপস্থিত চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে।

আমরা উদ্ধৃত গরুড়পুরাণীয় বচন হইতে জানিতে পারি যে চিত্রগুপ্তের অধীন কায়স্থগণই পাপ পুণ্যের দ্রষ্টা বা জজ ; সুতরাং চিত্রগুপ্তকে নিঃসংশয়ে বড় জজ বা 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' বলা যায়, এই 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' শব্দটী যমের উপাধি,—

* এই ব্যাখ্যার সঙ্গতি সম্বন্ধে পরিশিষ্টের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

"একোহহমস্মীত্যাত্মানাং যৎ ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' মুনিঃ ॥" মনু, ৮।৯১।
"যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদিস্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ" ॥ মনু। ৮৯২।

সুতরাং চিত্রগুপ্ত 'যম'-পদবাচ্য। লোকেও চতুর্দ্দশ যম তর্পণে চিত্রগুপ্তের নামোল্লেখ করিয়া থাকে। যাহা হউক চিত্রগুপ্ত 'যম'-পদবাচ্য হইলেও সম্ভবতঃ তিনি সূর্য্যপুত্র বা বৈবস্বত যমের অধীন, কেননা 'চিত্রগুপ্ত' শব্দেই আমরা চিত্রগুপ্তকে সূর্য্যপুত্রের অধীন বলিয়া জানিতে পারি। 'চিত্র' ও 'গুপ্ত' এই দুইটী শব্দের যোগে 'চিত্রগুপ্ত' নামের সৃষ্টি। প্রথমে আমরা 'চিত্র' শব্দ সম্বন্ধে বলিব।

গগনপ্রান্তে জলদপটে বিশাল ইন্দ্রধনু বা রামধনুই ঊর্দ্ধস্থ অদ্ভুত 'চিত্র' এবং ধনুই আদিমকালে বিনাশের প্রধান যন্ত্র ছিল। মৃত্যুশর ধনু হইতেই প্রেরিত। এজন্য ধনুঃ মৃত্যু বা 'যমের' নিদর্শন। যাহা হউক, এই 'চিত্রের' জনক সূর্য্য। সূর্য্যতেজে চিত্রের উৎপত্তি বলিয়া 'চিত্র' সূর্য্যপুত্র বা বৈবস্বত। অথবা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ লইয়া কাল ; সুতরাং কালের শরীর শুক্ল ও কৃষ্ণ বিশিষ্ট বলিয়া কাল বা যম 'চিত্র'-পদবাচ্য। কিম্বা দিন শুক্ল ও রাত্রি কৃষ্ণ বলিয়া * দিবারাত্র শরীরী কাল বা যম 'চিত্র'। এই দিন রাতের সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য ; এজন্য কাল বা চিত্র বৈবস্বত যম। চতুর্দ্দশ যমের উল্লেখে শুদ্ধ 'চিত্র' শব্দও যমবাচক বলিয়া উক্ত হয়। যাহা হউক 'চিত্র' শব্দে যে বৈবস্বত যম বুঝায় ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে। এই চিত্রের দ্বারা গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত যে পুরুষ তিনিই চিত্রগুপ্ত'। সুতরাং 'চিত্র' বা বৈবস্বত যম, রক্ষক ; এবং 'চিত্রগুপ্ত', রক্ষিত। রক্ষক ও রক্ষিতের মধ্যে অবশ্য রক্ষকই অধিক প্রভাবশালী ; এজন্য বৈবস্বত যম বড়, যম এবং চিত্রগুপ্ত 'ক্ষুদ্র যম'। এই ক্ষুদ্র যমই 'কায়'-পদবাচ্য। যেহেতু 'কা' শব্দের অর্থ 'হীন' বা 'ছোট' এবং 'য' শব্দের অর্থ 'যম'। † অতএব 'কায' বা 'কায়' শব্দে 'চিত্রগুপ্ত-যম' ইহা জানা যায়। 'কা' শব্দের 'হীন' বা 'নিন্দা' অর্থ কাপুরুষাদি শব্দে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা হইলেও 'কা' শব্দের অপকৃষ্ট অর্থে প্রয়োগ দেখাইতে আমরা রামায়ণের একটী বচন উদ্ধৃত করিলাম,—

* গীতায় শুক্লগতিতে দিন, কৃষ্ণ গতিতে রাত্রিকে ধরা হইয়াছে। ৮ অ, ২৪—২৬।

† কায়স্থের 'কায়' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন হইতে লব্ধ ; সুতরাং ইহা অনুমানমূলক হইলেও গ্রাহ্য। শাস্ত্রবচন পরে উদ্ধৃত হইবে।

"বিহায় মাং বনং রামো ভর্ত্তা চ ত্রিদিবং গতঃ।
স্বার্থাদিব পরিভ্রষ্টা কাপথে বিচরাম্যহম্॥"

এখানে 'কা পথ' শব্দে অপকৃষ্ট পথ। যাহা হউক এক্ষণে 'য' শব্দের কথা। যম্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিলে 'য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এজন্য 'য' শব্দের অর্থ 'সংযতকারী' এই 'সংযতকারী' অর্থে কি 'যম' বুঝাইয়া থাকে? নিশ্চয়ই। কূর্ম্মপুরাণে আছে, সূর্য্যদেব স্বীয় পত্নীসমীপে উপস্থিত হইলে প্রভারাণীর প্রাখর্য্যে তদীয় পত্নী চক্ষু সংযত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চোখ বুজিয়াছিলেন! এজন্য ভানুদেব তদীয় পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "যেহেতু তুমি আমাকে দেখিয়া চক্ষু সংযত করিয়াছ, এজন্য তোমার গর্ভে প্রজা সংযমন যম জন্মগ্রহণ করিবেন।" সুতরাং যম শব্দে সংযতকারী এবং 'য' শব্দে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। যেমন বিহঙ্গম ও বিহঙ্গ শব্দের 'গম' ও 'গ' একার্থবাচী, সেইরূপ 'যম' ও 'য' একার্থবাচক। অভিধানেও 'য' শব্দে 'যম' অর্থ দেওয়া আছে; অতএব 'কায়' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র যম বা অপকৃষ্ট যম অর্থাৎ 'চিত্রগুপ্ত', এবং কায়স্থ, চিত্রগুপ্তস্থ। পূর্ব্বে গরুড়পুরাণীয় বচনে সপ্রমাণ হইয়াছে কায়স্থ, 'চিত্রগুপ্ত-শরীরস্থ' চিত্রগুপ্তের 'আত্মা' ও 'শরীর' উভয়েই 'চিত্রগুপ্ত' পদবাচ্য; সুতরাং চিত্রগুপ্ত-শরীরস্থই চিত্রগুপ্তস্থ। ফলতঃ 'কায়স্থ' বলিলেই চিত্রগুপ্ত-সন্তান বুঝাইয়া থাকে। বৈদ্যেরা যেমন 'অম্বষ্ঠ' শব্দের ব্যাখ্যা অম্বা অর্থাৎ মাতৃকুলে স্থিত বলিয়া 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া থাকেন, * সেইরূপ কায়স্থেরাও 'কায়' অর্থাৎ চিত্রগুপ্তকুলে স্থিত, এজন্য 'কায়স্থ' বলিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ 'কায়স্থ' শব্দই কায়স্থের উৎপত্তি বা আদিজ্ঞাপক, অর্থাৎ কায়স্থ যে চিত্রগুপ্ত-সন্তান তাহা 'কায়স্থ' শব্দ হইতেই জানা যায়। এজন্য 'কা' 'য়' ও 'স্থ' এই তিনটী অক্ষরকে কায়স্থের আদি প্রকাশ অক্ষর অর্থাৎ আদীয় বা আদ্যাক্ষর বলে। ভগবান্ উশনা বলেন 'কায়স্থের এই তিনটী আদি সম্বন্ধায় বা আদ্য অক্ষর অবলম্বন করিয়াই কায়স্থ চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে';—

"আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।" ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র।

কিরূপে 'কা', 'য়', ও 'স্থ' এই তিনটী অক্ষর হইতে কায়স্থ চরিত্র কীর্ত্তিত হয় তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে, কায়স্থ চরিত্রটী কিরূপ তাহা একবার দেখা আবশ্যক। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

* 'তেষামুখোঽম্বতাচার্যা স্তথাম্বা কুলেহি তৎ।' ইত্যাদি।

"চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চবিশেষতঃ॥"

'চাট, তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত, মহাসাহসিক প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত, বিশেষতঃ কায়স্থের দ্বারা উপদ্রুত প্রজাকে রাজা রক্ষা করিবেন।' কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া রাজশক্তির সময়ে সময়ে অপব্যবহার করিত; এই জন্যই এই শাসন। রাজবিধি পরিচালন করিতে কায়স্থকে অনেক সময় কর্কশ ভাব ধারণ করিতে হইত; এজন্য তাহার নিষ্ঠুর সংজ্ঞাও ঘটিয়াছিল। লোকে ধর্ম্মরাজ যমকেও নির্দ্দয় বলিয়া থাকে, বাস্তবিক পাপ-পুণ্যের বিচারক ও দুষ্টের শাসক যম নির্দ্দয় নহেন, তবে দণ্ড বিধান যাহার হাতে থাকে, তাহার নিষ্ঠুর সংজ্ঞা অপরিহার্য্য। কায়স্থের নির্দ্দয়তাও ধর্ম্মরাজ যমেরই নির্দ্দয়তা; ইহা ঋষিরা অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া যথা বিধি আইন চালানো যদি দোষের হয়, ত' কায়স্থও দোষী। ফলতঃ যমের নৃশংসতার জন্যই যদি তিনি ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকেন তাহা হইলে কায়স্থও তাই। কায়স্থের নৃশংসতা তাহার প্রশংসার বিষয়ই বলিতে হইবে। কায়স্থ আত্মীয় স্বজনকেও কর আদায়ে চক্ষু-লজ্জা করিত না, এজন্য ঋষি বলিয়াছেন 'কায়স্থ নিজ মাতার মাংসও ভোজন করিতে পারে, তাহার নিকট কাহারও আদর নাই।' যাহা হউক কায়স্থের নৃশংসতা যে ধর্ম্মরাজ যমেরই নৃশংসতা তাহা পাঠক স্পষ্টাক্ষরেই দেখিতে পাইবেন; উপাস্থিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অতিরঞ্জনের ঘটাটা দেখুন,—

"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতৃমাংসং ন খাদিতম্।
তত্রনাস্তিকৃপাকিঞ্চিৎ দণ্ডাভাবোহি কারণম্॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ প্রকেশ্বরঃ।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনাঃ মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ কশ্চিৎ কায়স্থোনেতরৌ চ তৌ॥"

অর্থাৎ উদরস্থ কায়স্থ যে মাতার মাংস খায় নাই তাহা কৃপা প্রযুক্ত নহে। দণ্ডাভাবই মাতৃমাংস না ভোজন করার কারণ। স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থ মনুষ্য মধ্যে ধূর্ত্ত। পৃথিবীতে তাহারা কৃপাহীন। তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধারাভ এবং তাহাদের সাদর নাই। শতের মধ্যে একজন কায়স্থ কদাচিৎ সাধু হয়। কিন্তু ঐ ইতর* দুই জনের একটীও সৎ নহে।' ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই প্রমাণ

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক, স্বর্ণচৌর্য্য দোষে পতিত বলিয়া অবধারিত, এজন্য তাহাদিগকে 'ইতর' অর্থাৎ নীচ বলিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ দুষ্ট হইলেও নীচ করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই।

অতিরঞ্জন তাহাতে সংশয় নাই। যাহা হউক এই প্রমাণ হইতে দেখা গেল, কায়স্থ অতি লোলুপ বা লোল, কায়স্থ অতি নির্দ্দয় বা ক্রূর; এবং ধূর্ত্তও বটে। উশনা বলেন, 'কা' অক্ষর হইতে কায়স্থের লৌল্য প্রকাশ পায়; কেননা 'কা'র অর্থ 'হীন'; হীন যে অতি স্পৃহ বা লোল হইবে তাহা সঙ্গত, কারণ 'মুনি' বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব বিগতস্পৃহ,—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী 'মুনি'রুচ্যতে॥" গীতা।

সুতরাং অপকৃষ্ট বা হীনের অতি স্পৃহ বা 'লোল' হওয়াই কথা। অতএব 'কা' অক্ষর হইতে লৌল্য উদ্গত হইল। এখন 'য' অক্ষর হইতে কি পাওয়া যায় দেখা যাইক। উশনা বলেন 'য' অক্ষর হইতে কায়স্থের 'ক্রৌর্য্য' প্রকাশ পায়। কেননা 'য' মানে 'যম'; এবং যমের কার্য্যই ক্রূরতা বা ক্রৌর্য্য!! 'কা' গেল, 'য' ও গেল; এখন 'স্থ' লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত। 'কা' অক্ষরকে দোষদুষ্ট করা হইয়াছে, আর 'য' যখন 'যম', তখন ত' দুষ্টই; এখন 'স্থ'কে কিরূপে দোষা যায়? উপায় আছে; 'স্থ'কে 'পতি' শব্দের সহিত যুড়িয়া দেও দেখিবে 'স্থপতি' বা মিস্ত্রি হইবে; মিস্ত্রির কাজ, কাটাকুটি বা 'কৃন্তন', এজন্য স্থপতি কৃন্তনশীল; আর স্থপতি অর্থাৎ 'স্থ' শ্রেষ্ঠই যখন কৃন্তনশীল হইল, তখন ইতর 'স্থ' ত কৃন্তনপর হইবেই; যেহেতু শ্রেষ্ঠ যাহা আচরণ করে, ইতরে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে,—

"যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

গীতা।

অতএব দেখা গেল 'কা' হইতে লৌল্য; 'য' হইতে 'ক্রৌর্য্য'; এবং 'স্থ' হইতে 'কৃন্তন' প্রকটিত হইল। সুতরাং কায়স্থের আদি সম্বন্ধীয় বা 'আদ্য' অক্ষরত্রয় অবলম্বন করিয়াই কায়স্থ-চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উশনা লিখিয়াছেন,—

"কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥
কাকাৎ লৌল্যং যমাৎক্রৌর্য্যংস্থপতেরথ কৃন্তনং।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

উশনা।

উদ্ধৃত প্রমাণে উশনা ছন্দের সুবিধার জন্য 'কা' অক্ষরকে 'কাক' ও 'য' অক্ষরকে 'যম' করিয়া লইয়াছেন। এখানে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে 'য' অক্ষরকে যেন 'যম' করিতে পারা যায়, কারণ 'য' অর্থে 'যম'; কিন্তু 'কা' অক্ষরকে কিরূপে 'কাক' করা যাইতে পারে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ভাষায় কোন একটি শব্দের প্রান্তে 'ক' যুক্ত করা বড় দুরূহ কথা নহে। 'শ্যামা' তৃণকে 'শ্যামা' বা 'শ্যামক' ইচ্ছামত বলা যাইতে পারে; 'ধন্যা' বা ধনেকে 'ধন্যাক' বা 'ধন্যা' ইচ্ছামত বলা হইয়া থাকে; সেইরূপ 'ছত্রা' 'ছত্রাক', হয়। পুত্রক, বালক প্রভৃতির ত' কথাই নাই। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্বেও কারো যদি সন্দেহ না যায়, তাহা হইলে 'কা' অক্ষর যে অন্য কারণেও কাক হইতে পারে, ইহা আমাদের দেখাইতে হইবে।

'ক' অক্ষরের 'ব্রহ্মা' অর্থে প্রয়োগ অনেকই দৃষ্ট হয়,—

"'ক'স্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে।" ভাগঃ পুঃ।

'ক'স্য অর্থাৎ ব্রহ্মার কায়-পদবাচ্য রূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল। সুতরাং 'ক' অর্থে 'ব্রহ্মা'। ব্রহ্মা আবার শব্দ বা অক্ষররূপী। এজন্য 'বাক্' অর্থাৎ সরস্বতী তাঁহার কন্যা; কেননা শব্দ বা অক্ষর হইতেই বাক্ বা বাক্যের উৎপত্তি,—

"আকাশ-প্রভবোব্রহ্মা বর্ণব্রহ্মেতি যং বিদুঃ।
ততোঽহং প্রভবা জাতা নাম্নাহঞ্চ সরস্বতী॥"

বৃঃ ধঃ, পূর্ব্ব খং, ২৪।৪২

ভাগবতেও ব্রহ্মার কোন্ কোন্ অংশ কি কি অক্ষর তাহা বর্ণিত আছে; এবং ব্রহ্মাকে এই আকারে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। অতএব 'ক' অক্ষরের অর্থ 'ব্রহ্মা' এবং ব্রহ্মাই 'শব্দ' বা 'অক্ষর'। এজন্য অভিধানকারগণ 'ক' শব্দে চির-কাল 'ব্রহ্মা' ও 'শব্দ' উভয়ই লিখিয়া আসিতেছেন। 'ক' শব্দে যদি 'অক্ষর' বা 'শব্দ' হইল, তাহা হইলে 'কাক' অর্থে 'কা-শব্দ' বা 'কা-অক্ষর।' কাকাৎ লৌল্যং, এই উক্তিতে 'কা'-শব্দ বা 'কা'-অক্ষর হইতেই 'লোল্যং' বুঝিতে হইবে। অপিচ, বায়স পক্ষীর একটি প্রসিদ্ধ নাম 'কা-রব'; অর্থাৎ 'কা' এই 'রব' বা 'শব্দ' যাহার; এই 'কারব' শব্দের 'রব' অংশের স্থলে, 'শব্দ' বা 'রব'-বাচক 'ক' অক্ষরটী বসাইয়া 'কাক' শব্দ সিদ্ধ হয়; সুতরাং 'কাক' বলিলে 'কা-শব্দ' ভিন্ন আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। তবে তোমরা করিবে, 'কা ইতি কঃ শব্দো যস্য স কাকঃ'; আর আমরা করিতেছি 'কা ইতি ক' শব্দঃ কাকঃ'; তোমরা করিবে 'বহুব্রীহি', আর আমরা করিব 'কর্ম্মধারয়', এইমাত্র প্রভেদ। ভগবান্ জৈমিনি, কর্ম্মধারয় সমাসে যদি অর্থ হয়, ত' বহুব্রীহি করিতে নিষেধ করিয়া-

ছেন। সুতরাং তোমাদের কথা অগ্রাহ্য। আর ‘কাক’ অর্থে যদি ‘কা-শব্দ যাহার’ ধর, তাহা হইলে, ‘ক’ এ আকার দিলে যে অক্ষর হয়, সে অক্ষরের শব্দ কি ‘কা’ নহে? ইংরাজিতে বৃত্তাকার (০) যে অক্ষরটি আছে তাহার শব্দ ‘ও’ এটা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু ‘ক’ আকার দিলে যে অক্ষরটি হয় তাহার শব্দ যে ‘কা’, ইহা বুঝা কি দুষ্কর? বায়স পক্ষীর শব্দ ‘কা’ এবং ‘ক’এ আকার দিলে যে অক্ষর হয় তাহার শব্দও ‘কা’ এজন্য উভয়েই ‘কাক’ পদবাচ্য। ফলতঃ এস্থলে ‘কাকাৎ লৌল্যং’, এই উক্তিতে ‘কা-অক্ষর’ হইতে লৌল্য বুঝা বালকেরও সাধ্যায়ত্ত। ‘য’ অক্ষর ‘যম’ বাচক, এজন্য ছন্দের সুবিধার জন্য ‘য’ স্থলে ‘যম’ করিয়া, উশনা লিখিয়াছেন ‘যমাৎ ক্রৌর্য্যং; ইহাতে ‘য’ অক্ষর হইতেই ক্রৌর্য্য বুঝিতে হইবে। আর স্থপতি বা স্থ শ্রেষ্ঠের ‘কৃন্তন’ ত আছেই; এজন্য ‘স্থপতেরথ কৃন্তনম্’ উক্ত হইয়াছে। স্থ-শ্রেষ্ঠই যখন কৃন্তনপর তখন ইতর ‘স্থ’র ত কথাই নাই। সুতরাং ‘স্থ’ হইতে কৃন্তনও বুঝা গেল। ‘কা’, ‘য’ ও ‘স্থ’ এই তিনটি কায়স্থের আদি প্রকাশক অর্থাৎ আদীয় বা আদ্য অক্ষর। এই তিন আদীয় বা আদ্য অক্ষর হইতে উশনা যথাক্রমে লৌল্য, ক্রৌর্য্য ও কৃন্তন প্রকটিত করিয়া বলিয়াছেন, “আদ্য অক্ষর ত্রয় সম্যক্ গ্রহণ বা অবলম্বন করিয়া কায়স্থ চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে।”

সেই শ্লোকের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যাকরণ-সম্মত। কিন্তু এই শ্লোকের একটী সম্পূর্ণ ব্যাকরণ—বিরুদ্ধ ব্যাখ্যাকল্পিত হইয়া থাকে। এই ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যাকারিগণ বলেন, উক্ত শ্লোকের অর্থ—কাকের ‘কা’ ও যমের ‘য’ এবং স্থপতির ‘স্থ’ লইয়া ‘কায়স্থ’ নামের সৃষ্টি! ব্যাখ্যাটি মুখরোচক মন্দ নহে! ঠিক হেঁয়ালীর কাঁঠাল খাইতে উপদেশ দেওয়ার মত। হেঁয়ালীতে বলে,—

কায়স্থের ‘য়স্থ’ ছাড়া।
পাথার ছাড়া ‘পা’,
লবঙ্গের ‘বঙ্গ’ ছাড়া
মধুর, মধুর খা॥

কি বল দেখি? উত্তর—কাঁটাল। এই কাঁটাল শব্দের ব্যুৎপত্তিও মধুর, খাইতেও মধুর। তবে দুঃখের বিষয় উহা আমাদের পেটে সহে না। বলি, এ কাঁটালে ব্যুৎপত্তি কোন্ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সাধিত হইল? ব্যাকরণ শব্দানুশাসন শাস্ত্র; এই ব্যাকরণবিরুদ্ধ ব্যাপার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয়।

সুতরাং সদ্ব্যাখ্যা থাকতে, ঐ কাঁটালে অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

কায়স্থ যে যম চিত্রগুপ্তেরই সন্তান, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের এই উদ্দেশ্য অবশ্য ঐ কাঁটাল ব্যাখ্যাতেও সাধিত হইয়া থাকে। কায়স্থের ‘কা’ যদি কাকের ‘কা’ হয়, তাহা হইলেও ঐ ‘কা’ কাকের নিদর্শন; কাকের একটি বিখ্যাত নাম ‘মন্দ’; সুতরাং ‘কা’, কাক বা মন্দের নিদর্শন বলিয়া ‘কা’র অর্থ ‘মন্দ’ অর্থাৎ ‘ক্ষুদ্র’ বলা যায়। সেইরূপ কায়স্থের ‘য’ও যমের নিদর্শন বলিয়া ‘য’র অর্থ যম। সুতরাং ‘কায়’ শব্দে ‘মন্দযম’ বা ‘ক্ষুদ্রযম’ বুঝায়। এই মন্দযম বা ক্ষুদ্র যমই চিত্রগুপ্ত, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং কাঁটালে ব্যাখ্যাতেও কায়স্থ, চিত্রগুপ্তস্থ। আদিপুরুষের শারীরিক ও মানসিক অংশও অধস্তন পুরুষে বর্ত্তে। সুতরাং চিত্রগুপ্ত সন্তানই চিত্রগুপ্তস্থ। অতএব নিঃসংশয়ে জানা গেল কায়স্থের উৎপত্তি যম-চিত্রগুপ্ত হইতে।

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের উৎপত্তি যম চিত্রগুপ্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া উক্ত। কিন্তু তবুও কায়স্থের প্রতিপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, ‘ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ, নাপিত, কুম্ভকার সোদর বলিয়া উক্ত!’ এ চক্ষুহীন অন্ধদের জ্বালায় অস্থির।

আমরা পাঠকবর্গের সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের যে স্থলে কুম্ভকার, নাপিত ও কায়স্থের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলটি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

“বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ প্রজায়তে।
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ॥
সূতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষাকালেঽপ বাপনম্।
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে॥
কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥”

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের এই উদ্ধৃত অংশের শেষ শ্লোকটির সম্বন্ধে বহুবাক্যব্যয় করা হইয়াছে। এ জন্য ঐ শ্লোকটির সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমের পাঁচটি শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে, ‘বিপ্র হইতে চৌর্য্যবশতঃ বৈশ্যায় কুম্ভকারের উৎপত্তি, সে কুলাল বৃত্তিতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, অথবা নাপিত হইয়া

থাকে। সূতকে অর্থাৎ প্রসব হইলে, প্রেতকে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে এবং দীক্ষাকালে নাভির উর্দ্ধস্থিত শরীরে ক্ষৌরকর্ম্ম করে বলিয়া নাভিত অর্থাৎ নাপিত সংজ্ঞা হইয়াছে। 'কায়স্থ' এই নামধারী ইতস্ততঃ জীবনধারণ ও বিচরণ করিবেক।' ইহার পর কায়স্থের উৎপত্তি চরিত্রের কথা স্পষ্টাক্ষরেই উশনা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক 'ইতস্ততঃ জীবন ধারণ ও বিচরণ করিবে,' এই উক্তিতে কায়স্থের জীবিকা যেন অনির্ণিত বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া* সময়ে সময়ে যুদ্ধাদিও করিত, আবার মসাজীবীও হইত, এই জন্যই 'ইতস্ততঃ জীবনধারণ ও বিচরণ' কায়স্থেয় পক্ষে উক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাই হউক উদ্ধৃত উশনা বাক্যে এমন কিছুই নাই যাহাতে কুম্ভকার, নাপিত ও কায়স্থের এক প্রকারেই উৎপত্তি একথা বলা যাইতে পারে। তবে এ কথা উঠিল কেমন করিয়া? বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা কথায়! "যে নাপিত সেইই কায়স্থ নামে ঘুরিয়া বেড়াইবে!" এরূপ মিথ্যা কথা বলিতে কি লজ্জাও হইল না!

কায়স্থ কি মিশ্রজাতি?

"কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।"

'বিপ্র বৈশ্যাজ জারজ জাতি হয় কুমার নয় নাপিত হইবে।' তৃতায় প্রকারের হওয়ার কথা এই শ্লোকার্দ্ধস্থ 'বা' শব্দে বুঝা যায় না। আর উশনা ত পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরেই কায়স্থের উৎপত্তি চিত্রগুপ্ত হইতে হইয়াছে বলিয়াছেন, তখন আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? তবে এক কথা, যে চক্ষুহীন অন্ধ, তাহার কথা স্বতন্ত্র। বাপু! যখন শাস্ত্র বুঝিবার শক্তি তোমার নাই, তখন গাত্রদাহে যা খুসি বল কেন? ফলতঃ কায়স্থ-সম্বন্ধীয় শেষোক্ত শ্লোকার্দ্ধ তিনটির সহিত প্রথমোক্ত শ্লোকার্দ্ধ চারিটির কোনও সম্বন্ধ নাই। টানিয়া লইয়া যুড়িলে কি স্বাভাবিক যোড় লাগে?

আমরা মুদ্রিত ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন সকলই উদ্ধৃত করিয়াছি। সুতরাং এই উদ্ধৃত বচন সকলের পাঠই প্রকৃত ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ বলিয়া সাধারণে প্রচারিত। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধির ধৃষ্টতার ইয়ত্তা নাই। তাহারা ঋষিবচন পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং বিকৃত করে, এবং ঐ সকল বিকৃত বচন স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করত উহাদিগকে আর্য বচন বলিয়া প্রচার করিতে প্রকাশ পায়। আমরা এইরূপ অকার্য্যের একটি প্রকট দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'বৈদ্যকায়স্থ-মোহমুদ্গর' পাঠে জানিলাম,

* পরে দেখুন

রত্নেশ্বর তর্কালঙ্কার নামে নাকি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ধরাধামে অবতীর্ণ। তিনি নাকি জাতিবিচার বিষয়ক একখানি অমূল্য রত্নসদৃশ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর করে অর্পণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে অত্রোদ্ধৃত উশনস বচনগুলি কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এই স্থলে ঐ বিকৃত উশনস বচনগুলি প্রদত্ত হইল ;—

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ ক্রমাৎ!
তেষাং যঃ প্রথমঃ পুত্রঃ কুম্ভকারঃ সউচ্যতে॥
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতোহন্য ভবত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষা কালেহথবাপনম্॥
নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে।
কায়স্থোহন্য স জীবেচ্চ বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথ কৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

বাহবা রিফু! ওহে রিফুকর, তোমার উদর যে অশেষ রত্নের আকর তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু উশনার অযত্ন বিন্যস্ত বচনগুলিকে এরূপ ছাটিয়া ছুটিয়া কেয়ারি করাতে তোমার অকীর্ত্তি যে আর লুকাইতে পারিতেছ না! কায়েৎ বেটারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়! এতবড় স্পর্দ্ধা? বসাও ত বাক্য-ফাঁদ উশনা বচনে ; কায়েৎ বেটাদের নাপিত কুমোরের ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ কর! কাজেকাজেই নাচার কৃত্রিম উশনা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'বৈশ্যাতে বিপ্র হইতে চৌর্য্য বশতঃ ক্রমে তিন পুত্র জন্মিল। তাহাদের মধ্যে যে প্রথম পুত্র সে কুম্ভকার বলিয়া উক্ত ; সে কুলাল বৃত্তিতে জীবিকা উপার্জ্জন করে (অনাবশ্যক দ্বিরুক্তি!)। অন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় পুত্র নাপিত। সূতকে, প্রেতকে ও দীক্ষাকালে নাভির উর্দ্ধশরীরে ক্ষৌর করে বলিয়া নাপিত সংজ্ঞা হয়। অন্য অর্থাৎ তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র কায়স্থ, সে ইতস্ততঃ জীবনধারণ ও বিচরণ করিবে।' হও দেখি কায়েৎ নাপিত কুমোর হইতে পৃথক্! বলা বাহুল্য এই অশ্রদ্ধেয় রিফুকর পরবর্ত্তী 'কাকাৎ লৌল্যং ইত্যাদি' শ্লোকের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। মনে ভাবিয়াছে 'যে স্থলে উশনা প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি ও বৃত্তির কথা বলিয়া যাইতেছেন, সে স্থলে কায়েতের উৎপত্তি যখন দেওয়া নাই, তখন নাপিত-কুমোরের উৎপত্তির সহিত কায়েতের উৎপত্তি এক করিয়া দিলে সুরে সুর মিলিয়া যাইবে!' অহন্মুখ আর কারে বলে! যাহা হউক এই রিফুকরের 'বজ্র আঁটুনী

সে ফস্কা গেরো' হইয়াছে তাহা আমরা দেখাইতেছি। রিফুকর গোড়া বাঁধিয়া লইয়াছেন ;—

'বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ 'পুত্রাস্ত্রয়ঃ' ক্রমাৎ।'

অর্থাৎ 'বৈশ্যায় বিপ্র হইতে চৌর্য্য বশতঃ ক্রমে তিন পুত্র জন্মে।' 'পুত্রাস্ত্রয়ঃ' শব্দে ত আমরা 'তিন পুত্র বুঝিব না ; আমরা শাস্ত্র বাক্যের মর্য্যাদা ও ঐক্য রাখিতে উহার অর্থান্তর করিব। যেমন তাম্বুল যাহার উপজীবিকা তাহাকে তাম্বুলি বলা যায় ; যেমন 'বৃদ্ধি' অর্থাৎ সুদ যাহার উপজীবিকা, তাহাকে বার্দ্ধুষি বলে ; অথবা সূচী কর্ম্মের দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাকে যেমন সৌচী বলা হয় ; সেইরূপ অস্ত্রের (ক্ষুরের) কর্ম্ম দ্বারা যাহার জীবিকার্জ্জন হইয়া থাকে, তাহাকে 'আস্ত্রি' বলা যায় ; এ অর্থে অসিজীবিক্ষত্রিয়ও আস্ত্রি পদবাচ্য। কিন্তু ক্ষৌরকার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বিজ্ঞ অস্ত্রজীবী নহে ; সে শূদ্র অর্থাৎ 'অজ্ঞ অস্ত্রজীবী ; এজন্য অজ্ঞতা বাচক 'পুত্র' শব্দ (মনু, ২য় অ, ১৫১ প্রভৃতি শ্লোক দেখুন।) যোগ করিয়া, 'পুত্রাস্ত্রি' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। পুত্রাস্ত্রিঃ নাপিতঃ এবং পুত্রাস্ত্রয়ঃ নাপিতাঃ। অথবা,—'পতন্তি নরকেঽশুচৌ' গীতার এই উক্তিতে দেখা যায়, নরক অশুচি পদবাচ্য ; পুত্র নরক বিশেষ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রের পবিত্রকারিতা আছে ; অর্থাৎ সে অশৌচ নাশক। নাপিতেরও অশৌচ নাশে প্রয়োজন হইয়া থাকে ; এজন্য তাহাকে 'পুত্রবৎ আস্ত্রি বা 'পুত্রাস্ত্রি' বলা সঙ্গত। তৃতীয়তঃ, নাপিতের প্রধান কর্ম্ম,—

'সুতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষাকালেঽথবাপনম্।

সুতকে অর্থাৎ পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্র নিমিত্তক কার্য্যে, প্রেতকে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদাতা (পুত্রঃপিণ্ড প্রয়োজনম্) পুত্রের ক্ষৌরকার্য্যে এবং দীক্ষা-কালে গুরুর শিষ্যরূপী পুত্রশীর্ষে মুণ্ডনে নাপিত কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল নাপিত পুত্রহেতুক কর্ম্মেই প্রধানতঃ অস্ত্রব্যবহারী ; এজন্য তাহাকে আমরা 'পুত্রায় আস্ত্রিঃ' বা 'পুত্রাস্ত্রিঃ" বলিতে কুণ্ঠিত নহি। যেমন হাঁড়ি, সরা, মালসা, ঘট প্রভৃতি সকল মৃৎপাত্র গড়িলেও লোকে কুমারকে কুম্ভকারই বলিয়া থাকে; কারণ তাহার প্রধান কর্ম্ম কুম্ভ নির্ম্মাণ, নাপিতেরও সেই প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ পুত্র নিমিত্তক কার্য্য লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে 'পুত্রাস্ত্রি' বলা হইয়াছে। সুতরাং 'পুত্রাস্ত্রয়ঃ' অর্থে 'নাপিতাঃ' ধরা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এখন দেখা যাউক বিকৃত উশনা কি বলিতেছেন,—

'বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ ক্রমাৎ।'

'বিপ্র হইতে চৌর্য্যবশতঃ বৈশ্যায় পুত্রাস্ত্রি অর্থাৎ নাপিতগণ ক্রমে (বলপ্রয়োগে বা) জন্মে।'

'তেষাং যঃ প্রথমঃপুত্রঃ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে।'

'ঐ পুত্রাস্ত্রিগণের প্রথম অর্থাৎ মুখ্য সন্তান কুম্ভকার বলিয়া উক্ত হয়।'

'কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতোঽন্য ভবত্যতঃ।'

'সে কুলালবৃত্তিতে জীবিকার্জ্জন করে ; (অতঃ) এই হেতু নাপিত অন্য অর্থাৎ অন্যজাতি হইয়া থাকে।' অথবা নাপিতই কুম্ভকার হইয়া পড়ে। 'নাপিতোঽন্য ভবত্যতঃ,' এই হেতু নাপিত অন্য হইয়া থাকে ; নতুবা অন্য নহে ; অর্থাৎ নাপিত ও কুম্ভকার উৎপত্তিতে পৃথক্ নহে, তাহাদের পার্থক্য কর্ম্ম জন্য মাত্র, ইহাই বুঝা যায়। যাহা হউক ইহার পর, নাপিত শব্দের ব্যুৎপত্তি কথিত হইলে, বিকৃত উশনা বলিতেছেন,—

'কায়স্থোঽন্য স জীবেচ্চ বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।'

'কায়স্থ অন্য জাতি (উৎপত্তিও বৃত্তিতেও) ; সে ইতস্ততঃ জীবনধারণ ও বিচরণ করে।'

এই অস্মুখ রিফুকর নাকি ভারি গোড়া বাঁধিয়া আসিয়াছিল, তাই বুঝি আমরা তাহার অশ্রদ্ধেয় উক্তির সদ্ব্যাখ্যা করিলাম। কিন্তু আমরা ইহা ক্ষণমাত্রও মনে স্থান দিতে পারি না, যে তাহার ঐ অশ্রদ্ধেয় উক্তি কস্মিন্ কালেও ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের কায়গত ছিল বা কোনও কালে কায়গত হইবে। কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই ইহা ভাবিতেও পারেন না। কেন না তাহা হইলে অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'কাকাং লৌল্যং' ইত্যাদি শ্লোকের বিরোধ জন্মিতে পারে। যাহা হউক আমরা এ সকল কৃত্রিম কটুক্তির কথা পাড়িয়া বৃথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত নহি। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেশ্বর হালদার।*

* আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি যে, সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তীক্ষ্ণধী ভূপেশ্বরবাবু আর ইহ-জগতে নাই! বিগত ৬ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৪টায় অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পৃথক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল। কাঃ পঃ সঃ।

অদ্ভূত আবিষ্কার।

অধুনা একশ্রেণীর পণ্ডিতম্মণ্য কচিৎ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"বাস্তবিক বঙ্গদেশ অনার্য্যভূমি। এদেশে বৌদ্ধ-প্লাবনের পর বর্ণাশ্রম সমাজের বহুদিন সংস্কার হইয়াছিলনা, সেই জন্য নব্যস্মার্ত্তগণ বঙ্গীয় সমাজকে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির সময় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহারাজা বল্লালসেন সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দ্বারা অধ্যুসিত হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া বৈদিক সংস্কারে সংস্কার সম্পন্নদিগকে ব্রাহ্মণ এবং তদভাবসম্পন্নদিগকে আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্র সংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেনরাজগণ প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় এই হিন্দু সমাজ প্রাচীন যুগের সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বিকৃত ভাব মাত্র।"

এই কথাকয়েকটী পাশ্চাত্য বিদ্যায় সম্যক্-রূপে ব্যুৎপন্ন জনৈক মহামহোপাধ্যায় কোন প্রবন্ধগর্ভে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বলিতে কি একথায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লেখনীজীবি ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া বলেন'—ইত্যাদিনা শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রা অভূবন্নিতি প্রাপ্তম্। ইত্থং দ্বিজাতিভাবাদ্ভ্রষ্টা অপ্যনেকে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ প্রাপ্ত শূদ্রত্বাঃ শৌচাশৌচাদৌ শূদ্রবদ্ব্যবহারন্তোহপি বুদ্ধিনৈপুণ্য বলেন রাজ্ঞোধনগণনলেখনাদি কর্ম্মণি লব্ধাধিকারা অতীব সান্নিধ্যাৎ কায়ে ইব তিষ্ঠন্ত 'কায়স্থেত্যুচ্যন্তে' কালক্রমেণ তু তে কর্ম্মোপাধিং পরিত্যজ্য স্বভাবশূদ্রেভ্যঃ সমুচ্চৈর্ম্মন্যমানাঃ কায়স্থ ইতি পৃথকচক্রুঃ।"

বঙ্গার্থ—'ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানাযায় যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার দ্বিজাতি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র হইয়াও শৌচাশৌচে শূদ্রের মত ব্যবহার করিয়াও বুদ্ধিবলে রাজার ধন-গণন লেখনাদি কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা রাজার অতি সন্নিহিত থাকায় অর্থাৎ রাজার কায়ার সহিত অভেদভাবে থাকায় 'কায়স্থ' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল কালক্রমে তাহারা সেই কর্ম্মোপাধি ছাড়িয়া স্বভাব-শূদ্র হইতে নিজকে উচ্চ মনে করিয়া 'কায়স্থ এই পৃথক জাতি স্থির করিয়াছে।'

আঃ কি চমৎকার সিদ্ধান্ত! যদি রাজার নিকট থাকিয়াই যে কোন পতিত শূদ্রাচারী দ্বিজ 'কায়স্থ' এই সংজ্ঞা পাইত তবে শব্দকল্পদ্রুম ধৃত আচার নির্ণয় তন্ত্রের

"ব্রহ্মপাদাংশতো জন্ম চাতঃ কায়স্থ নামভৃৎ।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্য সংজ্ঞকং॥
আয়স্তনিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যং॥"

বচনদ্বয়ের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইলে কেন? এবং অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নাসা কুঞ্চনের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? পাঠক তান্ত্রিক বচনের অর্থের প্রতিও একটী দৃষ্টি করুন :—

"ব্রহ্মার পাদাংশ অর্থাৎ অংশ বিশেষ হইতে জন্ম হইয়াছে বিধায় কায়স্থ নাম ধারণ করিবে, (কারণ) 'ক' কারের অর্থ ব্রহ্মার অবয়ব (ব্রাহ্মণ) 'আ'কারের অর্থ নিত্য, 'আয়' পদের অর্থ নিকটে জানিবে, সেই কায়েতে (নিকটে) স্থিত বিধায় কায়স্থ নাম হইল, যাহাকে মসীশও কহিয়া থাকে।

এই বচনটী পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি ঐ বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আর পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংমিশ্রণ শূদ্রজাতি বলিয়া কায়স্থদিগকে নিরস্ত করা হইবে না, কেন না, ওই তান্ত্রিক বচনে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের নিকট স্থিত কথার উক্তি থাকায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়জাতিত্ব নিরাপত্যে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বর্ণাশ্রম সমাজের ক্রমিক পর্য্যায় ব্রাহ্মণের নিকটেই ক্ষত্রিয় তৎপরে বৈশ্যাদি জাতি। বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপঃ" এবং মহাভারতে "ব্রহ্মপর্য্যচরৎ ক্ষত্রং" অধিকন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের "যো বৈ ব্রাহ্মণং বা শংসমানোহনুচরতি ক্ষত্রিয়ং বায়মি"ত্যাদি আর্ষ বাক্যে ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণের সন্নিকটেই পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রিকাকার সম্ভব ইহা বিবেচনা করিয়াই অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

তবে যদি চন্দ্রিকাকারের মনে এরূপ ভাব হইয়া থাকে ব্রাহ্মণের নিকটে থাকিলে যে ক্ষত্রিয় 'কায়স্থ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে তাহা সঙ্গত হয় না—যেহেতু পর্য্যায়স্থ ক্ষত্রিয় সংজ্ঞার বাহাল্য প্রয়োগই হইয়া পড়ে। এরূপ আশঙ্কার অপসারণের জন্য আমরা বলিতে বাধ্য 'ক্ষত্রিয়' ও 'কায়স্থ' একই অন্বয় সম্ভুত। অভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আখ্যায় আখ্যায়িত এবং তৎ-সন্নিহিত যুবরাজ কায়স্থ আখ্যায় আখ্যায়িত। 'ক' অর্থে প্রজাপতি, (১) প্রজাদিগের অধীশ্বর।

১। 'ক' অর্থে প্রজাপতি কথাটা আমাদের মনগড়া নহে। শতপথ ব্রাহ্মণের ২।৩।৫।১১ কণ্ডিকায়ে আছে—"কং বৈ প্রজাপতিঃ প্রজাভ্যঃ করীরৈরকুরুত কম্বৈবৈষ এতৎ প্রজাভ্যঃ কুরুত।" অর্থাৎ 'ক' অর্থে প্রজাপতি। 'প্রজাভ্যঃ' 'বৈদিক ব্যাকরণের ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীতি বাচ্যম্'

সেই নৃপতির অতি নিকটে যুবরাজ ব্যতীত অন্য কেহই নহে, অতএব যুবরাজের বংশধরদিগকে কায়স্থ জাতি বলিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই অর্থ করিলে আর নিম্নোদ্ধৃত আশঙ্কার কোন কারণ থাকিত না। তাঁহার আশঙ্কা এই— "দ্বিজাচার সম্পন্ন বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ব্যাসস্মৃতির অন্তজ কায়স্থ কিম্বা বৈদেহ ও মাহিষ্যা হইতে জাত সঙ্কর কায়স্থ বলিয়া অনেকে অনেক সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অহো বঙ্গীয় বসুঘোষাদয়ঃ কায়স্থা ইতি মনসি সমুদিতমপি পাপং স্পৃশেৎ কথনেঽপি রসনা কলুষিতা স্যাৎ।" অর্থাৎ অহো বঙ্গীয় বসু ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থদিগের সম্বন্ধে ইহা মনে করিলেও পাপ স্পর্শে এবং মুখে বলিলে জিহ্বা কলুষিত হয়।

কিন্তু এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য আমরা বলি কায়স্থিতি সমান কালিক সঙ্কল্প বিষয়ীভূত পাট্যাদি লেখন বৃত্ত্যুপজীবিত্ব দ্বারা এবং ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাপ্য প্রজা পালনাদি কর্ত্তৃতানবচ্ছেদক জাতি বিশেষকেই ঋষিগণ কায়স্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং সেই কায়স্থ জাতির অন্যতম প্রধান শাখা বাস্তব্যদিগের শস্ত্র ব্যবহারের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট উল্লেখিত আছে, যথা স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিব।

ফলতঃ চন্দ্রিকাকার পণ্ডিত মহাশয়ের এতাদৃশ সদভিপ্রায় আদৌ তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্যই কায়স্থ জাতির শূদ্রজাতিত্ব প্রতিপাদন করা—তাই "কায়স্থ" শব্দ সংগঠনের কাল নির্ণয় করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বলিয়াছেন :—

"অতএবানুমীয়তে মগধে নন্দো রাজা সর্ব্বাং ক্ষত্রজাতিং যদা অজয়ৎ তদা প্রভৃতি স্বজাতি প্রেম্না স্বাভাবিকেন বহব এব শূদ্রা রাজভৃতকাঃ (কায়স্থপদে) তেন রাজ্ঞা স্থাপিতা আসন্নিতি। তেষু শূদ্রাঃ কায়স্থপদমধিষ্ঠায় কেচিদ্রাজ প্রসাদাদ্ধনশালিন আসন্। তদারভ্যৈব 'কায়স্থ' 'কায়স্থেতি' জগতি প্রখ্যাতিং গতমিতি।"

বঙ্গার্থ—অতএব অনুমান করা যায় মগধে নন্দ রাজা অনেকানেক ক্ষত্রিয় জাতিকে জয় করিয়াছিল, সেই অবধি স্বাভাবিক স্বজাতি প্রিয়তা প্রযুক্ত অনেক শূদ্রই রাজাধিকরণে লেখকাদি পদে নিযুক্ত করিয়াছিল, সেইহেতু শূদ্রগণ কায়স্থ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কেহ কেহ রাজানুগ্রহে ধনশালী হইয়াছিল। তদবধি সেই কায়স্থগণ "কায়স্থ" এই একটা জাতির মত জগতে প্রখ্যাত হইয়াছে।

কি চমৎকার অনুসন্ধিৎসা! এহেন পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরত্নকে যে সদাশয় ভারত গভর্ণমেণ্ট এখনও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে মাসিক বৃত্তি দিয়া নিয়োগ করেন নাই ইহাতে আমরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাব্দের ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় মগধেশ্বর মহাপদ্মনন্দ ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে উক্ত সম্রাটের শত বর্ষ পূর্ব্বে অভিযান করিয়াছিলেন। পরন্তু ইতিহাসে ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে শাক্য-কুল-তিলক কুমার সিদ্ধার্থ বিক্রমাব্দের ৪৯৩ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহারই আত্মীয় কাশীপতি অজাতশত্রুর সভায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তৈত্তিরীয়দিগকে বিদূরিকৃত নিমিত্ত যে সুমহতী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে শতপথব্রাহ্মণ অভ্রান্ত মীমাংসা বলিয়া এ কাল পর্য্যন্ত সাধু সমাজে সমাদৃত রহিয়াছে। সেই শতপথব্রাহ্মণেও আমরা কায়স্থগণের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাস্তব্য শাখার বীর্য্যবত্তার ভূয়সী প্রশংসাবাদ জানিতে পারি।

"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ। দিব মুপোদ ক্রামন্নথ যোঽয়ং দেবঃ পশুনামীষ্টে স ইহাহীয়ত তস্মাদ্বাস্তব্য ইত্যাহুর্বাস্তৌ হি তদহীয়তে ॥১

স ঐক্ষত। অহাস্য হান্তর্য্যস্থ্য মা যজ্ঞাদিতি সোঽনুচ্চক্রাম স আয়তয়োত্তরত উপোৎ পেদে * * ॥৩

তে দেবা অব্রুবন্। মা বিস্রক্ষীরিতি তে বৈ মা যজ্ঞান্ মান্তর্গতাহুতিং মে কল্পয়তেতি তথেতি স সম বৃহৎ স নাস্তৃৎস্ন কঞ্চনা হিনৎ॥" ৪

মাধ্যন্দিন ব্রাঃ ১।৬।৩।৭

শ্রুতির বঙ্গার্থ—বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞদ্বারা দ্যুলোকে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে দাতা প্রজাদিগের প্রভু, তিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহারা (স্বর্গগত দেবগণ) তাঁহাকে (সেই দানশীল নৃপতিকে) বাস্তব্য (১) বলিয়া থাকেন, কেননা, তিনি বাস্তুতে (যজ্ঞে) পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।১

সূত্রানুসারে প্রজাদিগের বংশাঙ্কুর ইত্যাদি। ফলতঃ এই 'ক' শব্দের উত্তর আয় প্রত্যয় নিষ্পন্ন করিলে কিম্বা 'কং বৈ প্রজাপতিঃ প্রজাভ্যঃ কম্বেষ এতৎ কর্জ বা রক্ষেৎ তস্মাৎ কায় প্রজা পতিত্ত বতি।" এই শ্রুতি সম্মত কায়েস্থিত জাতি বিশেষের পুরুষকারে ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ হইয়াছে।

(১) বাস্তব্যগণ যে কায়স্থ তাহা একখানা শিলালিপির নিম্নে এইভাবে পাওয়া গিয়াছে— 'শ্রীনবগ্রাম ভট্টগ্রামীয় বাস্তব্যকায়স্থঠক্কুর শ্রীকুন্দপালপুত্র ঠক্কুর শ্রীরণপালস্য মূর্ত্তিঃ গণিত করেয়ম্ সম্বৎ ১১৯৯' Archaeological Survey Reports; Vol. 111, P. 58.

তিনি (সেই রাজা) দেখিতে পাইলেন. (এবং বলিলেন—) 'আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমাকে ইঁহারা যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন!' অনন্তর তিনি উত্থিত হইলেন ও উদ্যতাস্ত্র হইয়া উত্তরদিকে (দেবগণের নিকট) শিঘ্র উপস্থিত হইলেন।৩

বিদ্বান্‌গণ বলিলেন—(অস্ত্র) নিক্ষেপ করিবেন না! তিনি বলিলেন আমাকে যজ্ঞ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমার আহুতি কল্পনা করুন। তাঁহারা বলিলেন 'তাহাই হইবে।' তিনি (সেই অস্ত্র) সংহৃত করিলেন, নিক্ষেপন করিলেন না, এবং কাহাকে হিংসাও করিলেন না।৪

এখন পাঠকগণ দেখুন যে মগধেশ্বর মহাপদ্ম নন্দের ২২১ বৎসর পূর্ব্বে অজাতশত্রুজনকের সভায় ঋষিগণ ক্ষত্রিয়গণের বাস্তব্য আখ্যার কারণ অতীত কীর্ত্তির ঘোষণা করিয়া বর্ত্তমান বাস্তব্য কায়স্থগণের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া রাখিয়াছেন। (১) তবেই সকলে বিবেচনা করুন যে চন্দ্রিকাকারের আবিষ্কার কি অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক হইয়াছে! এবং কায়স্থগণ যে শুধু লেখনীজীবী নহেন, অস্ত্রও সম্যক্-রূপে প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহার করিতেন তাহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। যাঁহারা কায়স্থদিগকে একমাত্র লেখনীধারী বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত সুপ্রাচীন কালের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, যে কায়স্থ নৃপতিগণ কত দুর্গাধিপতিত্ব ও সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া দীর্ঘকাল প্রজা শাসন করিয়া গিয়াছেন। সে দিনও গৌড়েশ্বর গণেশ, যশোর দনুজমাধব এবং কন্দর্পনারায়ণ, মুকুন্দরাম, প্রতাপাদিত্য, কেদার, লক্ষ্মণমাণিক্য প্রভৃতি প্রাদেশিক কায়স্থ নরপতিবৃন্দ বাহুবলে দেশ সংরক্ষণ ও প্রজা পালন করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; একথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এই সমস্ত ঐতিহ্য, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির সংবাদ যাহারা অবহেলা করিয়া অনুমানের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত গরীয়ান্ কায়স্থ জাতির শূদ্রজাতিত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান তাহারা মানব-সমাজের কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা বিদ্বন্মণ্ডলী বিচার করুন ঐরূপ প্রলাপ বক্তার সম্বন্ধে আমরা কোন কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

(১) কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হন যে যে ক্ষত্রিয়গণ বাস্তব্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারাই যে বাস্তব্য কায়স্থ তাহার প্রমাণ কি? [illegible] আমরা বলিব জাতি অবিনশ্বর এই [illegible] অনুসারে প্রত্যক্ষ বাস্তব্য কায়স্থকেই বৈদিক যুগের [illegible] প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় মানিয়া লইতে হইবে।

সংশোধন প্রয়োজন।

শ্রাবণ সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকাতে, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু মহাশয়, "কায়স্থ-বংশাবলী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

বসু মহাশয়ের প্রবন্ধের ২য় স্তবকে লিখিত আছে—"কোন কোন মহাত্মা, শ্রেণী চতুষ্টয় সমন্বয় প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধ মৌলিক আর বঙ্গজ কুলীন, সমভাবাপন্ন এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিক, বঙ্গজ মহাপাত্র সমান ভাবাপন্ন।" বসু মহাশয়, এই প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বোধ করিতে না পারিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সমাজে যে যে ঘর সিদ্ধ মৌলিক, বঙ্গজ সমাজে তাহারা অধিকাংশ মহাপাত্র শ্রেণীভুক্ত, এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিক বা বাহাত্তর ঘর, বঙ্গজের অচলের সমান, তুলনা করিয়াছেন। এরূপ তুলনা যে নিতান্তই ভ্রম সঙ্কুল হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণী নির্ণয়।

"বসু বংশেচ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষণ পূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাত শ্চতুর্ভুজ মহাকৃতী॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতি স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
অপরন্তু :—নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দস্তু নাথকঃ।
চন্দ্রশেখরদাসস্তু সেনে গঙ্গাধর স্তথা॥
দামোদর করঃ খ্যাত দামস্তু ঘাপতি স্তথা।
পালিতে জন সংজ্ঞঃ স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহা বংশেচ কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরেতু ব্যাস সংজ্ঞকঃ॥
প্রভাকরস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেব বংশজঃ।
অধিপতিরীতি খ্যাতঃ কুণ্ডুবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতেচ তথা পরে॥
দেব গর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণু সংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃখ্যাতো নন্দনেচ উষাপতিঃ॥

এতে বঙ্গজ নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা ॥

অথ বঙ্গজ কুলীনাদি নিরূপণম্—

কুলীন ইতি সংজ্ঞাস্যাং মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞা চতুষ্টয়ম্ ॥
বসুর্ঘোষ গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ ।
দাসঃ সেনঃ করদামঃ, পালিতশ্চন্দ্র পালকৌ ॥
রাহাঃ ভদ্রো, ধরো নন্দী, দেবঃ কুণ্ডুশ্চ সোমকঃ ।
রক্ষিতাঙ্কুর সিংহাশ্চ বিষ্ণু রাঢ্যশ্চ নন্দনঃ ॥
চত্বারোঽগ্র্যাস্ত্রয়ো মধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা ।
সপ্ত বিংশতি কায়স্থানাং বল্লালেন প্রসংশিতাঃ ॥

ইতি কুলীনমধ্যল্যমহাপাত্রাঃ।

অথ অচলান্ বক্ষ্যামি ।

হোড়শ্চম্মরকশ্চৈবধরণীবানএবচ । আইচপৈস্মরশ্চৈব শানশ্চভঞ্জ বিন্দুকৌঃ।

ইত্যাদি—

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ৪ ঘর বাদে, বঙ্গজ সমাজে "দত্ত, নাগ, নাথ, দাস এবং সেন, সিংহ, কর, পালিত এই আট ঘর মধ্যল্য বলিয়া পরিচিত। (১) এবং অবশিষ্ট দাম, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু আঢ্য, নন্দন, এই গোত্র ঘর মহাপাত্র বলিয়া বল্লালসেন কর্ত্তৃক সম্মানিত । (লেখক বসু মহাশয় ১৪ঘর মহাপাত্র বলেন কেন জানি না। কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক-সমিতি "কায়স্থ বংশবলী" শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় "প্রাচীন কারিকায় মাত্র ৪ঘর মহাপাত্র" ও উনিশ ঘর মৌলিক থাকা দেখা যায়, তাহা হইলে ১৯ঘর ও ৪ঘর এই ২৩ঘর ও ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ৪ঘর মোট ২৭ ঘরকেই বল্লালসেন প্রশংসা করিয়াছেন।) দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে (বঙ্গজকুলীন গুহবংশ সিদ্ধ মৌলিক বলিয়া খ্যাত। সুতরাং দক্ষিণরাঢ়ী সিদ্ধ মৌলিককে বসু মহাশয় কোন্ সাহসে মহাপাত্রের সমান আসনে বসাইতে চাহেন ?

(১) "চত্বারোঽগ্র্যাস্ত্রয়োমধ্যা মহাপাত্রাঃ তথা পরে।" এই বচনাংশে আট ঘর মধ্যল্য কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছে বুঝিলাম না। ৩ ঘর মধ্যল্য ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ওই মত বঙ্গজ সমাজে আদৃত নহে, যে হেতু সেই সমাজে পূর্ব্বাপর হইতে ৪ঘর মধ্যল্যই দেখা যায়। কাঃ পঃ সঃ।

পক্ষান্তরে বঙ্গজ সমাজের মধ্যল্য নাগ, নাথ, সিংহ (১) বংশ এবং মহাপাত্র দাম চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য নন্দন, আদি বংশ, দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে সাধ্য মৌলিক বা বাহাত্তরঘরের অন্তর্গত বটে। এই সব বংশ বাহাত্তর ঘরের অন্তর্গত দেখিয়াই বসু মহাশয় কোন সূত্রে অচল আখ্যা প্রদানে সাহসী হইতেছেন বুঝিনা, তাঁহার এটুকু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, বঙ্গজ সমাজে, যে নাগ, নাথ, সিংহ প্রভৃতি বংশকে মধ্যল্য বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন সেই নাগ, নাথ বংশাদি, দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে সাধ্য মৌলিকের শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কল্পনার বলে অচল বলা সঙ্গত নয়। বসু মহাশয় বলিতে পারেন যে, বঙ্গজের মধ্যল্যের ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সিদ্ধ মৌলিকের ৮ ঘর মধ্যে উপাধির মিল থাকা দৃষ্টেই এক বংশ বলিয়া এবং বঙ্গজের নাগ, নাথ, সিংহাদি বংশ ও মহাপাত্র দাম, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিতাদি বংশই, দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিকের অন্তর্গত ঐ ঐ উপাধিধারী বংশ যে একই বংশ, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই— সৌপায়ন গোত্রজ যে নাগ বংশকে বসু মহাশয় মধ্যল্য বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, যে নাগ বংশ দ্বারা বঙ্গজ সমাজের কুলীনের কুল রক্ষা হইতে পারে লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র নাগবংশের সঙ্গে যাহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে লিখিয়াছেন। সেই সৌপায়নগোত্রজ নাগবংশই দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের সাধ্য মৌলিকের অর্থাৎ বাহাত্তর ঘরের অন্তর্গত এক ঘর বটে। সৌপায়ন গোত্রজ নাগ বংশকে কি বসু মহাশয় এক্ষণেও "বাহাত্তরে" বলিতে সাহসী হইবেন ? আমরা আরও দেখিয়াছি যে অন্যান্য বংশের গোত্রেরও অনেকটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তবে দুই চারি ঘরের গোত্রের মিল যদিও হয়না, রুচি অনুসারে অথবা ভ্রমবশতঃ ঐরূপ সঙ্ঘটিত হইয়াছে ভিন্ন অন্য কিছুই বিবেচনা হয়না,—কেননা কান্যকুব্জ হইতে যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবংশ বই দুইবংশ নয় ; পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান বলিয়া সমস্ত দত্ত বংশই পরিচয় দিয়া আসিতেছেন ও দিয়া থাকেন ; দক্ষিণরাঢ়ীতে ভরদ্বাজ গোত্র, কোথাও বা কাশ্যপ গোত্র ও বঙ্গজে মৌদ্গল্য গোত্র হইবার কারণ উপরোক্ত দেশ কাল পাত্র ভেদ ভিন্ন কিছুই নহে, যেহেতু দুইজন দত্ত কখনও কান্যকুব্জ হইতে আসেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

(১) বঙ্গজ সমাজে সিংহ বংশ কখনও মধ্যল্য ছিল না এবং এখনও নাই—ওই বংশ মহাপাত্র। কাঃ পঃ সঃ।

বঙ্গজের মহাপাত্র বংশই যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্য মৌলিকের সহিত তুলনায় যোগ্য, ইহা কল্পনা বা অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে, বরং আমরা স্পষ্টতই ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে নাগ, পাল, নাথ, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ডু, সোম, রুদ্র, সিংহ, চন্দ্র, বর্দ্ধন, রক্ষিত আদি সাধ্য মৌলিক বংশ বিশেষ সম্মানিত, সমাজের শীর্ষস্থানীয় কুলীন কায়স্থগণের সহিত ইঁহাদের আদান প্রদান, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম বিশেষভাবে বিজড়িত, ইঁহাদের অনেকে, বঙ্গজের (মহাপাত্র অপেক্ষাও) মধ্যল্যের তুল্য ও স্থল বিশেষে তদপেক্ষা সম্মান পাইয়া থাকেন ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, অথচ ঐ সব সম্মানিত সাধ্য মৌলিকগণকে বসু মহাশয় অযথা অচল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ইহা নিতান্তই তথ্যানুসন্ধান না করার ফল ভিন্ন আর কি বলিব।

বারেন্দ্র সমাজে, নন্দী ও চাকী বংশ কুলীন বলিয়া খ্যাত, দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে নন্দী চাকী বংশ সাধ্য মৌলিক ও সম্মানিত। পরন্তু বঙ্গজ সমাজে চাকীবংশ অচল-শ্রেণীর অন্তর্গত, এমতাবস্থায় তুলনা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত করিতে হইবে।

মোটের উপর শ্রেণী চতুষ্টয় সমন্বয় প্রস্তাবলেখক, মধ্যল্য ও সিদ্ধ মৌলিক, এবং মহাপাত্র ও সাধ্য মৌলিকের ভাব যে সমভাবাপন্ন লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ উপাধি দৃষ্টেই ও কার্য্য করণ দৃষ্টেই লিখিয়া থাকিবেন, তাহা বঙ্গজ সমাজে না পছন্দ করিতে পারেন. তাহাতে আপত্তির কোন কারণই নাই। তবে বঙ্গজের মধ্যল্য বংশের নাগ নাথাদি বংশ যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সাধ্যমৌলিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একথা অস্বীকার করিবার উপায় দেখা যায় না। যে হেতু গোত্রের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিল পাওয়া যাইতেছে।

উপসংহারে নিবেদন বঙ্গজ সমাজের আমূল বৃত্তান্ত আমরা সম্যক্ অবগত নহি, তবে দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজের মূল পুরুষ যে এক, তাহা অনেকেই জানেন, বারেন্দ্র সমাজের সহিত একটু পার্থক্য পারিলক্ষিত হইলেও তাহারাও এক মূল পুরুষের ধ্বনিই করিয়া আসিতেছেন, এক্ষেত্রে অবশ্য সকলেরই জাতিতত্ত্ব জানিবার উৎসাহ বলবৎ হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। কায়স্থ সভার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এজন্য আমাদের শেষ বক্তব্য কায়স্থ বংশাবলী প্রবন্ধটী সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

"কায়স্থ-বংশাবলী" লেখক শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের নিকট নিবেদন আমাদের কোন ত্রুটী লক্ষিত হইলে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়া বাধিত ও কৃতার্থ করিবেন, কোনরূপ বেয়াদবী প্রকাশ পাইলে মাপ করিবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু।

স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট নিবেদন।

কায়স্থ-সমাজের পরম হিতৈষী অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতি-ভূষণ মহাশয় গত পৌষ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় "কায়স্থের গৃহদেব পূজাদিতে ভোগ দেওয়া যাইতে পারে কি না?" ইতি শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া সন্দেহ-বাদিগণের সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উহা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করি নাই পরন্তু উহার প্রকাশ যে সময়োচিত হয় নাই ও অকারণ হইয়াছে তাহাই অনুমান করিতেছি। কারণ—যখন আমরা দেখিতেছি যে যে সকল কায়স্থ গৃহে "গৃহদেব" আছেন, তথায় প্রত্যহই ব্রাহ্মণ পাচিত অন্নাদি গৃহদেবতাকে ভোগ দেওয়া হয় এবং এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে তখন স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কি? যদি কায়স্থগণ এখন নূতন করিয়া গৃহদেবকে ব্রাহ্মণ-পাচিত অন্ন ভোগ দিতেন এবং তাহাতে কেহ কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত বা অশাস্ত্রীয়তা প্রতি-পাদিত করিতেন তাহা হইলে ইহার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই—কায়স্থেরা এই অন্ন ভোগ প্রথা নূতন অবলম্বন করেন নাই—কেহ কোন আপত্তিও করে নাই এবং কায়স্থ-সমাজ হইতে ইহার শাস্ত্রীয় বিধান জানিবার জন্য কেহ কোন দিন অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না, তখন অকারণে অসময়ে এরূপ প্রবন্ধের প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, "ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং দেয়ং," "ত্রিষুবর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজন মেব চ।" ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেই পক্কান্ন ভোগ দিতে পারেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রমুখ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত প্রধানগণের মতে যখন কায়স্থ ক্ষাত্রবর্ণীয় তখন ঐ প্রমাণ বলে কায়স্থগণও যে অন্নভোগ দিবার অধিকারী ইহাই সম্যকরূপে প্রমাণিত হইতেছে। তৎপর লেখক মহোদয় বলিয়াছেন—"ততশ্চ শূদ্র কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চরুবৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ন নৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি।" অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক ও দ্বিজ শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্র স্বয়ং পাকাদি দ্বারা ভোগাদি দ্রব্য প্রদান করিতে পারিত, কিন্তু অধুনা কলিতে ঐ প্রকার পক্কান্ন দান মহাত্মারা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; সেই জন্য নব্যস্মৃতিকার বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন যে শূদ্র

কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গ ও ব্রত প্রতিষ্ঠাদি স্থলে ব্রাহ্মণ চরু পাক করিয়া হোমাদি ... নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেব পূজাদিতেও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া পক্কান্ন নৈবেদ্য অর্থাৎ ভোগাদি প্রদান করিতে পারে। অতএব মহামহোপাধ্যায় নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন স্পষ্টভাবে বিচার পূর্ব্বক শূদ্র ... দেব পূজাদিতে ভোগ প্রদানের বৈধত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা যখন ভোগাদি অপ্রদানে অঙ্গহানি দোষ নিবন্ধন যথোক্ত ... অনন্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন বিনা সংকোচে ক্ষাত্র কায়স্থজাতি দেব পূজাদিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া ভোগাদি প্রদান করিতে পারে।"

আমরা স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। পাঠক-মহোদয়গণ পারিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার অভ্যন্তরে যেন কোন প্রচ্ছন্ন ভাব নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। পণ্ডিত-মহাশয়, "দেব-পূজাদিতেও ব্রাহ্মণাদি দ্বারা পাক করাইয়া ঐ পক্কান্ন নৈবেদ্য অর্থাৎ ভোগাদি প্রদান করিতে পারে।" এই উক্তি করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পাচিত অন্নাদি ভোগ প্রদান করিবার অধিকার ত্রৈবর্ণিকের আছে সুতরাং ক্ষাত্রবর্ণীয় কায়স্থগণও ঐ অধিকার বঞ্চিত নহেন। দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক ও দ্বিজ-শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্র পূর্ব্বে স্বয়ং পাক করিয়া ভোগ প্রদান করিতে পারিত। কিন্তু কলিতে ঐ প্রকার পক্কান্ন দান মহাত্মারা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; ভাল! মহাত্মারা কি ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিককেও ঐ প্রকার পক্কান্ন দান নিষেধ করিয়াছেন? তাহা যদি হয় তবে ব্রাহ্মণেরাই ভোগ দান করেন কেমন করিয়া? ব্রাহ্মণ-পাচিত অন্নই বা দেব-দেবীর ভোগ্য হয় কিরূপে? আমাদের বিশ্বাস, কালের কুটীলাবর্ত্তে শূদ্রগণকে ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং কালক্রমে তাহারা উহা হইতে বঞ্চিতও হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সিদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ যে "দেব পূজাদিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া ভোগাদি প্রদান করিতে পারিবে" ইহা কেমন বিধান? ত্রৈবর্ণিককে ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই; নব্য স্মৃতিকার রঘুনন্দন মহাশয় ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিককে ভোগ দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই (অন্ততঃ যেরূপ প্রমাণ আমরা পাই)। যদি সেরূপ করিয়া থাকেন তবে ব্রাহ্মণেরই বা সে অধিকার আসে কোথা হইতে? আর তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহারও ভোগ প্রদানের অধিকার নাই কাজেই স্বীকার করিয়া লইতে হয় স্মার্ত্ত মহাশয় বর্ণচতুষ্টয়ের ভোগ ... ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া দেবতাগণকে উপবাসী থাকিবার ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করাইয়া দেব দেবীকে ভোগ প্রদানের কোন প্রমাণই পাই নাই। পরন্তু ক্ষত্রিয় স্বহস্তে পাক করিয়া দেবতার ভোগ দিয়াছে শাস্ত্রপৃষ্ঠায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং ইহাতে হয় বলিতে দোষ নাই যে স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধে কায়স্থের অধিকার সাব্যস্ত না হইয়া বরং তাঁহাদের ভোগাদি প্রদানে অনধিকারীত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকতর বাগাড়ম্বর না করিয়া অতি সংক্ষেপে আমরা আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিলাম। আশা করি কায়স্থের ঐ অধিকারমূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণপূত, স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পবিত্র লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধের দ্বারা কায়স্থ-পত্রিকার উদার ও প্রশস্ত বক্ষ সুশোভিত হইয়া কায়স্থবিদ্বেষী ভ্রান্তগণের ভ্রম অপনোদিত করিবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

আপোষের অধ্যায় সমাপন।

ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ দেখুন যাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল কি না? এ উদ্যম চিরনিদ্রালু কায়স্থ মহাশয়ের নহে? বরাট মহাশয় বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদ্যের পাকান্ন ব্রাহ্মণ ভোজনের পাতি সেন কবি বিশারদ মহাশয় দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আধুনিক রঘুনন্দন মহাশয়গণকে আগেভাগে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম,* কিন্তু তাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখার কল্পনায়, বৈদ্য মহাশয়গণের পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং বড় রকমের সহানুভূতি দেখাইতে ছিলেন, কিন্তু "মশা মারিতে গালে চড়" এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" অবস্থায় পড়িতে হইল।

এ দিকে senior মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় ব্যবস্থা দিয়াছেন যে ক্ষত্রিয়ের যজন অর্থাৎ নিজেদের ক্রিয়াদি নিজে করিতে পারিবেন। এ ব্যবস্থা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে, কাজেই তিনি সত্যের অনুরোধে তাহা প্রচার করিয়াছেন।

* ১৩১৮। বৈশাখের কায়স্থ-পত্রিকায় ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ শস্ত্রোপজীবনং ভূত রক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ"
বসুমতী যে তাঁহার রহস্যপ্রিয় স্বভাবসুলভ রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয়
হইয়াছেন, বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইবেন, ব্রাহ্মণ কি হইবেন?" "বল মা তারা দাঁড়াই
কোথা" তাহা বর্ত্তমান হুজুগানুসারে নেহাত ফাঁকা আওয়াজ নহে। যখন
বৈদ্য মহাশয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে বলিয়াছিলাম যে
ইঁহাদের লক্ষণ দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহারা শনৈঃ পন্থার ক্রমানুসারে শাকদ্বীপ
দ্বীপই ছাড়িবেন না, ইহার পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপদেশের পাতি যে
সেন বিদ্যাবিশারদ মহাশয় বাহির করিবেন না তাহা কে বলিতে পারে?
যাহাই হউক বলিহারী সেন বিদ্যাবিশারদ মহাশয়ের পাঁতি। সেনশর্ম্মা,
শর্ম্মারূপ উপাধি বলে এক আঁচড়েই কেল্লাফতে করিতে চাহিতেছেন, সেইজন্য
বলি বলিহারী পাঁতি কোন হেঙ্গামা নাই। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে হইলে
অনেক কাট খড়ের আয়োজন করিতে হয়, শ্রদ্ধেয় ঘোষদেববর্ম্মা মহাশয়ের
পবিত্র ব্যবস্থানুসারে গৃহৈক পার্শ্বে নিয়ত অগ্নিকুণ্ড জাগাইয়া রাখিতে হইবে।
সপরিবারে বা পৌষ্যবর্গ সহিত বাঙ্গালীর একমাত্র মুখরোচক তেজস্বিতা পরি
সাধক মৎস্য জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে। সুদক্ষ ডাক্তারের সুগভীর
গবেষণার ফলস্বরূপ মস্তিষ্ক ও শারীরিক বলবীর্য্যবর্দ্ধক মাংস ত্যাগ করিয়া শাক
পালাভোজী হইয়া জাহান্নামের পথের পথিক হইতে হইবে, বেদপাঠ, ত্রিসন্ধ্যা
গায়ত্রী জপ ইত্যাদি করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে হয়, তবে বড় জোর ব্রাহ্মণকে পায়স
দিতে পারেন (পূরাকালে মিষ্টের লোভে কি না জানিনা, ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা
ক্ষত্রিয়ের পায়শান্ন ভোজন করিতেন, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ করিত না)
এ পাঁতিতে একদম বৈদ্যের পাকান্ন ভোজন ব্যবস্থা অতএব ফের বলি বলি
আচ্ছা পাঁতি জীতে রও (চিরংজীবেষু) সেন বিদ্যাবিশারদ মহাশয়ের সহিত
আমার কোনরূপ পরিচয় নাই, থাকিলে ব্রাহ্মণদের কায়স্থের প্রতি যে
অত্যাচার আর বিশারদ মহাশয়ের শাস্ত্রে যেরূপ প্রবেশাধিকার দেখা যাইতেছে
তাহাতে আমি যে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া কায়স্থ মহাশয়গণের
ব্রাহ্মণ জব্দ করা একটা পাঁতি বাহির করাইয়া লইতাম। কিন্তু হায়! নিশ্চয়
কায়স্থ মহাশয়গণের যখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার কোন লক্ষণ দেখা যায়
তখন আমার অনুরোধ করা নিষ্প্রয়োজন। তাই ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে এই
একটা amicably settle করিয়া লইতে বলিতে ছিলাম যে তাঁহারা কায়স্থ
ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে আর কোন আপত্তি করিবেন না, কি বাধাবিঘ্ন ঘটাইবেন না

কেন কায়স্থ মহাশয়গণও উপবীতী হইয়া ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবেন না।
ক্ষত্রিয় হইলে কায়স্থ মহাশয়গণ যেরূপ অনুগত আছেন সেইরূপ থাকিয়া গেলেন।
তখন আর একা বৈদ্য মহাশয় প্রতিযোগিতা করিয়া কি করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ
মহাশয়গণকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি চিরানুগত কায়স্থ মহাশয়-
গণকে মরিয়া করিয়া তুলিবেন না, মরিয়া হইলে লোকের লঘু গুরু জ্ঞান থাকে
না। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণের একাধিপত্য খর্ব্ব এবং সার্ব্বভৌমিক সম্মান হ্রাসের
আশঙ্কায় কায়স্থ বৈদ্য একযোট হওয়ার বিচিত্রতা নাই, একতার ফলের কথা
বলাই বাহুল্য সামান্য তৃণগুচ্ছ দ্বারা মত্তহস্তী আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইতি আপোষ
মীমাংসার সমাধান।

শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৺ভূপেশ্বর হালদার মহাশয় লোকান্তরে)

বাবু ভূপেশ্বর হালদার ইংরাজী ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সম্পন্ন হয় এবং কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বি এ, ও ১৯০৭ সালে বি এল্ পাশ করেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্নবুদ্ধির লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর অতিশয় রুগ্ন ছিল; এজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যে কোন ব্যক্তিই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ভূপেশ্বর বাবু একজন পবিত্র হৃদয় ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

বাল্যকালে ঘটনাক্রমে একখানি "অন্ধের চক্ষুর্দান" নামক পুস্তক তাঁহার হস্তে পতিত হয়। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় যে কায়স্থজাতি শূদ্র নহে। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই কায়স্থ কোন্ মূল বর্ণের অন্তর্গত ইহা স্থির করিবার জন্য শাস্ত্রানুশীলন করিতে আরম্ভ করেন।

মন্বাদি ঋষি প্রণীত স্মৃতি, পুরাণ এবং উপপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক এবং

ঐ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিরোধী গ্রন্থাদি পড়িয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন যে প্রতিপক্ষীয়দিগের উদ্ধৃত শ্লোক এবং উক্তি হইতেই আমি প্রতিপন্ন করিব যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়। এজন্য তিনি "কায়স্থ-দীপিকা" নামক গ্রন্থ লিখিয়া স্বয়ং উপনয়ন গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ পুস্তক 'কায়স্থ-পত্রিকা' কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকের কতক অংশ 'কায়স্থ-পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাস হইতে তাঁহার রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি "কায়স্থ-দীপিকা" সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া তিনি "চন্দ্রসেন" নামক একখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা অদ্যাপি ছাপা হয় নাই।

তিনি গোয়াড়িকৃষ্ণনগরের অনতিদূরে ঘূর্ণী গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষ্ণনগর কোর্টেই ওকালতি করিতেন। কৃষ্ণনগরে কায়স্থের উন্নতির জন্য যে কোন সভা হইত তাহাতেই তিনি বিশেষভাবে যোগদান করিতেন। কৃষ্ণনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর, এম এ, বি এল, স্বর্গীয় ভূপেশ্বর হালদার মহাশয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি বেদান্তদর্শন ও গীতা। তিনি দেহান্তর হওয়ার দশ মিনিট পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন—"আমি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা এবং মায়া মিথ্যা।"

সন ১৩১৯ সালের ৬ই শ্রাবণ, সোমবার বেলা ৪টা ৯ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত ভূপেশ্বর হালদার দেহত্যাগ করেন। আমাদের আদরের সামগ্রী, কায়স্থ জাতির উন্নতিসাধক, সর্ব্বজনপ্রিয়, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং মাতৃভক্ত মহাত্মা শ্রীযুক্ত ভূপেশ্বর হালদার দেববর্ম্মা, বি এল্, মহাশয় ৪২ বৎসর অতিক্রম করিয়া হতভাগ্য আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসিগণকে কাঁদাইয়া ইহলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রামবাসিগণ সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও পাণ্ডিত্যের জন্য যথেষ্ট শোক প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা।

সমালোচনা।

গিরীশগৌরব। (শোকোচ্ছ্বাস-গীতি)। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত রচিত। ডবল ক্রাউন ৩২ পেজী ১ ফর্ম্মা।

এই পুস্তকখানি নাট্যসম্রাট ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনের কীর্ত্তিরাশি অবলম্বনে লিখিত। কবিতাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সংক্ষেপে, গিরীশ বাবুর এরূপ কর্ম্মময় জীবনী রচনা করিয়া গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান। বাঙ্গালা মাসিক পত্রি। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল দাশ গুপ্ত কবিভূষণ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, এল্ সি পি এস্ (এডিনবারা), এল্ এফ্ পি এস্ (গ্লাস্গো) কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৬ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, 'অমৃত নিকেতন' হইতে প্রকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা থাকে। বার্ষিক মূল্য সহরে ২, দুই টাকা এবং মফঃস্বলে ২।০ টাকা মাত্র।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ১ম খণ্ডের ১ম, অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংখ্যায় যে পাঁচটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'ঔষধ ও পথ্য দধি', 'কতকগুলি চক্ষুরোগ ও তাহাদের চিকিৎসা', 'পারদশব্দেরনিরুক্তি ও হোমিওপ্যাথিকসরলচিকিৎসায় শিরঃপীড়া' এই প্রবন্ধ কএকটী মন্দ নহে। সম্ভবতঃ সম্পাদকদ্বয় ভবিষ্যতে আরও অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের উপকার করিতে থাকিবেন।

ত্রিমাসিক। ত্রৈমাসিক হিন্দী-পত্রিকা (কায়থি অক্ষরে)। শ্রীযুক্ত ভানুভাই পীতাম্বর সম্পাদিত। ভবনগর হইতে প্রকাশিত।

অষ্টম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংখ্যায় গদ্য ও পদ্য ৯টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নাগরী ও নাগরী লিপির উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধটী গভীরগবেষণা পূর্ণ। 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধটীও হিন্দীভাষাভাষীদিগের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। এই পত্রের আমরা দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

The Devalaya, its aims and objects, (including the 4th annual report of the year 1911).

দেবালয়ের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ব্রাহ্মসমাজের কুক্ষিগত থাকিয়াও 'দেবালয়' ধর্ম্মসম্বন্ধে এই উদারভাব প্রচার করিতেছে ইহাতে দেবালয় সকলেরই সহানুভূতির পাত্র। দেবালয়ের মত সমিতি দেশে যত বাড়িবে, দেশের ততই উন্নতি হইবে। আমরা দেবালয়ের কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

প্রবাসী। দ্বাদশভাগ, প্রথমখণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। চতুর্থ সংখ্যা, অর্থাৎ শ্রাবণের প্রবাসীতে অনুসন্ধিৎসু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বিএ, মহাশয় চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কায়স্থ নরপতি দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কায়স্থমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, উক্ত মুদ্রার আলোচনায় বলিয়াছেন—'তাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ ১৪০৯

খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া গৌড়েরমুসলমান নরপতিকে পদচ্যুত করিয়া তৎসিংহাসনে আরোহণ করতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেনএবং তাঁহার মৃত্যুর বৎসরেই মহেন্দ্র দেব গৌড়ের অনতিদূরে পাণ্ডুনগরে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন। গণেশের পুত্র যদু পাণ্ডু পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পুনরায় গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন।' আরও বলিয়াছেন যে 'মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাঙ্কণের তিন বৎসর পরে দনুজমর্দ্দন দেব নামধেয় অপর একজন হিন্দু নরপতি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুনগরে এবং সমুদ্রোপকূলে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রদেব সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দন দেবের পিতা। দনুজমর্দ্দন দেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াই যদু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিলেন ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।' উপসংহার কালে বলিয়াছেন, 'চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন দেবের তারিখযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া সেন রাজ বংশের কায়স্থত্ব নিরসন করিয়াছে। সেন রাজবংশীয় দনুজমাধব দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবনের সমসাময়িক ১২৬৫খৃঃ হইতে ১২৮৭খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং ১৪১৭ খৃঃ চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য স্থাপনকারী দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত অভিন্নত্ব ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের সহিত সেনরাজ বংশের কোনও সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণ করিতে হইলে কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত করিতে হইবে। কুলগ্রন্থের প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।'

রাখাল বাবুর ঐ সকল অনুমান আমরা আদৌ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। মুদ্রায় চন্দ্রদ্বীপের কথা থাকাতেই কি ১২৫০ খৃষ্টাব্দের সমুদ্রোপকূলবাসী সেনবংশজ মহারাজা দনুজমাধব দেবকে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে টানিয়া লইয়া (স্বীয় পুরাতত্ত্ব জ্ঞান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য) সেন রাজ বংশের ইতিহাস, বিশেষতঃ বাঙ্গালার ইতিহাসের একমাত্র মহামূল্য উপাদান কুলজী অগ্রাহ্য করিতে হইবে? মুদ্রায়'দনুজমর্দ্দন' ও 'চন্দ্রদ্বীপ' কথা আছে বলিয়াই কি সমুদ্রোপকূল ব্যতীত অন্যত্র চন্দ্রদ্বীপ থাকিতে পারে না? বারেন্দ্র দেশেও 'চন্দ্রদ্বীপ' নামে একটী জনপদ ছিল; আমরা বলি ১৪১৭খৃঃ দনুজমর্দ্দন তথায়ই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বরেন্দ্র দেশে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বহুতর পরাক্রান্ত কায়স্থ নরপতি সম্বন্ধেই কিম্বদন্তী বর্ত্তমান আছে, প্রাপ্ত মুদ্রার দনুজমর্দ্দন তাহার কেহও হইতে পারেন। মুদ্রায় এমন কথা নাই যে, সমুদ্র উপকূলের দনুজমর্দ্দন। আছে চন্দ্রদ্বীপের কথা। ১৩১৫ সনের 'কায়স্থ-সংহিতা' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ "চন্দ্রগোমি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া বুঝা যায় রাজশাহীর নিকটে পদ্মার উপকূলে চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি জনপদ ছিল। তিনি ঐ বিবরণ তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাও ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনকে সেই স্থানের রাজাই বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আর ১২৫০ খৃঃ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমাধবদেবকে অনুমানের বলে সেনরাজকুল হইতে অপসারিত করিবার প্রয়োজন হয় না; অধিকন্তু সেনরাজবংশ যে কায়স্থ ছিলেন তাহা অক্ষুন্ন থাকে। ঐ রাজবংশের কায়স্থ জাতিত্ব কিসে নিরসন হইল বুঝিলাম না।

ভগবদ্গীতা। শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত হরিকিশোর অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল ১৬ পেজী ৩০ ফর্ম্মা। মূল্য ৳০। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

ভগবদ্গীতা, মূল, বঙ্গানুবাদ, আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা, গীতামাহাত্ম্য, যোগ বা কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান এই তিনের ও ষট্চক্রের প্রতিমূর্ত্তি ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটী তত সন্তোষজনক হয় নাই, কারণ শব্দ বিশেষের আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যায় না। ত্রিসমন্বয়টী মন্দ হয় নাই। সাধারণ পাঠকের মোটামুটি ভাবে গীতা কি ইহা বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের একবার পড়িতে অনুরোধ করি।

ভারতী। ষড়্বিংশতমবর্ষ ৫ম সংখ্যা অর্থাৎ ভাদ্র পর্যান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবন্ধসমূহের শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, এম্ এ, লিখিত 'শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিকসিদ্ধান্ত' এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস' এবং সৌরীন্দ্র বাবুর 'মাতৃঋণ' উপন্যাস ১৩১৮ সনেরই জের চলিতেছে। দ্বিজদাস বাবুর 'শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত'। আচার্য্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, কিন্তু ১৩১৮ সনের ফাল্গুনের সিদ্ধান্তে ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে অযথা দোষারোপ করিয়া নিজের দার্শনিক জ্ঞানের অভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ছান্দোগ্যের সংবর্গ বিদ্যার জানশ্রুতি রৈক্ক কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধিত হওয়ায়, শঙ্করাচার্য্য 'শূদ্র' শব্দ অর্থবাদ বলিয়া জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়জাতিত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টায় প্রকারান্তরে তাঁহাকে সংকীর্ণচিত্ত এবং স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রলাল শীল এই প্রসিদ্ধ ২জন বেদবেত্তা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে 'শূদ্র' বলিতে কুণ্ঠা করেন নাই। আরও বলিয়াছেন শঙ্করাচার্য্যের ঐরূপ প্রতিপাদন করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা ও অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা বলি, তাহা আচার্য্যের দোষ নহে, তাঁহাকে উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের একত্ব করার অনুরোধেই ব্রহ্মসূত্রের "শুগস্য তদনাদর শ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।" সূত্রের জন্যই অত বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছে, তাঁহাতে আচার্য্যের অনুদারতা প্রকাশ না পাইয়া বরং মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে; এবং স্বর্গীয় দত্ত ও ডাঃ শীল বেদ অনুশীলন করায় অনধিকার চর্চ্চাও হয় নাই, স্বীয় স্বীয় ক্ষত্রিয়,বৈশ্য বর্ণ বিহিত কর্ম্মই করিয়াছেন,ঐ সূত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই বুঝিতে পারিবেন দত্ত ও শীল মহাশয়দ্বয়ের জাতি জানশ্রুতির দশাগ্রস্থ মাত্র। তাঁহারা শূদ্র জাতি নহেন।

মুচিরামদাসের উপাখ্যান। ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত রামরাম চন্দ্র বিরচিত। এই বৈষ্ণবীয় কবিতাপুস্তকের সমালোচনা ১৩১৮ সালের কায়স্থ পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় একবার করা হইয়াছে। পুস্তিকাখানিতে ব্রাহ্মণজাতি ও অন্যান্য জাতির সম্পর্ক লইয়া অনেক কথা আছে। সকলেরই পুস্তিকাখানি পাঠ করা উচিত।

হৃদয়-গাথা। বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত। সুপার রয়েল ১৬ পেজী ১৮ ফর্ম্মা। মূল্য ১।০ আনা। কোচবিহারে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

অখিলবাবু 'কায়স্থ পত্রিকার' পাঠকবর্গের অপরিচিত নহেন। তাঁহার রচিত এই পুস্তকখানি (১) বাল্যরচনা, (২) হৃদয়-গাথা, (৩) বিবিধ (৪) পত্র (৫) ও অনুকৃতি এই পাঁচ অংশে বিভক্ত। আলোচ্য পুস্তক খানির ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ এবং ইহার প্রত্যেক কবিতাতে কবির হৃদয়ের গভীর প্রেম বিভিন্ন। মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের উদ্দেশে লিখিত "মঙ্গলাচরণ" কবিতাটী এবং বাল্যরচনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বোধ হইল। দ্বিতীয় অংশের প্রাণস্পর্শী কবিতাগুলি

প্রেময়ী "সরোজিনী" হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর লিখিত হইয়াছে। কারণ অভাব না হইলে অনুভূতি স্পষ্টতর হয় না।

তৃতীয়খণ্ডে "অমিয়গাথায়" রচয়িত্রী নগেন্দ্রবালোকে প্রশংসা করিতে যাইয়া অখিলবাবু আধুনিক বঙ্গীয় কবিতার যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রযুজ্য না হইলেও অনেকের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:-

"বঙ্গের কবিতা এবে বুঝে উঠা হয় দায়!
কবিদের মনোভাব মনেতেই থেকে যায়!
ক্রিয়াগুলি খুঁজে মরে কোথাতার কর্ত্তৃপদ
কর্ত্তারা না পায় ক্রিয়া, কবিতার কি বিপদ!!
* * * *
ধোঁয়া ধোঁয়া সব ঠেকে চোকে দেখি অন্ধকার,
কবিতা শুনিয়া করি দূর হতে নমস্কার!!!"

এই খণ্ডে "অমিয়সুধা" নামক একটী সত্য ঘটনামূলক বিয়োগান্ত নাট্য-কবিতা বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ অংশে বন্ধুবর্গকে লিখিত পত্র সমূহের সমাবেশ এবং ৫ম অংশে বায়রণের চাইল্ড ও লংফেলোর দুইটী কবিতার ছায়ান্তর অবলম্বনে লিখিত ছয়টী কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে।

পুস্তকখানির ভাষা লালিত্যপূর্ণ, ছাপাও বেশ পরিষ্কার, তবে সাধারণ হিসাবে মূল্য কিছু কম হইলেই ভাল হইত।

বিবিধ।

প্রলাপ উক্তি।

কাশীমবাজার হইতে প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকা 'কায়স্থ-পত্রিকা'র সহিত বিনিময় হয় না। সুতরাং উপাসনায় যে কখন কি ভাবের প্রবন্ধ প্রকাশ হয় তাহা আমরা জানি না। কিন্তু গত শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা আমাদের একজন বিশিষ্ট সভ্য আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে "বল্লাল কি বৈদ্য ছিলেন না"? 'প্রতাপাদিত্য কোন্ জাতি?' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ দৃষ্ট হইল। প্রথমটীর লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন (প্রবন্ধটী ক্রমিক হইয়া এই ৪র্থ বারে শেষ হইয়াছে, সুতরাং ইহার পূর্ব্বেও আরও তিনবার প্রকাশিত হইয়াছে)। দ্বিতীয়

প্রবন্ধটীর লেখক শ্রীমধুঃ—। এই "মধুঃ—" কে চিনেছি চিনেছি বলিয়াও চিনিতে পারিতেছি না; একবার ভাবিলাম এক সময় বঙ্কিমবাবু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"মধুসূদনসরকারস্থ পৃষ্ঠদেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে" ইনিই কি তিনি? কিম্বা যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়' প্রবন্ধ লিখিয়া মৌলিক হইতে কুলীন কায়স্থকে হীন প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, সে দিনও যিনি কায়স্থ জাতিকে মিশ্র জাতি নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যিনি স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্তের অনূদিত ঋগ্বেদ পড়িয়া ভারতীয় সনাতন জাতিবর্ণের বিলোপ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যিনি কথায় কথায় স্থান অস্থানে সময় অসময়ে ঋগ্মন্ত্র অথবা তাহার অপূর্ব্ব পদ্যানুবাদ উপস্থিত করিয়া থাকেন—তিনিই কি ইনি? উত্তর আমরা তাহা জানি না, তবে এই প্রবন্ধেও কুলীন কায়স্থকে শূদ্র, বিশেষতঃ বঙ্গীয় গুহ বংশ ও চণ্ডালবংশ যে এক বংশজ, সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র কুমার চাঁদরায় এবং তদীয় বয়স্য রূপরাম বসুর পুত্রের ধীবরের কন্যা বিবাহের কথা ও যশোহর সমাজের মজুমদার বংশীয়গণ (যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন) তাঁহারা নাকি ধীবর কন্যার গর্ভসম্ভূত ইত্যাদি কথা আছে। আরও বৈদিক তাঁহার বলিয়াছেন অনেক কায়স্থ 'দাসীবিশ' (দাসীপুত্র)। ইনিই যদি তিনি হয়েন তবে সুযোগ্য পাঠকবৃন্দ ইহার অনুসন্ধান করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন। ফলতঃ শ্রীমধু:—কায়স্থ কিনা তৎপক্ষে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। শ্রীমধু যদি কায়স্থ হয়েন, তবে তাহার মস্তিষ্ক যে বিকৃত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। যে ব্যক্তির জাতি, বংশ ও বর্ণের জ্ঞান নাই, ব্যাকরণ কিছুমাত্র জানেন না, তাঁহার রামায়ণ মহাভারতের শ্লোক কি ঋক্‌বেদের মন্ত্র উদ্ধার করা বিপুর উক্তি ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়?

উমেশবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সম্পাদকীয়-সমিতি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন, যে হেতু তিনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধির প্রবন্ধসমূহ ও বিশ্বকোষের প্রমাণাবলীরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তৎপ্রতিবাদ করিতে নগেন্দ্রবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

অবিমৃষ্যকারিতা।

আমরা রংপুরের নানাস্থান হইতে পত্র পাইতেছি যে রংপুর সহরে 'রংপুর দর্পণ' নামে যে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে। ঐ পত্র নাকি প্রতি সপ্তাহে বিরুদ্ধমতখণ্ডনকারী, বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র

কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ এবং তদীয় সুযোগ্য ছাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্যবিনোদ এবং দেশমান্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়কে পুনঃ পুনঃ গালাগালি দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। আমরা রংপুর কায়স্থ-সভার (শাখা-সভার) সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি 'রংপুরদর্পণের' দুর্ব্যবহারের প্রতিকার করিতে কেন উদাসীন প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় দায়িত্ব পদদলিত করিতেছেন ? তিনি কি উহার অবিমৃশ্যকারিতার সমুচিত উত্তর দিতে অসমর্থ ? অবশ্য হিতবাদী, বসুমতী কাশীপুর-হিতৈষীর পক্ষপাতিতায় অনেক আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কায়স্থই [illegible] উহাদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে বহুতর পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু 'রংপুর দর্পণে'র ন্যায় নগণ্য সংবাদ পত্র আর কয়জন লোক পড়েন যে কায়স্থ গ্রাহক বৃন্দ তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিবেন।

আত্মপক্ষসমর্থনের প্রয়াস।

রংপুরের পণ্ডিত যাদবেশ্বর বাবু বিগত ১লা ভাদ্রের 'বসুমতী' এবং [illegible] ভাদ্রের 'হিতবাদী'তে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য সাপাইসাক্ষী উপস্থিত করিয়াছেন ওই সকল সাপাইএর মূল্য কত তাহা যাহারা ব্রাহ্মণসভায় সংগৃহীত পাতি [illegible] তথ্য অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলা নিষ্প্রয়োজন।

DOUBLE COLOUR

By. Shiva Prasad Ghosh.

কায়স্থ-পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৯।

(জেলা ময়মনসিংহ, সেরপুর, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা বিশ্বাস মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

সাং কাজিরপাগলা, ঢাকা জেলা :—

১।	বসু,	নলিনীকান্ত,	বয়স ৪২,	(বঙ্গজ)।

সাং কোলা, ঢাকা জেলা :—

২।	„	জিতেন্দ্রচন্দ্র,	„ ২৫,	„
৩।	„	বঙ্কিমচন্দ্র,	„ ২২,	„
৪।	„	শৈলেন্দ্রচন্দ্র,	„ ১৫,	„
৫।	„	সুরেন্দ্রচন্দ্র, বি এল,	„ ৩৮(?),	„

সাং খলসা, ঢাকা জেলা :—

৬।	„	প্রমথচন্দ্র,	„ ২৮,	„

সাং বজ্রযোগিনী, ঢাকা জেলা :—

৭।	„	বিমলাচরণ,	„ ৩২,	„

সাং শেখরনগর, ঢাকা জেলা :—

৮।	গুহ,	সত্যরঞ্জন, বি এল্,	বয়স ৩৩,		(বঙ্গজ)।
৯।	রায়,	নগেন্দ্রকুমার,	"	১৫,	"
১০।	"	ধীরেন্দ্রকুমার,	"	২৪,	"

সাং বানরীপাড়া, বরিশাল জেলা :—

১১। গুহ ঠাকুরতা, সূর্য্যকুমার, এম্ এ. বি এল্. বয়স ৩৫ (বঙ্গজ)।

সাং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলা :—

১২। বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র, বয়স ১৬. (বঙ্গজ)।

৩০শে ভাদ্র, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বাজিতপুর, ফরিদপুর জেলা :—

১। ঘোষ, চিন্তাহরণ, বয়স ১৯. (বঙ্গজ)।

সম্মিলন সংবাদ।

ভারতবর্ষের সমস্ত কায়স্থ শ্রেণীর কলিকাতায় সম্মিলনের সময় আসিতেছে। দূরবর্ত্তী পাঞ্জাব, বোম্বাই, দ্রাবিড়াদি প্রদেশের কায়স্থ ভ্রাতাগণ আমাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন। আমরা এতকাল তাহাদের প্রেমালিঙ্গনে বঞ্চিত ছিলাম, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ছিলাম, পরস্পরের আবাসের দূরত্ব নিবন্ধন আমরা এতকাল বিশ্লিষ্ট ছিলাম। এখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রদেশে যাতায়াত সহজ হইয়াছে; সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ নিবন্ধন আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে; এখন মহারাজ চিত্রগুপ্ত-দেবের সন্তানগণের পুনঃ সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের পশ্চিমের কায়স্থভ্রাতাগণ পথ দেখাইয়াছেন, এখন আমাদের সেই পথ অনুসরণ করিয়া সম্মিলনের উদ্যোগ আবশ্যক।

বঙ্গের অঙ্গ বিচ্ছেদের যাতনা রাজরাজেশ্বর স্বয়ং শ্রীমুখের আদেশ দ্বারা দূর করিয়াছেন। বঙ্গদেশ এখন আভ্যন্তরিক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অন্যান্য প্রদেশস্থ জ্ঞাতিগণকে নিজের রাজধানীতে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত। বোম্বাই প্রদেশের প্রভুগণ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লালাগণ! এস আমরা তোমাদিগকে মায়ের পেটের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি। বঙ্গীয় ভ্রাতাগণ, তোমরা কলিকাতায় পৌষের প্রথমেই সমবেত হও, কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া পিতামহ চিত্রগুপ্ত-দেবের একত্র সমস্বরে জয় ধ্বনি দ্বারা সমগ্র ভারত সুবিশাল ভারতবর্ষকে পুলকিত কর।

কায়স্থগণ! তোমরাই প্রথম দেখাও যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে সামাজিক ও সাহিত্যিক সম্মিলন দুরারাধ্য নহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের সনাতনত্ব রক্ষা করিয়া ভারত সম্মিলনের এক ও অখণ্ডনীয় উপায় এক জাতির অন্ততঃ স্ব শ্রেণী বিভাগ বিলুপ্ত করা পরস্পরের মধ্যে যে বালির বাঁধ আছে তাহাকে অপসৃত করা। এখন সেই প্রীতিময় কার্য্যের সময় আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ-সম্মিলনের সময় আসিতেছে।

প্রার্থনা।

১

অচিন্ত্য তোমার লীলা কি বর্ণিব, লীলাময়!
বর্ণিতে মহিমা তব বাক্য ভয়ে স্তব্ধ হয়।
পূর্ণ করি আছ বিশ্ব,
অথচ না হও দৃশ্য,
কোথা তুমি, কোথা তুমি, 'এই বাণী সবে কয়॥

২

শুনি তুমি রূপ হীন, নাহি পদ, নাহি কর,
অথচ রচিত তব এ বিপুল চরাচর।
দিবা নিশি জীব গণে,
ক্রোড়ে ধরি সযতনে,
রহিয়াছ তবু তুমি বাক্য মন অগোচর॥

৩

যে করে করুণাসিন্ধো! স্থাপিয়াছ হিমাচল,
সেই করে সাজাইছ কুসুমে পরান দল।
তিমি নক্র ভয়ঙ্কর,
গড়ে তব যেই কর,
সেই করে গড় কীট, নবনীত সুকোমল॥

৪

শূন্য পথে যে বন্ধনে বাঁধা গ্রহ তারাগণ,
রেণুতে রেণুর সনে রাখিয়াছ যে বন্ধন।
যে করুণা তৃণ দলে,
বাঁচাইছে ধারা জলে,
সে করুণা সর্ব্ব জীবে করিতেছ বরষণ॥

৫

ক্ষুদ্র মোরা নাহি জানি, তুমি দেব! কি মহান্!
মূঢ় মোরা নাহি বুঝি কি অসীম তব জ্ঞান॥
কত শক্তি চরাচরে,
রাখিয়াছ ব্যক্ত করে,
দুর্ব্বল আমরা তার কি করিব পরিমাণ!!

৬

ঊর্দ্ধ অধঃ সমভাবে তোমারি মহিমা গায়,
কোটী কণ্ঠে জয়নাদ তোমারি উদ্দেশে ধায়।
কি অলক্ষ্য আকর্ষণে,
টানিতেছ জীব গণে,
তোমারে করিয়া লক্ষ্য তোমা পানে সবে ধায়॥

৭

জীবের মঙ্গল তরে যাহা কিছু প্রয়োজন,
অযাচিত কৃপা গুণে করিতেছ বিতরণ।
দিয়াছ অনিল, জল,
মধুময় ফুল, ফল,
পিতার হৃদয়ে স্নেহ, মাতার হৃদয়ে স্তন॥

৮

কিছুই অভাব নাই সকলি ক'রেছ দান,
এই সুখময়ী ধরা, এই দেহ মনঃ, প্রাণ।
কত স্নেহ, দয়া কত,
বিতরিছ অবিরত,
সুখে, দুঃখে, সাথে সাথে রহিয়াছ বর্ত্তমান॥

৯

কি আর চাহিব তবে, এই ক'রো দয়াময়,
যেন চির দিন মম, ও চরণে মতি রয়।
তব কার্য্যে দেহ মন,
করি যেন সমর্পণ,
এ রসনা যেন নিত্য গায় প্রভো! তব জয়॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

অমর।

মরে কি কখন গো, যে প্রকৃত মানব?
দেহান্তরে তার আত্মা, দেয় অমরতা বার্ত্তা,
জাগায় হৃদয়ে নিত্য স্মৃতি নব নব!
মরে কি কখন সে, যে প্রকৃত মানব?

মৃত্যুই অমৃত তার জাগে পূর্ণ শক্তি;
জানায় অস্তিত্ব তার, যথা শুষ্ক পুষ্প সার,
শিখায় বিশ্বাস লোকে প্রেম প্রীতি ভক্তি:
লুপ্ত করে চিহ্ন তার, কালের কি শক্তি?

সে কভু নশ্বর নয়—প্রকৃত অমর!
তাহারি জীবনী গাথা, কর্ম্ম, নিষ্ঠা, ধর্ম্ম প্রথা,
জগতের চিরাদর্শ—নীতির আকর,
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, পুরাণ নিকর!

প্রকৃত মানব যদি কখন মরিত ?
বিশ্ব গুরু জ্ঞান দাতা, বশিষ্ঠ মনু মান্ধাতা,
(কোন্ সে যুগের কথা) কবে কে জানিত ?
মানিয়া তাদের নীতি আজি কে চলিত ?

নিখিল অখিলে সে যে প্রদীপ্ত ভাস্কর ;—
তারে মাত্র লক্ষ্য করি, কর্ম্মক্ষেত্রে আশু সরি,
বিশ্ব জীব পরে শিব হয় দীপ্তিমান,
ভানু করে পূর্ণ শশী যথা জ্যোতিষ্মান !

তাহারি মহিমা গায় দিগ দিগন্তর,
বর্ষ পরে বর্ষ ধরে, যুগ হতে যুগান্তরে,
জানায় অস্তিত্ব তার পুরাণ নিকর,
একমাত্র কীর্ত্তিমান্ জগতে অমর !

মরে কি কখন সে, যে প্রকৃত মানব ?
দেহান্তরে তার আত্মা, দেয় অমরতা বার্ত্তা,
জাগায় হৃদয়ে নিত্য স্মৃতি নব নব ;
মরে কি কখন সে, যে প্রকৃত মানব ?

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

কায়স্থবর্ণ বিবেক।

বিক্রমপুর মেদিনীমণ্ডল নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "কায়স্থবর্ণ-বিবেক" শীর্ষক দ্বাবিংশতি পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যার-পর-নাই কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। আবার এ পুস্তকখানি নাকি মিত্রবংশজ কোনও কায়স্থ জমিদারের অর্থব্যয়ে মুদ্রিত ! আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে পণ্ডিত কাশীচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং মিত্রজ মহাশয়ের অর্থ দুইয়েরই অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাঁহার এ বিদ্বেষে কায়স্থজাতি ক্ষতির

ভিতর দিয়াও কতকটা লাভবান হইয়াছেন। কারণ অন্যান্য পণ্ডিতাভিমানী-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের ন্যায় তিনি কায়স্থদিগকে অন্ত্যজ, শূদ্র বা বর্ণশঙ্কর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে শুধুই বিপ্রলাপ উক্তি করেন নাই ; তাঁহার ঘোর বিদ্বেষের ভিতর দিয়াও কতকটা নিরপেক্ষতার চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সুতরাং মিত্রজ মহাশয়ের অর্থ ব্যয়ে সম্পূর্ণ অনর্থ ঘটায় নাই। অন্যথা আমরা বলিতাম,—"যার শীল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া।"

তিনি ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"যাঁহারা সমাজে সর্ব্বপ্রকার গৌরবান্বিত, সেই শিক্ষিত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব বাঞ্ছা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার সমাজ মুখোজ্জ্বল কায়স্থজাতির" "তাঁহারা সুশিক্ষিত, ক্রিয়াবান, জ্ঞানী, বহুদর্শী ও ধনবান বটেন।" যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে এমন উচ্চ, গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহারা অবশ্য কখনই শূদ্র নহেন। তিনিও কায়স্থদিগকে শূদ্র বলেন নাই। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ও বলেন নাই। তবে কায়স্থগণ কোন জাতি ?

তিনি ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন যে,—"এই জাতি প্রধান্য সময়ে অর্থ-বলেই ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইতেছে ! পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণ, অর্থপ্রলোভিত হইয়া, ব্যবস্থাপত্র প্রদানে পরাঙ্মুখ নহেন !" "ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁহাদের অর্থলালসা নিবন্ধন, ব্যবস্থাবধারণে স্বেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্মবিপ্লবের অন্যতম প্রধান (?) কারণ।" জানিনা, পণ্ডিতবর কাশীচন্দ্র তাঁহার আত্মসমাজকে এমন নিম্নপথগামী ভ্রষ্টচরিত্র অপদার্থের সমাজ মনে করেন কেন ? আমরা কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে এতটা হীনরুচিসম্পন্ন নীচ-জন না ধরিয়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত জ্ঞানে এখনও প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকি।

তিনি বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের কতিপয় পণ্ডিতের (?) ন্যায় কায়স্থদিগকে "স্বকপোলকল্পিত কায়স্থজাতি" বলেন নাই ; বিষ্ণু সংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কায়স্থজাতির উল্লেখ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন নিবন্ধন চিত্রগুপ্ত কায়স্থবর্ণ বলিয়া অভিহিত ও ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতি-পালনে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট এ কথাও স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে আরও উল্লেখ আছে যে, চিত্রগুপ্ত স্বীয় পুত্রদিগকে বলিয়াছেন যে, "দ্বিজাতিগণের অপেয় সুরা তোমাদের অপেয় বলিয়া জানিবে।" এত স্বীকার করিয়াও তিনি কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় এবং দ্বিজ বলিতে সাহসী হন নাই ! তাহা হইলে কি কায়স্থগণ বৈদ্য অপেক্ষা বড় হন বলিয়া, না কি ?

তিনি বলেন যে, "এই উচিত এবং দ্বিজগণেরঅপেয় সুরা তোমাদেরও অপেয়" কথাই তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় ও দ্বিজ নহে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। তাঁহার প্রযুক্তি যে নিতান্ত অসার ও বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রসূত, বালকেও তাহা বুঝিতে পারে। যদি কোন মুসলমানকে কেহ বলে যে মুসলমান জাতির উচিত ধর্ম্ম তোমার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য এবং মুসলমানের অপেয় সুরা তোমার অপেয়, তাহা হইলে সেই মুসলমানকে মুসলমান বলিয়াই বোধ হয় না কি? অবশ্য কোন কোন ব্রাহ্মণকে কেহ এমন কথা বলে না যে, 'মুসলমান ধর্ম্মোচিত ধর্ম্ম তোমার অবশ্য প্রতিপাল্য এবং মুসলমানের অপেয় সুরা তোমার অপেয়।' নিতান্ত স্বার্থান্ধ না হইলে কেহ এ° সরল কথার এমন বিকৃত কূট ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনে হয় তাঁহার বিশেষ স্বার্থ না থাকিলে তিনি প্রসূত কূটতর্কজাল ত্যাগ করিয়া উদারভাবে অবশ্যই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব ও দ্বিজত্ব স্বীকার করিতেন।

তিনি বলেন, "কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সদৃশ ও অশূদ্র বলিয়া অভিহিত। কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যোপম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সদৃশ কিন্তু ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নহেন, অশূদ্র অর্থাৎ শূদ্রও নহে। মসীস বংশধরগণ শূদ্রধর্ম্মা হইলেও শূদ্র নহে। কায়স্থগণের আদিপুরুষ সৃষ্টিমূল ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন, তাহার বংশধরগণও তাহা হইতে পুরুষপরম্পরা সম্ভূত ও সাঙ্কর্য্য দোষ রহিত বলিয়া মৌলিক। সুতরাং বর্ত্তমানিক কায়স্থগণও যে মৌলিক তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ উদ্ভাসিত হইতে পারে না।" "বাস্তবিক প্রকৃত কায়স্থ করণ নহে। প্রকৃত কায়স্থ যে অসঙ্কর জাতি তাহাই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত।" "ইহাদের আদিপুরুষ সৃষ্টিমূল ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এবং ইহারা সাঙ্কর্য্যদোষ রহিত। এতদ্ভিন্ন ইহারা মৌলিক।" "কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সদৃশ ও অশূদ্র।" "তাহারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া দোষ-লেশ-রহিত কায়স্থগণকে পতিত বলা, এবং বহুপুরুষ পরম্পরা তাহাদিগের যাজকাদি ব্রাহ্মণগণকে অপরিহার্য্য পাতিত্যদোষে কলঙ্কিত করা, * * বা প্রতিলোম শঙ্কর বলা যাঁহারা সঙ্গত মনে করেন, তাহাদিগকে সমাজধর্ম্মের ও কায়স্থধর্ম্মের পরিপন্থি বলিয়া অবধারণ করা বোধ হয় আহূত হইতেছে না।" "ইহারা ধর্ম্ম অথবা কোন আচার হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। লেখন ইহাদের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি এবং প্রজা হইতে করদানও বৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত। দান, ব্রাহ্মণসেবা-পালন যজ্ঞ এবং বগলার উপাসনাদি ইহাদিগের ধর্ম্মার্থ সর্ব্বদানুষ্ঠেয়। এবং কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যাপনে ও অধ্যয়নে ইহারা অধিকারী।"

বিজ্ঞ লেখক এত স্বীকার করিয়াও কায়স্থদিগকে ৫ম বর্ণ, অদ্বিজ, বেদে ও উপনয়নে অনধিকারী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশে লজ্জিত হন নাই। কথাটা কি? কায়স্থের দ্বিজত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপবীতাধিকার স্বীকৃত হইলে কি তাঁহার কোন ক্ষতি হয়? এমন না হইলে কি আর পাণ্ডিত্য-গৌরবরক্ষা পায়—না সাম্প্রদায়িক গৌরবলাভ করা যায়?

তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন "যেমন বেদ চতুষ্টয় শাস্ত্র সিদ্ধ হইলে ও মহাভারত ৫ম বেদ বলিয়া অভিহিত এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নব দ্রব্য প্রসিদ্ধ থাকিলেও তমঃ পদার্থ দশম দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ কায়স্থকে চারিবর্ণের অতিরিক্ত কায়স্থবর্ণ (অর্থাৎ ৫ম বর্ণ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোনরূপেই অপসিদ্ধান্ত ও অশাস্ত্রীয় বলা যাইতে পারে না।" "চারিবর্ণের অতিরিক্ত কায়স্থবর্ণ ইহাই সর্ব্বথা শাস্ত্রানুমোদিত।" এখানে শ্রীভগবদুক্ত "চতুর্ব্বর্ণময় সৃষ্টি" উঠিয়া গেল; "নাস্তি পঞ্চম বর্ণ" ও টিকিল না! শ্রীভগবান ও মনু মহারাজের মুণ্ডপাত হইল! যাঁহারা বৈদ্য জাতির বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়া একদিন রঘুনন্দনকে স্বার্থের তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধহস্ত হইয়া ক্রমে মনু ও গীতার মুণ্ডপাত করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহার এ কষ্ট কল্পনাসম্ভূত কূট ব্যাখ্যায় বালক ও মিত্রজ মহাশয় ভুলিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞ সমাজ কখনই এরূপ স্বার্থ পূর্ণ অসার ও অলীক কূট ব্যাখ্যার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। "মহাভারত উৎকর্ষে বেদ স্থানীয়! এবং ওথঃ নামে কোনও দশম পদার্থ নাই। আলোর অভাবই অন্ধকার বা তমঃ। তমঃ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বর" একথার অর্থ কি দিল্লীর সম্রাট স্বয়ং ভগবান্? না তিনি ভগবানের ন্যায় অত্যধিক ক্ষমতা সম্পন্ন? "রাজা দেবতা, পিতামাতা দেবতা" অর্থাৎ তাঁহারা দেবতা তুল্য। ইহাতে ঈশ্বর ও দেবতার সংখ্যা বাড়িয়া যায় না। সেইরূপ "মহাভারত পঞ্চম বেদ" বা "রামায়ণ ষষ্ঠ বেদ" বলিলেও বেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। তবে কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ হইবেন কেন?

কায়স্থ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এবং চিত্রগুপ্ত যে কায়স্থ ও ব্রহ্মার কায়োদ্ভব, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক "ক্ষত্রবর্ণচিত ধর্ম্ম" প্রতিপালনে আদিষ্ট কায়স্থ জাতির বীজপুরুষ একথা স্বীকার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। "চিত্রগুপ্ত ও স্বীয় পুত্রগণকে দ্বিজাতিগণের ধর্ম্ম প্রতিপালনে আদেশ করিয়া গিয়াছেন" একথাও তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে

কায়স্থগণ "অদ্বিজ" ও "অক্ষত্রিয়" হইলেন কেমন করিয়া? আর তাঁহারা উপবীত গ্রহণেই বা অনধিকারী হইবেন কেন?

"কায়স্থ অসঙ্কর, অকরণ (করণ নহে) ইহাদের আদি পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন এবং ইহারা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও নহেন শূদ্রও নহেন। আবার বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ও নহেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যোপম।" বলি ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি এক? না জাতীয় হিসাবে কিঞ্চিৎ উচ্চ নীচ হইলে কায়স্থ উভয়ের তুলনা স্থল হইল কেমন করিয়া? ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সহিত তুলিত না হয় কেন? ব্রহ্মা যে স্বীয় কায় সম্ভূত সেই মহাপুরুষ চিত্রগুপ্তকে "ক্ষত্রবর্ণোচিত" ধর্ম্ম প্রতিপালনের আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলাইতে বিজ্ঞজন সমীচীন।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

রঘুনাথ মজুমদার
বা
দাস গোস্বামী।

ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর গত হইল, ভগবান্ যে সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুমধুর হরিনামে ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান হুগলি জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। ইহারা বাঙ্গালী কায়স্থ (১); উপাধি মজুমদার (২)।

ইহারা নবাব সরকারে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন (৩)। [ব্যয়] আট বা নয় লক্ষ টাকা (৪)। সপ্তগ্রাম ইহাদের সদর কাছারী (৫)। [হস্তী], দাসী, গজ, বাজী ইহাদের কিছুরই অভাব ছিল না। এক কথায় ইহারা [অতুল] ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন।

সচরাচর কমলার কৃপা কৃপণের প্রতিই বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হিরণ্য বা গোবর্দ্ধন মজুমদার সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

> "মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ।
> সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
> নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
> অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥"
>
> (চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি)

হিরণ্য মজুমদার জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের নাম গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের একটী মাত্র পুত্র। পুত্রের নাম রঘুনাথ। এই রঘুনাথই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া উত্তর কালে সাধারণের নিকট দাস বা গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পুত্র রঘুনাথকে অতি শৈশবকালেই বিদ্যাশিক্ষার্থ গোবর্দ্ধন স্বীয় পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন (৬)। বলরাম আচার্য্যের নিবাস চাঁদপুর। যদিও কৃষ্ণপুর হইতে এই চাঁদপুর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তথাপি তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে গুরু গৃহে থাকিয়াই বালক রঘুনাথ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

এই সময়ে যবন হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া বেনাপোল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের আলয়ে অবস্থান করেন (৭)। বালক রঘুনাথ নিয়মিত পাঠ অভ্যস্ত হইলেই হরিদাস ঠাকুরের

---

(১) "সদাচার সৎ-কুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।"
(চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি।

(২) "হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।" (চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি)

(৩) "বারো লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ।
*　*　*　*　*　*
তোমার নির্ব্বন্ধি জ্যেষ্ঠ অষ্ট লক্ষ পায়॥" (চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি)

(৪) "নব লক্ষের রাজ্যাস্পদ সঁপিল তাহারে।
অপ্সরীর তুল্য যুবতী নারী ঘরে॥" [ভক্তমাল]

(৫) "হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্ত গ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।" [চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি]

(৬) "রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য করেন দর্শন॥" (চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি)

(৭) "হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥" (চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি)

নিকট গিয়া উপবেশন করিতেন। প্রত্যহ এইরূপে হরিদাসের মুখে মধুর হরিণাম শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের আবির্ভাব হইল। ঐ খানেই বালক রঘুনাথ স্বীয় ভবিষ্যৎ স্থির করিয়া লইলেন।

এইরূপে বালক রঘুনাথ সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন আর তাহার কিছুই ভাল লাগে না। পূর্ব্বে দুই তিন বার পড়িলেই যে পাঠ অভ্যস্ত হইত, এখন শত বার পড়িলেও তাহা কণ্ঠস্থ হয় না। কিরূপে কোথায় গিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবেন, দিবানিশি কেবল এই চিন্তা। ঐ উদ্দেশে তিনি কএকবার পলায়নও করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। পিতা গোবর্দ্ধন পথ হইতে লোক দিয়া ধরিয়া আনিতেন। অবশেষে যাহাতে আর পলাইতে না পারেন, এই উদ্দেশে পাঁচজন প্রহরী ও সদুপদেশদাতা একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল। রঘুনাথ প্রকারান্তরে বন্দী হইলেন।

অবশেষে বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে পিতা গোবর্দ্ধন এই অল্প বয়সেই পরমাসুন্দরী একটী বালিকার সহিত পুত্র রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। কিন্তু রঘুনাথের নিকট সে বিবাহ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল (৮)।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সময় নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবনে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন, সেই সময় পিতার অনুমতি লইয়া রঘুনাথ প্রাণের প্রাণ গোলকবিহারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া মিলিত হইলেন।

মহাপ্রভু রঘুনাথের মনের ভাব অবগত হইয়া মৃদু মধুর বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল!
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল॥"
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

(৮) "সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কল্পিত॥" (ভক্তমাল)

বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশে আসিহ কোন ছলে॥
সে ছলে সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥"
(চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি)

মহাপ্রভুর আশ্বাস বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাহ্যিক বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য সাংসারিক কার্য্যে যোগদান করিলেন। পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর দর্শনে জনক-জননীর হৃদয়ে আনন্দের অবধি রহিল না।

কিছুকাল এইরূপে কাটিয়া গেল। মহাপ্রভু মথুরা সন্দর্শন করিয়া যে সময় পুনর্ব্বার গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময় তাঁহার সহিত মিলিবার জন্য রঘুনাথ আবার প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হঠাৎ একটী সাংসারিক দুর্ঘটনায় তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না; তিনি আবার আবদ্ধ হইলেন। ঘটনাটী এই,—

"মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু পাশ চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥
হেন কালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল নকড়া করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
* * * *
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥
(চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি)

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এদেশে কায়স্থ জাতি অতিশয় প্রভাবশালী ছিলেন। ধনে, মানে বিদ্যা বা বুদ্ধিতে অন্য কোন জাতিই তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। অধিক কি কায়স্থের বাহুবলের কথা স্মরণ করিয়া দুর্দ্দাণ্ড যবনরাজ কর্ম্মচারীগণ ও ভয়ে তাহাদিগকে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেন না (৯)। যাহা হউক এই রূপে বন্দী ভাবে রঘুনাথকে দীর্ঘকাল

(৯) *প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আন পাইবে যাতনা।

অতিবাহিত করিতে হয় নাই। ভগবৎ কৃপায় রঘুনাথের বিনয়নম্র ব্যবহারে যবনের মন ফিরিয়া গেল। রঘুনাথ কারামুক্ত হইয়া যবন চৌধুরীর সহিত পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাতকে সম্মিলিত করিয়া দিলেন। এইরূপে অল্পেই বিবাদের অবসান হইল।

প্রথম বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর রঘুনাথ আবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পিতা গোবর্দ্ধন লোক পাঠাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। রঘুনাথ এইরূপে বার বার পলায়ন করাতে একদিন মাতা কুপিতা হইয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন,—

"পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।"

পিতা গোবর্দ্ধন উত্তর করিলেন,—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বান্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে।"

অনন্তর একদা ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরিনামামৃত বিলাইতে শ্রীমৎ প্রভুপাদ নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে আসিতে অনুরোধ করেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥

মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে।
বিশেষে কায়স্থ বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর।
(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

* * * *

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে।

* * * *

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রাম।
রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্য থাকিয়া।
রহিলেন সজন পার্ষদ গণ লৈয়া।"
(চৈ. ভা. অন্ত্য ৫ অধ্যায়)

অনতিবিলম্বে এ সংবাদ রঘুনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পিতার অনুমতি লইয়া পাণিহাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে।
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিঞা প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে।"
(চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি)

প্রভু পাদ শ্রীমন্নিত্যানন্দ অন্তর্য্যামী। তিনি দেখিয়াই রঘুনাথের মনের ভাব বুঝিলেন। বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহার মস্তকে শ্রীশ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। কহিলেন,—

"নিকট না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছ দণ্ডিব তোমারে॥
দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে॥

* * * *

চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা॥

মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্যা অগণন॥
(চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি)

এইরূপে চিড়া দধি বা দণ্ড মহোৎসব শেষ হইল। কথিত আছে এতদুপলক্ষে তথায় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অনন্তর রাত্রে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কীর্ত্তনানন্দ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকলে আসি মিলিল সত্বরে॥
সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাই পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম।
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিল নাচে ঈশ্বর নিতাই।
হেন যে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ প্রেমরস ময় নিত্যানন্দ।
সংসার হারিতে করিলেন শুভারম্ভ।
যতেক আছয়ে প্রেম ভক্তির বিকার॥
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥"
(চৈ. ভা. অন্ত্য ৫ অধ্যায়)

এইরূপে কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষ মূলে গিয়া বসিলেন। রঘুনাথ আসিয়া শ্রীশ্রীচরণযুগল বন্দন করিলেন। দয়াল নিতাই হাসিয়া বলিলেন,—

তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈলা আগমন।

* * * *

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।"
(চৈ. চ, অন্ত্য ৬ পরি)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুপাদের প্রবোধ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু বাটীতে আসিয়া রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে না গিয়া বাহিরে দুর্গামণ্ডপে রহিলেন। দিবা নিশি অন্তরে হা হুতাশ। কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শন করিবেন, সর্ব্বদা কেবল এই চিন্তা। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

কায়স্থ-দীপিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'অন্ত্যজ' শব্দ হইতেই জানা যায় যে যাহারা অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি হইতে জাত তাহারাই 'অন্ত্যজ' পদবাচ্য; কিন্তু ইহা ছাড়াও দ্বিতীয় প্রকারের অন্ত্যজ আছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি 'গবাশন' অর্থাৎ গোমাংসভোজী হয়েন, তাহা হইলে তিনিও 'অন্ত্যজ' পদবাচ্য, ইহা ভগবান ব্যাসই স্বয়ং বলিয়াছেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্ত্যজ, অন্ত্য হইতে জাত না হইতেও পারে। অতএব দেখা গেল যে অন্ত্যজ দুই প্রকারের; প্রথমতঃ যাহারা অন্ত্য হইতে জাত, দ্বিতীয়তঃ যাহারা গবাশন। প্রথম প্রকারের অন্ত্যজ স্বয়ং অশুচি না হইলেও পারে; যেমন কুম্ভকার, মালাকার, গোপ নাপিতাদি; ইহারা হীন প্রকৃতির মনুষ্য হইতে জাত হইলেও সদাচারে শুচি ও যাজ্য শূদ্র বলিয়া গণ্য।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অন্ত্যজ গবাশন বলিয়া পতিত ও নিত্য অশুচি। ... প্রথম প্রকারের অন্ত্যজগণের উল্লেখের পর বলিয়াছেন, 'ইহারা 'অন্ত্যজ' ... সম্যক্‌রূপে আখ্যাত'; অর্থাৎ 'অন্ত্যজ' শব্দের অর্থ অনুসারেই ইহারা অন্ত্যজ ... অন্ত্য জাত; কিন্তু 'অন্য' অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের অন্ত্যজ 'গবাশন';

এতেঽন্ত্যজা সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্॥

এই 'গবাশন'দিগেরই সম্ভাষণে, স্নান ও দর্শনে সূর্য্যদর্শন করিতে ... বিধি দিয়াছেন, নতুবা মালাকার, কুম্ভকারাদি প্রথম প্রকারের 'অন্ত্যজ' ... সম্বন্ধে 'এষাং' পদের সংস্রব রাখা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। ফলতঃ ... বণিক্ কি কিরাত-কায়স্থকে অশুচি বলেন নাই। সুতরাং ব্যাস বচনে কায়স্থ ... শুচিত্বের বা দ্বিজত্বেরও কোনরূপ হানি হয় নাই।

'কিরাত-কায়স্থ' একটী জাতি ধরিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণিত হইল ... এই 'কিরাত-কায়স্থ' একটী জাতির নাম ধরা আমাদের কায়েতী বুদ্ধির ... নহে, ইহা সনাতন সত্য। আনন্দভট্ট ইহার তিনশত ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে ... সাক্ষী। আমরা বলিয়াছি 'কিরাত-কায়েস্থিত ইতি কিরাত কায়স্থ।' এক ... স্বতঃসিদ্ধ হইলেও আমরা এ সম্বন্ধে ও আনন্দ ভট্টেরই অনুগামী হইয়াছি ... তবে আনন্দ ভট্ট বলিয়াছেন,—

স্থিতঃ করণ কায়েষু ততঃ কায়স্থ উচ্যতে।

আর আমরা বলিতেছি,—

স্থিতঃ কিরাত কায়েষু ততঃ কায়স্থ উচ্যতে।

ফলে দুইই এক, কেননা আমরা জানি কিরা ও করণ উভয়েই ব্রা ... ক্ষত্রিয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আনন্দ ভট্ট এই বিরাট সত্যটীও অবগত ছিলে ... না। তিনি কিরাত-কায়স্থের সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াও আবার বৈশ্যশূদ্রা ... করণকেও কায়স্থ বলিয়াছেন! ইহাতে তিনি যে মনু সংহিতাখানি কখ ... চক্ষেও দেখেন নাই তাহাই সপ্রমাণিত হইতেছে। কিরাত-কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রি ... সুতরাং ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় করণই যে কায়স্থ হইবে ও বৈশ্যশূদ্রাজ করণ ভিন্ন জা ... বলিয়া কায়স্থ হইতে পারে না ইহা বালকেও বুঝিতে পারে। ফলতঃ কায়স্থ ... 'করণ' বলে বলিয়া শাস্ত্রদৃষ্টিবিহীন অন্ধেরা ধাঁ করিয়া বৈশ্যশূদ্রাজ করণের ... আনিয়া ফেলে। ইহার কারণ আছে। যিনি সামান্য একটু সংস্কৃত পা ... পড়িলেন, তিনিই ভাবিলেন আমি মহা পণ্ডিত! সুতরাং জাতিবিচারের ...

...য়! কিন্তু তাঁহার এ সম্বন্ধে জ্ঞান অমরকোষ পর্য্যন্ত! ব্যাকরণ ছাড়িয়া ...নি কতক অমর না কি পড়িতেই হয়, তাই তিনি জানেন, অমরে আছে, ... হইতে শূদ্রায় করণ! কুক্ষণে বৌদ্ধ অমর সিংহ জাতির কথা লিখিয়াছিলেন, ...ই বৈশ্যশূদ্রাজ করণের নাম এত প্রকট হইল, কিন্তু বেদবৎ মান্য মনুর ব্রাত্য-...য় করণের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল; কেন না শাস্ত্র দেখে কে? ...রে পড়িয়া অমর মুখস্থ করিয়াছি, কৈ অমরে ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণের কথা নাই, বা পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারতের ক্ষত্র বৈশ্যাজ করণও তথায় দেখিতে পাই না! কাজেকাজেই 'করণ' বলিলে বৈশ্যশূদ্রাজ করণ ভিন্ন আর কি বুঝিব? ...তঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতাই বৈশ্যশূদ্রাজ করণকে 'কায়স্থ' বলাইয়াছে সন্দেহ নাই। ...য় ক্ষত্রিয় জাতি; এজন্য বরং ক্ষাত্রবৈশ্যাজ করণকে এতদিন কায়স্থ বলিলে শোভা পাইত। কারণ, সে বিশুদ্ধও বটে কতকটা ক্ষত্রিয়ও বটে। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট! কারণ, কোনও কোনও কায়স্থবিদ্বিষ্ট মহাত্মা মুখে মধু হইয়া বলিয়া থাকেন, যে কায়স্থের ন্যায় শুচি জাতিকে 'ব্রাত্য' বা 'ম্লেচ্ছ করণ' বলা যায় না; সে শূদ্র অপেক্ষা উচ্চ, প্রায় বৈশ্যের সমান; অর্থাৎ বৈশ্যশূদ্রাজ করণ! বলি, এমন মিত্রতা কি আর কেহ দেখিয়াছ! কেন? কায়স্থ তবে ক্ষত্রবৈশ্যাজ করণ হইলে কি দোষ হয়? সে আর ত ম্লেচ্ছ নহে! পাঠক! এ স্থলেও নিস্তার নাই। আমাদের মুখে মধু বন্ধু অমনি বলিবেন 'ওহে মহাভারতের ঐ ক্ষত্রবৈশ্যাজ করণের কথা ভুল। আচ্ছা মনুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণের কথাও তবে ভুল হউক, কেমন? মহাভারতও ভুল, মনুও ভুল; কেননা তাহাদের করণের কথার বহুল প্রচলন নাই! কি অকাট্য যুক্তি!! সত্য কেবল বৈশ্যশূদ্রাজ করণের কথা! এমন নহিলে কি সত্যের দাস হওয়া যায়!

যাহা হউক এই কায়স্থ-বিদ্বেষ্টাদিগের অশ্রদ্ধেয় কথার প্রসঙ্গ করিয়া পুঁথি বাড়াইয়া কাজ নাই। প্রকৃত কথা কায়স্থ একটী মূল জাতি, মিশ্র জাতি নহে; (৬)। কিন্তু ক্ষত্র বৈশ্যাজ বা বৈশ্যশূদ্রাজ করণ মিশ্র জাতি। অতএব কায়স্থ করণ হইলে সে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ 'কিরাত-কায়স্থ' ইহা নিশ্চিত। বস্তুতঃ 'কিরাত-কায়স্থ' একটী জাতি বলিয়া না ধরিলে কায়স্থের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব, সুতরাং করণত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অভিধানকারেরা যখন আবহমান কাল কায়স্থকে 'করণ' বলিয়া আসিতেছেন তখন চিরকালই যে তাঁহারা 'কিরাত-কায়স্থ' শব্দে একটী জাতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 'কিরাত-

(৬) পরে দ্রষ্টব্য।

কায়স্থ' পতিতই হউক আর যাই হউক সে 'ক্ষত্র-কায়স্থ'; এই 'ক্ষত্র-কায়স্থ' শব্দে 'কায়' ক্ষত্র বলিয়া সিদ্ধ হইল; সুতরাং 'কায়' অর্থাৎ 'চিত্রগুপ্ত' ক্ষত্রিয় হা ব্যাসোঽক্রয়ায়শংসয়ঃ।

কায়স্থোৎপত্তি ও তাহার বর্ণনির্ণয়।

শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়,—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

তাই ভাগবত পুরাণ বলেন,—

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
উর্ব্বো বৈশ্য ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত॥

'সেই আদি পুরুষের মুখই ব্রাহ্মণ জাতি, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্য তাহার উরুদ্বয় এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে।'

মুখ, বাহু, উরু যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ব্রহ্মার ঐ সকল অঙ্গই কি ঐ সকল জাতি নাকি? পণ্ডিতেরা বলেন তাহা নহে! কিন্তু ঐ সকল অঙ্গ ঐ সকল জাতির কারণ বলিয়া, কারণ ও কার্য্যের অভেদ হেতু অঙ্গগুলিই জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে দেখা যায় বেণের মথ্যমান শরীর হইতে ম্লেচ্ছজাতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বৃহদ্ধর্মে দেখা যায় বেণের শরীর হইতে ম্লেচ্ছ নামক একটী মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয়; সেই ম্লেচ্ছের পুত্রগণই বহুম্লেচ্ছের কারণ। ফলতঃ এক ম্লেচ্ছের উৎপত্তি বহুম্লেচ্ছের কারণ বলিয়া যেমন মৎস্য পুরাণে বহুম্লেচ্ছের উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিই পদ্মপুরাণে বহু কায়স্থের উৎপত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তৎশরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥

'অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে তাহার মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীর সম্ভূত কায়স্থ করণগণের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ গাত্র সকল হইতে জন্মিলেন।'

উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন কায়স্থজাতির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে অলন্ত প্রমাণ; কিন্তু তাহা হইলেও বিপক্ষ নিরপেক্ষ সকলেই এই পদ্মপুরাণীয় বচনের অর্থান্তর করিয়া

হা যে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ক নহে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন 'উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনের "মানস প্রজা" ব্রহ্মার মানস সংকল্প সম্ভূত মহাভূতাদি জগদুপাদানসমূহ। "কায়স্থ" শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি "করণ" শব্দে "অন্তঃকরণ" এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ" অর্থে জীবাত্মা।' তাহাদের এরূপ ব্যাখ্যা করিবার হেতু তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে মানস প্রজার সহিত কায়স্থ বা করণ জাতির উৎপত্তি অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ণসঙ্কর করণের উৎপত্তি ও ব্রহ্মদেহ হইতে কখনই নহে। অপিচ, "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দে জীবাত্মা; জীবাত্মার সহিত কায়স্থ জাতির উৎপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত।' আমরা কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কারণ যদিও 'প্রজা' শব্দে সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা প্রজা শব্দের গৌণ অর্থ। প্রজা শব্দের মুখ্যার্থ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়। পদ্মপুরাণের ঐ সকল বচন স্পষ্টই প্রজা সৃষ্টির অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথাই বলিতেছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে,—

হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্র মঙ্গং প্রচক্ষতে।
কর্দ্দমং প্রতি মনু বচনম্।

"সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি তাঁহার শরীর।" এই বচনের মধ্যে অনেক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। সে সকলের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; তবে মোটামুটী এটা জানা আবশ্যক 'যে ব্রাহ্মণ মানস বলে বলীয়ান্ বলিয়াই তিনি ব্রহ্মার হৃদয় বা মনঃ; এবং ক্ষত্রিয় জাতি শরীর বলে বীর্য্যবান্ বলিয়াই ক্ষত্রিয় তাঁহার শরীর। যাহা হউক উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় শ্লোকে যে ব্রাহ্মণ জাতিকেই ব্রহ্মার মনঃসম্বন্ধীয় প্রজা বা 'মানসাঃ' প্রজা বলা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব শারীর বা ক্ষত্রিয় প্রজাস্থলে কায়স্থাখ্য করণের কথা বলা অতীব সুসঙ্গতই হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় গেল, এখন বৈশ্যশূদ্রের কথা। বৈশ্য জাতির মুখ্য বৃত্তি কৃষি;—

কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্। গীতা।

এই কৃষি হইতেই বৈশ্যকে গোরক্ষক হইতে হইয়াছে, কেননা, গরু না রাখিলে চাষ চলে না। এবং এই কৃষিজাত শস্য প্রাচুর্য্যেই বৈশ্যকে বণিক্ বা ব্যবসাদার হইতে হইয়াছে, কেননা বৈশ্য শস্য বিক্রয় না করিলে শস্য অপর জাতিতে কোথায় পাইবে? সে ভিন্ন শস্যের মূল মালিক আর ত' কেহই নহে। ফলতঃ বৈশ্য-জাতির সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে তাহাকে 'কৃষক' বলিলেই চলে; কারণ 'কৃষক' বলিলেই তাহাকে গোরক্ষক এবং বণিকও বলা হইতে পারে। আর শূদ্র ত' খাঁটী কৃষক,—

ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং সেবা শূদ্রস্য কৃষি কর্ম্মচ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড। ৩০।৮

"দ্বিজাতিত্রয়ের সেবা ও কৃষিকর্ম্ম শূদ্রের।" এখানে শূদ্রকে কৃষক বলিয়া উহাকে বৈশ্যবৃত্তিতে অধিকার দিয়াছেন,—প্রাচীন স্মৃতি ও শূদ্রকে বৈশ্য বৃত্তি হইতে অনুমতি দিয়াছেন।

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগ্ ভবেৎ।

যাজ্ঞবল্ক্য।

আসল কথা বৈশ্য ও শূদ্র পরস্পরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, শূদ্রের বৈশ্যবৃত্তি 'বামনের চাঁদে হাত দেওয়া নহে।' যাহা হউক ইহা স্থির যে শূদ্রও 'কৃষক' পদবাচ্য।

বৈশ্য ও শূদ্রকে সামান্যতঃ 'কৃষক' বলা যায়, ইহা দেখা গেল; এখন দেখা যাউক উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ বচনে ইহাদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে কিনা;—

ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্তগাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞগণ সেই ধীমানের গাত্র সকল (উরুপাদেভ্যঃ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" এই ক্ষেত্রজ্ঞগণ কি কৃষক নহে?

'ক্ষেত্রং জানাতি ইতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ'। ক্ষেত্র কিরূপ অবস্থায় কর্ষণোপযোগী হয়, কোন্ ক্ষেত্র, শস্য উৎপাদনে সক্ষম, কতটা কর্ষণে ও কিরূপ অবস্থায় ক্ষেত্র বপন বা রোপণ যোগ্য হয়, কিরূপ ক্ষেত্র কি প্রকার সারে কোন্ ফসল উৎপন্ন করিতে পারে; ইত্যাকার ক্ষেত্রজ্ঞান কৃষকেরই আছে, এজন্য কৃষককে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' কহে; সুতরাং উক্ত পদ্মপুরাণ বচনের 'ক্ষেত্রজ্ঞ' জীবাত্মা নহে; উহা 'কৃষক' অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র।

আমরা পদ্মপুরাণ বচন যে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বিষয়ক তাহা নিসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিলাম; এক্ষণে কেহ হয়ত বলিবেন, "ভাল মানিলাম 'মানস প্রজা' শব্দে ব্রাহ্মণ এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দেও কৃষক বা বৈশ্যশূদ্র; কিন্তু এত বড় বড় ক্ষত্রিয় থাকিতে ক্ষত্রিয় স্থলে 'করণ' বা 'কায়স্থের' কথাই কেন উল্লেখ হইল! দেশে আর কি ক্ষত্রিয় ছিল না?" কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সকল সংশয়ের মূলোচ্ছেদ হইবে। বড় ক্ষত্রিয় কাহারা?

চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।

ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চে বান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥

ব্রহ্ম বৈ °পু°, ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৫

'চন্দ্র, আদিত্য ও মনুগণ হইতে প্রবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মার বাহুদেশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয় জাতি সকল উৎপন্ন হয়।' চন্দ্র ত ব্রাহ্মণ অত্রির পুত্র এবং আদিত্যও ব্রাহ্মণ কশ্যপের তনয়; বৈবস্বত মনু আবার আদিত্যপুত্র; এ সব ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত ক্ষত্রিয়ের মূল ত' ব্রহ্মার বাহু নহে, তখন ব্রাহ্মণের উৎপত্তির পর ক্ষত্রিয় স্থলে করণ বা কায়স্থ ব্যতীত কোন্ ক্ষত্রিয়ের কথা বলা যাইতে পারে? অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মাঙ্গ জাত নহে। বশিষ্ঠের গাভি নন্দিনী হইতেও অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল। নন্দিনী যখন রাজা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অপহৃতা হন, তখন সেই গো-রূপিণী ভগবতী সসৈন্য বিশ্বামিত্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত আপন শরীর হইতে সৈন্যদলের সৃষ্টি করেন! সেই গাভী স্বীয় "পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ; পয়োধরমণ্ডল হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ; শকৃৎ হইতে কাঞ্চিগণ; পার্শ্বদেশ হইতে শবরগণ এবং ফেণ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছগণ সৃজন করিলেন (মহাভারত, আদি, ১৭৮ অ)।" মনুর দশম অধ্যায় ৪৩।৪৪ শ্লোকে এই সকল জাতিগুলির অধিকাংশ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যে 'ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপে ও ব্রাহ্মণাদর্শনে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতিগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে;' সুতরাং দ্রাবিড়খসাদি জাতিসকল অগ্রে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। তবে পরবর্ত্তী কালে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় মহাভারতকার উহাদিগকে একেবারেই ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে করণের ব্রহ্মদেহ হইতে উৎপত্তির কথা।

আমরা জানিলাম ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বে খসদ্রবিড়াদি জাতি সকল বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল; সুতরাং "ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নট, নিচ্ছিবি, করণ খস ও দ্রবিড় প্রভৃতি জন্মে," এই মনূক্তিতে যেন কেহ এরূপ না ভাবেন যে "কোনও একজন ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইয়া ঝল্লাদি নাম বিশিষ্ট ৭টী পুত্র উৎপন্ন করে।" কেননা যেমন ব্রাহ্মণ হইতে 'চট্টোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' প্রভৃতি জন্মে বলিলে, মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হইতেই মুখোপাধ্যায় এবং চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হইতেই চট্টোপাধ্যায় জন্মে বুঝিতে হয়, সেইরূপ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে করণ, খস ও দ্রাবিড় জন্মে বলিলে, 'করণ' নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতেই করণ, 'খস' নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতেই খস, এবং 'দ্রবিড়' নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় 'দ্রবিড়' উৎপন্ন হয় বুঝিতে হইবে। খস, দ্রবিড় ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল, সুতরাং করণ ও অগ্রে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। আবার খস দ্রবিড়ের মূল উৎপত্তি যেমন

নাম্নী দেহ হইতে সেইরূপ করণেরও মূল উৎপত্তি যেমন কেন ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে না হইবে? করণ যখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল তখন তাহার ব্রহ্মবাহু হইতে উৎপত্তি হওয়া কি অসঙ্গত? বিপক্ষীয়েরা বলেন "বর্ণসঙ্কর করণের উৎপত্তি ব্রহ্মদেহ হইতে পারে না," ইহাতে যদি তাঁহারা 'করণ' শব্দে ক্ষত্রবৈশ্যজ বা বৈশ্যশূদ্রাজ করণ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে করণের উৎপত্তি যে ব্রহ্মদেহ হইতে পারে না বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় করণের উৎপত্তি যে ব্রহ্মার হইতে ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ধ্রুব সত্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যেমন বৃহদ্ধর্ম্মের বেণাঙ্গসম্ভূত এক ম্লেচ্ছের উৎপত্তিই মৎস্য পুরাণে বহুম্লেচ্ছের উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিই পদ্মপুরাণে বহু কায়স্থের উৎপত্তি বলিয়া কার্ত্তিত হইয়াছে; কেননা যেমন এক ম্লেচ্ছ বহু ম্লেচ্ছের কারণ, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তই বহু কায়স্থের হেতু। কার্য্য কারণ অভেদ জ্ঞানই এইরূপ উক্তির মূল সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্মে আছে,—

বেণস্য স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছানাম সুভোবরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্বশশ্চৈব খসো বৈ যবনস্তথা॥
সুহ্মকাম্বোজশবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সংবভুবুশ্চ ম্লেচ্ছভেদাস্ত এবহি॥

এই কথাই মৎস্যপুরাণে অন্য আকারে দেখা যায়;—

তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ!

যাহা হউক পদ্মপুরাণ যে বহু কায়স্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এক চিত্রগুপ্তেরই উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন তাহা স্থির; কেননা 'কায়স্থ' শব্দের অর্থই 'চিত্রগুপ্তস্থ' এজন্য "কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।" এই চরণের ব্যাখ্যা "কায়স্থৈঃ চিত্রগুপ্তৈঃ করণৈঃ লেখকৈঃ সহেত্যর্থঃ।" অতএব দেখা গেল কায়স্থের আদিজনক ভগবান্ যম-চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি ব্রহ্ম শরীর হইতে। এই স্থলে একটী কথা উঠিতে পারে; কথাটী এই—চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার 'আস্ত' শরীরটা হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয় হইলেন? তদুত্তরে আমরা বলি, "তোমরা আদিরাজ ও স্বায়ম্ভুব মনুকে ক্ষত্রিয় বল কি বলিয়া!" মনুর উৎপত্তি কি ব্রহ্মার আস্ত শরীরটা হইতে নহে? মনু বলেন;—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহং অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎপ্রভুঃ॥

বিরাট্ অর্থাৎ আদি-রাজ বা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার পুরুষরূপ শরীরার্দ্ধ ও স্ত্রীরূপ অপরার্দ্ধ

হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্মার পূর্ণ শরীর হইতেই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হওয়া গেল। আর এক কথা, 'করণ' জাতিটা ক্ষত্রিয় ইহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত। সুতরাং

তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।

এই শ্লোকার্দ্ধের 'শরীর' শব্দটি শাস্ত্রবাক্যের ঐক্যের নিমিত্ত 'শরি+ঈর' করিয়া গ্রহণ করিলে ত' আর কোনও গোল থাকে না। কেন না, 'শরিন্' শব্দের অর্থ শরযুক্ত অর্থাৎ শরাসন বা 'ধনুঃ' এবং 'ঈর' (৭), অর্থাৎ 'ঈরক' বা প্রেরক; অতএব 'শরীর' শব্দের অর্থ 'ধনুঃপ্রেরক'। বাহুই ত' ধনু প্রেরক বা ধনুঃ চালক; সুতরাং 'শরীর' শব্দে এখানে 'বাহু' বলিতে পারা যায়। অতএব কায়স্থ বা করণকে, বাহুজ ক্ষত্রিয়ও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় ইহা সনাতন সত্য।

উপসংহারে আমরা একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, বাবু উমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় পশ্চিমদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থগণকে অম্বষ্ঠ বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কায়স্থ নিন্দার অজস্র ধারার মধ্যে একটী আপাততঃ দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেটী তাঁহার মনে ভ্রম সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যে অম্বষ্ঠ নামক জনপদ বা দেশের উল্লেখ দেখা যায়, অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ তদ্দেশীয় বলিয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিপ্র বৈশ্যাজ অম্বষ্ঠ জাতি আপনাকে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয়া আবাহমানকাল পরিচিত করিয়া আসিতেছে একথা কোন্ বাতুলে বিশ্বাস করিবে? মাগধজাতি বর্ণসঙ্কর তাই বলিয়া কি মাগধ কায়স্থেরা মগধ দেশীয় কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত না হইয়া, উক্ত সঙ্কর বলিয়া বিবেচিত হইবে? বৈদেহ আর একটী বর্ণসঙ্কর, তাই বলিয়া বিদেহ দেশীয় সমস্ত জাতিই বা জনককন্যা বৈদেহীও কি বর্ণসঙ্কর হইবেন নাকি? আমরা ক্ষুদ্র 'কায়স্থ দীপিকার' এই খানেই উপসংহার করিলাম। অবসর মিলিলে ইহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। শিবমস্তু!

(৭) 'সমীর' (সম্+ঈর) শব্দ সমীরণ বা বায়ু বুঝাইয়া থাকে; 'সম্' উপসর্গের অর্থ 'চতুর্দ্দিকে' আর 'ঈর' শব্দের অর্থ 'প্রেরক'; যে গন্ধ, শব্দ, মেঘ, তাপ, শীত, বা ধূলিকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করে সেই 'সমীর'।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আমরা গরুড়পুরাণীয় কায়স্থ বিষয়ক বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা সর্ব্বতোভাবে সরল ও যুক্তিমূলক হইলেও কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, তোমাদের এরূপ ব্যাখ্যা করিবার পরিদৃশ্যমান হেতু ঐ বচনে ত' কিছুই দেখা যাইতেছে না ; এরূপ ব্যাখ্যা করিতেই হইবে, এমন কিছু দেখাইতে পার কি? যদি এমন কথা কেহ বলেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার বিস্তর কথা আসিয়া পড়ে তবে সমস্ত না বলিয়া একটা আধটা কারণ প্রদর্শন করা মন্দ নহে। মনে করুন কেহ যদি বলেন,—

'বনস্থা স্তত্র পশ্যন্তি সিংহ ব্যাঘ্রাদিকান্ পশূন্।"

'বনস্থগণ তত্র সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু দেখিয়া থাকেন ;' এস্থলে 'তত্র' শব্দে 'বনে' বুঝা কি অস্বাভাবিক ? কখনই নহে ; পরন্তু ইহা না বুঝাই অস্বভাবিক, কেননা সিংহ ব্যাঘ্রাদির বনেই থাকা সঙ্গত।

কায়স্থা স্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যাণি সর্ব্বশঃ।

'কায়স্থগণ তত্র পাপ পুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন ;' এস্থলে 'তত্র' শব্দেও 'কায়ে' বুঝা কষ্টকল্পনাও নহে, অসঙ্গতও হইতে পারে না, কেননা পাপপুণ্যের বিচারটা কায়ে স্থিত আত্মারই কার্য্য। 'তত্র' শব্দ যদি এখন কায় বা দেহের পরিবর্ত্তেই বসিল, তাহা হইলে 'যোজনানাং তু বিংশতিঃ।' চরণের মধ্যে 'কায়' বা 'দেহ' বোধক উক্তি খুঁজিয়া বাহির করা অতি স্বাভাবিক সন্দেহ নাই ; কেননা 'অত্র' শব্দের ঐ চরণের সঙ্গেও স্বাভাবিক সংস্রব বর্ত্তমান ; আর 'কায়' বা দেহ যে বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি, তাহা যিনি না জানেন তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র কথা! নতুবা 'কায়'-বাচক উক্তি 'জনানাং বিংশতিঃ' কি আবার খুঁজিয়া দেখিব? দেহের উপাদান চারিবার পাঁচে কুড়িটী ; প্রথমতঃ পঞ্চ মহাভুত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, দ্বিতীয়তঃ পঞ্চ তন্মাত্র, অর্থাৎ পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ; তৃতীয়তঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা ; চতুর্থতঃ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। একুনে এই কুড়িটী তত্ত্ব প্রত্যেক অহীনাঙ্গ জনে বর্ত্তমান ; এজন্য ইহাদিগকে 'জনানাং বিংশতিঃ' বলা যায়। ইহারাই যখন 'দেহ' হইল, তখন আমাদের ব্যাখ্যা কি কষ্টকল্পনা ? আমরা 'জনানাং বিংশতিঃ' উক্তির 'জন' শব্দে 'ব্যক্তি' বুঝিতেছি, কেননা 'জন' শব্দের ব্যক্তি' অর্থই বেশী প্রচলিত। কিন্তু

এস্থলে 'জন' শব্দে 'জনক' অর্থাৎ 'উৎপাদক' বা 'কারণ' ধরাও সঙ্গত, কেননা ঐ বিংশতি উপাদান দেহের 'জনক' সন্দেহ নাই। জনক বা কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ, নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ—উভয়েই ঘট জনক। বিংশতি তত্ত্ব দেহের উপাদান কারণ বলিয়া উহারাও দেহের 'জনক' বা 'জন' পদবাচ্য।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মিবাসুকিঃ। গীতা।

এই শ্লোকার্দ্ধে 'উৎকৃষ্ট জনক' 'প্র-জন' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'জন' শব্দে 'জনক' বুঝায়। উপাদান সমূহ, কারণ বলিয়া জনক বা 'জন' পদবাচ্য। অতএব 'জনানাং বিংশতিঃ' উপাদান' তাহাতে আর সংশয় নাই।

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যো জনানাং তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যাণি সর্ব্বশঃ॥

"তথায় চিত্রগুপ্তপুর, যে (চিত্রগুপ্ত) বিংশতি উপাদান অর্থাৎ 'কায়', কায়স্থগণ তাহাতে স্থিত হইয়া পাপপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যায় কায়স্থ চিত্রগুপ্তস্থ বলিয়া সিদ্ধ হয় ; উশনা বচনেও তাহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব আমাদের ব্যাখ্যা ঋষিবাক্য সমর্থিত বলিয়া ধ্রুব সত্য, ও সকলেই এ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমরা এইবারে ঔশনস বচনের ব্যাখ্যার সঙ্গতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। উশনা বলিয়াছেন,—

কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথকৃন্তনম্।
আস্তাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

এই শ্লোকের 'কাক' শব্দ যে কা' অক্ষর তাহা অক্ষরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বতঃ প্রকটিত। অক্ষরগুলি বস্তুতঃ কালির আঁচড় ভিন্ন কিছুই নহে। অক্ষরের সহিত শব্দের কি সম্বন্ধ ? অক্ষর চোকে দেখে, আর শব্দ কাণে শুনে। কাণে অক্ষর দেখা যায় না, আর চোকেও কেউ শব্দ শুনিতে পায় না, দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। তবে মানুষ কালির আচড়ের এক একটীতে এক একটী শব্দ কল্পনা করিয়া লইয়াছে মাত্র। ইংরেজী বর্ণ মালার বৃত্তাকার (o) অক্ষরটী বস্তুতঃ গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি কালির আঁচড় মাত্র কিন্তু উহার শব্দ 'ও'। সেইরূপ 'ক' এ দাঁড়ি যোগ করিয়া যে কালির আঁচড়টী বা অক্ষরটী গঠিত হইল তাহার শব্দ 'কা', এজন্য 'কা' অক্ষরই 'কাক' পদবাচ্য ; কারণ 'কাক' শব্দে 'কা' এই শব্দ যাহার তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। 'কা' অক্ষরের শব্দও 'কা' এবং বায়স

পক্ষীর শব্দও 'কা' সুতরাং উভয়েই 'কাক' অর্থাৎ 'কা' এই শব্দ যাহার। 'কাকাং লৌল্যং' এই উক্তিতে 'কা' অক্ষর হইতে লৌল্য বুঝা কঠিন নহে। লৌল্য যদি মন্দ জিনিষ হয়, তাহা হইলে মন্দতা বাচক 'কা' হইতে কেননা লৌল্য বুঝিব? ফলতঃ 'কা' অক্ষরই 'কাক' এবং 'য' অক্ষর যে 'যম' তাহা অভিধান সিদ্ধ। সুতরাং 'কাক' ও 'যম' যে যথাক্রমে 'কা' ও 'য' অক্ষর তাহা স্বতঃ সিদ্ধ। এখন কথা হইতে পারে যে, "ভাল, 'কাক' 'কা' অক্ষর, এবং যম 'য' অক্ষর কিন্তু 'স্থপতি' কি 'স্থ' অক্ষর নাকি? উশনা ত' 'স্থপতি' হইতে কৃন্তন বলেন নাই।" আমরা বলি বলিয়াছেন বৈ কি। 'স্থপতি' হইতে কৃন্তন বলাও যা, আর 'স্থ' হইতে কৃন্তন বলাও তাই। 'পতি'ত আর কৃন্তনশীল নহেন; তবে 'স্থ'র সহিত যুক্ত হইলেই তিনি কৃন্তন পর হয়েন। ফলতঃ স্থপতি বা 'স্থ' শ্রেষ্ঠ হইতে কৃন্তন বলা হইলেই, শুধু 'স্থ' হইতেও কৃন্তন বলা হইল, কারণ,—

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

অতএব ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্রের বচন যে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি 'কায়' অর্থাৎ মন্বয় বা ক্ষুদ্রযম চিত্রগুপ্ত হইতেই হইয়াছে বলিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মূল কথা 'কায়স্থের' 'কায়' শরীরও বটে, চিত্রগুপ্তও বটে। এই 'কায়' কিরাত কায়স্থ শব্দে ব্যাসকর্ত্তৃক 'ক্ষত্র' বলিয়া উক্ত হওয়ায়, চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। কায়স্থমাত্রেই চিত্রগুপ্তের সন্তান, সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয় ইহা সনাতন সত্য, ওঁ সত্যায় অমৃতায় বিষ্ণবে ওঁ তস্মৈ নমঃ।

অনাদি নিধনং বিষ্ণুং নত্বা বাক্কায় চেতসা
ভূপেশ্বরেণ কায়স্থদীপিকেয়ং বিবিচ্যতে।
কায়স্থাণাং ক্ষত্রিয়ত্বং ন স্ফুটং যস্য লোচনে
তন্নেত্রয়োস্ত মোহন্তী সেয়ং ভবতু দীপিকা ॥

৺ভূপেশ্বর হালদার।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যদি ক্রমোন্নতির পথবর্ত্তী হইয়াও জীবের সর্ব্বপ্রকারের শুভাশুভ কর্ম্ম সংস্কার ক্ষয় না হয়, তবে ব্রহ্মলোকে যাইয়াও জীব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। জীব ঐ পথে থাকিলেও নিরয়গামী হইতে পারিবে না এবং ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি দেবত্ব পদও লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু জীব ঐ পথে থাকিয়াও যদি সর্ব্বতোভাবে গুণের সহিত অস্পৃক্ত হইতে না পারে তবে তাহার মুক্তি লাভ সুদূরপরাহত।

যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্নজায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্প শতৈরপি ॥ ১ ।

আত্মজ্ঞান নির্ণয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমাম্ ॥২৫।

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

শাস্ত্র এই প্রবৃত্তিমার্গের পথ নিম্নাধিকারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এ পথেও ভগবানের সদ্ভাবের অনুভূতি হয় এবং সাময়িক ভাবে চিৎ ও আনন্দেরও আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

নিবৃত্তিমার্গের উপাসনা বিধি।

নিবৃত্তিমার্গের উপাসকগণ মধ্যে যিনি ত্রিবিধ সংস্কার ও তজ্জনিত কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীরের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; যাঁহার চক্ষে অনন্ত জগতের অনন্ত উপাধির একটিরও অস্তিত্ব নাই, কেবল সেই নিস্তরঙ্গ পরম শান্ত অমৃতময় এক অনন্ত ব্রহ্ম-সগরই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যিনি সেই অমৃত-সাগরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন, মিথিলা নগর ধ্বংস হইলেও যাহার একটী তৃণও অপচয় হইত না, সেই রাজর্ষি জনকের* ন্যায়

* ঋষিকল্প সাধক পরম শ্রদ্ধাস্পদ আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত মূল্যবান্ গ্রন্থ গীতা ব্যাখ্যা পাঠে ধর্ম্মার্থী পণ্ডিত ব্যক্তিগণের এবং আমার মত ধর্ম্মজগতে অনুন্নত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার গ্রন্থ পাঠে বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। তিনি তাঁহার প্রণীত গীতা-ব্যাখ্যার ৬৮১ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জনককে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এই মতের সহিত

কর্ম্মযোগী হইয়াও যিনি সেই রাজর্ষির মত অদ্বয় জ্ঞানানন্দে আত্মস্থ হইয়াছে সেই বিকার-বর্জ্জিত আনন্দময় পুরুষের পক্ষে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা সম্বন্ধ দূরীভূত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রোক্ত উপাসনার বিধি ও পদ্ধতির পারপারে হইয়াছেন। তাঁহার উপাসনার অর্থ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ। এক মাত্র তিনিই বলিতে পারেন :—

জন্মমৃত্যু জরা নাই, নাই ভূমণ্ডল ;
নাই গ্রহ উপগ্রহ—বিশ্ব চরাচর ;
তুমি নাই, আমি আছি, অনন্ত অপার ;
আমি আছি আমি, তুমি কিম্বা তিনি,
এই শব্দচয়, কল্পিত প্রভেদ এই
মনের স্বপন, নাহি কিছু প্রিয়তম !
দেহ নামে কিছু মম নাই ধনঞ্জয়।

শরশয্যা, ৯ম সর্গ, প্রকৃতির মহাপ্রয়াণ ও
বিশ্বযোগ দর্শন—২৬৯ পৃষ্ঠা।

যে সাধক এইরূপ ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন তিনি দেহাবসানে ব্রহ্মস্বরূপে এক হইয়া অবস্থান করেন। সেই অমৃত রাজ্য হইতে আর তাঁহাকে সংসারের মৃত্যুরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইয়া

আমরা এক মত হইতে পারিলাম না। কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া যাঁহার ব্রাহ্মীস্থিতি ও বিদেহ কৈবল্যলাভ হইয়াছিল,—মুহূর্ত্তের জন্য ও যাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি ছিল না, তৎকালে জিজ্ঞাসু ভক্ত মহর্ষি শুকদেব যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া "সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং গুরো" জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন এবং যাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া মহর্ষি শুকদেব তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তদবধি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেস, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্ত না বলিয়া জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা সঙ্গত বোধ হয় না: বোধ হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না, এই ধারণা হইতেই গ্রন্থকার রাজর্ষিকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার গীতা ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাবের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতি-সংস্কার কি কোনরূপ সংস্কার অবতারের ন্যায় মুক্তপুরুষদিগেরও চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। এক জীবনেই ক্ষত্রিয় যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহারও দৃষ্টান্ত শাস্ত্রেই আছে। বিশেষতঃ পরম পুরুষার্থ এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষত্রিয়গণ গুণাতীত হইয়াও দেহাবসানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন না জাতি সংস্কার-সম্ভূত এই ব্যবহারিক বিধি সর্ব্বসংস্কার বিবর্জ্জিত জীবন্মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে।

পরমানন্দাবস্থা লাভের জন্য যাঁহারা প্রয়াসী, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপাসনা বিধি এবং ঐ বিধি পালনোপযোগী পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ক) অব্যক্ত গুণাবস্থ ব্রহ্মের উপাসনা।

(খ) বিশ্বরূপ বা কার্য্য ব্রহ্ম বিরাটের উপাসনা।

(গ) সগুণ ব্রহ্ম বা মায়াতে উপহিত মায়াধীশ চৈতন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা।

(ঘ) সর্ব্বেশ্বরের অবতারের উপাসনা।

নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ সাধারণতঃ ভগবানের অব্যক্ত ও ব্যক্ত উক্ত চতুর্ব্বিধ রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উপাসনা বিধি সম্বন্ধে আবশ্যকীয় ২।৪টী কথা বলিয়া পরে যে প্রণালী বা পদ্ধতিতে ঐ বিধি সাধ্য চরম অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

(ক) অব্যক্ত গুণাবস্থ ব্রহ্মের উপাসনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাব নাই। তিনি নিখিল কল্যাণ গুণের আকর কেবল গুণের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা অসম্পৃক্ত ভাবকেই শাস্ত্র তাঁহার নির্গুণাবস্থা বলিয়াছেন। "নির্গুণ-ব্রহ্ম" বলিলে গুণের অত্যন্তাভাবও বুঝাইতে পারে এই জন্য ব্রহ্মকে আমরা "অব্যক্তগুণাবস্থ ব্রহ্ম" বলিলাম। মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রশ্নে উপাসনার কোন্ বিধি শ্রেষ্ঠ, ইহার মীমাংসা করার সময় স্বয়ং ভগবানও গীতায় "নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা" বলেন নাই, "অব্যক্ত ব্রহ্মার উপাসনাই" বলিয়াছেন। যাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। মানুষের চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ। চিন্তাশক্তি সে গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। চিন্তাশক্তি যখন সে গণ্ডী অতিক্রম করে তখন "চিন্তাশক্তি" আর "চিন্তাশক্তি" থাকে না—শান্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আত্মহারা হইয়া যায়। মানুষের অন্তঃকরণ এবং বাহ্য করণের বিষয় সকলই গুণ এবং তাহাই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। তাই গুণাভাব পদার্থের চিন্তাও হইতে পারে না। গুণশূন্য পদার্থের কথা দূরে থাক, অন্তঃকরণের বিষয় যে গুণ (যাহার চিন্তা হইতে পারে) দেহাভিমানী জীবের পক্ষে আধার নিরপেক্ষ সেই গুণের চিন্তাই ক্লেশদায়ক হয়। কারণ, জীবের দেহরূপ আধারস্থিত গুণই আমাদের প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় ; তাই গুণ ভাবিতে গেলেই সাহচর্য্য সংস্কার (association) বশতঃ স্বাভাবিক ভাবে দেহরূপ কোন আধারও মনে আসিয়া উদিত হয় এবং একনিষ্ঠভাবে আধারবর্জ্জিত গুণের চিন্তা কষ্টদায়ক হয়। যে পর্য্যন্ত

অন্য উপায়ে অন্তঃকরণের গুণপ্রবাহ বিরাম হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রশান্ত না হয়—মহাসাগরগামিনী নদীর প্রবাহ মহাসাগর বক্ষে পতিত ও তাহাতে স্থিতি লাভ করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিত না হয়—সে পর্য্যন্ত আধার নিরপেক্ষ গুণের চিন্তাই অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহার পর মানুষের গুণযুক্ত চঞ্চল চিত্তের অব্যক্ত গুণে আসক্তির বা স্থিতি লাভের চেষ্টা অতি দুঃসহ কষ্টদায়ক। মানুষের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়ই চিন্তারও বিষয়—এই চিন্তার রাজ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দানুভবের রাজ্যে না গেলে অব্যক্ত ব্রহ্মানন্দে আসক্ত হওয়া যায় না। তাহা করিতে হইলে যোগাবলম্বনে ধীরে ধীরে সাত্ত্বিক বুদ্ধি রাজ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয়ে মনস্থির করিয়া পরে গুণের খেলা—চিন্তা, দূর করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আনন্দময় রাজ্যে মন স্থির করিতে হয়। এইরূপে আকার হইতে নিরাকারে, গুণের খেলা হইতে গুণশান্ত আনন্দময় স্থির সমুদ্রে স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় আসিতে হইলে, সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু যাহার দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পূর্ণ আছে তাহার পক্ষে কামনা ত্যাগ ও অব্যক্তে, আসক্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। দেহাত্ম বুদ্ধি ধ্বংসের জন্য পূর্ব্বে যোগাদি অন্যবিধ সাধনা করিতে হয়। স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন :—

সংকল্পপ্রভবান্ কামংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বনশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অর্থঃ—সংকল্পজাত সর্ব্বপ্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা বিষয় ত্যাগ করিয়া সমাধি গ্রহণ করিয়া মনকে আত্মসংস্থ করিয়া আর কিছু চিন্তা করিবে না।

উপাসনার অন্যবিধি অনুবর্ত্তন না করিয়া অব্যক্তাসক্ত হইতে গেলে সিদ্ধি লাভের জন্য দুঃসহ ক্লেশ পাইতে হয়, অথচ এই অব্যক্তাসক্ত ব্যক্তিগণ অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করিয়া যে সিদ্ধি অতি কষ্টে লাভ করিতে পারেন ভগবানের ব্যক্তরূপে সর্ব্বদা আসক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধান্বিত ভক্তগণ তাঁহাকে উপাসনা করিয়া সেই সিদ্ধিই লাভ করিতে পারেন। ভক্তিযোগের এই সাধনায় ক্লেশ অপেক্ষাকৃত বহু পরিমাণে কম এবং ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আনন্দানুভব হইতে থাকে। তাই এই উপাসনার বিধি ভগবান শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

অর্জ্জুন উবাচ :—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১

শ্রীভগবানুবাচঃ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তেপ্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥৪॥
ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥৫॥
যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥” ৭॥

গীতা, ১২শ অধ্যায়।

অর্থ :—অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে তদ্গত চিত্ত যে সকল ভক্ত তোমার (ব্যক্তরূপের) উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তোমার অবিনাশী অব্যক্তের (অব্যক্তমূর্ত্তির) উপাসনা করেন ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন ;—যাহারা একাগ্রমনে সর্ব্বদা সদর্পিত প্রাণ এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করেন আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।২

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি সম্যকরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয় রূপাদিবিহীন সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য স্থির নিত্য অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন সকল ভূতের হিতকামী তাহারাও আমাকেই পান। ৩।৪

অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদের (সিদ্ধিলাভ করিতে) অধিকতর ক্লেশ হয়। ৫।

যাহারা আমাতে উপগত চিত্ত একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারায় সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করিয়া আমাকে উপাসনা করেন আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার সমুদ্র হইতে তাহাদের উদ্ধারকারী হই। ৬।৭

বেদান্তদর্শনের মতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং মননাশ ও বাসনা ক্ষয় হওয়া আবশ্যক। ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে, কেবল অত্র বস্তুতে জ্ঞান জন্মিলেই হইবে না। মন-নাশ দ্বারায় ক্রিয়মান সংস্কার সম্ভব প্রভব কামনাসকল এবং প্রারব্ধকর্ম্ম সংস্কারসকল এবং বাসনাক্ষয় দ্বারায় স্বাভাবিক রাগদ্বেষের করণীভূত সঞ্চিত সংস্কারসকল ক্ষয় না হইলে কখনও ব্রহ্মানন্দে স্থিতি লাভ হইবে না সুতরাং ঐ অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শুদ্ধির প্রয়োজন। দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া সর্ব্বত্র সমতা বুদ্ধি না হইলে অব্যক্তোপাসনা হইতে পারে না। যোগাদি সাধনা দ্বারা সাম্য মনঃস্থির হইলে তৎপর এই সাধনা হইতে পারে। অব্যক্তের উপাসনায় রত থাকিয়া দেহাত্মবুদ্ধি দূর করিতে হইলে জীবের যে কঠোর সাধনা আবশ্যক তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও একরূপ অসম্ভব। ইহাই পূর্ব্বোক্ত কএকটী শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্রঘোষ।

দ্বন্দ্বপ্রিয়া প্রতিভা।

আমরা জানি বঙ্গীয়-কায়স্থ সমাজে ভূয়ঃ শাস্ত্রদর্শী, সুধী, শিষ্ট ও অনেকানেক কৃতবিদ্যব্যক্তিদিগের সমবেত চেষ্টায় তাঁহাদের জাতীয় আন্দোলন সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে কচিৎ অশাস্ত্রদর্শী, ক্রোধী ও অহঙ্কারীর ব্যবহারে এবং লেখনী প্রভাবে তথাকথিত সমাজ যে কিঞ্চিৎ পঙ্কিল না হইতেছে এমন নহে। এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের যে সম্বন্ধ তাহা অগ্নি ও দেবতার সম্বন্ধের ন্যায় পরস্পর বিমিশ্রিত, একের পুষ্টিতে অন্যের পুষ্টি ও তুষ্টি, একের অভ্যুদয়ে অন্যের শ্রেয়োলাভ, একের ধ্বংসে অন্যের বিনাশ, এতাদৃশ সৌভ্রাত্র মধ্যে যিনি গরল উদ্গীরণ করেন, তিনি লোকসমাজে কোন্ স্থানের আসন পাইবার যোগ্য, সুযোগ্য পাঠকবর্গই তাহা নির্ব্বাচন করিবেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনের বিচার সভায় বঙ্গীয় কায়স্থ-গণের ক্ষত্রিয় জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধপ্রমাণকারীর কথিত বচনের যে সদ্ব্যাখ্যা মহা-

...পাধ্যায় চতুস্তীর্থ মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন, মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজ তাহার ...ত বিবরণ প্রকাশ করায় এবং আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালী-...প্র সরকার বি এ, 'তস্য' পদের অন্বয়ে নাসাকুঞ্চন করায় আমরা যথা সময় ...নন্দবাজার-পত্রিকায় ও কায়স্থ-পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ...মাদের লিখিত প্রবন্ধটীর নাম ছিল "আপোষের কথা" এবং এই প্রবন্ধ ...মান বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তদুত্তরে ঐ শ্রাবণ মাসের ...তিভার সম্পাদক সরকার মহাশয় "আপোষের কথা" নামে যে প্রবন্ধের ...তারণা করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি কতদূর শিষ্টতা লঙ্ঘন করিয়াছেন ...হা পাঠকবর্গ ও কায়স্থ-সমাজ একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা ...দ্ধৃত শাস্ত্র বচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রকৃত কথাটী তাঁহাকে বুঝাইতে ...গ্রসর হইলাম।

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্য মুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদ বমানস্য সর্ব্বদা॥"

মনু ২ অঃ ১৬২ শ্লোক।

বিশেষতঃ সরকার মহাশয় যে স্বয়ং প্রবন্ধটীর সমুদায়াংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ...পক্ষে আমাদের বিশেষ সংশয় আছে। এই সংশয়ের জন্যই দীর্ঘকাল কথিত ...বন্ধের প্রতিবাদ করিতে লেখনী ধারণ করি নাই, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখি-...লাম সরকার মহাশয়ই লিখুন অথবা অন্তরালে থাকিয়া অন্যেই তাঁহার সাহায্য ...করুন প্রবন্ধে প্রদর্শিত ভ্রমটি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভাকে আমাদের অবশ্য দেখাইয়া ...দেওয়া কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্তই প্রায় তিন মাস পরে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য ...হইলাম।

আমাদের লিখিত "আপোষের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে যাবনিক ভাষা দেখিয়া ...আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা স্তম্ভিতা হইয়াছেন এবং আমাদিগকে দ্বিজাতির অধম, ...নীচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নানাবিধ অনার্য্য ...বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি দুই একটী ...যাবনিক শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে ...পারিতেন নাকি? তাহার এইরূপ লক্ষ্য শূন্য ভাবে জনতার মধ্যে ঢিল নিক্ষেপের ...ন্যায় বিতর্কের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? প্রতিবাদ্য বিষয়ের বিনা উল্লেখে ...প্রতিবাদ চলে না। তিনি যে সাহিত্য-দর্পণকারকে সাক্ষী উপস্থিত করিয়া ...মত বলবত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে কেননা ...ন্যায়ভাষ্যে ভগবান পক্ষিলস্বামী বলিয়াছেন,—

"সাময়িকঃ শব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ; ঋষ্যার্য্য ম্লেচ্ছানাং যথা কামং শব্দ বিনেয়োগোঽর্থ প্রত্যয়নায় প্রবর্ত্ততে, স্বাভাবিকে হি শব্দার্থ প্রত্যয়কত্বে যথাকামমিতি।"

শ্রীমতী প্রতিভা তাঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়াছেন;—"আদৌ ব্রহ্মা পতর্জ্জাতাঃ—এ অবধি 'এতে পদ্ধতিকারকাঃ' এই পর্য্যন্ত সাতটী শ্লোক বেদ বিরুদ্ধ" তা বেশ! বেদবিদ্যায় বিদুষী শ্রীমতীকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বেদগুলির ব্যাখ্যা কি তাঁহার জন্যই অবশিষ্ট ছিল? না পূর্ব্বেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর বেদের বিচার্য্য অর্থগুলি কি লৌকিক ব্যাখ্যার ন্যায় আপামর সাধারণের সহজবোধ্য? না তাতে কিছু বিশেষত্ব আছে? সম্ভবতঃ সে বিষয়ে শ্রীমতী প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান শূন্য। নতুবা স্বাধীনভাবে ওরূপ যা' তা' বলিতে পারিতেন না। ঐ দেখুন ভাগবত কি বলিতেছেন—

"ক্ষীণায়ুধঃ ক্ষীণ সত্বান্ দুর্ম্মেধান্‌বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুত চোদিতাঃ॥"৭।৪৭

আবার মনুও বলিতেছেন,—

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদংসমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥"

সুতরাং ঋষিকৃত গ্রন্থগুলিই যে বেদের বিবরণ গ্রন্থ, এবং বেদার্থ গ্রহণ করিতে হইলেই যে সেই পুরাণাদিরই অনুসরণ করিতে হয়, সে বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যতীত আর কেহই বিতর্ক করিতে সাহসী হইতে পারেন না। অথচ শ্রীমতী এই প্রণালী অবলম্বনে বেদার্থ নিশ্চয় না করিয়াই গ্রন্থান্তরের সহিত বেদার্থের বিরোধ বা উপরোধ কল্পনা করিবারও যোগ্যতাভাবে শ্রুতিতে প্রথমান্ত উপাদানপদ দেখিয়াই অগ্নিপুরাণীয় সেই পঞ্চম্যন্ত পদগুলিকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সুযোগ্য পাঠক! ঐ দেখুন মানবে বর্ণোৎপত্তি বাক্যটি কোন্ বিভক্ত্যন্ত আছে,

"লোকানন্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চনিরবর্ত্তয়ৎ॥" ১।৩১

মহামতি কুল্লূকভট্ট তাঁহার ব্যাখ্যায় কি বলিলেন তাহাও দেখুন, "দৈব্যাচ শক্ত্যা মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মাণং, ব্রহ্মণ্যেন বিশঙ্কনীয়ং, শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখামাসীৎ" ইত্যাদি, এখন বলুন দেখি শ্রীমতী যে শ্রুতির সঙ্গে পঞ্চম্যন্ত পদের বিরোধ দেখিতেছেন, সেই শ্রুতির সামঞ্জস্যেই "মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মাণং" এমন কথা ঐ টীকাকার বলিলেন কিরূপে? তবে যদি উক্ত

শ্রুক অন্তের ভুল হইয়া থাকে হউক, কিন্তু ঐ মূল মনু বচনে এবং হারীত সংহিতায়,

"যজ্ঞ সিদ্ধার্থ মনঘান্ ব্রাহ্মণাম্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বো বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ।"

বিষ্ণু পুরাণ ষষ্ঠাধ্যায়ে "ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ" ৬। তথাহি বরাহ পুরাণ:—

"সসর্জ যো বক্ত্রত এব বিপ্রান্ ভুজান্তরে ক্ষত্র মথোরুযুগ্মে।
বিশঃ পদাগ্রেষু তথৈব শূদ্রান্ নমামি তং বিশ্বতনুং পুরাণম্।"৩।১৮

এই যে বর্ণোৎপত্তি বর্ণিত হইল, ইহাতে ঐ উপাদান পদগুলি কি প্রথমান্ত নহে? শ্রীমতী 'পদভ্যাংশূদ্রোঽজায়তঃ' স্থলে যেমন অভেদে তৃতীয়ার প্রতিপন্ন হইয়াছেন তেমনই তৃতীয়ান্ত কি? শেষে যদি অগত্যা তৃতীয়ার ন্যায় প্রথমীকেও অভেদ বিহিত বলিয়া কৃপা করেন তবে ভাগবতের

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরেবর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥" ১১।৫।২।

এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখণ্ড

"বভূবুর্ব্রাহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ জাতয়ঃ।
তাঃস্থিতা দেশ ভেদেষু গোত্র শূন্যাশ্চ শৌনক॥১৪।
চন্দ্রাদিত্য মনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মণো বাহু দেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥১৫।
উরু দেশাচ্চ বৈশ্যাচ্চ পাদয়োঃ শূদ্র জাতয়ঃ।
তাসাং শঙ্কর জাতেন বভূবুর্ব্বর্ণ শঙ্করাঃ॥" ১৬।১০ম অধ্যায়ে।

পরন্তু মহাভারতমোক্ষধর্ম্মপর্ব্বসপ্তাধিকদ্বিশততমাধ্যায়

"ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবা সৃজৎ প্রভুঃ।" ইত্যাদি

এইরূপ নানা পুরাণাদিতেই যে সেই পদগুলি স্পষ্ট পঞ্চম্যন্ত পাওয়া যায় ইহাদিগকেও কি অভেদ বিহিত বলিয়া দয়া করিবেন? আর এই পঞ্চমীর অনুকূলে যে নানা ব্যাকরণেই অনুশাসন আছে তাহাদিগকেও বোধ হয় শ্রীমতী প্রতিভা গ্রাহ্যই করিবেন না। একমাত্র সেই অগ্নিপুরাণীয় বচনের "মুখাদ্বিপ্রাঃ" ইত্যাদির পোষক ভাবে কাহাকেও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা অনুমোদন করিতে বাধ্য

হইবেন না ; কিন্তু প্রদর্শিত ঐ ঋষিবাক্যগুলির দশা কি হইবে ? বলি এইগুলিও কি প্রক্ষিপ্ত মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে ? তিনি যেরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, উদ্ধৃত মূল বচনাবলির উপরে তাঁহার সেরূপ মন্তব্য, জাতি-মালাধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচনাবলীতে টিকিবে না। পুরাণাদি গ্রন্থমাত্রেই বেদোক্ত বর্ণোৎপত্তির বিবরণে ঐরূপ পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত উপাদান পদই পরিদৃষ্ট হইবে। বরং প্রথমান্ত পাওয়াই সুকঠিন হইবে। বেদের ব্যাসবাক্যময় আর্ষগ্রন্থগুলিতে যে ঐরূপ স্থলে পঞ্চমী বহুল নানা বিভক্ত্যন্ত প্রয়োগই পরিলক্ষিত হইবে, ইহা আমরা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবেই বুঝিয়া বলিতেছি, তৎকারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীন কবিগণও সেই সুপ্রসিদ্ধ কথাটীকে সুপ্রসিদ্ধ ভাবেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, ঐ যে মহাকবি মাঘ লিখিয়াছেন :—

"উদ্ধৃত্য মেষ্টে স্তুত এবতোয়মর্থং মুণীন্দ্রৈরিব সংপ্রণীতাঃ।
আলোকয়ামাস হবিঃ পতান্তী নদীঃ স্মৃতীর্ব্বেদ মিবাম্বুরাশিম্॥"

সুতরাং "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদির সহিত মুখাদ্বিপ্রাঃ ইত্যাদির বিরোধ হয় বলিয়া যাঁহারা স্পর্দ্ধা করিতে বিরত হন না, তাঁহাদিগের নিকট অর্থাৎ তাদৃশ ভাষাজ্ঞানানবচ্ছিন্ন অদূরদর্শীমদমূঢ়বিদ্যামরিচীকান্ধদিগের নিকট আমাদের বৃথা বাক্য ব্যয় মাত্র। অধিক কি, তাদৃশ ব্যক্তিরা সমস্ত পুরাণাদি মাত্রেই বেদ-বিরুদ্ধ বলিলেও বলিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কেন স্বয়ং ব্রহ্মারও যে বাধা দিবার শক্তি নাই তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা করি, বিদূষী প্রতিভা ত' "পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত" স্থলে অভেদে তৃতীয়া করিলেন, কিন্তু "শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত" এইরূপ পঞ্চম্যন্ত পদগুলির কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার মতে প্রজাপতির মুখটী ত ব্রাহ্মণ হইয়াই ফুরাইল, পরে অগ্নি আবার কোথা হইতে আসিল ? আর অভেদে তৃতীয়া বলিয়া পদদ্বয়ও শূদ্র হইয়া যাওয়ায় "পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ" এই ভূমি আবার কাহার পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল ? তবে কি 'সন্নিহিতে বুদ্ধি রন্তরঙ্গা' বলিয়া তিনি প্রজাপতির পাদোৎপন্ন শূদ্র হইতেই তৎপরোক্ত বস্তুগুলির উৎপত্তি স্বীকার করিবেন ? নচেৎ আর উপায় কি আছে ? যদিবা প্রজাপতির ও হাজার হাজার মুখাদি কল্পনা করিয়া স্থানভেদে কার্য্যভেদের উপপত্তি করিতে চান, তথাপিও "মুখং কিমস্য ? পাদৌ কিমুচ্যেতে" এই শ্রুতির সহিত সংখ্যার বিরোধ আসিয়া পড়িবে। অথচ বিভক্তি বিরোধের ন্যায় সংখ্যা বিরোধটীকেও ইষ্টাপত্তি করিতে পারিবেন না। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই সকল কথার

... উত্তর স্থির করিতে পারিয়াছেন কি ? না পারিয়া থাকিলে পুরাণ ...তাদি ত' দূরে থাকুক, ঐ ক্রম নিবদ্ধ পুরুষ সূক্তগুলিরও অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না ...াই কোন্ সাহসে পুনরায় বলিয়াছেন যে "মুখাদ্বিপ্রাঃ পদটী যে বেদবিরুদ্ধ ... কাব্যবিনোদ মহাশয়ের স্বীকার করিতেই হইবে" বা কি আশ্চর্য্য আদেশ। ...ন কে আছেন যে শ্রীমতীর স্বকপোলকল্পিত ব্যখ্যার বলে সেই প্রদর্শিত ...জ্জ্বল প্রমাণ রাশির সাহায্য ও শ্রুতির প্রকৃতার্থ না দেখিয়া অগ্নি পুরাণীয় ...নে অগ্নি দিতে বাধ্য হইবেন ?

শ্রীমতী বোধহয় বেদের অভিনব গৃহকর্ত্রী হইবার সাধটি ছাড়িবেন না। ঐরূপে ...রোধীয় বচনে বিভক্ত্যর্থের ঘাড় ভাঙ্গিয়া আবার প্রকৃতার্থের ঘাড়েও বেদ বিরোধ ...পাইয়া লিখিয়াছেন "সদারকা বিপ্রাজাতাঃ বেদবিরুদ্ধ আর্ষধর্ম্ম শাস্ত্রে কুত্রাপি ব্রাহ্মণগণ সপত্নীক সৃষ্ট হইবার কোনও প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না", সত্য বটে তাঁহার ...য় অনার্য ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞাদিগের পক্ষে বক্তব্যের বহির্ভূত নয় বটে। কিন্তু আমরাত ...সনেয়ী অরণ্যকে দেখিতে পাই যে, "ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং" এবং পুরাণান্তরেও আছে যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা স্বামীর সহিত একত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ...ব্যতীত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ও নর-পশ্বাদি শব্দগুলি তত্তজ্জাতীয় ব্যক্তি নির্ব্বিশেষেই ...যুজ্যমান হইয়া আসিতেছে, কোনও বিশেষ উল্লেখরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলেই ...ীপুরুষ সাধারণকে বুঝাইতেও ইহারা বিপ্রতিপন্নকারীদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ...াকেনা। ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীত্যাদি শ্রুতিগত ব্রাহ্মণাদি শব্দও স্ত্রীপুরুষ সামান্যের বোধক হইয়াছে বলিয়াই মন্বাদি বচনেও অল্পবিস্তর ভাবে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ...ন্ন সংহিতায় স্ববর্ণাদি ভেদে বিবাহ, গর্ভাদি সংস্কার, ও স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতি ওতপ্রোত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তত্রত্য প্রাগুক্ত বচনটীতে যে 'লোকবিবৃদ্ধ্যর্থ' ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইল, তাহা যদি কেবল পুরুষের সৃষ্টি বলাই লেখক মহাশয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে বলুন দেখি ঐ লোক বিবৃদ্ধির প্রণালী কি ? আর বিশ্বজননী-দিগের কোথা হইতে কখন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কি কোনও প্রসঙ্গ পাইয়াছেন ? শ্রীমতীর যেরূপ উৎকট ঐতিহাসিক জ্ঞান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ ঐ স্ত্রী সৃষ্টিটার বর্ষ, মাস, দিবসাদিও দেখাইতে পারিবেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যেন নারীগণেরও উৎপত্তিতে সেই বর্ণ বৈষম্য থাকে, নচেৎ অনেক বিভ্রাটে পড়িবেন। তবে যদি এই অনুরোধেই পরিশেষে সেই প্রথম ...াত বিবিধ বর্ণের পুরুষ হইতেই নারী সৃষ্টির স্বারসিক কল্পনা করিতে যান, তবে এইরূপ লিঙ্গীরথা রমণীর উৎপত্তি না বলিয়া ব্রাহ্মণাদি শব্দের সেই চির-

প্রচলিত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষার্থই গ্রহণ করুন। এমন নির্ম্মল সিদ্ধান্তটীকে আ... পঙ্কিল করিয়া স্বীয় দ্বন্দ্বপ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বৃথা যত্ন করিবেন না। ... বলিতে কি শ্রীমতী একমাত্র দুষ্প্রবৃত্তি মূলেই মহামহোপাধ্যায় চতুর্তীর্থ মহাশয়ের প্রতি দুর্জ্জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবেও তৎকৃত ব্যাখ্যায় ধমক দিতে ত্রুটী করেন নাই।

অনন্তর লিখিয়াছেন "কাব্যবিনোদ মহাশয় কোথায় পাইলেন, শূদ্রজাতি, শূদ্রজাতির সেবক" তা' বিদুষী প্রতিভা যদি শূদ্র জাতিকে শূদ্রসেবা করিতে না দেন না দিবেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি মনুর একাদশ অধ্যায়ে "নিন্দিতেভ্যো ধনদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনং। অপাত্রী করণং জ্ঞেয় মসত্যস্য চ ভাষণম্।" ইত্যাদি এই নিষেধ বাক্যে প্রসজ্যমান শূদ্র সেবাটি 'পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্" এবং "স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ইত্যাদি বাক্যানুসারে শূদ্র জাতিতেই আত্মলাভ করিয়াছে। হারীত সংহিতাদিতে বাচনিক প্রমাণও আছে। এই বিষয়েও আপত্তি পড়িবে বুঝিতে না পারিয়াই চতুর্তীর্থ মহাশয় সেই চকার দ্বারা তাহা সূচিত করিয়াছিলেন, এখন বরং চকারটি না হয় পাদ পূরণার্থই বলা যা'ক, তথাপি প্রতিবাদিনীর সেই বলবতী দুর্ল্লালসা কথঞ্চিৎ কৃতার্থতা ধারণ করুক, তাহাতেও আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধির কিছুই কারণ নাই। কিন্তু তিনি সেই দুর্লালসা মূলে আবার যে "তস্য" পদ প্রজাপতির সহিত অন্বয় হইতে পারে না, এই অবধি আরম্ভ করিয়া "তস্য" শব্দের সহিত যৎকালে শূদ্রপদের আসক্তি ও যোগ্যতা রহিয়াছে, তখন দোষমূলক দূরবর্ত্তী অন্বয়ের প্রয়োজন কি? এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আমাদের প্রতি যে উপসংহার করিয়াছেন, তাহার উত্তর করা চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র। কারণ "তস্য" পদে যে প্রজাপতি ভিন্ন আর কাহাকেও ধরিবার উপায় নাই, সে কথা অনেকবার যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আনন্দবাজারে তাহা দেখিয়াও থাকিবেন, আলোচ্য শূদ্র পদটি তজ্জাতীয় ব্যক্তি সমষ্টিকেই বুঝাইয়াছে। তৎশব্দ দ্বারা তাহারা পরামৃষ্ট হইয়া কিরূপে সকলে মিলিয়া একটি সন্তান জন্মাইবে? অতএব এক পুত্র উৎপাদনে কোনও ব্যক্তি সমষ্টিরই যোগ্যতা না থাকায় প্রজাপতিকে পরামৃষ্ট করিয়াছে। যোগ্যতা বিনাও অন্বয় করিলে যে 'এবহি" হাঁসিতে পারে তাহাও দেখান হইয়াছে। কিন্তু তিনি অদ্যাপি সেই কথা গুলিতে যেন কর্ণপাত না করিয়াই আবার তৎপদের সহিত অন্বয়ে শূদ্র পদের যোগ্যতা আছে বলিয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। বলি ঐ বিপ্রাদি শূদ্রান্ত শব্দ কয়টি কি যথোক্ত ...

...বাচী নয়? আচ্ছা তবে আর প্রবন্ধ বিস্তারের আবশ্যকতা নাই, ... একবার তিনি মাথা ঠিক্ করিয়া বলুন দেখি "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ... এই শ্রুতিরই তৃতীয় পাদে যে প্রক্রান্তপরামর্শী সর্ব্বনামটি আছে, ... প্রতিভা তাঁহার সন্নিহিতে "বুদ্ধিরন্তরঙ্গা" এই ন্যায় বলেই কি সেই সর্ব্বনামটি ... দ্বিতীয় পাদস্থ রাজন্যকেই পরামর্শ করিবে? যদি তাই হয়, তবে আর আমা... বলিবার কিছুই নাই। আমরা প্রকৃতই পরাস্ত হইলাম। আর যদি 'তাহা নহে' ... চান, তবে আমরাই বা তাহাকে ছাড়িব কেন? যদি অগ্নিপুরাণের ... শূদ্রকে ধরিতে পারিবে, তবে ঐ পুরুষসূক্তের সর্ব্বনামটিও রাজন্যকে ... পারিবে। আর যদি তাঁহার 'সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গা' এই ন্যায়টি পুরুষ... না ঢুকে, তবে অগ্নিপুরাণেই বা ঢুকিবে কিরূপে? এখানেও প্রক্রান্ত... সর্ব্বনাম, সেখানেও প্রক্রান্তবাচী সর্ব্বনাম, এখানেও সন্নিহিত জাতিনাম ...খানেও সন্নিহিত জাতিনাম, এখানেও তাহা একবচনান্ত সেখানেও তাহা ...বচনান্ত আবার প্রজাপতি গ্রহণের প্রতি সেখানে তাৎপর্য্য থাকিলে, ...খানেও সেই তাৎপর্য্যই রহিয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমাদের মতানুসরণ ... তিনিও শ্রীমতীর বিদ্বেষভাজী হইয়াছেন, কিন্তু তাহা বেশী দূর গড়ায় নাই। ...পি সৌভাগ্যের বিষয় এই যে "যদি প্রজাপতির সহিত "তস্য" শব্দের অন্বয় ...লেই আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইত, তবে উক্ত প্রকার দোষারোপ অন্যায় ..." এইরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে। ফলকথা, দরকার বুঝিয়া অনুগ্রহ, নিগ্রহ ... সেই শ্রীমতীর ইচ্ছাধীন বটে। অচেতন শব্দগুলিও ত অধিকারের বহির্ভূত ...! কেমন, এই প্রতিভা শালিনী প্রতিভার কুট নীতিটী পাঠকগণ বুঝিয়াছেন ... যাহাই হউক সেই বিবাদীয় বচনগুলি যে সম্পূর্ণরূপেই কায়স্থের অনুকূলে ...য়াছে, সে কথা অনেকবার পত্রিকা-সম্পাদক গণের প্রশ্নানুসারেও অবগত ...ইয়াছি। সুতরাং সম্প্রতি তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা না ... তাঁহাদের বিবেচনাধীন।

অগ্নিপুরাণীয় উদ্ধৃত শ্লোকের শেষে যে "চিত্রগুপ্ত সুতা ভুবি" এই স্থলে "চিত্রসেন ... ভুবি" এইরূপ বিপক্ষকৃত পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে যে অধিক পদতা ... পদতাদিযুক্ত অপ্রস্তুতাভিধান মহান্ দোষ উপস্থিত হইয়া বাক্যেরই ...র্থতা সম্পাদন করে, এই কথা গুলি শ্রীমতী একবার বিবেচনা করিতে ... পান নাই? ফলতঃ তিনি স্বয়ং সমস্ত বচনটি এমন কি অগ্নি-

পুরাণাদি পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রদর্শিত ঐ 'গুপ্ত' স্থলে 'সেন' এই একটি শব্দও ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিবে না। নচেৎ পূর্ব্ব প্রকাশিত অগ্নিপুরাণীয় বচনের অবাধিত বিশদ ব্যাখ্যাগুলির উপরে 'রংপুর দর্পণ' প্রতাপশালিনী প্রতিভা এই শ্রীমান্ শ্রীমতীদ্বয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন কেন? শ্রীমতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া আবশ্যক হইলে পিতৃপক্ষের সঙ্গেও কলহ করিয়া থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধিই আছে। তাহা একপ্রকার নারীজাতির গুণ মধ্যেই পরিগণিত হয়, সুতরাং সে বিষয়ে কেহ বিস্মিত হইবেন না। এই কলহপ্রিয়া শ্রীমতী যে নিজ প্রবন্ধের শেষে 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুইটি সন্দর্ভ দিয়াছেন, তাহা বালিকার উক্তি বলিয়াই আলোচ্য মধ্যে গণ্য করিলাম না। কেন না এই শ্বেতবরাহ কল্পের প্রথম মন্বন্তরীয় ঘটনাকে যিনি প্রায় আধুনিক বলিয়া কল্পনা করেন এবং ঐ কল্পিত ঘটনা সময়টিকেও যিনি বহুকালান্তরীয় তদুল্লেখের সহিত বিরুদ্ধ মনে করেন তিনি কি বালিকা নয়? তারপর অনার্য্য কায়স্থ প্রতিপাদনার্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের উক্তি ধরিয়া যে টানাটানি হইয়াছে, তদ্দ্বারা বালিকাটির উন্মাদরোগেরও সুপ্রথিত হইতেছে কারণ "কায়স্থ যে আর্য্য ইহা প্রমাণ হইলেই ত যথেষ্ট" এই বাক্যস্থ সাধ্য (আর্য্য) পদটি যদি সাধ্য বিরুদ্ধের (অনার্য্যেরও) পক্ষবৃত্তিতা প্রতিপাদন করে, তবে ত কায়স্থ যে হিন্দু এই বলিতেই বুঝিতে হইবে, অহিন্দু কায়স্থও আছে। কায়স্থ যে নরজাতীয় এই বলিতেই বুঝিতে হইবে পশ্বাদি কায়স্থও আছে, এইরূপে কায়স্থ যে প্রাণি-বিশেষ ইত্যাদি বক্তব্যস্থলেও অচেতন কায়স্থ প্রভৃতি বিরুদ্ধের সমাবেশ সর্ব্বত্রই সুলভ হইয়া পড়িবে। অতএব ঐ উন্মাদিনী বালিকার সহিত আমাদের আর কলহ-লীলা করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীকালীকমল কাব্যবিনোদ।

সমালোচনা।

দত্ত বংশমালা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। রয়াল্ ৩২ পেজী ৭ ফর্ম্মা। মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট ও কায়স্থ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থখানি দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তবংশের সুবিস্তৃত বংশলতা। শেষ অংশের অধ্যায়ে সংস্কৃতকারিকা আছে। উক্ত কারিকায় কায়স্থের বঙ্গে আগমনকাল, সাবিত্রীচ্যুতির কারণ প্রভৃতিও সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত আছে।

নির্ব্বাসন-কাহিনী। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত। ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী ৭ ফর্ম্মা। মূল্য ৷৹। ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী এবং সিটিবুক সোসাইটীতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিচ্ছেদে স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল ব্যক্তি বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, যশোহরস্থ রাজনৈতিক নেতা কায়স্থ-ক্ষত্রিয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মনোরঞ্জনবাবুর জীবন নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার বিচিত্র জীবনের প্রতিপদে আমরা তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, কর্ত্তব্য বুদ্ধি, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সরলতার প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট পরিচিত। অতএব তাঁহার এ গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। নির্ব্বাসন-কাহিনী প্রথম 'বসুমতী' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেশবাবুর মতে তাহাতে বসুমতী 'সৌভাগ্যশালিনী' হইয়াছিল। গ্রন্থকার নিবেদন করিয়াছেন,—

"ইংরাজী ১৯০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আমি নির্ব্বাসিত হই এবং ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মুক্তি লাভ করি। এই সময়ের মধ্যে অন্তরে ও বাহিরে আমার যে যে অবস্থা ঘটিয়াছে এই পুস্তকে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

মনোরঞ্জনবাবুর চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তাঁহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, বর্ণনা তেমনই মনোহারিণী। যিনি একবার এ নির্ব্বাসন-কাহিনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থকার ও চিন্তামণির সমভিব্যাহারে গিরিডি হইতে বর্দ্ধমান ও কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুন ও ইন্‌সেনের জেল ঘুরিয়া আসিতে হইবে এবং ক্যাপ্‌টেন স্তাপের সহিত একমত হইয়া বলিতে হইবে,—

"আপনি একজন উৎকৃষ্ট হিপনোটাইজার।"

মনোরঞ্জনবাবুর মিষ্ট কথায় চিন্তামণি কাঁদিয়াছিল, সাহেবেরা মোহিত হইয়াছিল, অঙ্গদমিশির আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, সোহাগী আপন ভাষা ভুলিয়া মানুষের ভাষা শিখিয়াছিল, আর পাঠক, স্থির থাকিবেন কিরূপে? নির্ব্বাসনে 'মগুমোচ' ও 'কটা গোপের' বর্ণনা, আদুরীকে 'মানুষ করিয়া' তুলিবার বর্ণনা ও 'বোমার কথা' যিনি পড়িবেন, তিনিই হাসিবেন। লেখকের ভগবদ্বিশ্বাস, নির্ভীকতা ও প্রার্থনাশীলতা দেখিয়া নাস্তিকের মনেও আস্তিক্যের ছায়া পড়িবে। তিনি এতবড় বিপদেও মনে বল পাইয়াছিলেন এবং কারাগারে বসিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"তোমাকে লইয়া এ বিজনে আমি,
রহিব অতি গোপনে।"

গভর্ণমেণ্ট ও সাহেবেরা কর্ত্তব্য হিসাবে ও ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব্বাপর সর্ব্বদা নির্ব্বাসিত ব্যক্তি-গণের সহিত কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বন্দীর নিজমুখে শুনিলে পাঠককে গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। এ নির্ব্বাসন-কাহিনীর সত্যঘটনা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তগ্রাহিণী। এরূপ পুস্তকের সমাদর না হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক এখনও গ্রন্থনির্ব্বাচন করিতে শিখে নাই। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

বঙ্গে সামাজিকতা। শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রণীত। উপরের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত এবং গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ডিমাই ১২ পেজী ১০৷৹ ফর্ম্মা।

গ্রন্থখানিতে সমাজ কাহাকে বলে এবং তাহার সার্থকতা কি, ইহা বিশেষরূপে সরলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর বঙ্গদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, ভারতীয় বর্ণাশ্রম সমাজের উৎপত্তি এবং বঙ্গীয় বর্ণাশ্রমের প্রচারের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার মুখে বঙ্গের, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাখদিগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন এবং মেল, পটী, থাক, গাঁই, সমাজ, কুলাদির বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সকল সমাজের বিষয় যে দক্ষতার সহিত সন্নিবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহা মনে হয় না, কেননা বঙ্গজ কায়স্থের কুলীনবংশ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মিত্র বংশটী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বঙ্গজের বিবিধ কুল কারিকাতেই দৃষ্ট হয় যে লক্ষ্মণ ও পূষণ বসু, চতুর্ভুজ ঘোষ, দশরথগুহ এবং অশ্বপতি মিত্র ইহাঁরা মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, অথচ সরস্বতী মহাশয় তিন বংশের কুলপ্রাপ্তির কথা লিখিয়া

স্বকীয় অনু-হিংসার অভাব প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের গৌরব হ্রাস করিয়াছেন। ইহার পর ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনায় তাহার বিবৃতি ও বহু সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মকায়স্থ। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত সঙ্কলিত। পূর্ব্বোক্ত ঠিকানা হইতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ১৩ ফর্ম্মা। মূল্য ।৶০ আনা, বাঁধাই ৸৶০ আনা মাত্র।

ব্রহ্মকায়স্থে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি এবং তাঁহার বংশাবলী বিস্তৃতভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্যবস্থাপত্রগুলিও সন্নিবিষ্ট আছে। কায়স্থগণের উপবীত ত্যাগের কারণ, মাসাশৌচ ও নামান্তে 'দাস' শব্দ সংলগ্ন করার কারণ নির্দ্দেশ হইয়াছে। কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং কি ভাবেই বা উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে সমস্তই তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর চারি সমাজের বর্ণনা ও মহারাজা বল্লালসেনের জাতি সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া আদিশূর নৃপতির বিষয়ও যথোচিত মীমাংসা করিয়াছেন। ফলতঃ এই গ্রন্থ প্রত্যেক কায়স্থেরই গৃহপঞ্জীর ন্যায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

হতেও পারে। শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় প্রণীত। কলিকাতা ৮৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্য পাব্লিসিং লিমিটেড্ কোং হইতে প্রকাশিত। ডব্‌ল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৫ ফর্ম্মা। মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

হ'তেও পারে, একখানি সামাজিক নক্সা। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের শোচনীয় পরিণাম এবং সমাজে স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে যে সুফল ফলিয়াছে গ্রন্থকার তাহার বর্ণনা করিতে ব্যবহারিক ভাষায় দেখাইয়াছেন যে সুশিক্ষিতা স্ত্রী দুর্বৃত্তের হাতে পড়িলেও স্বীয় মার্জ্জিত জ্ঞান প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা। ফলতঃ গ্রন্থকারের কাঁচা হাতে নেহাত মন্দ হয় নাই। আমাদের কলিকাতার নাট্যকারগণ যদি এই সমস্ত উদ্যমশীল সমাজচিত্রলেখকদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এইরূপ পুস্তক ২।১ বার অভিনয় করান তাহা হইলে সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়।

সামাজিক বিজ্ঞাপন।

"পৌরোহিত্য কার্য্যে দক্ষ জনৈক রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সোপবীতি কায়স্থের পুরোহিত হইতে প্রস্তুত আছেন। কাহারও প্রয়োজন হইলে পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানায় জানাইবেন।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন। অধ্যক্ষ, আর্য্যশক্তি ঔষধালয়।

হাসাইল, ঢাকা।

By Shiva Prashad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

মাঘ, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

দান

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

এ বৎসর প্রাপ্ত :—

পূর্ব্ব প্রকাশিত	১২৯।০
[শ্রীযু]ক্ত মহেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা, সেনপাড়া, রংপুর ...	১৲
মোট—	১৩০।০

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

এ বৎসর প্রাপ্ত :—

পূর্ব্ব প্রকাশিত	১২৮৵০
[শ্রীযু]ক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ রায়, বড় জাগুলিয়া, নদীয়া জেলা	৩৲
মোট—	১৩১৵০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩১৮।

(জেলা নদীয়া, কুষ্টিয়া, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং মালঞ্চি, ফরিদপুর জেলা :—

১। ঢাকী, অমৃতলাল, বয়স ২০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২। চাকী, নৃত্যগোপাল, „ ২২, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩। সিংহ, রজনীকান্ত, „ ৬০, „

২রা কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(কাশীর কেন্দ্র)।

সাং বহর, বিক্রমপুর জেলা :—

১। বসু, ভূপেন্দ্রকিশোর, বয়স ১৭, (বঙ্গজ)।
২। „ শরৎকিশোর, „ ৫১, সবজজ, „

৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর, (ঘুর্ণি) শ্রীযুক্ত জয়গোপল সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। সরকার, নরেন্দ্রনাথ, বয়স ২৩, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ মণীন্দ্রনাথ, „ ১২, „
৩। „ যতীন্দ্রনাথ, „ ৩১, „

১০ই কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(কালীঘাটের কেন্দ্র)।

সাং বানরীপাড়া, চন্দ্রদ্বীপ জেলা :—

গুহ ঠাকুরতা, যোগেন্দ্রনাথ, বয়স ৪০, (বঙ্গজ)।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্র)।

১। বসু, নগেন্দ্রকৃষ্ণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ মণীন্দ্রকৃষ্ণ, „
৩। মিত্র, গোপালদাস, „
৪। সরকার, হরিনারায়ণ, „

২৫শে কর্ত্তিক, ১৩১৯।

(রাজসাহী জেলা, আড়ালী, শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ চাকী বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং আড়ালী, রাজসাহী জেলা :—

১। চাকী, বেহারীলাল, বয়স ৪২, (বারেন্দ্র)।

সাং কেশববাড়িয়া, রাজসাহী জেলা :—

২। সরকার, ভবানীচরণ, বয়স, ৫০, (বারেন্দ্র)।

সাং তকীনগর, রাজসাহী জেলা :—

৩। দে, শশাঙ্কভূষণ, „ ১২, „
৪। নন্দী, রাজমোহন, „ ৫০, „
৫। ভৌমিক, দেবেন্দ্রনাথ, „ ২০, „
৬। মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ, „ ১৩, „
৭। শূর, প্রমথনাথ, „ ৩২, „

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(রাজসাহী জেলা, সলইপাড়া, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং সলইপাড়া, রাজসাহী জেলা :—

সিংহ, কৃষ্ণগোবিন্দ, বয়স ৫০, (বারেন্দ্র)।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

(জেলা রাজসাহী, নাটোর, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং শ্রীখণ্ডি, ঢাকা জেলা :—

।। দেব, রমেশচন্দ্র, বয়স ৩২, (বঙ্গজ)।

সাং ছাত্নি, রাজসাহী জেলা :—

।। নন্দী, ত্রৈলোক্যনাথ, বয়স ৫৫, (বারেন্দ্র)।

সাং ধলাট, রাজসাহী জেলা :—

। দে, মণীন্দ্রনাথ, বয়স ২৩, (বারেন্দ্র)।

সাং লক্ষ্মীকোল, রাজসাহী জেলা :—

। দেব, রসিকচন্দ্র, বয়স ৪৮, (বারেন্দ্র)।
। নন্দী, মন্মথমোহন, বয়স ৪১, „

সাং সেরকোণ, রাজসাহী জেলা :—

। চাকী, প্রসন্ননাথ, বয়স ৪৯, (বারেন্দ্র)।

সাং হাঘুরিয়া, রাজসাহী জেলা :—

।। দেব সরকার, উমেশচন্দ্র, বয়স ৩৬, (বারেন্দ্র)।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

(রাঁচির কেন্দ্র)।

বসু, বিনয়ভূষণ, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

৭ই পৌষ, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ৩১।১ নং সুরীলেন, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং দক্ষিণপাইকপাড়া, বিক্রমপুর জেলা :—

১। পাল, হেরম্বচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

সাং পাইকাড়া, বিক্রমপুর জেলা :—

২। গুহ, শান্তিরঞ্জন, (বঙ্গজ)।

৩। " সত্যরঞ্জন, "

সাং রাউতভোগ, বিক্রমপুর জেলা :—

৪। ঘোষ, গোপালচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

৫। " জগদানন্দ, "

৬। " দীনেশচন্দ্র, "

৭। " রাধিকামোহন, "

৮। " হরেন্দ্রকুমার, "

সাং রাজনগর, বিক্রমপুর জেলা :—

৯। সরকার, অমূল্যচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

১৬ই পৌষ, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ৮৩।১ নং গ্রেষ্ট্রীট, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

সাং চারিপাড়া, ঢাকা জেলা :—

১। চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র, বয়স ৩২, (বঙ্গজ)।

সাং নওয়াপাড়া, ঢাকা জেলা :—

২। নাগ, মহেন্দ্রকুমার, বয়স ৩৪, (বঙ্গজ)।

১৮ই পৌষ, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ২০নং কাঁটাপুকুর লেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং গোয়ালপাড়া, রাজসাহী জেলা :—

১। সরকার, মহেশচন্দ্র, বয়স ৪৬, (বারেন্দ্র)।

সাং দুর্গাপুর, রাজসাহী জেলা :—

২। সরকার, নলিনীমোহন, বয়স ৪০, (বারেন্দ্র)।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

৫ই শ্রাবণ, ১৩১৯। খুটিয়া থানার অন্তর্গত কাঁসাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে আগুকৃত্য।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩১৯। ঘূর্ণি, নদীয়া জেলা। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে আগুকৃত্য।

বিবাহ।

বিজ্ঞাপন।

দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৫শের পর্য্যায় বসু কি মিত্র বংশীয়া সুশিক্ষিতা সুশ্রী কন্যা দরকার। পাত্র ঘোষ বংশীয়। পাত্রের পিতা পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। বরপণ একটী পয়সাও লইবেন না। পাত্র বি-এ পরীক্ষা দিবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারেন। শ্রীহৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা, হাটগ্রাম, খাগজানা, পোঃ ভায়া পাংশা, ই বি এস্ আর্।

পিতা পুত্রে।

পিতা। দেখ বাবা, লক্ষ্মীটী মোর, তুমি সুবোধ ছেলে।
এম্নি ক'রে সাধা-লক্ষ্মী কেউ কি দিয়েছে ফেলে?
তা'তো নয় মিনি পয়সায়, হচ্ছে বড্ড লাভ।
ঘরের পুঁজি আন্‌বো ঘরে, ইথে নাই পাপ॥
বুঝে সুঝে হিসেব ক'রে, তলিয়ে দেখ্‌তে হয়।
খাম্‌খেয়ালি ধ'র্‌লে গোঁ, নিজের অপচয়॥
আমি কি বাপ নিজের তরে, পুঁজি কত্তে চাই।
সবিতো রবে তোর ওতে, লাভ এমনই কি ছাই?
এখন হ'তে যদি বাছা, বুঝে সুঝে না চল।
পথ হারিয়ে কাঁদবে বসে—এই হ'বে ফল॥
(তাই) আমার কথার অনুকুলে, দে দিখিনি সায়।
দশ হাজারের কমে দেখি, কেমন ক'রে পায়?
এর কমে পাবে কি কোথাও, বি-এ পড়ু ছেলে?
চৌদ্দ পুরুষ যাবে তরে, তবু যা হ'ক পেলে॥

পুত্র। যা বল বাবা, শুন্‌ছি কাল্‌, যত পার বল।
লাভালাভের আঁক্‌টা আমি, বুঝি নাকো ভাল॥
তোমার হিসেবে লাভ যেথা, দিচ্ছ সেথা ঝোঁক।
বল্‌ছ আমায় নির্ব্বিবাদে, দিতে তাহে যোগ।
শেষে যেন না বনে যাই, তুই নিরেট হাবা।
অবশ্যি লাভ ক্ষতিটা, তলিয়ে দেখ্‌বো বাবা॥
আমার মূল্যের সমতুল্য, মূল্য যার হ'বে।
সেই সে বটে যোগ্যি মোর, লোকেও তা' কবে॥
প্রাণ নিয়ে প্রাণ দেবে, ভালবাসা নিয়ে বাসা।
বিনিময়ের এইতো রীতি, যুক্তি বটে খাসা॥
আমার সম তুল্য মূল্য, না হয় যদি তার।
তবু তারে করবে তুল্য, দিতে টাকার ভার॥
উননিয়ে খুৎ পূরাবে, টাকাকড়ি নিয়ে।
তার চেয়ে আরো লাভ যদি টাকাই করি বিয়ে॥

বল্‌ছি তোমায় সত্যি কথা, ক'ত্তে পারি বিয়ে।
নেবে নাকো একটী কড়ি, বিয়ে আমায় দিয়ে॥
চা'লের সাথে কুঁড়ো দিয়ে, কল্লে ওজন ভার।
কুঁড়ো ধুইয়ে যাবে যখন, ক্ষতি হ'বে কার?
চাল কাঁকরে মিশায়ে বা, অনেকগুলি পেলে।
লাভ তার যাবে উড়ে, একবার তায়ে খেলে॥
তাইতো বলি অমন লাভের নাই প্রয়োজন।
মূলে যখন ঘাট্‌তি হবে, পস্তাবে তখন॥

পিতা। ছি ছি বাবা সেকি কথা, বুঝ্‌লে উল্টো তুমি।
আমায় তুমি ভাব্‌লে পর, হবে বিপথগামী,
বিদ্যালাভ হয়েছে বটে, তাতে কি হ'বে বাছা!
বয়েস গুণে বুদ্ধি তোমার অবশ্যই কাঁচা॥
তুল্য মূল্য আন্‌বো ঘরে, বুঝ্‌লে নাকো বাপ।
টাকা কড়ি ওসব শুধু, উপরি একটা লাভ॥

পুত্র। বেশতো বাবা জলের মত, বুঝ্‌ দিচ্ছ ভারি।
তুমি যা কত্তে যাচ্ছ সে যে, ন্যায়ের ঘরে চুরি॥
এই লোভে না সমাজ-দেহে অম্বলের সৃষ্টি।
সস্তা পেয়ে কিন্‌ছ বিষ, খেতে যাহা মিষ্টি।
যাচ্ছে তনু ছারেখারে, তবু ভেজালেতে দৃষ্টি।
খাঁটী জিনিষ ছোঁবে নাকো, যাতে দেহের পুষ্টি॥
আমি কি'আর বলবো বাবা, বলতে পারি কি।
ঘিয়ের বদল খাচ্ছ চর্ব্বি, তুমি জেনেছ ঘি॥
আধা মূলে খাঁটি কিন্‌বে, এই এঁচেছ মনে।
হক্কের ঠক শোধতে গতি, নাই ভেজাল বিনে॥
তুমি যেমন দুনো লাভের, কচ্ছ দৃঢ় পণ।
সবার তেমন লাভের দিকে, পড়ে আছে মন॥
বুদ্ধি বেড়েছে কি লোভ বেড়েছে, ভেবে দেখ বাবা।
বল্‌তে হয় বল না হয় লক্ষবার হাবা॥

পিতা। হাবা কেন সুচতুর তুমি, তুমি বুদ্ধিমান।
তোমার বুদ্ধি নিলে যে হবে, সদা গঙ্গা স্নান॥

মাতৃ গর্ভে ছিলি যখন (আর) এখন বি-এ ছেলে।
সর্ব্বশান্ত হলুম আমি, ও'টা তোকে পেলে॥
ওগুলো বুঝি টাকা নয়, কেবল পাতর কুঁচি।
দশটী হাজার গেছে মোর, ছিল যা পুঁজি॥
যা খোয়েছি তাই চাচ্ছি, লাভ রেখেছি ফেলে
(এই) হক দাবী যে ঠক বলে, সে কি সুবোধ ছেলে?

পুত্র। বলিহারি ফন্দি তব, বুদ্ধির ওজন ভারী।
এম্নি যদি বটে সে তো, মজার দোকান দারী॥
যার জিনিষ তারি রইবে, নিয়ে যেতে মানা।
দাম দিয়ে সরে পড়া, এ অদ্ভুত বেচা কেনা॥
একবার বেচো দু'বার বেচো, এরে একি ঠাঁই।
শনি পূজোর প্রসাদ ভারি, ঘরে নিতে নাই॥
ন্যায়ের বাড়া ধর্ম্মের সেরা, এই দোকানদারী।
এসে শুধু দাম দিয়ে যাও, পুণ্যি হবে ভারী॥
তোমার ছেলে পুষছ তুমি, স্বভাবধর্ম্ম বলে।
পশুরাও করে তাই নয়, সংসার কি চলে?
তোমার ক্ষতি শোধিয়ে যাবে, এসে অন্য জনে।
তার ক্ষতিটা ভেসে যাক্, ভেবেছ এই মনে॥
সাধু বটে সঙ্কল্প তোমার, ধর্ম্ম তব বল!
বক-ধর্ম্ম প্রভাবে সমাজ, যাচ্ছে রসাতল॥
মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ জীব, মান যদি তার এত।
তারে কেন বেচবে তুমি, গো ছাগলের মত?
হরিশ রাজা বিকিয়েছিল, দিয়ে দাস খত।
মানুষ পণ্য বিকে হয়, ক্রেতারি অনুগত॥
মানুষের আদর বড় বেশি, মণি মাণিক চেয়ে।
তা' তুমি চাও বেচ্‌তে, মাটীর ময়লা পেয়ে?
কৃপালব্ধ সম্পদ আর শ্বশুর-দত্ত ধন।
কা-পুরুষেরই করে থাকে, তাহার আকিঞ্চন॥
এমন কার্পণ্য আর কলুষের বোঝা নিয়ে।
এখনও কি ইচ্ছা তোমার, দিতে আমার বিয়ে?

(তাইতো বলি) ডুব দিয়ে খাচ্ছ জল তুমি, এমনি ধুরন্ধর।
তোমারি পাপে হিন্দু সমাজ যাচ্ছে খাড়া তল॥
ছাপাই তুমি গেয়ে বেড়াও, নিষ্ঠা তব ভারী!
(আর) আমরা শুধু খোয়াচ্ছি জাত, হ'য়ে ভ্রষ্টাচারী॥
'অষ্টমেতে হবে গৌরী', বটে তো শাস্ত্রের বচন।
অষ্টম ছেড়ে অষ্টাদশ তবে, হচ্ছে কি কারণ?
নয় কি তা' হচ্ছে কেবল, তোমার অত্যাচারে।
তোমার লোভের খাই দিতে, কয় জনেতে পারে?
অষ্টমেতে পা বাড়ালো, যখন কচি খুঁকী।
পড়া সাঙ্গ হ'তে পিতার, তখনও আছে বাকী॥
একটা দু'টো 'বছর যাবে, উমেদারী ক'রে।
চাকুরী যা হ'লো বটে তাতে পেট নাহি ভরে॥
এমন ক'রে মেয়ে তো দিলে দশ বছরে পা।
আরটী এসে নিলে জন্ম, বাড়লো সাবেক ঘা॥
খরচ আদি বাড়্‌ছে বটে, উপায়ের হেতু কি?
এমন ক'রে বারো বছরে, পা বাড়ালে সে ঝি॥
করজ বরজ ধারে ধুরে, যা জোটান হ'ল।
আধেক খাকৃতি মিটলো না, (তাই বিয়ে ফিরে গেল)॥
ষোড়সী ঘরে পড়সী তাই, করেছ কানাকানী।
ঋতুমতী হ'লো বাছা হ'লো, লোক জানাজানি॥
(তাই) বৃদ্ধ বর নয় নফর গোলাম, একটা ধ'রে।
যেন তেন করে বেচারার, যেতে হ'চ্ছে ত'রে॥
(হায়) কোথা তোমরা বরের বাপ, কোথা বাবা তুমি!
বল কার পাপে কলুষিত, হচ্ছে বঙ্গভূমি!
যায় হিন্দু সমাজ রসাতলে, কেন দিনে দিনে?
জান না যে অন্য ধর্ম্ম, লোভের খাকৃতি বিনে॥
মানের গোড়ায় ছাই দে'ছ, অর্থে ক'রে ভর।
চৌদ্দপুরুষ উজ্জ্বল হ'লো, গোলাম যবে বর॥
রক্ত-দুষ্ট বংশ পুষ্ট তব, বহ্বারম্বড় ক'রে।
মূলের ভূল সারবে কিগো, মানের ভুরী পড়ে॥

যার দেহে সেই খাঁটী রক্ত, বীর্য্য সাচ্চা আছে।
চরণে ধ'রে মিনতি আমি; কচ্ছি তার কাছে॥
রক্ষা কর জাতি কুল, যার তোমার যে ভেসে।
এই আহবে তুমিই রথী, ধর ধনু হেসে॥
সেই বীর্য্য সেই রক্ত, যার শরীরেতে নাই।
বুঝবে না সে এর কদর; ঝকমারি ছাই—
কোথা ওহে নব্যবঙ্গ, আশা ভরসার স্থল।
আছে কি হে (সেই) সাচ্চারক্ত ক্ষত্রিয়ের বল?
থাকেই যদি তবে কেন, চেন্ ঘড়ির লোভে।
যাচ্ছ কেন তবে তুমি, গো-ভাগারে ডুবে?
মানের গোড়ায় দেচ্ছ ছাই, লোভের হ'য়ে দাস।
পূর্ব্ব-গৌরব ডুবিয়ে নিলে, হীনতার ফাঁস॥
মান বড় কি ধন বড়, বুঝে দেখ না ভাই।
মানের বাড়া ধন জগতে, আরতো কিছু নাই॥
বাহুবলে ধন তোমার, অঙ্কসায়িনী হবে!
কৃপাজীবী হ'লে তোমায়, কা'পুরুষ যে কবে॥
ধনের আদর কর যদি, মানকে ঠেলে পায়।
সেই বংশের অংশ কিছু, আছে কি তোমার গায়?
সেই বংশ অবতংশ ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
আর ভীমার্জ্জুন জনকাদি, মহী যাঁর প্রজা॥
রামচন্দ্র রঘুবীর যেই বংশের ধুরন্ধর।
সেই বংশের অবতংশ কি, এই সব বর্ব্বর?
আদর্শ ভুলে ডুবে যাচ্ছে যে ঘোর রসাতলে।
কি ছিলে কি হ'লে এখন, দেখনা তা ভুলে॥
নারী হ'তে ধন লাভ যেই পুরুষে চায়।
নারীর অধম বটে সে, পশুর অধম হায়॥
যা হ'য়ে গেছে ঘুম ঘোরে, এখন হ'তে ভাই।
হীনতার অতীত তুমি, দেখ্তে যেন পাই॥

শ্রীরাইমোহন মিত্র।

কাশ্মীরে কায়স্থ রাজন্যবর্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(১৭৭ পৃষ্ঠার পর

...োক্তের সিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা ঋগ্বেদের ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু ও যম প্রভৃতি ...াগণের সম্বন্ধে বুঝিতে পারি যে, দেবতারা কার্য্যমাত্র এবং কার্য্যবর্গের মধ্যে ...্যুত কারণ সত্তাকেই কার্য্যভেদে বিভিন্ন নামে স্তুতি করা ঋগ্বেদের স্থির ...া। ঋষিগণ ঋগ্বেদে যে এইরূপে একই সত্তাকে অগ্নি, যম, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি ...বিধ নামে আহ্বান করিতেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে যথা :—

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

...ি তাঁহারা জানিতেন যে :—

"মহৎ দেবানাম সুরত্বমেকম্।"

মহৎ দেবতাদিগের মৌলিকবল বা মূল-সত্তা একই। ইহা জানিতেন বলি-...াই তাঁহারা কার্য্য কারণানুসারে একই দেবতাকে বহুবিধ নামে আহ্বানও স্তুতি ...রিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যবর্গই দেবতাবর্গ এবং সেই দেবতাবর্গেই কারণসত্তা ...বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান।

ঋগ্বেদের প্রথম, দ্বিতীয়, নবম ও দশম মণ্ডলে মিত্র ও আদিত্যের বহুল উল্লেখ ...াছে। মিত্রই সবিতা, আদিত্য, অরুণ, ভগ, পুষা, বিষ্ণু, সূর্য্য, অর্ক, অর্য্যমা ও ...বিবস্বান এবং পুরাণে ভাস্কর, চিত্র, ভানু, বিভাবসু, পণ ও স্বয়ম্ভূ প্রভৃতি বিবিধ নামে পূজিত।

...পুরাণে সূর্য্যদেব :—

"যম তাতো অংশুমালী যমুনা প্রীতিদায়কঃ।"

...তাঁহার :—

"মসীভাজন লেখন্যৌ বিভ্রৎকুন্তী তু দক্ষিণে।"

...তিনি :—

"ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্ত দ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্॥"

ইনি যে ক্ষত্রিয় দেবতা তাহা আমরা বেদোপনিষদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ...ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণ দিয়াছি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা দেবী ইঁহার প্রথমা পত্নী,

তাঁহারই গর্ভে বৈবস্বত যম চিত্রগুপ্ত ইঁহারই পুত্র। ঋগ্বেদে আছে "বিষ্ণু সপ্ত কিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" এই সপ্ত কিরণই সূর্য্যদেবের সপ্তাশ্ব। পুরাণে সূর্য্যদেবে দ্বাদশভাগে বিভক্ত। ব্রহ্ম-সত্তা তাঁহাতেই বিশিষ্টরূপে অনুসৃত বলিয়া কোন কোন স্থলে ব্রহ্মারূপেও কথিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে "মিত্র" জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি এবং সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। এই জন্যই স্কন্দ পুরাণে প্রভাস খণ্ডে দেখিতে পাইবে, যমের যমজ ভ্রাতা চিত্রগুপ্তের পিতার নাম "মিত্র" এবং ইনি কায়স্থ। এই স্থানে অগ্নিপুরাণের সেই প্রাচীন সূর্য্য-স্তব মনে হয়:—

"স সপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যদ্বিপদ্মধৃক্।
মসীভাজন লেখন্যৌ বিভ্রৎ কুণ্ডী তু দক্ষিণে॥"

সূর্য্য ও মিত্রের ন্যায় যমজ যম ও চিত্রগুপ্ত যে অভিন্ন ক্ষত্রিয় দেবতা শাস্ত্রে তাহার বহুতর প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যম তর্পণ মন্ত্রও তাহার অনুরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি নিয়মরক্ষক বলিয়া তাহার নাম যম, বিবস্বানের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম বৈবস্বত, এবং জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক "অদৃষ্ট লিপি" চিত্র করত গুপ্তভাবে রক্ষা করেন বলিয়াই তাহার নাম চিত্রগুপ্ত। শাস্ত্রে চতুরাঙ্গুলির অগ্রভাগকে "কায়" বলিয়াছেন, লেখনী বা চিত্র ফলক তাহাতে স্থিত হইয়া যাঁহার দেবত্ব প্রকাশ করিতেছে তিনি "কায়স্থ", পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতারা কার্য্যমাত্র এবং কার্য্যভেদে একই দেবতার বিভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মরাজ যম বা চিত্রগুপ্ত এই কারণে ব্রাহ্মণগণেরও নমস্য।

যে ক্ষেত্রে সূর্য্য বা বিষ্ণুর হস্তধৃত পদ্ম পরিত্যক্ত হয়, সূর্য্য ও মিত্র অভিন্ন দেবতা বলিয়াই সেই স্থানকে পুরাকালে "মিত্রবন" বলিত। শাম্ব পুরাণে এই মিত্রবনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাদব-কুল-সম্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র শাম্বের অনবধানতার জন্য কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন, শাম্ব সেই শাপ মুক্তির জন্য চন্দ্রভাগাতীরে এই মিত্রবনে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিবার জন্য উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কল্যা অগ্রযুগে হিম প্রলয়ের পর পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইলে, বৈবস্বতই হিমালয় পর্ব্বতে রাজত্ব স্থাপন করেন। "রাজতরঙ্গিনীর" প্রথম তরঙ্গেই দেখিতে পাই:—

"পুরাসতীমতঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ।
কুক্ষৌ হিমাদ্রের্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণী ষট্॥

অথ বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্।
দ্রুহিনোপেন্দ্র রুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজা সৃজা॥"

পুরাকালে কল্পারম্ভ হইতে ষষ্ঠ মন্বন্তর পর্য্যন্ত এই পৃথিবী হিমালয়ের কুক্ষিতে জলপূর্ণ হ্রদরূপে অবস্থিত ছিল, অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

কাশ্মীর মণ্ডলের সৃষ্টি প্রসঙ্গেই উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া, তৎপর বলিতেছেন:—

"কশ্যপেন তদন্তস্থং ঘাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্।
নির্মমে তৎসরো ভূমৌ কশ্মিরা ইতি মণ্ডলম্॥"

প্রজাপতি কশ্যপ সেই হ্রদের অন্তঃস্থিত জলচরগণকে বিনাশ করিয়া কাশ্মীর নামক মণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাই জগতের আদিস্থান। এই কাশ্মীর মণ্ডলই আদি আর্য্য-নিবাস। পরমপূজনীয় আর্য্যগণের আদি নিবাস, এই শরৎ ও হিমপ্রধান স্থানে থাকা প্রযুক্তই "হিম" ও "শরৎ" শব্দ তৎকালে বর্ষবাচক ছিল। যথা:—

"তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।" ঋগ্বেদ।

আমাদিগের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধর্ম্মের স্বামী, বিদ্বান্ ও শতহিম জীবী হয়।

"জীবেমঃ শরদঃ শতম্।" ঋগ্বেদ।

আমি যেন শত শরৎ জীবিত থাকি।

ঋগ্বেদ জগতের আদি গ্রন্থ এবং ইহার প্রথম মণ্ডলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে দেখিতে পাইবে, প্রথমে সরস্বতী তৎপরে সিন্ধুনদীর উল্লেখ আছে:—

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।" ১।৩।১০

এই সরস্বতী শোধয়িত্রী এবং অন্নদানে যোগ্যা অন্নবতী। এই সরস্বতী নদীর সঙ্গে আদিম আর্য্যগণের বিশেষ সংশ্রব ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায় এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের একটী ঋক্ পাঠ করিলে আর্য্যগণ কোন স্থান হইতে এই ঋকটী বলিতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়:—

"ইয়ং শুষ্মেভির্বিশখা ইবারুজৎসানু
গিরীণাং তবিষেভিরূর্ম্মিভিঃ। ৬।৬১।২

ইনি বিশখার ন্যায় নিজবলে এবং মহান্ তরঙ্গাঘাতে গিরি সমূহের সানু সকল ভাঙ্গিতেছেন

আরও বলিয়াছেন :—

"উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ঋ˚ ৬৬১।১০

আমাদিগের প্রিয়া সপ্তভগিনীযুক্তা, পুরাতন ঋষি কর্ত্তৃক সেবিতা, দেবী সরস্বতী যেন আমাদিগের স্তুতিযোগ্যা হন।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে আছে :—

"পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।৭।৬

পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকে বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তর দিকেই ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে "তিনি বলিতেছেন" এই বলিয়া তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থানই বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত। ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন :—

"প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদ ঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুম্ সরস্বতী প্রসাদার্থম উদঞ্চে।"

প্রজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কাশ্মীরে সরস্বতী তাঁহার স্থানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্য লোকে উত্তরদিকেই ভাষা শিক্ষা করিতে গমন করে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ সংহিতার পরবর্ত্তী এবং আর্য্যগণ তখন ভারতের সমতলক্ষেত্রে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতেই লোকে জানিত যে, কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ এবং এই স্থান হইতেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর ভাগই বহুদিন হইতে শারদাদেশ বলিয়া বিখ্যাত। শারদা শব্দ সরস্বতীরই নামান্তর। সরস্বতী নদী প্রবাহিত বলিয়া অতি প্রাচীনকালে এই দেশের নাম "সরস্বতী" ছিল। কালস্রোতে গতস্মৃতি কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে, কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে শারদা নামে এখনও লোপ হয় নাই। ঋগ্বেদে সরস্বতীর সহিত কুভা (বর্ত্তমান কাবুল নদী) গোমতী ও সশাখা সিন্ধু মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই বিশ্বাস টলেমির বর্ণোত্তন নদী ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডলোক্ত সরস্বতী নদী। কাশ্মীর মণ্ডলের উত্তরভাগে স্থিত এই সরস্বতী প্রবাহিত প্রদেশেই ঋগ্বেদের প্রথমাংশ হয়; এই কাশ্মীরে গৌরী, সরস্বতী, কুভা ও প্রচলিত সিন্ধু নদীর সঙ্গম স্থানই আর্য্য জাতির আদি নিবাস স্থল। এই স্থানকেই ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে "প্রত্নসৌকম্" অর্থাৎ পুরাতনের আবাস এবং "পৃথিব্যা অধিসানবি" অর্থাৎ পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণেই "রাজতরঙ্গিনীর" প্রথম তরঙ্গের ত্রিশত অষ্টাদশ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যে, কাশ্মীরের অপর একটি বহু প্রাচীন নাম "আর্য্যদেশ" ছিল। ভূমণ্ডলে এই কাশ্মীর মণ্ডলেই আর্য্যজাতির ভূস্বর্গ বলিয়া এই জন্যই বিখ্যাত রহিয়াছে। এই মণ্ডলেই "কৈলাস", "অলকাপুরী" ও প্রাচীন "ইন্দ্রালয় বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

হিন্দুধর্ম্ম অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত অপেক্ষা উন্নত, আটলাণ্টিক মহাসাগর অপেক্ষা সুগভীর এবং অনন্ত আকাশ হইতে সুবিস্তীর্ণ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রোম এ বিপুল স্বর্গীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? প্রায় চারি সহস্র বর্ষ অতীত হইল, সুদূর ইউরোপে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; এ দীর্ঘ কাল প্রবাহের পর আজিও সেই ধর্ম্মগ্রন্থখানি ঐ ধর্ম্মমালার শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠাবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ সুবিস্তৃত হিন্দুধর্ম্মে কত শত সহস্র ধর্ম্মপুস্তক বিরাজমান, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, আগম, নিগম ও তন্ত্র প্রভৃতি কত শত সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ ধার্ম্মিক হিন্দুরগৃহে প্রতিনিয়ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাদরে পূজিত ও পঠিত হইত, মানবের সাধ্য কি তাহার রসায়ন চিত্র অঙ্কন করিয়া বুঝাইতে পারে? ইংলণ্ড বল, গ্রীস বল কি ফ্রান্স বল, কোথাও ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থের এবম্বিত উন্নতি ও বিস্তৃতি নাই। কিন্তু ভারতে প্রত্যেক শতাব্দীতে, প্রত্যেক যুগে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থের

বহুল বিবৃতি ও উন্নতি পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্মই হিন্দু-জীবনের একমাত্র সার পদার্থ, ধর্ম্মোন্নতি হিন্দুর হইবে না ত আর কাহার হইবে?

মানব মাত্রেরই অন্তঃকরণ এক উপাদানে সংগঠিত নয়। সুতরাং একবিধ ধর্ম্ম সকল মানুষের মনে সমান অধিকার লাভ করা একরূপ অসম্ভব। কোন ব্যক্তি পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম গুণগ্রাম চিন্তা করিতে ভাল বাসেন, কেহ অকপট পবিত্র ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে যত্ন করেন, আর কেহবা কেবল সেই করুণাময়ের বিমল করুণারই পক্ষপাতী। কেহ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে ভাল বাসেন, কেহ পতিতপাবন শ্রীমধুসূদন বলিয়া ঈশ্বর চিন্তা করেন। আর কোন ব্যক্তি বা 'কর্ম্ম' দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ হৃদয়ে পবিত্র ভক্তির উৎস উঠাইয়া প্রেম-তরঙ্গে ভাসমান হইতে ভালবাসেন। এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন প্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া প্রবল বেগে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং একবিধ ধর্ম্ম উহাদের সকলের তৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। তাই নিখিল জ্ঞানসম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রবৃত্তি ভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মলাভের শক্তি তাহাকে সেইরূপ ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবার উপদেশ ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বল, বীর্য্য ও শৌর্য্যাদির অধিপতি, প্রেমের মর্ম্ম তিনি বুঝিবেন না; তোমার খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক বলিবেন, 'না, যে হৃদয়ে প্রেম নাই সে ধর্ম্মে অনধিকারী।' কিন্তু আমার হিন্দু গুরু অমনি বলিবেন, 'ঐ দেখ বৎস! দশভুজা দুর্গতি নাশিনী দুর্গামূর্ত্তি তোমার সম্মুখে কিরূপ উগ্রভাবে বিরাজ করিতেছেন।' ঐ দেখ, জননী শিষ্ট পালনার্থ সিংহ পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা হইয়া দুর্দ্দান্ত অসুরদিগকে কিরূপে নিধন করিতেছেন। ইনিই তোমার দেবতা; তুমি ঐ দেবীমূর্ত্তিকে স্মরণ করিয়া শিষ্ট পালন হেতু দুষ্টের দলন করিবে! ভক্ত তখনই অবনত শিরে গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিবে, 'প্রভো! আপনি আমাকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ যাহা দেখিলাম, এ জন্মে তাহা আর ভুলিব না। আবার ভক্ত দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিবেন, মাতঃ দশভুজে! তোমার প্রাসাদে যাহাতে দুষ্ট দলন ও শিষ্ট পালন করিতে পারি আমায় এরূপ মহতী শক্তি প্রদান কর।' এইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির বিভেদে গুরু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এ সংসারে কেহই ধর্ম্মহীন হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ না করেন, ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে শুধু এই একটি মাত্র গুণে ও হিন্দুধর্ম্ম জগতীয় যাবতীয় ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকর্ষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ!

ধর্ম্মের অঙ্গ দুইটি। প্রধান বা মুখ্য, আর অপ্রধান বা গৌণ। উপাসনা, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আর নীতিশিক্ষা, নীতি-শাস্ত্রের ও হিতোপদেশ প্রদান প্রভৃতি ধর্ম্মের গৌণ অংশ বলিয়া কথিত আছে। খৃষ্টধর্ম্মাপেক্ষা কত উন্নত ধর্ম্মনীতি হিন্দুশাস্ত্রের স্থানে স্থানে জলদক্ষরে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম পুস্তকে যে দশটি নীতিমালা আছে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে কেন, চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি শিশু পাঠ্য গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। খৃষ্টানদের নীতিমালা এইরূপ:—

১। পরদার করিও না।

২। চুরী করিও না।

৩। হত্যা করিও না।

৪। তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

৫। পিতামাতাকে ভক্তি করিও।

৬। তোমার প্রতিবেশীর গৃহ দেখিয়া লোভ করিও না, তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া লোভ করিও না। এবং তাহার দাসদাসী ও গোরু বলদ প্রভৃতি দেখিয়া লোভ করিও না।" *

এই ত গেল খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মনীতি। কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রন্থ চাণক্যশ্লোকের দুই একটী শ্লোক হইতেও উল্লিখিত নীতি কয়টি সংগৃহীত হইতে পারে। যথা;—

"মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।"

আবার,—

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এবং,—

"মাতৃ পদাম্বুজ রেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপয়েৎ যদি।
চরমে জাহ্নবী তোয় তুল্য মুক্তি লভেন্নর॥"

পরদার করিবে না, শুধু ইহাই নহে, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। শুধু যে পরদ্রব্য লইবে না, ইহাই নহে, পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যতগুলি হিতোপদেশ তাহা হিন্দুশাস্ত্রের সামান্য সামান্য গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই জগতীয় সমুদয় ধর্ম্মাপেক্ষা শীর্ষস্থান পাইবার প্রকৃতাধিকারী।

* অবশিষ্ট নীতি চতুষ্টয় খৃষ্ট নিজেই বাদ দিয়াছেন বিধায় উদ্ধৃত হইল না। লেখক।

হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষতার অন্যতম কারণ এই যে, এ ধর্ম্মে সকাম এবং নিষ্কাম এই উভয়বিধ উপাসনারই বিধি আছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মেই নিষ্কাম উপাসনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ সকাম উপাসনা হইতে নিষ্কাম উপাসনা, অর্থাৎ ইহকালের বা পরকালের সুখ সমৃদ্ধি কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে যে উপাসনা উহাই শ্রেষ্ঠতর উপাসনা বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত আছে। অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই শ্রেষ্ঠ বিধির নিষ্কাম উপাসনা নাই। সুতরাং এবম্বিধ নানা যুক্তি দ্বারা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই জগতীয় সমুদয় ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। হরিভক্ত প্রহ্লাদ একজন বিখ্যাত নিষ্কাম উপাসক ছিলেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাঁহার জীবন চরিত উদ্ধৃত হইল না। সহৃদয় পাঠক পাঠিকে! এরূপ উন্নত ধর্ম্ম ও ভক্তিবাদ পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্মে দেখিয়াছেন কি?

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলন।

"জাতিভেদের গণ্ডী সত্ত্বেও দেশে একজাতিত্ব ও একপ্রাণতা গঠিত হইতে পারে।"

আঃ কাঃ প্রঃ, ১৩১১।

"The idea of a United India cannot be based merely on historical unification. Social unification of India must be through the abolition of the system of subsections which was an incident of residence and chance".

BABU SARADACHARAN MITRA *at Faizabad.*

"The All-India Kayastha Conference has accomplished a reform of considerable importance to their community and to Hindu Society generally."

The Bengalee.

সূচনা।

আমাদের ভারতবর্ষে বিশাল হিন্দুসমাজে জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে দুইপথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। ১ম, জাতিভেদ ধ্বংস করিয়া হিন্দু সাধারণকে এক জাতিত্বে পরিণত করা; ২য়, জাতিভেদ রক্ষা করিয়া স্থান ও কালের ব্যবধান ভুলিয়া ভারতের বিভিন্নদেশবাসী জাতিবিশেষের লোকদিগকে

সামাজিকতার সূত্রে গ্রথিত করিয়া সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া। প্রথমোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া নানক, চৈতন্য ও কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। শিখ, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তির পর এক শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে তাহারা দৃঢ়তর জাতিভেদের জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জাপান ও মহারাষ্ট্র দেশে আমরা শেষোক্ত পন্থার সফলতার পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজরাজের পতাকার অধীনে রাজনৈতিক অধিকার ও ইংরাজী সভ্যতার সমতাবন্ধ ও সংস্কারের অনলে সংশোধিত হইয়া পৃথক পৃথক জাতি সমূহের ইষ্টকখণ্ডে যে সৌধ নির্ম্মিত হইবে তাহা তাজমহলের ন্যায় চিরদিন জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব ঘোষণা করিবে।

যাহা কল্পনার বিষয় ছিল তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, যাহা অনুমানের বিষয় ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের অতীত বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত মৃত ছায়া সজীবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুজাতির উদ্ধারের জন্য চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। যে যাদুকরের মন্ত্রে এই অসম্ভব ইন্দ্রজাল সম্ভব হইয়াছে তিনি ধন্য, আর ধন্য অখণ্ড ভারতভূমির বিপুলকায় কায়স্থ জাতি।

গত ইংরাজী বৎসরের শেষ দুই দিন (৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর) কলিকাতার টাউনহলে সকলে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহা বৃদ্ধ কখনও দেখেন নাই, বালক কখনও দেখিবে কি না কে বলিতে পারে?

"The meeting of the All-India Kayastha Conference which was held at 11 A.M. in the Town Hall on Monday, broke all record of the past."

The Bengalee

অর্থ:—গত সোমবার ১১টার সময় টাউনহলে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, সেরূপ সভা আর কখনও হয় নাই।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভার আহ্বানে দূর দূরান্তর হইতে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তবাসী, বিভিন্নভাষাভাষী, কায়স্থকুলের যিনি যেখানে ছিলেন, স্ব স্ব জাতি ও সমাজের প্রতিনিধিরূপে ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্র, ভূতপূর্ব্ব রাজধানী, কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে মান্দ্রাজী আসিয়াছিলেন, মারাঠী আসিয়াছিলেন, নাগপুরী আসিয়াছিলেন, রাজপুতানাবাসী ও পঞ্জাবী আসিয়াছিলেন, বিহারী আসিয়াছিলেন, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশবাসী আসিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন বঙ্গ, বারেন্দ্র ও রাঢ় হইতে সমাজপতি ও গোষ্ঠীপতিগণ। সভায় গৌড়, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, নিগম, মাথুর, সক্‌সেন, ভাটনাগর আসিয়াছিলেন, চিত্রগুপ্তী ও চান্দ্রসেনী আসিয়াছিলেন, সৌর ও চান্দ্রবংশী আসিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন

ভারতের ব্রাহ্মণকুল-শিরোভূষণ-দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিং বাহাদুর। অতএব সেখানে আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশের অপূর্ব্ব মিলন ও সমাহার হইয়াছিল। কালীগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে সেদিন গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-সিন্ধু-নর্ম্মদা-তাপ্তীর মহাসঙ্গমে শতপ্রয়াগের উদয় হইয়াছিল। তাই অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি, উত্তররাঢ়ীয় কুলপতি, বিনয়নম্র মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার সাদর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—

"It is truly a bringing together of the Himalayas and the Vindhyas, the Mahendras and Malayas."

ইহা বাস্তবিকই হিমালয় ও বিন্ধ্য, মহেন্দ্র ও মলয়ের একত্র সমাবেশ। সুকবি বরদাচরণ উদ্বোধনে সুমধুর তানে কলকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

এস গোদাবরী, সিন্ধু কাবেরী,
পদ্মা, মেঘ্না, বাজাইয়া ভেরী,
এস নর্ম্মদা, এস মহানদী,
গঙ্গা ও নীল যমুনে,—
এস উচ্ছ্বাসে, মহাকল্লোলে ;—
যুক্ত-বেণীতে বহিলে সকলে,
পার হিমাদ্রি উপাড়ি ফেলিতে
অতল-জলধি-শয়নে !

ইতিহাস।

বহুদিনযাবৎ বঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে কায়স্থ সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। সে আজ অনেক দিনের কথা, যখন আন্দুলের রাজবাটীতে উপনয়নসংস্কারের চেষ্টা হইয়াছিল এবং ফরিদপুরের স্বর্গীয় শশিভূষণ মজুমদার নগরে নগরে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এখনও পশ্চিমবঙ্গে মহামনা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার কায়স্থ জাতির কল্যাণ ও সংস্কার সাধনকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া রহিয়াছেন। ইদানীন্তন দশ বার বৎসর যাবৎ সম্মিলিত ভাবে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় যথারীতি অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

		সময়		স্থান	সভাপতি
১ম	বৎসর	১৩০৮-৯,	অগ্রহায়ণ,	পাথুরিয়াঘাটা ৺ রমানাথ ঘোষের বাটী	মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
২য় ও ৩য়	„	১৩০৯-১১,	„	বাগবাজার ৺ রায় নন্দলাল বসুর বাটী	মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (উত্তররাঢ়ীয়)
৪র্থ	„	১৩১১-১২,	„	ঝামাপুকুর রাজা ৺দিগম্বর মিত্রের বাটী	স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের (বঙ্গজ) পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র সি আই ই।
৫ম	„	১৩১২-১৩,	„	১৮।৪ অক্রুরদত্তের লেন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্তের বাটী	রাজর্ষি বনমালী রায়ের (বারেন্দ্র), পরিবর্ত্তে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।
৬ষ্ঠ	„	১৩১৩-১৪,	„	পটলডাঙ্গা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিকের বাটী	রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
৭ম	„	১৩১৪-১৫	„	অপার্ সার্কুলার্ রোড্, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গৃহ	কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ (উত্তররাঢ়ীয়)
৮ম	„	১৩১৫-১৬	চৈত্র	বহরমপুর	রায় যতীন্দ্রনাথ, চৌধুরী এম্‌এ, বি-এল্ (বঙ্গজ)
৯ম	„	১৩১৬-১৭,	„	অপার্ সার্কুলার্ রোড্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গৃহ	৺কৃষ্ণবল্লভ রায় (বারেন্দ্র) পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি-এল্।
১০ম	„	১৩১৮	„	রংপুর	শ্রীযুক্তসারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি-এল্ দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

এইসকল মত শিশুও ক্ষুদ্রচেষ্টার পূর্ণ অভিব্যক্তি কলিকাতা টাউনহলে ভার ব্যাপী কায়স্থ সাধারণের বিরাট সভা।

বঙ্গের বাহিরে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যেও চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ যাবৎ মিল ও একীকরণের আভ্যন্তরিক চেষ্টা ও প্রেরণার পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, কি পশ্চিম ভারতের গৌড়, মাথুর ভাটনাগর, সকসেন, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, অহিষ্ঠান করণ, সূর্য্যধ্বজ, বল্মীক, কুলশ্রেষ্ঠ এবং নিগম এই দ্বাদশ শ্রেণীর চিত্রগুপ্ত বংশী কায়স্থগণ সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ আমাদিগের সংস্রব ও স্মৃতি পরিত্যাগ করি ছিলেন। আমরা কান্যকুব্জ ও পশ্চিম ভারতের সহিত আমাদের পিতৃপুরুষদিগে সম্পর্কের কাহিনী হৃদয়ের ভরার কৌটায় স্মৃতির মন্দিরে অতি যত্নে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু ভাষা ও স্থানের পার্থক্য, সমা ও রীতিনীতি, চীনের প্রাচীরের ন্যায়, বাঙ্গালী কায়স্থদিগকে লালা ও প্রভু কায় হইতে এতকাল বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালী মোহনিদ্রা ঘুমঘোরে এলাহাবাদ হইতে তাহাদের স্বজাতিদিগের আহ্বান শুনিয়া চমকি হইয়াছিল। তাহারা বুঝিল মৃতকল্প বিশাল কায়স্থ জাতির অসার দেহে আব চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। এইরূপে কায়স্থ সমাজের জড়দেহেও পুনরায় স্প আরম্ভ হইল।

"It was on the occasion of the last Conference Allahabad that the Bengalee Kayasthas were for the first time honoured with an invitation."

MAHARAJA GIRIJA NATH ROY.

অর্থ:—এলাহাবাদের সম্মিলনে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় কায়স্থগণ নিমন্ত্রণ লাভ করি সম্মানিত হইয়াছিলেন।

এলাহাবাদের কায়স্থ সভার সভাপতি লালা জোয়ালাপ্রসাদ সিংহ বাঙ্গা কায়স্থদিগের কুলপঞ্জী জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। * সেই গুপ্ত ইতি হাসের লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া ছিন্ন অঙ্গ মূলদেহে পুনরায় যোগ করিয়া দিয়াছে।

* গত ১৩১৬ সনে আগরা কায়স্থ-সম্মিলনের সভাপতি রায় বাহাদুর রঞ্জনলাল সভায় বঙ্গীয় কায়স্থের কৃতী-সন্তানগণের নামোল্লেখ করিয়া সকলে একযোগে কার্য্য করিবার কথা উল্লেখ করেন। তদ্বিবরণ তথাকার "কায়স্থ-হিতকারী" নামক উর্দ্দু পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযু কামতাপ্রসাদ সকসেন ২৭টী প্রশ্ন বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তাহার যথাযথ উত্তর প্রকাশ করিলে এলাহাবাদের কায়স্থ-সম্মিলনে বঙ্গীয় কায়স্থবর্গ নিমন্ত্রিত হন।

সংবৎসর (৬ই ও ৭ই এপ্রিল, ১৯১২) ফৈজাবাদের কায়স্থ জাতির একটা সম্মিলনী বা মন্ত্রণাসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্গের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতিরূপে আহুত হইয়াছিলেন। জাতির আদিম স্থান কায়স্থদের কেন্দ্রভূমি কোশলের প্রধান সহর ফৈজা- বাঙ্গালী কায়স্থের নেতৃত্বলাভ এক বিশেষ দিনের বিশেষ ঘটনা। বাঙ্গালী ইতিহাসে সেই গৌরবের দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

'The memory of that Grand Union of the East and the est of India will be written in characters of gold in the ory of the Bengali Kayastha Community."

MAHARAJA GIRIJA NATH ROY.

সেবার প্রয়াগে যাহার উন্মেষ হইয়াছিল, এবার মহাপ্রয়াগ কলিকাতায় র পরিণতি হইয়াছে।

জাবাদের কায়স্থ কন্‌ফারেন্সে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বলিয়াছিলেন "We may unite and conglomerate into a single whole."

এবং

'To me it would be a happy day when the Kayasthas oughout India would come to feel that they belong to one t community, united by birth and by a common bond sympathy and love, when it will be felt to be a single t in the hierachy of the Indian Social System,—indivisible werful and indestructible."

র্থ—আমরা একত্র সম্মিলিত ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া এক মহাসমষ্টিতে পরিণত হইতে রি। এবং আমি মনে করি সে কি সুখের দিন হইবে যেদিন সমস্ত ভারতের স্থগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা সকলেই এক মহাসমাজভুক্ত, রক্তের সম্বন্ধ পরস্পর সহানুভূতি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। তখন কায়স্থ জাতি অবিচ্ছেদ্য শ্বর, মহাশক্তিশালী ভারতীয় হিন্দু সমাজের এক সুদৃঢ় অঙ্গ বলিয়া গণ্য বে।

এবার তাঁহার এইউক্তি সফলতা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সারদাচরণ তৎপর হইয়া তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়াছেন। এই মহদনুষ্ঠানে কল কায়স্থ জাতিরই কল্যাণ সাধিত হয় নাই, সমস্ত হিন্দু সমাজ এজন্য চরণের নিকট ঋণী। কোনও বিশিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন:— 'হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় কায়স্থ- রণের—শুধু কায়স্থ-সাধারণেরই বা বলি কেন,—ভারতের সমগ্র সম্প্রদায়েরই ভাবে ধন্যবাদের পাত্র। কেননা বিশেষভাবে তাঁহারই কল্পনায়, তাঁহারই

প্রস্তাবনায় ও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সভায় অধিবেশনের ন্যায় বিরাট ব্যাপারও সর্ব্বতোভাবে সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। এইরূপ ... বিরাট সামাজিক শুভসম্মিলন সঙ্ঘটন করার ন্যায় জাতীয় মঙ্গল অনুষ্ঠান ... অল্পই আছে।"*

ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বিধাতার অজস্র কৃপায় কায়স্থজাতি স্বার্থ, বিদ্বেষ, হিংসা ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শত বিঘ্ন সত্বেও ভাই ভাই হাত ধরাধরি করিয়া আজ উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।

উদ্যোগ।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সারদাবাবুর বাটীতে (৮৫নং গ্রেষ্ট্রীটে) এবং আলবার্টহলে মহাসমিতির আয়োজন ও অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ ও মন্ত্রণা সভায় অধিবেশন হইতেছিল। নাগপুরের মাননীয় গঙ্গাধর চিৎনবীশ, মুম্বইএর মাননীয় চৌ... লক্ষৌর রায় শ্রীরাম বাহাদুর, বিহারের বাবু হরিহরপ্রসাদ, এলাহাবাদের ... ঈশ্বরশরণ এবং বেরিলির বাবু বলদেওপ্রসাদ ইঁহাদের মধ্যে কোন এক জনকে সভাপতি মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব চলিতেছিল। সংবাদপত্রে সাধারণভাবে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পৃথক নিমন্ত্রণপত্রদ্বারা কায়স্থমাত্রকেই মহাসম্মিলনে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইতেছিল। প্রতিনিধি সভ্যদিগকে যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের আয়োজন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল :—

মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রা... শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ আই, সি, এস রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, মাননীয় রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, অনারেবল বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রভৃতি।

স্বদেশী ও স্বজাতির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে উৎসাহী যুবকগণ স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং মহাযজ্ঞের সমাধার জন্য বহু বঙ্গীয় কায়স্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সভার অধিবেশনের দুই তিন দিন পূর্ব্বেই দেশবিদেশ হইতে প্রতিনিধি সভ্য...

* আনন্দবাজার পত্রিকা।

...) আসিতে লাগিলেন। হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে ...অভ্যর্থনা করিতে প্রত্যেক ট্রেণের সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিতেন। ... ক্ষিপ্র, উৎসাহী যুবকগণ লেখনী, ছেদনী ও মসী চিহ্নাঙ্কিত ভারতের ... স্বেচ্ছাসেবকের নিদর্শন বক্ষে লইয়া কি সুন্দর শোভা পাইতেছিলেন!

সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫১ জন ডেলিগেট সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে—

বঙ্গের নানাস্থান হইতে—উত্তররাঢ়ীয় সমাজের দিনাজপুরের মহারাজা ...গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, ...পুরীর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, বাঁশবেড়ের শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র দেব রায়, ...হরের কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায় প্রভৃতি; দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের গোষ্ঠীপতি শোভাবাজারের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ...রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব ও রাজা ...কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রপৌত্র কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব, নড়াইলের রায় শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র রায় বাহাদুর, বীরভূমের জেলার জজ কুমারটুলী মিত্রবাটীর শ্রীযুক্ত

বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, সি এস্, পটলডাঙ্গার মল্লিক বাটীর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ... মল্লিক, হাটখোলার দত্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত ও মন্মথনাথ দত্ত, দর্জ্জি... মিত্রদের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, চোরবাগানের দত্তবাটীর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ... বাগবাজারের ৺নন্দলাল বসুর পুত্র রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ... প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ প্রভৃতি। বঙ্গজ সমাজের সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের রাজা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ ... রায়, মালখানগরের শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু, বি-এল্, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ (ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি), টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি-এল্, বিক্রমপুরের রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায় সাহেব নন্দকুমার বসু, শরৎকিশোর বসু (সব্-জজ) বানরীপাড়ার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গাভার শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ্চন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, বি এল্, নরোত্তমপুরের শ্রীযুক্ত চন্দ্র... কুমার রায়, ইদিলপুরের সমাজপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী, করতাবাদ... শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায়, বি এল্, বাজু সমাজের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ নিয়োগী ... শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার প্রভৃতি ও বারেন্দ্র সমাজের কাকিনার অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়, কৃষ্ণনগরের রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ... ঘড়িয়ালডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, পয়দার জমিদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বর্ম্মা প্রমুখ ৪১৬ জন। বিহার হইতে শ্রীযুক্ত কুলবন্ত সহায় ... বি এল্ (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল), শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম্ এ, বি-এল্ (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল), বাবু কৈলাসপতি সহায় (সম্পাদক ... কায়স্থ ম্যাসেঞ্জার); যুক্তপ্রদেশ হইতে শ্রীযুক্ত বলদেও প্রসাদ, বি এল্ ... এল্ বি, অনারেবল বাবু বালকরাম, কুমার কামতাপ্রসাদ, বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ (উকীল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও সম্পাদক কায়স্থ মহাসভা লক্ষ্ণৌ), বাবু অটলবিহারী ... বাবু ত্র্যম্বকসহায়, বাবু জানকী সহায় অহিঠানা, বি এল্, বাবু সিদ্ধিপ্রসাদ, অনা... রেবল মহাদেও প্রসাদ, বাবু অক্ষয়কুমার বসু, (উকীল সীতাপুর) বাবু মহাবীর প্রসাদ মাথুর, (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) বাবু বাসুদেব প্রসাদ, (জৌনপুর) প্রভৃতি। রাজপুতনা হইতে বাবু মহারাজ নারায়ণ প্রভৃতি। মধ্যভারত হইতে বাবু জোয়ালাপ্রসাদ ভাটনাগর, বাবু দুর্গাপ্রসাদ, বাবু গিরিধারী লাল প্রভৃতি। মুম্বই হইতে রায় বাহাদুর B. A. গুপ্তে। মাদ্রাজ হইতে ব্রজভূষণ লাল। উড়িষ্যা হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বসু, শ্রীনাগ গুপ্ত প্রভৃতি। বৈদেশিক ডেলিগেট্ ১৩৫ জন আসিয়াছিলেন।

...বাবুর বাড়ী, সঙ্গীতসমাজে, কায়স্থসভার কার্য্যালয়ে, কলিকাতা ...বিদ্যালয়ে এবং সেণ্ট্রালকলেজে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ...ছিল। বাঙ্গালীরা অনেকে স্বাগতকারিণী সভার অনুরোধ সত্ত্বেও পরিচিত ...বন্ধুদিগের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি বাবু বলদেওপ্রসাদ, ... ভ্রাতা ও বেরিলির অপর তিন চারিজন প্রতিনিধি সঙ্গীত সমাজে অবস্থান ...ছিলেন।

অধিবেশন

৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১১টায় টাউনহলে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সভার ...ট অধিবেশন হইবার কথা ছিল। আমরা ১০টার সময় তথায় ...ত হইয়া দেখিলাম কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বেচ্ছাসেবকগণ আপন আপন স্থান ... করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। কায়স্থসভার সম্পাদক ... বাবু ভিন্ন আর কেহই তখনও সভায় আসেন নাই। ক্রমে ডেলিগেট ও ...গণ আসিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সুবৃহৎ টাউনহল লোকে ...রণ্য হইয়া গেল। সবুজরঙ্গের মখমলের ফুল ডেলিগেট্দিগের বক্ষে সুন্দর ...ইতেছিল। টাউনহলের ইতিহাসে এরূপ বৃহতীসভার অধিবেশন ইতিপূর্ব্বে ... কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে স্কুল কলেজের ... অজাতশ্মশ্রু কদাচিৎ দুইএকটী দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব ...রা প্রতিনিধি, নিমন্ত্রিত বা দর্শকরূপে এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, ...রা সকলেই দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, চিন্তাশীল বয়স্কব্যক্তি। সমাজে তাঁহাদের ...মতের মূল্য উপেক্ষনীয় নহে। এই হেতু এতবড় জনতাপূর্ণ দীর্ঘকালস্থায়ী ...তে একদিনও কোনরূপ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলতা ঘটে নাই। দুই সহস্রা-... উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কয়েকজন মাত্র বিশিষ্টব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত ...ল।

...বঙ্গের মহারাজা (ব্রাহ্মণ), দিনাজপুরের মহারাজা (উত্তররাঢ়ী), স্যার ...মাধব ঘোষ (বঙ্গজ), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র (দক্ষিণরাঢ়ী), শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ... (বারেন্দ্র), রায় বাহাদুর বি, এ, গুপ্তে (প্রভূ), শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, ... জজ (দক্ষিণরাঢ়ী), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ (বঙ্গজ), রায় ...দুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু, কুমার কাম্তাপ্রসাদ (ফৈজাবাদ), মাননীয় বাবু বালকরাম ...বাদ), রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (দক্ষিণরাঢ়ী), রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

(বঙ্গজ), রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর (বারেন্দ্র), মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (দক্ষিণরাঢ়ী, শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র দেব রায় মহাশয় বাঁশবেড়ে, (উত্তররাঢ়ী) কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায় (চাঁচড়া রাজবাড়ী, উত্তররাঢ়ী) চন্দ্রকুমার রায়, বরিশাল, শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু সবজজ, ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ উকীল চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার (রাজসাহী বারেন্দ্র), শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন (বারেন্দ্র), শ্রীযুক্ত পরমানন্দ সেন (বারেন্দ্র, বগুড়া), শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ী), শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ডাঃ এস্ কে মল্লিক, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (বঙ্গজ), শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার (বঙ্গজ), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম এ, বি এল, (শ্রীবাস্তব), শ্রীযুক্ত সিদ্ধিপ্রসাদ বিএ, এল্ এল্ বি (u.p.), শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ এল্ এল্ বি (এলাহাবাদ), শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল (সিউনী c. p.) শ্রীযুক্ত কুলবন্তসহায় বিএল্ (বিহার), শ্রীযুক্ত অটলবিহারী লাল (আলিগড়), মাননীয় মুন্সী মহাদেওপ্রসাদ (কাশী) রায়সাহেব নন্দলাল বসু (বঙ্গজ) প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় দিনে কাকিনার মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুর, (বারেন্দ্র) ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয় রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রায় (চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল বঙ্গজ) কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় (দিনাজপুর উত্তররাঢ়ী) মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সমবেত জনমণ্ডলী সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন, ঘনকরতালিবাদ্যে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং কক্ষান্তর হইতে ঐক্যতানবাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রায় পৌনে বারটার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। পণ্ডিত বালমুকুন্দ শাস্ত্রী বেদধ্বনি করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। তৎপর গন্ধর্ব্ব বিদ্যালয়ের পরিচালক মুম্বইবাসী সুবিখ্যাত কলাবিৎ পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর সুললিত কণ্ঠে সরস্বতীর স্তোত্র কাণাড়া রাগিণীতে গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহার পর কাশীর মাননীয় মুন্সী মহাদেওপ্রসাদ শ্রীচিত্রগুপ্তস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর মিঃ বি,সি, মিত্র রচিত 'কায়স্থ উদ্বোধন' সঙ্গীত শিবপুরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত হারমোনিয়ম-যোগে গান করিলেন। উদ্বোধনের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

*　　*　　*　　*

বিভেদে ভুলিনু মোরা ভাই ভাই,
নদ নদীপারে হয়ে ঠাঁই ঠাঁই,

আজি শুভদিনে, শোণিতের টানে
টুটিল ভ্রান্তি নয়নে।
মোদের এ চির বিরহের পরে,
নব অনুরাগে লয়ে অন্তরে,
এস ভাই, মেশো বক্ষে বক্ষে,
অটল একতা গঠনে

*　　*　　*　　*

সে গানের কবিত্বপূর্ণ উদ্দীপনায় অনেকেরই শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল। বাঙ্গালা সঙ্গীত গীত হইলে বড়বাজার সঙ্গীতালয়ের অধ্যক্ষ লালা ভৃগুনাথ বর্ম্মা 'মিলন' সঙ্গীত হিন্দীতে গান করিলেন। তৎপর মিঃ কেশবেন্দ্র কৃষ্ণ দেব (ব্যারিষ্টার) উদ্বোধন সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদের ছায়ায় রচিত মিঃ মিত্রের 'A call to my Brothers' অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিলেন। অতঃপর দ্বারবঙ্গাধিপতি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিনিধিরূপে কায়স্থসভাকে আশীর্ব্বাদ করিতে দণ্ডায়মান হইলে চারিদিকে ঘন করতালিধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল। মহারাজা অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন ;—

"ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, যেই নিঃস্বার্থভাবে জনসাধারণের জন্য চেষ্টা করিবে তাহকেই আশীর্ব্বাদ করা। সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আহুত হইয়া আমি কায়স্থ সভাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি। শ্রীচিত্রগুপ্তের সন্তান কায়স্থজাতি চিরদিনই রাজকার্য্যে শাসনবিভাগে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। দান, ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে আপনাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য জাতির অনুসরণ করা উচিত।

"আমি ভরসা করি আপনারা স্বজাতির কল্যাণ ও একীকরণ সাধনের নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের অপরাপরজাতির প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন না। সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব স্থাপন করিতেও আপনারা যত্নশীল হইবেন। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন জাতি বিশেষের উন্নতি ও শক্তির পরিমাণ তাহার দুর্ব্বলতম ও হীনতম অংশের উন্নতি ও শক্তির দ্বারাই বিবেচিত হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারা সকলে একযোগে ভারতসম্রাটের হিন্দুপ্রজা-

পুঞ্জের আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টা না করিলে হিন্দুজাতির পুনরুত্থান সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আপনাদের কর্ণধার। অতএব আমার বিশ্বাস তাঁহাদের নেতৃত্বে আপনাদের যত্ন ও অধ্যবসায়ে পরিণাম অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে।"

মহারাজ বাহাদুর আসনগ্রহণ করিলে পৃথ্বীরায় রাসৌর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চাঁদকবির বংশধর কবি লালুরাম ভাট হিন্দীতে বলিলেন যে—শাস্ত্র পুরাণ এবং রীতিনীতি প্রমাণ করিতেছে যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি। ইহার পর দিনাজপুরের মহারাজা কায়স্থকুলতিলক শ্রীযুত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর স্বাগতকারিণী সভার সভাপতিরূপে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুর সম্রাটকে ধন্যবাদ দিয়া বড়লাট লর্ড হার্ডিং-এর উপর গুপ্তহত্যাকারীর আক্রমণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও পুরাণ ইতিহাসের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থদিগের বংশসম্ভূত। "এতদিন সময় ও স্থানের দূরতা আমাদিগের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একই জননীর অঙ্কে লালিতপালিত ও একই মাতার স্তন্যে পুষ্টিলাভ করিতেন।"

Time was when your ancestors and ours were dandled in the same arms and rocked on the same knees, smiled on the faces of the same happy parents and sucked from the same nourishing breasts.

এমন সময় ছিল যখন কায়স্থরাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেন, এবং 'কায়স্থ' এই গৌরবের পদবীদ্বারা রাজন্যজাতিত্ব বা রাজবংশের সহিত সম্পর্ক সূচিত হইত।

তিনি আরও বলিলেন :—

"Dear brothers, if we are to have the way to unity we must forget all racial animosities, jealousies and banish

... our hearts altogether the idea of preference of one to ...ther."

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! একতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে দেশগত ...ক্য ও হিংসা ভুলিতে হইবে এবং পরশ্রীকাতরতা একেবারে চিত্ত হইতে ...রিত করিতে হইবে।

মহারাজ বাহাদুরের বক্তৃতা শেষ হইলে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ বেরিলির লব্ধ-... উকীল শ্রীবাস্তবকায়স্থ বাবু বলদেবপ্রসাদকে সভাপতির পদে বরণ ...তে প্রস্তাব করিলেন। স্যার চন্দ্রমাধব বলদেব বাবুর গুণবত্তার প্রশংসা ...লেন এবং তিনি কায়স্থজাতির মঙ্গলের জন্য যে সকল হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন ...া বিবৃত করিলেন।

...ম্বইবাসী রায় বাহাদুর গুপ্তের অনুমোদনে, যুক্ত প্রদেশের মুন্সী কামতা ...দ ও হাজারীবাগের অম্বষ্ঠ কায়স্থ মুন্সী কৈলাসপতির সমর্থনে এবং ...মতিতে বাবু বলদেব প্রসাদ সভাপতির পদগ্রহণ করিলেন। দিনাজপুরের ...রাজা সভাপতির গলে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিলেন, সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহা-...কে প্রণিপাত করিয়া তাহার গলে মালা প্রদান করিলেন, দ্বারভাঙ্গার মহা-... দিনাজপুরের মহারাজের গলে মালা পরাইয়া দিলেন। সে মালা বিনিময়ের ... অতি অপূর্ব্ব ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বলিলেন যে ভারতের নানা ...ন হইতে সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ১৭৫ খানা তারবার্ত্তা ও পত্র ...সিয়াছে। প্রেরকদিগের মধ্যে গৌরীপুরের মাননীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র ...ুয়া, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সি, আই, ই সার গঙ্গাধর চিৎনবীশ, মাননীয় মিঃ ...চৌবল, হায়দ্রাবাদের মুরলীমনোহর এবং ইটাওয়ার মুন্সী ...রোয়ার সিংহের নাম ...শেষ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতি হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা বাগ্মিতাপূর্ণ ...ং ভাষা সুস্পষ্ট, অতএব বাঙ্গালীদিগের বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই আশা ...া যায়। সভাপতি নানা দেশবাসী বহু কায়স্থের একত্র সম্মিলনে আনন্দ ...কাশ করিয়া কায়স্থদিগকে তাঁহাদের অতীত জাতীয় গৌরব স্মরণ করিয়াছিলেন ...নি বলিলেন, "কায়স্থবীর সীতারাম সর্ব্বাঙ্গ আহত হইয়াও রক্তাক্ত ও কর্দ্দমাক্ত

কলেবরে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অবসন্ন হইয়াও কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ বীর জাতি ছিলেন। বিধাতার কৃপায় আমাদের দেশে ইংরাজ রাজের আগমনে পুনরায় ধীরে ধীরে আমাদের আত্মবোধ জাগিতেছে। আমরা যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমি বলিতেছি, **আমরা ক্ষত্রিয় এবং নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়** ("We are Kshathyas and nothing but Kshathyas)। সভাপতি কায়স্থ দানশৌণ্ড মুন্সী কালীপ্রসাদ এবং মিঃ টি, পালিতের দানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী কায়স্থেরা আমাদেরই একজাতি এবং জাতি ভ্রাতা। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।" তিনি আরো বলিলেন, 'স্বর্ণযুগ অতীত হয় নাই, তাহা আমাদের সম্মুখে। আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া কায়স্থগণ জাগরিত হও, প্রাণে আশা লইয়া শিক্ষা ও ধর্ম্মলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। আবার তোমাদের গৌরব সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।' ইহার পর সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব সকল উল্লেখ করিয়া ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ে কায়স্থদিগের একত্র পানাহার ও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তিনি জননী জাতির শিক্ষার জন্য প্রত্যেক কায়স্থকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে বলিলেন এবং স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক হিন্দুজাতির সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আবশ্যক। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অতএব তাঁহাদের স্বস্তি বাচন না হইলে কোন কার্য্যে প্রতিষ্ঠা বা শ্রীবৃদ্ধির আশা নাই।"

প্রস্তাব,

অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন,—

১। ভারত সম্রাট পঞ্চমজর্জ ও সম্রাট মহিষার প্রতি ভারতীয় কায়স্থজাতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেছে। প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল। তৎপর সারদাবাবুর পৌত্র ও পৌত্রীগণ মধুর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত (National anthem) গান করিল। যতক্ষণ গান হইল, সভাতে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় পুনরায় প্রস্তাব করিলেন, বড়লাট লর্ড হার্ডিং এবং লেডি হার্ডিং মহাশয়দিগের জীবন নাশের জন্য যে কাপুরুষোচিত চেষ্টা হইয়াছে ভারতের কায়স্থজাতির সমবেত প্রতিনিধিগণ আন্তরিক ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন।' এই প্রস্তাবও সোৎসাহে সকলে পরিগ্রহণ করিলেন।

বিশ্রাম ও জলযোগের পর ৩টার সময় পুনরায় সভার অধিবেশন হইলে লিখিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

৩। ভারতের সুশাসন ও দেশের সাধারণ উন্নতিসাধন রাজশক্তির সহযোগিতা সাহায্যকার্য্যে কায়স্থ জাতির দায়িত্ব এই সভা বিশেষভাবে স্বীকার করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (ঢাকা)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত পিযূষকান্তি ঘোষ, (অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু (ঢাকা)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বি এল্ (কলিকাতা)

সকলেই অতীতে ও বর্ত্তমানে রাজকার্য্যে কায়স্থদিগের উচ্চপদ অধিকার ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেন। সারদাবাবু যুক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্যার জন্ হিউয়েটের শাসনকালে সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে কায়স্থজাতির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়া তথাকার বর্ত্তমান লাট স্যারজন মেষ্টনের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করেন।

৪। কায়স্থ জাতির মঙ্গলের জন্য এবং সমস্ত ভারতবর্ষের কল্যাণহেতু পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ ও একত্র পংক্তিভোজন দ্বারা ভারতবর্ষীয় কায়স্থদিগের বিভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায় সংমিশ্রিত ও একীভূত হওয়া এবং তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সমবেত চেষ্টা বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর বি এ গুপ্তে (মুম্বই)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি (কলিকাতা)।

সমর্থক—কুমার কাম্‌তা প্রসাদ (ফৈজাবাদ)।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় (বন্দিপুর, হুগলী জেলা)।

" কালীপ্রসন্ন সরকার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (ফরিদপুর)।

" সিদ্ধিপ্রসাদ, বি এ, এল্ এল্ বি (সীতাপুর);

" গোবিন্দ প্রসাদ, এম্ এ, এল্-এল্-বি (এলাহাবাদ)।

" সরলচন্দ্র ঘোষ, (কলিকাতা)।

" গিরিধারী লাল, (ছাপরা, মধ্যপ্রদেশ)।

অপরাহ্ণ ৫টায় প্রথম দিনের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছিল। সভা ভঙ্গ হইবা-
প্রাকালে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আপনাদে
গৃহীত প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য আগামী কল্য প্রীতি-
ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। বেলা ১০॥ টার সময় আপনারা অনুগ্রহপূর্ব
শোভাবাজার রাজবাটী স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে অধিষ্ঠান হই
ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে একত্র পানাহারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণ
করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন।"

প্রীতি-ভোজন।

৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১০টার সময়ই শোভাবাজার রাজবাটীতে প্রতিনিধি
নিমন্ত্রিত কায়স্থের অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত প্রবেশ করিতে লাগিল। দ্বারে দ্বা
স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সুশোভিত উদ্যানে
সুসজ্জিত বৈঠকখানায়, বিভিন্নবেশধারী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন প্রদেশবাসী
ক্ষাত্রকায়স্থ অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে
ভেদজ্ঞান পশ্চাতে ফেলিয়া, রক্তের টানে এক সমাজে মিলিত হইয়া পরস্পর চি
ও ভাব বিনিময়ে পরস্পরকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। রাজবাটীর সৌজ
সারদা বাবুর অমায়িকতা ও উপস্থিত সকলের আন্তরিকতা সেই অদ্ভুত সম্মিলনে
নবজীবন যোগদান করিয়াছিল।

যাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই, তাহা সে দিন চক্ষের গোচর হইয়া
ছিল। যাহা পূর্ব্বে কল্পনার বিষয় ছিল, তাহা এখন ইতিহাসের বিষয় হইয়াছে।
কলিকাতার জাহ্নবী তটে ভারতের জাতীয়তা গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।
'তিন কায়েতের তের চুল্লী' ভাঙ্গিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সংস্কার-বিমুখ সমগ্র
চীন জাতি এক দিনে সাধের শিখা ছেদন করিয়া রাষ্ট্রতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল।
এক দিনে ভারতের কায়স্থ জাতি সম্প্রদায় ভেদ তুলিয়া দিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃ
জীবন দান করিয়াছেন। বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র কায়স্থগণ!
তোমরা সকলে জয়ধ্বনি কর। যাহাদের পরিচয় দিয়া তোমরা সমাজে কৌলীন্যের
স্পর্দ্ধা করিতে, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া যাহাদিগ
কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, আজ তাহারা তোমাদিগের সহিত
পংক্তিভোজন করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং তোমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন।

প্রায় পাঁচ শত কায়স্থ প্রীতিভোজনে যোগদান করিয়াছিলেন। কোনও
প্রকারের সম্প্রদায় ভেদের চিহ্ন যাহাতে না থাকিতে পারে, তজ্জন্য বাঙ্গালী

...জ, উত্তররাঢ়ী, দাক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র) ও পশ্চিমদেশবাসী একত্র মিশ্রিত হইয়া
...পাশি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি বাবু বলদেওপ্রসাদ, যোগেন্দ্র-
...গুহ ঠাকুরতা, জয়ন্তকুমার বসু, মহারাজা গিরিজানাথ, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ,
...গিরীন্দ্রনারায়ণ, মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু,জেলার জজ শ্রীযুক্তবরদাচরণ
...ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মাননীয় শ্রীযুক্ত
...পদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার রায় সাহেব নন্দকুমার বসু, ময়মন-
...হের সবজজ শরৎকিশোর বসু প্রভৃতি বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয় ও
...ন্দ্র সমাজের প্রধান প্রধান কুলীনগণ সমাজপতিগণ ও গোষ্টিপতিগণ রাজবাটীর
...দালানে ও তৎসম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে মহামিলনের মহাভোজে যোগ দিয়াছিলেন।
...জের এমন পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা, নিরামিশ আহারের এরূপ আয়োজন,
...ল এই অভূতপূর্ব্ব সম্মিলনেরই বলিয়া সম্ভব হইয়াছিল। বিরাটভোগের
...টি ব্যঞ্জন ভোজনপাত্রের চতুর্দ্দিকে থরে থরে থরে সজ্জিত ছিল।
...ভোজন সামগ্রীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। ভাত ২। গব্যঘৃত ৩। ছানার পোলাও ৪। কমলালেবুর পোলাও
...। লুচি ৬। রুটী ৭। শাক ছোলা ভাজা ৮। বেসমের আলু ভাজা ৯। বেসমের
...গুন ভাজা ১০। পাপর ভাজা ১১। ফুলকপির বেগুনী ১২। দালের বড়া
...। পলতার বড়া ১৪। কচুভাজা ১৫। মোচার চপ ১৬। কাচকলার বড়া
...। শাকের ঘণ্ট ১৮। মোচার ঘণ্ট ১৯। লাউ নারিকেল ঘণ্ট ২০। উচ্ছের
...ক্ত ২১। মূলবেগুন ইত্যাদির চচ্চড়ি ২২। থোড়ের ছেঁচ্কী ২৩। বাঁধা কপি,
...টিকড়াইশুটির চচ্চড়ি ২৪। অরহর ডাল ২৫। আম ও আদা দেওয়া
...গের ডাল ২৬। ধোঁকার ডালনা ২৭। ছানার কালিয়া ২৮। কাচকলার
...টকলি কালিয়া ২৯। ফুলকপি আলু ও কড়াইশুটির দম ৩০। লাউয়ের
...রায়তা ৩১। দেশী আমড়ার চাটনী ৩২। পানতুয়ার চাটনী ৩৩। কাঁচা
...আমের মিষ্টচাটনী ৩৪। দয়ে বড়া ৩৫। নূতন গুড়ের চিড়েরপায়স
...। জাফরান দেওয়া রাবড়ী ৩৭। কড়াইশুটীর কচুরী ৩৮। কাটা
...নিমকি ৩৯। ডালমুট ৪০। সেউভাজা ৪১। দরবেশ ৪২। নারি-
কেলের মনোহরা ৪৩। চপ সন্দেশ ৪৪। কমলানেবুর তক্তি ৪৫। দধি
...। রাবড়ী ৪৭। কমলা নেবু ৪৮। আপেল ৪৯। আঙ্গুর ৫০। খেজুর
...। পেয়ারা ৫২। পাকা আম ৫৩। আনারস ৫৪। ঘোলের সরবত ৫৫।
...আমের মিষ্টচাটনী ৫৬। লঙ্কার চাটনী ৫৭। ওলের চাটনী ৫৮। আদার

চাটনী ৫৯। আমড়ার চাটনা ৬০। কাগজীর চাটনী ৬১। মালপো। ৬২। পেঁপে। ৬৩। বেদানা। ৬৪। কিস্‌মিস্‌।

অখণ্ড ভারতের বিশাল কায়স্থ-সমাজের প্রতিনিধিগণ ভেদ ভুলিয়া একত্র **পংক্তি ভোজনে বসিয়া আনন্দে—**

"পায়স-পয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টক পর্ব্বত কচ্‌মচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুক্ চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব চিবিয়া।
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক্ চক্ পেয় পিয়া॥"

সেখানে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি ছিল না, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছিল না, **"দীয়তাং ভুজ্যতামে"র** চীৎকার ছিল না, সে পাইল আমি পাইলাম না বলিয়া **আক্ষেপ** ছিল না। নীরবে নিঃশব্দে সকলে ভূরি ভোজন করিয়া পরিতোষ **লাভ করিয়াছিলেন।** ভোজনের প্রারম্ভে সভাপতি বাবু বলদেও প্রসাদ বৈদিক **মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া** বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে অপরূপ **বৈঠক** ও সমাজের বিবরণ হিন্দু জাতির ইতিহাসে চিরন্তনের জন্য এক নূতন **অধ্যায় যোগ করিয়াছে।** সমিতির চতুর্থ প্রস্তাবের যে অংশ এখনও অসম্পূর্ণ **রহিয়াছে, আমরা** তাহার পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছি।

এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম ও আনুকূল্য **করিয়াছেন।** তন্মধ্যে রায় বিনোদবিহারী বসু, রায় নীরদকৃষ্ণ রায় শ্রীযুক্ত নিবারণ-**চন্দ্র** দত্ত, ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিন সাড়ে বারটার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হইল। প্রায় সাড়ে এগারটার **সময় ভোজন** শেষ হয়, অতএব সভাপতি মহাশয়ের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। **তাঁহার অনুপস্থিতিতে** সারদাবাবুর প্রস্তাবে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণদেব অস্থায়ী **ভাবে** সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ সারদাবাবু কতিপয় তারবার্ত্তা ও **পত্র** পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ মিত্র পূর্ব্বদিনের উদ্বোধন সঙ্গীত সেদিন **আবার** গাহিলেন।

৫ম প্রস্তাব। বর-পণ নিবারণ ও বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপকল্পে **কায়স্থ-জাতির** সকল **সম্প্রদায়ের সমবেত** ও বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা **কর্ত্তব্য।**

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত (কলিকাতা)।
(ইঁহার ব্যঙ্গপূর্ণ প্রবন্ধ বাঙ্গালী সভ্যগণ সম্যক্ উপভোগ করিয়াছিলেন)
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কুলবন্ত সহায়, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল (বিহার)।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত আলাসহায় বর্ম্মা (বেরিলি)।
" মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা (বরিশাল)।
" রবিনন্দন প্রসাদ, উকীল (কাশী)।
" গিরীধারী লাল (মধ্যপ্রদেশ)।
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উকীল (যশোহর)।
" আশুতোষ মিত্র, সবজজ (দিনাজপুর)।
" অমৃতলাল বসু (ষ্টার থিয়েটার) কলিকাতা।

৬ষ্ঠ। কায়স্থ-সমাজের আর্থিক উন্নতির জন্য ভারতের সর্ব্বত্র যৌথঋণ সমিতি (Co-operative Branch) স্থাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র, রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শম্ভুদয়াল ভাটনাগর (ফৈজাবাদ)।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ সিংহ, ঐ
রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী)।

৭ম। বেদাদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মানুশাসন রক্ষা রাখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু জাতি সমূহের একত্র **সম্মিলিত** ভাবে কার্য্য করার প্রয়োজনীয়তা এই সভা বিশেষভাবে স্বীকার করেন।

প্রস্তাবক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্‌-এ, বি-এল্ (টাকী)।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অটলবিহারী লাল (আলীগড়)।
সমর্থক—মাননীয় মুন্সী মহাদেওপ্রসাদ (কাশী)।
" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু, উকীল (সীতাপুর U. P.)

৮ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশে শিক্ষা লাভ ও ভ্রমণ যাহাতে অধিকতর রূপে বিস্তার লাভ করে, তাহার উপায় করা যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের যুবকগণকে বিদেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষার অধিকারী করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বিদ্যালয়াদি ভারতবর্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

প্রস্তাবক—মাননীয় বাবু বালকরাম (ফৈজাবাদ)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্ (টাকী)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, এম-এ, বি-এল্ (পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ জেলা)।

" কৈলাসপতি সিং, উকীল, গয়া (বিহার)।

[সারদাবাবু এই সময় উঠিয়া বলিলেন যে সম্প্রতি কাশীর সবজজ্ রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর তাহার একটী সুন্দর রায়ে দেখাইয়াছেন যে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নাই]

৯ম। অভিভাবকহীন বালক-বালিকাগণের প্রতিপালন ও শিক্ষা বিধানের জন্য এবং উপায়ান্তর হীন নিঃস্ব কায়স্থ-বিধবাগণের ভরণ-পোষণ ও সমাজ-ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হউক।

প্রস্তাবক—মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল, এটর্নি, (কলিকাতা)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত লছ্মণ প্রসাদ, বি-এ, উকীল (লক্ষ্ণৌ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, বি-এল, উকীল (ঢাকা)।

১০ম। (ক) কায়স্থদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রচারের অধিকতর চেষ্টা হউক ;

(খ) প্রত্যেক কায়স্থ-যুবকের পক্ষে অন্ততঃ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা (Secondary Education) অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হউক।

(গ) কায়স্থ-যুবকদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একমাত্র বিদ্যালয় এলাহাবাদের কায়স্থ-পাঠশালায় যাহাতে উচ্চতম অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, বীরভূম জেলার জজ্ (কলিকাতা)।

অনুমোদক—মুন্সী মহাবীর প্রসাদ, বি এ, এল্-এল্-বি (ফৈজাবাদ)।

সমর্থক—রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর)।

সরকার বাহাদুর জওয়াহিরি (বদায়ুন)।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ, এম্-এ, উকীল (এলাহাবাদ)।

১১। বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শানুসারে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, এম্-এ, বি-এল্, উকীল কলিকাতা হাইকোর্ট (বেহার)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ চৌধুরী (বেরিলি)।

" কানাইয়ালাল বর্ম্মা (বদায়ুন)।

" কালকাপ্রসাদ, বি-এল, উকীল (সাজাহানপুর)।

১২শ। এই সম্মিলন এবং এইরূপ ভাবী সম্মিলন সকলকে 'ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন' নামে অভিহিত করিয়া এবং অন্যান্য প্রাদেশিক কায়স্থ-সভাকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে ইহার শাখা শ্রেণীভুক্ত করা হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

১৩শ। নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণকে লইয়া ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনীর স্থায়ী কার্য্য কারক সমিতি গঠিত হউক। (ক) সম্মিলনীর সুপরিচালনের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন। (খ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ-সভা সমিতির মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা স্থাপন করিবেন। (গ) কায়স্থ-সম্মিলনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এই সমিতির উপস্থিত সদস্যগণের অপরকে সদস্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

কমিটী

মুম্বই—মাননীয় মিঃ চৌবল, রায় বাহাদুর বি, এ, গুপ্তে।

মধ্যপ্রদেশ—মাননীয় স্যার গঙ্গাধর চিৎনবীশ, বাবু বক্তিয়ার সিংহ, বাবু গিরিধারী লাল রায় মথুরাপ্রসাদ, স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু সি আই ই।

হায়দরাবাদ—মহারাজা মুরলী মনোহর আসফজাহীর।

গোয়ালিয়র—মুন্সী কামতাপ্রসাদ দানা।

পঞ্জাব—ডাক্তার লছমীনারায়ণ।

যুক্তপ্রদেশ—অযোধ্যা—রায় শ্রীরাম বাহাদুর, বাবু লছমণ প্রসাদ।

দিল্লী—রাও রঞ্জনলাল।

আলিগড়—বাবু সোহনলাল।

আগ্রা—মুন্সী প্রেমবিহারী মাথুর।

কাণপুর—রায় দেবীপ্রসাদ, এল এল বি মুন্সী দয়ানারায়ণ নিগম।

সীতাপুর—বাবু সিদ্ধপ্রসাদ।

এলাহাবাদ—মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদ, বাবু ঈশ্বরশরণ, মুন্সী গুলজারীলাল বাবু যশোবন্তরায়।

বেরিলি—বাবু বলদেব প্রসাদ।

বদায়ুন—মুন্সী কান্‌হইয়া লাল।

ফৈজাবাদ—বাবু শম্ভুদয়াল, মাননীয় বাবু বালকরাম, বাবু ব্রজবল্লভ কিশোর।

কাশী—বাবু রবিনন্দন প্রসাদ, মাননীয় মুন্সী মহাদেও প্রসাদ।

কটক—রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর।

আসাম—মাননীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া।

বিহার—রায় বাহাদুর হরিহর প্রসাদ, মাননীয় দ্বারিকানাথ, মাননীয় বাবু কিষণ সহায়, মাননীয় বাবু বালকৃষ্ণ সহায়, বাবু বাণেশ্বর প্রসাদ (বিহারী সম্পাদক)

বঙ্গদেশ—মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, (দিনাজপুর) রাজা উপেন্দ্র নারাণ মিত্র রায়, (চন্দ্রদ্বীপ, বরিশাল) মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় (কাকিনা) রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, (শোভাবাজার রাজবাটী) রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ), স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (ঢাকা), শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু (মালখানগর), কুমার শরদিন্দু নারায়ণ এম-এ, (দিনাজপুর) কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, (মুর্শিদাবাদ) শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার, শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (টাকী)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র উকীল, কলিকাতা হাইকোর্ট।

১৪শ। স্থায়ী সভার নিয়মাবলী গঠন করিয়া সাধারণ সম্মিলনীতে সম্মতির জন্য উপস্থিত করিবেন এবং পূর্ব্বের গৃহীত মন্তব্য সকল কার্য্যে পরিণত করিবেন।

প্রস্তাবক সভাপতি।

ইহার পর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়কে, মহাভোজের কর্ম্মকর্তৃগণকে, সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণকে, সভাপতি মহাশয়কে, সম্মিলনের তত্ত্বাবধায়কগণকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কবিরাজ মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগর সারদাবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বালক বালিকাগণ জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়া সম্মিলনের কার্য্য শেষ করে। প্রতিনিধিগণ পরস্পর কোলাকুলি ও উচ্চ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সভাভঙ্গ হইল। বাবু গিরিধারী বর্ম্মা আগামীবর্ষে এলাহাবাদে সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

...সম্মিলন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার স্মৃতি ও ক্রিয়া শেষ হয় নাই। ...দেশের মনস্বিগণ, চিন্তাশীল সম্পাদকগণ, ভবিষ্যদর্শী সমাজনেতৃগণ একবাক্যে ...য়ে সম্মিলনীর কার্য্য অনুমোদন ও প্রশংসা করিয়াছেন। সংরক্ষণশীল ...বিবেক ব্রাহ্মণগণও সমিতির অনুষ্ঠানে আনন্দ গোপন করিতে পারেন ...। "নায়ক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—

"বাঙ্গালার কায়স্থদিগের উপশ্রেণী সকল চূর্ণ হউক, অন্য প্রদেশের কায়স্থ-...র সহিত আদান প্রদান চলুক—ইহাই ত' আমরা চাহি। কেবল কায়স্থ কেন ...দের মধ্যেও এমন ব্যবস্থা চলিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।"

...বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বাহিক হুজুগের দল নহে, জাতীয় একতার নিমিত্ত ...দের আন্তরিক প্রেরণার পরিণতি। তথাপি এই সম্মিলনের ফলাফল কায়স্থ-...র সাধু ইচ্ছা, সৎসাহস, স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বদেশ হিতৈষণা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার ...র নির্ভর করিতেছে। আমরা ৪র্থ ও ৯ম প্রস্তাবের প্রতি কায়স্থ সাধারণের ...র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কায়স্থ-কুল নেতৃগণ বিনা বিসংবাদে যাহা সমাজের ...কর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কায়স্থগণ তাহা অনুসরণ ও কার্য্যে পরিণত ...ন। আলস্য জড়তা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা পরিহার করিয়া কায়স্থগণ মহাজন ...ত সনাতন পথে অগ্রসর হউন। সমাজ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ চিন্তা ...দের জীবনব্রত হউক। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বিদ্বেষবুদ্ধি ভাগীরথীর সলিলে ...র্জন দিয়া সকলে পূতমনে শুদ্ধদেহে সমাজসেবায় ও মাতৃপূজায় নিযুক্ত হউন। ...স্থগণ আবহমানকাল হইতে সকলবর্ণের আশ্রয়স্থল, গোষ্ঠীপোষক, সমাজরক্ষক ...র্ম প্রতিপালক ও নীতি সংস্কারক। কায়স্থ জাগিলে হিন্দুসমাজ জাগিবে। ...দুসমাজ জাগিলে ইংরাজরাজ্য গৌরবান্বিত ও জয়যুক্ত হইবে, ভারতের মুখ ...ল হইবে, ধন ধান্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের দেশ পূর্ণ হইবে অতএব তখন ...র আমাদিগকে পথে পথে কাঁদিয়া বলিতে হইবে না—

কেন মা তোর রুক্ষ দেহ, কেন মা তোর মলিন বেশ?

শ্রীরসিকলাল রায়।

কায়স্থ-সাম্মিলনের ভবিষ্যৎ ফল।

যেমন জীবনে দিন দিন নূতন তরঙ্গ আসিয়া অলক্ষিতভাবে জীবনবর্ত্ম আলো- ড়িত করে এবং ভবিষ্য জীবনের পরিচালক স্বরূপে জীবন মহানাটকের অভিনেতা হইয়া সমুপস্থিত হয় তেমনি জাতি বিশেষের জীবনেও নূতন নূতন ভাব-তরঙ্গ তাহার নিভৃত নিবাসে প্রবিষ্ট হইয়া অলক্ষিতভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন সংগঠনে প্রবর্ত্তিত হয়; তাহারই ফলে সে জীবন কখন বা পাপের পঙ্কিল স্রোতে প্রবাহিত হয় ও তদ্ধেতু তখন শিক্ষা, দীক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য, মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই জোয়ারের জলপ্রবাহের মুখে বালুকণার ন্যায় একবারে বিধৌত এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়; আবার—কখনও বা সেই জীবন পুণ্যের মন্দাকিনী দ্বারা অনন্তস্রোতে অবিরাম বহিয়া জ্ঞান ও ভক্তিতে, বৈরাগ্য ও পরার্থপরতায় প্রেম ও প্রীতিতে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতায়, একতায় ও মহাপ্রাণতায় উন্নতির উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইয়া সকলের বিস্ময় জন্মায় এবং তখন সে দেশে বিধাতার আদেশে দগ্ধ কঙ্করেও ফুল ফোটে এবং দুঃস্বপ্নের তামসী নিশাও ক্ষণকাল তরে জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া দিক দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। ভারতীয় কায়স্থ জাতিরও জাতীয় জীবনে বর্ত্তমান সময়ে অলক্ষিতভাবে নূতন তরঙ্গের সমাবেশ হইয়াছে। সেই তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া সমগ্র কায়স্থ সমাজ উন্নতিকল্পে পাদমেরু উচ্চতম উচ্চতা অথবা অবনতির তিমিরাবৃত গহ্বরের নিম্নতম নীচতা—কোথায় কিরূপে সংস্থিত হইবে এবং জাতীয় হৃদয়ে কখন কি তান বাজিয়া উঠিবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াসপর হইতেছি।

জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু-প্রবাহ অবিরাম বহিতেছে, বিদ্যুৎ অনন্তস্রোত যাতায়াত করিতেছে, পরমাণু সকল যোগে ও বিয়োগে সৃষ্টি গড়িতেছে এবং ভাঙ্গিতেছে—নিমিষের জন্যও জগদ্যন্ত্রের এই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ নাই, বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে মুহূর্ত্তের জন্য কিছুই স্থিরভাবে থাকিতেছে না,—এমতাবস্থায় সেই সংসারে সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মনুষ্যজাতিও নিষ্ক্রিয়াবস্থায় নিশ্চল ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং কায়স্থ সমাজও উন্নতি কি অবনতির পথে অবশ্যই প্রধাবিত হইবে। সত্য বটে এ জাতি এক সময়ে স্বাধীনতার মহিমায় মহিমান্বিত ছিল এবং ধন সম্পদের গৌরবে এদেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু জাতীয়াকাশে একখানি বিষাদের মেঘ আসিয়া হঠাৎ সেই জ্যোৎস্নাকে বহুদিন হইল ঢাকিয়াছে;

তৎপরে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কায়স্থজাতি রাজকীয় সমুদায় সম্মানিত কাজে এমন কি রাজমন্ত্রীরূপে, রাজবল্লভ পদবীতে এবং রাজার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপে ভারতীয় ইতিহাসে স্মরেণ্য ও বরেণ্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; এমন কি দুর্দ্দান্ত মুসলমান সম্রাটদিগের সময়েও অনেকে স্বাধীনতা সংরক্ষণে কায়স্থ জাতির তেজ বীর্য্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেদীপ্যমান রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; দাসত্বের কঠিন নাগ পাশে সংবদ্ধ রহিয়াও কেহ কেহ অপরিসীম প্রতিভাবলে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ দিন হইল কায়স্থ জাতির সে শোভাও আঁধারে ডুবিয়াছে, সে সৌভাগ্য শশীও রাহুর সম্পূর্ণ গ্রাসের সমাবেশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সংরুদ্ধ কায়স্থ-তড়াগে আর সে অমল কমল ফুটিতেছেনা। প্রাচীন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কায়স্থ সভ্যতা এইক্ষণ অস্তাচলগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হওয়ায় খদ্যোতের ক্ষীণজ্যোতিই আমোদের চক্ষে মার্ত্তণ্ডদীপ্ত বলিয়া অনুভূত হইতেছে। বঙ্গের কতিপয় কায়স্থকে ভূম্যধিকারীর আসনে, প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে, প্রধান ব্যবহার-জীবের পদে এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকের মাননীয় আসনে সমাসীন দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম, সম্প্রতি কায়স্থবংশীয় কোন মহাত্মাকে দাতাকর্ণের আসনে সমারূঢ় দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইতেছি বটে, কিন্তু কায়স্থজাতির সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীও যেন কিছুদিন পরে ঘোর অন্ধকারের তামসী নিশায় পরিণত হইয়া যাইবে; কারণ যেমনটী যাইতেছে তেমনটী আর আশিতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ-সমাজে অধিকাংশই দারিদ্র্য-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অবনতির গিরি-গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন।

কায়স্থ সাধারণ স্মরণাতীতকাল হইতে লিপিবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন। একমাত্র রাজসেবাই তাঁহাদের মুখ্যকার্য্য এবং তাহাই তাঁহাদের জাতীয়ব্যবসা অবধারণে এযাবৎ ব্যবসা বাণিজ্যাদি অর্থাগমের বৃত্তি সমুদায় উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু অধুনা কায়স্থের জাতীয়-ব্যবসায়ে অন্যান্য জাতি হস্তক্ষেপ করায় দিনে দিনে কায়স্থ-সমাজের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে; এমন কি অর্থাভাব বশতঃ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হওয়ায় কায়স্থ-সমাজের কেহ কেহ উদরান্নের জন্য নিতান্ত নীচবৃত্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কায়স্থ-জাতির এইরূপ অধঃপতনের সময়ে বিধাতার আশীর্ব্বাদে "ভারতবর্ষীয়

কায়স্থ-সম্মিলনের” সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা সমগ্র কায়স্থজাতির হৃদ- নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তস্তল-সমুত্থিত করুণ প্রার্থনার অবশ্যম্ভাবী শুভফল। এ ব্যক্তি কখনও বৃক্ষ দেখেন নাই সে সেই বৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র বীজ দেখিয়া কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না যে এই বীজাভ্যন্তরে এক শ্যামল পল্লবাবৃত ফল-পুষ্প-সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষ লুক্কায়িতভাবে রহিয়াছে ও তাহা কালসহকারে স্নিগ্ধছায়ায় পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি বিনোদনে, অথবা সুস্বাদু ফলদানে ক্ষুধার্ত্তের শান্তি বিধানে, কিম্বা বহুল শাখাবিস্তারে শত সহস্র বন বিহঙ্গের আশ্রয় প্রদানে এবং অন্য শত সহস্র প্রকারে বিধাতার মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সমর্থ হইবে। অপরিণামদর্শী আমরাও তদনুরূপ এই মহাসম্মিলনের মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া যুগধর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গের আশং-কায় শঙ্কিত হইতেছি। সুদূর ভবিষ্যতে ইহা যে জাতীয় হৃদয়তলে এক অমৃত প্রবাহের সৃষ্টি করিবে ইহা অবধারণে অসমর্থ হইতেছি। ধারণা হইতেছে না যে, যে জগতে কিছুই অনর্থক সৃষ্টি হয় নাই বিধাতার সেই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানবের অন্তর্নিহিত প্রীতির যুগপৎ সমাবেশের অমৃতময় ফলস্বরূপ মহাসম্মিলনও নিরর্থক নহে; তাহা কিছুতেই উন্নতির পরিপন্থী হইতে পারে না। জগতের সমস্ত মহাপুরুষেরা একবাক্যে বলি-তেছেন যে একতায় বল এবং সম্মিলনে সিদ্ধি। সুসভ্য পাশ্চাত্যজাতি তাহারই বলে সসাগরা পৃথিবী দুর্দ্দান্ত প্রতাপে শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। সুতরাং একতা জাতীয় জীবনের প্রাণ, মৃতজাতির পুনর্জীবন লাভের সঞ্জীবনী সুধা। এইরূপ সম্মিলনই একতার মূলমন্ত্র। আবার পক্ষান্তরে ইহাও দেখিতে পাই যে বৌদ্ধবিপ্লবের প্রবল অভিঘাতে হিন্দুর শাস্ত্রকানন ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সে শিক্ষা দীক্ষায়, ধর্ম্মজগতের উন্নতিমার্গেই প্রধাবিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে পাশ্চাত্য জগতের পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রণালী বিলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেও সেই তরঙ্গের শুভ ফলে পাশ্চাত্য জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে ও প্রতিভায় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হই-য়াছেন। কিন্তু ঐ সমুদায় আবর্ত্তের পূর্ব্বাভাসে অধিকাংশই অবনতির আশঙ্কায় দুঃখে ম্রিয়মাণ ছিলেন এবং প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সমুদায় তরঙ্গের আবর্ত্তনে উপস্থিত মানবমণ্ডলী যে কত উপকৃত হইতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। সুতরাং কায়স্থজাতির এ আন্দোলন-তরঙ্গের বিবর্ত্তনে শুভ ফলেরই উদ্ভব হইবে, কারণ এ সম্মিলনের উদ্দেশ্য একতা, লক্ষ্য

...-স্তূপের বহুযুগ সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশির নিরাকরণ অথবা দূষিত কীটাণুর ...সাধন (ভারতীয় সম্মিলনীর resolutions দ্রষ্টব্য)।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয় না—...াই একতার মূলমন্ত্র হইলে দেড়শত বৎসরের ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতীয় ...দু মুসলমানও ভ্রাতৃভাবে মিলনের মহামন্দিরে উপনীত হইতে পারিতেন এবং ...া হইলে আর বক্‌রিদ পর্ব্বের সংঘর্ষ, কুমিল্লার বিভৎসকাণ্ড, জামালপুরের ...াবহ দুর্ঘটনা, কলিকাতার সেই মেছুয়াবাজারাভিনয় দেখিতে পাইতাম ...। কেবল ধর্ম্মের বন্ধনে একতা সংগঠিত হইলে এই হিন্দুর মধ্যেও শাক্ত ও ...বে এত মনোমালিন্য থাকিত না। মুসলমানের মধ্যেও সিয়া সুন্নির বিরোধ ...ত না। এমন কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে মহাভারতীয় যুগেও ...ণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ বিসম্বাদের বিষাদ-কাহিনী শুনিতে পাইতাম না। ...বল রক্তের সম্পর্কে একতার বন্ধন দূরীভূত হইতে পারিলে এ সংসারে ...নিশি ভ্রাতৃবিরোধের অভিনয় দেখিতে হইত না। সুতরাং একতার বলে ...লীয়ান্ হইতে হইলে ধর্ম্মের বন্ধনে রাজনীতির সংসর্গে এবং রক্তের সম্পর্কে ...াসনে আসীন হইয়া হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে পরার্থপরতা জাগাইয়া তুলিতে ...; এক আচার ব্যবহারের অধীনে থাকিয়া সহানুভূতির পবিত্র উচ্ছ্বাসে ...সিত হইতে হয়। পরস্পর দেখাশুনা, পরস্পর আলাপ, সম্ভাষণ ও আদান-...দান ব্যতীত সহানুভূতির উদ্ভব অসম্ভব সুতরাং এইরূপ “সম্মিলনী” একতা ...স্থাপনের বিধাতৃ শক্তি,—ফলতঃ তাহা উপেক্ষা করিবার কাহারও উপায় নাই। ...কলেই অবগত আছেন যে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থমণ্ডলী এক বীজপুরুষ শ্রীচিত্র-...গুপ্ত দেবের বংশধর, তাঁহারা এক সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের অধীন, সকলেই ...সভ্য ইংরেজ জাতির শাসনাধীন; এমবতাবস্থায় বিভিন্ন কায়স্থ-সমাজে এক ...াচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইলেই সহানুভূতির মহাতন্ত্রী কায়স্থের জাতীয় হৃদয়ে ...জিয়া উঠিবে; তাহা হইলেই একতার সুরভি কুসুম কায়স্থের মানস উদ্যানে ...আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। শুক্তি যেমন স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু সাগ্রহে ...গ্রহণ করিয়া রত্নবতী হয় সেইরূপে ক্রমে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ, সমগ্র অসিজীবী ...ক্ষত্রিয় সমাজ এবং সমগ্র বৈশ্য-সমাজ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সমাজ একতার ...বলে বলীয়ান হইলে উন্নতিপথে প্রধাবিত হইতে পারিবে; তাহা হইলে ...সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা বিদূরিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া জাতীয়া-...কাশে সৌভাগ্যের পূর্ণচন্দ্র সমুদিত করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং এই “ভারতবর্ষীয়

কায়স্থ-সম্মিলন" সমগ্র হিন্দু জাতির উন্নতি-নিয়ামক ও সর্ব্বমঙ্গলাধার বিধাতার এক অভূতপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ। অতএব তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য বটে কতিপয় অজ্ঞাতান্ধকারে নিমজ্জিত নীচমনা নরপিশাচ এই "সম্মিলনীর" প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই কারণ শুভকার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল দেশেই রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ-সমাজের অলঙ্কার, জমিদারবৃন্দের অগ্রণী, সহৃদয় মহাপ্রাণ দ্বারবঙ্গের মহারাজ উক্ত সম্মিলনীতে শুভাগমন করতঃ তাঁহার গৌরব অধিকতর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন; এইরূপ মহাপ্রাণ ও মহাত্মা দ্বারাই জগতে অশেষ জন-হিতকর কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এই বিশাল ভারতে—আর্য্যজাতির বাসভূমিতে—গঙ্গা গোদাবরী বিধৌত জনপদে এবং আর্য্য ঋষির সমাধিক্ষেত্রে আরও বহু মহানুভব ঋষিকল্প মহাত্মা রহিয়াছেন; আশাকরি তাঁহাদের পবিত্র পদার্পণে এই "সম্মিলনী" আরও শক্তিশালিনী হইয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে একতার মহামিলনে উন্নীত করিয়া এ দেশে এক যুগান্তরের অবতারণা করিতে সমর্থ হইবে। শ্রীভগবান সমীপে ইহাই বিনীত প্রার্থনা যে যাঁহারা অদম্য উৎসাহে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই দুঃসময়ে কায়স্থ জাতির অশ্রুজল মুছাইতে সচেষ্ট ও যাঁহাদের প্রাণগত সাধনার ফলে এইরূপে সুদূর ভবিষ্যতে সমগ্র হিন্দু জাতির দুঃখ নিশার অবসান হইবে তাঁহারাই নরলোকে দেবতা। শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া ইহলোকে সুখ শান্তি ও পরলোকেও অনন্ত স্বর্গ দানে কৃতার্থ করুন।

উপসংহারে আমার ইহাই কর্ত্তব্য যে যাঁহার আদেশে সূর্য্য মেঘ পটলকে প্রভাত-কান্তিতে রঞ্জিত করিতেছে, চন্দ্রমা অমানিশার বীভৎস অন্ধকার বিদূরিত করিতেছে, বিহঙ্গ-কূজন রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতেছে, সরিৎ সরোবর কুসুম-নেত্র বিকশিত করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে তাঁহারই আদেশে এই "ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন" যুগযুগান্তরের গৌরব বহন করিয়া, বিঘ্ন বিপত্তির ভয়ঙ্কর ঝটিকা অপসৃত করিয়া সফল মনোরথ হইতে সমর্থ হইবে এবং তাহা হইলেই উন্নতির প্রতারা ভারতীয়াকাশে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ-প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিবে; দুঃখ নিশার অবসানে সৌভাগ্য-রবি পুনরায় সমুদিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

হিংসার পরাকাষ্ঠা।

মাধব বাবু মহা বিপদাপন্ন হইয়াছেন। বাড়ীতে ব্যাপার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, এবং অপরাপর নানাজাতির নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, রন্ধনাদিও প্রস্তুত। সময় সংবাদ পাইলেন যে পৈতাধারী কায়স্থ ও তৎ সংশ্রবীয় কায়স্থগণকে রণ করা হেতু, কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন না। বিষম া, বর্ণানাং ব্রাহ্মণং গুরুঃ সেই ব্রাহ্মণ যদি না আসেন তাহা হইলে যজ্ঞই পণ্ড। বাস্তবিক পৈতাধারী কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে,—পাড়া প্রতি-ী, রাত পোহালে মুখ দেখাদেখি হয়,—কুটুম কুটুম্বিতা আছে, প্রণয় পীরিত ছে, নিমন্ত্রণ সূত্রে অনেকে বাড়ীর উপরও এসে প'ড়েছেন, এক্ষেত্রে কেমন তাঁহাদেরই বা প্রত্যাখ্যান করেন, সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে, মাধব বাবু গণের শরণাপন্ন হইয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে উপদেশ ী হইলে, ২।৩ ঘণ্টাকাল বহু বাদ বিসম্বাদ তর্ক বিতর্কের পর ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিলেন যে এ যাত্রা, যখন পৈতাধারী কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করা ছে, তখন এবারের মত রেহাই দেওয়াই হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ আহার ক'রে গেলে পর যেন পৈতাধারীদের খাবার দেওয়া হয় ও বারান্তরে যেন মোটেই নিমন্ত্রণ করা না হয়। মাধব বাবু, অগত্যা তাতেই সম্মত হইয়া স্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ ব্যবহার দর্শন ও করিয়া পৈতাধারী ও তৎসংশ্রবীয় কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে দৃঢ়তার হিত বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াও, মাধব বাবুর বিপদের কথা স্মরণে, তাঁহারা বেধ আব্দার সহ্য করিলেন।

ঐ ঘটনার অতি অল্পদিন পর, সর্ব্বসাধারণের হিতকর কোনও গ্রাম্য মিটিংএ, সাধারণজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কৃষ্ণগোপাল বাবু তাঁহার বাটীতে সকলকে ন্ত্রিত করিলেন। ঐ মিটিংএ পৈতাধারী কায়স্থ ও তৎসংশ্রবীয় কায়স্থ স্থিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণ বিশেষ বিরক্তির সহিত ঐ মিটিংএর কার্য্য সেদিন হইতেই দিলেন না; পরে বহু কৌশলে পৈতাধারী কায়স্থগণকে বাদ দিয়া ষ্ঠানিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

উপরোক্ত মিটিংএর অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণগোপাল বাবু কোনও বিষয় লক্ষে একটী মহোৎসবের আয়োজন করেন, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ত্রেই যাহাতে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহোৎসবে যোগ দেন, এইটীই

কৃষ্ণগোপাল বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা হইলে কি হয়, পৈতাধারী কায়স্থকে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ করিতে দিলেতো? স্পষ্টাক্ষরে আদেশ প্রচার করিলেন যে, পৈতাধারী বা তৎসংশ্রবীয় কায়স্থগণ যদি মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাড়ী যাবেনা ও ক্রিয়া কর্ম্ম করাইবে না। শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, আচণ্ডালে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে মহোৎসব অথচ সেই মহোৎসবে জাতি দ্বেষ, শুধু জাতি দ্বেষ নয়, বঙ্গের একটী শ্রেষ্ঠ জাতি, যাহাদের সঙ্গে সদা সর্ব্বদার জন্য পদে পদে বাধ্য বাধকতা কুটুম কুটুম্বিতা আছে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া, ইহা কৃষ্ণগোপাল বাবু কেমন করিয়া পছন্দ কর্‌লেন? তখন ব্রাহ্মণগণ যুক্তি দিলেন যে মহোৎসবের প্রয়োজনই নাই, হরির লুঠ দিলেই হইবে। তখন অগত্যা কৃষ্ণগোপাল বাবু পুরোহিত আদি ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় মহোৎসব বন্ধ করিয়াই দিলেন। ৫০০।৬০০ লোক স্বচ্ছন্দে খেতে পারে, এইরূপ ব্যাপারের চাউল, দাইল, তরিতরকারী আদি প্রায় মায় পাতখানি পর্য্যন্ত সংগৃহীত, অথচ পৈতাধারী কায়স্থ কয়জনকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত সংকার্য্যটী পণ্ড করিয়া দেওয়া হইল।

দেব ও অসুরের বিরোধ চিরন্তন. পূর্ব্ব কালেও হইয়াছে, (পুরাণাদিতে শুনা হওয়া যায়), এখনও হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেবগণের এক নাম সুর, এই মনুষ্যই কর্ম্মের দ্বারাই সুরত্ব ও অসুরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই লোকই তাহাদের কর্ম্মভূমি। তাই বিদ্যা জ্ঞান-মনিষাসম্পন্ন ভূদেব মহামহোপাধ্যায়গণ লোকপাল কায়স্থগণকে সংস্কার করিয়া লইতেছেন আর সেই এক পিতার সন্তান তৎবিরোধী প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। নতুবা ব্যাপারের বাড়ীতে কত রকমের লোকজন আসিতেছে খাইতেছে কারো বেলা বাধা নাই, কায়স্থের বেলা ধর্ম্ম পণ কেন? কায়স্থ কি তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়েছে? না ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছে? এইরূপ হিংসাদ্বেষ যে শোচনীয় অধঃপতনের মূল কারণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কি হইবে না? নিমন্ত্রণ বাদ হ'লে বরং অনেক অসুরের জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। কিন্তু কায়স্থজাতির পেসা নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নয় সুতরাং তাদের নিমন্ত্রণ বাদ হ'লেও তারা দুঃখিত নহে ও হইবে না কেবল ব্যবহারটুকু হৃদয়ে পোষণ করিবে মাত্র।

স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শুনা, অনেক সময় অনেক মহাশয়ের বাড়ীতে, অসময়ে একটী অতিথি গেলে একমুষ্ঠি অন্ন দিবার ক্ষমতা হয় না, অথচ একজন ৫০০।৬০০ লোকের পরিতোষরূপে খাওয়াইবে, শত শত দীন দরিদ্র অনাথ আতুর এক সন্ধ্যা

পেট খেয়ে তুষ্ট হইবে এরূপ সংকার্য্যে, হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে বাধা দেওয়ার হয়। যে বাধা দেয় সে ব্যক্তি সংসারক্ষেত্রে ন্যায়ের চক্ষে কতবড় অপরাধী অপরাধী তাহা দেখ্‌বার বা দেখাইবার প্রয়োজন আমাদের নাই।

অতিমাত্রা না হইলে কোন বিষয়েরই চরম হয় না। সামাজিক, রাজনীতিক আদি অতি মাত্রার ফলেই সঙ্ঘটিত হয়। মাত্রা অতি, অত্যন্ত, অত্যধিক হয়েছে বলিয়াই যার যার প্রকৃত স্থান যেখানে সে সেস্থান ঠিক রাখার জন্য হইয়াছে ও হইতেছে ইহা কালের গতি, জগতের নিয়ম, ২।৪ জন হইলেও কালের স্রোতে ভেসে যেতে বাধ্য হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাইতে বলি হিংসাদ্বেষপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবে শুধু চক্ষু মেলা নয়, ন্যায়ের চক্ষে দেখিবে কি? এখনো ৩০ দিন অশৌচ-অপেতক বৈদ্য শত শত বিদ্যমান. তাঁদের পুত্রগণ পৈতা নিয়ে ১৫ দিন পালন করিতেছেন, তাহাতে যদি তাঁদের অশুচি না হয়, বা কোন দোষ না হয়, অম্লানবদনে যদি তাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পার, তাহা হইলে কায়স্থের বেলা এত দোষ হয় কেন? এর সদুত্তর কেউ দিবে কি? সমাজে, উপর নিত্য নৈমিত্তিক কত অনাচার. কত কদাচার, কত ব্যভিচার সঙ্ঘটিত হচ্ছে, স্বার্থের তাড়নায় অর্থের প্রলোভনে সে সমস্ত দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, যাহা চখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে,—কোন কায়স্থ পৈতা নিয়েছে শুনিলেই কিসে তার আট ঘাট বন্ধ হয়, ধোপা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ হয়, কিসে নিমন্ত্রণ বাদ হয়, কিসে দুর্গা প্রতিমা নিমন্ত্রণ বাদ হয়, এই সব ব্যবস্থা করতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগে ফিকির, ইহা কি হিংসার দ্বেষের পরাকাষ্ঠা নয়?

উপসংহারে নিবেদন সমাজের শীর্ষস্থানে যাঁদের আসন, তাঁহাদিগকে আমরা ন্যায়পরায়ণ হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি। রামের বেলা এক আইন, শ্যামের বেলা অন্য আইন, ইহা বোধ হয় ন্যায়ের চক্ষে নিতান্ত দুষণীয়। পক্ষপাতী হইলে বিচারকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়া আসে. ইহাও বোধ হয় মানিবেন। তাই বলিতেছিলাম আপনারা হিংসা দ্বেষটার মাত্রা কমাইবেন; কেননা প্রতিবিম্ব দেখাই সার হইবে যেমনটি দেখাইবেন, তেমনটী দেখিবেন, এর সার কিছুই নয়। অলমিতি বিস্তারেন।

শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু।

বিবিধ।

ব্রাহ্মণের শূদ্র-সংশ্রবপ্রিয়তা।

বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণের রাণাঘাটের 'বার্ত্তাবহ' সংবাদ প্রদান করিয়াছে
যে "স্থানীয় কোন কায়স্থ সন্তান কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া উপবীতা কোন কায়স্থে
কন্যাদান করিয়াছিলেন। তদবধি সমাজের ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রগণ তাহার বাটীতে
আহারাদি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। গত জগদ্ধাত্রী পূজায় তাঁহার বাটীতে কে
উপস্থিত হইবেন না ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তাঁহার অসহ্য হওয়ায় কুমার-
খালির শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের কৃপা ভিক্ষা করেন। বি...
মহাশয়েরা ৺মদনমোহনের বাটীতে সভা করিয়া উক্ত কায় সন্তানের প্রায়...
করেন, তৎপর সকলে তাহার বাটীতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ আহার করেন।"

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবপ্রমুখ কুমারখালির ব্রাহ্মণদিগের যে শূদ্রত্ব যথার্থ রূ...
ঘটিয়াছে, তাহা 'বার্ত্তাবহে'র এই প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ হইতেই বিশেষভাবে উপ...
হইতেছে। কেননা যাহারা ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির সংশ্রব করিতে শঙ্কিত হ...
তৎসংশ্রবীকে শূদ্রের ধর্ম্মে দীক্ষিত করত অপরাপর শূদ্রের সহিত সমাজ ক...
শূদ্রান্ন গ্রহণ করিতে পারে, সেই সকল ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব কে অস্বীকার করি...
পারেন? 'বার্ত্তাবহ' প্রায়শ্চিত্তকারীর নাম করেন নাই এই জন্য সন্দেহ...
ঘটনা সত্য নহে; ইহা কেবল দ্বিজাচারনিষ্ঠ কায়স্থ বিদ্বেষী বিদ্যার্ণবপ্রমুখ ব্রা...
গণকে তিরস্কার করাই 'বার্ত্তাবহে'র উদ্দেশ্য।

জন্মভূমির মীমাংসায় ভ্রম।

গত অগ্রহায়ণের 'জন্মভূমি' বলিতেছেন "কায়স্থেরা যে সভা সমিতি করিয়ে...
তাহাতে কেহ বলেন ক্ষত্রিয়বর্ণ কেহ বলেন, কায়স্থবর্ণ, মীমাংসা স্থলে কা...
বর্ণ যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে পঞ্চমবর্ণ আসিয়া পড়ে।" ইহার প...
বলিরাজার যজ্ঞে উপস্থিত বামনের তৃতীয় পদের সহিত ঐ পঞ্চমবর্ণের তু...
করিয়া আত্ম প্রসাদ লইয়াছেন।

জন্মভূমিকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—কায়স্থগণ আপনাদিগকে "কায়স্থবর্ণ" বলে...
তাহা তিনি কোথায় পাইলেন? কায়স্থ-সভার বিরোধী যে বিদ্যারত্ন "কায়স্থ...
প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তিনি কি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বা...
অভিভূত হন নাই? বিদ্যারত্ন যাহাদের দোহাই দিয়া কায়স্থকে "পঞ্চম বর্ণ" ব...
অভিহিত করিয়াছিলেন তাহাদের পক্ষ হইয়াই সিদ্ধান্তভূষণ "পঞ্চম বর্ণ" ব...

...ছেন। অতএব পাঠকগণ দেখুন, জন্মভূমি চতুর পণ্ডিতের ফাকিটী পড়িয়াই
...ত ব্যক্ত করিয়াছেন, উত্তরটি আর দৃষ্টি করেন নাই। এস্থলে আমরা
...তে বাধ্য তাঁহার মন্তব্যটি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল সুতরাং ভ্রমসংশোধন করা কর্ত্তব্য।

দর্পণের দুঃশীলতা।

এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা সমাজের শিরোভূষণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর
...পুত্র অশেষ যশোমণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করিবেই, কুৎসা রটাবেই গালি
...ই-ইহাই তাহাদের স্বভাব। ইহাতেই তাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া
...। 'রংপুর দর্পণে'র স্বভাব ঠিক এইরূপ। এই কাগজখানি প্রতিনিয়তই
...নী মুখে দেশের ও সমাজের বিদ্যা-যশঃ-গৌরবমণ্ডিত ও সমাজের শিরোভূষণ-
...কে গালি দিয়া আসিতেছে; উদ্দেশ্য—সাময়িক পত্রে অথবা সংবাদ পত্রে উত্তর
...ই সেই অজ্ঞাত কুলশীলকে লোক সমাজে চিনিয়া লইবে। তাহাতে তৎস্বভাব
...গণ তাহাকে নিশ্চয় আদর করিবে। প্রকৃত কথা বিজ্ঞাপন করা মাত্র। তাই
...চর 'কাশীপুর-নিবাসী' সময় সময় 'দর্পণে' প্রতিফলিত ফলক লইয়া স্বীয় অঙ্গ
...বিম্বিত করিয়া থাকে। এরূপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গ্রাহ্য না
...ই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হিতবাদীর ভয়বিহ্বলতা।

...লেখক সমাজে দেখা যায় যাহাদের পরনিন্দা করাই অভ্যাস তাহারা কখনই
...র অভ্যুদয় দেখিতে পারে না, সে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়ে, তখন ভয়ে
...কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কেবল বিকট চীৎকার করিয়া থাকে। 'হিতবাদীর' দশাও
...ই হইয়াছে—সে বঙ্গীয় কায়স্থের অভ্যুদয়ে তথা সমগ্র ভারতীয় কায়স্থের
...পূর্ব সম্মিলন দর্শন করিয়া বিগত ২৩শে পৌষ নিতান্ত ভীত হইয়া একেবারে
...হারা হইয়া পড়িয়াছে। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কি অনুভব করত ভয়ে
...ই হইয়া কুঞ্চিত সঙ্কুচিত লাঙ্গুল সারমেয়ের ন্যায়—রাজনৈতিক চাল
...া বিকট আরাব করিতেছে। অতএব এহেন চীৎকারে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি
...ত চীৎকার করিতে পারেন? ঐ চীৎকার দমনের একমাত্র ঔষধ বাটী হইতে
...র করিয়া দেওয়া।

'নায়কে'র কথা যে পাঠকবর্গ সময় সময় বলিয়া থাকেন, তাহাতে
...নাদের একটু বিবেচনা করা উচিত—নায়ক শিশু, তাহার কচি মুখে সে যাহা
...সে তাহা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বলেনা। তাই অনেক সময় মন্দ
...তেও ভাল বলিয়া থাকে। সে অগ্রে প্রবীনতা লাভ করুক তখন আপনাপনিই
...হইয়া যাইবে, নতুবা সহযোগিদিগের নিকট লাঞ্ছনা পাইবে।

প্রচার-কার্য্যের বিবরণ ঃ—

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী মহাশয় এবার অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইয়া পৌষ মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এই মাসার্বধিকাল, মান্দারীপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, গৌরীপুর (আসাম) এবং রংপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বহু লোকের ভ্রম অপনোদন করত কায়স্থ-সভার উনপঞ্চাশ জন সাধারণ সভ্য এবং গৌরীপুরের মাননীয় রাজাবাহাদুরকে আজীবন সভ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চট্টল কায়স্থ প্রভাবপ্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তথাকার বৈদ্যগণের সামাজিক রহস্যও সঞ্চয় করিয়াছেন। যে আসামী কায়স্থগণকে আমরা এতকাল কলিতা সংশ্লিষ্ট বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতাম শাস্ত্রী মহাশয় আসাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের সে ধারণা নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল। ঐ প্রদেশে যে সকল উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থ আছে তন্মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গের উপনিবেশী বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বসু, ঘোষ, মিত্র দত্ত প্রভৃতি বংশ সম্ভূত। তাঁহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গীয় কায়স্থ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কোন কোন বিষয় বরং উৎকৃষ্ট। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার এ সকল সংগৃহীত বিবরণ শীঘ্রই কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিহোত্রী মহাশয় এবার কায়স্থ-সভার প্রচার নিমিত্ত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমান, কাটোয়া ক্ষুদপুর, বীরভূমের অন্তর্গত রাইপুর, রামপুর হাট, লক্ষ্মীবাটী, সিউরী, তুবরাজপুর, গোহালিয়ারা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থ সভার ৭ জন সভ্য করিয়া পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা লইয়া যে ভাবে স্বজাতির জন্য প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সভা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশবাবু এবার উত্তর বঙ্গের রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ মালদহ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে গিয়া কায়স্থ-সভায় ৪জন সভ্য করিয়াছেন। এবার তিনি নিজ ইচ্ছায় প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

By Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

দান

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

১ এবৎসর প্রাপ্ত ঃ—

পূর্ব্বেপ্রকাশিত (নগদ টাকা)	...	...	১৩১৸০
শ্রীযুক্ত বামাচরণ কুণ্ড্র, ষ্টেসনমাষ্টার, তালোড়, দুবচাঁচিয়া, বগুড়া			৪৲
		মোট—	১৩৫৸০
পূর্ব্বেপ্রকাশিত (পুস্তকের মূল্য)	...	...	৫৷০
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু (বঙ্গবাসী)	...	...	১১৸০
		মোট—	১৬৸০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

(১)

২০শে কার্ত্তিক, ১৩১৯।

(জেলা পাবনা, সাগরকান্দী, আর্য্য-কায়স্থ-সভার কেন্দ্র)।

১। গুহ, কালীচরণ। ২। বসু, সতীশচন্দ্র।

৩। সরকার, সুরেশচন্দ্র।

(২)

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

১। কুণ্ডু, কুশলনাথ।
২। " গয়ানাথ।
৩। গুহ, রাজকুমার।
৪। সিকদার, হরেন্দ্রনাথ।
৫। সোম, উমেশচন্দ্র।
৬। " জ্যোতীষচন্দ্র।

১৬ই মাঘ, ১৩১৯।

(জেলা মুর্শিদাবাদ, নিমতিতা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ জেলা :—

১। চৌধুরী, প্রভাতকুমার।
২। রায়, গোবিন্দচন্দ্র।

মাণবকদ্বয় বারেন্দ্র কায়স্থ।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১১ই মাঘ, ১৩১৯। কলিকাতা। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ পাঁচথুপি নিবাসী শ্রী... অসিতমোহন ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহে।

১১ই মাঘ, ১৩১৯। কলিকাতা। বাদুড়বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহা... বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথের সহিত ৩২।৭ নং বিডন ... নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার।

শ্রাদ্ধ।

১২ দিন অশৌচ।

৯ই পৌষ, ১৩১৯। বাণেশ্বর, রাজসাহী জেলা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভ্রাতৃবধুর মৃত্যুতে বৃষোৎসর্গ।

১৩ই পৌষ, ১৩১৯। কাণিয়াচাঙ্গা, রাজসাহী। উমেশচন্দ্র দাস বর্ম্মার মৃত্যুতে আদ্যকৃত্য।

কায়স্থ-সম্মিলন।
ও
জঘন্য পণপ্রথা।

...মস্ত ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কায়স্থ সমাজের ...হিতৈষী "হিতবাদী" একটী ক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফে তাঁহার চির-পোষিত বিদ্বেষের ...র প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় ...কোটী কায়স্থসন্তানের প্রতিনিধিগণ সামাজিক ভাবে একত্র মিলিত হইয়া ...মাজের কল্যাণ কামনা করিবেন, ইহাতে দোষের বিষয় কিছুই নাই এবং ...তে আপত্তিরও কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ...্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জাতিভেদের বন্ধন স্থির রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ...বাসীদিগের একত্র সামাজিক ভাবে যে মিলন হইতে পারে ইহা কে ভাবিয়া- ...ল? মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এই নূতন চিন্তার প্রথম পথ প্রদর্শক। ...মান যুগে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে অসবর্ণের কন্যা এবং অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ ...আছে, সুতরাং দুই চারিজন বিদেশীভাবাপন্ন, অত্যুদার ব্যক্তি ভিন্ন হিন্দু ...কারণে অধুনা সামাজিক ভাবে একত্র মিলিতে পারেন না; কিন্তু সমবর্ণের ভিন্ন ...শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কন্যাগ্রহণ কি অন্ন ভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। ...রাং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কায়স্থদিগের মিলন আমাদের বর্ণা- ...োচিত ধর্ম্মের এবং শাস্ত্রোচিত আচারের বিরুদ্ধ নহে। কোথায় কায়স্থ- ...তির এই বিরাট মিলনের দৃষ্টান্ত অপরাপর জাতিও স্ব স্ব উপবিভাগ বিলুপ্ত ...রিয়া সর্ব্বকল্যাণের আকর একতার উদ্বোধন করিবেন,—না কায়স্থদিগের ...ই মহৎকার্য্যের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ হইতেছে। সকল দেশেই সংবাদপত্র ...ধারণ উন্নতি এবং একতা প্রচারে অভিলাষী দেখিতে পাই, কেবল আমাদের ...দেশেই অনেকগুলি সংবাদপত্র ভেদনীতি প্রচারে পটুতা প্রদর্শন করিতেছেন! ...য়! কবে আমাদের জাতীয় মর্য্যাদাবোধ এবং জাতীয় দায়িত্বজ্ঞান সজাগ ...ইয়া উঠিবে।

"হিতবাদী" স্বীয় সহজ সবজান্তা জ্ঞানের বশে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ...রতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ কেবলমাত্র ...মাসানের" মর্য্যাদার জন্যই এই বিরাট সম্মিলনীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন! ...ই "কায়স্থসভা" যে কতদিনের পুরাতন তাহা বোধ হয় এই সম্পাদক মহাশয়

অবগত নহেন। যাহা হউক, তিনি তাঁহার প্যারার শেষে বলিতেছেন "... দিগের প্রশ্ন, কায়স্থসভা কি কেবল সূতার জোরে ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করিবে, ... জঘন্য পণপ্রথা রহিত করিয়া সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষ সাধনে ... হইবেন? বকেয়া বচন বিলাস, মামুলি হৈ চৈ ইহা আর ভাল লাগে না।"

আমাদের মুরুব্বি মহাশয়ের প্রশ্ন নিতান্তই অসার,—এই প্রশ্নের মূলে কেবল বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরাও এই স্বতঃ নিযুক্ত উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান যুগে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কি কেবল সূতার জোরে ব্রাহ্মণত্ব জাহির করিতেছেন না? তিনি যদি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্যবিৎ হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শাস্ত্রের আজ্ঞা,—

"সপ্তাহং প্রাতরস্নায়ী সন্ধ্যাহীন স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
দ্বাদশাহমনগ্নিঃ সন্ দ্বিজঃ শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

দেবীভাগবতে ১১ স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়।

"গায়ত্রীরহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।" পরাশরে ৮ম অধ্যায়।
"ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বথাদ্বিজকর্ম্মণঃ॥" মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়।
"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতেশ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ঐ ঐ।

অবগত আছেন। তিনি বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি এই সেন্সাস্ রিপোর্টে লিখিত ব্রাহ্মণ সংখ্যার মধ্যে কয়টী ব্যক্তিকে শাস্ত্রোল্লিখিত লক্ষণানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন? যদি শাস্ত্রোদ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্ম আশ্রয় না করিয়াও প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞরূপ কর্ত্তব্যসমাধান না করিয়া ও বেদশাস্ত্রের অত্যল্পমাত্রও স্পর্শ না করিয়াও, কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্র অথবা "সূতার জোরে" বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এতদিন সগর্ব্বে হিন্দুসমাজের শীর্ষদেশে বসিয়া ব্রাহ্মণত্ব "জাহির" করিতে পারিলেন,—তাহা হইলে কায়স্থগণ তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বও জাহির করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর বিশাল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যেমন স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন,—কায়স্থদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তদ্রূপ ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিতেছেন এবং করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্য আমাদিগের কোন মুরুব্বি মহাশয়ের মাথা খুঁড়িবার আবশ্যকতা নাই।

আর "হিতবাদী" মহাশয় যে জঘন্য পণপ্রথা রহিত করিবার কথা তুলিয়াছেন,—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি'—তিনি সত্য বলুন দেখি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণই এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে অগ্রণী হইয়াছেন কি না? "কায়স্থ-সভা" প্রকৃত পক্ষে এই জঘন্য প্রথার নিরাকরণের নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন কিনা?—আমাদের হিতৈষী বন্ধুবর সকলেই জানেন,—কেবল ... করিয়া "ন্যাকা" সাজিয়াছেন মাত্র। এই "জঘন্য পণপ্রথা" কেবল কায়স্থ সমাজে নহে,—বাঙ্গালার প্রত্যেক ভদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহা প্রত্যেক সামাজিকের নিকটই একটী জটিল সমস্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থ সভা এই প্রথার বিলোপ বা সংকোচ সাধনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, যদি এতদিন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণাদি জাতিও সমযোগে তদ্রূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের মুরুব্বিরা পরের 'বচনবিলাসে' বিরক্ত বটে কিন্তু নিজেদের বেলায় নানাছাঁদে সেই "বচনবিলাসে"ই পটু। আমাদের প্রিয়বন্ধু কি জানেন না যে এই কায়স্থ সম্মিলনে পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন একটী অত্যাবশ্যক প্রশ্নরূপে উপস্থিত করিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই উত্থাপিত হইয়াছিল এবং যতদূর সম্ভব সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবারও চেষ্টা হইতেছে? তবে কিনা "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা!"

প্রকৃতই কি "বচনবিলাসে" হিতৈষী "হিতবাদীর" অরুচি জন্মিয়াছে? বচনের ব্যাপারীর মুখে এই কথা কিন্তু আদৌ মানায় না। বচনের কি প্রভাব, তাহার কি মূল্য,—তাহার কি প্রয়োজন তাহা কি আর তাঁহাকে শিখাইতে হইবে? "বচন বিলাস" যদি বাজারে না বিকায়, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসা যে বিকল এবং তিনি যে বেকার,—তাহা কি একবার ভাবিয়াছেন? পার্লামেণ্ট মহাসভা হইতে রাম শ্যামের বৈঠকখানায় 'বচনবিলাসী' যে একমাত্র বিক্রেয় পণ্য! 'বচন বিলাস' অচল হইলে সম্বাদপত্র, সভা, সমিতি কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ, সব যে নিস্ফল! তবে বুঝি ভায়ার মত এই, আর সমস্ত স্থলেই 'বচন বিলাস' শোভন ও রোচক,—কায়স্থ সভার 'বচন বিলাস'ই গর্হিত!

কবি বলিয়াছেন:—

"সুয়া যদি নিম দেন তাও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি।"

তাই বটে,—'কায়স্থ সভা' যে হিতবাদীর চক্ষের বালি!

অবগত নহেন। যাহা হউক, তিনি তাঁহার প্যারার শেষে বলিতেছেন "... দিগের প্রশ্ন, কায়স্থসভা কি কেবল সূতার জোরে ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করিবে, ... জঘন্য পণপ্রথা রহিত করিয়া সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষ সাধনে স... হইবেন? বকেয়া বচন বিলাস, মামুলি হৈ চৈ ইহা আর ভাল লাগে না!"

আমাদের মুরুব্বি মহাশয়ের প্রশ্ন নিতান্তই অসার,—এই প্রশ্নের মূ... কেবল বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরাও এই স্বতঃ নিযুক্ত উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান যুগে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কি কেবল সূতার জোরে ব্রাহ্মণ... জাহির করিতেছেন না? তিনি যদি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্তবিৎ হন, তাহা হ... নিশ্চয়ই শাস্ত্রের আজ্ঞা,—

"সপ্তাহং প্রাতরস্নায়ী সন্ধ্যাহীন স্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাদশাহমনগ্নিঃ সন্ দ্বিজঃ শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

দেবীভাগবতে ১১ স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়।

"গায়ত্রীরহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।" পরাশরে ৮ম অধ্যায়।
"ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বথাদ্বিজকর্ম্মণিঃ॥" মনু, দ্বিতীয় অধ্যায়।
"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতেশ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ঐ ঐ।

অবগত আছেন। তিনি বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি এই সেন্সাস্ রিপোর্টে লিখিত ব্রাহ্মণ সংখ্যার মধ্যে কয়টী ব্যক্তিকে শাস্ত্রোল্লিখিত লক্ষণানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন? যদি শাস্ত্রোদ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্ম আশ্রয় না করিয়াও প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞরূপ কর্ত্তব্যসমাধান না করিয়া ও বেদশাস্ত্রের অত্যল্পমাত্রও স্পর্শ না করিয়াও, কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্র অথবা "সূতার জোরে" বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এতদিন সগর্ব্বে হিন্দুসমাজের শীর্ষদেশে বসিয়া ব্রাহ্মণত্ব "জাহির" করিতে পারিলেন,— তাহা হইলে কায়স্থগণ তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বও জাহির করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর বিশাল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যেমন স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন,—কায়স্থদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তদ্রূপ ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিতেছেন এবং করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্য আমাদিগের কোন মুরুব্বি মহাশয়ের মাথা খুঁড়িবার আবশ্যকতা নাই।

...আর "হিতবাদী" মহাশয় যে জঘন্য পণপ্রথা রহিত করিবার কথা তুলিয়া-...ন,—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি'—তিনি সত্য বলুন দেখি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ...স্থগণই এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে অগ্রণী হইয়াছেন কি না? "কায়স্থ-...ভা" প্রকৃত পক্ষে এই জঘন্য প্রথার নিরাকরণের নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম ...করিতেছেন কিনা?—আমাদের হিতৈষী বন্ধুবর সকলেই জানেন,—কেবল ...ন করিয়া "ন্যাকা" সাজিয়াছেন মাত্র। এই "জঘন্য পণপ্রথা" কেবল কায়স্থ ...মাজে নহে,—বাঙ্গালার প্রত্যেক ভদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহা ...প্রত্যেক সামাজিকের নিকটই একটী জটিল সমস্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থ ...মাজ এই প্রথার বিলোপ বা সংকোচ সাধনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, ...দি এতদিন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণাদি জাতিও সমযোগে তদ্রূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা ...হইলে বঙ্গের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ...আমাদের মুরুব্বিরা পরের 'বচনবিলাসে' বিরক্ত বটে কিন্তু নিজেদের বেলায় ...ঘনাছাঁদে সেই "বচনবিলাসে"ই পটু। আমাদের প্রিয়বন্ধু কি জানেন না ...যে এই কায়স্থ সম্মিলনে পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন একটী অত্যাবশ্যক প্রশ্নরূপে ...উপস্থিত করিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই উত্থাপিত হইয়াছিল এবং যতদূর সম্ভব সেই ...প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবারও চেষ্টা হইতেছে? তবে কিনা "যারে দেখ ... ...নারি, তার চলন বাঁকা!"

প্রকৃতই কি "বচনবিলাসে" হিতৈষী "হিতবাদীর" অরুচি জন্মিয়াছে? ...বচনের ব্যাপারীর মুখে এই কথা কিন্তু আদৌ মানায় না। বচনের কি প্রভাব, ...তাহার কি মূল্য,—তাহার কি প্রয়োজন তাহা কি আর তাঁহাকে শিখাইতে ...হইবে? "বচন বিলাস" যদি বাজারে না বিকায়, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসা ...যে বিকল এবং তিনি যে বেকার,—তাহা কি একবার ভাবিয়াছেন? পার্লামেণ্ট ...মহাসভা হইতে রাম শ্যামের বৈঠকখানায় 'বচনবিলাসী' যে একমাত্র বিক্রেয় ...পণ্য! 'বচন বিলাস' অচল হইলে সম্বাদপত্র, সভা, সমিতি কংগ্রেস্, কন্‌ফারেন্স, ...পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ, সব যে নিষ্ফল! তবে বুঝি ভায়ার মত এই, আর সমস্ত ...স্থলেই 'বচন বিলাস' শোভন ও রোচক,—কায়স্থ সভার 'বচন বিলাস'ই গর্হিত! ...কবি বলিয়াছেন:—

"সুয়া যদি নিম দেন তাও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি।"

তাই বটে,—'কায়স্থ সভা' যে হিতবাদীর চক্ষের বালি!

"হিতবাদী" বা তদ্রূপ কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্বেষ প্রকাশের মুখপত্র,—তাহাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অথবা অযাচিত উপদেশে "কায়স্থ সভা" মরিবে না। "কায়স্থ-সম্মিলন" তাহার বন্ধু বান্ধব (!) দিগের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়াই ভারতের রাজধানীর বুকের উপর নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যাঁহাদের অদৃষ্টে সে শুভদৃশ্য দেখা ঘটিয়াছে, তাঁহারা ধন্য,—আমরা হতভাগ্য, আমাদের অদৃষ্টে সে পুণ্যলাভ এবং সুখভোগ ছিল না সুতরাং আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক এই উপলক্ষে পণপ্রথা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই।

"সম্মিলন সভায়" অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপরই এই অত্যাবশ্যক প্রস্তাব উপস্থিত করার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। অপরে যাহা ইচ্ছা বলুক,—বাক্যের দ্বারাই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। হিন্দুর নিকট বাক্যের তেজঃ অসীম। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দেই মন্ত্রশক্তি নিহিত আছে। কায়স্থ সভার রাজশক্তি নাই যে ইচ্ছা মাত্র আইন দ্বারা বরপণ বা কন্যাপণ গ্রহণ রহিত করিয়া দিবে কি ওরূপ পণগ্রাহী ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করিবে। সভার এখনও এরূপ সামাজিক শক্তি হয় নাই যে সে নিজ ইচ্ছামত সামাজিকভাবে অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতে পারে। শুধু কায়স্থ জাতির কেন, অধুনা কোনও জাতিরই প্রকৃত সামাজিক শক্তি নাই। চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি যে অধ্যাপক পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত মহাশয়গণ অবাধে অশাস্ত্রীয় আচার বা কদাচার সেবা করিতেছেন,—তাঁহারাই আবার গম্ভীরভাবে অপর কোন একব্যক্তির অনাচার বিশেষের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেছেন! যে অধ্যাপকের পুত্র প্রত্যহ নিষিদ্ধ মাংস এবং অণ্ড ভক্ষণ করিয়া কুল পবিত্র করিতেছেন, তিনিই অপরের পুত্রের ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা এবং প্রায়শ্চিত্তের পরও ব্যবহার্য্য হইবে কিনা তাহারই ব্যবস্থা অন্বেষণে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছেন। এরূপ দারুণ কপটতা আমাদের হিন্দুসমাজ ভিন্ন আর কোথাও আছে কি না জানিনা! সকল কথা লেখা যায় না,—নচেৎ এক এক সময়ে প্রবল ইচ্ছা হয় যে কপট ধর্ম্মধ্বজীদিগের মুখের মুখোস খুলিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রকৃত চিত্র জগতে প্রকাশ করিয়া ফেলি। যাহা হউক, অবান্তর কথায় কাজ নাই। বলিতেছিলাম যে "কায়স্থ-সভার" রাজশক্তি কি প্রবল সামাজিক শক্তি নাই। সুতরাং অল্প সময়ে এক কথায় পণপ্রথার ন্যায় সমাজের অন্তস্তল প্রবিষ্ট কদাচারের নিরশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বক্তৃতা, রচনা এবং উপদেশাদির দ্বারা পণপ্রথার প্রতিকূলে লোকমত সংঘটিত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

মধ্যে মধ্যে যে দুই একজন ভদ্রলোক পণ না লইয়া নিজ নিজ পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তাঁহাদের শুভ দৃষ্টান্তের একটু প্রচার করার প্রয়োজন। "কায়স্থ-পত্রিকায়" এরূপ ব্যক্তির নাম ধাম প্রকাশিত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা পণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই শেষোক্ত মহাত্মাদিগের নাম ধামের তালিকা প্রচারের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। এবং "কায়স্থ-পত্রিকার" পবিত্র স্তম্ভে তাঁহাদের নামাবলী প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়। তবে Criminal Intelligence Gazette এর মত confidentially এক স্বতন্ত্র লিষ্ট প্রকাশ করা মন্দ নহে। এই লিষ্ট "কায়স্থ সভার" সভ্যদিগের নিকট (কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট নহে) confidentially প্রচার করা যাইতে পারে। আমাদের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে বিবাহে পণ গ্রহণ একরূপ সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদিগের নাম ধাম প্রকাশ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে জনসমাজ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং অপরপক্ষে ঐ অপরাধী মহাশয় দিগকেও একটু হেয় হইতে হয়। তাহাতে কোন পক্ষের কিছু সুবিধা নাই। আমি কোন কারণে হয়ত একবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে কিছু পণ লইলাম। কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষ আমার নাম ধাম ছাপাইয়া আমাকে "দাগী" করিয়া দিলেন সুতরাং ভবিষ্যতে আমার ভাল হইবার একটা প্রলোভনও থাকিল না। আমাদের বোধ হয় এই নিমিত্তই গভর্ণমেণ্টের কোনও প্রকাশ্য গেজেটে অপরাধ কি অপরাধীর বিবরণ প্রকাশিত হয় না,—এমন কি পুলিশ গেজেটেও নহে। তবে পুলিসের গোপনীয় বিভাগ হইতে যে Confidential C. I. Gazette বাহির হয়,—(তাহা সাধারণে মূল্য দিলেও কিনিতে পান না) তাহা কেবল পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত হয়, তাহাতেই দেশের যাবতীয় অপরাধ এবং অপরাধীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। "কায়স্থ-পত্রিকা" সাধারণের পাঠ্য, কিন্তু "কায়স্থ-সভার" সভ্যগণ সামাজিক কুরীতি নিরাকরণের নিমিত্ত পুলিশ বিশেষ,—অতএব কেবল তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত পণগ্রাহী মহাত্মাদিগের নাম ধামের তালিকা ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইলে তাঁহারা জানিতে পারেন যে তাঁহাদের চেষ্টা কতদূর সফল কি বিফল হইতেছে। আমাদের ধারণা যে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত শুভকার্য্যের দৃষ্টান্ত একটু বিস্তৃতভাবে প্রচার করিতে পারিলে এ সম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে।

যে স্থলে বরকর্ত্তা সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া পণ লইতেছেন,—সে স্থলে সামাজিকগণের উচিত যে সেই বিবাহে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করা। এই সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে গ্রামে গ্রামে কায়স্থ সভার দুই একজন সভ্য থাকিলে এই প্রকার সামাজিক ভাবে কার্য্য করার সুবিধা হয়। এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বত্র কায়স্থ সভার সভ্য নিয়োগ করার চেষ্টা অত্যাবশ্যক।

উচ্চ ইংরাজী স্কুলে এবং কলেজের ছাত্রগণের নিকট নিয়মিতভাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক নগরে ছাত্রদিগকে লইয়া এই নিমিত্ত একটী ক্লাব বা সমিতি গঠন করিতে পারিলে সভার এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে বালক এবং যুবকদিগের মন কত সাধুভাবে পূর্ণ থাকে এবং তাঁহাদিগকে সহায় পাইলে সৎকার্য্য সম্পাদনের কত সুবিধা হয়, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এই প্রস্তাবে হয়ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা বালক এবং যুবকগণকে পিতা এবং অভিভাবকবর্গের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। যুবকগণ যদি প্রকৃত বুঝিতে পারেন যে এই বিষময় পণপ্রথা তাঁহাদের দেশের, ধর্ম্মের, আচারের মহাবিরোধী এবং বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ হইতে উৎপন্ন,—তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে এই প্রথার ফলে পবিত্র ও মধুময় বৈবাহিক সম্পর্ক কুৎসিত এবং গরলময় হইয়া উঠিতেছে,—তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে এই প্রথার ফলে শত শত সুশান্ত পরিবারে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিতেছে, কত হতভাগ্য পিতা আত্মহত্যা করিতেছে, কত কোমল হৃদয় কলিকাবস্থায়ই শুকাইয়া ঝরিয়া যাইতেছে,—এক কথায় সুখের সংসার ছারখার হইতেছে,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিকার হইবে। তাঁহারাই আমাদের আশা ভরসা। তাঁহারা আমাদের দেশ, সমাজ এবং ধর্ম্মের রক্ষা না করিলে আর কে করিবে?

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(খ) বিশ্বরূপের বা কার্য্যব্রহ্ম বিরাটের উপাসনা।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে গবাক্ষরন্ধ্র-প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিতে ভাসমান অনন্ত ত্রসরেণুর মত অসংখ্য সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমপুরুষের স্বরূপ শক্তিতে তাঁহার একদেশে জাগিয়া যথানিয়মে ভাসিতেছে, আবার যথাকালে তাহাতেই বিলুপ্ত হইতেছে। তাঁহার জীবময়ী তটস্থা শক্তির প্রভাবে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে তুরীয় ব্রহ্মের সহিত অনুস্যূত থাকিয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের অনন্ত বিভূতি— অনন্ত খণ্ডাধারে বা উপাধিতে প্রতিফলিত জীবচৈতন্য সকল তাহাতেই বিরাজ করিতেছে এবং উহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সহ সবীজ সেই পরব্রহ্মেই বিলীন হইতেছে; জীবজড়াত্মক এই অসংখ্য সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড তুরীয় ব্রহ্মের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে—ইহাই ভগবানের বিশ্বরূপ বা কার্য্যব্রহ্ম বিরাট দেহ।

সামবেদোক্ত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের সাধনা অর্থাৎ ঐ মহাবাক্যার্থের সম্যক্ অনুভূতিই ভগবানের এই বিরাট রূপের উপাসনা।

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের "তৎ" সর্ব্বনাম শব্দ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থই যাঁহার বিভূতি, নাম-রূপে মুখস পরিয়া যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থ সাজিয়া রহিয়াছেন এবং অব্যক্ত ভাবেও যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন একমাত্র তিনিই "তৎ" শব্দের বাচ্য। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রতি পদার্থই যাঁহার নামরূপ প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কোন নাম-রূপও নাই। তাই, এই "তৎ" শব্দ সেই পরব্রহ্মের অনন্ত ব্যক্তমূর্ত্তি এবং তাঁহার অব্যক্ত গুণাবদ্ধ অবিজ্ঞাত স্বরূপ, এই উভয় রূপেরই বাচক। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ঐ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থ এবং ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত খণ্ডাধারে বা উপাধিতে যে অণুচৈতন্য জীবরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন তাহাই "ত্বং" পদবাচ্য। "তৎ" পদবাচ্য সেই মহতোমহীয়ান্ বিভু পদার্থই "ত্বং" পদবাচ্য অণোরণীয়ান্ অণুচৈতন্য বা জীব সাজিয়া রহিয়াছেন। এই "তৎ" এবং "ত্বং" উভয় পদার্থই যে এক ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে অনুভবে জানিতে পারিয়াছেন তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক হইয়াছেন। এই অনুভবানন্দ লাভ করিবার পূর্ব্বেই সাধকের আধিভৌতিক আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শুদ্ধির প্রয়োজন। যাঁহার অধিভূত শুদ্ধি হইয়াছে তিনি অনন্ত জড়

জগতের প্রতি পরমাণু এবং অনন্ত জড় উপাধির অভ্যন্তর অধিকার করিয়া যে অধিষ্ঠান চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন তাহা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার দৃষ্টিতে অনন্ত জগতের ভৌতিক আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার অধিদৈব শুদ্ধি হইয়া মন নিশ্চল ও নিস্তরঙ্গ হইয়াছে তিনি এই বিশ্বরূপের জড় ও অণুচৈতন্য ব্যাপিয়া এক পরম শান্ত চৈতন্যময় মহতোমহীয়ান্ বিভু ব্রহ্মই অধিষ্ঠান দেখিতে পান। এবং যাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবশুদ্ধি হইয়া বুদ্ধিরূপ আনন্দময় কোষ নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহার আপনার সেইরূপ ব্রহ্মপুরের দহরাকাশে সন্নিবিষ্ট অণোরণীয়ান্ আত্মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহতোমহীয়ান্ সেই বিরাট রূপ ও বিরাটরূপাতীত ভাব-ব্যাপী এক চৈতন্যময় বিভু-দেহে স্থিতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার আং কামনা করিবার কিছুই নাই। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে উক্ত ত্রিবিধ শুদ্ধি লাভ করিয়া অভ্যাস যোগে ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভগবানের বিশেষ বিশেষ বিভূতির অনুধ্যান করিতে হয়। এই পথ প্রদর্শন করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীগীতার দশম অধ্যায়ে মহাত্মা অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে বিভূতিযোগ বলিয়া তৎপর (একাদশ অধ্যায়ে) বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ দেখাইয়াছেন।

(গ) মায়াতে উপহিত মায়াধীশ চৈতন্য—সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা।

গুণের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত সুতরাং গুণাতীত সেই পরব্রহ্মই আপনার আজ্ঞাধীন মায়াকে অবলম্বন করিয়া গুণবান হইয়া থাকেন এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিগুণের খেলা খেলিয়া থাকেন। অশেষ কল্যাণ গুণের আকর সেই করুণাময় পরমেশ্বরের করুণার সীমা নাই। যে যুগে যে সময়ে তাঁহার যে রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইন্দ্রিয় বিজয়ী বিশুদ্ধচিত্ত সাধকগণ আকুল হৃদয়ে তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, তিনি সেই সাধকের চিরবাঞ্ছিত সেই রূপই স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রে এই ঋষিবাক্য রহিয়াছে :—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

অর্থ :—উপাসকের কার্য্যার্থে চিন্ময় অদ্বিতীয় নিরংশ ও অশরীরী ব্রহ্ম রূপের কল্পনা করিয়াছেন। (রূপধারী হইয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।)

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের এই সকল মূর্ত্তির ধ্যান এবং পূজা বিহিত হইয়াছে। ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি যে সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের প্রাণ সর্ব্বস্ব তিনি তাঁহার সেই মূর্ত্তির

নার উপযোগী শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেইরূপেই আরাধনা করিয়া থাকেন। অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রবিহিত ছন্দে বীজ-মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিলে সেইরূপে ঈশ্বর ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সাধকের প্রার্থনানুযায়ী সেই করুণাময় পরমেশ্বর কখনও বা পুরুষ মূর্ত্তি কখনও বা স্ত্রী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যখন যে মূর্ত্তিই ধারণ করুন না কেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃতি পুরুষ বা শক্তি শক্তিমান বিজড়িত মূর্ত্তি। সেই পরম পুরুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা না হইলে শক্তির ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি যেরূপ অসম্ভব সেইরূপ আপন শক্তিকে বক্ষে ধারণ বা আলিঙ্গন না করিলে— শক্তি বিরহিত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রকাশ বা অভিব্যক্তিও অসম্ভব। সেই পরম পুরুষের যে মূর্ত্তি তাঁহার স্বরূপ শক্তির বাহুল্য ব্যঞ্জক তাহাই তাঁহার পুরুষ মূর্ত্তি আর যে মূর্ত্তি তাঁহার প্রাকৃত শক্তির বাহুল্য ব্যঞ্জক তাহাই তাঁহার স্ত্রী মূর্ত্তি। যাঁহারা বিশেষ ভাবে সচ্চিদানন্দরূপ তাঁহার স্বরূপ শক্তির এবং গৌণভাবে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী শক্তির সাধক, তাঁহারাই তাঁহার পুরুষ মূর্ত্তির উপাসক? আর যাঁহারা মুখ্যভাবে তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী কালী বা জগদ্ধাত্রীরূপা মাতৃরূপের এবং গৌণভাবে তাঁহার মাধুর্য্যময়ী স্বরূপশক্তির সাধক তাঁহারাই ঈশ্বরের মাতৃরূপা স্ত্রী মূর্ত্তির উপাসক। দ্বৈতভাব হইতে অদ্বৈত ভাবে গুণের রাজ্য হইতে গুণাতীত বিশাল রাজ্যে প্রবেশের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলেই শক্তিমান ও শক্তির যুগলাত্মক রূপের উপাসক; কেহ বা বিশেষরূপে তাঁহার মাধুর্য্য ভাবের কেহ বা বিশেষরূপে তাহার ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসক, এই মাত্র প্রভেদ।

শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুযায়ী হিন্দুগণ যে পষাণময়ী দারুময়ী বা মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন অহিন্দুর দৃষ্টিতে তাহা পুতুল পূজা হইতে পারে, কারণ, ঐ মূর্ত্তিতে তাঁহারা পুতুল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। কিন্তু হিন্দুর দৃষ্টিতে তাহা পুতুল নহে, ভগবানকে ধরিবার যন্ত্র মাত্র। যেমন সঙ্গীতের যন্ত্র হইতে স্বরলহরী গ্রামে গ্রামে উত্থিত হইয়া অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধগামী হয়, অথচ যে যন্ত্র হইতে সেই মাধুর্য্যময়ী স্বরলহরী উত্থিত হইয়াছিল তাহা পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রতিমারূপ যন্ত্র হইতে তাহার ভৌতিক আবরণ ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব অমৃতময় উচ্ছ্বাস সাধকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দহরাকাশস্থিত তাঁহার অনুচৈতন্য আত্মাকে লইয়া উর্দ্ধে নির্ম্মল রাজ্যের আনন্দময় কোষে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের ঐ আরাধ্য মূর্ত্তির শ্রীচরণে অর্পণ

করে, তখন সাধকের সেই অনুচৈতন্য আত্মা আনন্দময় বা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে উঠিয়া বিভু চৈতন্যে পরিণত হয় এবং ক্রমে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী বিরাট মূর্ত্তি লইয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম করে। অহিন্দুগণ যে মূর্ত্তিকে পুতুল বলিয়া উপহাস করেন ঐ মূর্ত্তিরূপ যন্ত্রহিত অমৃত পান করিয়া শত শত মহাপুরুষ পরম হংস ও অমর হইয়াছেন। ঐ অভ্যাসযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও সাধকের আধিভৌতিক আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শুদ্ধির প্রয়োজন।

(ঘ) সর্ব্বেশ্বরের অবতারের উপাসনা।

যে সময়ে যে প্রয়োজন সাধন জন্য সেই জন্মরহিত অব্যয়াত্মা সর্ব্বলোকেশ্বর মায়ামানুষরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, মানবগণের হিতের জন্য সেই ভগবান্ মহেশ্বর স্বয়ংই তাহা গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবান্ মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৮

গীতা. ৪র্থ অধ্যায়।

অর্থ :—আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারায় আবির্ভূত হই। (দেহধারীরূপে ব্যক্ত হই)। ৬

হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। (দেহধারীরূপে আপনাকে প্রকাশ করি)। ৭

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগেই আবির্ভূত হই। ৮

যখন মানবগণ তাহাদের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শাস্ত্রবিহিত নিবৃত্তিমার্গের ধর্ম্মপদদলিত করিয়া জগতের ক্রমোন্নতির ও মোক্ষলাভের পথ রুদ্ধ

করিয়া দেয়, ধর্ম্মাচরণের পথ কণ্টকিত করিয়া ধার্ম্মিকগণকে নানা ভাবে উৎপীড়িত করে, জগতের ক্রমোন্নতির এবং মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়তার জন্য ভগবানের নিযুক্ত দেবগণের প্রভাব যখন উচ্ছৃঙ্খল পাপাত্মাগণের নিকট অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, পাপাত্মাগণের পাপকলুষিত তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি যখন ভগবানের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক পরোক্ষ ভাবের ইঙ্গিত বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয় তখনই মানবের কল্যাণার্থে তিনি মায়া মানুষরূপে দেহধারী মানব সাজিয়া অবতীর্ণ হন। অন্যত্রও ভগবান স্বয়ংই একথা বলিয়াছেন :—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং মৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"

অর্থ:—হে নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ এ মায়া আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। তাহা না হইলে গুণাতীত আমাকে এরূপ দেখিতে পাইতে না।

তিনি মানুষ না সাজিলে মানুষ তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই সচ্চিদানন্দের অনুরক্ত হইতে পারে না। কারণ, যে সংস্কার লইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তদনুরূপ ভাব না হইলে মানুষ সে ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। তাই, ভগবানের অবতার গ্রহণ তাঁহার অপার করুণার প্রত্যক্ষ ফল। জগতের হিতের জন্য তিনি সর্ব্বদা অন্তস্থ এবং মায়াধীন না থাকিয়াও নিজ মায়াকে আজ্ঞাবর্ত্তিনী করিয়া মায়া মানুষ রূপ ধারণ করেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বিপথগামী জীবকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। সেই করুণাসিন্ধু বিনা এরূপ অপার করুণা আর কাহার হইবে? আমরা সেই লীলাময়ের শ্রীমুখের আদেশ এবং উপদেশ অনুসরণ করিয়া, তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ গুণাবলী শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন করিয়া এবং তাঁহার লীলা অনুধ্যান করিয়া সেই ভগবানের পরা ও অপরা শক্তির প্রভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি। তাঁহার ভুবনমোহন সান্তরূপ ভুবনব্যাপী অনন্ত-রূপ দর্শন করিয়া তাঁহাতে একনিষ্ঠ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম দ্বারায় আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শুদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহার ভক্তগণ পরাভক্তি দ্বারায় নীত হইয়া সেই পরাজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। তাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মধ্যে ভগবানের পূর্ণাবতারের উপাসনা বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু সকলের পক্ষে সেই ফল সমান হয় না। সেই অবতীর্ণ ভগবানে একনিষ্ঠ পূর্ণবিশ্বাসী ভক্তের সম্বন্ধেই অবতারের উপাসনা অমৃতময় ফল প্রদান করে।

যিনি তাঁহাতে মানুষ বুদ্ধি করিয়া কেবল মহাপুরুষ ভাবে অথবা সামান্য দেবতা রূপে তাঁহাকে ভক্তি বা তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহার উপাসনার ফল

সেরূপ হইতে পারে না। সেই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন মতি অনুসারেই গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়টি জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
তক্ত্যা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" ৯

গীতা, ৪র্থঅঃ।

অর্থ :—হে অর্জ্জুন যিনি তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) আমার এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম জানেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন।

সেই সর্ব্বেশ্বর যে জন্মের অভিনয় করিয়াও জন্মান না সর্ব্বদাই অজ ও নিত্যভাবে রহিয়াছেন এবং অশেষ কর্ম্মের অভিনয় করিয়াও যে কোন কর্ম্মই করেন না—সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে রহিয়াছেন, এইরূপ জানাই তাহাকে তত্ত্বতঃ জানা। "তৎ" ব্রহ্মবাচক সর্ব্বনাম শব্দ। এই "তৎ" এর ভাব বা ব্রহ্মভাবই তত্ত্ব।

সেই ভগবান সর্ব্বদাই জগন্ময় ও জগতের অতীত অনাবৃত ব্রহ্মভাবেই অবস্থিত, অথচ বিপথগামী জগতকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার জন্য আপনার আজ্ঞাবর্ত্তিনী ত্রিগুণময়ী মায়াকে নিজ দেহরূপে ভাসাইয়া তিনি ব্যক্ত হইয়াছেন। তাই তিনি জন্মিয়াও জন্মেন না। কামনাপরায়ণ জীবের ঘনীভূত কামনাই কর্ম্মরূপ ধারণ করে—মনে যে সংকল্প ও কামনার উদয় হয় ঐ কামনাও সংকল্প প্রণোদিত মন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সেই ঘনীভূত কামনাকেই কর্ম্ম বা কার্য্যরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বর পূর্ণকাম—কর্ম্ম করিতে বা কর্ম্মফল লাভ করিতে তাঁহার কোন কামনা নাই। কেবল জগতের কল্যাণার্থ লোক শিক্ষার জন্য তাঁহার কর্ম্মের অভিনয় আছে। তাই কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্ম করেন না। তিনি লোক শিক্ষার জন্য দেহধারীর মত জন্ম কর্ম্মের অভিনয় করিলেও তাঁহার বিভুজ্ঞান * কখনও সীমাবিশিষ্ট বা খর্ব্ব হয় না। পুরাণাদি

* সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সেই সর্ব্বেশ্বরের অবতার গ্রহণ যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন তাঁহারা বলেন যে সমস্ত আকারই সীমাবিশিষ্ট দেশকালব্যাপী পদার্থ, যিনি অসীম তিনি সেই সীমাবিশিষ্ট দেশকালব্যাপী বস্তু হইয়া কিরূপে সর্ব্বব্যাপী হইবেন? আকার বিশিষ্ট জীব মাত্রই অল্পজ্ঞ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি আকার বিশিষ্ট হইয়া কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হইবেন?

শাস্ত্রে তাঁহার জন্ম যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাও অলৌকিক। যে ব্যক্তি সেই অবতীর্ণ মহেশ্বরের এইরূপ অপ্রাকৃত জন্ম কর্ম্ম অবগত আছেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তাহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই ভগবদ্ভক্ত তাঁহার আত্মাতে প্রতিফলিত অনন্ত বিশ্বে ও প্রতি বিশ্বের প্রতি পদার্থে সেই সর্ব্বেশ্বরের পূর্ণ অধিষ্ঠান দেখিতে পান, তাই তিনি অনুরাগ-ভয়-ক্রোধাদি মানসিক চাঞ্চল্য রহিত হইয়া অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পদার্থ সহ তাঁহার আত্মাকে সেই পরমাত্মা অবতীর্ণ মহেশ্বরের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া গুণাতীত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সেই ভগবানকে কাম্যকর্ম্মের ফলদাতা সামান্য দেবতা-

আমরা গুণাতীত হইতে পারি নাই, এই অবস্থায় প্রথম দৃষ্টিতে এই কথাগুলি অকাট্য যুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল কথার সারবত্তা অতি অল্পই আছে। যাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের যোগ বিয়োগ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত বিশ্বের প্রতি পদার্থ গড়িতেছেন ও ভাঙ্গিতেছেন সেই পরম দেবতা এই ত্রিগুণময়ী যোগমায়ার সম্পূর্ণ অতীত; তিনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত বস্তুর সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। প্রাকৃত ধর্ম্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সংস্কাররূপে জীব জন্মগ্রহণ করিয়া দেহাত্মবুদ্ধিতে সংসারে জড়িত ও বদ্ধ হয়। সেই সর্ব্বগুণাতীত মহেশ্বরের জন্ম অপ্রাকৃত--পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সংস্কারে প্রাকৃত ধর্ম্মবশে কর্ম্মবিপাকে তাঁহার জন্মকর্ম্ম নহে, তাঁহার কর্ম্ম বাসনারূপ প্রাকৃত ধর্ম্ম প্রণোদিত নহে, সুতরাং তাঁহার সেই জন্ম-দেহকর্ম্মে আত্মবুদ্ধি (আমি ও আমার বুদ্ধি) থাকিতে পারে না। কেবল জীবের কল্যাণের জন্য নিজ মায়াকে আজ্ঞাবর্ত্তিনী করিয়া তাহার দ্বারায় জীবদেহরূপ দেহ-পরিচ্ছেদ পরাইয়া লইয়া জীব সাজিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া প্রত্যক্ষভাবে জীবের অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন বস্তুর কোন আকারই তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার বা সর্ব্বজ্ঞতার অন্তরায় হইতে পারে না। যাঁহারা সেই সর্ব্বেশ্বরের অবতার গ্রহণ অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপা সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া থাকেন—মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সমস্ত বস্তুই তিনি। যদি সেই অবতীর্ণ মহেশ্বরের অপ্রাকৃত দেহরূপ আকারই তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার ও সর্ব্বজ্ঞতার খর্ব্ব করিতে পারে তবে তিনি দেহ গ্রহণ না করিলেও অসংখ্য জগতের অসংখ্য আকার বিশিষ্ট বস্তু দ্বারায় বহুধা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বিভুজ্ঞান অল্পজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে? আপত্তিকারী কি একথা বলিতে প্রস্তুত আছেন?

বস্তুর আকার আমাদের ইন্দ্রিয় সম্ভূত জ্ঞানের বিষয়, তাই উহার সহিত দেশ ও কালের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত (ক) ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত অথচ যাঁহার ইঙ্গিতে সকল ইন্দ্রিয় ও তদ্গ্রাহ্য গুণাবলী তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং দেশ-কালকে সীমাবিশিষ্টরূপে প্রকাশ করে তিনি দেহীরূপে তোমার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াও আপনি অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ থাকিতে পারিবেন না কেন? মানুষের জ্ঞান দ্বারায় সেই অপ্রাকৃত পরম দেবতার অনন্ত

(ক) যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত কিরূপে হইবেন? কাঃ পঃ সঃ।

বোধে কামনাসক্ত হইয়া অর্চনা করেন তাঁহারা সেই কাম্যফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না। একথা স্বয়ং ভগবানই বলিতেছেন :—

"বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০
যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥" ১১ গীতা ৪র্থ অধ্যায়।

শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। (খ) মানুষের চিন্তাশক্তি সীমাবিশিষ্ট—মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের বিষয় লইয়াই চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। মন সংকল্প বিকল্প করে এবং বুদ্ধি তাহা লইয়া বিচার করিয়া থাকে। ক্রমে যখন সাত্ত্বিক বুদ্ধি রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া এই চিন্তা উর্দ্ধে উঠিতে পারে তখন সে চিন্তা আর চিন্তা থাকে না, গুণাতীত হইয়া সেই পরমানন্দে আত্মস্থ হইয়া যায়। "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" হইয়া যায়।

যাঁহার জন্ম কর্ম্ম-দেহ-জ্ঞান অপ্রাকৃত তিনি আপনার বশবর্ত্তিনী মায়া দ্বারায় আলিঙ্গিত হইয়াই অবস্থান করুন অথবা প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়াই অবস্থান করুন তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার ও বিভু জ্ঞানের খর্ব্বতা কিরূপে হইবে?

তিনটি বাহুপরিবদ্ধ স্থান যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-বশে আপনাকে ত্রিভুজ বলিয়া অধ্যাস করে তাহা হইলে সে যে অনন্ত বিস্তার ইহা তাহার জ্ঞানে আসিতে পারে না। আর যাঁহার কর্ম্মবিপাক নাই তিনি অনন্ত বিস্তার মধ্যে তিনি কত ত্রিভুজ চতুর্ভুজাদি আকার আঁকিয়া কত ত্রিভুজ চতুর্ভুজাদি সাজিতেছেন কিন্তু তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে সেই কাল্পনিক ত্রিভুজ চতুর্ভুজাদির অন্তবর্ত্তী স্থান সেই এক অনন্ত বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইভাবে যিনি সেই অবতীর্ণ ভগবানের জন্মকর্ম্ম বুঝিতে পারেন তাঁহার নিজ জন্ম কর্ম্মের সংস্কারও দূর হইয়া নিজেও গুণাতীত হইয়া তাঁহার ভাবই প্রাপ্ত হন। যে সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্ট পুঞ্জীভূত তেজোরাশি সূর্য্যদেব নিজে দেশকালব্যাপী হইয়াও আলো ও রশ্মিরূপে এক সময়েই অর্দ্ধ পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়া থাকেন সেই সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দঘনরূপধারী হইলেই যে সর্ব্বত্র অসীমভাবে অবস্থান করিতে পারেন না এ কথা অবিশ্বাসী ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারেন না। বস্তুর স্বরূপের অন্যথা কখনও হইতে পারে না। যিনি মায়াতীত মায়িক আবরণ তাঁহাকে কিরূপে আবৃত করিবে? যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না, তোমার আমার সীমাবদ্ধ স্থূল দৃষ্টি শক্তিকেই মাত্র আবরণ করে সেইরূপ তিনি স্বপ্রকাশ রূপে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিলেও তুমি গুণাতীত না হইলে দেহরূপ ত্রিগুণের যোগমায়া তোমার চক্ষু আবৃত রাখিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তের নিকট তিনি আবৃত নহেন।

(খ) বেদই ঈশ্বরের অসীমত্ব ও প্রতিমা রহিতত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং মানুষ তাহা বলিলে তাহার ধৃষ্টতা কেমন করিয়া হয়? কাঃ পঃ সঃ।

অর্থ:—অনুরাগ ভয় ও ক্রোধবিরহিত আমাতে একচিত্ত আমার শরণাপন্ন অনেকে জ্ঞান তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাবই প্রাপ্ত হইয়াছেন। (গুণাতীত হইয়া আমাতে আত্মস্থ হইয়াছেন)। ১০

হে পার্থ! যে ব্যক্তি যে ভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন আমি সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা করি। (অর্থাৎ অনুগ্রহ করি) (সকামভাবে ভজনা করিলে তাহাকে কাম্যফল প্রদান করি, নিষ্কামভাবে ভজনা করিলে আমাতে আত্মস্থ করি।) মানুষ সর্ব্বপ্রকারেই আমার পথানুসরণ করে।১১

মহাপ্রলয়ে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি ব্রহ্মেবিলীন থাকেন এবং জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংস্কার বা বাসনা বীজ লইয়া জীব সকলও প্রকৃতিতেই লীন থাকেন। ইহা জীবের মুক্তি নহে, সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। যখন প্রলয়াবসানে সেই পরম দেবতার ঈক্ষণে প্রকৃতি স্পন্দিতা হইয়া তাঁহার বিভুদেহেই স্বর্গমর্ত্তাদি লোক সৃষ্টি করিতে থাকেন তখন জীবের পূর্ব্ব সংস্কার বা বাসনা বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী জীব সকল জন্ম জরা মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে। তন্মধ্যে অনেকে আপন আপন সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার ব্যবহার করিয়া ক্রমে উর্দ্ধ লোকগামী হইয়া অস্থায়ী স্বর্গসুখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। আবার বহুজীব আপন আপন সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং অধঃলোকগামী হইয়া নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতির গমন বা ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় বিরাটরূপের অভিব্যক্তি ভগবানের একটি পথ ইহাই প্রবৃত্তিমার্গ। এই পথে থাকিয়া জীব নিজ কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গসুখ বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আর যাঁহারা অনন্ত মাধুর্য্যময় সেই পরম দেবতাকেই প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসুধা পানে অমর হইতে চান তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি যোগরূপ নিবৃত্তি সাধক বিপরীত পথাবলম্বনে প্রকৃতি প্রণোদিত করিয়া গুণাতীত হইয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ স্বরূপ শক্তির আশ্রয়লাভে ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন এবং সেই পরম দেবতার অবিজ্ঞাত স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া অমর হইয়া যান—জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ সংসারের পথে আর কখনও তাহাদিগকে আসিতে হয় না। ভগবানের প্রাপ্তির জন্য এই প্রশস্ত পথই নিবৃত্তিমার্গ। এই দুয়টি পথই ভগবানের অভিপ্রেত পথ, ইহা ভিন্ন আর কোন পথ নাই তাই ভগবান বলিতেছেন "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" সর্ব্বপ্রকারেই সকলে সেই পরম

দেবতা কর্ত্তৃক নিদ্দৃষ্ট পথেরই অনুসরণ করিতেছেন এবং সেই পরম দেবতাই মতি অনুসারে তাহাদের গতি বিধান করিতেছেন।

ভগবানের অব্যক্ত ও ব্যক্ত যে চারিটী মূর্ত্তি বা ভাব নিবৃত্তিমার্গের উপাসকগণের উপাস্য দেবতা বলিয়া আমরা উল্লেখ করিলাম, যদি উপাস্য দেবের উপাসনায় সকাম হৃদয়ে করা যায়, তাহা হইলে ঐ উপাসনা আর নিবৃর্ত্তিমার্গের উপাসনা হয় না,প্রবৃত্তি মার্গেরই উপাসনা হয় এবং ঐরূপ উপাসনা দ্বারায় স্বর্গাদিলাভ ভিন্ন মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে না।

অর্চ্চনাদি ক্রিয়াশেষে কর্ম্মফল সহ সেই কর্ম্ম ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে এবং তদনুযায়ী মন্ত্রও পঠিত হইয়া থাকে কিন্তু কয়জন মনপ্রাণে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানকে অর্পণ করিয়া থাকেন। যতদিন উপাসক কামনা শূন্য হইতে না পারেন ততদিন তাঁহার নিবৃত্তিমার্গের উপাসনা হয় না। এইরূপ সকাম উপাসক ভগবানকে প্রাপ্ত না হইয়া কাম্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সাধকগণের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিলাম। কিন্তু যে পদ্ধতি বা প্রণালী অবলম্বনে ঐ উপাস্য বস্তুকে লাভ করা যায় তৎসম্বন্ধে আবশ্যকমত আনুসঙ্গিকভাবে দুই একটি কথা বলিলেও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এবং ঐ বিষয়ে গীতার বিশেষ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিধি সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় উহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটি উপাদানই আছে। উহারা মুক্তিলাভের তিনটি পৃথক্ পৃথক্ পথ বিবেচনায় ধর্ম্মাত্মা মনীষিগণ মধ্যে কেহবা কর্ম্মের,কেহবা জ্ঞানের,কেহবা ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া স্বপক্ষের মত সমর্থন জন্য একটির প্রাধান্য স্বীকার করিতে যাইয়া অপর দুইটির শক্তিকে অকিঞ্চিৎকর ও হেয় মনে করিয়াছেন। উপাসনার বিধি সকল মধ্যে যে কোনটি কর্ম্মপ্রধান, কোনটি জ্ঞানপ্রধান এবং কোনটি ভক্তিপ্রধান বিধি তাহা সত্য, তাই বলিয়া একটিরও অপর দুইটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আমাদের মতে উহা তিনটি পৃথক পৃথক পথ নহে, সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণে পঁহুছিবার এক প্রশস্ত পথের উহারা তিনটি উপাদান মাত্র। বিশেষ একটী উদাহরণের বিষয় উল্লেখে আমরা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞানবাদিগণ অনেক সময় জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতে যাইয়া গীতার নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইয়া থাকেন।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥"১৭

গীতা, ৭ম অধ্যায়।

অর্থঃ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আর্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করেন।১৬

তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান অব্যভিচারিণী ভক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, সেও আমার প্রিয়।১৭

প্রথম শ্লোকটিতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, এরূপ কোন বিভাগ বা কথা নাই। দ্বিতীয় শ্লোকটিতেও কর্ম্মী' জ্ঞানী, ভক্ত ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের তুলনা করা হয় নাই। প্রথম শ্লোকোক্ত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী ইহার প্রত্যেকের সহিত ক্রিয়াপদ "ভজন্তে" অন্বিত হইয়াছে। ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করাই ভজনা। এই ভজনা ক্রিয়ায় ভক্তিও ঐ ভক্তির সহিত অর্চ্চনারূপ কর্ম্ম রহিয়াছে। এই শ্লোকে আর্ত্ত, ভক্ত, জিজ্ঞাসুভক্ত, অর্থার্থীভক্ত এবং জ্ঞানীভক্ত এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী উপাসকের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভক্তিহীন কেহই নহেন। ভক্তিই সকলের প্রাণ এবং এই ভক্তির জন্যই তাঁহারা সুকৃতিশালী হইয়াছেন। তাই সকলের সম্বন্ধেই "ভজন্তে" এই ক্রিয়াপদ প্রয়োগ হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে তামসিক প্রকৃতির ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। যিনি আর্ত্ত তিনি ত্রিতাপে তাপিত হইয়া রোগ শোক দুঃখাদি তমঃ গুণ দ্বারায় অভিভূত এবং ব্যাকুল। তিনি অনন্তউপায় হইয়া রোগ শোকাদি দুঃখ দূর করার জন্য ভক্তিভাবে ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হন। নিজের দুঃখ দূরের জন্য তিনি কামনাপরায়ণ তামসিক ভক্ত। দুঃখ দূর করাই তাহার কামনা, তাই, তাঁহার ভক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি নহে, কেবল তীব্র দুঃখের যাতনাই তাঁহার হৃদয়ে অকপট প্রবল ভক্তির উদয় হয়। তাহাতে এই ভক্তিপ্রাবল্য আছে বলিয়াই ভগবান তাঁহাকেও সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এইরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মই বুদ্ধির আছে। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রকৃত তত্ত্বে এখনও তাঁহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে নাই—বুদ্ধি নির্ম্মল হয় নাই। তাঁহার

বুদ্ধিস্থ সত্ত্বাংশ তমকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশমান হইয়া তাঁহার মনের সংশয় তখনও দূর করিতে পারে নাই কিন্তু সেই তত্ত্ববস্তু ভগবানকে জানিবার জন্ত তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিপূর্ণ হইয়া প্রকৃতই ব্যাকুল হইয়াছে, তাই তমঃ ও সত্ত্বগুণ মিশ্রিত প্রকৃতির এইরূপ ভক্ত ও সুকৃতশালী। যিনি অর্থার্থী ভক্ত তিনি ইহলোক ও পরলোকের ভোগসাধন অর্থপ্রাপ্তির জন্ত কামনাপরায়ণ এবং ব্যাকুল। তিনি রাজসিক ভক্ত। কিন্তু এই অর্থপ্রাপ্তির জন্ত ব্যাকুলতাই তাঁহাকে অকপট ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন করে। এই ভক্তির জন্তই তাহাকেও ভগবান সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী তিনি সত্ত্বগুণপ্রধান নিষ্কাম ভক্ত; ভগবত্তত্ত্বে তাঁহার মন নিশ্চল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই ভগবন্নিষ্ঠ রহিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি অব্যভিচারিণী হইয়াছে। এই শ্লোকে ভগবান জ্ঞানী সাত্ত্বিক ভক্তের একটি বিশেষণ "একভক্তি" দিয়াছেন, যে জ্ঞানীর ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি আছে ভগবান তাঁহাকেই বিশিষ্ট বলিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরা ভক্তিরই প্রাধান্ত বলিব কি জ্ঞানেরই প্রধান্য বলিব? ভগবানে অকপট তীব্র ভক্তির উদয় হয় বলিয়া ভগবান তামসিক সত্ত্ব ও তমযুক্ত এবং রাজসিক ভক্তকেও সুকৃতিশালী বলিয়াছেন আর যে সাত্ত্বিক জ্ঞানী সাধক একভক্তি হইয়াছেন তিনি ঐ সকল ভক্তের মধ্যে বিশিষ্ট হইবেন না কেন?

প্রকৃত কথা এই যে এই দুইটি শ্লোকে ভগবান কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ করেন নাই, ভগবানে সাধকের ভক্তির প্রাবল্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা জন্মিলে তামসিক তমঃ ও সত্ত্বযুক্ত, রাজসিক ভক্তও যে সুকৃতশালী হন এবং সুকৃতিশালী সাত্ত্বিক জ্ঞানী ভক্ত ভগবানে তাহার ভক্তির প্রবল্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা বশতঃ সকল ভক্ত অপেক্ষাই বিশিষ্ট ও ভগবানের প্রিয় হন, এই কথাই বলিয়াছেন। ইহা সগুণ ও নির্গুণ ভক্তের শ্রেণী বিভাগ, জ্ঞানী ও ভক্তের শ্রেণী বিভাগ নহে।

ভক্তির প্রবল প্রবাহ-বেগে পরিচালিত না হইলে কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই ভগবৎ প্রাপ্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। গুণত্রয় হইতে অসম্পৃক্ত হইতে হইলে সাত্ত্বিক ভক্তির উদয় হওয়া আবশ্যক। একমাত্র জ্ঞানীই সাত্ত্বিক ভক্ত এবং তাঁহার ভক্তিই অব্যভিচারিনী ভক্তি। তামসিক ও রাজসিক ভক্ত নিষ্কাম ভক্ত নহেন। কর্ম্ম ফল লাভ করিতে না পারিলে উহাদের ভক্তি নিশ্চলা ও একনিষ্ঠা থাকে না। তথাপি উহারা ও একদিন ভক্তিবলে গুণাতীত জ্ঞানী হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে; এই জন্ত ভগবান গীতায় ভক্তির স্থান অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন।

ভগবান বলিতেছেন :—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"৩০

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

অর্থ :—আমি সর্ব্বভূতে সমান, আমার দ্বেষ্য নাই, প্রিয়ও নাই। ভক্তির সহিত যিনি আমাকে ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকলে থাকি। ২৯

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি একনিষ্ঠ ভাবে আমাকে ভজনা করেন তবে তিনিও সাধু; যে হেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায়শীল।৩০

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"২৬

গীতা ১৪শ অধ্যায়।

অর্থ :—যিনি আমাকে একান্ত ভক্তি দ্বারায় সেবা করেন তিনি এই গুণ-সকল সম্যক্‌রূপ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ২৬

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥৫৪ গীতা ১১শ অধ্যায়।

অর্থ :—হে পরন্তপ অর্জ্জুন অনন্যভক্তি দ্বারা এইরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।৫৫

কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে যে জ্ঞানোদয় হয় না তাহাও ভগবান বলিতেছেন :—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি॥" ৪ গীতা ৩য় অধ্যায়।

অর্থ :—পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্মরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না এবং কর্ম্ম সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

রঘুনাথ মজুমদার
বা
দাস গোস্বামী।

(২)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনন্তর একদা রঘুনাথ শুনিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিছেন। অমনি তাঁহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শন। কিন্তু পলাইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা চারিদিকে প্রহরী পরিবেষ্টিত। একদিন দৈবে সুবিধাও আপনিই ঘটিয়া উঠিল। অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভক্তের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন, রাত্রে যদুনন্দন আচার্য্যকে রঘুনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাত্রি যে সময় চারি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে, প্রহরীগণ গভীর নিদ্রায় অচেতন, এমন সময় যদুনন্দন একাকী রঘুনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। যদুনন্দন রঘুনাথের গুরু ও পুরোহিত। কাজেই আচার্য্যকে দেখিয়া রঘুনাথ অমনি সসম্ভ্রমে তাঁহার পদযুগল বন্দন করিলেন। আচার্য্য যদুনন্দন বলিলেন— "বাছা রঘুনাথ আমার পূজারী অকারণে ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। আপাততঃ অন্য ব্রাহ্মণও পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই বড় বিপদে পড়িয়াছি। তুমি তাহাকে বুঝাইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যে ব্রতী করিতে পারিলে বড়ই প্রীত হইতাম।"

রঘুনাথ আচার্য্যের বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অমনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দুর গিয়া রঘুনাথ আচার্য্যকে বলিলেন— আপনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমি একাকী পূজারীর নিকট চলিলাম।"

এখন রঘুনাথ একাকী। কিছুদূরে আসিয়া তাঁহার মনের গতি অন্য পথে ধাবিত হইল। দেখিলেন, সঙ্গে রক্ষক নাই। ভাবিলেন এই আমার মাহেন্দ্র-যোগ। অমনি শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া পূর্ব্বমুখে ছুটিলেন। রঘুনাথ পলাইল।

প্রভাতে রঘুর পলায়নবার্ত্তা পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদারের কর্ণগোচর হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুত্রের অনুসন্ধানে দশজন লোক

পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া "ঝাঁকড়াতে" শিবানন্দ সেনের সহিত মিলিত হইল। শিবানন্দ গোবর্দ্ধনের পত্র পড়িয়া বলিলেন,—

"শিবানন্দ কহে তেঁহ এথানে না আইলা।
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইলা ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হইল চিন্তিত অন্তর।"

এদিকে রঘুনাথ সমস্ত দিনে পঞ্চদশক্রোশ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোয়ালা তাঁহাকে উপবাসী বুঝিতে পারিয়া সাদরে দুগ্ধ আনিয়া দিল। সে রাত্রে রঘুনাথ কেবল সেই দুগ্ধ মাত্র পান করিয়াই রহিলেন। (১)।

পরদিন প্রভাতে রঘুনাথ দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। এবার সোজা দক্ষিণমুখে পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, পায়ে কত উছট লাগিতেছে, পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, তথাপি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। কেবল হৃদয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের চরণ চিন্তা। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন :—

"এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্ব মুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণ মুখ হঞা।
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিলা প্রয়ান।
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য চরণ প্রাপ্তিমন।

(১) "এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায়েন বনে বনে।
কায়মন বাক্যে চিন্তি চৈতন্য চরণে।
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে।
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা।"
(চৈ, চ, অন্ত্য, ৬, পরি,)

কভু চর্ব্বন কভু রন্ধন কভু দুগ্ধ পান।
যবে যেই মিলে তাহে রাখে মাত্র প্রাণ।
বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন।
(চৈ, চ, অন্ত্য, ৬ পরি)

এইরূপে রঘুনাথ "ছত্রভোগ" ও "সরান" হইয়া ১২ বারদিনে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। সে সময় মহাপ্রভু স্বরূপাদি অন্তরঙ্গগণের সহিত একত্র উপবিষ্ঠ ছিলেন। মুকুন্দদত্ত রঘুনাথকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এই রঘুনাথ আসিয়াছে"। অমনি শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবাহৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্ত হতে।"

রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণ জানিনা, প্রভুপাদের কৃপাই যে, আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আনিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুও রঘুনাথের এইরূপ ক্ষীণতা ও মালিন্য দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক তাহাকে আপনার দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপ দামোদরের হস্তে সপর্পণ করিলেন। কহিলেন,—

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্য রূপে ইহার কর অঙ্গিকারে।
তিন রঘুনাথ হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে।'
এতকহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল।"

স্বরূপ রঘুনাথের শিক্ষা গুরু। যাহার ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত আর কেহই ছিল না। স্বীয় শিক্ষা গুরুরূপে সেই স্বরূপকে পাইয়া রঘুনাথ মনের সুখে নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রত্যহ তাহার ভুক্তাবশিষ্ট রঘুনাথকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে রঘুর মনের শান্তি হইল না। পাঁচদিন এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণের পর, অন্য উপায়ে স্বীয় উদরপূর্ত্তির পথ করিয়া লইলেন। সে উপায় এই,—

রাত্রে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে এইরূপে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া কেহ কেহ দয়া করিয়া কিছু দিতেন, তাহাতেই কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। নতুবা উপবাস।

অনতিবিলম্বে এসংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণ গোচর হইতে বাকী রহিল না। তিনি গোবিন্দের মুখে আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন,—

"ভালকৈল বৈরাগ্য ধর্ম্ম আচরিল।
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন ধারণ।
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।
বৈরাগীর কার্য্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর পোষণ।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি চায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"
(চৈ, চ, অন্ত্য, ৬ পরি)

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। একদিন রঘুনাথ স্বরূপকে বলিলেন,—

"কিলাগি ছাড়ালে ঘর না জানো উদ্দেশ্য।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ।
প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহায় নিজ বাত।
(চৈ,চ, অন্ত্য ৬ পরি)

তখন স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে রঘুনাথের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রভু হাসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন,—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিলা।
তোমার উপদেষ্টা করে স্বরূপেরে দিলা॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো সব জানে।

তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়।
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহা পাইবে বিশেষ॥"

রঘুনাথ এইরূপে নীলাচলে কালযাপন করিতেছেন। এমন সময়ে একদিন শিবানন্দ সেন প্রমুখ গৌড়ের ভক্ত বৃন্দ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য তাহাদের মুখে পূর্ব্ব বর্ণিত সমস্ত বিষয় অবগত হইতে রঘুনাথের বাকী রহিল না।

অনন্তর গৌড়ের ভক্তগণ বর্ষার চারিমাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত একত্র অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনতিবিলম্বে এ সংবাদ গোবর্দ্ধনের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না পুত্রের সংবাদ লইতে শিবানন্দ সেনের নিকট লোক পাঠাইলেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

"সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহ নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ॥

শিবানন্দ কহে তিঁহ হয় প্রভু স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহ কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছে সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণ মন॥

রাত্রিদিন করে তিঁহ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ পরিধান।
কৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥

দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে কয়য়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥"

শুনিয়া গোবর্দ্ধনের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি চারিশত মুদ্রা দুইজন ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণকে শিবানন্দের নিকট পাঠাইলেন। তাহারা যথাসময়ে শিবানন্দের আবাসে উপনীত হইল। এই উপলক্ষে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন,—

"শিবা। অরে! ত্বং কুতোহসি?
ভৃত্য। মহাত্মন্! গোবর্দ্ধন দাসেনাহং তৎ সমীপং প্রেষিতঃ।
শিবা। আং জ্ঞাতং, রঘুনাথ দাসোদ্দেশার্থং গমিষ্যতি ভবান।
ভৃত্য। মহাশয়! স ক্বয়া পরিচীয়তে?
শিবা। শ্রূয়তাম্।

আচার্য্যো যত্নন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশান্।
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্য নিধির্নকস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

অপিচ,—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোঽভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যাত্রায় মারোপণ তুল্য কালং
তৎপ্রেমশাখী ফলবান্ তুল্যাম্॥

তথাপি আগচ্ছ ময়ৈব প্রতিপাল্য নেতব্যোহসি, যাবদদ্বৈত দেবাজ্ঞা ন লভ্যতে তাবদেব বিলম্ব ইতি চিন্তয়তি।"

(চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ১০ম অঙ্কে)

অনন্তর গোবর্দ্ধন প্রেরিত ভৃত্যগণ উপস্থিত হইয়া তাহারা রঘুনাথকে স্বদীয় পিতৃদত্ত চারিশত মুদ্রা প্রদান করিলেন। প্রথমে রঘুনাথ উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে অনেক বলা কহায় রঘু সম্মত হইলেন বটে; কিন্তু তা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন না। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

"দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল।
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন॥
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করেন গ্রহণ।"

(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

এইরূপ নিমন্ত্রণে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলেন। এক দুই করিয়া ক্রমে দুই মাস বহিয়া গেল। অবশেষে একদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।"

স্বরূপ উত্তর করিলেন,—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন।
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ॥
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।
ইহার সঙ্কোচে আসি এতদিন নিল।
ভাল কৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল।"

(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

অনন্তর রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়া দিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রাত্রি দশদণ্ডের পর সিংহদ্বারে গিয়া উপস্থিত হন না। ছত্রে মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে একথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া রঘুনাথের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার কৃপার অবধি নাই। প্রসাদ স্বরূপ শঙ্করানন্দ সরস্বতী প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুকে প্রদান করিলেন। কহিলেন—

"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন।
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি।
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, মহাপ্রভু এই শিলা দিয়া আমাকে গোবর্দ্ধনে এবং গুঞ্জামালা দিয়া রাধাকুণ্ডে বাসের অনুমতি করিলেন। এরূপ ভাবিবার কারণও না আছে এমত নহে। যিনি পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমতী রাধিকার একজন প্রিয় সহচরী ছিলেন, তাঁহার মন যে, সহজেই রাধাকুণ্ডের প্রতি ধাবিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কবি পরমানন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

"দাশ শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতী রস মঞ্জরীম।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিৎ আহুস্তং নাম ভেদতঃ॥"

(গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

অনন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে রঘুনাথ নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলার সেবায় মনঃপ্রাণঃ সমর্পণ করিলেন। শ্রীমন্নরহরি পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"প্রভু দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাশরে।
দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রু ধারা দুনয়নে।
দাশ গোস্বামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
সদা মগ্ন রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে।"

(ভক্তি রত্নাকর)

রঘুনাথের নিয়ম অতীব বিস্ময় কর। সে নিয়মের চুল মাত্রও এদিক ওদিক হইবার নহে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।

"দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল।
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন॥
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করেন গ্রহণ।"

(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

এইরূপ নিমন্ত্রণে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলেন। এক দুই করিয়া ক্রমে দুই মাস বহিয়া গেল। অবশেষে একদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।"

স্বরূপ উত্তর করিলেন,—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন।
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ॥
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।
ইহার সঙ্কোচে আসি এতদিন নিল।
ভাল কৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল।"

(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

অনন্তর রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়া দিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রাত্রি দশদণ্ডের পর সিংহদ্বারে গিয়া উপস্থিত হন না। ছত্রে মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে এ কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া রঘুনাথের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার কৃপার অবধি নাই। প্রসাদ স্বরূপ শঙ্করানন্দ-সরস্বতী প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুকে প্রদান করিলেন। কহিলেন,—

"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন।
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি।
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, মহাপ্রভু এই শিলা দিয়া আমাকে গোবর্দ্ধনে এবং গুঞ্জামালা দিয়া রাধাকুণ্ডে বাসের অনুমতি করিলেন। এরূপ ভাবিবার কারণও না আছে এমত নহে। যিনি পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমতী রাধিকার একজন প্রিয় সহচরী ছিলেন, তাঁহার মন যে, সহজেই রাধাকুণ্ডের প্রতি ধাবিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কবি পরমানন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

"দাশ শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমৃং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতী রস মঞ্জরীম।
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিৎ আহুস্তং নাম ভেদতঃ॥"

(গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

অনন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে রঘুনাথ নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলার সেবায় মনঃপ্রাণঃ সমর্পণ করিলেন। শ্রীমন্নরহরি পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"প্রভু দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাশরে।
দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রু ধারা দুনয়নে।
দাশ গোস্বামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
সদা মগ্ন রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে।"

(ভক্তি রত্নাকর)

রঘুনাথের নিয়ম অতীব বিস্ময় কর। সে নিয়মের চুল মাত্রও এদিক ওদিক হইবার নহে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সেও নহে কোন দিনে।
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন।
প্রাণ রক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদ বচন।”

(চৈ, চ, অন্ত্য ৬ পরি)

ইহার পর রঘুনাথ ছত্রে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন আমি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনি, তাহাতে অপর আর একজনের উদর পূর্ত্তি হইতে পারে। দেহের পোষণ উদর লোলুপেরই বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রে আছে,—

“আত্মানঞ্চে দ্বিজানীয়াৎ পরঞ্জ্ঞান ধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতো র্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ।”

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।১৫।৪০)

এই ভাবিয়া রঘুনাথ প্রাণ ধারণার্থ অন্য উপায় স্থির করিয়া লইলেন। সে উপায় এই,—

“প্রসাদান্ন পশারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়।
সিহ দ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে।
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি।
ভিতরে যে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়।

(চৈ, চ, অন্ত্য, ৬ পরি)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

আপত্তি ভঞ্জনের প্রয়াস।

কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণে কায়স্থ-বিদ্বেষীগণের যে আপত্তি আছে তাহা ভ্রমমূলক; সে আপত্তি খণ্ডন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এ কথা বহুবার অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; সে প্রমাণ উপস্থিত করাও আমার অভিপ্রায় নয়। ক্ষত্রিয়গণ চিরদিন দ্বিজ ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে তাহারা উপবীতী রহিয়াছেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিবেন, এজন্য যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন এ সকল কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিত, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এখন কায়স্থ-বিদ্বেষীরাও বুঝিয়াছেন যে ইহা লইয়া বাদানুবাদে কোন লাভ নাই।

কিন্তু কায়স্থ-সমাজে উচ্চশিক্ষিত ও সাম্যবাদী একদল লোক আছেন, যাহারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানেন এবং তাহা স্বীকার করেন অথচ তাহারা উপনয়ন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও সত্য কথা। এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা কায়স্থ-সমাজে নিতান্ত অল্প নহে। ইহাঁরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া না করিয়া অনার্য্য শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেন তবে আমাদের কোন কথা বলিতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা শূদ্রপদবাচ্য হইতেও লজ্জা বোধ করেন অথচ কায়স্থের বর্ণোচিত কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কায়স্থ-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। সেজন্য এই মহাত্মাদিগকে কয়েকটী কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ইঁহাদের উপনয়ন গ্রহণে দুইটী আপত্তি। ইঁহারা বলেন যে বিংশ শতাব্দীর এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষযুগে যখন উপবীত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যখন দেশের মহাশত্রু জাতিভেদকে দেশ হইতে বিদূরিত করা কর্ত্তব্য, তখন শিক্ষা ও সভ্যতায় সমুন্নত কায়স্থ-সমাজ এই কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? *ইঁহারা রতিমাষা পরিমিত যজ্ঞসূত্রকে লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষাও সমধিক দুর্ব্বহ মনে করেন এবং উপনয়ন গ্রহণকে জাতিভেদ সংরক্ষণের প্রধান উপায় মনে করিয়া ইহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন।

যজ্ঞসূত্র গ্রহণের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ দ্বারা ইহাঁদের সে পথে আনয়ন করা অসম্ভব, কারণ ইহাঁরা উপবীত গ্রহণকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন

সুতরাং সে ভাবের যুক্তিতর্কের অবতারণা করা অনাবশ্যক। ইহাঁরা যখন আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না অথবা হিন্দু-সমাজের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদের বিশ্বাসানুরূপ সৎসাহস দেখাইতে সাহসী হইতে পারেন না তখন কি কায়স্থগণের সনাতন রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা ইহাঁদের কর্ত্তব্য নহে? যজ্ঞসূত্র আর্য্যগণের চিহ্ন। আবহমানকাল হইতে আর্য্যগণ দ্বিজোচিত চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞসূত্রের গুরুভার বহন করিয়া আসিতেছেন। যিনি আর্য্য নামের গৌরব অনুভব করেন যিনি হিন্দু বলিতে লজ্জিত হয়েন না তিনি আর্য্যের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে কোন্ যুক্তির বলে আপত্তি করিতে পারেন তাহা আমরা বুঝি না। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত দেহে উপবীত লক্ষিত হইয়াছিল একথা সকলেই অবগত আছেন। আমরা শুনিয়াছি স্বনামখ্যাত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন তখন জগৎবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার উপবীত দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহার গলে যজ্ঞসূত্র ছিল না। তিনি তাহা দেখাইতে পারিলেন না; ইহাতে মোক্ষমূলর সাহেব ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি আর্য্য ও ব্রাহ্মণ হইয়া আর্য্যদিগের সেই পবিত্র চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছেন?" যাঁহারা ধর্ম্মান্তরে বিশ্বাস করিয়া সেই বিশ্বাস বলে উপবীত ছিন্ন করিয়া ভবসিন্ধু পারের পন্থা পরিষ্কার করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র. কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সমাজে সনাতন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদানে গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারা কোন্ লজ্জায় স্বীয় বর্ণোচিত আচার ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটী কায়স্থের বাস। বাংলা দেশের অধঃপতিত কায়স্থগণ ব্যতীত আর সকল প্রদেশের কায়স্থগণই উপবীতী। বোম্বাই, বরদা, মরুভারতবর্ষ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতিতে সমুদয় কায়স্থগণেরই উপবীত আছে; বাংলা দেশেও এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও কি এই উচ্চ-শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য অনার্য্য শূদ্র পদযোগ্য হইয়া আপনাদের মস্তক অবনত করিয়া রাখা? যদি দেশে এমন সুদিন বা দুর্দ্দিন উপস্থিত হয় যে জাতিভেদ একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজগণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া গলগ্রহ কমাইবেন, তখন না হয় কায়স্থেরাও উপবীত পরিত্যাগ করিবে। যদি পুনরায় বৌদ্ধগণের প্রবল তরঙ্গ এ দেশে উপলিয়া উঠে অথবা অন্য কোন ম্লেচ্ছ

...প্রসার হয় এবং হিন্দুর হিন্দুত্ব ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোপ হয় তবে কায়স্থগণও ...সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া সাম্যের ধ্বজা তুলিবেন। তাহার পূর্ব্বেই ...ভার কমাইবার আবশ্যকতা কি?

...ভারতবর্ষ কখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা পরিচালিত হয় নাই এবং কখনও ...না। এদেশে যতদিন অভ্রভেদী হিমালয় সমুন্নত থাকিবে—পুণ্যসলিলা ...নদী প্রবাহিতা থাকিবে—ততদিন হিন্দুর হিন্দুত্ব যাইবেনা। জাতিভেদ বিদূরিত ...করিবার জন্য বহু মহাজন বহু চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ...সংস্থাপকগণ, 'মানুষ ভাই ভাই' বলিয়া বহুবার ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া-...ছেন কিন্তু জাতিভেদ তাহাতে বিদূরিত হয় নাই। জাতিভেদ জাতিভেদ করিয়া ...যাঁহারা চীৎকার করেন তাঁহারা কেবল ইহার দোষ দর্শন এবং দোষ প্রদর্শনই ...করিয়া থাকেন। যদি ইহা এত দোষেরই হইত তবে এত চেষ্টায়ও ইহা পরিত্যক্ত ...হইল না কেন? জাতিভেদের দোষ যাহা আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য ...দোষ আছে বলিয়া ইহার গুণ দেখিতে হইবে নাকি? জাতিভেদের উৎপত্তির ...কারণ যাহা ছিল তাহা কি সমাজের অহিত সাধন করিয়াছে? যে কোন প্রথাই ...,কালক্রমে তাহা দূষিত হইয়া পড়ে; তাহার দোষ সংশোধন করাই আবশ্যক ...তাহাকে সমূলে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য নহে। জাতিভেদ প্রথা এক সময়ে ...হিন্দু সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিল। কালক্রমে ইহার অধোগতি ...হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পরিহার ন করিয়া ইহার সংস্কার করাই কর্ত্তব্য। ...তারপর আর এক কথা;—শিক্ষিত সাম্যবাদীগণ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনু-...করণে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহেন সে পাশ্চাত্য সমাজে জাতি-...ভেদ নাই কি? সেখানে কি ছোট বড় প্রভেদ নাই? সে প্রভেদ আর হিন্দু ...সমাজের জাতিভেদ মূলতঃ এক, কিন্তু প্রকার ভেদ মাত্র। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ...জাতির মধ্যে যে হিংসা ছিলনা পাশ্চাত্য সমাজের ভদ্র ও ইতর সমাজে তদপেক্ষা ...অধিক হিংসা ও ঘৃণা সদন্তে উভয় শ্রেণীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ ...সকলে এক পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান—ইহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মূলনীতি হইলেও ...তাহা কেবল ধর্ম্মপুস্তক এবং ধর্ম্মযাজকগণের মুখেই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া ...যায়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে বৈষম্য, দ্বেষ ও হিংসার পূর্ণ রাজত্ব। যাঁহারা ...পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক বিলাসে বিমুগ্ধ হইয়া তদনুকরণে জাতিভেদ প্রথার ...উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহেন তাঁহারা একবার ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া ...দেখিবেন কি? সমাজে ভেদ ও বৈষম্য থাকিবেই—ছোট বড়, উচ্চ নীচ—এ

প্রভেদ দূর করা সম্ভব নহে। যে ব্রাহ্মসমাজ জাতি ভেদের বিরুদ্ধে দারুণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে। এ জাতিভেদ হিন্দু সমাজের ন্যায় নহে; ইহা অর্থ ও পদমূলক। এতদ্ব্যতীত অনেক ব্রাহ্মপরিবার স্ববর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত নহেন। এই প্রভেদ জাতি, গুণ, ধন, বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা নিয়মিত হয়। আমাদের সমাজে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল।

"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" গীতা।

এ বিভাগ, জাতি বা ধনানুসারে ভেদ অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। আমরা আমাদের সুশিক্ষিত এবং সাম্যবাদী কায়স্থ ভ্রাতাগণকে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সমাজ গঠন করা অপেক্ষা বিপ্লব উপস্থিত করা অতি সহজ। কায়স্থ জাতির মঙ্গলাকাঙ্খী হইয়া যে সকল মহাত্মারা কায়স্থ সমাজের সংস্কার ও গঠন জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা নির্ব্বোধ বা অশিক্ষিত নহেন। যাঁহারা কায়স্থ নামে পরিচিত হইতে গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই মহৎ ও শুভ অনুষ্ঠানে এই সকল মহাত্মাদিগের সাহায্য করা। যাহাতে কায়স্থগণ স্বীয় বর্ণোচিত আচার ও অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা প্রত্যেক কায়স্থেরই কর্ত্তব্য।

ইহাঁদের দ্বিতীয় আপত্তি—"দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে একতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তাহা না হইলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতি চেষ্টা দ্বারা একতা সংস্থাপনের অন্তরায় হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধানল জ্বলিয়া উঠে। কায়স্থগণের এরূপ স্বজাতীয় উন্নতির চেষ্টা ভেদ ও বৈষম্যের পরিবর্দ্ধক এবং সর্ব্বতোভাবে দেশের অনিষ্টকর।"

একথার উত্তর অতি সহজ। গত পৌষ মাসে কলিকাতা সহরে যে বিরাট কায়স্থ সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল যিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি কখনও এরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না। সমস্ত ভারতের কায়স্থগণ যখন একমনপ্রাণ হইয়া একই লক্ষ্যপথে গমন করিবেন তখন এই কায়স্থ-সমাজ দেশের কি প্রভূত উপকার সাধন করিবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Charity begins at home. যে আপনার পরিবার পরিজনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে অসমর্থ সে যদি বিশ্বপ্রেম প্রচার

...বে সে ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হয় নাকি? কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত বহু শ্রেণী, ...; এই সকল শ্রেণীর একীকরণ ও সমীকরণ কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক ...! যে মহাত্মার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে কলিকাতায় ...সমগ্র কায়স্থ জাতির অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন দর্শন করিয়াছি তিনি কেবল ...সমাজের কেন, সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার ...দেশের সামাজিক ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। ...সমাজ যেরূপ আপনাদের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়া- ...প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি এরূপ ভাবে চেষ্টা করেন এবং কৃতকার্য্য হয়েন ...বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষে একতা সংস্থাপন বিশেষ আয়াসসাধ্য হইবে ...। সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যই দেশের এবং সমাজের উন্নতি সাধন। প্রত্যেক ...দায় যদি এই শুভ উদ্দেশ্য লইয়া নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তবে ...র পরিণাম ফল অবশ্যই শুভ হইবে। নদী সকল বিভিন্ন পথে প্রবাহিত ...য় অবশেষ যেমন সকলেই সাগর সঙ্গমে মিলিত হয় হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ...দায়ও সেইরূপ এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিলেই ...শেষ এক স্থানেই মিলিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) রজঃপুত, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চজাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ...লাখগণ এবং অপর জাতিগণও স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা ...রিতেছেন। আমাদের মনে হয় যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় যত্ন ও চেষ্টা ...আপনাদের সমাজ সংস্কৃত করিতে পারিবে তখন সমগ্র হিন্দু সমাজের সংস্কার ...নে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। এইরূপ ভাবে সমাজ সংস্কার ...গঠন যত সহজে সম্পন্ন হইবে—জাতিভেদ উঠাইয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া পুনরায় ...ন করা তত সহজ নহে। যাহারা এরূপ কল্পনা করেন—তাহাদিগের স্বপ্ন ...কখন সফল হইবে? সহস্র সহস্র বৎসর যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অটল অচলের ...য় নানাবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত প্রতিহত ...রিয়া আর্য্য (হিন্দু)গণের অমানুষিক মনীষা ও ধীশক্তির অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে ...ায়মান রহিয়াছে তাহা কি দুইচারি জন পাশ করা বিলিতি লোকের কল্পনা ...স্বপ্নে উড়িয়া যাইবে? যাঁহাদের এইরূপ ধারণা হয় তাহাদের মস্তিষ্কের ...ার প্রয়োজন। সুতরাং কালাপাহাড় সাজিয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করা অপেক্ষা ...হাতে ইহার সংস্কার ও সুগঠন হয়, তাহা করাই সমীচীন ও বিজ্ঞের কার্য্য।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা। কায়স্থ-সমাজের যাঁহারা নেতা যাঁহারা

সমগ্র কায়স্থজাতির একতা গঠনে যত্নবান্ তাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের উন্নতির বিরোধী বা বিদ্বেষী নহেন। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের প্রাণ ও বঙ্গদশীয় কায়স্থ-সভার কর্ণধার। অথচ তিনি পতিত জাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্। এতদ্ব্যতীত কায়স্থ-সমাজের উন্নতির জন্য অপরাপর যাঁহারা বর্ত্তমানে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাও অন্যান্য জাতির উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কায়স্থজাতির উন্নতি চেষ্টায় অন্য জাতির সহিত সঙ্ঘর্ষ হইবে ইহা একান্তই ভ্রান্ত ধারণা। হিন্দুসমাজে চিরদিনই ক্ষত্রিয়গণ (কায়স্থগণ) সমাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কায়স্থগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ও উন্নতি অনিবার্য্য। অতএব যাঁহারা দেশের ও সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা কায়স্থজাতির উন্নতি চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক চক্ষে দর্শন না করিয়া ইহাকে হিন্দুসমাজের সার্ব্বজনীন উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করুন।

শ্রীবিহারীলাল রায়।

শূদ্র কে ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১)

"অজ্ঞানাৎপিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্র জাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥"

অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশতঃও যদি শূদ্রের স্পর্শ জল পান করেন, তবে তাঁহাকে স্নানান্তে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে।

"বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্র প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ॥
অযাচিত প্রদাতাচ কষ্টং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞ বিধানেন যজেদ্দেব মতন্দ্রিতঃ॥

শূদ্রাণামাধিকং কুর্য্যাদর্চ্চনং ন্যায় বর্ত্তিনাম্।
ধারণং জীর্ণ বস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্ট ভোজনম্।
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদার বিবর্জ্জনম্।
ইত্থং কুর্য্যাৎ সদা শূদ্রো মনোবাক্যায় কর্ম্মভিঃ।
স্থান মৈন্দ্রবাপ্নোতি নষ্ট পাপঃ সুপুণ্যকৃৎ॥"

অর্থাৎ,—শূদ্র যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে; ...ষতঃ দাসের ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। অযাচিত প্রদাতা হইয়া জীবিকা ...হার্থে ক্লেশ স্বীকার করিবে। পাকযজ্ঞ বিধানানুসারে, অহিংসাদি ...গৃহস্থ-ধর্ম্ম বিধানানুসারে আলস্য বিহীন হইয়া দেবোদ্দেশে বিনা মন্ত্রে ...প্রদান করিবে। অধিকন্তু ন্যায় পথাবলম্বী শূদ্রগণের (সৎশূদ্র গোপ ...দির) অর্চ্চনা (শিবিকাদি বহন) করিবে। শূদ্রগণ সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ...বস্ত্র ধারণ, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং স্বস্ত্রীতে গমন করিবে। শূদ্র পর-...গমন করিবে না। এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া ইন্দ্র-...লোকে গতি হইবে।

"শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণাদীনাং পূজাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অজ্ঞানং লঙ্ঘয়েদ্বাপি ন চ তানবমানয়েৎ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিশ্চাপি পাঠয়েন্ন কদাচন।
শূদ্রাদ্ বিদ্যাগৃহীতারং ব্রাহ্মণং পাতয়দধঃ॥
পাদোদকং ব্রাহ্মণস্য পিবেচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তি মাসাদ্য শূদ্রস্তরতি দুর্গতিম্॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ।

অর্থাৎ,—শূদ্র ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পূজা করিবে। এবং কখনও তাঁহাদের ...দেশ লঙ্ঘন, অপমান বা উক্ত ত্রিবর্ণকে বিদ্যাদান করিবে না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ...কট বিদ্যা শিক্ষা করিলে পতিত হইবেন। শূদ্র যত্ন পূর্ব্বক বিপ্রপাদোদক ...ন ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়।

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

মনু ৮ম অঃ ৪১৩

"নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥"

মনু ২য় অঃ ১৭

অর্থাৎ,—গর্ভাধান অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত যাহাদের মন্ত্রবিধি কথিত আছে, তাহারা ভিন্ন (দ্বিজাতি ব্যতীত) অন্য কাহারও শাস্ত্রে অধিকার নাই।

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনুসূয়য়া॥

মনু ১।১৭

অর্থাৎ,—দ্বিজগণের শুশ্রূষাই শূদ্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"যোহস্য ধর্ম্মাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

অর্থাৎ,—যে ব্যক্তি শূদ্রকে ধর্ম্ম বা ব্রতোপদেশ প্রদান করিবে, সেই শূদ্রসহ তাহার অসংবৃত নামক নিরয়ে গমন করিতে হইবে।

শূদ্রের কোনরূপ মন্ত্রে অধিকার নাই, বিবাহ ব্যতীত কোন সংস্কার নাই এবং শূদ্রগণ পতিত জাতি। যথা

"ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ।"
"অতো ন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণ মন্ত্র পাঠঃ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈব তু শূদ্রাণাং পতিতানাং তথৈবচ।
পঞ্চগব্য ন দাতব্যং দাতব্যং মন্ত্র বর্জ্জিতম্॥"

(শূদ্র ধর্ম্ম নিরূপণ)

"বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।"

(স্মৃতি)

ফলতঃ শূদ্র অতি নীচ জাতি। তাহারা কুক্কুর ও চণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য। এইজন্য শূদ্রার শোণিত তুল্য ঘৃণ্য, শূদ্রের দ্বিজাতি সহ একাসনে উপবেশন ঘোর অপরাধজনক; শূদ্রগণ শাস্ত্র ও অভিধানে দাস, অন্ত্যজ, বৃষল, জঘন্যজ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত; তাহারা অজ্ঞ, অশুচি, আচারবিহীন ও বেদভ্রষ্ট; তাহাদের অকর্ত্তব্য কুকার্য্য কিছু নাই, অযোগ্য কুখাদ্য কিছু নাই; শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের এমন কি সৎশূদ্র গোপ-নাপিতগণেরও সেবক, দ্বিজাতির জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সদা আজ্ঞা প্রতিপালনই শূদ্রের সনাতন ধর্ম্ম এবং দ্বিজাতির দাসত্বের জন্যই তাহাদের জন্ম। শূদ্রের রাজ্যে বাস, শূদ্রকে ধর্ম্ম বা শাস্ত্রোপদেশ প্রদান এবং শূদ্রের নিকট জ্ঞান শিক্ষা দ্বিজাতির পক্ষে ঘোরতর অকর্ত্তব্য, তাহার কোনও সংস্কার নাই; ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশতঃ শূদ্র পৃষ্ট জল পান করিলে ও যজ্ঞের হবি ধর্ম্ম-ব্রতের উপদেশ ও মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই,—বিবাহ ব্যতীত মহাপাপ। ইহাই মন্বাদি শাস্ত্র কর্ত্তা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সর্ব্ববাদি সম্মত অভিমত।

এখন দেখা যাউক, মহামান্য কায়স্থ জাতি এই হীন শূদ্রবংশোদ্ভব কি না। কায়স্থ গণ উল্লিখিত ঘৃণিত লক্ষণ বিশিষ্ট, একথা বোধ হয় নিতান্ত ধৃষ্ট ও অনৃত-বাদী ব্যতীত কেহই বলিতে সাহসী হইবে না। কায়স্থগণ শূদ্র হইলে তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে এবং বহু প্রকারে রাজসংশ্লিষ্ট থাকিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। কায়স্থগণের রাজকীয় ও অন্য বহু প্রকার গৌরব জ্ঞাপক বিশদ বিবরণ "কায়স্থ-প্রতিভা" নামক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। বাহুল্য বিধায় এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কায়স্থগণ যে শূদ্র নহেন তাহা নিশ্চিত। প্রজাপতি (ব্রহ্মা) কায়সম্ভূত কায়স্থগণ কখনই শূদ্র নহেন। যথাঃ—

"প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণ ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।

(স্মৃতি)

প্রবন্ধান্তরে কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রমানিত হইয়াছে, কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত বংশজাত। * কোন কোন শাস্ত্রমতে যম ও চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি, শাস্ত্রান্তরে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বর্ণিত হইলেও উভয়েই সূর্য্য পুত্র ও সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই বিখ্যাত। ফলতঃ চিত্রগুপ্ত এবং যম এক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি যাহাই হউন, চিত্রগুপ্ত যে ধর্ম্মরাজ যমের এক বংশজ—এক পিতার সন্তান তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজার বিষয় বর্ণিত আছে। তর্পণ মন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

যম তর্পণ।

এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, চিত্রগুপ্তই যম; যম ও চিত্রগুপ্ত পৃথক ব্যক্তি নহেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ মধ্যেও বর্ণ বা জাতিভেদ আছে।†

* প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে এস্থলে "কায়স্থোৎপত্তি" প্রবন্ধের পুনরালোচনায় বিরত থাকিলাম। লেখক।

† মৎ প্রণীত "জাতিভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক।

অর্থাৎ,—গর্ভাধান অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত যাহাদের মন্ত্রবিধি কথিত আছে, তাহারা ভিন্ন (দ্বিজাতি ব্যতীত) অন্য কাহারও শাস্ত্রে অধিকার নাই।

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনুসূয়য়া॥

মনু ১।১৯

অর্থাৎ,—দ্বিজগণের শুশ্রূষাই শূদ্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"যোহ্যস্য ধর্ম্মাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

অর্থাৎ,—যে ব্যক্তি শূদ্রকে ধর্ম্ম বা ব্রতোপদেশ প্রদান করিবে, সেই শূদ্রসহ তাহার অসংবৃত নামক নিরয়ে গমন করিতে হইবে।

শূদ্রের কোনরূপ মন্ত্রে অধিকার নাই, বিবাহ ব্যতীত কোন সংস্কার নাই এবং শূদ্রগণ পতিত জাতি। যথা

"ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ।"
"অতো ন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণ মন্ত্র পাঠঃ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈব তু শূদ্রাণাং পতিতানাং তথৈবচ।
পঞ্চগব্য ন দাতব্যং দাতব্যং মন্ত্র বর্জ্জিতম্॥"

(শূদ্র ধর্ম্ম নিরূপণ)

"বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।"

(স্মৃতি)

ফলতঃ শূদ্র অতি নীচ জাতি। তাহারা কুক্কুর ও চণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য। এইজন্য শূদ্রান্ন শোণিত তুল্য ঘৃণ্য, শূদ্রের দ্বিজাতি সহ একাসনে উপবেশন ঘোর অপরাধজনক; শূদ্রগণ শাস্ত্র ও অভিধানে দাস, অন্ত্যজ, বৃষল, জঘন্যজ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত; তাহারা অজ্ঞ, অশুচি, আচারবিহীন ও বেদভ্রষ্ট; তাহাদের অকর্ত্তব্য কুকার্য্য কিছু নাই, অযোগ্য কুখাদ্য কিছু নাই; শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের এমন কি সৎশূদ্র গোপ-নাপিতগণেরও সেবক, দ্বিজাতির জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সদা আজ্ঞা প্রতিপালনই শূদ্রের সনাতন ধর্ম্ম এবং দ্বিজাতির দাসত্বের জন্যই তাহাদের জন্ম। শূদ্রের রাজ্যে বাস, শূদ্রকে ধর্ম্ম বা শাস্ত্রোপদেশ প্রদান এবং শূদ্রের নিকট জ্ঞান শিক্ষা দ্বিজাতির পক্ষে ঘোরতর অকর্ত্তব্য, তাহার কোনও সংস্কার নাই; ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশতঃ শূদ্র পৃষ্ট জল পান করিলে ও যজ্ঞের হবি ধর্ম্ম-ব্রতের উপদেশ ও মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই,—বিবাহ ব্যতীত মহাপাপ। ইহাই মন্বাদি শাস্ত্র কর্ত্তা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সর্ব্ববাদি সম্মত অভিমত।

এখন দেখা যাউক, মহামান্য কায়স্থ জাতি এই হীন শূদ্রবংশোদ্ভব কি না। কায়স্থ গণ উল্লিখিত ঘৃণিত লক্ষণ বিশিষ্ট, একথা বোধ হয় নিতান্ত ধৃষ্ট ও অনৃতবাদী ব্যতীত কেহই বলিতে সাহসী হইবে না। কায়স্থগণ শূদ্র হইলে তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে এবং বহু প্রকারে রাজসংশ্লিষ্ট থাকিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। কায়স্থগণের রাজকীয় ও অন্য বহু প্রকার গৌরব সূচক বিশদ বিবরণ "কায়স্থ-প্রতিভা" নামক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। বাহুল্য বিধায় এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কায়স্থগণ যে শূদ্র নহেন তাহা নিশ্চিত। প্রজাপতি (ব্রহ্মা) কায়সম্ভূত কায়স্থগণ কখনই শূদ্র নহেন। যথাঃ—

"প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণ ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।

(স্মৃতি)

প্রবন্ধান্তরে কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রমানিত হইয়াছে, কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত বংশজাত। * কোন কোন শাস্ত্রমতে যম ও চিত্রগুপ্ত একই ব্যক্তি, শাস্ত্রান্তরে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বর্ণিত হইলেও উভয়েই সূর্য্য পুত্র ও সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই বিখ্যাত। ফলতঃ চিত্রগুপ্ত এবং যম এক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি যাহাই হউন, চিত্রগুপ্ত যে ধর্ম্মরাজ যমের এক বংশজ—এক পিতার সন্তান তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজার বিষয় বর্ণিত আছে। তর্পণ মন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

যম তর্পণ।

এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, চিত্রগুপ্তই যম; যম ও চিত্রগুপ্ত পৃথক ব্যক্তি নহেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ মধ্যেও বর্ণ বা জাতিভেদ আছে।†

* প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে এস্থলে "কায়স্থোৎপত্তি" প্রবন্ধের পুনরালোচনায় বিরত থাকিলাম। লেখক।

† মৎ প্রণীত "জাতিভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লেখক।

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য ও যম প্রভৃতি দেবতা ক্ষত্রিয়। যথা :—

"যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমোমৃত্যুরীশানঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ)।

এই যম বা চিত্রগুপ্তই দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় দেবগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া নৈষধ কাব্যে বর্ণিত আছে যথা :—

"দৃগ্‌গোচরয়ভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধংতু পত্রস্থ মসীদ একো মর্সেদ ধচ্ছোপরি পত্রমন্যঃ॥"

নৈষধ ১৪শ সর্গ।

অর্থাৎ,—অনন্তর চিত্রগুপ্ত দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইনি কায়স্থ এবং উচ্চ গুণযুক্ত ইত্যাদি।

"স্বয়ম্বর-সভায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য জাতি,ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পাণি-প্রার্থী হইতে পারে না। কায়স্থ-ক্ষত্রিয় অভিন্ন বলিয়াই প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাশীখণ্ডেও চিত্রগুপ্ত যম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদান্ত সূত্রে এই চৈত্ররথকে ক্ষত্রিয় বলিয়া লিখিত আছে। যথা :—"ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" অর্থাৎ চৈত্ররথের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়াতেই জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ১ম অঃ ৩য় পাদ। অতএব বেদান্তসূত্র হইতেও চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।"†

বিষ্ণু-সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে দেখা যায় যে, কায়স্থ রাজাধিকরণের লেখক। রাজসভায় শূদ্র কখনও স্থান পায় নাই। মেধাতিথি, দলিলের প্রমাণ্য প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ;—

"রাজাগ্রহার শাসনান্যেক কায়স্থ হস্ত লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।"

অর্থাৎ,—রাজ-দত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন পত্র একজনমাত্র কায়স্থের হস্তলিখিত হইলেই প্রমাণিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।'

শুক্রাচার্য্য রাজনীতি প্রস্তাবে বলিয়াছেন,—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্য কায়স্থঃ লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥"

শুক্রনীতি ২।৪২০

† জাতি-তত্ত্ব।

অর্থাৎ,—রাজা গ্রামাদি শাসনে ব্রাহ্মণকে, লিখন কার্যে কায়স্থকে, শুল্ক কার্য্যে বৈশ্যকে এবং দ্বার রক্ষণ কার্য্যে শূদ্রকে নিয়োগ করিবেন।

"কায়স্থাগণকা লেখাশ্চ।" কায়স্থগণ গণক ও লেখক। দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য কেহ গণক বা লেখক পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। একথা বীরমিত্রোদয়ের রাজনীতি অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। যথা—

"শ্রুত্যাধ্যয়ন সম্পন্ন মিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিঃ তৎ সাহচর্য্যাৎ লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।"

অর্থাৎ,—বেদশাস্ত্র অধ্যয়নসম্পন্ন দ্বিজগণকে গণক এবং তৎসহকারী লেখকেও দ্বিজাতি নিযুক্ত করিবে। কায়স্থ দ্বিজাতি, ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়াই গণক ও লেখক হইয়া ছিলেন ; শূদ্রের উক্ত কার্য্যে অধিকার নাই।

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজ সাক্ষিকম্, সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ, রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থ কৃতং তদধ্যক্ষ-করচিহ্নিতং রাজ সাক্ষিকম্॥" ইত্যাদি। বিষ্ণু সংহিতা ৭।২

অর্থাৎ,—দলিল ত্রিবিধ ; রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। সভাধ্যক্ষ দ্বারা হস্ত চিহ্নিত দলিলই রাজ সাক্ষিক দলিল। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, রাজ সভায় কায়স্থগণ লেখক ছিলেন! শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, রাজা শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সর্ব্বলোক হিতৈষী কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন। যথা :—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্॥
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ॥"

বৃহৎ পরাশর সংহিতা ২০।২০

শূদ্র কখনও রাজ সভায় লেখক হইতে পারে না। কারণ রাজসভার লেখকগণ মেধাবী, বাকপটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সাধু ব্যক্তি হইবেন। অশেষ দোষের আকর নীচ শূদ্রের কখনও এ সব গুণ থাকা সম্ভব নয়।

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী হ্যেসঃ সাধুঃ স লেখকঃ॥"

গরুড় পুরাণ।

মনুর মতে শূদ্র মন্ত্রিত্ব করিতেও অধিকারী নহে। যথা :—শূদ্রস্য মন্ত্রিত্বঃ

ন কর্ত্তব্য স্থিতি যাবৎ।" কিন্তু কায়স্থ রাজসভার লেখক, গণক ও মন্ত্রী হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনার্থসমূহ দ্বারা কায়স্থগণের অশূদ্রত্ব সুস্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিগত পূর্ব্ব সেন্‌সস্ রিপোর্টে গেট সাহেব কায়স্থের বর্ত্তমান আচার ভ্রষ্টতা অর্থাৎ শিখা-সূত্র বিহীনতা দোষে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে একটুক সন্দিগ্ধতার পরিচয় দিলেও কায়স্থদিগকে শূদ্রবং ৪র্থ আসন না দিয়া ব্রাহ্মণকে ১ম শ্রেণীতে এবং কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ও রাজপুতাদি জাতির সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতেই স্থান দান করিয়াছেন। এবং মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াও উপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ দোষে বর্ত্তমানে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল-বেঞ্চে কলিকাতা হাই কোর্টের উক্ত মীমাংসার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হাইকোর্ট স্পষ্টাক্ষরে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপনয়ন, হোম ও অশৌচ বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইলেও অন্যান্য দ্বিজাতিগণ যখন শূদ্র বলিয়া গণ্য হন না, তখন ক্ষত্রিয় বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগকে কখনও শূদ্র বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতঃপর বাঁকিপুরের সবজজ আদালতে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, উহার এই মীমাংসা হয় যে, চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় প্রথানুসারে দত্তক গ্রহণ করাই তাঁহাদের শাস্ত্র সম্মত বিধি। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও উচ্চ সামাজিকগণ উক্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

মহারাজা আদিশূরের পুত্রেষ্টী যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আগমন করেন। পঞ্চ বিপ্র সহ পঞ্চ শূদ্র আগমন করিলে দেবীবর, মাড়ভট্ট ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কখনই একবাক্যে তাঁহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। এবং তাঁহারা হাতী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে বা রাজকীয় সম্মান গৌরব লাভ করিতেও সমর্থ হইতেন না। কায়স্থগণ দ্বিজ কখনই শূদ্র নহে।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

জাতীয় একতা।

হে মহাদেবতে! জাতীয় একতে
কায়স্থের গৃহে কর অধিষ্ঠান;
তোমার নিঃশ্বাস সমগ্র ভারতে
বহুক, করিয়া জীবন প্রদান।

আসমুদ্র গিরি জহ্নু-কন্যা যথা
জীবন প্রদান করেন নিয়ত,
তব স্বাস্থ্যপ্রদ অনুগ্রহ তথা
সমগ্র ভারত করুক উন্নত।

যে মহান্ বংশ চিত্রলের পথে (১)
পশিল ভারতে বেদধ্বনি সহ;
সে অখণ্ড বংশ অদ্যাপি ভারতে
কায়স্থ নামেতে আছে মূল-দেহ
ইহারই শাখা প্রশাখা সমস্ত
ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য আদি সব;—
অহো কি প্রকাণ্ড,অহো কি প্রশস্ত
এ বিশাল তরু অনাদি সম্ভব।

সেই মহা তরু হস্ত প্রসরিয়া
আত্মীয় সজনে করিছে আহ্বান;
যে আছ যেখানে ভারত,জুড়িয়া
মাতৃকোলে আস কর অবস্থান।

---

(১) যে সারস্বত চিত্র হইতে কায়স্থের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্ভাবিত মনে করা যাইতেছে (কায়স্থ-পত্রিকা ১৩১৮ সাল, আষাঢ় ৭৮ পৃঃ) ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মনে করিতেন সেই বেদোক্ত চিত্র রাজা মধ্য এসিয়ার যে স্থানকে এখন চিত্রল বলে সেই স্থানে পূর্ব্বে বাস করিতেন এবং সেই 'চিত্রল' নামটি তাঁহার নামানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে:

চিত্রল হইতে তিনি বিজেতার বেশে।
আসিয়াছিলেন সেই সারস্বত দেশে।

মৎকৃত সত্যনারায়ণ পুঁথি, ৩য় পৃঃ।

ইহার শোণিতে হিন্দুত্ব প্লাবিত,
কাহার ধমনী বঞ্চিত ইহায় ?
কায়স্থ হিন্দুর সর্ব্বকায়ে স্থিত,
কে বা এর পর বল না আমায় ?

কায়স্থ জগতে তরঙ্গ উঠিলে,
তরঙ্গ উঠিবে সমস্ত ভারতে ;
জাতি সব মূল শোণিত চিনিলে,
সকলে আসিয়া মিলিবে তাহাতে।

আহার বিহার ব্যবহার আর,
প্রাণের পিয়াসা—সব এক হবে।
হে মহাদেবতে ! করি নমস্কার,
আসিবে এহেন শুভদিন কবে।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা

সমালোচনা।

ইংরাজী ঃ—

The Kayastha Prabhus. Published by Ramchandra B Gupte, ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৪।০ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আট আনা। ১১১ অক্রূর দত্তের লেন, কলিকাতা। প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

ইহা একখানি ক্ষুদ্রকায় ইংরাজী পুস্তিকা। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া যারপরনাই সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি। বোম্বাই, বরদা, মধ্যদেশ এবং মধ্য ভারতবর্ষের কায়স্থ প্রভুগণের ইতিহাস ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার প্রভূত গবেষণা ও মৌলিক অনুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা কায়স্থ প্রভুগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকেই অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে বোম্বাই বরদা প্রভৃতি স্থানের প্রভু কায়স্থগণ হিন্দু-সমাজে সকল সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার না করিলেও তাঁহারা কোন কোন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অব্যবহিত নিম্ন আসনেরই অবস্থিত। অনেক সময়ে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ কথা পাঠ করিয়া কোন্ কায়স্থের প্রাণ না আনন্দে নৃত্য করিবে ?

আমাদের বঙ্গদেশের কায়স্থ-ভ্রাতাগণ হয়তো জানেন না যে, স্যার গঙ্গাধর চিৎনবীশ, কে সি এস্ আই, মিঃ এম্ এম্ চিৎনবীশ, সি এস্, মাননীয় মিঃ চৌবাল, দেওয়ানবাহাদুর বি, এ,

...ভৃতি মহা মনস্বী ব্যক্তিগণ কায়স্থপ্রভুবংশজাত এবং তাঁহারা আমাদেরই জাতি ও ...। দেশীয় রাজ্যসমূহে সর্ব্বত্রই প্রভু কায়স্থগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

...কার নানারূপ অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রভু কায়স্থগণ ...রের অন্তর্গত কন্‌খল হইতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন ...লিকাতা প্রদেশে মাচাল নামক স্থান পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিস্তৃতি আছে।

...য়স্থ প্রভুগণের যে সকল পদবী আছে তাহার অর্থ দ্বারা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া ...ছেন যে ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সমাজে কতদূর সম্মানিত ও উচ্চ পদস্থ ছিলেন। যথা— ...ন—প্রধান সেনাপতি ; গুপ্তে—উপত্যকার শাসনকর্ত্তা ; গড়াকারী—দুর্গাধ্যক্ষ ; বার-...-রাজার রাজা ; রাজা, জয়স্ত—জেতা ; কনিক—কনিষ্ক দেশের শাসন-কর্ত্তা। এতদ্দ্বারা ...সহজেই অনুমিত হয় যে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজন্যবংশজাত এবং রাজত্বই তাঁহাদের ...য় ছিল।

...কেবল প্রাচীনকালে প্রভু কায়স্থগণ এই সকল উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন তাহা নহে। ...মান রাজত্বে, মহারাষ্ট্ররাজ্যে এবং এখনও ইংরাজ শাসন সময়ে ইহাঁরা সর্ব্বত্রই উচ্চ পদারূঢ়। ...ভু কায়স্থগণ মহারাজা শিবাজীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী এবং সেনাপতি ...বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী অধিকাংশই কায়স্থ বংশজাত। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের সময়ে কায়স্থ প্রভুগণই ...হাসিক ছিলেন। চিত্রগুপ্তের বখর, চিৎ-নিসের বখর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিক-...উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রভু কায়স্থগণ চিরদিনই উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণগণ ...পরবশ হইয়া ইহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে বটে কিন্তু কখনও কৃতকার্য্য ...তে পারে নাই। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণদের এইরূপ চেষ্টা, কেবল বঙ্গদেশে নয়।

আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া একটী নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম—একদিন 'কায়স্থ' ...ের অর্থ যে ভাবে সমাহিত হইত তাহা পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন। "কায়েস্থিত অর্থাৎ গর্ভস্থিত ...শরীরস্থিত সন্তান কায়স্থ নামে খ্যাত হইবে" দালভ্য মুনি এইরূপ আশ্বাস প্রদান করাতে পরশু-...একজন গর্ভবতী ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভস্থ শিশু বিনাস করেন নাই। এই কিম্বদন্তীর উপর ...'কায়স্থ' শব্দের অর্থ অনেকেই সন্নিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তক পাঠে জানা যায় যে গঙ্গা ও ...মুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ পূর্ব্বে 'কায়'দেশ নামে খ্যাত ছিল। কায়স্থগণের এই প্রাচীন বাসস্থান, ...জন্য তাঁহারা 'কায়স্থ' নামে খ্যাত। এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া গ্রন্থকার কল্পনার সাহায্য ...লেন নাই, ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছেন। এই তত্ত্বটীকে আমরা পরম লাভ মনে ...করিতেছি।

আমাদের মনে হয় এই ইংরাজী পুস্তকখানি বাংলার অনুদিত হইলে কায়স্থ সমাজের বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার সমগ্র কায়স্থ সমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

উর্দ্দু ঃ—

তজকির-এ-সুচারুবংশী। কাশী নিবাসী মুন্সী বাল গোবিন্দপ্রসাদ গৌড় সঙ্কলিত

এবং শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড় এম এ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও সম্পাদিত। রয়াল ৮ পেজী ১১ ফর্ম্মা। গ্রন্থের কোন মূল্য অবধারিত নাই, তবে সম্পাদকের নিকট কাশীধামে প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থখানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কিন্তু সম্পাদক গৌড় মহাশয় হিন্দিতে যে সুবৃহৎ ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতেই গ্রন্থের বিষয় সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পুস্তক মধ্যে চিত্রগুপ্তের অন্যতম পুত্র চারুর সুবিশাল বংশের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া গৌড় কায়স্থগণের বিবাহাদি যাবতীয় সংস্কার বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উর্দ্দু ভাষা ভাষীদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

বাঙ্গালা :—

গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি। কলিকাতা-বাগবাজার'লক্ষ্মীনিবাস' হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কিরণবাবু ইতিপূর্ব্বে "গিরীশ-গৌরব" (শোকোচ্ছাস গীতি) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন, ইহাও তদ্রূপ বিতরণের জন্যই মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা একখণ্ড পাপ্ত হইয়াছি।

জেঠা মহাশয়। দিনাজপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, বি এল্ প্রণীত। ডবল্ ক্রাউন্ ২৪ পেজী, ৪৷৷০ ফর্ম্মা অর্থাৎ ১০৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—২০১ নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

হাস্যরস, উদ্দীপনা এবং তৎসঙ্গে নানা চরিত্রের রহস্য প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার 'জেঠা মহাশয়' অভিহিত কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবন-চরিত পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু অনেক সময়ে গ্রন্থকার নিজেই জেঠা মহাশয় কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পুস্তকখানি যদিও বাংলা ভাষায় লিখিত কিন্তু ইহাতে ইংরাজী ও সংস্কৃতের বহুল ব্যবহার আছে। গ্রন্থকার প্রথমেই ইহার ভাষা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ।" একথা সত্য বটে কিন্তু মনের ভাব অপরকে বুঝাইতে যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দেখা কর্ত্তব্য অপরের ক্ষমতা কতদূর আছে। তিনি যে সকল ইংরাজী কথা ইংরাজী অক্ষরে লিখিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেক পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন না। তবে ইংরাজীনবীশ পাঠকপাঠিকাগণের নিমিত্ত পুস্তক প্রণয়ন করা যদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

এই পুস্তকের স্থানে স্থানে যে সকল রসিকতা করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অতি পুরাতন, মান্ধাতার কাল হইতে এই সকল রসিকতা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। নূতনত্ব বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সকল রসিকতা অবশ্যই চিরনূতন।

এই পুস্তকে কাজের কথার সহিত বাজে কথা বহুল পরিমাণে মিশ্রিত। গ্রন্থকার তাঁহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন "অবান্তর কথা দ্বারাই পুস্তকের পুষ্টি সাধন হয়। তাহা না হইলে মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব হইত না।" অবশ্য কথাটা তত সহজ নয়। পাঠক বুঝিবেন. অবান্তর কথাগুলি কতদূর মূল উদ্দেশ্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

...কখানিতে যে কয়েকটী মানব চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটী ...রের চিত্র এবং মধুখোষের চিত্র স্বাভাবিক। দেবী ভট্টাচার্য্য, পরাণসিংহ, রতনবাবু সম্বন্ধে ...নগুলি নূতন না হইলেও কৌতুহল জনক।

'যৌবন-লীলা' সমর্থন করিয়া তিনি যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কতটা যুক্তিসঙ্গত ...হে বলা যায় না। ইহার গূঢ়তর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও হইতে পারে। তবে জেঠতাতত্বের ...া দেওয়াই যে পুস্তকের উদ্দেশ্য তাহাতে সে গূঢ়তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'তর্কে ...' 'জেঠা মহাশয়ের ধর্ম্ম' এই দুইটী প্রবন্ধ সুখ পাঠ্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল এবং ভাষা ...। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট তবে বর্ণাশুদ্ধি বাংলা পুস্তকের অলঙ্কার তাহা না আছে ...নহে। দ্বিতীয় সংস্করণে ভাল অবস্থা দেখিতে আশা করি। মোটের উপরে এই পুস্তক ...পাঠক আনন্দ পাইবেন এবং আট আনার পয়সা জলে গিয়াছে মনে হইবে না।

বিজ্ঞান-সূত্র। প্রথম ভাগ। ঢাকার অন্তঃপাতী উয়ারী নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ... কর্ত্তৃক প্রণীত। রয়াল ১৬ পেজী ১ ফর্ম্মা। মূল্য /০ আনা। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

...গ্রন্থকার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অনেক প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া...। কোমলমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক ...প্রাথমিক পাঠশালায় ব্যবহার জন্য আমরা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

সাহা বা শস্ত বণিক্ জাতি ও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ। শ্রীযুক্ত মতিলাল ভৌমিক ...ত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১২৷৷০ ফর্ম্মা অর্থাৎ ১৯৫ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বান্ধাই মূল্য ৷৷০ আনা। ...স্থান ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

...বাবু এই গ্রন্থে বঙ্গীয় 'সাহা' জাতির বর্ণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম সমাজে তাঁহাদের প্রকৃত স্থান নির্ব্বাচন ...তে বহু শাস্ত্রীয় বাক্যের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমেই 'সাহা' শব্দের অর্থ করিতে স্থির ...য়াছেন "এই শব্দটী সাধু শব্দের অপভ্রংশে ধনশালী বৈশ্যের উপাধি মাত্র, জাতি বাচক নহে।" ...যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কোন আর্ষ বাক্যও নহে অধিকন্তু নিতান্ত আধু... প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। অতঃপর কর্ম্মই বর্ণ বিভাগের হেতু বলিয়া অনেক শ্লোক ...রণ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট তদনুরূপ গৃহীত ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন; ...কর্ম্মের দ্বারা কবে বর্ণবিভাগ হইয়াছে ইহকালে কি দেহারম্ভের পূর্ব্বে তাহা বুঝিলাম না। ...ক মহাশয় 'সাহা' জাতিকে 'খন্দ' বণিক্ বা 'শসা' বণিক্ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ...কোন স্থানেই যে তাহা প্রমাণ হইয়াছে তাহাতো দৃষ্ট হইলনা। ইহার পর তাঁহাদের সামাজিক ... ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শৌণ্ডিক জাতির পার্থক্য প্রদর্শন ...য়াছেন। এই ভাবে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যতই যাহা করুন ...শ্রম সমাজকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না; বর্ণাশ্রম সমাজ বেদ মূলক। সেই ...প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে "হস্তি বৃষভং শণ্ডিকানাম্" এবং "সাহা যে সন্তি" যে শ্রুতি দেখিতে ...তৎকালিক পণ্ডিতগণ ঐ দুই শ্রুতির ব্যাখ্যায় ঐ দুই জাতির অনার্য্যত্বের কথাই বলিয়াছেন। ...ন্তু ক গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিতে হইবে তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

হোমিওপ্যাথিক সন্নিদান সবিরাম জ্বর চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধু-...ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত। জেলা খুলনা, বাগের হাট হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী ...ম্মা অর্থাৎ ৩২০ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

আমাদের দেশে ধীরে ধীরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইতে বসিয়াছে। কবিরাজী, হাকিমী, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি প্রত্যেক চিকিৎসা পদ্ধতিই বিজ্ঞান ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অনেক সময় অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হাতুড়িয়ার হস্তে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিকৃতভাব ধারণ করে, পল্লীগ্রামে এবং মফঃস্বলের বহুনগরে ইংরাজীঅনভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলাগণ পুস্তকাভাবে গৃহচিকিৎসাবাক্সের সুব্যবহার করিতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বিধুবাবু স্বয় চিকিৎসার বিশদ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সবই সুন্দর। হোমিওপ্যাথির সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গ্রন্থকার ডাক্তার এলেনের "থেরাপেউটিক্স অব ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে অতএব ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলা আবশ্যক করে না। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, ডি এল্ রায়, অমৃতলাল সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, এস্ কে নাগ, চন্দ্রশেখর কালী, অক্ষয়কুমার বসু প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এবং নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়েরাও ইহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র বলিয়াছেন, "আপনার গ্রন্থে আমাদের বিশেষ কাজ হইবে। প্রতি গৃহস্থের একখানি থাকা উচিত।" ইত্যাদি। হোমিপ্যাথি চিকিৎসা যাঁহাদের ব্যবসায় অথবা যাঁহারা সখের চিকিৎসক, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা এই অপূর্ব্ব উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হিন্দি ঃ—

চিত্রগুপ্তেশ্বর পুরাণ। কাশীর মুন্সী রঘুনন্দন লাল শ্রীবাস্তব (খরে) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল ৮ পেজী ২৫ ফর্ম্মা। এতদ্ব্যতীত আরও ৩৯ পৃষ্ঠায় "কায়স্থ ক্ষত্রিয় মতামত প্রকাশ" সংযোজিত আছে। মূল্য ১৲টাকা, কাশী প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই পুরাণখানি ১৩টী অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তোত্রাদি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রগুপ্তের বরপ্রাপ্তি, তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক সন্ধ্যা ও তর্পণ, চতুর্থ অধ্যায়ে তামসী কালীর বিষয়, পঞ্চম অধ্যায়ে চণ্ডমুণ্ডবধ বর্ণন, ষষ্ঠ অধ্যায় গুরু শিষ্য সংবাদ, সপ্তম অধ্যায়ে শুম্ভনিশুম্ভ বধ বর্ণন, অষ্টম অধ্যায়ে রাম রাজ্যা-ভিষেক, নবম অধ্যায়ে ত্রেতান্তর্গত রাম উপাখ্যান, দশম অধ্যায়ে জ্ঞান ভক্তি বর্ণন, একাদশ অধ্যায়ে মহাপ্রস্থান বর্ণন, দ্বাদশ অধ্যায়ে চিত্রগুপ্ত পূজা বিধান। এই পুরাণে প্রত্যেক অধ্যায়েই চিত্রগুপ্ত ও কায়স্থগণের প্রভাব অল্প বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে. শেষ অধ্যায়টীতে যে পূজার বিধান বর্ণিত আছে তাহা কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া ও চৈত্রশুক্লা দ্বিতীয়ার কৃত্য। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে চৈত্র মাসে এই পূজাটি 'কালকুমারপূজা' নামে কথিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই পুরাণে পূজার পদ্ধতিটী যে ভাবে আছে তাহা ৺বৃন্দাবন মিত্র বিরচিত 'কায়স্থ-সংহিতা' এবং 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকায়' প্রকাশিত চিত্রগুপ্ত পূজার পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অথচ এই পূজাটির প্রকরণ যে ভাবে আছে তাহা অতি সুন্দর ও ভাবপ্রবণ এবং অর্থযুক্ত। আমরা আশা করি প্রত্যেক বাঙ্গালী কায়স্থই এই পুরাণখানি গৃহপঞ্জির ন্যায় এক একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখুন।

বিবিধ।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি, শোভাবাজার রাজবংশের কুমার …দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ৺গঙ্গা প্রাপ্তিতে তদীয় আত্মজ কুমার অসীমকৃষ্ণ …গুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দ্বয় গত ২২শে মাঘ সুসংস্কৃত ক্ষত্রিয়াচার সম্মত …ক রীত্যানুসারে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। আমন্ত্রিত অধ্যাপকবৃন্দ শ্রাদ্ধ …য় উপস্থিত হইয়া আপনাপন 'বরণ' গ্রহণ ও যথাকালে আহ্নিক কৃত্যাদি …র করিয়াছিলেন। কুমারদ্বয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আরম্ভেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন …লিকাতা ও তন্নিকটস্থ উপবীতী চারি শ্রেণীর কায়স্থবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করেন, …র্য্যতঃ করিয়াছিলেনও তাহাই। আমন্ত্রিত বঙ্গজ উপবীতী কায়স্থ—শ্রীযুক্ত …দকুমার বসু এম্ এ, বি-এল্, রায় সাহেব নন্দকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল …য় কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহরায়, কবিরাজ মহেন্দ্র নারায়ণ ভাবসাগর প্রভৃতি, উত্তররাঢ়ীয় …মাজের—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় প্রভৃতি, বারেন্দ্র সমাজের—ঘড়িয়ালডাঙ্গার …মিদার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি এবং স্বসমাজের মাননীয় শ্রীযুক্ত …রদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, শ্রীযুক্ত …থনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র এতদ্ব্যতীত সমসপুর, যশড়া, কোন্নগর, …চুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানের প্রায় শতাধিক উপবীতি কায়স্থ শ্রাদ্ধ ও ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

অনুপবীতি কায়স্থগণের মধ্যে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমার নরেন্দ্র-নাথ মিত্র বাহাদুর, রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায় (নড়াইল), রায় বাহাদুর …তিলাল হালদার, রায় বাহাদুর কৈলাশচন্দ্র বসু সি, আই, ই, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত …বিহারী সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঘোষ এবং বহুবাজারের, হাটখোলার, রামবাগানের দত্ত গোষ্ঠী, …মবাগান, চোরবাগান, ভবানীপুরের মিত্রবংশ, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশ, …গলকুড়িয়ার গুহবংশ, বারুইপুরের রায় চৌধুরীবংশের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জ্ঞাতিদিগের মধ্যে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ দেববাহাদুর অন্যান্য সমুদয় জ্ঞাতি কুটুম্বগণ শ্রাদ্ধ ও ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

চিত্রগুপ্ত মন্দির সংস্কারার্থ আবেদন।

অযোধ্যার যে সুপ্রাচীন কালের 'চিত্রগুপ্ত মন্দিরের' কথা "অযোধ্যা-মহাত্ম্য" প্রভৃতিতে যাহা পাঠ করা যায়, সেই মন্দিরটীর একেবারে জীর্ণ অবস্থা হইয়াছে। শ্রীমন্মহারাজ চিত্রগুপ্ত দেবের সেই পবিত্র মন্দির সংস্কারের জন্য অযোধ্যা কায়স্থ সভার সম্পাদক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছেন—"মন্দির সংস্কার করিতে প্রায় ১০০০০৲ টাকার প্রয়োজন তন্মধ্যে দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ৩০০০৲ হিসাবে ৬০০০৲ টাকা দিয়াছেন, অবশিষ্ট ৪০০০৲ টাকা এখনও সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং তাহা আমাদের সংগৃহীত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এই নিমিত্ত বঙ্গের কায়স্থ সাধারণের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন—যিনি উক্ত মন্দির সংস্কারার্থ যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক অথবা অযোধ্যা চিত্রগুপ্ত মন্দিরের সেবায়েত শ্রীযুক্ত রামানন্দ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

কায়স্থ-সম্মিলন-সমিতির পুরস্কার ঘোষণা।

ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে "আগামী ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের মধ্যে বিবাহে যৌতুক আদান প্রদানের আর্থিক, নৈতিক সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যিনি বিশদভাবে শাস্ত্র বা যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বঙ্গ ভাষায় লিখিবেন এবং যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।" প্রবন্ধ পরীক্ষক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। প্রবন্ধ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীটে পাঠাইতে হইবে। সমিতির এই মহদুদ্দেশে আমরা আন্তরিক উৎসাহিত হইয়াছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

সপ্তম অধিবেশন।

২৮শে পৌষ ১৩১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি (সভাপতি)।
" গোপালচন্দ্র দে।
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা
" মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা।
" বিজয়লাল দত্ত।
" দয়ালচন্দ্র বসু।
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর।
" হরিমোহন সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা।
" যতীন্দ্রনাথ সরকার।
রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় বর্ম্মকবিরত্ন।
কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মভাবসাগর;
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায় (ফররুখাবাদ)। } সাধারণ সভ্য।
" ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী (ঢাকা) }
" বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা (শিয়ালদহ) }
" শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং অগ্রহায়ণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। সভার নূতন সভ্য যশোহরের অন্তর্গত আউনাড়া নিবাসী অধরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত অধরবাবুর মাতা ও পত্নীকে সান্ত্বনাপ্রদ পত্র লেখা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। রাজসম্মান ও ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হওয়ার আনন্দ প্রকাশ। উপস্থিত সভ্যগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মান বৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে—এই সংবাদ তাঁহাদিগকে জানান হউক এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সভার সভ্য নহেন, তাঁহাদিগকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

উপাধি :—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, সাং কলিকাতা (নাইট)।
,, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত জেলার জজ,সাং দশঘরা, (রায়বাহাদুর)।
,, হরিমোহন সিংহ, ম্যানেজার. দিনাজপুরের রাজষ্টেট, (রায়বাহাদুর)।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, সাং গৌরীপুর, (আসামের ব্যবস্থাপক সভা)।
রায়বাহাদুর হরিমোহন চন্দ্র, সাং দার্জ্জিলিং, (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা)।
,, নলিনাক্ষ বসু, সাং বর্দ্ধমান, ,, ,,
রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়-চৌধুরী, সাং কাকিনা, ,, ,,
শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম এ, এল্ এল্ ডি, ,,

তৃতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(দ) শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত সাং ১২০।২ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
(ব) ,, *অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী সাং চারিপাড়া, উথলি পোঃ ঢাকা জেলা।
(উ) ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র উকীল, সিউরী (বীরভূম)।
(উ) ,, অম্বিকাচরণ সিংহ সাং লক্ষ্মীবাটী সোণারকুণ্ডু পোঃ বীরভূম জেলা।
(শ্রী) ,, আনন্দবিহারী লাল সাং ১৭ নং আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ।
(উ) ,, ঈশানচন্দ্র সরকার সাং চাঁপাই, মালদহ জেলা।

) শ্রীযুক্ত গৌরলাল চাকী সাং সিঙ্গা, মালসিরা পোঃ রাজসাহী জেলা।
) ,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মুন্‌সেফ বর্দ্ধমান।
) ,, রায় নীরোদকৃষ্ণ রায় সাং ১।২ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
) ,, পঞ্চানন মজুমদার উকীল (মালদহ)।
) ,, †প্রণবচন্দ্র ঘোষ, জমিদার (টাকী)।
) ,, †প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ,, ,,
) ,, প্রসন্নকুমার সেন যমদুয়ারা মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)।
) ,, †বিজয়কালী রায় চৌধুরী জমিদার (টাকী)।
) ,, *বসন্তকুমার চন্দ্র ডাক্তার ভাঙ্গা (ফরিদপুর)।
) ,, *বসন্তকুমার বিশ্বাস, কুষ্টিয়া (নদীয়া)।
) ,, *বসন্তকুমার মিত্র, পানিসেহোলা (হুগলী)।
) ,, বিষ্ণুনারায়ণ দাস মহুরী. গোহালীআড়া, ঘাটদুর্ল্লভপুর, (বীরভূম)।
) ,, ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী সাং মকতুমপুর (মালদহ)।
) ,, †ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী সাং ১১ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর।
) ,, *মদনমোহন গুহ বি এল্ উকীল (কুমিল্লা)।
) ,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ সাং যজান (মুর্শিদাবাদ)।
) ,, রাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী সাং ৬৭।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট. কলিকাতা।
) ,, †শচীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সাং টাকী।
) ,, *ষোড়শীচরণ মিত্র, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট. কলিকাতা।
) ,, সতীশচন্দ্র চৌধুরী. সাং দুর্গাপুর. মালসিরা. রাজসাহী।
) ,, †সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী. সাং টাকী।
) ,, সুরেন্দ্রনাথ রায় উকীল. বর্দ্ধমান।
) ,, *হরেন্দ্রনাথ বল. পোষ্ট্যাল ইনস্‌পেক্টর মান্দারীপুর, ফরিদপুর।
) ,, হিরণচন্দ্র ঘোষ, জমিদার টাকী।

উপরিলিখিত তালিকায় যেখানে *চিহ্ন আছে সেই নামের প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত [illegible]পেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী এবং যে স্থানে † চিহ্ন আছে সেই নামের প্রস্তাবক রায় [illegible]যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এতদ্ব্যতীত যে স্থলে কোন চিহ্ন নাই সেই নাম [illegible]পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র প্রস্তাব করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। অযোধ্যার চিত্রগুপ্ত-মন্দির সম্বন্ধে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় গত সনের ২৪শে আষাঢ় তারিখের ৪র্থ (গ) প্রস্তাবানুযায়ী যে পত্র অযোধ্যার কায়স্থ-সভার সম্পাদককে লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে যে পত্র পাইয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এবং নিম্নলিখিত যে বিজ্ঞাপন সেখান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পড়িলেন :—

NOTICE.

There is an ancient temple of Sri Chitraguptaji Maharaj, the progenitor of the Kayasthas at Ayodhya in Fyzabad. It is a shrine about which it is strictly enjoined in the "Ayodhya Mahatma" that next after a plunge in the holy waters of the Sarju one should deem it an inviolable duty to visit this hoary temple. Of a date earlier than this there is no other temple of our progenitor which can lay claim to a similar homage. The Kayasthas, sometime in times bygone, had the temple aforesaid built a fresh, but now it is all dilapidated again and needs to be repaired throughout. The Kayastha Sabha at Ayodhya therefore is anxious to repair it, and in addition, on a piece of land adjoining to it build a *dharamshala* by the name of "Kayastha Dharamshala," so that the members of the Kayastha community coming over to Ayodhya may and suitable accommodation there. But the cost of the necessary repairs of this temple and the construction of a *dharamshala* is estimated to over about Rs. 10,000. Two gentlemen have already subscribed Rs. 300 each and some more have come forward to build a few rooms costing Rs. 300 to Rs. 400 each at their own expense. This is an hopeful beginning and should others follow suit the long cherished dream will soon be realized. We therefore appeal to our Chitraguptavanshi brethren

the Kayastha Sabhas of Bengal, United Provinces, elsewhere, and have a strong hope that the object will fail to enlist their sympathy.

RAMANAND,
Chitragupta Mandir,
Ayodhya.

এই বৎসরের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় কায়স্থ-পত্রিকায় সভার খরচে অযোধ্যার গুপ্ত মন্দিরের সংস্কারার্থ চাঁদা প্রার্থনা করা হউক। চৈত্রমাস পর্য্যন্ত যে সংগ্রহ হয় তাহা দেখিয়া আগামী বৎসরের বৈশাখ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যাহা বিহিত হয় করা হইবে একণে অযোধ্যার কায়স্থ-সভার সম্পাদককে এই অধিবেশনের মন্তব্য জানান হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও দিন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে—গুড ফ্রাইডের ছুটির মধ্যে অর্থাৎ ২১শে হইতে ২৫শে মার্চ্চ বাং ৮ই হইতে ১১ই চৈত্র শুক্রবার হইতে সোমবারের মধ্যে দুইদিন বীরভূমে আগামী বার্ষিক অধিবেশনের চেষ্টা করা হউক। সভার এই মন্তব্য বীরভূমের জেলা জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়কে জানান হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে—গত ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী সভার এই বর্ষের সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে তাঁহার নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক যত্নের জন্য ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং উক্ত সম্মিলনের সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সোৎসাহে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। তন্মুহূর্ত্তে সারদাবাবু সভাস্থলে প্রবেশ করায় সকলেই সমস্বরে তাঁহাকে এই আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন।

(খ) সভার সাধারণ সভ্য ফৈজাবাদের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে—আগামী বর্ষ হইতে কায়স্থ-পত্রিকা ইংরাজী, হিন্দী ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষায় চালান হউক, কারণ গত সম্মিলনের পর কায়স্থগণের জাতীয় বিষয় অনেকে পড়িতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই কায়স্থ-সভায়ও হিন্দুস্থানী সভ্য হওয়া সম্ভব।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে উপস্থিত অধিবেশনেই একজন শ্রীবাস্তব কায়স্থ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশনে এবিষয় আলোচিত হইবে।

(গ) সম্পাদক মহাশয় দৌলতপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্করত্ন লিখিত ২৯শে পৌষের পত্রের সারমর্ম্ম সভাস্থলে জানাইলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বলিলেন বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব ও উপনয়ন গ্রহণ যোগ্যত্ব বিষয় অনেকদিন হইল মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সুতরাং তজ্জন্য আর বিচার সভার প্রয়োজন নাই। তবে পণ্ডিত মহাশয় যদি নূতনতর কিছু সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা এ সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলে (যদি তাহা আমাদের হিতকারী হয় তবে) তাঁহাকে অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় কায়স্থসভার পণ্ডিত মধ্যে গ্রহণ করা হইবে ও বার্ষিক বিদায় দেওয়া যাইবে। এই কথা তাঁহাকে জানান হউক।

(ঘ) কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের ৮ই কার্ত্তিকের লিখিত পত্রের মর্ম্ম সম্পাদক মহাশয় সভায় প্রকাশ করিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বলিলেন—পুরোহিত গণের প্রতিকুলাচরণের আর কি প্রতিকার করা যাইতে পারে, তবে কর্ম্মকর্ত্তাগণ সামদানাদির সাহায্যে স্বকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। কায়স্থ সমাজের মধ্য হইতে পুরোহিত গঠন করার সময় এখনও হয় নাই, তবে তদুপযোগী শিক্ষা সম্বন্ধে বার্ষিক অধিবেশন ব্যতীত এ সভা ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই কথা সরকার মহাশয়কে জানান হউক।

(ঙ) সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত সাহায্য প্রার্থনা পত্রগুলির মর্ম্ম সভার নিকট প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে—আপাততঃ এরূপ কয়েকটী ছেলেকে অর্থাৎ যাহাদের পড়ার খরচ বহনে তাহাদের অভিভাবকগণ অসমর্থ, তাঁহাদের সাহায্যার্থ সভার সভ্যগণকে অনুরোধ করা হউক। তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভার পরমহিতৈষী সভ্য ভবানীপুর চক্রবেড়ে রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক এবং চেৎলা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনদয়াল বসু মহাশয়দ্বয়কে এক একটী ছাত্র পড়াইবার ভার লইতে অনুরোধ করা হউক। সুখের বিষয় অদ্যকার সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি একটী ছেলেকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১১ ভাদ্র, ১৩১৯	পড়ার খরচ প্রার্থী।
২। শ্রীকালীকৃষ্ণ সরকার	২০।১ মুসলমানপাড়া লেন (কলিকাতা)	১৬ ভাদ্র, ১৩১৯	৩য় বার্ষিকের ছাত্র কলেজ-ফি মাসিক ৮৲ হিসাবে চাহেন।
৩। কাশীনাথ রায়	ফয়জাবাদ	১০।৯।১২ ইং	ইনি গঙ্গাসহায়ের ২য় পুত্রের পড়ার জন্য মাসিক ২২৲ টাকার অংশ চাহেন।
৪। S. R. Bosu	কার্শিয়াং	৮ই নভেম্বর ১৯১২	একটী ছাত্রের জন্য মাসিক ৩৲ চাহেন।
৫। নরেন্দ্রনাথ সিংহ	বাঙ্গোয়া, যশোহর	১৬ই ডিসেম্বর ১৯১২	পড়িবার জন্য খোরাক ও বাসস্থান চাহেন।
৬। যোগেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্যামপুর, বরিশাল	৮ই নবেম্বর ১৯১২	পড়িবার জন্য মাসিক ৩৲ চাহেন।
৭। রাখালচন্দ্র সরকার	৯১ চিংড়িঘাটা রোড ইটালী কলিকাতা।	৩ জানুয়ারী ১৯১২	মাসিক ৪৲ পড়ার জন্য চাহেন।
৮। কালীপ্রসন্ন সরকার	১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট (কলিকাতা)	২৩।৯।১৩১৯	চিন্তাহরণ ঘোষের বাহির জন্য।
৯। হারাণচন্দ্র দাস	জুজুরাপুর, (বগুড়া)	২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৯	২টী ছেলের পড়ার খরচ চাহেন।

অতঃপর নদীয়া জেলার ঘোড়াদহ সাকিনের শ্রীযুক্ত তারাপদ সরকারের কন্যার বিবাহের সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে সভাস্থ সভ্যগণ বলিলেন—বিবাহে সাহায্য করিবার উপযুক্ত ভাণ্ডার এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং বিবাহের জন্য সাহায্য করা যুক্তিসঙ্গত কি না তাহাও চিন্তা করা যায় নাই অতএব আবেদককে দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখা হউক।

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সম্পাদক।	সভাপতি।
	২৭।১০।১৯

By Shiva Prasad Ghosh

কায়স্থ-পত্রিকা।

চৈত্র, ১৩১৯। } নবপর্য্যায় ৩য় খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

দান

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

এবৎসর প্রাপ্ত :—

পূর্ব্বপ্রকাশিত (নগদ টাকা)	১৩৫৫/০
শ্রীযুক্ত সনৎকুমার পাল, বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, সাং শিবপুর, হাওড়া	৫৲
মোট—	১৪০৫/০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৯ই পৌষ, ১৩১৯।

(জেলা খুলনা, বালিয়াডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং বালিয়াডাঙ্গা, খুলনা জেলা :—

দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ,	বয়স,	১৬,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
সরকার, দীনবন্ধু,	,,	২২,	ঐ

(ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বর্ম্মবিশ্বাস
মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

(১)

৬ই মাঘ, ১৩১৯।

সাং গাভা, চন্দ্রদ্বীপ, বরিশাল জেলা :—

১। ঘোষ, নিবারণচন্দ্র।

সাং তেউটিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

২। মৌলিক, অতুলচন্দ্র।

সাং বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

৩। সোম, নগেন্দ্রকুমার।

সাং বাট্টাভোগ, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

৪। রায়, হরেন্দ্রকুমার।

সাং ব্রাহ্মণগাঁও, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

৫। দত্ত, কুলদাকান্ত।

সাং মেদিনীমণ্ডল, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

৬। গুহ, নীহাররঞ্জন।

৭। „ বিনয়ভূষণ।

৮। „ সরোজরঞ্জন।

সাং রসীনা, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

৯। দত্ত, আশুতোষ।

সাং শেখরনগর, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

১০। চন্দ্র, শিশিরকুমার।

১১। রায়, সত্যমোহন।

সাং শ্যামসিদ্ধি, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

১২। গুহ, অম্বিকাচরণ।

১৩। ঘোষ, অবনীকান্ত।

১৪। „ দীনেশচন্দ্র।

সাং হরপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

১৫। ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন।

১৬। বসু, সুরেশচন্দ্র।

সাং নগরবাড়ী, ময়মনসিংহ জেলা :—

(২)

১০ই মাঘ, ১৩১৯।

সাং বহর, বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা :—

১। বসু, রায় চৌধুরী, সূর্য্যকুমার, বয়স ১৮

উপরি লিখিত সকলেই বঙ্গজ কায়স্থ।

২৭শে মাঘ, ১৩১৯।

(কলিকাতা, ৪৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত যোড়শীচরণ মিত্র, বি এল্,
মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

সাং পানিশেহোলা, হুগলী জেলা :—

১।	মিত্র,	যোড়শীচরণ,	বয়স ৫২,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	„	সন্তোষকুমার,	„ ২৪,	„
৩।	„	সুশীলকুমার,	„ ২৬,	„

২৭শে মাঘ, ১৩১৯।

(চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ, বি এল্, উকিল
মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র)।

সাং দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম :—

১।	গুহ,	জগবন্ধু,	বয়স ২৫,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	„	মহিমচন্দ্র,	„ ৪৮,	„

২৭শে মাঘ, ১৩১৯।

(জেলা রাজসাহী, দিঘাগ্রাম, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চাকী
বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

সাং আটঘর, রাজসাহী জেলা :—

১।	সরকার,	কৃষ্ণানন্দ,	(বারেন্দ্র)।
২।	„	তারিণীকান্ত,	ঐ
৩।	„	প্রসন্ননাথ,	ঐ
৪।	নন্দী,	যোগেন্দ্রনাথ,	ঐ

সাং দিঘা, রাজসাহী জেলা :—

১। সরকার, নলিনীমোহন, (বারেন্দ্র)।

২। ,, মণীন্দ্রমোহন, ঐ

৩। ,, রমণীমোহন, ঐ

সাং নগর, রাজসাহী জেলা:—

৪। রক্ষিত, জানকীনাথ, (বারেন্দ্র)।

সাং তারতীপাড়া, রাজসাহী জেলা :—

৫। দাস, রাজেন্দ্রনারায়ণ, (বারেন্দ্র)।

সাং শ্যামপুর, বরিশাল জেলা :—

৬। বিশ্বাস, যোগেশচন্দ্র, (বঙ্গজ)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৬ই মাঘ, ১৩১৯। কুর্শা, নদীয়া জেলা। নদীয়া জেলার চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ নন্দী বর্ম্মা মহাশয়ের, পুত্রের সহিত উক্ত জেলার কুর্শা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বর্ম্ম সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি বীণাপাণি দেবীর।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে জামাতাকে লইয়া উভয় পক্ষ একত্র ভোজ হইত না, কুষ্টিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বর্ম্ম সরকার মহাশয়ে যত্নে এস্থলে তাহাই হইয়াছে।

২১শে মাঘ,১৩১৯। কলিকাতা। ৬৫নং নেবুবাগান নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু মহাশয়ের কন্যার বিবাহে।

২১শে মাঘ, ১৩১৯। কলিকাতা। কায়স্থাচার্য্য স্বর্গীয় বামাপদ পালচৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদেব পাল বর্ম্মচৌধুরী মহাশয়ের সহিত শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর কন্যার বিবাহ।

(আন্তর্গণিক)

৮ই ফাল্গুন, ১৩১৯। কলিকাতা। পাবনা, শ্রীনিবাসদিয়া নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত কলিকাতা ইটালি নিবাসী, ঢাকা মাণিকগঞ্জের মুন্সেফ, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের কন্যার।

কায়স্থ মঙ্গল-গাথা।*

এখনো কি আছে দ্বিধা,
এখনো কি আছে ভ্রান্তি,
হে বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তান!
এখনো কি শূদ্রাচারে
বরবপু আবরিয়া
রাখিবারে চাহিতেছে প্রাণ?
স্বজাতীয় সদাচার
পরিহরি, হীনাচার—
ভ্রমে করেছিলা আলিঙ্গন;
সিংহ হয়ে মেষ প্রায়
কাটাইলা বহুকাল
মন্ত্র মুগ্ধ ভুজঙ্গ যেমন!

যে দৃশ্য হেরিল আঁখি,
অপূর্ব্ব কি নয় তাহা,
স্বপ্নেও কি ভেবেছ কখন?
একতার পারিজাত,
কায়স্থ-নন্দনে ফুটি
ধন্য কি করেনি দেহ মন?
কত ঘাত প্রতিঘাত,
কত বাদ প্রতিবাদ
পারেনি করিতে মোহহীন;
কর্দ্দমাক্ত কলেবরে,
কূপের ভিতরে প'ড়ে
জড়বৎ ছিলা এতদিন।

পবিত্র সে আর্য্যাবর্ত্ত
কীর্ত্তিময় দাক্ষিণাত্য
কায়স্থের লীলা নিকেতন;
সদাচারে অলঙ্কৃত,
সর্ব্বত্রই সমুন্নত
সিংহ সুত সিংহের মতন।
শক্তিহীন চেষ্টাহীন
জাতীয়তা বিবর্জ্জিত,
ছিল বঙ্গে কায়স্থ সমাজ,
সদাচারি জ্ঞাতিগণ,
করিত না সম্ভাষণ,
জ্ঞাতি পরিচয়ে পে'ত লাজ!

বঙ্গের কায়স্থ জাতি,
তাদেরি নিকট জ্ঞাতি,
অবনত বঙ্গদেশে এসে;
নানা কর্ম্ম উপলক্ষে
বিরাট সমাজ হতে
দূর বঙ্গে পড়েছিলা খসে।
অহো কি সুখের দিন!
বিধির বিধান-চক্র—
কি মহতী-শক্তি ধরে বুকে;
বহু শতাব্দীর পরে,
বঙ্গের কি ভাগ্যোদয়
মিলিল সমগ্র হাসি মুখে!

---

* কলিকাতা টাউনহলে সমগ্র ভারতবর্ষের নানা শ্রেণীর কায়স্থের সমাগমে যে বিরাট সম্মিলন বিগত ১৫।১৬ই পৌষ হইয়া গিয়াছে তদ্দর্শনে লিখিত।

ঘৃণা দ্বেষ দূরে রাখি,
হৃদিখানা প্রেমে ভরি—
উদ্ধারিতে বঙ্গীয়-স্বজন,
ভারতের যে যেখানে—
ছিলা, প্রেম আকর্ষণে
করিলেন বঙ্গে আগমন।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
দুঃখে গেছে বহুদিন,
প্রেম নদী ছিল শুকাইয়া ;
ভাই ভাই এক ঠাঁই,
বুকে বুক মিশাইয়া
প্রেমে জাতি দিলা ভাসাইয়া !

প্রভুশ্রেণী* চান্দ্রসেনী
চৈত্রগুপ্তি (নানা) শাখা—
শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ আদি ;—
বঙ্গীয় কায়স্থ মূল,
শুনিয়া হাসিত বঙ্গ,
ছুটাইত বিদ্রূপ-বারিধি !

ভারতীয় কায়স্থের
শুভ সম্মিলন হেরি,—
পানাহারে ভেদজ্ঞান হীন ;
আজো কি হাসিছে বঙ্গ,
আজো কি করিছে রঙ্গ
বর্ব্বরতা হয়নি বিলীন ?

পশ্চিমের আলোকেতে,
পূর্ব্বভাগ উদ্ভাসিত,
ভ্রান্তি অন্ধকার গিছে টুটে ;
বঙ্গীয় সকল জাতি,
নিরখিছে দিব্য নেত্রে,
কায়স্থ-স্বরূপ এক দিঠে !

ভ্রাতৃগণ ! বন্ধুগণ !
আর কেন উঠ জাগ
অলসতা কর পরিহার ;
ধর স্বজাতির ধর্ম্ম,
কর স্বজাতীয় কর্ম্ম,
লও স্বয়া আর্য্য সদাচার।

শূদ্রাচারে কলঙ্কিত,
বাঙ্গালী কায়স্থ যত,
উপেক্ষা করিত জাতিগণ ;
তোমাদেরি কিয়দংশ
পূত হয়ে উপবীতে
সে উপেক্ষা করেছ নিধন !

তাই আজ ভ্রাতৃপ্রেম,
তাই আজ জাতীয়তা,
উছলিয়া এসেছে এদেশে ;
বরণ করিয়া লহ
স্থান দাও প্রতি হৃদে,
হারায়োনা যেন কর্ম্ম দোষে।

পশ্চিমে পূরবে যদি
মিলনে আকাঙ্খা থাকে,
চাই একবিধ সদাচার ;
বঙ্গ রবে শূদ্রাচারে,
অন্য ক্ষত্রাচারে শোভে,
অসাম্যে মিলিবে কি প্রকার ?

কায়স্থ বলিয়া যদি
আপনাকে ভাব মনে,
বিলম্ব করোনা ক্ষণকাল ;
ক্ষত্রোচিত উপবীতে,
বরাঙ্গ শোভিত করে,
কর ধন্য স্বজাতি-উজ্জ্বল।

* প্রভুর শ্রেণীভেদ আছে—ধ্রুবপ্রভু—পত্তনপ্রভু—দমনপ্রভু।

ভুলিওনা ভুলিওনা
মনে রেখ যত্নে ঢাকি,
ক্ষুদ্র নহ বিরাট-বিশাল ;
আপনাকে ভাবি ক্ষুদ্র,
আপনাকে রাখি শূদ্র,
হীন ভাবে রবে কতকাল ?

জাতীয় মর্য্যাদা জ্ঞানে,
আলোকিত কর হিয়া
হের ভাই ! আপনার কায়।
কলঙ্ক-কালিমা যত,
যত্নে করি প্রক্ষালিত,
মুগ্ধকর প্রদীপ্ত প্রভায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

জাতি-বিজ্ঞান।

অধুনা এ দেশে এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানি লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনাদের জাতীয় সাহিত্যেতিহাসের অপূর্ব্বত্ব ও অভ্রান্তত্ব প্রকাশ করিয়া দর্শন বিজ্ঞানের রচয়িতা ঋষিদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু যখন যে সকল আর্যগ্রন্থের কোন কথার সমালোচনা করিতে বসেন এবং তৎকালে যদি আপনার অনুকূল কথার সমুদ্ধার করিতে না পারেন, তবেই অমনি বলিয়া থাকেন—একার্য্য স্বার্থপর ব্রাহ্মণের, একথাটি দুষ্টগণ দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, প্রকৃত বিষয়টী এস্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি। অথচ—তাঁহারা যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে স্বকীয় জাতীয় সাহিত্যেতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বুঝিবার শক্তি যে তাঁহারা নষ্ট করিয়া পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যায় বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃ পিতামহ প্রভৃতির আদৃত, পরিগৃহীত, অনুমোদিত আর্ষবাক্যসমূহের কদর্থ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। ভারতীয় মনীষিবৃন্দ আর্ষ-গ্রন্থাবলীর যে সকল ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের আজীবন উপার্জ্জিত ভূয়ো অধিত শাস্ত্রলব্ধ বিদ্যার ফল। সেই সকল সুধিবৃন্দ তাদৃশ বিপুল অধ্যয়ন করিয়াই মার্জ্জিত জ্ঞান প্রভাবে সত্যার্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা পল্লবগ্রাহিতা দোষে দূষিত ছিলেন না।

ইঁহারা কথায় কথায় বেদ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকেন। অথচ ইঁহাদের বেদ বিদ্যা প্রদানের গুরু কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত। অবশ্য আমরা বিষ্ণুসূত্রের "নগচ্ছেন

ম্লেচ্ছ বিবরং" বাক্যের অনুসরণ করিতে বলি না—তৎপরিবর্ত্তে ভগবান পাণিনি-স্বীকৃত ন্যায় তাত্ত্বের "সাক্ষাৎ করণমর্থস্যাণ্ডিত্তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাগঃ খ্যাত্য-ম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্" মতের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি; কিন্তু দেখিতে হইবে সেই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত, তিনি নিজে যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, তিনি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা পরিহার করত আপ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা, তাঁহাতে বেদ বিদ্যা সাক্ষাৎ করার ক্ষমতা আছে কিনা। বাস্তবিক আমরা যেই ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের প্রথমেই দেখিতেছি, তিনি যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং বিপ্রলিপ্সা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার একটী প্রমাণ এই "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি ঋকের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যাটী যথা—হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ, সেই স্বর্ণ যে মৃত্তিকা গর্ভে আছে সেই দেশ মরণশীল জীবের অগ্রে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদেশের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিল ইত্যাদি।'

পাঠক দেখিতে পাইলেন বেদার্থ উপলব্ধি করিবার জন্য শাস্ত্রীয় যে সকল প্রকরণ রহিয়াছে, এই ব্যাখ্যায় তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ এই সকল ব্যাখ্যায়ই পূর্ব্ব কথিত পণ্ডিতমণ্ডলীর একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং নিরুক্তিকার যাস্ক কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই দেখুন—"হিরণ্যগর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভো হিরণ্যময়োগর্ভোঽস্যেতি বা। গর্ভো গৃভে গৃণাত্যর্থে গিরত্যনর্থানিতি বা। যদাহিস্ত্রীগুণান্ গৃহ্ণাতি গুণাশ্চাস্যা গৃহ্যন্তেঽথ গর্ভো ভবতি। সমভবদগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেকো বভুব।" পুনশ্চ। শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভ অর্থে জ্যোতিঃগর্ভ গৃহীত হইয়াছে। এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন ঐ সকল দিগ্‌দাহী পণ্ডিতবৃন্দের ব্যাখ্যাই সমীচীন অথবা প্রাচীন আর্য-বাক্যই-সুচীন? ইঁহারা এই ভাবে পরের মুখে কথা বলিয়া কথায় কথায় তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পরিসেবিত ঋষিবৃন্দকে স্বার্থপরাদি বিশেষণে বিশেষিত করত বলিয়া থাকেন—"উহারাই ত ভারতের অধঃপতনের কারণ, উহারাই জাতির সৃষ্টি করত সংহিতা পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞাত্মক জাতি বা বর্ণ বিভাগ ছিল না, ঐ কার্য্যটী বৌদ্ধবিপ্লবের পরেই হইয়াছে। তবে যে ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদিত্যাদি শ্লোক আছে উহা নিতান্ত আধুনিক কালের রচনা, তাহা ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ পাশ্চাত্য মনিষিবৃন্দ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে—বেদের অপর মণ্ডলের ভাষার সহিত দশম-মণ্ডলের ভাষার আদৌ সাদৃশ্য নাই।"

কি ভ্রামক আত্মম্ভরিতা! ইঁহারা একটু ভাবিয়া দেখেন নাই যে, বেদের কোন অংশ উপেক্ষা করিলে সমুদায়ই উপেক্ষিত হয়? যদি পুরুষসূক্তই লৌকিক রচনা হয় থাকে তাহা হইলে "যথা পূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ" ঋকের সার্থকতা কোথায় রক্ষা পায়? ঋকে কি একথা উপপত্তি হয় না—যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিলেন, তেমন স্থাবর জঙ্গমাদি (বিদধৎ) বিভাগ ক্রমে (মিথতঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগ কাহাকে বলা যায়? প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সকলেই বেদ হইতে ধর্ম্ম-সংহিতার শাসন কাল পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বলিয়াছেন; একথা মীমাংসা দর্শন ও বেদান্তের দর্শনে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাৎকালিক আর্যগ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহাই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু তাহা ত নহেই অধিকন্তু আবার বাক্‌চাতুর্য্যও আছে; তাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "না সমগ্র পুরুষসূক্তটাই প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা হইলে বেদান্তের কিছু থাকে না. মাত্র 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদি জাতি-বিভাগের বচনটীই প্রক্ষিপ্ত, যে হেতু বেদের অপরাংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে শব্দ পাওয়া যায় সেই সকল শব্দ জাতিত্ব বোধক নহে ভিন্নার্থ বোধক, ফলতঃ যাঁহারা বৈদিকযুগে জাতি বিভাগ, বর্ণ বিভাগ প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়া বেদবিরোধি কার্য্য করিয়াছেন। আমরা বলি বেদ কেন, ব্রাহ্মণ, কল্প স্মৃতিতে ঐ একটী বচনের অনুরূপ বচন ব্যতীত কোথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জাতির উল্লেখ নাই।"

আমরা ঐরূপ বক্তাদিগের বক্তৃতা নিতান্ত ঘৃণার সহিত উপেক্ষা ও অশ্রাব্য মনে করি। কেননা তাঁহারা যে জাতিবর্ণের কথাটা বেদবিরোধী বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল পল্লবগ্রাহিতা-দোষ নিবন্ধন বলেন; নতুবা যাঁহাদের লৌকিক স্মৃতিশাস্ত্র সন্দর্শন ঘটে নাই তাঁহারা বেদের মর্ম্ম কি বুঝিবেন? তাঁদের কথার উত্তরই বা কি দিতে পারিব? তবে তাঁহাদের ভাক্ত সাম্যবাদ দ্বারা যাহাতে সকলের অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতিকারার্থ আমরা মানব শাস্ত্রের দুই একটী প্রমাণ উপস্থিত করিব;— "জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণ ব্রুবঃ"* অব্রতানামমন্ত্রাণাংজাতিমাত্রোপ-জীবিনাং কি স্মৃতির বচন নহে? ওই বচনাংশের দ্বারা কি জাতির জ্ঞান হয় না? "দেশধর্ম্মান জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্" বচনটীতে কি বর্ণধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের কথা পৃথক্‌ভাবে নাই? উহা কি ধর্ম্ম সংহিতার বচন নহে? বিবধ কল্পসূত্রের ব্যকাণ্ডে এবং জ্যোতিষসূত্রে কি চতুর্জ্জাতির উল্লেখ নাই? যদি একাগ্রতার

* মনু ৮।২০। † মনু ১৮।১১

সহিত অনুসন্ধান করেন তবে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদাঙ্গ হইতে একটু অগ্রসর হইবে শ্রুতিতেও জাতির আভাস পাইবেন। যথা—

"যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্র।"

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৫।৩।৭

তথাহি—

"ন ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচর্য্যমুপনীয় 'মিথুনং চরেদ্‌গর্ভো বা এষ ভবতি যো ব্রহ্মচর্য্যমুপৈতি নেদিমং ব্রাহ্মণং বিষিক্তাদ্রেতসোজনয়ানীতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।৪।১৬

উপরোক্ত শ্রুতিদ্বয়ের বচনে স্পষ্টতর ভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিভিন্ন জাতি প্রতিপন্ন হইতেছে। ছান্দোগ্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'এ বিদ্যা এতকাল ক্ষত্রিয়েরই ছিল অগ্র ব্রাহ্মণ জাতির নিকট গমন করিল।' ঐ যে বিদ্যা বিষয়ে শ্রুতি ধৃত হইয়াছে তাহাতে জাতি বর্ণের ভিন্নত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। শতপথ শ্রুতিওবলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যে উপনীত হইয়া মিথুন (স্ত্রীসঙ্গত) হইবে না। যেহেতু ব্রহ্মচারি-ব্রাহ্মণ-বিষিক্ত-রেত-জাত-গর্ভ হইতে কখনও ব্রাহ্মণ জন্মে না।" বলি ইহাতেও কি তথাকথিত পণ্ডিতগণ বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিবেন না ?

যাহা হউক তাঁহারা যে বেদ বেদ করিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, সেই বেদেও যে জাতিবর্ণের বিভাগ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা যে বেদবিদ্যার অভাবেই বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রগুলির প্রতি একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজা সৃজেয় মিতি স মুখত স্ত্রিবৃতং নিরামমীত, তমগ্নি দেবতা অন্বসৃজ্যত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ রথন্তরং সাম, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাম্, অজঃ পশূণাম্ তস্মাত্তে মুখ্যাঃ মুখতোহি অসৃজ্যন্ত। উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত, তং ইন্দ্রোদেবতা অন্বসৃজ্যত, ত্রিষ্টুপচ্ছন্দঃ, বৃহৎ সাম, রাজন্য মনুষ্যাণাং, অবি পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যবন্তঃ বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত। উরুভ্যাং মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত, তং বিশ্বেদেবা দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত. জগতীচ্ছন্দঃ, বৈরূপং সাম, বৈশ্যো মনুষ্যাণাং—গাবঃ পশূণাম্ ইত্যাদি।"

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ৭।১।৪।৯

তথাহি—

"সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্ত গৃহ্য নিনায় ॥ ২

হস্তেনৈব গ্রাহ আধিরস্য ব্রহ্মজায়েয়মিতি চেদবোচন্।
ন দূতায় প্রহ্যে তস্থ এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩

ঋগ্বেদ ১০।১০৯। ও অথর্ব্ববেদ ৫।১৭ *

তথাহি—

'ব্রহ্ম ক্ষত্রং পবতে তেজ ইন্দ্রিয়ং সুরয়াসোমঃ সুত আসুতমদায়।'

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ১৯।৫

তথাহি—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥"

শুক্ল যজুর্ব্বেদ ২৬।২

সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিতে পাইলেন যে সুপ্রাচীন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির চতুর্জ্জাতির কথা যে ভাবে বিশদিকৃত আছে; ঋক্, অথর্ব্ব এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদেও চতুর্জ্জাতির কথা সেইরূপ বিবৃত রহিয়াছে। অতএব সুধু পুরুষসূক্তই দোষী নহে ? যদি এগুলিও প্রক্ষিপ্ত বলেন, তাহা হইলে কিন্তু ঠগ বাছিতে গ্রাম উৎসন্ন হইবে। ঐক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে তৈত্তিরীয়ে বর্ণিত মানবসমাজে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের—ব্রাহ্মণেরজায়া, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য, বাজসনেয়ীর—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একসঙ্গে সোমরস উৎপাদনের যে সকল কথা রহিয়াছে ঐ সকল ব্রাহ্মণ শব্দে স্তোতা অথবা মন্ত্র এবং ক্ষত্রিয় শব্দে ক্ষতত্রাতা কিম্বা বল অর্থে বুঝিতে হইবে কি ? আমাদের এরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই তথা কথিত পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও নিরুক্তিকারের উপদেশটীর প্রতি কর্ণপাত করেন না। অশেষশব্দশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা যাস্ক বলিয়াছেন "শব্দার্থের রূঢ়ি উপেক্ষা করিয়া যৌগিক অর্থ গ্রহণ করা বিপজ্জনক, যে হেতু যাহাতে তাঁপ আছে তাহা 'তপন' তাই বলিয়া 'তপন' অর্থে সূর্য্যকে গ্রহণ না করিয়া অগ্নি বুঝিলে হইবে না; ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা মূঢ়তা মাত্র।" এই জন্য ব্রাহ্মণ নিরুক্তি প্রভৃতিতে যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন আমরাও সেই ভাবেই অর্থ করিতে অনুরোধ করি তাহা হইলেই প্রকৃত বেদার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন; আর পরের কথা না বুঝিয়া তাহা সম্মতি দিবেন না। কিন্তু আমাদের এ কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেন কি ? কখনই নহে তাই তাঁহারা তাঁহাদের পূজনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অর্ব্বাচীনাদি দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

* অথর্ব্ববেদে"ব্রহ্মজায়েয়মিতিচেদবোচন্" স্থলে "ব্রহ্মজায়েতি চেদবোচৎ" পাঠ আছে এবং 'প্রহ্যে' এই স্থলে "প্রহেয়া" আছে।

তথা কথিত পণ্ডিতবর্গ অবশ্য এপর্য্যন্ত বলেন নাই যে একমাত্র ঋগ্বেদ ব্যতীত অপর বেদত্রয় অপ্রামাণ্য ; তবে একথা বলিয়াছেন—ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল আধুনিক, যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ তৎপরবর্ত্তী। ফলতঃ এই কথাতেই অন্তবেদের প্রবীণত্ব নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু অধুনা যে বেদসংহিতায় মন্ত্র সমালোচনা হইয়া থাকে যদি আর্যশাস্ত্র দ্বারা তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন যজুঃসমূহ হইতে ঋক্, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব সংহিতার উৎপত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরাও একটী প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি—

"এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিং স্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥১২
ততঃ স ঋচ মুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥১৩
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতি ॥"১৪

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪ এবং কৌর্ম্মে ৪৯ অঃ।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল। (বেদব্যাস) ঐ যজুর্ব্বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋগ্বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্‌গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা মুনি ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি ঋক্ সকল উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদসংহিতা, যজুঃসমূহ উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা ও সামসমূহ উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংহিতা রচনা করিলেন। হে মৈত্রেয় অথর্ব্ববেদ রচনা করত রাজগণের কর্ম্মসমুদায় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যজুর্ব্বেদই জগতের আদিগ্রন্থ। আরণ্যকপাঠে অবগত হওয়া যায় প্রজাপতি যখন লোকসমাজে বাঙ্ময়বেদ প্রচার করেন তখন অন্তরীক্ষস্থ বায়ু হইতেই যজুঃ সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

'তস্য স্বরমাত্রয়া অন্তরিক্ষং বায়ু যজুর্ব্বেদং ভুব ইতি ব্যাহৃতি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ পঞ্চদশ স্তোম প্রতীচীং দিশং গ্রীষ্ম ঋতুং প্রাণমধ্যাত্মন্নাসিকে গন্ধঘ্রাণাভবৎ ॥'

গোপথ ব্রাহ্মণ ১।১৮

...ৎ 'প্রজাপতি তাহা হইতে যে স্বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অন্তরীক্ষস্থ ...হইতে যজুর্ব্বেদ, ভুব এই ব্যাহৃতি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, পশ্চিমদিক্, গ্রীষ্ম ...ধ্যাত্ম প্রাণ এবং ঘ্রাণের জন্য নাসিকা হইয়াছিল।' অতএব বুঝা যাইতেছে যে ...ৎপত্তি বিজ্ঞান সম্মত। শব্দের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে দার্শনিকগণ বলিয়া ...ছেন—আকাশ ; এবং শ্রুতি বলেন—শব্দই ব্রহ্ম প্রসূত। ফলতঃ এইজন্য শব্দ ও ...র অপর নাম ব্রহ্ম। যজুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন— ...র্থে যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরুষসূক্তে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ...নেই যজ্ঞের কথা আছে সুতরাং এই জন্যই দার্শনিকগণ শব্দের নিত্যত্ব স্থাপন ...ত বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেদ যে যজ্ঞার্থে সৃষ্ট হইয়া- ...ল তাহা যেমন মনু বলিয়াছেন তেমন নিরুক্তিকারও বলিয়াছেন 'যজুর্যজতে' ...ও তাহাই বলিয়াছেন সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই যজুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব সিদ্ধ ...তেছে। এমত স্থলে তদুল্লিখিত জাতিবর্ণের বিভাগ প্রামাণিক ও প্রাচীনতম তাহা ...র কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি তাঁহারা বলিয়া থাকেন ...জাতির কথা মানিয়াই লওয়া যায় তবে সে জাতি ভারতবর্ষের চারিজাতি ...তাহা মানবজাতি পশু জাতি প্রভৃতি। মনুষ্যের মধ্যে এরূপ বিভিন্ন জাতি ছিল ...। একই জাতি বিভিন্ন কার্য্য করিত। এই বলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঋঙ্মন্ত্র ...ত করিয়া থাকেন। যথা—

"কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥"

ঋক্ ৯।১১২।৩

তথাকথিত পণ্ডিতগণ বহ্বৃচের শিশুঋষি দৃষ্ট এই মন্ত্রটীর অনুবাদ করিয়া ...য়া থাকেন—ঐ শুন ঋষি বলিতেছেন—আমি একজন ব্রাহ্মণ আমার পিতা ...চিকিৎসক, মাতা ব্রীহি পেষণ করেন, আমাদের পরিবারে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ...বসায়ে লিপ্ত।

আমরা এবম্প্রকার অনুবাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, মন্ত্রের প্রয়োগের ...তি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং অগ্র পশ্চাৎ বাদ দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের তাৎপর্য্য ...কি? ঐ সূক্তে যে চারিটি মন্ত্র আছে তাহা পবমান যাগের জন্য সোম দেবতাকে ...সম্বোধন করিয়া ঋষি প্রথমতঃ অতিস্পষ্ট ভাষায় "নানানং বা উ নো ধিয়ো বি ...ব্রতানি জনানাম্" ঋকে জাতির আভাষ দিয়া নানা জাতীয় লোকেই যে বিবিধ ...কর্ম্ম করে তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারায় দেখাইয়াছেন। যেমন "তক্ষারিষ্ট রুতং ভিষগ্‌ব্রহ্মা-

সুষন্তং" অর্থাৎ 'তক্ষা' তষ্টা 'রিষ্ট' দারু তক্ষণ করে, 'ভিষক্' চিকিৎসক 'রুতং' রোগ নষ্ট করে 'ব্রহ্মা' ব্রাহ্মণ 'সুষন্তং' সোমাভিষব করে এবং 'কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভি হিরণ্যবন্তমিচ্ছতি" লৌহকার শিলাশানিত অস্ত্র দ্বারা ধনী হইতে ইচ্ছা করে; সেইরূপ আমিও হে দেব তোমার যাগের নিমিত্ত স্তোম করিতেছি, পিতা বা পুত্র যজ্ঞীয় ভেষজ কর্ম্মে এবং নমনশীলা মাতা বা কন্যাকে এইভাবে পরিচর্য্যার জন্য নানাকর্ম্মে গোষ্ঠে অবস্থিত গাভীর ন্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি।" এখন পাঠকগণ দেখিতে পাইলেন কথিত সূক্তে তষ্টা, ভিষক্, ব্রাহ্মণ ও কামার এই চারিটী জাতির উল্লেখ রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও শ্রুতির বিবিধ প্রমাণে চতুর্জ্জাতির প্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রমাণ হইতেই চারিটী জাতি দেখাইয়া দিলাম। ফলতঃ যদি কর্ম্মের দ্বারাই জাতি হয় তবে এখনও ত একপরিবারে বহুলোক বহু কর্ম্ম করে, কই তাহাতে ত বিভিন্ন জাতি গঠিত হইতেছে না। ব্যবসার দ্বারাই কি জাতির ব্যতিক্রম হয়? তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত ঋকের অন্তর্ভুক্ত রথ পরিচালক ব্রাহ্মণের কোন্ জাতি হইত?

"কুমারং মাতা যুবতি সমুব্ধং গুহা বিভর্ত্তি ন দদাতিপিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ॥"

ঋক্ ৫।২।১

আচার্য্য সায়ন স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা না করিয়া তাণ্ড্যও শাট্যায়ন ব্রাহ্মণে যে ব্যাখ্যা আছে তাহাই ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন যথা—

"শাট্যায়ন ব্রাহ্মণোক্ত ইতিহাস ইহোচ্যতে।
রাজা ত্রৈবৃষ্ণ ইক্ষ্বাকু স্ত্র্যরুণোঽভবদস্য চ॥
পুরোহিতো বৃশোজ্ঞার ঋষিরাসীত্তদা খলু।
স গৃহ্ণংতি রথান রাজ্ঞাং রক্ষণায় পুরোহিতঃ॥
ত্র্যরুণস্য বৃশো রশ্মিং সংজগ্রাহ পুরোহিতঃ।
কুমারো বর্ত্তনি ক্রীড়ন্ রথচক্রেণ ঘাতিতঃ॥
ছিন্নং কুমার শ্চক্রেণ মমারাথ পুরোহিতঃ।
ত্বং হন্তাস্যেতি রাজানং রাজা চাপি পুরোহিতং॥
ত্বং হন্তাস্য কুমারস্য নাহমিত্যব্রবীত্তদা।
যতস্ত্বং রথবেগস্য নিয়ন্তাতত্ত্বয়াহতঃ॥
রথস্বামী যতো রাজন্ তস্মা ত্বং তস্য ঘাতকঃ।
এবং বিবদমানৌ স্বাবিক্ষ্বাকুন্ প্রষ্টুমাগতৌ॥

তৌ পপ্রচ্ছ স্বাবিক্ষ্বাকুন্ কেনাসৌ নিহতো দ্বিজাঃ।
তেঽব্রুবন্ রথযন্তারং হন্তারং বৃশসংজ্ঞকং॥
স বৃশো বার্শসাম্না তংকুমারং সমজীবয়ৎ।
এব মাখ্যায় তত্রৈব পুনরস্যত্বদীরিতং॥"

[illegible] এ স্থলে ত দেখা যাইতেছে রাজপুরোহিতই রথ পরিচালনা করিতেছেন। [illegible] ত তাঁহাকে কেহ সূত জাতি বলিতে পারে নাই? বৃশঋষির পূর্ণ মাত্রায় [illegible] রহিয়াছে। ব্যবসায়ে যদি জাতিত্ব হইত তাহা হইলে ব্রহ্মা, কৃষ্ণ ও শৈল্য, [illegible]হাদেরও শূদ্র জাতিত্বের আরোপ হইত। এই অযথার্থকারাগণ বলিয়া থাকেন [illegible] ভগবান যে বলিয়াছেন,—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।"

[illegible]ব্যাখ্যা—"আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি [illegible]য়াছি।" কি চমৎকার ব্যাখ্যা! সংস্কৃত ভাষায় গীতার যে দশ প্রকার অন্বয় [illegible]তে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এমন অপূর্ব্ব অন্বয় কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা [illegible]হা একবার বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে 'চাতুর্বর্ণ্যং' এই প্রয়োগটী কোন [illegible]র উত্তর কি উদ্দেশে কোন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে? শব্দটী 'চতুর্বর্ণ' উহার [illegible] স্বার্থে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় হইয়া চাতুর্বর্ণ্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে [illegible] চতুর্বর্ণ ও চতুর্বর্ণনিষ্ঠ ধর্ম্ম ভগবৎসৃষ্ট। যাহারা গুণ কর্ম্মের দ্বারা ইহ-[illegible]নে জাতি বিভাগের কথা বলেন তাঁহারা মনুর "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মানি পৃথক্ পৃথক্। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥" বচনটী [illegible]খেন নাই, দেখিলে গুণ কর্ম্মের দ্বারা জাতিবিভাগের কথা বলিতে কখনই [illegible] হইতেন না। ঐ বচনে ব্যক্তির পরে কর্ম্ম ও বৃত্তির উল্লেখ থাকায় জাতির [illegible] সূচিত হইয়াছে। সুতরাং মানবশাস্ত্র ও গীতার জাতি গঠনের ঐক্য [illegible]তে হইলে প্রত্যক্ষ গুণ ও ব্যবহারিক কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্যক্তি গঠনের [illegible] যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক গুণ কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে জাতি গঠিত হইয়াছিল তাহাই [illegible]তে হইবে। আলোচ্য বচনটির 'সৃষ্টং' এই 'সৃজ্' ধাতুর উত্তর অতীতকালে [illegible]হিত 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের এই মীমাং-[illegible] যদি কোন ব্যক্তির সংশয় হয়, তবে তিনি যেন নিম্নোদ্ধৃত টীকাগুলির উপর [illegible] মনসন্নিবেশ করেন তাহা হইলেই সংশয় হীন হইতে পারিবেন। যথা—

[illegible]বেন সরস্বতী—"শরীরারম্ভক গুণ বৈষম্যাদপি ন সর্ব্বে সমান স্বভাবা ইত্যাহ [illegible]র্ণ্যং ইতি ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" তত্রৈব নীলকণ্ঠ—

"চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চতুর্ণাং বর্ণানাং হিতং চাতুর্বর্ণ্যং গুণাশ্চ কর্ম্মাণি চৌর্ত্তি ... স্বৈকভাবঃ তদা চাতুর্বর্ণ্যমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্। অর্থাৎ "দেহ প্রাপ্তির আরম্ভকালে বর্ণগত বৈষম্য হেতু মনুষ্যেরা সমান স্বভাব সম্পন্ন হয় নাই। সত্ব রজঃ তমঃ গুণ ও শম দমাদি কর্ম্ম বিভাগ ক্রমে আমা কর্ত্তৃকই সৃষ্টি হইয়াছে।" দামোদর।

যদি ইহ সাংসারিক গুণকর্ম্মেই জাতি বিভাগ হইয়া থাকে, তবে ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যাইতেছে জনকবংশীয় সম্রাট অজাতশত্রু, গর্গের পুত্র রাজা চিত্র, চৈত্রবংশীয় রাজর্ষি জানশ্রুতি, পাঞ্চালরাজ প্রবাহান, কোশলরাজ অশ্বপতি, এবং দিবোদাস পুত্র রাজা প্রতর্দ্দন প্রভৃতি আজীবন ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা তথা ব্রহ্মবিদ্যার্থী ব্রাহ্মণগণের আচার্য্যত্ব করিয়াও ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া অভিহিত হন নাই। সুতরাং গৃহীত জনন ব্যক্তির গুণ কর্ম্মানুসারে কেমন করিয়া জাত্যন্তর ঘটিতে পারে? আমরা বেদ, ইতিহাস, বেদান্ত, প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম গুণ ও কর্ম্ম প্রভাবে এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এতদুত্তরে তথা কথিত পণ্ডিতগণ পুনরায় গাধিরাজ-পুত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হওয়ার উল্লেখ করিতে পারেন। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত আমরা বলিব—বিশ্বামিত্রের যে ব্রাহ্মণত্ব ঘটিয়াছিল তাহা কেবল তৎপিতার ঔদাসীন্যে, তন্মাতার অনাবধানতায় ঋচীক পত্নীর কৌশলে। নতুবা ব্রাহ্মণেতর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কেবল নিজের চেষ্টায় জাত্যন্তর প্রাপ্ত হন নাই, তাহার প্রমাণাভাব। নিজে বর্ণান্তর প্রাপ্তির যত্ন করিলে কিঞ্চিৎ অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারেন, নচেৎ পূর্ব্ব হইতেই পিতৃপিতামহগণের যত্নের প্রয়োজন তাহাই শ্রুতির অভিপ্রায়ঃ—

"ত্রয়াণাং ভক্ষণামেক মাহরিষ্যন্তি সোমং বা দধি বাহপো বা স যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি ব্রাহ্মণ-কল্পস্তে প্রজায়ামাজনিষ্যতে আদায্যাপায্যাবসায়ী যথাকাম প্রযাপ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণ কল্পোহস্য প্রজায়ামাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতা মভ্যু পৈতোঃ স ব্রহ্মবন্ধবেন জিজ্যূষিতঃ * * *।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ পঞ্চিকা ৩ খণ্ড।

বঙ্গার্থ—তিনটী ভক্ষ্যের মধ্যে সোম, দধি কিম্বা জল একটী আহরণ করিবে। সে (অনভিজ্ঞ ঋত্বিক্) যদি সোম আনয়ন করে, উহা ত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, উহাতে ব্রাহ্মণের প্রীতি জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা ভক্ষণ করিলে তোমার (ক্ষত্রিয় যজমানের) বংশে যে সন্তান জন্মিবে, সে আদায়ী (ভিক্ষার্থী) আপায়ী (অন্নের ...) আবসায়ী (পরগৃহে বাসাকাঙ্খী) ও যথা তথা গমন পর হইবে। ... ক্ষত্রিয়ে পাপস্পর্শ করে, তৎকালে তাহার সন্তানও ব্রাহ্মণ কল্প হয়। ... নিশ্চয়ই তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে ব্রাহ্মণত্ব উপস্থিত করেন এবং সে ... ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

... মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, গাধি-... ভাগ্যেও উদ্ধৃত শ্রুতির অভিপ্রায়ানুযায়ী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঋচীক পত্নীর ... রাণী কামলীদেবী ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য (যজ্ঞীয়চরু) ভক্ষণ করায় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ-... হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণকল্প বিশ্বামিত্র ক্ষুন্নিবৃত্তের জন্য চণ্ডালোচ্ছিষ্ট ... ভক্ষণ করিয়াছিলেন; পরন্ত শস্ত্রবিদ্ হইয়াও জনন বৈকল্যনিবন্ধন চিত্ত-... প্রভাবে, রাক্ষস নিধন নিমিত্ত, রাজা দশরথের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ ... পুত্রগণের মধ্যে গালব প্রভৃতি ঋষির দৌহিত্রগণ ব্রাহ্মণ এবং দিবোদাস ... ক্ষত্রিয় দৌহিত্রগণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জাত্যন্তর ... ইহাই বেদ ইতিহাসের প্রকৃত কথা, সুতরাং তথা কথিত পণ্ডিত-... একটু ধীরভাবে সমালোচনা করিলে আর ইহজাগতিক কর্ম্মানুযায়ী জাতি-কল্পনা করিতে পারিবেন না, দেহারম্ভের পূর্ব্বে যাইয়া উপস্থিত হইতে ...। তাহাদের অগ্রে বিবেচনা করা উচিত জাতি পদার্থটা কি তাহা হইলেই ... উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জাতি সম্বন্ধে কুশাগ্রধিয়ো গৌতম বলিয়াছেন;—"সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।" ... এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যা সমানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিন্নেষ্বধি-... যয়া বহূনীত রেতরতো ন ব্যাবর্ত্তন্তে যোহর্থোহনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তি ... তৎসামান্যম্। যচ্চ কেষাঞ্চিন্তেদং কুতশ্চিন্তেদং করোতি তৎ সামান্য ... জাতিরিতি।" আমরা উদ্ধৃত সূত্রের ব্যাখ্যাটি এইরূপ করিতেছি;— ... নিত্য হইয়া সমবায় সম্বন্ধে অনেক ব্যক্তিতে থাকে তাহাকে জাতি কহে।" ... এব বুঝা যাইতেছে মহর্ষি কথিত জাতির যুক্তিটীও সেই "তেন দেবা অসৃজন্ত ... ঋষয়শ্চযে" শ্রুতিবিহিত। তাহা হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে;— "ব্রাহ্মণোহস্যমুখ মাসীদ্বাহূবাজন্যঃ কৃতঃ। উরূতদস্যযদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত।" ... উভয় বাহুর রাজন্য, উভয় উরুর বৈশ্য এবং উভয় পদের শূদ্র শব্দে ক্ষত্রিয়, ... ও শূদ্রের ব্যক্তিত্ব উপপত্তি না হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিটী সংজ্ঞাত্মক ... প্রতিপাদন করিয়াছে। কারণ তৎপূর্ব্বেই যে সকল দিব্যকর্ম্মা সৃষ্টিসাধন-... প্রজাপতিদিগকে ও তদনুকূল ভ্রমণশীল (ঋষি) দিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন

তাহারাই ঐ পরবর্ত্তী মন্ত্রোদ্ধৃত জাতির লিঙ্গ। মহর্ষি গৌতম স্বয়সূত্রে বলিয়াছেন ব্যক্তির গুণ বিশেষ আশ্রয়ী যে মূর্ত্তি তাহাই জাতির লিঙ্গ। সুতরাং এই জাতিরনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; যেহেতু 'যাহা কোন কারণের অপেক্ষা করে না এবং উৎপত্তি বিনাশ জানিতে পারা যায় না তাহাই নিত্য।' অতএব তথা কথিত চতুর্জ্জাতি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হওয়ায় নিত্যরূপেই একভাবে বর্ত্তমান আছে।

আমাদের এই মীমাংসার উত্তরে অনেকে উপহাস করিয়া বলিতে পারেন— "জাতির উৎপত্তি বিনাশ নাই কেমন করিয়া? এখনই যদি কেহ খৃষ্টানের কন্যা গ্রহণ করে তবে সে খৃষ্টান জাতির একজন বলিয়া কথিত হইবে।" এতদুত্তরে আমরা বলিব জাতি দ্বিবিধ। মুখ্য অর্থাৎ সমানাকার-প্রসব বুদ্ধি সম্পন্ন এবং গৌণ অর্থাৎ ধর্ম্মপর ও জনপদপর। এজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ী যে জাতি সেই জাতিমান যদি জাতি ভ্রংশকর কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তবে তাহার জাতি নষ্ট হয়। তাই মনু একস্থলে "জাতিভ্রানপদান্" এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব যে গুণ ও কর্ম্ম 'ভূ' সৃষ্টির মূল কারণ সেই গুণ ও কর্ম্ম জাতিরও কারণ। জন্ম ও জাতি এক অর্থ প্রকাশক; উভয়ই 'জন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন! সুতরাং যে অনাদি কাল হইতে স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের জন্ম বা উৎপত্তি সেই অনাদিকাল হইতেই জাতির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিলে জগৎ অস্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি যে অনন্তকাল যাবৎ আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে তাহাই সিদ্ধান্ত হইল।

মিত্র শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণঃ।

আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাব।

আদিশূরের রাজত্বকালে বা তাহার পরে যে সকল উপনিবেশিকায়স্থ বঙ্গে আসিয়া যে সকল স্থান লাভ করেন বা যে সকল স্থানে বসতি করেন ঐ সকল স্থানের অবস্থানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি প্রভৃতি কোন বিশেষ প্রদেশে আপনাদের সমাজ স্থাপন করেন নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় কোন কোন সমাজ বরেন্দ্রভূমে, উত্তররাঢ়ে

…, উত্তররাঢ়ীয়দিগের কোন কোন সমাজ দক্ষিণরাঢ়ে, বারেন্দ্র সমাজের …কোন সমাজ উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং এখনও আছে। …সমাজের সমাজকর্ত্তা ভৃগুনন্দী, নরদাস প্রভৃতি যে কর্কট ও জটাধর …সাহায্যে বারেন্দ্র পটী গঠিত করেন, সেই কর্কট ও জটাধর মহাশয়ের বাস- …শৈলকূপা—যশোহর জেলায় অবস্থিত। এই যশোহর জেলা দক্ষিণরাঢ়ে …—বরেন্দ্রভূমে নহে। পঙ্কিলস্রোতা পদ্মানদী বর্ত্তমান সময়ে যশোহরের …দিয়া প্রবাহিত, সুতরাং যশোহর পদ্মার দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত, কিন্তু বরেন্দ্র- …দক্ষিণ সীমানা পদ্মা, সুতরাং বারেন্দ্র দেশ পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। রাঢ় …রেন্দ্রের পৃথকত্বই পদ্মার উত্তর ও দক্ষিণ তীর। "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" …পুস্তকে ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে ৭০০।৮০০ বৎসর মধ্যে …ঃ পদ্মানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ সীমানা হইতে উত্তরে আসিয়াছে। …কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার সংকলিত ঢাকুর গ্রন্থে এই মত পোষণ …ন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরূপ ধারণা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। …একটী বৃহৎ নদীর গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী …নদীর প্রবাহ জ্ঞাপক একটী বৃহৎ খাল রহিয়া যায়। এবং নদী তীরস্থ …গ্রাম পরিবর্ত্তিত গতির সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে …সকল গ্রাম থাকিতে পারে না। যদি শৈলকূপার নিকটে বা কিছু দূরে …গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিত তাহা হইলে শৈলকূপার অস্তিত্বই বিলুপ্ত …অথবা শৈলকূপা যথাস্থানে অবস্থিত থাকিত না। বর্ত্তমানে পদ্মার …গতিজ্ঞাপক কোন খাল শৈলকূপার দক্ষিণে আছে বলিয়াও শুনা যায় না। …যশোহর জেলার তাৎকালিক কায়স্থ অধিবাসিবৃন্দ দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া …চিত, তখন যশোহর জেলাকে বরেন্দ্রভূমি বলা যাইতে পারে না। আমাদের …যেমন সকল সমাজেরই সমাজস্থান বিভিন্ন স্থানে বা জেলায় অবস্থিত তদ্রূপ …সমাজের শৈলকূপাও বারেন্দ্র সমাজের অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাঢ়ে অবস্থিত। …কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ও তাঁহার কায়স্থ সমাজের ১২৬ পৃষ্ঠায় …য়াছেন :—

"এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয়দিগের কোন কোন সমাজ বারেন্দ্রভূমে, উত্তররাঢ়ে …থাকা; উত্তররাঢ়ীয়দিগের কোন কোন সমাজ দক্ষিণরাঢ়ে এবং বারেন্দ্র …উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে থাকা দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, সকল সমাজের …গণ সকল সমাজে পরস্পর মিলিত হইয়া গিয়াছে।" আমরাও তাহাই

প্রতিধ্বনি করিয়াছি এবং তজ্জন্যই আমরা চাকুরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতরাং শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণ যে মূলতঃ এক এবং এক বিচ্ছিন্ন[illegible] করতঃ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্ব স্ব কন্যা পুত্রের আদান প্রদান করিতেন ও রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়াও যে, এইরূপ কন্যা পুত্রের আন্তর্গণিক বিবাহ দিয়াছেন তাহা সাধারণের স্বীকার্য্য।

আন্তর্গণিক বিবাহের আলোচনায় চারি শ্রেণীর কুলীনগণ পরস্পর পরস্পরের কৌলীন্য স্বীকার না করিলে মিলন সম্ভবপর কি না, এবিষয়ও অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহার কোন প্রয়োজন লক্ষিত হয় না। শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কুলীনগণ পরস্পরকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিলেও যথেষ্ট হয় না। কারণ এক শ্রেণীর মৌলিক আর এক শ্রেণীর কুলীনকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং কুলীনগণ তাহা অনুমোদন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা যে সহজে হইবে এরূপ আশা অল্পদিন মধ্যে করা যায় না। আমাদের মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বঙ্গীয়-কায়স্থ সভার কোন এক অধিবেশনে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে একজন সভার দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিককায়স্থ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বারেন্দ্র বা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সহিত উহা চলিতে পারে না। কারণ বুঝিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই; দেব, দত্ত, সিংহ প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ীয় সন্মৌলিকগণ, ঘোষ, বসু ও মিত্র ছাড়া সিংহ, নন্দী, চাকী বা দাসকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কুলীনের কুল রক্ষা করিতে হইলে প্রথম পুত্রের বিবাহ সপর্য্যায়ভুক্ত কুলীন কন্যার সহিত নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আবার বঙ্গজেরও তিন *পুরুষে কুলকার্য্য না করিলে কুল নষ্ট হয়। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দ্বারা কুল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজের কুল রক্ষা করিতে হইলে কুলীন পিতাকে কুল রক্ষার নিমিত্ত কন্যার অনুসন্ধানে ফিরিতে হইবে। ইহা কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতার পক্ষেও সৌভাগ্যজনক বলিতে হয়, কারণ এ ক্ষেত্রে পুত্রের পিতার মর্য্যাদা বা গৌরব রক্ষার জন্য কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না, কেননা পুত্রের পিতারই গরজ অধিক। পক্ষান্তরে আন্তর্গণিক বিবাহের ফলে কন্যার পিতা স্বশ্রেণী বা পরশ্রেণীর মধ্যে পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে কন্যাকে রজস্বলার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩।১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পাত্রস্থ করিতে হইবে এই কামনা থাকায়

[illegible] এখানে পরাশরোক্ত রজস্বলা কন্যার কথা বলিতেছি না, তাহা [illegible] [illegible]বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) পুত্র কন্যা উভয়ের পিতারই গরজ সমান। কাজেই [illegible] পক্ষেরই সুবিধাজনক। এরূপ স্থলে যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন উত্তররাঢ়ীয়, [illegible] বা বারেন্দ্র সমাজের কুলীনকে কুলীন বলিয়া অথবা এইরূপ পরস্পরে [illegible]লীনকে কুলীন বলিয়া মনে করতঃ তাঁহাদের কুলীন কন্যার সহিত পুত্রের [illegible]হ দিয়া কুল রক্ষা করিবেন ইহা বোধ হয় না। তবে যদি কেহ সেরূপ করেন [illegible] সমাজের সুখ ও সুবিধার কথা। সুতরাং এক শ্রেণীর কুলীন বা মৌলিক [illegible] অন্য শ্রেণীর কুলীনকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। [illegible] যে সকল শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের কৌলীন্য প্রথা বর্ত্তমান, সেই শ্রেণীর [illegible]লীনদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন।

আন্তর্গণিক বিবাহের শৈশবাবস্থায় এক শ্রেণীর কুলীনকে অপর শ্রেণীর [illegible]লীনগণ কুলীন বলিয়া স্বীকার না করিলে আন্তর্গণিক বিবাহ অসম্ভব হয় এবং তাহা হইলে চিরদিনই উহা কুলীন মৌলিকের প্রতিবাদের কারণ হইয়া উঠিবে।

আমরা সচরাচর বিবাহের কুলমর্য্যাদায়, ভোজনের পর মর্য্যাদায় কুলীন মৌলিকের পার্থক্য দেখিতে পাই। কুলীন মহাশয় মৌলিকের ঘরে স্বীয় পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন আর মৌলিক বেচারী কুলীনের ঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। পরন্তু অর্থ দিতে হইত। কোন কুলীন কোন মৌলিকের বিবাহে অধিষ্ঠান হইলে বা তাহার বাড়ী দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন করিলে মৌলিককে কুলীনের সম্মানার্থ কিছু দিতে হইত। ইহারই নাম কুলমর্য্যাদা। কিন্তু বর্ত্তমান কাল-স্রোতের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কি কুলীন কি মৌলিক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই বর পক্ষকে টাকা দিতে বাধ্য হয়েন। আজকাল বরের দর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাসে ও অর্থে; কুলে তেমন নাই। মৌলিক বিদ্বান বা জমিদারপুত্র অর্থ না হইলে কুলীনকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন না এবং বিদ্যা ও অর্থহীন কুলীন পুত্রকেও অর্থ দিয়া ধনী মৌলিক স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতেছেন। যখন কায়স্থসভার অন্যতম প্রধানউদ্দেশ্য পণপ্রথা নিবারণ, তখন কুলীনের কুল রক্ষা ছাড়া অর্থাৎ প্রথম পুত্রের বিবাহ ছাড়া কুলীন মৌলিকের কোন পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় না। সেই, কুলীনত্ব রক্ষা করা সমশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে হওয়া শীঘ্র সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কুলের কোন প্রয়োজন নাই বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে

আমরা কুলীন মৌলিকের পার্থক্য বা কুল উঠাইয়া দিতে প্রস্তাব করি... আমরা কুলীনের কুল উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত নহি, পরন্তু কুলীনের কুলমর্য্যাদা স্বরূপ অর্থ গ্রহণ উঠাইয়া দিতে ইচ্ছুক, কারণ ইহাই কায়স্থসভার উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কোন কুলীন তাঁহার স্বশ্রেণীর বা অন্য শ্রেণীর কোন কুলীন বা মৌলিকের সহিত নিজ পুত্র বা কন্যার বিবাহে বা কোন মৌলিকের গৃহে ভোজন ব্যাপারে কপর্দ্দক গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য দায়ী কন্যাপক্ষ বিশেষ বিনীত হইবেন। এবং কুলীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অর্থদ্বারা না করিয়া অন্যরূপে করিবেন। আমি কোন কোন বিবাহে দেখিয়াছি যে কুলমর্য্যাদা স্বরূপ অর্থপ্রদান করিতে অশক্ত ব্যক্তি নিজ সামর্থ-হীনতা জ্ঞাপিত করিয়া ত্রুটী স্বীকার করাইতে কুলীনকুল সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আবার এমনও দেখিয়াছি যে ত্রুটী স্বীকার বা কুলমর্য্যাদা প্রদান না করায় গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। বরপক্ষে যে সকল ভদ্রসন্তান বিবাহে উপস্থিত হন তাহাদিগকে অতিথি বলিলেও চলে। শাস্ত্রানুসারে অতিথি দেবতার তুল্য "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি" সুতরাং বরপক্ষের নিকট কন্যাপক্ষের বিনয়হীন হওয়া নিতান্তই গর্হিত কার্য্য। সকল সমাজেই যদি কন্যাকর্ত্তার "ত্রুটি" শব্দটিতে কুলীনের কুলমর্য্যাদার অর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা যায় এবং উক্ত ত্রুটী স্বীকারেই যদি কুলীনেরমর্য্যাদা রক্ষিত হয় এরূপ নিয়ম স্থাপিত করা যায় তাহা হইলে শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহে কোন বাধাই উপস্থিত হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন যে, মৌলিক কুলীনের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিল, কিন্তু চারি শ্রেণীর আন্তর্গণিক বিবাহে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর কুলীন মৌলিকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল না, অর্থাৎ কে ছোট কে বড় স্থিরীকৃত হইল না, তখন কে ত্রুটী স্বকীর করিবে? ইহাতে আমাদের বক্তব্য যে কন্যাপক্ষেরই (কি কুলীন, মৌলিক) বরপক্ষগণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করা বিধেয়। কারণ বরপক্ষের আনীত ভদ্রসন্তান বরযাত্রিগণই অভ্যাগত ও অতিথিতুল্য। কুলীন সন্তানেরও এই সকল অভ্যাগতের নিকট ত্রুটী স্বীকার করাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে না। এইরূপ ত্রুটী স্বীকার করিলে কুলীনের নবগুণের অন্যতম বিনয় গুণটী অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবে। এক শ্রেণীর কুলীন বা মৌলিক অপর শ্রেণীর কুলীন বা মৌলিকের সহিত পুত্রকন্যার বিবাহে যদি কপর্দ্দক গ্রহণ না করেন ও উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে আন্তর্গণিক বিবাহের পথ প্রশস্ত হয়।

...টী পরিবার আন্তর্গণিক বিবাহে মিলিত হইবেন, তাঁহাদের আত্মীয় ...গণের যদি সহানুভূতি থাকে তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে এই আন্তর্গণিক ...ই সহজে চলিতে পারে। আন্তর্গনিক বিবাহ যখন সমাজে এখনও "অবশ্য ...ব্য" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই পরন্তু এখনও ইচ্ছার উপর নির্ভর করি-...হে, তখন যিনি যেরূপ সুবিধা বুঝিবেন তদনুরূপ কার্য্য করিবেন। বিষয় ...উপলক্ষে যে সকল কায়স্থসন্তান বিদেশে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বাস করিতে-...ন—দেশে সচরাচর যাইতে পারেন না—বা দেশে পাত্রের বা পাত্রীর সন্ধান ...যাহাদের সুবিধা জনক নহে তাদৃশ কায়স্থ সন্তানের পক্ষে আন্তর্গণিক ...াহ বিশেষ সুবিধা জনক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

বঙ্গের দাতাকর্ণ।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য।

যেমন জড় জগতের চন্দ্র সূর্য্য অনন্ত আকাশে উদিত হয়, তেমনি চৈতন্য ...গতের রবি শশীও সুবিস্তৃত মানবগগনে সমুদিত হয়। জড় জগতের সূর্য্য ...দ্র অস্তমিত হইয়াও পুনরায় সমুদিত হয় কিন্তু চৈতন্য জগতের রবি শশী ...একবার অস্তমিত হইলে পুনরায় মানবগগনে সমুদিত হয় না, চিরতরেই ...অস্তমিত হয়। নিষ্ঠুর কালকীট চৈতন্য জগতের চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ মহাপুরুষ-...গণের জীবতন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলে বটে, তাঁহাদের নশ্বর দেহের আবরণ ভেদ ...করিয়া দেয় বটে কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা ক্রিয়াকলাপ ...জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কাদম্বিনী রেখার ন্যায় মানবীয় হৃদয় আকাশে প্রতি-...ভাত হয়; তাহারই ফলে সমগ্র মানব সমাজে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ...জন্যই আর্য্যাবর্ত্তের শিবি, কৃষ্ণ, কর্ণ, বুদ্ধ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী ও রাণা ...প্রতাপসিংহ এবং সুদূর প্রান্ত এসিয়ার খ্রীষ্ট ও মহম্মদ এবং পাশ্চত্য দেশের ...ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, হাওয়ার্ড, উইল্‌বার ফোর্স, ওয়ালেস্ এবং আমেরিকার

ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বহুদিন যাবৎ কালসাগরের কুক্ষিগত হইয়া আজও মনুষ্যহৃদয়ে বিগ্রহের ন্যায় বিরাজমান, আজও তাঁহাদের জ্ঞানরশ্মি ও কীর্ত্তি ভাতি জনসাধারণের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের দেবমূর্ত্তি জাতীয় হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত সে পবিত্র কীর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি যুগের পর যুগের বিবর্ত্তনেও সে পীঠস্থান হইতে অপসারিত হইতে পারে না এবং সে মন্দিরের পূত বিগ্রহকে কখনও কালাপাহাড় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের বঙ্গীয় আকাশেও বহু সাধনার ফলে এক আদর্শ দানবীর, এক পবিত্র দেবাত্মা, এক নির্ম্মল চন্দ্র সমুদিত হইয়াছেন। মহাত্মা স্যার তারকনাথ পালিত, ডি এল, মহোদয়ই বঙ্গাকাশের সেই সমুদিত চন্দ্র। বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রদানের ব্যপদেশে উক্ত মহানুভব একটু একটু করিয়া তাঁহার নশ্বর শরীর গলাইয়া যে অর্থরাশি পুঞ্জীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানে ভারতীয় জাতির মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সংসাধিত করিয়াছেন। তাই এদেশে নিদাঘের-রবি-কর-প্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বহুকাল পরে বারিধারা বর্ষিত হইল। বঙ্গের তামসী নিশিও যেন তারক-সূর্য্যের আবির্ভাবে পোহাইতে চলিল। উক্ত মহাত্মার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার নশ্বর দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি জাতীয় হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক রহিবে, ও কাল সহস্র চেষ্টায়ও সে মূর্ত্তির ধ্বংস সাধনে সমর্থ হইবে না। দেহতরী কালসাগরে নিমগ্ন হয় সত্য বটে কিন্তু কীর্ত্তির নিশান সে অতল জলে নিমজ্জিত হয় না।

যেমন ক্ষুধাতুরের নিকট খাদ্য ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখে জল তেমনি জ্ঞান পিপাসুর নিকট এবং কর্ম্মীর নিকট বিজ্ঞান। জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী এই উভয় শক্তিই এ জগতে—বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই উভয় শক্তির যুগপৎ উৎকর্ষ লাভেই মনুষ্যসমাজ উন্নতি পথে প্রধাবিত, সভ্যতার বিমলালোকে উদ্ভাসিত এবং জীবন-সংগ্রামে বিজয়ীরূপে পরিকীর্ত্তিত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় জাতিসমূহের প্রতিভা যেন কেবল সাহিত্য ও দর্শনেই সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত-শলাকা চুম্বক-শলাকার ন্যায় সকল অবস্থাতেই কেবল ভাষার পারিপাট্য সংসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক দেশদর্শী জ্ঞানার্জ্জনেই সংশ্লিষ্ট বা সংসক্ত হইয়া পড়িয়াছে ফলতঃ তজ্জন্যেই পাশ্চাত্য জাতি সমুদায়ের ন্যায় কার্য্যকারিণী শক্তির বলে এ কর্ম্মভূমিতে উন্নতির চরমশিখরে এ জাতি আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বিজ্ঞান—কার্য্যকারিণী শক্তির

স্ফূর্ত্তি অথবা আলস্য পরতন্ত্র নির্জীব মৃতকল্প জড়জগতের সুধা। ভারতীয় সমাজে তাহার অনুশীলন বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তদভিপ্রায়েই মহানুভব পালিত মহোদয় তাঁহার ধনভাণ্ডারের দ্বার ...ন করিয়া একদিকে যেমন বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের প্রতি জ্বলন্ত ভক্তি দেদীপ্যমান রাখিয়া স্বার্থ-...র প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সংস্থাপনে কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই দান ...রে গুরুত্বে দাতাকর্ণকেও পরাজিত করিয়াছে, লক্ষ্যের মাহাত্ম্যে প্রাণোৎ-...র্গী মহাত্মা শিবিকেও পরাভূত করিয়াছে এবং হৃদয়ের মহত্ত্বে দানবীর ...কে পরাস্ত করিয়াছে।

...নীন বঙ্গীয় সমাজ আর্য্য মাহাত্ম্য ভুলিয়া, হিন্দুর মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া অতিশয় ...র হইয়াছেন। এই বিশ্বজনীন স্বার্থপরতার মধ্যে কায়স্থ-কুল-তিলক ...পালিত যে আর্য্যোচিত দানশীলতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা ...র পক্ষে সাধারণ গৌরবের কথা নহে। পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী বঙ্গ-...গণের অধিকাংশই স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র ও নিতান্ত নিকটাত্মীয়গণের সুখ ...র্থ একান্ত যত্নশীল; এমন কি মূহূর্ত্তের তরেও অন্যের দুঃখক্লিষ্ট-...কে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপও তাঁহাদের ইচ্ছা ও অবসর নাই। এমতা-...সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত ব্যবহারজীবি মহাত্মা পালিত মহোদয় কেবল ...র জন্য অকাতরে স্বীয় পুত্রকন্যার মুখের গ্রাস এবং কষ্টলব্ধ অর্থরাশি ...র্জ্জন করিয়াছেন ইহা অল্প মহত্ত্বের কথা নহে। পুরাকালে যখন ...র ইহকালের সুখ স্বচ্ছন্দতা এমন কি প্রাণাধিক পুত্র পর্য্যন্ত পরকালের ...শান্তির জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন করিত, তখন আশার উদ্দীপনা দ্বারা ...র্ণ, হরিশ্চন্দ্র, বলিরাজা এবং শিবি প্রভৃতি দানবীরের অভ্যুদয় সম্ভব পর ...। কিন্তু পরকালে অবিশ্বাসী বর্ত্তমানযুগে উপস্থিত আত্মসুখোন্মত্ত-কালে ...প্রচ্ছন্ন বণিগ্‌বৃত্তির আধিপত্য সময়ে মহাত্মা পালিতের দান যে এক ...র ঘটনা তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না, বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দু-...র এবিষয়ে অতীত জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনা নাই, সুতরাং এই দান-...র বঙ্গীয় হিন্দুর ধর্ম্ম জগতে এক নূতন যুগের অবতরণা করিতেছে। যেদেশে ...র যুবতীকন্যাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিয়া সপ্ততি বর্ষীয় ...র পিতা নব পরিণীতা বালিকা সহবাসে ইন্দ্রিয় চরিতার্থে কুণ্ঠিত হয় না ...অধঃপতিত দেশে—সেই ঈশ্বর পরিত্যক্ত সয়তানের দেশে জনসাধারণকে

জ্ঞান জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতে এবং ভবিষ্য-বংশধরগণের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতে মহাপ্রাণ পালিত মহাশয়ের এই স্বার্থত্যাগ এক বিস্ময় কর ঘটনা সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম জীবনের প্রথম কার্য্য ধনোৎসর্গ। মহানুভব পালিত মহোদয় তাঁহার অমূল্য জীবনের প্রথম কার্য্য সংসাধিত করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহারই গুণে আজ চিরনিন্দিত বাঙ্গালীর অপযশের ক্ষালন হইল, চির পদানত বঙ্গদেশ ধন্য হইল এবং ভারতবর্ষের নাম দিগন্ত বিশ্রুত হইল।

যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মানবের দুঃখ নিবৃত্তি এবং মুখ্য লক্ষ্য মানবের সুখ সংবৃদ্ধি, সেই সমুদয় মহানুভবগণ জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত শেষ রক্ত বিন্দু দানেও পরদুঃখ বিমোচনে কাতর হন না। তাই আমরা মহাপ্রাণ পালিতের নিকট বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থের দুরবস্থার বিষাদ-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার করুণার ভিখারী হইতেছি। আশাকরি এ হতভাগ্য কায়স্থ-জাতির প্রতি তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সহানুভূতিসূচক কোন মহদনুষ্ঠান অবশ্যই আচরিত হইবে; কারণ তিনিও কায়স্থরূপ মূলতরুর একটী শাখা এবং তাঁহারই শরীরে বিকীরিত কায়স্থ-প্রতিভা সংশোধিত হইয়া এহেন প্রতিভা সম্পন্ন মহাপুরুষের উদ্ভব সংঘটনে সমর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ বিশ্বজনীন দুঃখাপনোদনের পূর্ব্বে জাতীয় দুঃখাপনোদন—স্বজাতির দুঃখাশ্রু বিমোচন অধিকতর কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং কায়স্থজাতির দারিদ্র্য-সমীরণে মহাভাগ পালিত মহোদয়ের হৃদয়-সাগর যে উদ্বেলিত হইবে এবং সে দুঃখ নিরাকরণে সে সমুদ্রে যে সংখ্যাতীত রত্নরাজি উদ্ভূত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পরদুঃখকাতর মহাত্মা পালিত সে দুঃখে স্থির থাকিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চয়। এক সময়ে যে বিরাট কায়স্থ জাতি সহস্রাধিক বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষের অর্দ্ধাংশ পরিমিত ভূমিখণ্ডে স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। সে স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইলেও, কায়স্থজাতির জাতীয়াকাশে বিষাদের মেঘ আসিয়া আচ্ছন্ন করিলেও মুসলমান অভ্যুদয়েও এজাতির ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এমন কি রাজসেবায় নিযুক্ত থাকায় ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যুত্থান সময়েও এজাতি জাতীয় ব্যবসার মহিমায় মান সম্মান কথঞ্চিত বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজার সাম্যনীতির অনুগ্রহে কায়স্থের জাতীয় ব্যবসা রাজসেবায়—অন্যান্য জাতি হস্তক্ষেপ করায় এই বিশাল কায়স্থজাতির সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। অর্থাভাব বশতঃ শিক্ষা মন্দিরে প্রকৃষ্টরূপে অধিষ্ঠিত হইতে না পারায়

[...]নীতায়, কার্য্যক্ষেত্রে সফল মনোরথ না হওয়ায় এ জাতি দুর্দ্দশার চরমসীমায় [...] হইয়াছে। জাতীয় ললাটে যে বিষাদ রেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা [...]নিয়ত দুঃখ নিপীড়িত ও অভাব বিতাড়িত কায়স্থ জনগণের হাহাকারে আরও [...]তর হইতেছে। সে কালিমা যেন আরও গাঢ়তর হইতেছে। অর্থাভাব [...]ই কায়স্থ জাতির কেহ কেহ জঘণ্য দাস দাসীরূপে পরিগণিত হইয়াছে; [...] কি তজ্জন্য কত পাদুকাঘাত সহ্য করিতেছে, কত জন জঠর জ্বালায় ঘৃণিত [...]রের ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্মৃতিপটে অতীত [...]বের রেখামাত্রও অঙ্কিত হইতে পারিতেছে না। কায়স্থ-সমাজে এইরূপ [...] আরও অধিকতর হইলে অত্যল্পকাল মধ্যেই এজাতির উন্নতি সূর্য্য বঙ্গীয়-[...]রে শেষ কিরণ বিকীরণ করিয়া অস্তমিত হইবে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে [...] পালিত মহোদয় তাঁহার স্বজাতির দরিদ্র কায়স্থসন্তানগণের শিক্ষার [...]বস্থা সংস্থাপনে পতনোন্মুখ হতভাগ্য কায়স্থজাতিকে রক্ষা করিয়া অবসন্ন ও [...]প্রায় কায়স্থজাতির স্নায়ুমণ্ডলীতে নববল সংযোজনা করিয়া দিয়া সহৃদয়তা ও [...]তার জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রকটনে ইহকালে অপার আনন্দ ও পরকালে অক্ষয়-[...]ের অধিকারী হইতে সচেষ্ট হউন। তাঁহার জীবন স্বার্থক হউক, সমাজ তরু [...] জল সেচনে সুফল প্রদান করুক।

স্বজাতির প্রতি করুণা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক। এই স্বভাব নিয়োজিত বা [...]তি পরিচালিত বিষয়ে দোষারোপ অন্যায় ও অবৈধ। এই স্বাভাবিক বা [প্রা]কৃতিক নিয়মেই ভারতভূমি প্রকৃতির রম্যোপবনে পরিণত, মিসরদেশ ভালশস্য-[...]রে পরিকীর্ত্তিত, ইটালী ভূখণ্ডও ইউরোপের রম্যোদ্যানে পরিগণিত [...] দুঃখ বিমোচনে কায়স্থ রত্ন পালিতের দানশীলতাও স্বভাব নিয়োজিত বা [...]তি পরিচালিত। সুতরাং তাহাতে দোষারোপ অন্যায় ও অবৈধ। কায়স্থ [...] জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা পালিত এই বৃহৎ দানের পরে [...]র অর্থ রাশির কিয়দংশ যদি দুঃস্থ কায়স্থ সন্তানগণের সুশিক্ষা বিধানার্থ [নি]য়োজিত করেন তবে তাহা কখনই দোষণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ [...]তিপূর্ব্বে এদেশেও সম্প্রদায় বিশেষের উপকারার্থে মহাত্মা মোহসেন ও মহাপ্রাণ [...]দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। [...]রে বেহার প্রদেশে মহাত্মা মুন্‌সী কালীপ্রসাদ ধন-প্রবাহে কেবল দরিদ্র [...] কায়স্থ সন্তানগণকেই প্লাবিত করিয়াছেন, এমতাবস্থায় মহাত্মা পালিত [...]ণেরই বা দোষ কি? বঙ্গদেশের কায়স্থবংশের কি পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের

আর কোন পুণ্য শ্লোক মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে? একমাত্র সুদূর ভবিষ্যৎই এ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ।

যাঁহার আদেশে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড বিশাল গিরিমালায়, কিংবা ক্ষীণ নির্ঝরিণী দিগন্তব্যাপিনী মহানদীতে পরিণত হয়,—যাঁহার অপার করুণায় গগনস্থিত দুর্লক্ষ্য মেঘরাশি শৈত্য সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণায় পরিণত হইয়া বারিধারারূপে ভূতলে নিপতিত হইতেছে, তাঁহার অনন্ত করুণার এবং অসীম মহিমার অভিব্যক্তি ধর্ম্মপ্রাণ তারকনাথ ধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া দরিদ্র কায়স্থ সন্তানের বিদ্যাদান ব্যপদেশে ধনধারা বর্ষণে যে বিমুখ হইবেন ইহা ধারণা করিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছে। বিশেষতঃ মহাপ্রাণ পালিত মহোদয় বিদ্যাদান স্পৃহায়, হৃদয়ের বিশালতায়, ইচ্ছার অলঙ্ঘ্যতায়, লক্ষ্যের অচঞ্চলতায় এবং স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের গভীরতায় বর্ত্তমান ভারতাকাশে এক অকলঙ্ক চন্দ্র, সুতরাং তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম নিরূপিত ও ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনা অরণ্যে রোদনর ন্যায় নিতান্ত নিস্ফল হইবে না। ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাহা হইলেই তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ চিরদিন জাতীয় হৃদয়-তলে সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। সে স্মৃতির দীপ কখনও নিভিবে না এবং তাহা নিভিতেও পারে না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

বর্ণাশ্রম সমাজ।

অনন্ত লীলাময়ের রঙ্গভূমিতে কত মহাত্মা জন্মধারণ করিতেছেন ও বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। কালের স্রোতে এক এক স্থানে এক এক ভাবের অভিনয় হইতেছে এবং একটী শিক্ষা—একটি সত্য পশ্চাতে রাখিয়া অভিনয় শেষ হইতেছে। ঐ শিক্ষা বা সত্য হইতে মানব নিজ জীবনের আদর্শ গঠন করিয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে বা হইয়া থাকে। যাহা সত্য যাহা উপাদেয় তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। মহাত্মা বুদ্ধদেবের অভ্যুত্থানে ভারত হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তিরোধান হয়। অধিকারী অনধিকারী বিভেদশূন্য হইয়া সকলেই ভিক্ষুদলে যোগদান করেন। ফলে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল—সকলেই

নাস্তিকতার গভীর গর্ত্তে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন, তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা বলে ভারতে চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন।

বঙ্গের ভাগ্যলিপি এমনই মন্দ যে এদেশে বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নামে এক প্রকার কিম্ভূতকিমাকার ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। আমরা বেদ মানি কিন্তু বৈদিক আচার হইতে বঞ্চিত। আমরা বেদ শাসিত ধর্ম্মের গৌরবে গৌরবান্বিত কিন্তু বৈদিক রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মকার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আমার মনে হয় যদি কলিযুগের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমিতেই দেখাদিয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের "প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরা পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ" ইত্যাদি বাক্যের সত্যতা এদেশে বিশেষরূপে—উপলব্ধি হয়। বঙ্গদেশের অদৃঢ় মৃত্তিকার ন্যায় আমাদের চরিত্র এবং ধর্ম্মেও তেমন দৃঢ়তা নাই। কোন বিষয়েই আঁট নাই। অশন, বসন, আচার ও ব্যবহার সবই কেমন যেন আঁটশূন্য। কাজেই এদেশে কোন বিষয় স্থায়ীভাবে বহুদিন দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যে এদেশে জাতিধর্ম্মের নাশ হয়। মহারাজ আদিশূর জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, এদেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন, কিন্তু সময়ের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা প্রবল হইয়া পড়ে। তৎপর মহারাজ বল্লাল সেন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে উদ্যম করিয়াছিলেন—তাহাই তান্ত্রিকাচারের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক অভিনবভাবে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ শাসন করিতেছে।

বিশুদ্ধ তান্ত্রিকাচার সামান্য জ্ঞানী হিন্দু গৃহস্থের উপকারক নহে। তাহা মহাবিজ্ঞ সাধকের বা ভিক্ষুর বহু ফলদায়ক। অজ্ঞানী গৃহস্থের হস্তে অতি কঠিন ও অতি গুহ্য তান্ত্রিকাচার পতিত হওয়ায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ বিষম বিপ্লব আনায়ন করিয়াছে। তাই এত দিনের পর আমাদের প্রকৃষ্টজ্ঞান হইয়াছে এ—দেশে পুনঃ বৈদিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত না হইলে সেই সার সত্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা উন্নতির পথে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিব না। অনুন্নতিও যাহা নরকভোগও তাহা। আমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হওয়ায় আজ প্লীহা, প্লেগ, যকৃৎ ও জ্বরের করাল দংষ্ট্রায় আপতিত হইয়া অকালে জীবন ক্ষয় করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহাতে মুক্তি প্রয়াসী হিন্দুর মুক্তিপথ অনন্ত কালের জন্য রুদ্ধ থাকিবে। কার্য্যতঃ যদি আমরা হিন্দুর মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদিগকে

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। এদেশে কেবলমাত্র ভূদেব ব্রাহ্মণেরা নামমাত্র বৈদিকাচার পালন করেন। ব্রাহ্মণেতরজাতিসমূহ যদি ছোট বড় বিভেদ শূন্য হইয়া অধিকার বিচার না করিয়া একই বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব নহে। ভারতের বিরাট সমাজ শরীরের অন্যান্য প্রদেশ যেভাবে অনুপ্রাণিত কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ যেন সে শরীর হইতে পরিভ্রষ্ট ও বিচ্যুত, কাজেই মৃত্যু মুখে অগ্রসর। হায়! বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল! আপনারা এখন কোথায়? একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনাদের বর্ণও নাই ধর্ম্মও নাই, আপনাদের মুক্তিও নাই ভুক্তিও নাই। আপনাদের আছে—ইহকাল পরকাল ব্যাপী শৃঙ্খলিত অনুন্নতি বা নরক। হায়! যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সকলই ত্যাগ করিতে সমর্থ তাঁহারাই আজ অধর্ম্ম সাগরের নিম্নস্তরে নিমজ্জিত। বর্ত্তমানে অনেকেরই বিশ্বাস—'সকলে একাচারী হইলেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইব এবং মানব জীবনের সমস্যা পূর্ণ হইবে। এ পথে কোন দিন সিদ্ধিলাভ হয় নাই হইবারও নয়।'

ইহা ধ্রুব সত্য—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত না হইলে বঙ্গীয় সমাজের উন্নতি হইবে না। এ বর্ণধর্ম্মের একটা বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি আছে। জগতে জীব জন্তু বৃক্ষ প্রভৃতির এক একটী শ্রেণীর বিভাগ আছে। বৃক্ষ বলিলে যদিও প্রত্যেক বৃক্ষই বুঝায়, তত্রাপি আম্র পনস (কাঁঠাল) প্রভৃতির একটী শ্রেণী বা বর্ণবিভাগ বর্ত্তমান আছে। আম্র বৃক্ষে কাঁঠাল হয় না, কাঁঠাল বৃক্ষেও আম্র ফলে না। যে যাহা দিতে সক্ষম জগৎ ভাণ্ডারে সে তাহা দান করিয়া থাকে। অতিরিক্ত দান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। মানব সমাজের প্রত্যেকেই মানব নামের যোগ্য; কিন্তু ইহারই মধ্যে একটী বর্ণ বা শ্রেণীবিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বর্ণের এক একটী বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মও আছে। তবে যে "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম্ সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ" বচনটী শ্রুত হওয়া যায় তাহা অর্থবাদ মাত্র। উহা "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীৎ" শ্রুতির উপবৃংহন বা প্রতিধ্বনি বিশেষ, নতুবা এ বিরাট-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শরীরীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মনুষ্য-সমাজ শরীরে চতুর্ব্বর্ণরূপ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। প্রত্যেক অঙ্গই স্থান ও প্রয়োজন ভেদে বিশ্বের বিবিধ কর্ম্মে বিনিযুক্ত আছে। তৎ কর্ম্ম সমুদয় অন্যের দ্বারা সম্ভবে না। পদযুগল হস্তদ্বয়ের কার্য্য করিতে কদাচ প্রকৃতরূপে সমর্থ নয়। অথবা কেবল মাত্র মস্তক ও পদদ্বয়ের সাহায্যে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির ক্রম অনুসারে বিরাট পুরুষের

...ভেদ ছিল না, কাজেই মনুষ্য সমাজের পূর্ণ বর্ণ বিভাগও ছিল না। ইহাই ...র মত; শক্তির আধার পরমেশ্বর শক্তি প্রকাশের নিমিত্ত আমাদিগকে সৃষ্টি ...য়াছেন। মনুষ্য সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁহার বিচিত্র মাহাত্ম্যে শক্তির ...ম্যই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তি প্রকাশের তারতম্যে অন্য নানাপ্রকার জাতির ...বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সৃষ্টির জটিলতা না থাকায়, একই বর্ণ ছিল ... ক্রমে "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" হইয়াছে। বৃক্ষের শাখার ... একটী কাণ্ড হইতে চারিটী শাখা বাহির হইয়াছে এবং ঐ চারি শাখা হইতে ...প্রশাখার ন্যায় বৃত্তিভেদে বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই অনন্ত শক্তির ... যন্ত্র মাত্র। চতুর্বর্ণ ব্যবসার ভেদে ৩৬ জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মা।

যৎকিঞ্চিৎ।

শ্রীসনৎকুমার দাস গুপ্তের নামোল্লেখে একখানি ছাপা কাগজ প্রচারিত ...তেছে এবং অনেকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কাগজের উদ্দেশ্য "চট্টগ্রামস্থ ...কুলের ব্রাত্যাবস্থা পরিত্যাগের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য একটী বৈদ্য-সম্মিলনী ...স্থাপন"। এ প্রচার সম্বন্ধে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নানা কথা লিখিত হই...য়াছে। কিন্তু লেখক অভীষ্ট বিষয়ে সংশয়হীন হইতে পারেন নাই। তিনি দ্বিতীয় ...তে কেবল নিঃসন্দেহে বুঝাইয়াছেন এবং পাঠকগণকেও নিঃসন্দেহে বুঝিতে ...রোধ করিয়াছেন যে "চট্টগ্রামের কায়স্থগণও যদি ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন তাহা ...লে তাঁহারা আর ব্রাত্যাবস্থা প্রাপ্ত ভাল মানুষের (বৈদ্যকুলের) সহিত ...তা রাখিবেন না"। সনৎ বাবুর এই যুক্তির সারবত্তা আমরা অস্বীকার করি ...। ফলতঃ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈদ্যগণ বৈশ্যত্ব লাভ করিলে বঙ্গের হিন্দুসমাজ ... চাতুর্ব্বর্ণ্যে পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ ...ইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত অনেক কথাই সম্পূর্ণ ...হীন এবং তাহার স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার পরিচয় ...ওয়া যাইতেছে। লেখকেরও বিবৃত বিষয়ে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ আছে আমরা ...সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

শ্রীসনৎকুমার দাস বা 'দাস দাস দাস', ওরফে দাসগুপ্ত এতজন নব্যযুবক।

তিনি আশৈশব বিদেশে পালিত ও ভুটিয়া পাহাড়ে বৰ্দ্ধিত, অল্পদিন হইল তিনি চট্টগ্রামে আসিয়াছেন। চট্টগ্রামের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার স্বগ্রাম আলমপুরে কোন কায়স্থ নাই। সুতরাং এই সনৎবাবুই যে অকস্মাৎ ঝাড় হইতে বাহির হইয়া চট্টগ্রামের সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণে ব্রতী হইবেন এই প্রগলভতা আমরা তাঁহা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এসম্বন্ধে তিনি আপন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া উত্তরাধিকারস্বত্বে তথ্যাবিষ্কারের দাবী করিয়াছেন। কিন্তু সনৎবাবুর অন্ততঃ জানা উচিত যে বঙ্গদেশে প্রচলিত জীমূতবাহনের ব্যবস্থায়, পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের দায়াধিকার স্বীকৃত নহে।

শুনাযায় সনৎ বাবুর পূজ্যপাদ পিতৃদেবতা পূর্ব্বে একবার তিব্বত গিয়াছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। আজ বিংশাধিক বৎসর পরেও তিনি তিব্বত সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া স্বীয় মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু বিদেশে বসিয়া চট্টগ্রামের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে শরৎ বাবু যদি কোন মত প্রকাশ করেন,—উপযুক্ত প্রমাণ ভিন্ন তাহা কখনও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

সমালোচ্য পত্রিকায় প্রথম কথা, "বৈদ্যগণ আড়াইশত বৎসর হইল এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন"। এই মতটী স্বয়ং শরৎ বাবুর আবিষ্কৃত বলিয়া প্রকাশ। জনশ্রুতি আছে যে রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিব্বতীয় গ্রন্থে বা তাম্রফলকে বা শিলাখণ্ডে যদি কোন গুপ্ত বাল্মীকি চট্টগ্রামে বৈদ্যাভিযান-পর্ব্ব ঘটনার পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া থাকেন তবে সমালোচ্য পত্রিকায় তাহার নির্দ্দেশ থাকিলেই আমরা সুখী হইতাম। সাধারণতঃ এক শত বৎসরে তিন পুরুষ গণনা হইয়া থাকে। সেই হিসাবে আড়াইশত বৎসরে সাড়েসাত পুরুষ হয়। এইখানে সাত পুরুষের কাহারা সনৎ বাবুর পত্রে তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু প্রথিতযশা কেদারবংশ এবং পরৈকোড়ার ভরদ্বাজবংশ যে চট্টগ্রামে অন্ততঃ চারিশতাব্দ যাবত বাস করিতেছেন তাঁহাদের কুলজীও অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন মত স্বপ্নলব্ধ বা স্বকপোলকল্পিত হইলেও সুপরিজ্ঞাত অবিসম্বাদিত বৃত্তান্তের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না জনসাধারণের প্রচার করিবার পূর্ব্বে এই সহজ কথাটী বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল।

প্রথম মতের "উপনিবেশ" কথাটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন। ...তীয়'অম্বুধি'তেউপনিবেশের কিরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিবার ...াগ্য আমাদের ঘটে নাই, কিন্তু প্রচলিত অর্থে কথাটি এতই হাস্যকর হইয়াছে ...দেশগৌরব শরৎ বাবুর নামের সহিত ইহা সংযোজিত হইতে দেখিয়া আমরা ...তিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। পরগাছা নামক একপ্রকার বৃক্ষ যেমন সুবৃহৎ বন...তিকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে এবং ক্রমে উহারই খাদ্যে পুষ্ট ও ...ত হইয়া পরিশেষে আশ্রয়দাতা বনস্পতিকে বিনষ্ট করিয়া স্বীয় ঋণ পরিশোধ ...র এস্থলে কাহারো কাহারো তদ্রূপ পরিচয় দুর্লভ নহে; কিন্তু কোন বৈদ্যবংশ...র আপন শক্তিতে আদিম অধিবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেগণের উপর প্রাধান্য ...পন করিয়া চট্টগ্রামের শৈল-শিখরে-বিজয় বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ...বৃত্তে তাহার কোন নিদর্শন নাই। হায় বার্দ্ধক্য!

সমালোচ্য কাগজের দ্বিতীয় মত, "এদেশে বৈদ্যগণকে সাধারণতঃ ভালামানুষ ...মে অভিহিত হয়।" এই চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ হইতে নিরক্ষর চাষাভূষাদের ...ও শুনিতে পাওয়া যায়—বামন, ভালামানুষ ও বাঙ্গাল; এই তিনটি কথা ...ারণ্যেও প্রচলিত আছে। 'বামন' বলিলে ব্রাহ্মণ, ভালামানুষ বলিলে কায়স্থ, ...ও 'বাঙ্গাল' বলিলে শূদ্রকে বুঝায়। সনৎ বাবু ভালামানুষের যে নয়টি ...লক্ষণ লিখিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে সে কৌলীন্যের ...ণ নাই কি? বলা বাহুল্য কথিত নয়টি সদ্গুণালঙ্কৃত ব্যক্তি যে কুলেই জন্ম ...ণ করেন না কেন, আপন চরিত্র মাধুর্য্যেই তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবেন সন্দেহ ...াই; কিন্তু সনৎবাবু যদি মনে করিয়া থাকেন যে বৈদ্যগণই কেবল ভালামানুষ ...লেন এবং আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে ভালামানুষের অস্তিত্বই ছিল না ...লেন, তবে তিনি প্রকৃতিস্থ নাই তাহাই বলিব। এই দেশের মাননীয় ব্রাহ্মণগণও ...পনাদিগকে 'ভালামানুষ' না বলিয়া অন্যান্যকে কেন ভালামানুষ বলেন? ...লামানুষ শব্দে বুঝায়;—যাঁহাদের জায়গা জমিদারী আছে, দান ধর্ম্ম ...ষ্ঠান আছে, এবং যাহারা চাকুরী প্রভৃতি দ্বারা পদস্থ হইয়াছেন। এ দেশে ...স্থগণ অতি প্রাচীন, ইঁহাদের মধ্যে জমিদারী চাকুরী প্রভৃতি থাকায় অতি ...চীন কাল হইতে কায়স্থগণকে ভালামানুষ বলা হয়। এ দেশের ব্রাহ্মণগণ ...দ্য' একটি স্বতন্ত্র জাতির উল্লেখ করিয়া কাহাকেও অভিহিত করেন না। এখন ...হাকে সাধারণতঃ বাবু বলে, 'ভালামানুষ' কতক অংশে সেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত ...য়া আসিতেছে। তাঁহার লেখার ভাবে বুঝা যায়, এই দেশের ব্রাহ্মণের মধ্যে

কুললক্ষণ ছিল না। কুললক্ষণগুলি একমাত্র বৈদ্য বংশেরই একচেটিয়া জিনিষ, তাই সাধারণতঃ তাঁহারাই 'ভালামানুষ' নামে অভিহিত; এই কথা পাগলের পাগলামী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

এখানে পঞ্চানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া কুলের লক্ষণগুলির অর্থ বিবৃত করিলাম। জিজ্ঞাসা করি এই রকম কুলীন কেহ আছে বলিয়া সনৎ বাবু কি বিশ্বাস করেন?

১। আচার ঃ—অখাদ্য ভোজন, জাতিভেদ বর্জ্জন, পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ।

২। বিনয় ঃ—গুরুজনের ও সাধারণের প্রতি কটূক্তি, যথেচ্ছা গালাগালি ও অসম্মান প্রদর্শন। (গুরুজন বলিতে পিতা, মাতা, খুড়া, জেঠা, জ্যেঠ ভাইকেও বুঝায়)।

৩। বিদ্যা ঃ—তৈল মর্দ্দন, বিশ্বাসঘাতকতা, পরনিন্দা।

৪। প্রতিষ্ঠা ঃ—যে কোনরূপে হউক সুনাম করা। যেমন হরফ ছাড়া ভট্টাচার্য্য, তরফ ছাড়া চৌধুরী।

৫। তীর্থদর্শন ঃ—বিলাত, আমেরিকা, চীন, তিব্বত, জাপান, প্রভৃতি পর্য্যটন (‘পর্য্যটন’ শব্দে বিদ্যাধ্যয়ন বা ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভিন্ন গমন বুঝিতে হইবে)।

৬। নিষ্ঠা ঃ—দেবতা নিন্দা, ধর্ম্ম নিন্দা, পাড়াপড়শী নিন্দা, সমাজ নিন্দা—হামবড়ামি।

৭। বৃত্তি ঃ—স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্ব বৃত্তি গ্রহণ।

৮। তপ ঃ—আত্ম প্রশংসা ও কর্ত্তাভজা।

৯। দান ঃ—দেনার ভয়ে স্ত্রী কিম্বা স্ত্রীর ভ্রাতা, ভাগীনেয় বা ভগ্নীপতির নিকট সম্পত্তি পণশূন্য বিক্রয় অর্থাৎ নানাপ্রকার বিনামা করা। যথার্থ দান ঃ—গুরুজন ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান, প্রহারও দান শব্দের মধ্যে গণ্য হয়।

দাসগুপ্ত সনৎ বাবুর স্পর্দ্ধা কেমন! দুঃসাহসই বা কত! লিখিয়াছেন "কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা আচার ভ্রষ্ট অর্থাৎ ভৃত্যের কার্য্য করে তাহাদিগের ‘বাঙ্গাল’ নামে অভিহিত করে"। অহ!! সনৎ বাবুর কি শব্দার্থ জ্ঞান!! ‘বাঙ্গাল’ শব্দ পালি বা তিব্বতীয় নহে, এটী খাস বাঙ্গালা কথা। হিন্দুস্থানীরা কলিকাতা প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের লোককে এবং পশ্চিম বঙ্গের লোক পূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোককে, এবং চট্টগ্রামের শিক্ষিত ও পদস্থ সমাজে

মের নিরক্ষর ও শ্রমজীবিগণকে ‘বাঙ্গাল’ বলে। এদেশে ওয়াদ্দাদার, দার প্রভৃতি অনেক মাননীয় বংশের গোত্র উপাধিধারী এক শ্রেণীর লোক হে তাহাদিগকে ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ও ‘শাখাটিয়া’ বলা হয়, তাঁহারা ঐ ঐ বংশীয় বলিয়া চয় দিয়াও থাকে। বৈদ্যগণের গোত্র উপাধিধারী আরও অনেক লোক হে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বৈদ্য নহে। ইহাদের মধ্যে অবস্থার উন্নতিতে অনেকে য় না বলে এমনও নহে। কচিৎ কোন নিম্নজাতিকে অর্থ বা চাকুরী প্রভৃতির লোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া বৈদ্য নামে অভিহিত করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ণাদি সকলেই বাঙ্গালগুলিকে কায়স্থ বলিয়া কখনও স্বীকার করেন না। বাবুকে অনুরোধ করি তিনি এতদ্দেশীয় বৈদ্য বংশের একটী তালিকা প্রস্তুত ন। তখন দেখাইয়া দিতে পারিব তদতিরিক্ত এমন অনেক লোক আছে যে রা বৈদ্য বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে অথচ তাহাদের সহিত কায়স্থ র ভৃত্যেরাও সম্বন্ধ করার কথা দূরে থাকুক এক পঙক্তিতে ভোজনও করিতে বে না। ইহাতে বৈদ্যের মুখ ছোট হইবে বলিয়া সনৎ বাবু মনে করেন না? তবে কায়স্থকে নির্য্যাতন কেন? ইহার পর সনৎ বাবু বলেন সামাজিক র ব্যবহার সময় ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চ, তৎপর বৈদ্য, তৎপর কায়স্থ, তৎপর ণগণ স্থান পাইয়া থাকে।" দাস দাস দাস গুপ্ত মহাশয় কোথায় কোন্ গ্রামে ন্ বাড়ীতে এইরূপ বসিবার রীতি দেখিয়াছেন একটু দেখাইয়া দিতে পারেন? এবং কোন্ বাড়ীতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণের নীচে এক সঙ্গে ও এক পঙক্তিতে য়া এবং সমস্ত কায়স্থগণকে নীচে বসাইয়া ছিলেন দেখাইয়া দিবেন কি? এ ন প্রলাপ! তাঁহার এই জীবনে তিনি কয়টি বড় সমারোহেই বা যোগ দিয়া-ন? আমরা জানি এইদেশে ব্রাহ্মণগণ বরাবরই ভিন্ন স্থানে ভিন্ন পাকেই ভোজন য়া থাকেন এবং কায়স্থ বৈদ্যগণ স্বতন্ত্র একপাকেই ও এক স্থানেই একসঙ্গেই য়া আহার করেন। পূর্ব্বকালে যখন সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল আমরা দেখিয়াছি য়ের বাড়ীতে কায়স্থ নিমন্ত্রিত হইলে তাঁহাদিগকে সম্মানিত আসন বা গের্দ্দা তি দেওয়া হয়। সভাতে বসিবার সময় আর্থিক বা পদের তারতম্যানুযায়ী ই নীচ আসনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, ইহাতে কোন জাতিগত পার্থক্য বিবেচিত না।

সনৎ বাবুকে একটু জিজ্ঞাসা করি যে এই কথাটি কি সত্য নহে যে এতদ্দেশের কগুলি বৈদ্যনামধারী লোক ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে বেরাজ্যাদের মত তঃ বিচরণ করিতে করিতে প্রথমত ছোট ছোট কায়স্থদের সহিত দুই একটি

সম্বন্ধ পাতিয়া আপনাকে শুদ্ধকরতঃ একবারে আস্‌মানে উঠিয়া বসিয়াছে? আবার বলিতে হইল পরগাছা যেমন কোন সুবৃক্ষের শাখাতে প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া সরু সরু শিকড় ছড়াইয়া ক্রমশঃ সুযোগ পাইয়া মৃত্তিকা সংস্পর্শ করিতে পারিলেই অতি বৃহদাকার ধারণ করতঃ আশ্রয়দাতা মূলবৃক্ষটাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করায় এবং শেষে নিজেই প্রকাণ্ড বিটপী হইয়া বসে, কোন কোন বৈদ্য বংশ কি তেমন বর্দ্ধিত হয় নাই?

জিজ্ঞাসা করি—সনৎবাবু কি বলিতে পারেন তাহাদের যে তিনটী 'দাস' পদবী আছে তাহাও তাঁহার বংশের সকলে ছাড়িতে পারিয়াছেন কি? এতগুলি দাস ত আমরা কোন গ্রন্থে পাই নাই, তবে চীন ও তিব্বতীয় কোন গ্রন্থে তাহার কোন প্রমাণ থাকিলে সে স্বতন্ত্র কথা। সনৎ বাবুর জানা উচিত যে তিনি কায়স্থ জাতির উপর আক্রোশ করিয়া যে ঝাল ঝাড়িয়াছেন তাহা লঙ্কার ঝাল নহে, পরুণ বা পলাণ্ডুর ঝাল! ইহাতে তাহারই মুখের দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সেই দিন কলিকাতাতে ভারতের সকল প্রদেশের কায়স্থগণ একত্র হইয়া এক পঙক্তিতে বাঙ্গালী কায়স্থ কর্ত্তৃক পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জন অবাধে ভোজন করিয়াছেন এবং সকলেই বাঙ্গালীকায়স্থগণকে নিজ জ্ঞাতভাই বলিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন ইহাতে যদি তাঁহার গাত্র কণ্ডুয়ন হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য রসুনের ব্যবস্থা করিলেও চলে! যাহা হউক তাঁহার জাতীয় উন্নতি সাধনের উদ্যোগে আমরা সহানুভূতি ও দয়াই প্রকাশ করি। বৈদ্যেরাও যদি কায়স্থদের মত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাহাদের জ্ঞাত ভাই আনিয়া তাহাদের সহিত এক পঙক্তিতে আহার করেন ও পরিবেশন করিয়া আহার করান এবং নানামতে ব্যবহারাদি করেন তাহাতে আমরাও আনন্দিত হইব।

যদি দাসগুপ্ত তনয় তাঁহাদের আরও কোন গুপ্ততত্ত্ব ব্যক্ত করাইতে চাহেন তবে পশ্চাৎপদ হইব না। তাঁহার জাতীয়উন্নতি লইয়া তিনিই ব্যস্ত থাকুন, অন্যকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে তুলনা বা নিন্দা করিয়া নিজের বাহাদুরী চেষ্টা করিলে পাগলামীর কার্য্য বলিয়াই সুধী সমাজে বিবেচিত হয়। আজ এৎকিঞ্চিৎ বলা হইল।

শ্রীযাত্রামোহন বিশ্বাস।
শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী।

[হি]ন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকারের বিধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ব]হুকাল হইতে আমাদের এদেশে ধর্ম্ম প্রচারকের অভাব ঘটিয়া আসিতেছে। [অভা]বে অনেক লোকই জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতে[ছে]ন। ইহাতে আমাদের লোক সংখ্যার হ্রাস হইয়া যাইতেছে। বহুদিন [হই]তে হিন্দু-ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় আলোচনা এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। তজ্জন্য [অ]নেকেরই ধর্ম্ম ভাবের শৈথিল্য ঘটিয়াছে। সুতরাং তাহারা দিশাহারা [প]থিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রকৃত পথ পাইতেছেন না। [আ]বার এদিকে হিন্দু-জাতিকে বৈদিক কালের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম কর্ম্মে [অধি]কার প্রদান করা হইতেছে না। গুণ কর্ম্মানুসারে জাতিভেদের নির্ব্বাচন [প্রথা] উঠিয়া গিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ২।১ জন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট বা সাধু [প্রকৃ]তির লোক থাকিলে তাহাদিগকে উচ্চ জাতিতে উঠাইয়া লইবার চেষ্টা [হই]তেছে না। উচ্চ শ্রেণীতে যে সব নীচ প্রকৃতির বা অধার্ম্মিক লোক আছে, [তা]হাদিগকে নিম্ন শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে না। ধর্ম্মের উৎকর্ষাপ[ক]র্ষের বিচার রহিত হইয়া গিয়াছে। চণ্ডাল প্রকৃতির লোকও উচ্চাসন প্রাপ্ত [হই]তেছে, আবার সাধু প্রকৃতির লোকও নিম্নাসনে বসিয়া রহিয়াছে। এসমস্ত [অ]বিচারের জন্য এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের অভাবে ক্রমশঃই অনেক লোক [আ]চার ভ্রষ্ট হইতেছেন এবং জাত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন। এখন আবার হিন্দু[ধ]র্ম্মের প্রবল আন্দোলনে আলোচনা এবং উক্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা [এ]কান্ত প্রয়োজনীয়। নচেৎ কাহারই এই পবিত্র সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে দৃঢ় [বি]শ্বাস জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও সন্ধ্যাবন্দনায় [স]কলকেই মনোযোগী করিতে হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি ও হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের তাৎপর্য্য কি, সন্ধ্যাবন্দনা এবং শ্রাদ্ধ শান্তির [তা]ৎপর্য কি, ইহা সকলের হৃদয়াঙ্গম করাইতে হইলে, বহু সংখ্যক ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তির [ধ]র্ম্ম যাজকতা কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করা একান্ত উচিত। তাহা না হইলে কিছুতেই [আ]র এই জাত্যন্তররূপ প্রবল বন্যা শ্রোতের বাঁধ রক্ষা করা যাইবে না।

অধুনা বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমান এই দুই প্রধান জাতির বাস। পূর্ব্বে [এ]দেশে মুসলমানে সংখ্যা নিতান্ত অল্পই ছিল। এমনকি মুসলমান নাই বলিলেও [অ]ত্যুক্তি হইত না। আরব ও পারস্যদেশীয় মুসলমানের সংখ্যা এদেশে এখনও

কম দেখা যায়। সেক, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানবংশ কচিৎ দৃষ্ট হয়। যে মুসলমান বঙ্গে নাম মাত্র ছিল, তাহাদের লোক সংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, এদেশীয় হিন্দু অধিবাসীগণ এবং আদিম জাতীয়গণ কি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই? তাহাদের লোক সংখ্যা এতবৃদ্ধি হইল কিরূপে? তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে ছলে বলে কৌশলে আপনাদের ধর্ম্মে টানিয়া লইয়াছে, তাই তাহাদের লোক সংখ্যা এতবৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজেদের দলে গ্রহণ করিবেন দূরের কথা আপনাদের দল বা জাতি হইতে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহারা আবার দলে আসিতে চাহিলে প্রায়শ্চিত্তান্তেও গ্রহণ করেন না। কত লোক যে, তাহারা নিজেদের দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা তাহাদের সঙ্গত কার্য্য হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। শাস্ত্রে যখন সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে, তখন পতিত জাতিকে বা জাত্যন্তর গ্রহণকারী লোকদিগকে প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃগ্রহণে দোষ কি? কোথায় তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজদের দলে লইয়া প্রতিশোধ লইবেন, না আপনাদের দলের লোকও ছাড়িয়া দিতেছেন। হিন্দুর সংখ্যা কি সাধে কমিতেছে? এরূপ আরও কিছুকাল চলিতে থাকিলে হিন্দু-জাতির আর অস্তিত্ব থাকিবে না। অনেক হিন্দুই খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম বা মুসলমান হইয়া যাইবে। স্বর্গগত বিবেকানন্দ স্বামী আমেরিকায় নাকি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি লোককে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যের সময়ে অনেক মুসলমানও হিন্দু হইয়াছেন। এখন কি আর তদ্রূপ অনুষ্ঠান কেহই করিতে পারেন না। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ চৈতন্য ধর্ম্ম প্রচারার্থে বহু চেষ্টা পাইয়াছিলেন, প্রচারার্থে কেহ কেহ বিদেশে জাপান ইত্যাদি স্থানে যাইবেন কথা ছিল, কৈ তাঁহারা সেই চেষ্টা করেন না কেন? রাজপুতনায় নাকি আজ কতিপয় বৎসর যাবৎ অনেক মুসলমানকে হিন্দু করা হইতেছে, আমাদের দেশে কি তদ্রূপ অনুষ্ঠান চলিতে পারে না? শ্রীমতী আনিবেসান্ত প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয়া হইয়াও আমাদেরই ধর্ম্মোন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর আমরা কিনা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছি। বিলাৎ ফেরৎ কত লোক আমাদের সাথে স্থান না পাইয়া বৈদিক হিন্দু বা অন্য একটা স্বতন্ত্র দল সৃষ্টি করিয়া লইতেছেন। ইহা কি আমাদের শ্লাঘার বিষয়? আমরা কি তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তান্তেও পুনঃ গ্রহণ করিতে পারি না? জাতিচ্যুত লোকদিগকে শাস্ত্রীয় বিধান বলেই হউক অথবা কর্ত্তব্য বোধেই

হউক সকলের সমবেত চেষ্টায় পুনঃ গ্রহণ করা উচিত। এবং যাহাতে কেহই স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া না যায়। তদ্রূপ সদুপদেশ প্রদান করা উচিত। সকলেরই স্বধর্ম্মের উপর একটা অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মের আকর্ষণে পড়িলে বোধ হয় কেহই পর ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। হিন্দু-ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য যাহাতে লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় সততই তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সম্ভব হইলে খৃষ্টান, মুসলমান বা ব্রাহ্মদিগের ন্যায় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেও আপনাদের দলভুক্ত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তৎপ্রতি বিধানের অন্য উপায় দেখি না।

উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে লোক সংখ্যা হ্রাস হওয়ার অন্যতম একটী প্রধান কারণ। আমাদের দেশের অনেক লোকই দরিদ্র। কেহ রোগগ্রস্ত হইলে কবিরাজ ডাকিতে তাহার সামর্থে কুলায় না। গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন বটে, পল্লীগ্রামবাসী কয়জন লোকেই বা উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে? সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে সহরের চিকিৎসালয়ে আশ্রয় লওয়া তাহাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং দরিদ্র হিন্দু মাত্রই সুচিকিৎসার অভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ দরিদ্র লোকের বাস। তাহারা সহর হইতে ডাক্তার আনিতে হইলে ডাক্তারকে যে ভিজিট বা দর্শনী দিতে হয় তাহাই বা কোথা হইতে যোগাইবে? দেশীয় কবিরাজের সংখ্যাও দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তবে হাতুরে বৈদ্যের দলের যে অভাব আছে, তাহা নহে। তাহারা গাছ, গাছড়া টোট্‌কা ফোট্‌কা ঔষধ দিয়া যে রোগী দশ দিন বাঁচিতে পারে অধিকাংশ স্থানেই তাহাকে ১০ মিনিটের অধিক বাঁচিতে দেয় না। চিরদিনের নিমিত্ত তাহাকে ভবযন্ত্রনার দায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। দেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসোন্নতি করিতে না পারিলে আর সুলভে ও নির্ভয়ে আরোগ্য লাভের উপায় নাই। ডাক্তারী চিকিৎসা ধনী ব্যক্তি ও সহরবাসীর পক্ষে যথেষ্ট হইলেও সাধারণের সুবিধার্থ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দেশীয় চিকিৎসক দেশীয় উপাদানে যেমন সুলভে চিকিৎসা করিতে পারেন, তেমন আর কেহই পারেন না। তাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। কবিরাজগণ খাটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে রোগীকে প্রদান করিতে পারেন এবং সাধ্যানুরূপ সাধারণকে বিনা মূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিতে পারেন, চিকিৎসা অভাবে কোনও লোকের প্রাণনাশ ঘটিতে পারে না। এবং গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপকারার্থ যে উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করি-

য়াছেন তাহারও সহায়তা করা হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাপণ্ডিত এখন অতি বিরল। অনেক সময়ই রীতিমত চিকিৎসার অভাবে অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। ডাক্তারী চিকিৎসাও আমাদের হিতকর। আশু হিতকর বলিয়া অনেক সময়ই আমরা অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকি। অস্ত্র চিকিৎসায় এবং ওলা-উঠা প্রভৃতি উৎকট রোগের চিকিৎসায় বস্তুতঃ পক্ষেই উহাকে আমাদের উচ্চাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ডাক্তারী চিকিৎসা আমাদের প্রকৃতির উপ-যোগী নহে। আমাদের পক্ষে লাজমণ্ডের পথ্য যত উপকারী, সাগু, বার্লি, এরারুট তত নহে। এ সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকাতেও আলোচিত হইয়াছে। জরান্তক বটীকা সেবনে যেরূপ নির্দ্দোষ আরগ্য লাভ ঘটে, কুইনাইন সেবনে তেমন হয় না। এ তত্ত্ব আমরা জানি না বলিয়াই ক্রিমিনাশক সোমরাজ বা বিরঙ্গ ত্যাগ করিয়া বন্‌বন সেবন করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন ব্যতীত ইহার প্রতিকারের উপায় নাই। গৃহে গৃহে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচার হইলে, চিকিৎসা অভাবে কাহারই অকালে প্রাণ হারাইতে হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার।

সমালোচনা।

বাঙ্গলা :—

সত্য নারায়ণের পুঁথি। কবিবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার প্রণীত। ডবলক্রা ১৬ পেজী ১ ফর্ম্মা।।মূল্য /০ আনা মাত্র। পোঃ ইলুহার, বরিশাল জেলা। পুঁথিগ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মধুবাবুর পদ্য রচনায় চিরনূতন সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদাগুণ বিভূষিত। এ পুঁথিখানিও কবি প্রদত্ত তদলঙ্কারাভাবে নগ্নদেহ হয় নাই। পুঁথিখানির নূতনত্ব এই—কবি বেদ হইতে দেখাইয়াছেন সারস্বত কায়স্থগণের আদিপুরুষ চিত্ররাজাই প্রথম সত্য পূজার প্রবর্ত্তনা করেন। পাঠকগণের দৃষ্টি জন্য দুই একস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"অতঃপর চিত্ররাজ বসি সিংহাসনে।
বসিয়া সৌভরি বিপ্র তাঁহার সদনে ॥৩৯
পরামর্শ করি দোঁহে করিলেন স্থির।
করিব সত্যের যজ্ঞ সরস্বতী তীর ॥"৪০

আর একস্থলে আছে

"চিত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত সত্যের অর্চ্চনা।
কর গিয়া সত্যবাদী হয়ে একমনা ॥"৭২

ফলতঃ পুঁথি খানি বেশ উত্তম ও সুলভ হইয়াছে, প্রত্যেক কায়স্থ পরিবারে সত্যনারায়ণ পূজার জন্য গ্রহণ করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং তাহার বাটীতে এই পুঁথি সত্য নারায়ণের পূজায় পাঠ করিয়া থাকেন।

হিন্দি :—

আত্মবিদ্যা। হিন্দি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত গোপালানন্দপ্রসাদ বর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আরামপুর হইতে "বিহার থিয়োসফিকেল ফেডারসন" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেক মাসে রয়েল ৮ পেজী, ৩ ফর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য ১্ টাকা মাত্র।

আমরা আত্মবিদ্যার এই তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক সংখ্যা দেখিয়া কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু আমরা যে সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে 'মহারাণী মোক্ষ (সীতা বিষয়ক) পদ্যটী অতি উত্তম বলিয়াই বোধ হইল তাই সমালোচনা করিতেছি। "আত্মার একতা" ও "আত্ম বিকাশ" প্রবন্ধদ্বয়ও পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি পাইলাম। আত্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হিন্দি ভাষা ভাষীয় এই পত্রিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ।

কায়স্থ-চতুষ্পাঠী।

সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ উপবীতি কায়স্থগণের একটী অভাব অবিলম্বে মোচনার্থ বন্দোবস্ত করিতেছেন। আগামী বৈশাখ মাস হইতে কায়স্থ-পত্রিকার কার্য্যালয় (কলিকাতা ৮৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটে) এক চতুষ্পাঠী খুলিতেছেন। সংস্কৃত পাঠাগারে ব্যাকরণ, সাহিত্য, নব্যস্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান হইবে। পাঠার্থীগণ প্রতিমাসে ১০্ টাকা দিলেই আহার ও বাসস্থান পাইবেন, তাহাদিগকে শিক্ষকের বেতন স্বতন্ত্র দিতে হইবে না। টাকা প্রতিমাসে অগ্রিম দেয় এবং সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র, বি এল মহাশয়ের নিকট ৮৫নং গ্রে-ষ্ট্রীটে প্রেরিতব্য। শাখা-সভা ও সাধারণ কায়স্থ-সভ্য-বৃন্দের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

সাবিত্রিক ও অসাবিত্রিকের মনের পার্থক্য।

বিগত ফাল্গুন মাসে বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে দুইটী বিবাহ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক বিবাহে পাত্র পাত্রীর উভয় পক্ষ উপবীতী, অপর বিবাহে উভয়ই

ব্রাত্য। একবিবাহ ফরিদপুর জেলায়, অন্য বিবাহ বগুড়া জেলায়। উপবীতীর দুই পক্ষই কুলীন, ব্রাত্যের এক পক্ষ মধ্যল্য অন্য পক্ষ মহাপাত্র। উপবীতিগণ উভয় পক্ষে কুলীন হইয়াও কোন পক্ষই মুদ্রার আদান প্রদান করেন নাই কিম্বা মানের দাবী করেন নাই। অবশ্য ব্রাত্য বিবাহেও পণের ব্যবহার হয় নাই, তবে অভ্যাগত কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও মৌলিকগণের মানের কান্নায় গগনবিদারিত হইয়াছিল! এ কান্না কুলীন হইতে মৌলিক সকলেই কাঁদিয়াছিলেন ও কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া তবে তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

মান সকল দেশে সর্ব্বকালে আছে, কিন্তু এমন অশ্রুজলে শ্মশ্রু সিক্তের মান কেহ কোন দিন দেখিয়াছেন কিম্বা শুনিয়াছেন কি? ধিক্ এই সকল কায়স্থ-কুল-গ্লানি-মান-বণিক্-কায়স্থগণকে! ঐ দেখ ঘটক ও স্বর্ণামাত্যগণ তোমাদের মানের মূল্য কত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—(৺সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বিএল্ কৃত বঙ্গীয়-সমাজ ১০৭ পৃষ্ঠা) কুলীন ১৲ কুলজ ৸৵ মধ্যল্য ৸০ মহাপাত্র ‖৵ এবং মৌলিক ‖০ আনা মাত্র। ব্রাত্যত্বাভিমানিগণ দেখিলে তো? যদি বুঝিয়া থাক তবে ভবিষ্যতে আর এত অত দিতে হইবে বলিয়া আস্ফালন করিও না। শীঘ্র উপনয়নগ্রহণ করত সত্যের পথে অগ্রসর হও। আর মিথ্যা বিষয়ে আকাঙ্খা করিও না। তাহা হইলে আপনাকে সুখী মনে করিতে পারিবে।

কায়স্থের ব্রাত্যত্বাপনোদনে পণ্ডিতগণের সহানুভূতি।

চট্টগ্রাম জজ কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ, বি এল্, সপুত্র যখন উপনয়ন গ্রহণ করেন, তৎকালে সেই যজ্ঞস্থলে তত্রত্য সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছনাড়ানিবাসী অখিলচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পরৈকোড়া নিবাসী স্মার্ত্তপ্রবর ক্ষীরোদচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, বন্যা নিবাসী শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ এবং চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ ভট্টাচার্য্যের বংশকুলতিলক শ্রীযুক্ত রাশিচন্দ্র কৃতিরত্ন, অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য ও রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া কেহ আচর্য্য, কেহ তন্ত্রধার প্রভৃতির কার্য্য করিয়া চট্টগ্রামের কায়স্থ বৃন্দকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই উপনয়ন সভায় তথাকার যাবতীয় কায়স্থ জজ, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি সকলেই আমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন এবং মাণবকের উপনয়ন শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ভুরিভোজন দ্বারা তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি তথাকার উদারচেতা ব্রাহ্মণমণ্ডলী অবিলম্বে তাঁহাদের যজমানগণের উপনয়ন দিয়া তাহাদের ব্রাত্যত্ব হইতে মুক্ত করুন।

শুভানুষ্ঠান।

ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কখনই এককথা বলিয়া তাহার প্রত্যাহার করেন নাই। সামান্য কথাও জীবন পণ করিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আবার অন্যের আপত্তিকর কোন কার্য্য করিলেও কদাচ তাহা অস্বীকার করা ধর্ম্মজনক বলিয়া বিবেচনা করেন না;—কেননা উহা ভীরুস্বভাব, অল্পবুদ্ধি, অকৃতজ্ঞেরই অনুষ্ঠানের নিতান্ত অধর্ম্ম জনক। আমরা গত কার্ত্তিক মাসে কায়স্থ-পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম "লক্ষ্মীকোলের রাজাবাহাদুর এক সভা করিয়া সেই সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে আগামী শুভদিনে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি রাজাবাহাদুর তাহা সম্পাদন করিবেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী লক্ষ্মীকোলের বর্ত্তমান গুহ রাজ বংশ বহুকাল হইতে বিবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। রাজবাটী সহরটি এই রাজবংশের জন্যই রাজাবাড়ী নামে অভিহিত। রাজাবাহাদুরের উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়টী সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়টী দ্বারা সহরের বহুলোক উপকৃত হইতেছেন, এবারও ফরিদপুরের দ্বিতীয় একটী জলের কলের জন্য বহু টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি সুধু বঙ্গজকায়স্থ কেন সমগ্র বঙ্গীয়-কায়স্থের গৌরবস্থল। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান রাজা এপর্য্যন্ত চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে কিছু প্রদান না করা বড়ই দুঃখের কথা, আমরা আশাকরি রাজা বাহাদুর অবিলম্বে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ১০০০৲ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া চিত্রগুপ্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

খোক্‌সা শাখা কায়স্থ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে "লক্ষ্মীকোলের রাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ বাহাদুর গত ২৭শে ফাল্গুন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে রাজবাটী টাউনের ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রসিদ্ধ উকীল মোক্তার সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।" রাজাবাহাদুর বঙ্গজ কায়স্থের প্রসিদ্ধ মথুরাম রায়ের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন বসু মজুমদার মহাশয় অবিলম্বে 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' নীতির অনুসরণ করিয়া কাঁইচাল গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজে উপনয়ন সংস্কার।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের প্রধান সমাজ পাঁচথুপীতে বিগত ২৫শে ফাল্গুন, (২।১ জন ব্যতীত) গণ্য মান্য সকলেই যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভার এ বৎসরের সহঃ সভাপতি হাই-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ও উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পত্রাঙ্ক
থাকে	থাকেন	৫০৯	১২
যে	সে	„	„
ভূয়ো	ভূয়ঃ	„	„
সুধিবৃন্দ	সুধীবৃন্দ	„	„
নগচ্ছেন	নগচ্ছেন্	„	২৬
যদাহিস্ত্রীগুণান্	যদাহিস্ত্রীন্গুণান্	৫১০	১৮
আর্যবাক্যই-সুচীন	আর্যবাক্যই সুসমীচীন	„	২১

Presented to ... by Shiva. Prasad Ghosh

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার

নবম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৩০শে চৈত্র, ১৩১৭ ও ১লা বৈশাখ, ১৩১৮, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, কলিকাতায় ২৪৩।১ অপার্ সাকু্লার্ রোডস্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সভার নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়।

সভার সভ্য ভিন্ন উভয়বঙ্গের প্রধান২ স্থান হইতে এবং কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী সকল স্থান হইতেই অনেক প্রতিনিধি ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী কায়স্থও উপস্থিত ছিলেন। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণও প্রায় ২৫।৩০ জন ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যতদূর নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে বর্ণানুক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, সাং কলিকাতা।
„ অমৃতলাল মিত্র, সাং কলিকাতা।
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী, সাং আল্গী, ফরিদপুর জেলা, হাং সাং কলিকাতা।
„ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাঃ, সাং ফরিদপুর।
„ কৈলাশচন্দ্র সরকার, সাং কলিকাতা।
„ গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, 'নববঙ্গে'র সম্পাদক, সাং চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
„ চন্দ্রকান্ত ঘোষ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা।
„ চন্দ্রমাধব ঘোষ, সাং ঘোলঘর, ঢাকা জেলা, হাং সাং ভবানীপুর।
„ জগদীশচন্দ্র বসু, উকীল, সাং টাকী, ২৪পরগণা, হাং সাং কালীঘাট।
„ দয়ালচন্দ্র বসু, সাং কলিকাতা।
„ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা, ডাক্তার, সাং কলিকাতা।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সাং কলিকাতা।
„ নন্দকুমার বসু দেববর্ম্মা, পুলিষ ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কলিকাতা।
„ নরেশচন্দ্র সিংহ, এম্, এ, বি, এল্, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা।
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।
„ নিশিচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল বসু দেববর্ম্মা, সাং নাড়ুগ্রাম, বৰ্দ্ধমান জেলা, হাং সাং কলিকাতা।

„ প্রিয়নাথ সিংহ, সাং কলিকাতা।

„ বসন্তকুমার সেন দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

„ বিজয়লাল দত্ত, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

রায় „ বিনোদবেহারী বসু, বি এ, সাং কলিকাতা।

„ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

„ বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা, বি এ, কবিরত্ন, সাং ব্রাহ্মণদী, হাং সাং কলিকাতা।

„ ভূপেন্দ্রকুমার বসু, এম্ এ, বি এল্, সাং কোন্নগর, হুগলি জেলা, হাং সাং কলিকাতা।

„ মহেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা, সাং টাকী, ২৪ পরগণা, হাং সাং কলিকাতা।

„ মহেন্দ্রলাল বসু, সাং ক্যাঁকসিয়ালী, চুঁচুড়া।

„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সাং জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা।

রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, সাং টাকী, ২৪পরগণা, হাং সাং বরাহনগর, কলিকাতা।

রায় „ যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

„ যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি. এল্ হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা।

„ রমানাথ দত্ত, বি এল্, সাং কলিকাতা।

„ রসিকলাল রায়, সিয়লদহর অনররী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সাং বেলেঘাটা।

„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং হরিপুর, শান্তিপুর, নদীয়া জেলা, হাং সাং ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী জেলা।

„ রামরতন নিয়োগী, সাং কলিকাতা।

„ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাং টাকী, ২৪ পরগণা, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা।

„ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা, হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক, সাং চৌমা, বহরমপুর, হাং সাং কলিকাতা।

„ হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং দাঁইহাট, বৰ্দ্ধমান জেলা।

শ্রীযুক্ত হেমকুমার মিত্র, সাং কলিকাতা।

„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, সাং বীরভূম, হাং সাং কলিকাতা।

নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণ উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ ও সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন ও তাঁহাদের নাম সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন।

সভ্যগণ ঃ—

তারযোগেঃ—

শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায়বাহাদুর, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

পত্রদ্বারা ঃ—

„ অখিলচন্দ্র পালিত সাং হুগলি, জেলা হাং সাং কুচবিহার।

„ অনুকুলচন্দ্র ঘোষ, সাং আমডোল, রাজগাঁ পোঃ, বীরভূম জেলা।

„ ইন্দুব্রহ্ম স্বামী, সাং বাগশ্রীরামপুর চটী।

„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সাং জেমো, কান্দী পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

রা „ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং ঢাকা।*

„ উমেশচন্দ্র দত্ত, সাং ফিরিঙ্গিবাজার রোড্, চট্টগ্রাম।

„ কৃষ্ণবল্লভ রায়, উকীল, রঘুনাথগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

„ কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস, সাং খোসবাসপুর, গোকর্ণ পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

„ কেদারনাথ ঘোষ, সাং ধাপ পোঃ, রঙ্গপুর জেলা।

„ গোবিন্দচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা, সাং রতনগঞ্জ, মাতনদিয়া পোঃ, পাবনা জেলা।

„ জীবনকৃষ্ণ মিত্র দেববর্ম্মা, সহকারী সম্পাদক, বজ্রযোগিনী কায়স্থ সভা, বিক্রমপুর।

„ দাশরথী দত্ত দেববর্ম্মা, সাং হাঁসপুকুরিয়া, বার্ণিয়া পোঃ, নদীয়া জেলা।

„ প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, উকীল, বগুড়া।

„ প্রসন্নকুমার রায় দেববর্ম্মা, সাং কাড়াপাড়া পোঃ, খুল্না জেলা।

„ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, কানপুর শাখা সভার সভাপতি।

„ বেণীমাধব সরকার দেববর্ম্মা, সাং ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী জেলা।

---

* ইনি প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হন। প্রতিনিধি—কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল কান্তকুমার বসু।

ব শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, সাং ইলুহার, বরিশাল জেলা।

দ ,, মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং বাসাবাটী, বাগেরহাট পোঃ, খুল্না জেলা।

দ ,, যতীন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা, সাং রায়না পোঃ, বর্দ্ধমান জেলা।

? ,, যাত্রামোহন বিশ্বাস, সাং ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

দ ,, রতিকান্ত বসু দেববর্ম্মা, সাং কাটদহ, পোড়াদা পোঃ, নদীয়া জেলা।

ব ,, রামকৃষ্ণ রায়, সাং বহরমপুর।

উ ,, শরৎচন্দ্র মিত্র, সাং কালমেঘা, লালগোলা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

বা ,, শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার দেববর্ম্মা, সাং তাড়াস্ হাউস্, রাজসাহী জেলা।

ব ,, শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা, সাং কাঞ্চনতলা পোঃ মুর্শিদাবাদ জেলা।

? ,, শ্রীনারায়ণ সরকার, সাং পিরোজপুর, বাগডাঙ্গা পোঃ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

বা ,, হরিমোহনচন্দ্র রায় বাহাদুর, সাং দার্জ্জিলিং।

বা ,, হরেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা, সাং দিনাজপুর।

ব ,, হেমন্তকুমার বসু, ডাক্তার, নুরুল্লাপুর।

বা ,, হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, অধ্যাপক, র‍্যাভেন্স কলেজ, কটক।

অপর :—

পত্রদ্বারা :—

মুন্সী ঈশ্বর শরন্, উকীল, এলাহাবাদ।

,, কান্ধ্ প্রসাদ সিং, সাং পাটেরী, সারাণ জেলা।*

,, কামতা প্রসাদ (সক্ সেনা), General Secretary of the Kayastha Temperance Reform Office, লস্কর, গোয়ালিয়র ষ্টেট্।

,, কালীপ্রসাদ সহায়, উকীল; শিওয়ান, সারাণ জেলা।

,, গোকুলানন্দ প্রসাদ বর্ম্মা, বনেলী ষ্টেটের আইন বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাং ভাগলপুর।

,, গোবিন্দপ্রসাদ, উকীল, এলাহাবাদ।

,, চন্দ্রভানু নারায়ণ, সাং শিওয়ান, সারাণ জেলা।

মুন্সী জঙ্গ্ বাহাদুর লাল, উকীল, বাঁকিপুর।

,, জোয়ালা প্রসাদ, উকীল, কানপুর।

---

* ইঁহার পত্র খানিও পঠিত হয়। পত্রখানি এই :—

Mr. President and gentlemen.

It is from the very bottom of my heart that I am going to

শ্রীযুক্ত ধনুকধারী প্রসাদ সিং, উকীল, বাঁকিপুর।

,, নারায়ণপ্রসাদ নিগম, উকীল, কানপুর।

,, বিশ্বেশ্বর সহায়, মোক্তার, শিওয়ান, সারাণ জেলা।

মাননীয় ,, ব্রজকিশোর প্রসাদ, উকীল, লাহোরিয়া সরাই, দ্বারভাঙ্গা জেলা।

মাননীয় রায় শ্রীরাম বাহাদুর, উকীল, লক্ষ্ণৌ।

,, শম্ভুপ্রসাদ সকসেনা, উকীল, গোঁদা।

রায় শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ বাহাদুর, উকীল, গয়া।

,, শ্রীযুক্ত শ্যামকৃষ্ণ সহায়, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

বাবু হরিহরপ্রসাদ সিং, সাং ডুমরাও, আরা জেলা।

---

congratulate the Sabha on an occasion of such a successful large gathering here. I, with my interest, thanks aud best motive, address the meeting, wishing it every success in future ; I feel it my bounden duty to express my true and high exultation at the receipt of the invitation card which the Ninth Annual Meeting of the Bangadesheeya Kayastha Sabha has so kindly and benevolently sent to me. I beg to submit my views and thoughts favourably on the subject ; the majority of the Sabha may unanimously agree to.

I should have expressed my ideas to considerable length had I been informed of it a little more earlier ; however I may quote here a few lines of the composition of my late worthy grandfather Babu Narain Singh— a member of a distinguished Kayastha family in Saran.

Some times ago a gentleman named Munshi Pyari Lall of Arrah District, who had thought it is duty to travel over this part of the country and move in the circle of the Kayastha family for settling one point in the wedding ceremony boys and girls concerning the high aud unreasonable demand ef Titak and Jahiz, which has in some families been found to be quite ruinous to the substantial means to the head member of the family, arranged to convene a Sabha here at Paterhi, for which my worthy grandfather had the pleasure of composing these few lines and delivering it in a tone of lecture before the *sabhashads* present at the time. The thought was highly applauded and valued by all. I therefore on that very analogy think it prudent to bring it to light before the Sabha, where a great many

নিম্নলিখিত কায়স্থসভার সভাপতি বা সম্পাদক মহাশয় সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া তার যোগে সংবাদ দেন বা পত্র লেখেন :—

তারযোগে :—

বজ্রযোগিনী কায়স্থ সভা।

ব্রাহ্মণ গাঁ ঐ

পত্রদ্বারা :—

পাঁজিয়া কায়স্থোপনয়ন সমিতি। *

স্বর্ণগ্রাম কায়স্থ সভা।

---

personages have met together to discuss on the best system for the well-being of the whole Kayastha Community. I hope this extract sent herewith in Nagri character will find favour in the eyes of the Sabha.

I hope the Sabha will excuse my absence which is due to my excessive pain in my right thigh. I beg the Sabha will favour me with a pamphlet containing the rules and resolutions of the Sabha.

I beg to propose a good many cheers to the chair that may run to the close with the heartiest welcome.

The 11th April, 1911.

Sd. Kandha Prosad Sinha,
Zemindar Paterhi Estate.
Paterhi P. O. (Saran.)

†

* সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মাক ইঁহাদের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হন।

[† হিন্দী কবিতা ৭ হইতে ১০ পৃষ্ঠা দেখুন।]

श्रीगणेशाय नमः ।

गुणो गुण तां याति गुणो भवति निर्गुणो ।
च गङ्गागया काशी यातिगङ्गागरीयसी ॥
ोत अपावन पावनो पावन पापी जान ।
हिं गङ्गा काशी गया गङ्गा जात प्रधान ॥

थम सुमिरी गणपति चरन गिरिजा पद धरि ध्यान ।
माचार मञ्जुल कहो कायस्थ जाति प्रमान ॥
भये पितामह कायते चित्रगुप्त गुणवान ।
ादस सुत, तिन्हके भये जगमह विदित प्रधान ॥
ीवास्तव्य वशिष्ठ पुनि माथुर औ सकसेन ।
र्ण सूर्य्यध्वज गौड़ कहि अवर निगम सुखदेन ॥
हि ष्टान अमष्ट औ भट नागर कलि शृष्ठ ।
ए द्वादस कायस्थ हैं दुर्गापद तेहि इष्ट ॥
तुर विचक्षण शास्त्रविद धर्मशील जगचाल ।
प्रगटे श्रीवास्तव्यकुल मुंशी प्यारेलाल ॥
देखि दशा स्यानकी मनमें कियो विचार ।
ाह हौशिलाके जलधि बूड़े सब संसार ॥
ानदान स्यानके केते बहुत कुलीन ।
ाह समय अति खर्चते भये सकल धनहीन ॥

जीमीदार उमरावमर केतिक भए दुवार ।
पुत्र पुत्रिका जन्म भरि केतिक रही कुमार ॥
किये जाति उपकार तब या जग धर्म प्रकाश ।
होवे थोड़े द्रव्यते सुगम विवाह विलाश ॥
मल्के श्रीविक्टोरिया ईश्वर शक्ति अनूप ।
जाके तेज प्रतापते डरत सकल जगभूप ॥
अनुशासन लै कमिश्नर अब नवाब लफटनट ।
करत काम हुक्काम सब जज्ज कलक्टर बनट ॥
लै सम्मत तिन्ह सबनकी भूरि परिश्रम किन्ह ।
जग उपकार विचारि हिय तब पगुआ पथ दिन्ह ॥
व्याह जापता प्रगट करि या जग कियो प्रचार ।
करि दशखत कायस्थ पुनि जमीदार नृपवार ॥
रामनगर वारानशी आये अब डुमरांव ।
शहर मुजफ्फरपुर अब छपरा गांव बगाव ॥
चैनपूर पुनि शैदपुर आये पटेंह्री ग्राम ।
कियो कुमेटी सकलमिलि सफल भयो मम धाम ॥
जिमि दिनकरके उदयते कञ्ज प्रफुल्लित होत ।
तिमि हरषित मन सकल लखि कायस्थ वंश उदोत ॥
लिखित शुक्ष्म करि वार्ता व्याह जापता जबन ।
कीजे सब स्वीकार तेहि मनवच क्रमते तवन ॥

शगुन सैकड़े दश लिखी तिलक बिदाई पांच ।
दशलै द्विजहि सुमङ्गली अधिक पुण्यहित सांच ॥
होवे तिलक दहेज दोउ सबते अधिक पचीस ।
कपड़े जोड़े सातलौं भूषण नाशा शीस ॥
याते भूषन अधिक जो दे मुख निर्लज नाह ।
बाराती सब पा चलै प्रमुदित सहित उछाह ॥
ऊंट एक गज पांच लौ हय पचीस सजिसाज ।
निज कुटुम्ब अनुबन्धु युत द्विजगुरु सहित समाज ॥
रहे दिवस जब द्वैघड़ी परिछावन तब होय ।
सुन्दर लग्न सुमङ्गली करे वरनवर धोय ॥
प्रथमवारके विजयमें करे कोरञ्जा भात ।
मधढक्का अङ्कमगहन कीजे पुलकित गात ॥
द्वै सन्ध्या भोजन मिले जबले रहे बरात ।
मद्यादिक अनुचित बचन हिंशादिक त्यजतात ॥
बिदा भये बारात पर भूषनादि वरदान ।
जो कुछ देवे हरषजुत तासो अधिक न ठान ॥
कन्या विक्रय अतिमना आतिशवाजी नृत्य ।
सभासध्य दुर्वचन नहिं दुर्विवाद दुःकृत्य ॥
विहीत लिखित जो जापता ताविधि व्याह कराय ।
बिदा होय दिन तीसरे वधू सहित गृह जाय ॥

बधू प्रवेश जाति उचित है व्याह समयमें होय ।
नहिं सब नखछालन करे जो कुछ मना न होय ॥
नगनारायण कहत हैं गाय रघुवीर प्रसाद ;
सकल जाति मिलि सुयश यह सुनिये त्यागि प्रमाद ॥
गगनराम अवरन्ध्रशशि सम्वत् कार्त्तिक मास ।
कृष्ण एकादशि गुरु दिवस भयो प्रबन्ध प्रकाश ॥

शुभ सम्वत् १९३० कार्त्तिक कृष्ण ११ गुरुवार ।

बाबू युवालाल सिंह ।

बाबू नगनारायण सिंह — बा० रघुवीर नारायण सिंह

बा० लक्ष्मीनारायण सिंह

कांधप्रसाद सिंह Kandha Prosad Singh.

तालुकेदार मौजे पटेढ़ी डाकघर पटेढ़ी खास जिला सारन।
ता० ११ अप्रैल सन् १९१८ ई०

বৎসরের সভাপতি বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় উপস্থিত সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে সভাপণ্ডিত বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত স্তোত্র তাঁহার পুত্র আবৃত্তি করিয়া সভার মঙ্গলাচরণ করিলেন :—

আনন্দমাত্রমকরন্দমনন্তগন্ধং যোগীন্দ্রসুস্থিরমিলিন্দমপাস্তবন্ধং ।
বেদান্ত সূর্য্য কিরণৈক বিকাসশীলং হেরম্বপাদশরদম্বুজমানতোঽস্মি ॥
ভুজঙ্গকুণ্ডলীব্যক্ত শশিশুভ্রাংশুশীতগুঃ ।
জগন্ত্যপি সদাপায়াদব্যাচ্চেতো হরঃ শিবঃ ॥
বাচাংসি বাচস্পতিমৎসরেণ সারাণি লব্ধং গ্রহমণ্ডলীব ।
মুক্তাক্ষ সূত্রত্বমুপৈতি যস্যাঃ সাসপ্রসাদাস্ত সরস্বতীবঃ ॥

তৎপরে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় ১৩১৬ সালের চৈত্র হইতে ১৩১৭ সালের ৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত সভার কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন :—

কার্য্য-বিবরণী ।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও আপনাদের অনুগ্রহে কায়স্থ-সভা দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

এই বৎসরের প্রথমেই (২৪এ বৈশাখ) আমাদের প্রজাবৎসল সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুতে সভা বড়ই আঘাত পাইয়াছে।

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন এ বৎসর সভার সকল দিকেই পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতি হইয়াছে। গত ১৩ মাসে ১৫১ জন সভ্য, ১টী শাখা সভা এবং ৪০ জন পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব ১৫ মাসে ... জন মাত্র সভ্য বৃদ্ধি হয় এবং ২০।২২ জন মাত্র পত্রিকার গ্রাহক হয়। গত ... অধিবেশনের পূর্ব্বে চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে সবে মাত্র ১৬০০৲ ষোল শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছিল, এখন ৭০০০৲ সাত হাজার টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছে!

সভার পুস্তকাগারের সূত্রপাত করা গিয়াছে। যৎসামান্য পুস্তকও সংগ্রহ হইয়াছে। কায়স্থ পত্রিকার বিনিময়ে এখন ইংরাজী একখানি ভাল মাসিক পত্র ও বাংলা সমস্ত ভাল ভাল পত্রই পাওয়া যায়। গত বৎসর ১০ খানি মাত্র বাংলা মাসিক পত্র পাওয়া যাইত, এ বৎসর ৩২ খানি।

সভার আয় ব্যয় দেখিলেও উন্নতি বুঝিতে পারিবেন। গত বৎসর ১২০২৲ টাকা আয় এবং ১১০৫৲ টাকা ব্যয় হয়। এ বৎসর ২৫০০৲ টাকা আয়, কিন্তু প্রায় সমস্ত টাকাই ব্যয় হইয়া গিয়াছে; ব্যয় আরও অনেক কমিত, কিন্তু আমাদের নিজেদের জনসংখ্যা গ্রহণের চেষ্টায় এবং চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহ করিতে এবং বাকী টাকা আদায় করিতে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

এদিকে মৃত্যুতে ও সভ্যপদ ত্যাগ করাতে আমরা ২০ জন সভ্য হারা-হইয়াছি। আরও তিন জনের ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা নূতন ঠিকানা জানান নাই। সভার আজীবন সভ্য রংপুরের রাজা শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ সেন ও বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সভার পরম হিতৈষী দেওঘরের শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু দেববর্ম্মা, রায়েরকাটীর শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ রায় চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ কাঞ্চনতলার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী-চরণ রায়, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চৌধুরী এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহা-দের পুত্র পৌত্রাদি এ পর্য্যন্ত সভার সভ্য হন নাই। প্রাচীন শ্রীযুক্ত নবীনচাঁদ দত্তের ও নিমীতিতার জমীদার শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতেও সভার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু নবীন বাবুর পুত্র আমাদের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই সভ্য ছিলেন এবং দ্বারিকা বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সভ্য হইয়াছেন।

এদিকে আমাদের মাননীয় দিনাজপুরের মহারাজা এবং এ বৎসরের সহযোগী সভাপতি কুমার সাহেব শরদিন্দু রায় দেববর্ম্মা, এম্ এ, ছোটলাটের সভার সদস্য হওয়ায় এবং কতিপয় সভ্য 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সভা গৌরবান্বিত।

এখন সভার উদ্দেশ্যগুলির কতদূর প্রসার হইয়াছে সংক্ষেপে বলিলেই আমার হয়।

প্রথম, উপনয়ন। গত বাৎসরিক অধিবেশন পর্য্যন্ত আন্দাজ ৪০০০ উপনীত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এখন ২৫০০০ পঁচিশ হাজা-

র উপর উপনীত। সভার প্রচারের ফলেই যে এতদূর অগ্রসর হওয়া গেছে বলা বাহুল্য। পাঁচ লক্ষ কায়স্থ পুরুষের মধ্যে ২৫০০০ হাজার বড় নহে। আরও মনে করুন কেবলমাত্র ২।৩ বৎসরের চেষ্টায় ...দূর হইয়াছে। দুঃখের বিষয় উত্তররাঢ়ী সমাজ এখনও নিশ্চেষ্ট। কিন্তু ...জপুরের মহারাজকুমারের এবং মহারাজা সীতারাম রায়ের পরিবারে ... উপনয়ন হইয়াছে, তখন আমরা নিরাশ নই। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজেও ...নও অনেকে অনুপবীত। কিন্তু কোন্নগরে গণ্য মান্য সকলেই প্রায় ...দিন হইল উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এ সমাজে বড় আর গোল নাই ...লো হয়। বঙ্গজ সমাজেও গোল মিটিল বলিলেই হয়। ঢাকা ও বিক্রমপুর ...জের মান্য গণ্য অনেকেই সেদিন উপবীত হইয়াছেন। এখন বরিশাল ও ...রী সমাজ হইলেই হয়।

দ্বিতীয়, আন্তর্গনিক বিবাহ। এ বৎসরও ৩টী হইয়াছে।

তৃতীয়, বিবাহব্যয় সংক্ষেপ। বড়ই দুঃখের সহিত স্বীকার করি-...ছি এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। সময়ে খবর পাইলেই বিরত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করা যায় এবং অকর্ত্তব্যকারীদের নাম ...স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইতেছে। কিন্তু লোকের মন যতদূর উন্নত ...বে আশা করা যায় ততদূর হয় না।

চতুর্থ, প্রচার। পূর্ব্ব ১৫ মাস অপেক্ষা গত ১৩ মাসে এবার অনেক ...ধিক অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে এবং অনেক অধিক স্থানে প্রচার করা ...য়াছে। প্রচারের ফলে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। সভার সভ্য সংখ্যা ও ...পবীত গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রচারের ফলেই প্রধানতঃ হইয়াছে। সভার ...গার ভাণ্ডারের সাহায্যের জন্য উত্তররাঢ়ীশ্রেণীস্থ মাননীয় দিনাজপুরের মহারাজা, ...মাদের বর্ত্তমান বর্ষের সহযোগী সভাপতি মাননীয় কুমার সাহেব শরদিন্দুনারায়ণ ... দেববর্ম্মা, এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য উত্তররাঢ়ীশ্রেণীস্থ শ্রীযুক্ত শরৎ-...দ্র ঘোষ মৌলিক, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, ...ক্ষিণরাঢ়ীশ্রেণীস্থ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ ...দেববর্ম্মা, ও শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর আমাদের ধন্যবাদার্হ। ...গার-ভাণ্ডারে সাহায্য ব্যতীত প্রচার-সমিতির সদস্য মাননীয় ...নাজপুরের মহারাজা ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, এই বৎসরের সহযোগী ...ভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নিজব্যয়ে ঢাকা,

যশোহর, বাগুটিয়া, কোন্নগর এবং উত্তর পশ্চিমের ও পাঞ্জাবের কয়েক স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হইয়া ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, ত্রিপুরা চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, বাগেরহাটের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা ও দাঁইহাটের হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা নিজ অর্থব্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সভা ঋণী। দুঃখের বিষয় এবৎসর সুযোগ্য ও প্রাচীন দেব শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বড় প্রচার করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে সভা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা, বি এ, কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রচার করিয়াছেন।

সভা হইতে এবার বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ে একটী সার্ব্বজনীন সভা কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে আহুত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী ও যোগদান করেন। তাঁহারা সকলেই এবং সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পঞ্চম, জনসংখ্যা। এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। চাঁদা অতি সামান্য উঠিল। এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না।

এবারে গত ১৩ মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ১০টী অধিবেশন হয়।

সভার উদ্দেশ্য প্রচার ভিন্ন সভা এবৎসরও নানাবিধ কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সভার সভ্য ভিন্ন মান্য গণ্য অপর বিশিষ্ট কায়স্থ মহোদয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, এবং গভর্ণমেণ্ট জনসংখ্যা গ্রহণে সভার আবেদন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার হিসাব।

১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৭ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত।

জমা।

প্রবেশিকা	১২৫৲
চাঁদা আদায়	১৩৯৬৶০
এককালীন দান	৪০০৲

রায়	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
কুমার	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র	১০০৲
মহারাজা	„ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	৫০৲
স্যার	„ চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট্	২৫৲
কুমার	„ শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব	২৫৲
	„ শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক	২৫৲
রায়	„ বিনোদবিহারী বসু	২০৲
	„ সারদাচরণ মিত্র	১৫৲
	„ তারকনাথ ঘোষ	১৫৲
রাজা	„ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	১০৲
	„ বিপিনবিহারী ঘোষ	১০৲
	„ যোগেশচন্দ্র সিংহ	৫৲

য়স্থ-পত্রিকা বিক্রয়	২৩৪/০
র্য্যবিবরণী বিক্রয়	১৪।৶১০
জ্ঞাপন বাবদ আয়	১৯৮৵০
স্তক বিক্রয়	১৵০
পবীত বিক্রয়	৩৵৶০
রমপুরের অধিবেশনের ফটো বিক্রয়	৭॥০
মাজিক সংবাদে আয়	।৵০
	২৩৮২৵১০
ত বর্ষের তহবীল মজুত	১২৪।/৫
মোট	২৫০৭/১৫

খরচ

শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেব মহারাজজীর পূজা	১৵০
য়স্থপত্রিকা মুদ্রণ খাতে	৭০১॥৶০
তন খাতে	৬৫৭॥৶০
ক খরচ	৩২৪৶১৫
চার খাতে	২৮১।/১০
টীভাড়া খাতে	১৪০৲
প্তরী খাতে	৭৪।১০

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ খাতে	৭১।৵০
পত্রাদি মুদ্রণ খাতে	৬৬৸৵০
গাড়ী ও ট্রামভাড়া	৫৭৶১৫
আসবাব ও দপ্তর সরঞ্জামী	৪৭।৵১০
বহরমপুরের অধিবেশন উপলক্ষে রিপোর্টার প্রভৃতির যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া	২৮॥০
বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ অধিবেশন খাতে	১৬।৴৫
বহরমপুর অধিবেশনের ফটো খরিদ	১২॥৴০
রেল কোম্পানীর সহিত মোকদ্দমা	১১৸৵১০
বিবিধ	১০৴১০
উপবীত খরিদ	৩॥৴০
	২৫০৬৸৴৫

কৈঃ—

জমা—

২৫০৭৶১৫

খরচ—

২৫০৬৸৴৫

তহবীল মজুত ।১০

সাড়ে চারি আনা মাত্র।

(স্বাক্ষর) H. SINHA AUDITOR 13-4-11

কার্য্য-বিবরণী পাঠ করা হইলে পর, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন :—

সভাপতির অভিভাষণ।

স্বজাতীয় কায়স্থ মহোদয়গণ, আপনাদিগকে আমার যথাযোগ্য অভিবাদন, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ। অদ্যকার সভায় মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ গণ্যমান্য জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ মহাত্মগণ থাকিতে আপনারা আমাকে সভাপতির আসন দান করিয়া যথেষ্ট স্নেহ ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। বহুদিন পরে আমরা আবার কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত হইয়াছি। নানা কারণে বর্ষাধিককাল এখানে উপযুক্ত অধিবেশন ও আন্দোলনের অভাবে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের পূর্ব্ব অনুরাগ, উদ্যম ও উৎসাহ অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের প্রথম উদ্যমে এই সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যাঁহাদের কায়িক, মানসিক ও আর্থিক আনুকূল্যে সভার উদ্দেশ্য-সাধনে আমরা এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন নিশ্চেষ্ট ও অনুরাগশূন্য, আবার তাঁহাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্যই আমরা আবার এখানে সমবেত হইয়াছি।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আপনাদিগকে কয়েকটী শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের এই সভার ও কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে যাঁহারা বিশেষ যত্নবান্, তন্মধ্যে আমাদের আজীবন সভ্য রাজা জানকীবল্লভ সেন, কায়স্থগৌরব সাহিত্যরথী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, আমাদের পরমহিতৈষী দরিদ্রবৎসল রায় বরদাপ্রসাদ বসু বর্ম্মা বাহাদুর, রায়েরকাটীর সেনবংশতিলক মহাত্মা নরনারায়ণ রায় চৌধুরী ও কাঞ্চনতলার জমিদার পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় গত বর্ষে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অভাবে আমাদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। কায়স্থসভার প্রথম অবস্থায় অন্যতম সহযোগী সভাপতি দত্তকুলবৃদ্ধ ৺নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়, বিশেষতঃ বৈষ্ণবচূড়ামণি সমাজসংস্কারক কর্ম্মবীর শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাদের অভাবে আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

এই সঙ্গে আর একটী সংবাদ দিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ সমাজ হইতে আমরা বহুকাল বিচ্ছিন্ন এবং তত্রত্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ এতদিন আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই দেখিতেন। কায়স্থ-সভার চেষ্টায় তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিশ্রুত কায়স্থ সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় তথাকার বিগত বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে তাঁহাদের স্বজাতি ও স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিয়া বাস্তবিক আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এজন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

জগৎপিতার শুভাশীর্ব্বাদে কায়স্থ সভা এক্ষণে দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই কয় বৎসর মধ্যে আমরা যে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠে আপনারা অনেকেই অবগত হইয়াছেন। সভার কার্য্য দিন দিন প্রসারিত হইতেছে ও সকল দিকেই আমাদের আশার সঞ্চার করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ যে দিকেই তাকাইয়া দেখি, কায়স্থ সমাজের অভ্যন্তরে জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। আজ কএক বর্ষ মধ্যবঙ্গের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইয়াছে, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যেরূপ স্বজাতির উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর তাহা বাস্তবিক অতি প্রশংসনীয়। পূর্ব্ববঙ্গের মহারথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহোদয়ের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে যে বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, আজ তাহা ফলফুলে সুশোভিত হইতে দেখিয়া বাস্তবিক আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। আপনারা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইবেন যে পূর্ব্ববঙ্গের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু প্রমুখ শত শত বঙ্গজ কুলীন ও মৌলিক ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এজন্য কায়স্থসভা তাঁহাদিগের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

বিশেষতঃ উদ্যমহীন বিপুল কায়স্থমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর সমাজের বয়োবৃদ্ধ দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ যেরূপ সৎসাহস ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া অল্পদিন হইল দ্বিজোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে যে তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বনিবেশিত কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী কায়স্থসমাজ যাহারা আত্মীয় স্বজনের মুখাপেক্ষী রহিয়াছেন, সত্বরে তাঁহারা কোন্নগরবাসী সংস্কৃত মহাত্মাগণের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মা চিত্রগুপ্তের বংশোচিত কার্য্য করিবেন।

কায়স্থ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আজ পঞ্চবিংশতি সহস্র কায়স্থ সন্তান সংস্কৃত, শত শত বাধা অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে শূদ্রাপবাদ চিরলুপ্ত

র জন্য বদ্ধপরিকর, ইহা যে কায়স্থ সভার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবজনক নাই।

কিন্তু বিরাট কায়স্থ সমাজের তুলনায় এখনও শতকরা ৫ জন ব্যক্তি সংস্কার করেন নাই। সুতরাং এই সুবিশাল সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সমবেত ও বিপুল আয়োজন আবশ্যক। সংস্কৃতই হউন আর অসংস্কৃতই হউন মনো- ম বা মতদ্বৈধ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর দ্বেষহিংসা ভুলিয়া স্বজাতির, স্ব র ও স্ব স্ব পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য সকলকে সদাচার অবলম্বন তে হইবে। সদাচার কি? মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ সকলেই শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত র্ত্তনকেই সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সকলেই চিত্রগুপ্ত ল কায়স্থ সন্তান, আমাদের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সদাচার কি? এ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"ক্ষত্রিয়াণাংহি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম বৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালনকর্ম্মনি।
নিরতশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽহ্য ভবিষ্যতি।"

(সহ্যাদ্রিখণ্ড, ৬৬।৬৮)।

র্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বেদাধ্যয়ন, যেরূপ যজ্ঞকর্ম্ম ও পালন কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, কায়স্থ তাহাই করিবে, ইহাই চিত্রগুপ্তের স্বধর্ম্ম। ং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ আমাদের স্বধর্ম্ম। সুতরাং প্রাণপণে আমরা রণে প্রবৃত্ত হইব। কখনই কর্ত্তব্য পালনে বিচলিত হইব না।

ীয় কায়স্থ সমাজে সংস্কার প্রচলনকল্পে সভার প্রথম উদ্দেশ্য অনেকটা রী হইলেও সভার অপরাপর উদ্দেশ্যসাধনে এখনও আমরা অনেকটা তে রহিয়াছি। কায়স্থ সমাজে বরপণরূপ যে কঠিন ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে ং আমরা তাহার উপযুক্ত ঔষধ বিধান করিতে পারিতেছি না, এই অনর্থ ের জন্য কতিপয় মহাত্মা স্বার্থত্যাগরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিরাট কায়স্থ সমাজের তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়! যদি সমাজকে আমরা রাখিতে চাই, যদি কায়স্থ সন্তান বলিয়া গৌরব ভাবি, তাহা হইলে সমাজের এই মর্ম্মন্তুদ কুপ্রথা নিবারণ করিবার জন্য সকলে অগ্রসর হউন। কায়স্থসভা এই কাল বরপণ উঠাইবার জন্য কত সভাসমিতি, কত আবেদন, কত অনুযোগ কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল না হইবার কারণ কি? সমবেত

চেষ্টায় ও সাধারণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব। আসুন সকলে আমরা এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হই, ধ্বংশোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করি।

মিলনই প্রধান সমাজশক্তি। আমাদের চারি শ্রেণীর কায়স্থকে সম্মিলিত করিতে হইলে পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপন আবশ্যক। এ সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতেছি, আমরা কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সকলে আত্মীয়তাপাশে আবদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় সমাজদেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার করি। কায়স্থ সভার গুরুতর উদ্দেশ্যগুলি সুসাধনকল্পে ধর্ম্মবল ও সমাজবলের সঙ্গে অর্থ বলও একান্ত প্রয়োজন। এই বঙ্গ দেশে ৭ লক্ষ কায়স্থের বাস, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে মোটে ৭ হাজার টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে আমরা অনেক কার্য্যই করিতে পারিতেছি না। সমাজের নানা অভাব ও অভিযোগ নিবারণ করিতে হইলে আমাদের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করি, আমাদের কায়স্থ সমাজ ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ সকলেই চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করিবেন।

আমরা সকলে যে ধর্ম্মাচরণে অগ্রসর হইতেছি তাহাই লোকজ্যেষ্ঠ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্মের আশ্রয়েই সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, অতএব আমরা যদি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম "পুনঃ প্রতিষ্ঠা" করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে কেবল কায়স্থ সমাজ বলিয়া নহে, সমগ্র হিন্দু সমাজে আবার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। আপনারা একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিতে পাইবেন বঙ্গের আব্রাহ্মণ সকল জাতি আপনাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, আপনাদের আদর্শ ও অভ্যুদয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আজ বঙ্গের উচ্চ নীচ সকল জাতি স্ব স্ব সামাজিক ও ধর্ম্ম নৈতিক পথে অগ্রসর, আজ আপনারা বঙ্গের সমগ্র হিন্দু সমাজের উন্নতিমার্গের পরিচালক হইয়াছেন—মনে রাখিবেন, আপনাদের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে বঙ্গীয় বিরাট হিন্দু সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। কায়স্থ সভা, কায়স্থ সমাজের সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সমাজের উন্নতি ও শুভ সমৃদ্ধি কামনা করেন। পরম মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমাদের কায়স্থ সভার সাধু উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হউক, আবার বঙ্গে সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক, আবার বঙ্গের গৃহে গৃহে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বেদঘোষ নিনাদিত হউক, আবার ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে কায়স্থ সমাজ উদ্ভাসিত ও সুখশান্তিতে বিভূষিত হউক।

...ভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

প্রথম প্রস্তাব। ভারত সম্রাটের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে অদ্যকার অধিবেশনে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ। (উত্তররাঢ়ী)।

অনুমোদক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্। ঐ

সমর্থক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা, বি এ। (দক্ষিণরাঢ়ী)।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী আলোচিত হয় :—

দ্বিতীয় প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা পুনরায় তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী ...ধানুসারে বঙ্গের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কায়স্থমণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক:—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়। তিনি ...তঃ বঙ্গীয় কায়স্থের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে নমস্কার করিয়া বলেন যে এই প্রস্তাবটী কায়স্থ সমাজের মূল ভিত্তি স্বরূপ। কেননা বর্ত্তমান ...সমাজের ভগ্নস্তূপের উপর যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজাট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ...র তাহার প্রধান ও প্রথম উপকরণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ। ফলতঃ কায়স্থ ...গণ! লোকজ্যেষ্ঠ ও লোকশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সমাজ বঙ্গে নির্ম্মিত না হইলে ...ঙ্গে সুখ-শান্তি কখনও বিরাজ করিবে না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মানসপুত্র "শূদ্র" সমাজ দ্বারা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের অধোগতি ব্যতীত কদাপি উন্নতি ...য় না। যদিও ব্রাহ্মণগণ ভুলিয়া যান, আপনারা স্মরণ রাখিবেন ...ন্য মুখমাসীৎ" হইবার বহুপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ...ই বেদব্যাস বলিয়াছিলেন---

"সর্ব্বধর্ম্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্" (শান্তিপর্ব্ব)।

এই কায়স্থ সভার সৃষ্টি হইতে আজ দশবৎসর কাল এই আদি প্রস্তাবটী আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হইতেছে, এবং আমার বিশ্বাস যে পর্য্যন্ত বঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের পূর্ণ বিবর্ত্তন না হয়, তাবৎকাল এই সভা তারস্বরে এই মহামঙ্গলকর প্রস্তাব সমগ্র জগতে ঘোষণা করিবেন। এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিয়া গত বৎসরের কার্য্য তীব্র বেগে ধাবিত হইয়াছে। এই সংবাদ কায়স্থ সভার পক্ষে নিতান্ত সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই সভার প্রতিনিধিগণ বঙ্গের নানা স্থানে যে প্রকার উত্তম সহকারে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে আশা হয় কায়স্থ সমাজ চিরাভ্যস্ত জড়তা ও ভিরুতা ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় সমাজ নির্ম্মাণে তৎপর হইয়াছেন। আর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে এই ক্ষত্রিয় সমাজ বঙ্গে নির্ম্মিত না হইলে তাঁহাদের মঙ্গল নাই। সমাজশীর্ষে তাঁহাদিগের আসন টলিবে না, বরং ক্ষত্রিয় দ্বারা দৃঢ়তর ভাবে স্থাপিত হইবে। তাঁহারা মনু মহারাজের বাক্য যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন

"না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি, নাক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে"।

জিজ্ঞাসা করি সেই ক্ষত্রিয়জাতি আজি কোথায়? ব্রাহ্মণ সমাজকে উদ্ধার করিতে আমরা বাহুবলে ক্ষত্রিয় সমাজ নির্ম্মাণ করিতেছি। উপবীতধারী কায়স্থ মহাত্মাগণ! কত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গত বর্ষে আপনারা যে মহৎ ব্রতের উদ্যাপন করিয়াছেন, তাহাই যেন কায়স্থ সমাজের ধ্রুবতারা রূপে পরিণত হয়। জীর্ণ শীর্ণ মলিন গতবর্ষ কালের অনন্তোৎসঙ্গে বিলীন হইয়াছে, আসুন ভ্রাতৃগণ! নববর্ষের নবীন তেজে ক্ষত্রিয় সমাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হই। আজ সভাগৃহে আমার সহযোগী মহাত্মাগণকে দর্শন করিয়া আমার মন নবীন তেজে প্রদীপ্ত হইতেছে। আর শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাত্মাগণ! আজ দশবর্ষকাল ইতঃস্তত করিয়াও আপনাদিগের ভ্রান্তি বিদূরিত হইল না। আপনারা কায়স্থ, কিন্তু কোন্ বর্ণান্তর্গত? মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥"

আপনারা শূদ্র হইতে পারেন না, কেন না শূদ্রপাদজ, আপনারা ব্রহ্মার কায়া (বাহু) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন?

[এই সময়ে একজন কায়স্থ যুবক সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "আমরা কায়স্থ, কায়স্থই"] কায়স্থ জাতি বাচক শব্দ বর্ণবাচক নহে।

চারিটী বর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণ নাই। আপনারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় ক্ষত্রিয়

...য় বৈশ্য আমরা যখন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য নহি তখন নিশ্চয় ক্ষত্রিয় তৎপ্রতি ...ক নাই। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, শাব্দ ও অনুমান। ...ব্দ ও অনুমান দূরে রাখিয়া, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গীয় ...য়স্থ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর ও ক্ষত্রিয়। বঙ্গীয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ ...ব গ্রাহী হইয়া কায়স্থ সমাজের বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা ...ন করিতেন, আজিও জ্ঞানের অভাবে কেহ কেহ মনে করেন, যে ঘোষ ...মুখ বঙ্গীয় কায়স্থগণ দ্বারা কায়স্থ সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ফলতঃ কায়স্থ ...কটী বিরাট জাতি। ইহার জনবল সমগ্র ভারতে প্রায় ৯০ লক্ষ। কুমেরিকা হইতে ...িমাচল ও ব্রহ্মপুত্র হইতে কাবুলের প্রত্যন্ত ভাগ পর্য্যন্ত এমন কোনও প্রধান ...গর ভারতে নাই যেখানে কায়স্থগণ বাস না করেন। এই বিশাল জাতি প্রধানতঃ তিনটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—যথা চিত্রগুপ্ত, চান্দ্রসেনী ও প্রভূ ...য়স্থ। বঙ্গের ত্রয়োদশ লক্ষ ব্যতীত আর ভারতীয় সপ্তসপ্ততিতম লক্ষ কায়স্থ ...কলেই ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন ও ত্রয়োদশ দিন অশৌচ পালন করেন। আমরা ...ীয় কায়স্থজাতি সেই বিরাট জাতির এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। আপনারা কি আপনাদের জাতীয় সংস্কার গ্রহণ করিবেন না? হা ধিক্! দুঃখের বিষয় কি ...নিব আজ এই বেদীর উপর কায়স্থ সমাজের নেতাগণকেও শূদ্রাচারী দেখিয়া আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল শূল বিদ্ধ হইতেছে। আর আমার সম্মুখে কত শত ...য়স্থ শূদ্রাচারী হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে এই সভার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে-...ছেন। আজ দশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন অভিমানে কায়স্থ সমাজের শূদ্রাত্বাপবাদ কলঙ্ক ঘুচিল না! এই সমাজ শত্রুকে বিনাশ না করিলে আমাদিগের মঙ্গল নাই। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আজ এই সাহিত্য-পারিষদ্-মন্দির প্রাঙ্গন-কুরুক্ষেত্রে পরিণত হউক, শূদ্রাচারী কুরুদলের সহিত স্বধর্ম্মে আশ্রিত পাণ্ডবগণের দ্বৈরথযুদ্ধের সমাবেশ হউক। আজ শূদ্রত্ব শত্রুবিনাস করিয়া 'জয়স্তু কায়স্থ ক্ষত্রিয়ানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন' এই মহতী বাণীর বিজয় ঘোষণা করি। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! সত্যের জয় অবশ্যই হইবে। আজ হউক আর দশ বৎসর পরেই হউক বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হইয়া একটী মহতী জাতীতে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সামান্য কীটানু হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত দুইটী দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। একটী আত্ম-রক্ষা, দ্বিতীয় সমাজ রক্ষা। দলবদ্ধ অবস্থায় প্রাণিগণ যদি নিজ২ সমাজ রক্ষা, না করে তবে তাঁহাদিগের মরণের পথে প্রস্থান করিতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন "জীবন সংগ্রামে উপযুক্তেরই জয়" (survival of the fittest)। আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এই

পবিত্র 'প্রাচীন' বেদমন্ত্রে অভিসিক্ত যজ্ঞোপবীতের দ্বারা বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থজাতি মধ্যে একটী সমীকরণ করি। যেমন অট্টালিকা নির্ম্মিত না হইলে, আভ্যন্তরিক কারুকার্য্যের সমাবেশ হয় না, তদ্রূপ কায়স্থ সমাজমধ্যে ক্ষত্রিয় জাতির গঠন না হইলে আন্তর্গনিক বিবাহ কি পণ প্রথার উচ্ছেদন কার্য্য পরিণত করা যায় না। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব করিবেন না, স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করুন। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ জ্ঞানসাগর মহাশয় সভাপতির অনুমতি লইয়া উক্ত প্রস্তাবটী অনুমোদন করিতে বলেন যে যাঁহারা কায়স্থ সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং বর্ত্তমানে যাঁহাদের আসন অতি উচ্চে ও এই সভায় যাহারা বিশিষ্ট ও মাননীয় পদে আসীন এরূপ লোকে যে সভার গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সৎসাহস দেখাইতে পারেন না ইহা অতীব বিস্ময় ও দুঃখের কথা।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় উক্ত প্রস্তাবটী সমর্থন করিতে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী পাঠ করেন :—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তি বহুবিধ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রশ্ন করিতেছেন যে,—

(ক) কায়স্থেরা বলেন তাঁহাদের পূর্ব্বে উপনয়ন ছিল, তান্ত্রিকতার প্রভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহার প্রমাণ কি? অনেক ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ও আছেন, কিন্তু তাহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই কেন?

(খ) কায়স্থেরা কত দিন হইল ও কোন পুরুষে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন?

(গ) শূদ্র পিতার ক্ষত্রিয় পুত্র কি প্রণালীতে, কয় দিনে অশৌচপালন ও শ্রাদ্ধাদি করিবে?

(ঘ) পিতা অনুপনীত, পুত্র উপনীত, পুত্রের বিবাহের কুশণ্ডিকা, হোম ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কে করিবে?

(ঙ) কন্যার পিতা অনুপনীত, বর উপনীত, কিম্বা বর অনুপনীত কন্যার পিতা উপনীত, সুতরাং উপনীত অনুপনীতে বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? ইত্যাদি।

অধিকতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া, আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সকল সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের উপনয়ন প্রথা পূর্ব্বে ছিল। এখনও বঙ্গের কোন কোন স্থানের কায়স্থ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় কায়স্থগণ উপবীত ধারী। এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে যে ভারতের ৯৫ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে মাত্র বঙ্গের ১০ লক্ষ

কায়স্থের উপবীত নাই। প্রায় ৮৫ লক্ষ কায়স্থের উপবীত থাকা সত্ত্বেও ১০ লক্ষের উপবীতহীনতা অবলোকন করিয়াই, কায়স্থগণ শূদ্র, ইহারা উপবীত গ্রহণে অনধিকারী ইত্যাদি ভীষণ রব তুলিয়া কোন কোন ব্যক্তি গগণ বিদীর্ণ ও ব্রাহ্মণের উপবীতের মর্য্যাদা নষ্ট হইল—অতঃপর ব্রাহ্মণের পৈতায় কড়ি বাঁধিতে হইবে বলিয়া বক্ষে করাঘাত করতঃ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন। গৌড়ীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিলেও বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ভয়ে যে সকল গৌড়ীয় কায়স্থ পশ্চিমে পলায়ন করিয়াছিলেন তাহারাও অদ্যাবধি উপবীতধারী এবং আপনাদিগকে গৌড়ীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয় কায়স্থগণ যে উপবীতধারী ছিলেন ও এখনও আছেন ইহাও তাহার অর্থাৎ কায়স্থগণের উপবীতাধিকারীত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধ্রুবানন্দ মিশ্র তৎপ্রণীত কারিকায় লিখিয়াছেন :—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততোকালে গতেচাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্॥

রামানন্দ 'মিশ্র-কৃত-কুল-দীপিকায়' দেখিতে পাই :—

কায়স্থত্যজয়ং সূত্রং বৌদ্ধেতু বিপ্রহীনতঃ।
ততঃকালে গতে সর্ব্বে বগলামন্ত্র-দীক্ষিতাঃ।
* * * *
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসত্তমাঃ॥

মাধবাচার্য্যকৃত 'শঙ্কর-বিজয়-গ্রন্থের' ষোড়শ সর্গের টীকায় আছে :—

তস্মাদ্বিমূঢ়তাং ত্যক্ত্বা ভ্রষ্টব্রাহ্মণজাতিতঃ প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠেয়
মিত্যুক্ত্বাস্তে পরং গুরুং নত্বা প্রায়শ্চিত্তমেবাশুকৃত্বা
শুদ্ধাদ্বৈতসম্মতা সাধুবৃত্তাঃ সংকর্ম্মস্থা॥

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, যে সকল স্থানে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল ঐ সকল স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করায় যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণের যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মোপনিষদে আছে :—

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতংসূত্রে মণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শীবান॥

অর্থাৎ সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাতে গ্রথিত রহিয়াছে তত্ত্বদর্শী যোগীরা সেই সূত্রই ধারণ করেন।

বাহ্যসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।

ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্‌যঃ সচেতনঃ॥

অর্থাৎ বিদ্যাবান যোগাশ্রিত হইয়া বাহ্যসূত্র পরিত্যাগ করিবে। তিনিই জ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন। আমরা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিতে পাই ব্রহ্মভাব ও যোগের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। ৪৫।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।

তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥৭১।

ভগবানের উপরোক্ত বাক্যে আমরা বুঝিতে পারি যে ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনভিভূত হইয়া কামনা ত্যাগ করতঃ কার্য্য করিতে পারিলেই যোগী হওয়া যায়। গায়ে ছাই মাখিয়া চিমটা হাতে করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেই যোগী হয় না। রাজর্ষি জনক এইরূপ যোগী ছিলেন এবং ভগবান অর্জ্জুনকে এইরূপ যোগী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন যোগীর বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, বৈদিক ক্রিয়া না করার জন্য পাপও হয় না বরং মুক্তিলাভই সংঘটিত হয়। সাংসারিক ক্রিয়া কর্ম্ম, জপ তপ, যাগ, যজ্ঞ, পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই মুক্তির জন্য করা হয়। যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ ঘটিলে মুক্তি আপনাআপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্মের প্রয়োজন কি? এই সকল বিবেচনা করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানী উপনিষদ ভক্তগণ উপনিষদের বিধান বলে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ

করেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, বরং ত্যাগ না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ তাহা শাস্ত্রীয় মত বিরুদ্ধ। তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিবর্গও গুরু গায়ত্রীও বীজমন্ত্র জপ করিতে সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাই।

কুলে কুলানাং নিয়মো ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।

সর্ব্বদা সর্ব্বদেশেষু নাত্র কার্য্য বিচারণা॥ ১৫।৩ উল্লাস।

সকল সময় সকল সমাজেই দেখা যায় যে, বৈষয়িক ব্যক্তিগণ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী না হইলেও বিশেষভাবে জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষপাতী। যাজক ব্রাহ্মণগণ বিপরীত। তাঁহারা ক্রিয়া কাণ্ডের পক্ষপাতী কিন্তু জ্ঞান কাণ্ডের উপর সেরূপ আস্থাবান নহেন। বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যে বিষয়ের আবশ্যকতা অনুভব করেন না, তাঁহারা তাহার পক্ষপাতী নহেন। বৌদ্ধযুগে যখন জ্ঞান কাণ্ডের বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ হয় এবং বৌদ্ধশ্রমণগণ চার্ব্বাকাদি প্রণীত গ্রন্থ সাহায্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবৈধতা ও অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং রাজগণ সেই ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হন, তখন রাজভক্ত ও পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী ক্ষত্রিয়বৃন্দ রাজার সন্তোষ বিধানার্থ সূত্রের আবশ্যকতা না দেখিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতঃ যে, সূত্র পরিত্যাগ করিবেন ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের বিধান বলে ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

যখন তান্ত্রিক দীক্ষা ও বৈষ্ণব দীক্ষা ধর্ম্মজগতে প্রবেশলাভ করে নাই তখন দীক্ষা নামক সংস্কারের অস্তিত্ব লোকে অবগত ছিল না। তখন বেদ অধ্যয়নই প্রধান কার্য্য করিত এবং ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ নামে পরিচিত ছিল। উপনয়ন সংস্কার বেদ স্বাধ্যায় ব্রতের প্রথম সোপান; মানবক গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বেদপাঠের প্রার্থনা জানাইলে, গুরু তাঁহার এই সংস্কার করাইয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতেন এবং এই সময় হইতে ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত মানবক গুরূপদেশ গ্রহণ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইতেন।

গোভিল গৃহ্যসূত্রের উপনয়ন সংস্কারের বিধান মধ্যে গলায় পৈতা ধারণের বিধান আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত প্রধানগণের ইহা স্বীকৃত। সূত্র গ্রহণের পরিবর্ত্তে মানবক বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য গুরুর নিকট উপনীত হইতেন তাহার প্রমাণই পাওয়া যায়। এই "উপনীত" শব্দ হইতেই "উপনয়ন শব্দের

সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সূত্র গ্রহণ উপনয়ন সংস্কারের আদৌ উদ্দেশ্য নয়— বেদ অধ্যয়নই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। গোভিল বলেন :-

অথৈনং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং মুঞ্জমেখলাং পরিহরণ বাচয়তীয়ং
দুরুক্তাং পরিধমাণেতৃতস্য গোপত্রী তিচ্। ৩৭।
অথোপসীদত্যধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবানণুব্রবীত্বিতি॥ ৩৮।

অর্থাৎ আচার্য্য মুঞ্জের নির্ম্মিত মেখলা (কটীবন্ধনী) ত্রিরাবৃত্ত করিয়া পরাইয়া "ইদং দুরুক্তাৎ" ও "ঋতস্য গোপ্‌ত্রী" এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অনন্তর মানবক গুরুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া নম্রভাবে প্রার্থনা করিবেন, "ভো গুরো! আমাকে বেদ অধ্যয়ন করান, আমাকে সাবিত্রী উপদেশ প্রদান করুন।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সত্যব্রত সাম্যশ্রমী মহাশয় বলিয়াছেন, ঋতস্য গোপ্‌ত্রী এই মন্ত্র পাঠের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবার রীতি আছে কিন্তু তদ্বিষয়ে সূত্রকার কিছুই বলেন নাই। যদি মুঞ্জ নির্ম্মিত মেখলাকে উপবীত বলা যায়, তাহা হইলে উহার কোনই মূল্য থাকে না; কারণ উপনয়নের পরই মেখলা পরিত্যক্ত হয়।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ পূর্ণ স্থানে কায়স্থগণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ৪টি মঠে তদ্বিষয়ক প্রমাণ রহিয়াছে এবং মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থের টীকায় ইহার যে প্রমাণ রহিয়াছে আমরা পূর্ব্বে তাহা দেখাইয়াছি এবং পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ইহা অবগত আছেন। বিশেষতঃ "রাঢ়ী বারেন্দ্র দোষ কারিকা" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই :—

এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বা।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রপ্রমুখ জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রবল তেজ খর্ব্বীকৃত করতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ব্রত, নিয়ম, দেবদেবীর পূজার্চ্চনা, বৈদিক যাগযজ্ঞের স্থান অধিকার করে, এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। যাজন ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণগণই প্রথমতঃ উপনয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই দেশে যখন পুনরায় হিন্দুচিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ব্রাহ্মণগণ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন সকল স্থানের কায়স্থ উপবীত

রহেন, বৌদ্ধ যুগেও তেমনই সকল ব্রাহ্মণ উপবীত হীন হন নাই। গৌড়ীয় বেগারের কতক কতক কায়স্থের ন্যায় বেহারী ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে বীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের এই ভ্রষ্টতার নিমিত্তই রাজ আদিশূরের সময় দেশে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব হওয়ায় রাজা সম্পাদনের জন্য কনোজ হইতে প্রকৃত নিষ্ঠাবান সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আইয়াছিলেন। বোধ হয় এই কনোজীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চকের উপবীত সদাচার দেখিয়া কদাচারী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ সমাজ মধ্যে বীত গ্রহণ ও সদাচারের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। এই জন্যই বর্ত্তমানে বীতহীন ব্রাত্য ব্রাহ্মণ লক্ষিত হয় না। মনু মহাশয় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্রাত্য ণেরও যখন উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমানে ব্রাত্য ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখা না কেন? ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ চিরদিনের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? সত্যের রক্ষার জন্য বলিতে হয় স্বার্থবশে ও প্রয়োজন সংসাধনার্থ ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ রেই, ক্রমশঃই হউক বা রাতারাতিই হউক, ব্রাত্যত্ব পরিহার করতঃ বিশুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কায়স্থের মধ্যে যেমন গৌড়ীয় কায়স্থ আছেন, সমাজেও সেইরূপ "গৌড়ীয় বা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ আজকাল দেখা যায় ইহা বস্তুতঃই বিষম আশ্চর্য্যের বিষয়! সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সমাজ যে কুলে কিরূপ সম্ভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ তাহা কি কাহারও অবিদিত আছে? কিন্তু এই সমাজকেও এ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ কবলিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা আপত্তি করেন নাই; যাই হ'ক বর্ত্তমানে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন র ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় গৌড়ীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের সহিত হইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সপ্তশতী গণ বৈদিকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রি গিয়াছেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ যেমন উপবীত ও সদাচার গ্রহণ করিয়া আদিগের সামাজিক অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন, তেমনই নবাগত পশ্চিম য় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় ও সপ্তশতী বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে দ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের বংশধরগণ মাতুল মাতামহগণের দৃষ্টান্তে বেদাধ্যয়নে ষ্ট হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়রাজ লক্ষ্মণসেনের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সর্ব্বজন ইলায়ুধ তাঁহার "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" লিখিয়াছেন :—

ততঃ কলৌ আয়ু প্রজা উৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বসৎ।
উৎকলপাশ্চাত্যাদিভিবেদাধ্যয়ণ মাত্রং ক্রিয়তে॥

রাঢ়ীয় বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদ্বিনা কিল বেদার্থকর্ম্ম।
মীমাংসা দ্বারেণ যজ্ঞে ইতি কর্ত্তব্যতা বিচার ক্রিয়তে॥

পূর্ব্বকালে কেবল বর্ণচিহ্ন ধারণ করিলেই চলিত না, বর্ণোচিত কাজ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ সন্তান বেদ ও অগ্নি বিবর্জিত হইয়া মাত্র উপবীতের বলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন না; পরন্তু বর্ণচিহ্নহীন ব্রাহ্মণ সদাচারী ও বেদজ্ঞ হইলে দেবতা বলিয়াও পূজিত হইতেন। মনু বলেন :—

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥
ফলং কতক বৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥৬।৬৭।৬

অর্থাৎ যে কোন আশ্রমী ব্যক্তি দূষিত হইয়াও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তাহার ধর্ম্ম কার্য্য করা হইবে। মাত্র বর্ণাশ্রমাদীর চিহ্ন ধারণ করিলে ধর্ম্ম হয় না। যেমন নির্ম্মলী ফল জলে দিলে জল পরিষ্কার হয় কিন্তু তাহার নাম গ্রহণে জল পরিষ্কার হয় না। আবার দেখিতে পাই :—

অশ্রোত্রিয়া অননুবাকা অনগ্নয়ো বা শূদ্রসধর্ম্মানোভবন্তি।
মানবঞ্চাত্র শ্লোক মুদাহরন্তি।
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ১-৪।৩ বশিষ্ঠ।

বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। অর্থাৎ বেদধ্যয়নবিরত নিরগ্নি দ্বিজাতি শূদ্রতুল্য যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে সে সবংশে ইহ জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বেদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সূত্র গলায় দিলেও হীনতার হস্ত হইতে রক্ষার উপায় নাই। বর্ণচিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে যখন বিহিত কর্ম্মের আবশ্যক, তখন এ দেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত উপবীত হীন হইলেও দানাদি ধর্ম্ম কার্য্যে হীন নহেন, সুতরাং উপবীত হীনতা নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়েন নাই। কায়স্থ চিরদিনই দানশীল ও পরোপকারী। কায়স্থ জাতীয় গুণ সম্বন্ধে 'মিশ্রকারিকা' বলেন :—

বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজধর্ম্মী দয়াশীলো কায়স্থ সপ্তলক্ষণঃ॥

এবং কলিতে দানই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—

তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥৮৬।১ মনু ও পরাশর।

সুতরাং উপবীতহীন হইয়াও দানে মুক্ত হস্ত থাকায় কায়স্থগণের কোনই পাপস্পর্শ হয় নাই। অধিক দিনের কথা নহে—হিন্দু সমাজে শিখা ও মালার প্রসার ছিল। হিন্দু মাত্রেই গলায় মালা দিতেন ও মাথায় টিকি রাখিতেন। যাহার গলায় মালা ও মাথায় টিকি না থাকিত কেহই তাহার হস্তে জল গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু এখন কয় জনের মালা ও শিখা দেখিতে পাই? মুষ্টিমেয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি ভিন্ন আর বড় একটা কাহারও মালা ও টিকি দেখি না। ফলতঃ বৈষয়িক ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই মালা ও টিকি পরিত্যাগ করিয়াছেন। মালা ও টিকিকে দৃষ্টকটু ও সভ্যতা বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া এবং অকারণ উহা ধারণ করা ভার বহন মাত্র বিবেচনা করিয়া যেমন তাঁহারা টিকি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং "শিখাংস্যাং বৌষ্ট" এই শাস্ত্র বাক্যে টিকির একান্ত প্রয়োজন হইলেও যেমন বর্ত্তমানে কেহ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টিকির মায়ায় জলাঞ্জলী দিয়াছেন ও যথানামে সারিতেছেন, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী কায়স্থগণ বেদাধ্যয়নের অভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বেদাধ্যয়ন না করিলেও যাজন ক্রিয়ার জন্য ব্রাহ্মণগণ সূত্রগুচ্ছ গলায় রাখিয়াছিলেন, কায়স্থগণ তদ্রূপ না করাতেই কি তাঁহারা পতিত হইয়া গিয়াছেন? বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? ফলতঃ উপবীত হীন কায়স্থ ও বেদ অগ্নিহীন ব্রাহ্মণ উভয়েই সমান ও তুল্য পাতকী। উপবীত হীনতার জন্যই যদি ব্রাহ্মণগণ কায়স্থগণকে শূদ্র বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না তখন বেদ ও অগ্নি রহিত হইয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেই বা লজ্জিত হন না কেন? আর বেদ অধ্যয়নই যখন উপনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য—যজ্ঞসূত্র ধারণ উদ্দেশ্য নয়, তখন পুরুষ যাবৎ বেদ অগ্নি পরিত্যাগী ব্রাহ্মণগণই বা স্ব স্ব পুত্রের উপনয়ন সংস্কার কেন কোন্ শাস্ত্র বলে? শাস্ত্রমতে শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণের সন্তানগণের যখন উপনয়ন হইতে পারে ও দেওয়াইতে পারেন তখন বেদ অনাধ্যায়ী, বহুকাল যাবৎ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগী ক্ষাত্রবর্ণীয় এ দেশীয় কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না কোন্ শাস্ত্রের কোন বিধান বলে? 'আপনার বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি' করিলে চলিবে কেন?

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ কোন্ পুরুষে ব্রাত্য হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত এবং তাঁহাদের কোন পুরুষে উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের

স্মরণাতীত। সেই কারণেই আপস্তম্বোক্ত যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। বঙ্গাগত কায়স্থগণ যে দ্বিজধর্ম্মী সুতরাং উপবীতি ছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও অনুমান সাহায্যে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা :—

(১) আদিশূরানীত কায়স্থগণ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আগমন করেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ সকল কায়স্থ যে সকল স্থান হইতে আসিবার কথা কুলজী গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ আছে, ঐ সকল স্থানের কায়স্থগণ অদ্যাপিও উপবীতধারী ও দ্বাদশাহ অশৌচপালনকারী। সুতরাং বঙ্গাগত কায়স্থগণও যে, বঙ্গে আসিবার সময় উপবীতি আসিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি তাঁহারা সোপবীতিই আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা উপবীত হীন হইলেন কিরূপে?

যেমন বঙ্গাগত সাগ্নিক বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্তান গৌড়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে আসিয়া অল্পদিন মধ্যেই বেদজ্ঞান হীন, অগ্নিরহিত, ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া কলাপ বর্জ্জিত ও সদাচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, তেমনই নানাকারণে এবং গৌড়ীয় কায়স্থের সংখ্যাধিক্য বশতঃ ও সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের সহানুভূতির অভাবে কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিতে বিশেষতঃ বৌদ্ধমতের প্রচারাধিক্য বশতঃ উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ৯৫ লক্ষ কায়স্থের উপবীত থাকিল আর বঙ্গের মুষ্টিমেয় কায়স্থের উপবীত থাকিল না ইহার কারণ কি? কায়স্থ যদি শূদ্র হইত তবে কোন কায়স্থেরই উপবীত থাকিত না। যখন সমগ্র ভারতের প্রায় কোটী পরিমিত কায়স্থের মধ্যে বাঙ্গালার কায়স্থেরই উপবীত নাই এবং দেখা যাইতেছে সকলেই এক চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান এবং সকলেই "কায়স্থ" এই সাধারণ সংজ্ঞায় পরিচিত তখন অন্যান্য প্রদেশীয় দায়াদগণের ন্যায় এখানকার কায়স্থগণও যে উপবীত গ্রহণের অধিকারী তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। অন্যান্য যাবতীয় দেশের কায়স্থগণের যখন উপবীত আছে, তখন ইঁহাদেরও ছিল. কোন কারণাধীনে কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, বঙ্গের কায়স্থগণের সহিত অন্যান্য স্থানের কায়স্থগণের কোন সম্বন্ধ নাই এবং পরস্পর পৃথক জাতি, তবে তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই, পৃথক জাতি হইলে বঙ্গের ও অন্যান্য স্থানের কায়স্থ মাত্রকেই "কায়স্থ" জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে হইত না—বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি হইলে বিভিন্ন সংজ্ঞা হইত। এবং কুলগ্রন্থও তাঁহাদিগকে সূর্য্যধ্বজ, বসুবংশ সম্ভব, অগ্নিকুলোদ্ভব প্রভৃতি বলিয়া

উল্লেখ করিতেন না ও পশ্চিমাঞ্চলবাসী গৌড় কায়স্থ, যাহারা বৌদ্ধ বিপ্লবে জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য গৌড়দেশ হইতে পলায়ন করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এখনও পর্য্যন্ত উপবীত দেখা যাইত না। ফলতঃ অনধীত বেদ ও অগ্নিরহিত এবং স্ববৃত্তি অবলম্বী বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের আচারভ্রষ্টতা যেমন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ব্রাহ্মণত্ব অসাব্যস্থ করিতে পারে না, তেমনই বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপবীতহীনতা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের দ্বিজত্ব ও উপবীতাধিকারিত্ব অপ্রমাণিত করিতে পারেনা।

(২) কায়স্থের আদিপুরুষ যে ক্ষাত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অধিকারী ছিলেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। যথা :—

(ক) মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।

* * * *

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।

* * * *

ক্ষত্রবর্ণোচিতধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধিঃ। (ভবিষ্যপুরাণ)

(খ) ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে॥

* * * *

সংস্কারাদিনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয় জাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনাং॥ (বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড)

(গ) ধর্ম্মরাজস্তুতং স্পষ্ট চিত্রগুপ্তেন সংযুক্ত। (গরুড়পুরাণ)

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রমাণে কায়স্থের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব যে ক্ষত্রিয়বর্ণীয় ও দ্বিজধর্ম্মী ছিলেন তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তবে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন ইহার উল্লেখ নাই বটে এবং উল্লেখ না থাকাতেই যদি কায়স্থের উপনয়নত্ব সিদ্ধ না হয় তাহা হইতে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের উপনয়নই বা সিদ্ধ হয় কেমন করিয়া? শাস্ত্রে ব্রহ্মার এবং মরিচ্যাদি ঋষির উপনয়নের কোন প্রমাণ নাই; কাজেই ব্রহ্মার এবং উক্ত ঋষিগণের উপনয়ন যদি ইহা স্বীকার করিলে কায়স্থাদিপুরুষ চিত্রগুপ্তেরও উপনয়ন ছিল ইহা স্বীকার করিতে বিপক্ষ পক্ষ বাধ্য।

পক্ষান্তরে ব্রহ্মার যে উপবীত ছিল না উপনিষদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়:—

অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।

ব্রাত্যস্তং প্রাণৈক ঋষিবত্তা ইত্যাদি। ৬-১৩।

(অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদ ২য় প্রশ্ন)

ভগবান শঙ্করাচার্য্য "ব্রাতস্তং প্রাণ" ইহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন যে, "হে প্রাণ! ত্বম্ ব্রাত্য। প্রথমজত্বাৎ অন্যস্য সংস্কর্তুঃ অভাবাৎ অসংস্কৃত স্বভাবতঃ এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ"।

এখানে ব্রহ্মা বা ঈশ্বরকে প্রাণ এবং অসংস্কৃত দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণগণ কিরূপে উপবীতধারী হইলেন? ব্রাত্য ব্রহ্মার মুখজ সন্তানগণ যদি ব্রাত্য হইয়াও উপবীতধারী হইতে পারেন তবে ব্রাত্য কায়স্থগণ উপবীতের অধিকারী না হইবেন কেন?

(৩) বল্লালসেন ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থগণের মধ্যেও কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। অপরাদি নব গুণের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করেন। এই নবগুণের মধ্যে সদাচার, তীর্থদর্শন, আবৃত্তি অর্থাৎ বেদপাঠ ও তপস্যায় আদৌ শূদ্রের অধিকার নাই। অত্রি বলিয়াছেন:—

জপস্তপস্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্র সাধনম্।

দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রী শূদ্র পতনানি ষট্॥ ১৩৫॥

অর্থাৎ জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতারাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্যজনক।

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ।

ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চৈব জলম্॥ (১৯। অত্রি)

জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্মনিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন। কারণ জলধারা যেরূপ অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপ হোমতৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।

সুতরাং বঙ্গাগত কায়স্থগণ যে দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন ও তীর্থদর্শন, তপস্যা, বেদপাঠ, মন্ত্রসাধন, দেবতারাধন প্রভৃতি ক্রিয়ার অধিকারী ছিলেন ইহা বাতুল ভিন্ন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

(৪) বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চক বঙ্গদেশে আসিবার সময় ৫জন কায়স্থের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। কায়স্থগণ হাতী, ঘোড়া, পালকীতে ও ব্রাহ্মণগণ গরুর গাড়ীতে আসিয়াছিলেন ইহার ও প্রমাণ পাওয়া যায়। কায়স্থগণ শূদ্র হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত আসিতে পারিতেন না। মনু বলেন:—

নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেন্নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ॥ ১৪০॥

অর্থাৎ নীচ শূদ্রাদি অজ্ঞলোকের সহিত কোথাও যাইবে না। বঙ্গাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের এদেশের বংশধরগণই কায়স্থের গুরু ও পুরোহিত। এই গুরু পুরোহিতগণ, মন্ত্রগ্রহণ ও দেবার্চ্চনাদি সময়ে কায়স্থগণের নামে সংকল্প করিয়া দিতেছেন ও কায়স্থগণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের নামে হোম করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দান করেন, ব্রতাদি করিতে আদেশ দেন ও ব্রতাদি করাইয়া থাকেন, হিতাহিত বিষয়ক উপদেশও দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের এই সকল কার্য্য নূতন করিতেছেন না—ক্রম—স্মরণাতীত কাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। কায়স্থগণ শূদ্র হইলে সদাচারী সৎব্রাহ্মণগণ তাহাদের পৌরহিত্যাদি করিতে পারিতেন না। মনু প্রভৃতি বলেন:—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।

ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্যোব্রতমাদিশেৎ॥

যোহস্যধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবা দিশতি ব্রতম্।

সোঽসংবৃতং নামঃ সহ তেনৈব মার্জ্জতি॥ (মনু, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু)।

দাক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।

ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্র শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণোভবেৎ॥ (পরাশর)।

কায়স্থজাতীয় ব্যক্তিবর্গ শূদ্র জাতীয় বা বর্ণীয় বলিয়া পরিগণিত হইলে তাঁহাদের উপনয়ন, চূড়াকরণ, গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারগুলি থাকিত না। এবং তাঁহারা শূদ্র হইলে পুরোহিতগণ দক্ষিণা লইয়া তাঁহাদের পৌরহিত্য করতঃ শূদ্র হইয়া যাইতেন এবং কায়স্থগণও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতেন। ফলতঃ এ যাবৎ কায়স্থের পৌরহিত্য করিয়াও ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ তাহারও যখন অবনতি বা উন্নতি হয় নাই তখন কেহই নীচ বা উচ্চ বর্ণীয় হন নাই তখন কায়স্থ কখনই শূদ্র নহেন। মনু ও বশিষ্ঠ বলেন:—

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কারমর্হতি।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকের টীকায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন স্মৃতির মতে:—

বিবাহমাত্র সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।

শূদ্রের বিবাহ সংস্কার ভিন্ন অন্য সংস্কার নাই, এরূপও দেখা যায়। কায়স্থগণ চিরকালই যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত হইতেছেন। সুতরাং কায়স্থগণ কিছুতেই শূদ্র হইতে পারেন না।

(৫) মহারাজ আদিশূরানীত কায়স্থগণের পরিচয় প্রদান কালে রাজসভায় ভট্টকবি রাজার নিকট যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কায়স্থগণকে যতি, সুতাপস, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিত, রাজবংশোদ্ভব ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতঃ কায়স্থগণের অশূদ্রত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন। কায়স্থ শূদ্র হইলে ভট্ট মহাশয় কখনই ঐরূপ অশূদ্রত্ব অর্থাৎ দ্বিজত্ব বিজ্ঞাপক পরিচয়ে কায়স্থগণকে বিশেষিত ও সম্মানিত করিতেন না এবং উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধও বটে! কায়স্থজাতীয়-গণ যদি শূদ্র হইতেন তবে তাঁহাদের সভায় প্রবেশাধিকার পাওয়া দূরে থাকুক, দূরে দাঁড়াইয়া নিজ মুখে স্ব স্ব পরিচয় আবশ্যক হইত; ভট্টকবির পরিচয় প্রদানের আবশ্যক হইত না, এবং কায়স্থ শূদ্র হইলে রাজাও "হে বিপ্রভক্তবৃন্দ! আপনাদের আগমনে আমি ধন্য হইলাম" এই সম্মান ও গৌরব উদ্দীপক কথায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ ও আপ্যায়িত করতঃ সভাস্থলে সসম্ভ্রমে কায়স্থগণকে বসিতে আসন দিতেন না। কৈ! সভাসমাগত ব্রাহ্মণ-গণকে যে রাজা ঐরূপ সান্ত্বণে সম্ভাষিত ও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও কোথাও নাই। সেই জন্যই বলিতে হয় ভূদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতি অতিশয় ভক্তিই যে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব বিজ্ঞাপক দ্বিজত্বসূচক সম্ভ্রম লাভের বিশেষত্ব তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখিতে পাই শাস্ত্রে আছে :—

(ক) নীত শাস্ত্রার্থ কুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেব ব্রাহ্মণ ভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরণ॥ (৪—৫।২, হারীত)।

(খ) শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্॥
(পরাশর, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব)।

(গ) শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চৈতা পবিত্রাণি পাতব॥ (বৃহৎ গৌতম)।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, শূদ্রসহ একাসনে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন. কারণ—শূদ্র কুকুরের ন্যায় অপবিত্র ও অস্পৃশ্য সুতরাং ইহাতেও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে, কায়স্থ শূদ্র হইলে রাজা কখনই তাহাদিগকে বসিতে আসন দিতেন না এবং ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন না।

রাজ সভার ভট্টকবি প্রদত্ত নিম্নলিখিত পরিচয়ে কায়স্থকে শূদ্রবাদীগণ দেখিবেন কায়স্থগণকে কিরূপ দ্বিজ সম্মানে সম্মানিত করা হইয়াছে।

মকরন্দ ঘোষের পরিচয় :—

সুকৃতানি কৃতান্বর এষ কৃতী। ক্ষিতি দেব পদাম্বুজ চারুরতিঃ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ। বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুঃ। প্রথিতেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ॥
সততং সুমুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ। শরদিন্দু পয়োঽম্বুধি কুন্দযশাঃ॥

দশরথ বসুর পরিচয় :—

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তীণো বসু তুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈনিয়ংতে জয়িনো ভবন্তুনঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রতিথঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥

কালিদাস মিত্রের পরিচয় :—

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্ব সাদরঃ।
প্রমত্তসত্তমহত্বহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্ যশঃ॥
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্বিষালিযোষিদালিকো।
বিভাতি মিত্রবংশ সিন্ধু কালিদাসচন্দ্রকঃ॥

বিরাট গুহের পরিচয় :—

দ্বিজাতিপালনার্থকোঽপসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকে যথান্ধকারদীপকঃ॥
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধান মহান।
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ॥
নিশম্য গুহভাষিতং সকলসভ্যহাস্যব্যভূৎ।
সবঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমান ভঙ্গো যতঃ॥

পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় :—

অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী।
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্য প্রভো।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্

কায়স্থ জাতীয়গণ উল্লিখিত দ্বিজত্ব, গৌরবপূর্ণ, মর্য্যাদাব্যঞ্জক বিশেষণ-যুক্ত পরিচয় দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রাজার সমক্ষে এবং রাজসভায় পরিচিত হইতে ন সেই সকল কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দকে নিতান্ত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেই শূদ্র বলিতে পারে না।

(৬) ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বাজপেয়ী যজ্ঞে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ক্ষত্রিয়ের আসন দান করিয়াছিলেন। যথা :—

অগ্নিহোত্রে বাজপেয়ে কায়স্থ ক্ষত্রিয়াসনে।
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধীপসুধী।

অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণের বরণ উপলক্ষে কায়স্থই ক্ষত্রিয়ের বরণ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত সমাগম হইয়াছিল; বঙ্গের সর্ব্বজনমান্য সুপ্রতিষ্ঠ তাৎকালীক প্রধান পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, গদাধর ন্যায়লঙ্কার-প্রমুখ পণ্ডিতগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ঐ সকল পণ্ডিত শিরোমণির অভিপ্রায় না জানিয়া ও সম্মতি না লইয়া এবং শাস্ত্রসম্মত পাঁতি সংগ্রহ না করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কখনই কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট করান নাই। ইহাতে বলিতে হইতেছে যে, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থকে হীনপ্রভ করিবার চেষ্টা এ দেশে হয় নাই এবং তাৎকালীক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় অনুদার, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও কায়স্থবিদ্বেষী ছিলেন না। সুতরাং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও যে এ দেশীয় কায়স্থগণই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ও সম্মানিত হইতেন উল্লিখিত ঘটনাই তাহার অন্যতম অকাট্য প্রমাণ।

যেমন ব্রাহ্মণতনয় উপনয়ন সংস্কারের ও বেদজ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শূদ্র সমাচার থাকে বাস্তবিক শূদ্র হয় না, সেইরূপ ক্ষত্রিয় যতই আচারভ্রষ্ট হউক সে শূদ্র হয় না—শূদ্র সমাচার মাত্র হয়।

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ যাবদ্বেদে ন জায়তে। মনু ২।১৭২।
প্রাঙ মৌঞ্জীবন্ধনাৎ দ্বিজ শূদ্রসমোভবতি। বিষ্ণু ৪০।২৮।
ব্রাত্যা শূদ্রসমস্ত্বেয়া যাবদ্বেদে ন জায়তে। বশিষ্ঠ ২ অঃ।

সুতরাং ক্ষত্রিয় বিপ্রের পক্ষেও তাহাই। শূদ্র পিতার ক্ষত্রিয় পুত্র অথবা ক্ষত্রিয় পিতার শূদ্র পুত্র এ কথা বলা যাইতে পারে না এবং কায়স্থ জাতির প্রতি আদৌ প্রযোজ্য নহে। পিতা ও পুত্র উভয়েই ক্ষত্রিয়, ইহাই বলিতে হয়। পিতা ব্রাত্যত্ব নিবন্ধন শূদ্রসমাচারপ্রাপ্ত। যেমন অনুপনীত—ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য হইলেও ব্রাহ্মণ পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে অধিকারী। বিশেষতঃ শাস্ত্রও উপবীতি অনুপবীতি ভেদে ক্ষত্রিয়ের দুই প্রকার অশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

উপবীতি ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশেহহেন শুদ্ধতি
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধ্যতে তথা। হয়গ্রীব।

সুতরাং উপবীতি ক্ষত্রিয় পুত্র দ্বাদশ দিনের পর ক্ষত্রিয়মতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহার দেখিয়া ইহা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন কালে যখন ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিতেন তখন ব্রাহ্মণের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে শ্রাদ্ধকার্য্য হইত। এই নির্ব্বাহিত শ্রাদ্ধকার্য্য প্রাত্যহিক ব্যাপার ছিল। মনু, দক্ষ প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের মতে:—

একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদ সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্তু বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥
(মনুর টীকায় কুল্লুকভট্টধৃত দক্ষবচন)
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥
ব্যসনাসক্ত চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বধ্যায়ব্রতহীনশ্চ সততং সূতকং ভবেৎ॥ ১০২।১০৩, অত্রি।
ব্যাধিতস্য কদর্য স্য ঋণগ্রস্থস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগ বিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ॥১০৬, দক্ষ।

বেদপাঠরহিত, ঋণগ্রস্থ, পরাধীন, ব্যাধিগ্রস্থ, বেশ্যাশক্ত, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্তচিত্ত ব্রাহ্মণই হউন আর অর্ব্বাচীন হউন তাহার আমন্ত্রণ অশৌচ। আজকাল সকল বর্ণের মধ্যে স্ত্রৈণ, মূর্খ, ঋণগ্রস্থ, ব্যসনাশক্তচিত্ত, কদাচার ব্যক্তির অভাব নাই। এবং ব্রাহ্মণসন্তান হলায়ুধের পূর্ব্ব হইতেই বেদপাঠরূপ ব্রতহীন হইয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণের ১০ দিনে কিরূপে অশৌচান্ত হয়?

শ্রুতির মতে—উপনয়ন গ্রহণ না করিলেই যে ব্রাত্য হয় এমন নহে; গৃহীতোপবীতও ব্রাত্য হইতে পারে। যাঁহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক ও অযাজ্যযাজক তাঁহারাও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায় ৪র্থ খণ্ডের মতে ব্রাত্য। এবং যাহাদের পিতা পিতামহ সোমপান করেন নাই তাঁহারা ব্রাত্য। যথা :—

যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ স ব্রাত্যঃ।
(আচার মাধবধৃত শ্রুতি)।

সুতরাং বেতনগ্রহণকারী অধ্যাপক বেতনগ্রহণকারী সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাদের পিতা পিতামহ সোমপান করেন নাই তাঁহারাও যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন না তাহাই বা কে বলিল? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য

দিতেছে। তৎপর দেখা যায়. ব্রাত্য একটা উপপাতক—অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন না করিলে—বেদ বিস্মৃত হইলে—অগ্নি রক্ষা না করিলে যেরূপ উপপাতক হয়, ব্রাত্যত্বও তাহাই। মহাপাতকীরও প্রায়শ্চিত্তান্তে পাতক ক্ষয় করিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত জাতি বা বর্ণচ্যুত হয় না বা অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত, মহাপাতকী, অনুপাতকী বা উপপাতকীর সন্তানগণ জাতি বা বর্ণচ্যুত হয় না, গাত্র সমাজে অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু এখনকার দিনে তাহাও উঠিয়া গিয়াছে ও মুড়ি মিছরীর একদর দাঁড়াইয়াছে। যখন শাস্ত্রে সকল পাতকীরই যথা বিহিত প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধ হইবার নিয়ম দেখা যায় তখন ব্রাত্য উপপাতকী, মহাপাতকী ও জাতিভ্রংশকরপাতকী ইত্যাদি অপেক্ষা অল্প পাতকগ্রস্থ সত্বেও উহাদের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটিবে না কেন? এবং বেদবিস্মৃত—বেদ অনধ্যায়ী—নিরগ্নি ব্রাহ্মণ উপপাতকী বা তাহাদের সন্তানগণ যখন উপপাতকের জন্য জাতি বা বর্ণচ্যুত হয় না তখন ব্রাত্য উপপাতকী কায়স্থসন্তান উপপাতকের জন্য জাতি বা বর্ণচ্যুত হইবে কেন? তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বেতনগ্রাহী অধ্যাপক ইত্যাদি এবং সোম অপায়ী ব্রাহ্মণই বা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত না হইবেন কেন? তাহারাওত, অনেকে বহুপুরুষাবধি হলায়ুধের সময় হইতে ব্রাত্য। কাজেই বলিতে হয় উপবীতি ক্ষত্রিয়পুত্র দ্বাদশ দিনের পর ক্ষত্রিয় মতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার অধিকারী। যদি পিতা বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ না হইয়া মূর্খ অথবা পূর্ব্ব লিখিত দোষের কোন এক দোষযুক্ত হন ও ১ম পুত্র বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক, ২য় পুত্র মূর্খ. স্ত্রৈণ, কদাচারী, ৩য় পুত্র কেবল বেদজ্ঞ ও ৪র্থ পুত্র কেবল সাগ্নিক হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধ কয় দিনে, কিভাবে এবং কোন্ পুত্র কত দিন অশৌচ পালন করিবে? প্রথম পুত্রই যখন শ্রাদ্ধাধিকারী তখন শূদ্রসমাচারী ব্রাহ্মণ পিতার শ্রাদ্ধ, সাগ্নিক বেদজ্ঞ ১ম পুত্র ১ দিন পরে করিবে. উল্লিখিত প্রমাণানুসারে তখনও কিন্তু অন্যান্য পুত্রগণের অশৌচান্ত হইবে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করতঃ বলিতে হয় জ্ঞান ও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অশৌচ পালনের বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অশৌচের হ্রাস বৃদ্ধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। উহার সহিত ধর্ম্মের, কর্ম্মের ও বর্ণের কোনই সম্বন্ধ নাই। অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধ হইবে, ইহাই বিধি সুতরাং শ্রাদ্ধাধিকারীর যে দিন অশৌচান্ত হইবে তাহার পর দিন শ্রাদ্ধ হইবে। স্মার্ত্তরঘুনন্দনের মতে কায়স্থ সৎশূদ্র। কিন্তু শাস্ত্রে সৎশূদ্র বলিয়া কোন বর্ণ বা জাতি নাই। শূদ্রের মধ্যে যাহারা পাক

...সম্পন্ন তাহারা ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র নামে পরিচিত। রঘুনন্দন ও সৎশূদ্রকে ন্যায়বর্ত্তী ...অর্থে ব্যবহার করিয়া শ্রাদ্ধতত্ত্বে শূদ্রেরই শ্রাদ্ধতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ...যা:—

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং শূদ্রানাং ন্যায়বর্ত্তিকাং।
শ্রাদ্ধাঃ কৃতয়োস্তত্ত্বং ব্যক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥

সুতরাং যাহারা ন্যায়বর্ত্তী নয় তাহাদের শ্রাদ্ধবিধি রঘুনন্দনের মতে নাই। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ পালনের বিধি দিয়াছেন, ...যা:—

শূদ্রানাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিণাম্।
বৈশ্যবচ্ছোচ কল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্॥ ১৪০।৫, মনু।
ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃপঞ্চদশৈবতু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ২২।৩, যাজ্ঞবল্ক্য।
শিল্পীনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চনাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্য শৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥২৭।৩, পরাশর।

এই সকল প্রাচীন স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্রেরও বিভিন্ন ...কারের অশৌচ ব্যবস্থিত আছে। শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য ও শূদ্রই কারুকার্য্য ও ...কার্য্যের অধিকারী। শাস্ত্রমতে দাস দাসী ও নাপিত নিভাজ শূদ্র। ক্ষত্রিয় ...অবস্থা বৈগুণ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ...হইলেও দাসদাসী ও নাপিতের বৃত্তি নিতান্তই শূদ্রের; সুতরাং দেখা যাইতেছে ...হারা প্রকৃত শূদ্র ও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বী তাহাদের সদ্য অশৌচ। যাহারা পাক ...সম্পন্ন ন্যায়বর্ত্তী সৎশূদ্র তাহাদের ১৫ দিন অশৌচ। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ...দ্রের ১ মাস অশৌচ। সুতরাং শূদ্রমাত্রই যে এক মাস অশৌচ পালন ...রিবে এমন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। বঙ্গদেশের ...ণগণ যেমন বেদ ও অগ্নিহীন হওয়ায় ১ দিন ও ৩ দিনের পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ ...শৌচ পালনের কাল ১০ দিন স্থিরতর রাখিয়াছেন তেমনি অন্যান্য জাতির ...শৌচ কালও বর্দ্ধিত করিয়া ১ মাসে আনিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ...নের তারতম্য ও কার্য্যের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অশৌচের ...স বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং এই অশৌচ ব্যবস্থা যে ব্যক্তিগত—বর্ণগত নহে ...হাও শাস্ত্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কায়স্থ দ্বাদশ দিন অশৌচ পালনের অধিকারী ইহাও ...জীবের ব্যবস্থা। কাজেই বলিতে হয় উপবীতি কায়স্থগণ দ্বাদশ দিন

অশৌচ পালন করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্যই করিতেছেন; ইহাতে অশাস্ত্রীয়তার নাম গন্ধও নাই।

তৎপর শ্রাদ্ধের কথা;—জানিতে হইবে শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি? প্রেতের প্রীতি বিধান বা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে:—

স এবং বিদাদহ্যমানঃ সহৈব ধূমেন স্বর্গং লোকমেতীতিহিবিজ্ঞায়তে।

অর্থাৎ এইরূপ অনুষ্ঠানবিদ্ লোক দ্বারা মৃতদেহ সংকৃত হইলে মৃতব্যক্তির আত্মা ধূমের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে।

অর্ব্বাক্ সপিণ্ডিকরণাং প্রেতো ভবতি যো মৃতঃ।
প্রেতলোকগতস্যান্নং সোদকুম্ভং প্রযচ্ছতঃ ॥৩৩।২০, বিষ্ণু।

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সপিণ্ডিকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেতপদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান করিবে।

আদ্যশ্রাদ্ধ ১০ দিনেই হউক বা ৩০ দিনেই হউক সপিণ্ডিকরণ পর্য্যন্ত অশৌচ কাল—সকলের পক্ষেই এক বৎসর. এই এক বৎসরান্তে সপিণ্ডিকরণের পর প্রেতের প্রেতত্ব দূর হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের প্রেতত্ব মুক্তির সময়ের কম বেশী নাই, কারণ সকলেই এক বৎসর পর সপিণ্ডিকরণ করে। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সপিণ্ডিকরণের কোন পৃথক্ ব্যবস্থা করেন নাই। যথা:—

সপিণ্ডিকরণং মাসিকার্থবৎ দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রয়োদশেহহ্নি
বা কুর্য্যাৎ। মন্ত্রবর্জ্জংহি শূদ্রাণাং দ্বাদশেহহ্নি ॥ ১৯-২০।১১

কিন্তু সপিণ্ডিকরণ বৎসরের পূর্ব্বে হইলেও জলপূর্ণকুম্ভসমেত অন্ন এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে।

অর্ব্বাক সপিণ্ডিকরণং যস্য সংবৎসরাৎ কৃতম্।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাদ্বর্ষ দ্বিজন্মনে ॥ ২৩।১১, বিষ্ণু।

বিষ্ণুর মতে শূদ্র ১২ দিনে সপিণ্ডিকরণ করিতে পারে সুতরাং ১২ দিনের পূর্ব্বে তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ না হইলে সপিণ্ডিকরণ কিরূপে হইবে? যখন সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতের প্রেতত্ব, তখন দুই দিন পূর্ব্বে বা পরে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলেও প্রেতের প্রেতত্ব মুক্তি হয় না। শূদ্র যে ঠিক মাস পরেই আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে। সুতরাং একই বর্ণের উপবীতি, অনুপবীতি ভেদে শাস্ত্র সম্বন্ধে পৃথক্ ব্যবস্থা করার কোনই কারণ দেখা যায় না। শাস্ত্রে উপবীতি ও অনুপবীতি ভেদে শ্রাদ্ধের কোন তারতম্য নাই। উপবীত না থাকাতে যে পাপ, বেদপাঠ না করিলেও যখন সেইরূপ পাপই দেখিতেছি, এবং দেখিতেছি নিজ

উচিত বৃত্তি ত্যাগ করিলেও সেইরূপ পাপে পাপী হইতে হয়। অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক শূদ্রসমাচারী হইলেও এবং মূর্খ ও কদাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান অশৌচী হইয়াও ১০ দিনই অশৌচ পালন করেন। ইহা শাস্ত্রীয় বিধান না হইলেও ব্যবহার এইরূপই বটে! তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য যে এ ব্যবস্থা বা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই ইহা বস্তুতঃই নিরতিশয় দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। বঙ্গের বাহিরে অনেক স্থানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন বর্ণই ১০ দিনের অধিক অশৌচ পালন করে না।

মনু মহাশয়ও এইরূপই সমর্থন করিয়াছেন। যথা:—

প্রেতশুদ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈবচ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥
দণ্ডজাতেহনুজাতেচ কৃতচূড়েচ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সূতকেচ তথোচ্যতে ॥
দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধিয়তে।
অর্ব্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থনাং ত্র্যহমেকাহ মেবচ ॥৫৭-৫৯।৫।

উল্লিখিত প্রমাণে দেখা যাইতেছে, মনু কোন বর্ণ উল্লেখ করিয়া অশৌচ বিধান করেন নাই। বরং "চতুর্ণামপি বর্ণানাং" বলায় চারিবর্ণের পক্ষেই বলা হইতেছে। যদি মনু ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই বচন প্রয়োগ করিয়াছেন এরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে পুনরায়:—

শুদ্ধেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চাদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধতি ॥ ৮৩।৫. মনু।

এই শ্লোকের 'শুদ্ধেৎ বিপ্রো" এই কথার উল্লেখ থাকিবে কেন?

তৎপর ইহাও বিবেচ্য বিষয় যে, বঙ্গদেশে আদৌ শ্রাদ্ধ হইতে পারে কি না। শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে ম্লেচ্ছদেশে শ্রাদ্ধ করিতে নাই বা শ্রাদ্ধ হয় না এবং যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা নাই বা কৃষ্ণসার মৃগ চরিয়া বেড়ায় না তাহাই ম্লেচ্ছদেশ। রঘুনন্দনও শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাই:—

"ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ।

* * *

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং শ্রাদ্ধং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥ ১-৪। ৮৪ ॥

অর্থাৎ যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিচার নাই সে দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে এবং তথায় শ্রাদ্ধ করিবে না।

যখন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত চাতুর্ব্বর্ণ্য নাই তখন কলিতে আদৌ শ্রাদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। বঙ্গদেশে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইলে বা বর্ণ চতুষ্টয়ের সত্তা স্বীকার করিলে শ্রাদ্ধকার্য্য শাস্ত্রানুসারে নিষ্পন্ন হইতে পারে, নচেৎ নহে। রঘুনন্দনী মতাবলম্বীগণ কি সে বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিবেন?

প্রাচীন কালে উপনীত ও অনুপনীত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অন্ধ্র ও বৃষ্ণিবংশ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বংশ। মহাভারতে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের সহিত উপবীতি ক্ষত্রিয় দুর্য্যোধনের কন্যার বিবাহ এবং কৃষ্ণের ভগিনি সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং উপবীতি ও অনুপবীতি ক্ষত্রিয়ের বিবাহের প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃপঞ্চকের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহের সময় জটিলা নাম্নী গৌতম বংশীয় এক ব্রাহ্মণ কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন এবং বার্ক্ষী নাম্নী মুনি কন্যা প্রচেতাদি ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিনী। এই দুই প্রমাণে বেদব্যাস, যুধিষ্ঠিরাদি ৫ ভ্রাতার সহিত এক কন্যার বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের যদুবংশের দৃষ্টান্তানুসারে কায়স্থগণও ব্রাত্য কায়স্থের সহিত উপবীতি কায়স্থ কন্যার বিবাহ দিতে পারেন; তাহাতে দোষ বা পাতিত্যস্পর্শের কোনই কারণ নাই। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্যের সহিত 'ব্রাহ্মণ' যৌণ সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিবে না মনু ইহাই বলিয়াছেন, অন্য কোন বর্ণ—ক্ষত্রিয় বৈশ্য—যৌণ সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিবে না ইহা না বলায় বরং ধরা যাইতে পারে যে, তাহারা ঐরূপ কার্য্য করিতে পারে। ত্রিবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পরিবর্ত্তে মনুর বচনে 'দ্বিজ'' শব্দ উল্লেখ থাকিত। মনু বলেন :—

নৈতৈর পূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মণ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ। ৪০। ২।

এই বচনবলেই প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, উপবীতিও অনুপবীতি ক্ষত্রিয় সন্তানের সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ পিতাও সম্পন্ন করিতে পারেন, পিতার অনুমতি লইয়া পুত্রও করিতে পারেন, কুশণ্ডিকা বা বাসিবিবাহের হোম এখনও বর ও কন্যাতেই করিয়া থাকে। গোভিলগৃহ্যসূত্রের বিবাহ সংস্কার মধ্যে দেখা যায় যে, বর কন্যা অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবে, কন্যার পিতা অবসর মত আসিয়া কন্যা

...দান করিবে। সুতরাং উপবীতি ও অনুপবীতি কায়স্থ সন্তানের মধ্যে ...হ ও কুশণ্ডিকা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখাইলাম যে বর্ত্তমানে উপবীতি কায়স্থগণ ...আচার ব্যবহারাদির প্রচলন করিতেছেন তাহা ব্যবহারবিরুদ্ধ বা শাস্ত্র-...দ্ধ নহে। অতঃপর আশা করি সন্দিগ্ধ বিপক্ষপক্ষীয়গণের ও প্রশ্নকর্ত্তা-...দের সন্দেহ অপনোদিত হইবে।''

অতঃপর সভ্যভিন্ন অপর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন ...ই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু উপস্থিত সভ্যগণের সক-...লের এবং অপর সকলের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

...ৎপরে দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ...বর্ম্মা মহাশয় বলেন :—

"যে প্রস্তাবটী এই মাত্র গৃহীত হইল, তাহার শেষভাগে একটু অংশ ছিল, ...ন তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। সে অংশটুকু এই :—

'সমবেত কায়স্থগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে ব্রাহ্মণগণ সকল সময়ে সমাজের ...স্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের আন্তরিক পূজার্হ, এবং ...নয়ন গ্রহণ অথবা দৈব ও পিতৃকার্য্য নিজে করিবার অভিপ্রায়ে কায়স্থগণ উপনীত হন নাই ...হইতে ইচ্ছা করেন না।'

এই অংশটুকু অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে মূল প্রস্তাবে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ...ৎপূর্ব্বে বরাবর এই প্রস্তাবে ও অংশটুকু ছিলনা। বাড়াইবার কারণ আর কিছুই নয়,—কেবল ব্রাহ্মণগণের অকারণ ভীতির অপনোদন করা। আমরা ...খনই যথার্থ ব্রাহ্মণদের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু গত বার্ষিক অধিবেশনে বর্দ্ধিত এই অংশটুকু এবার আমরা একবৎসর হইতে না হইতে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব বোধ হয়। ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করার কারণ এই। গত ২২এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

'যে হেতু বর্ত্তমান সময়ে বিলাত প্রত্যাগতগণের সমাজে পুনঃ গ্রহণ, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার এবং নানাবিধ শূদ্র জাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন প্রভৃতি নানারূপ নূতন নূতন ধর্ম্ম বিপর্য্যয়কর ও সমাজ বিপ্লবকর আন্দোলন ও কার্য্যের অনুষ্ঠান সমাজে হইতেছে দেখা যায়, অতএব ব্রাহ্মণ সভা বিবেচনা করেন এই সমস্ত আন্দোলনকারী ব্যক্তিদিগের সহিত ব্রাহ্মণ-সমাজের এবং আস্তিক হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ে সম্পর্ক রাখা উচিত নহে।'

'ধর্ম্ম বিপর্য্যয়কর ও সমাজ বিপর্য্যয়কর' এবং আস্তিক কথাগুলির উপর লক্ষ্য রাখিবেন। কথাগুলি শুনিতে বেশ! আরও দেখুন—বিলাত প্রত্যাগমনদোষ এবং উপনয়ন সংস্কারদোষ উভয়ই সমান দোষ। সমাজে বিপ্লবের সৃষ্টি করা কায়স্থগণের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই কায়স্থগণের উদ্দেশ্য। আমরা উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বড় হইতে চাহি না, আমরা ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখিতে চাই। উপনয়ন সংস্কারই হউক আর যে সংস্কারই হউক, সংস্কারে যে এত দোষ হয় তাহা জানিতাম না। ব্রাহ্মণদের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা ত বুঝি না। তবে আজকাল সংস্কারই দোষাবহ হইয়া উঠিতেছে বটে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা যথেচ্ছাচার করিতেছেন এবং জঘন্য কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের উপর ব্রাহ্মণ সভার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই কেন? যাই হউক অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই, আমি প্রস্তাব করি যে গত বার্ষিক অধিবেশনে বর্দ্ধিত অংশটুকু ত্যাগ করা হউক।

ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, সকল বর্ণের গুরু, সকল জাতির ধর্ম্মোপদেষ্টা। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমরা চিরকাল চলিয়াছি এবং চিরকালই চলিব। চিরদিনই তাঁহাদের আমাদের প্রতি সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে, অপিচ তাঁহারা গুরু, আমরা শিষ্য; সুতরাং তাঁহাদের দায়িত্ব আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। যাহাতে আমরা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হই তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া সুধু প্রভুত্ব রক্ষাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আমরা কি করিব? ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানীয় উদারহৃদয় মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক বৃন্দ শাস্ত্রবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত, ক্ষত্রিয়াচার পালনই কায়স্থের স্বধর্ম্ম। আমরা তদনুসারে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া ক্ষত্রিয়াচার পালনে অগ্রসর হইয়াছি। এমন সময় কেহ আসিয়া যদি বলেন যে যদি তোমরা এই ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে, আমরা তোমাদের ত্যাগ করিব, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, কি করিব, ত্যাগ করেন উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না।' আমরা বুঝিয়াছি যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার পালনে সুধু কায়স্থের উপকার নহে ব্রাহ্মণের এবং তৎসহ সমাজের যথেষ্ট উপকার। যে সমাজে ক্ষত্রিয় নাই, সে সমাজে ব্রাহ্মণ রক্ষা দুষ্কর। কেবল শূদ্র লইয়া ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন না। বঙ্গের বহু,—বোধ হয় অধিকাংশ—ব্রাহ্মণই কায়স্থের পুরোহিত বা কায়স্থের পুরোহিতের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ। এরূপ স্থলে কায়স্থ যদি শূদ্রাচারী হন, তাহা হইলে

ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়? শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের স্থান যে খুব উচ্চ নহে তাহা বলা বাহুল্য। কায়স্থ যদি পতিত হন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণকেও সেই সঙ্গে পাতিত্যদোষে দুষ্ট হইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে হইলে, কায়স্থের শূদ্রাচার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-হিতৈষী এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিতে যত্নবান হইবেন। যিনি তাহা না করিবেন, পরন্তু দ্বেষহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের এই ধর্ম্ম-রক্ষণ-রূপ সৎকার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের উপাধি যাহাই হউক তাঁহাদিগকে আমরা সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় সভাপতির অনুমতি লইয়া বক্তৃতা করেন। তিনি উচ্ছসিত ভাষায় ব্রাহ্মণসভা ও কোন কোন ব্রাহ্মণদের ব্যবহারের সুতীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সমগ্র কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়োচিত ভাবাপন্ন হইবার জন্য উদ্বোধিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সভার কতিপয় অনুপবীত কিন্তু বিশিষ্ট সভ্যকে নাম করিয়া আক্রমণ করেন।

[সভাপতি মহাশয় ব্যক্তিগত আক্রমণ নিষেধ করেন এবং তাঁহার বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে আদেশ দেন কিন্তু সরলবাবু সে আদেশ পালন না করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন।]

অবশেষে কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন :—

সভা হইতে গণ্যমান্য লোক লইয়া একটী ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হউক এবং এই সমিতি স্থানে স্থানে অনুপবীত কিন্তু সমাজে আদৃত মহোদয়গণের নিকট গিয়া তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করুন।

কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিবস।

বেলা ২টা।

প্রথমদিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় এবং অন্য উপস্থিত সহঃ সভাপতি মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা মহাশয় বয়োজ্যেষ্ঠ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতে সভাপতির আসন অধিকার করিতে অনিচ্ছুক থাকায়, মাননীয় কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় সাহেবের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দ্বিতীয় দিন সভাপতি হন।

সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন :—

ব্রাহ্মণ সভার গত ২২শে চৈত্র তারিখে স্থিরীকৃত কায়স্থদের ক্ষত্রিপ্রতিপাদক সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাব বিবেচনায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অভিমত এই যে যাঁহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া কায়স্থদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসম্মত বৈদিক সংস্কার গ্রহণের বিরোধী হইতেছেন, অথচ ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরোধী পাপাচার সমূহের প্রতি লক্ষ্যহীন, এই সভা সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে প্রস্তুত নহেন।

সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন যে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণের কিম্বা হিন্দু কোন জাতিরই ক্ষতির কারণ নাই। অকারণে যদি ব্রাহ্মণেরা সকলেই আমাদের ত্যাগ করেন, আমাদের কি পূজার্চ্চনাদি হইবেনা? আমরা কি সকলে অহিন্দু হইয়া যাইব? হিন্দু সমাজের মধ্যে জেলিয়া প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের সাহায্য ব্যতীত ও আপনাদের ধর্ম্মক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। ব্রাহ্মণেরা আমাদের ত্যাগ করিলে আমরাও নিজেরাই পূজাদি নির্ব্বাহ করিব। তাহাতে কিছু ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করা হয় না। কিন্তু আমাদের পূজাদি করানতেই ব্রাহ্মণদের সহিত আমাদের সম্পর্ক। তাঁহারা নিজেদের ক্ষতি করেন যদি, আমরা কি করিব? আর যাঁহারা অকারণ আমাদের সহিত কলহ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যকতা কি? সুখের বিষয় যে আমাদের পক্ষে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণ আছেন।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত-সন্তান বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন :—

"একতাই শক্তি। কায়স্থ সমাজের বড় দুর্ভাগ্য যে সকল কায়স্থ একচিত্রগুপ্তের সন্তান হইয়াও আজ শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ফলে কায়স্থগণ শক্তিহীন, নির্জ্জীব। এই কায়স্থ সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী করিতে হইলে বিচ্ছিন্ন খণ্ড গুলিকে একত্র করার প্রয়োজন। অবশ্য এই কার্য্য এক দিনে হওয়া সম্ভব নহে, শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়োজন, তাহার পরে ক্রমে অপর প্রদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত মিলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একার্য্য খুব সহজসাধ্য নহে স্বীকার করি, বাধা বিপত্তি অনেক আছে, কিন্তু সংকল্প করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে সিদ্ধি অনিবার্য্য। এজন্য কয়েকটী সদ্দৃষ্টান্তের প্রয়োজন; সৌভাগ্যের বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের সমাজের কতিপয় মহাত্মা আমাদিগকে এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বিফলে যাইবে না। সকলেই স্বীকার করেন যে, বঙ্গদেশের কায়স্থগণের মধ্যে গণ বিভাগ কেবল মাত্র ভৌগোলিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না যখন প্রত্যেক গ্রাম এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের তুল্য ছিল, তখন এরূপ বিভাগ হওয়ার বোধ হয় যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান ছিল। তখন আমরা 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন এরূপভাবে বিভক্ত হইয়া থাকিবার আর কোন গুরু কারণ বর্ত্তমান নাই। বঙ্গ, রাঢ়, বারেন্দ্র ভূমি আর পৃথকভাবে দেখিলে চলিবে না. সকলই একদেশ, সুতরাং বহুকালের লুপ্ত একটা প্রাদেশিক ব্যবধানকে আমাদের মিলনের পথে বাধা স্বরূপ থাকিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রসারই উন্নতির মূল, সঙ্কীর্ণতাই বিনাশের হেতু। আমরা যদি মৃতপ্রায় কায়স্থ সমাজকে সঞ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে যথাসাধ্য সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া ইহার বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহার প্রথম সোপান আন্তর্গণিক বিবাহ। আপনারা

সকলে এই সোপান গঠনে সহায়তা করুন ইহাই আমার অনুরোধ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সত্বর এমন দিন আসুক যেদিন সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ কায়স্থ একসূত্রে বদ্ধ হইয়া এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া এক বিরাট শক্তির সৃষ্টি করিবে এবং সেই শক্তির সাহায্যে সমগ্র হিন্দু সমাজ আবার নব বলে বলীয়ান হইয়া জগতের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।"

বারেন্দ্র কায়স্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা সভাপতির অনুমতি লইয়া এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় অন্য কেহ কিছু বলিতে চাহেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বঙ্গজ কায়স্থ ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'নববঙ্গে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় বলেন—"কৌলিন্যের নিয়ম যতদিন সামঞ্জস্য করিয়া না লওয়া হয় ততদিন আন্তর্গণিক বিবাহে অনেকের আপত্তি আছে। সকলেই যদি নিজ শ্রেণীমধ্যে নিজকুলীনত্ব রক্ষা করিয়া যে সকল সন্তানদের কুলীনে বিবাহ দিবার আবশ্যকতা নাই তাহাদেরই কেবল অন্য সমাজে বিবাহ দেন, তাহা হইলে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন হইবে না।"

সভাপতি মহাশয় উত্তরে বলেন—"কুলীনত্বের নিয়মের বিভিন্নতা আন্তর্গণিক বিবাহের অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহের নিয়ম হওয়া উচিত। রঘুনন্দন কিম্বা স্মার্ত্ত পণ্ডিত কুলীনত্বের নিয়ম ব্যাঘাত ধরিতে পারেন না। একথাও সত্য নয় যে আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষপাতীগণ নিজ শ্রেণী হইতে কুলরক্ষা করিতেই বদ্ধপরিকর। যাহাই হউক ক্রমে ক্রমে কুলনিয়ম আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হইবেই। কুলনিয়মের পরিবর্ত্তন যতদিন না হয় ততদিন আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব তাহার কোন অর্থ নাই।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় বলেন—"স্থান ভেদে কুলীনত্বের নিয়ম স্থায়ী নয়। আন্তর্গণিক বিবাহ চলিলে কুলীনত্বের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বত্র এক হইয়া যাইবে।"

তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভাবসাগর মহাশয় বলেন "কুলীনত্বের নিয়মভেদ আপত্তিই নয়। এক শ্রেণীমধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায়।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম, সভাপতি ও উপস্থিত ক্ষত্রিয়বর্গকে নমস্কার। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বিগত বর্ষে প্রচার উপলক্ষে চারি সমাজের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে যে সমালোচনা শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই কিছু এস্থলে ব্যক্ত

করিতেছি ;—পূর্ব্বেই প্রকাশ করা ভাল আন্তর্গণিক বিবাহবেদবিহিত, সুতরাং আমিও তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করি। শ্রুতিটী যজুর্ব্বেদে এই ভাবে পাওয়া যায়—

'যেষামধ্যেতি প্রবসন্যেষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহানুপহ্বয়া মহে তে নো জানন্তু জানতঃ॥'

ইহার ভাবার্থ এই যে আমাদিগের বিভিন্ন সমাজ রহিয়াছে, অধ্যয়নশীল ও পবিত্র-চিত্ত ও প্রৌঢ়জ্ঞানসম্পন্ন যুবকগণ জানে তাহারা আমাদিগের পরস্পর আদান প্রদান করিতে।

কিন্তু এই অপৌরুষেয় বাক্যেরও অবমাননা কৌলীন্য দ্বারা হইতেছে। এই কৌলীন্যাভিমান পরিত্যাগ না করিলে সমাজচতুষ্টয়ে আদান প্রদান সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক সমাজেই আপত্তি শ্রুত হইল—'আমরা যে অন্য শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইব তাহাতে আমাদের গৌরব কি? অধিকন্তু নবপ্রবিষ্ট সমাজে মৌলিকের ন্যায় গণনীয় হইব। উহাতে বড় লোকে বড় লোকেই আদান প্রদান হইবে, দরিদ্রকে কেহই সমাদর করিবে না। যে সকল কুলীন অথচ দরিদ্র, চিরকাল স্বীয় সমাজে আপনার অক্ষুণ্ণ সম্মানরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা অন্নহীন হইয়া পড়িবেন। কারণ কুলীন দরিদ্র হইলেই শ্রেণীস্থ (সামাজিক সম্মানে কিঞ্চিন্ন্যূন) বড় লোকের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া তাঁহার অভাব পূরণ করিয়াছেন। আন্তর্গণিক বিবাহে সে পথরোধ হইবে।' এই জন্যই আপনাপন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান কায়স্থগণ এই আপত্তি তুলিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছেন। ইহাই আমার বক্তব্য।"

প্রস্তাবটী অবশেষে পরিগৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও এবিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই, বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিয়া বলেন :—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়, ও মাননীয় কায়স্থ মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে প্রস্তাব অবতারণার ভার অর্পিত হইয়াছে, আমার বিবেচনায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম প্রস্তাব। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে সভার বর্ত্তমান অবস্থায় উহা একটী সর্ব্ববাদীসম্মত অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব। অন্যান্য প্রস্তাবে হয়ত বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে অনেকের কিছু কিছু মতভেদ আছে; অনেক স্থলেমত ভেদের কোন কারণ না থাকিলেও কোন কোন প্রস্তাবে কাহারও কিছু কিছু ভাবিবার, কাহারও সুবিধা বা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া আর দশ জনের মুখপানে তাকাইয়া ইতস্ততঃ করিবার এবং কাহারও বা কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে সহিষ্ণুতার সহিত আলোচনা ও কাল প্রতীক্ষা করিবার বিষয় আছে, কিন্তু এই প্রস্তাবটীতে কাহারও কোনরূপ মত-ভেদ, চিন্তাপূর্ণ আলোচনা বা ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই। ইহা সমগ্র কায়স্থ সম্প্রদায়ের, কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকলেরই পক্ষে একান্ত আদরণীয়। ইহার অন্তর্নিহিত মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের সহিত চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সমানভাবে বিজড়িত। প্রস্তাবটী এই :—'বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই, বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতেও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।' মহাশয়গণ! যদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাদের অনুমতিক্রমে এই প্রস্তাবের প্রথম ছত্রে আর দুই একটী কথা যোগ করিয়া উহার উদ্দেশ্য অধিকতর বিশদরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে, ইহার অব্যবহিত পরেই আমি, 'বিশেষতঃ চুক্তিপূর্ব্বক পীড়ন করিয়া বর-পণ গ্রহণ নিবারণ জন্য' এই কয়টী কথা যোগ করিতে ইচ্ছা করি; উহাতে প্রস্তাবটীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবে। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার সমস্ত ব্যয়ের মধ্যে পীড়নপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে পুত্র-পণ গ্রহণ প্রথা দিন

দিন যেরূপ পরিপুষ্ট হইতেছে, সেই পাপ প্রথা নিবারিত না হইলে হিন্দু সমাজ অচিরে ধ্বংশের মুখে পতিত হইবে। কায়স্থ সভা গত কয়েক বৎসর হইতে এই কুৎসিৎ প্রথা নিবারণের জন্য যত্নবান হইয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত আশানুরূপ সফলতালাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মহাশয়গণ! আজি আমি এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের নিকট দুই চারিটী প্রাণের কথা বলিব। আমি যদি প্রাণের আবেগে অসংযতভাবে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলি, তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট করযোড়ে বিনীতভাবে এই সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। যখন হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয় তখনই মুখ হইতে প্রাণের কথা বাহির হইয়া পড়ে। "Out of the fuliness of the heart, the mouth speaketh."

মহাশয়গণ, যে বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের প্রধানতম বন্ধন এবং যে বিবাহিতা স্ত্রী উক্ত আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, সেই পবিত্র বিবাহ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইতেছে এবং বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহ যোগ্যা কন্যাগণ তাহাদের অভিভাবকগণের কত দুঃখ, কষ্ট, লজ্জা লাঞ্ছনা ও দুর্ভাবনার কারণ হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগকে সুসভ্য, ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুজাতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি পুণ্যময়ী ভারতের পরম পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্য ঋষিগণের মঙ্গলময় ব্যবস্থানুসারে গার্হস্থাশ্রম ধর্ম্মই সারধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন ও সার্থকতা সম্পাদন জন্য বিবাহ উহার মুখ্য অঙ্গ বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাতপা ঋষিগণ হিন্দু-বিবাহ হিন্দু-জীবনের প্রধানতম সংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যতদিন পুরুষের বিবাহ না হয় ততদিন পুরুষ অপূর্ণ বা অর্দ্ধেক থাকে; বিবাহের পর পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের সম্মিলনে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে। এইজন্যই শাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী ও ধর্ম্মপত্নী নামবাচ্য। যাবন্ন বিন্দতে জায়াংতাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। ইহা শাস্ত্রের কথা।

এক দিন হিন্দুসমাজে হিন্দুবিবাহ গভীর ধর্ম্মভাব বিস্তার করিয়াছিল, তজ্জন্যই উহা আজিও সমস্ত শিক্ষিত সুসভ্য জগতে আদর্শ বিবাহ বলিয়া সমাদৃত। উহার আদ্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাব পূর্ণ। যাঁহারা বিবাহকালে বেদের পবিত্র মন্ত্রগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন, বিবাহিতা কন্যার সপ্তপদী গমনের গভীর মঙ্গলময় উদ্দেশ্য ও ভাবপূর্ণ মন্ত্রগুলি যাঁহারা প্রণিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন হিন্দুর

বিবাহ ইহজীবন ও পরজীবনে কিরূপ মঙ্গলময়, এবং উহা কিরূপ অচিন্ত্যনীয় গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া আইসে, যে হিন্দু-বিবাহ একদিন হিন্দুসমাজে পরম মঙ্গলময় উৎসবপূর্ণ পবিত্র সংস্কার বলিয়া পরিগণিত ও সমাদৃত হইত, কালবশে অধঃপতিত হিন্দুসন্তানগণের দুর্ভাগ্যও দুর্গতি নিবন্ধন তাহা দীর্ঘকাল হইতে ধর্ম্মভাববিহীন, কদর্য্য, জঘন্য, ঘৃণিত পৈশাচিক ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে বিবাহিতা কন্যা একসময় হিন্দু-বিবাহ-প্রভাবে হিন্দু গৃহের দেবী, শোভা ও শ্রী বলিয়া সম্মানিত হইত, বিবাহের বাজারে আজি সেই লক্ষ্মীস্বরূপা অবিবাহিতা কন্যাদিগকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে! এখন আর সে পূর্ব্বের হিন্দুসমাজ নাই—তাহার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে !!!

যে সমাজ একদিন মহাতপা অদ্ভুত প্রতিভাশালী দৈবশক্তি-সম্পন্ন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, পরাশর ও বশিষ্ট প্রমুখ ঋষিগণের উদার ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত হইত, যে সমাজ এক সময় দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সূর্য্যোদয় হইতে গভীর নিশাকাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যঋষিগণের ব্যবস্থা প্রতিপালন করিয়া চলিত, আজ সেই সমাজের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে! আজ যদি কোন দৈবশক্তি প্রভাবে উল্লিখিত পরমারাধ্য ঋষিগণের পরোলোকগত দেবআত্মা ক্ষণকালের জন্য দিব্যধাম হইতে অবতরণ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গভূমির একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাবিয়া গভীর দুঃখ ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইবেন যে, একদিন যে সমাজ তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাগুরুরূপে প্রাণগত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলিদানে পূজা করিয়াছিল, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ সেই দেবতুল্য সমাজ নহে—উহা এক্ষণে প্রেতের সমাজে পরিণত হইয়াছে—উহা এক্ষণে তাঁহাদের মঙ্গলময় উদার ব্যবস্থা সকল অবাধে, নির্ভয়ে, যথেচ্ছাক্রমে পদদলিত করিতেছে! সে সমাজে এখন আর প্রকৃত নেতা নাই—কেহ কাহারও নিয়ম বা শাসন মানিয়া চলিতে চাহেনা—সেখানে এখন সকলেই স্ব স্ব স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান। যে সমাজে এক সময় বিবাহ পরম আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ পবিত্র সংস্কাররূপে সমাদৃত হইত, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মভাব বিহীন ক্রয় বিক্রয়ের পণ্যরূপে পরিগণিত হইতেছে। বিবাহের বাজারে হতভাগিনী কন্যাদিগের কিছুমাত্র মূল্য নাই—বাজারে শাক মাছেরও মূল্য আছে কিন্তু ভবিষ্যৎ সন্তানগণের জননী গৃহলক্ষ্মীগণের বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহের বাজারে কিছুমাত্র মূল্য নাই!

আমরা ধর্ম্মহীন হইয়াছি বলিয়াই আমাদের সমাজে বিবাহের আর পূর্ব্বের ন্যায় গৌরবময় আধ্যাত্মিক ভাব নাই—থাকিলেও তাহার কিছুমাত্র আদর নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে যে রমণীগণ হিন্দুগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ও হিন্দু-সন্তানের জননীরূপে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা ও পূজা লাভের অধিকারিণী, কুমারী বয়সে তাঁহাদের প্রতি সমাজের এরূপ নিষ্ঠুর অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অনাদর ও উদাসীনতা কেন? কন্যার বিবাহকালে কন্যার পিতা বা অভিভাবককে কিজন্য এত লাঞ্ছিত, বিপন্ন ও স্থলবিশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়? কন্যাজন্মগ্রহণ করিলে কিজন্য তাহার জনকজননী দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়েন?

এক সময় বঙ্গ সমাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া কন্যা-পণ গৃহীত হইয়াছিল; এক্ষণে কিছুকাল হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে তাহার পরিবর্ত্তে পুত্রপণ-প্রথা তথায় অবাধে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই কলঙ্কিত প্রথার প্রভাবে কত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত পুত্রের ভাগ্যবান পিতা স্বীয় পুত্রের বিবাহকালে মনের সাধ মিটাইয়া কন্যাপক্ষ হইতে পীড়ন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কার ও নগদ টাকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অনেক কন্যা-দায়-গ্রস্ত পিতাকে অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বাধ্য হইয়া দায়-গ্রস্ত, বিপন্ন ও সময় সময় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কন্যা-পণ-গ্রহণ-প্রথা নিবারণ জন্য একজন চিন্তাশীল দূরদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তা এই বিধান করিয়াছিলেন—

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।

'শুক্র' শব্দের অর্থ 'অপত্য' মানিয়া লইলে বর্ত্তমান পুত্র-পণ-গ্রহণ-যুগেও উক্ত বিধান সর্ব্বথা সুসঙ্গত। কিন্তু হায়! কয়জন লোক সেই বিধান মানিয়া চলিতে প্রস্তুত? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে, এজন্য উহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নহে। বর্ত্তমান সমাজে জীবনসংগ্রাম যতই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, ততই সমাজ ধর্ম্মহীন ও যথেচ্ছাচারী হইতেছে এবং বিবাহাদি কার্য্য ততই দিন দিন কদর্য্য, মলিন, পৈশাচিক প্রণালীতে সম্পাদিত হইতেছে। আমরা যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট, হৃদয়বান ও ধর্ম্মানুরাগী হইতাম, তাহা হইলে আমরা পুত্রের বিবাহকালে কন্যার পিতার নিকট হইতে পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহার অবস্থার অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ শোষণ করিতে সাহসী হইতাম না। আমাদের দুর্ব্ব্যবহারে কত অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা লোকচক্ষুর অগোচরে জলন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল মোচন পূর্ব্বক স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে সমর্থ? আমাদের নিষ্ঠুর আচরণে কত কন্যার হতভাগিনী জননী স্বীয় কন্যা-দায় স্মরণ

করিয়া, আপন আপন মন্দ ভাগ্যের জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করিতেছে, কে তাহার হিসাব রাখিতে সক্ষম ? বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভূমির ও বঙ্গসমাজের যে এত দুরবস্থা, আমার বোধ হয় লক্ষ্মী স্বরূপা বঙ্গনারীর প্রতি অনাদর ও অসম্মান প্রদর্শন তাহার প্রধানতম কারণ। আমাদের প্রধানতম ব্যবস্থাগুরু মনু তৎপ্রণীত সংহিতার সুস্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতা,
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাক্রিয়াঃ।

যে গৃহে নারীগণ যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেন, দেবতারা সেস্থানে প্রসন্ন থাকেন ; আর যে পরিবারে তাঁহারা আদর ও সম্মান লাভে বঞ্চিত, দেবতাদিগের অভিসম্পাতে সেই পরিবারের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ নিষ্ফল হয়।

উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যবস্থা গুরু এইরূপ বিধান করিয়াছেন :—

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশুতৎকুলং
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বথা।

যে গৃহে রমণীগণ সম্মান ও আদর না পাইয়া শোক করেন তাহা শীঘ্রই ধ্বংশের মুখে পতিত হয় ; পক্ষান্তরে যে বংশে তাঁহারা শোক না করিয়া সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহের পর হইতেই হিন্দু রমণী হিন্দুর গৃহের লক্ষ্মী ও শোভা স্বরূপে সম্মানার্হ। তিনি যৌবনে সন্তানের জননী হইয়া বিধাতার সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করেন বলিয়া দেবতাদিগেরও আদরণীয়া। হিন্দুর গৃহে যে গৃহলক্ষ্মীদিগের জন্য এরূপ গৌরবজনক দেবীর আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিবাহের সময় স্বীয় পিতামাতার দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বিবাহের পর স্বামীগৃহে আসিয়া পিতামাতার অর্থাভাব অথবা হীনাবস্থা জন্য যথাযোগ্য আদর ও সম্মান লাভের পরিবর্ত্তে দীর্ঘকাল লজ্জা ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া কত রমণী মনের দুঃখে জীবন ধারণ করেন, তাহার বিষময় ফল এই অধঃপতিত, অবনত বঙ্গসমাজকে যুগযুগান্তর উপভোগ করিতে হইবে। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তাহার প্রতিবিধান হইবে না।

বঙ্গভূমির একজন প্রতিভাশালী সহৃদয় কবি মধুর ভাবে বিভোর হইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রাণের ভাষায় গাইয়াছেন—

প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নিঝর, দয়ার নদী,

হ'ত মরুময় সব চরাচর
এজগতে তুমি না থাকিতে যদি।

যে হিন্দু রমণীর এত মহিমা, এত ঐশ্বর্য্য—যিনি না থাকিলে এসংসার মরুভূমির ন্যায় ধু ধু করিয়া জ্বলিত, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, এবং তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহার পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে কেন গভীর চিন্তায় ম্রিয়মান, বিপন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও সময় সময় পথের ভিখারী হইতে হয় ? ঘৃণিত, কলঙ্কিত ও নিষ্ঠুর পুত্রপণ গ্রহণ প্রথা বঙ্গ সমাজের অস্থি, মজ্জায়, শিরায় উপশিরায় প্রবিষ্ট হইয়াছে ; উহা যতদিন নিবারিত না হইবে, ততদিন সমাজের উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কয়জন লোক স্বার্থের প্রলোভন ভুলিয়া উক্ত কুপ্রথা দমনে যত্নবান ?

কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা কাল হইতে কন্যাপক্ষ হইতে পীড়ন পূর্ব্বক পুত্রপণ গ্রহণ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। উহার কিছুকাল পূর্ব্বে স্বধর্ম্মানুরাগী স্বর্গীয় প্রাণনাথ ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তাঁহার বাটীতে স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বাধীনে যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভার উদ্যোগেও উহা নিবারণের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ সকল চেষ্টার আশানুরূপ সুফল দেখা যায় নাই। কায়স্থ সভা সংস্থাপিত হইবার পর কিছুকালের জন্য কায়স্থ সমাজে পীড়ন পূর্ব্বক অপরিমিত পুত্র-পণ গ্রহণ প্রথা নিবারণের নিয়মিতরূপ চেষ্টা হইয়াছিল এবং অনেক স্থানে তাহার সুফল ও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তখন অনেক কায়স্থ পরিবারে জনসাধারণের উন্নত মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইত—অনেকে সাধারণের মতকে মানিয়া চলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, গত দুই তিন বৎসর হইতে অনেকে জনসাধারণের বিশেষতঃ কায়স্থ সভার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুত্র-পণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারিদিক হইতে গত দুই বৎসর কাল বিস্তর বিবাহে যেরূপ অবাধে প্রচুর পরিমাণে পুত্র-পণ গৃহীত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন Action এর পর Reaction আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থ সভা দলবদ্ধ ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা না করিলে তাহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। কায়স্থ সভার দীর্ঘকালবাপী সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইবে !

পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে পীড়ন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে পুত্র-পণ গ্রহণ প্রচলিত হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত সমাজের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যান্য সমাজেও এই কুৎসিৎ, ঘৃণিত ও কলঙ্কিত প্রথা অল্পাধিক পরিমাণে দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আমি দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ ভুক্ত ; এজন্য বলিতে লজ্জিত হইতেছি যে, আমাদের সমাজ এবিষয়ে অধিক পরিমাণে পাপী ও কলঙ্কিত। আমাদের সমাজে কদাচিৎ দুচারিটী ধনশালী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বিনা চুক্তিতে স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন—কন্যার পিতা স্বীয় অবস্থানুসারে স্বইচ্ছায় কন্যা ও জামাতাকে যে যে অলঙ্কার ও বিবাহের যৌতুক বা উপহার দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের অনেকে আজিও কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে চুক্তি পূর্ব্বক অবাধে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতেছেন! এই জঘন্য প্রথা দিন দিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্র সকল সমাজেই সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া সকল সমাজকেই সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া সকল সমাজকেই অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। যে বঙ্গ সমাজ এতদিন গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে তাঁহাদের সমাজে আজিও পুত্র-পণ গ্রহণ রূপ পাপ প্রবেশ করে নাই, আমি বলিতে দুঃখিত হইতেছি যে সে সমাজেও এই কুৎসিৎ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সংপ্রতি উক্ত সমাজের একটী বিবাহের সম্বন্ধ আমাব কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আমি এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! আমি কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র আংশিকভাবে দুই পক্ষের পরিচয় দিব। পাত্র—বঙ্গজ শ্রেণীর একজন সুশিক্ষিত যুবক—তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনৈক উচ্চ উপাধিধারী এবং গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ; কন্যার পিতা জনৈক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। উভয় পক্ষ হইতে পাত্র ও পাত্রী মনোনীত হইয়াছিলেন। পাত্র স্বয়ং কন্যার পিতার নিকট হইতে নগদ টাকা ও অলঙ্কার বাবতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০৲ টাকা দাবী করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি কন্যার পিতা অতিকষ্টে ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইয়া তাহা গ্রহণ ও তদীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিনীত ভাবে সানুনয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সুশিক্ষিত ও সমুন্নত যুবক এই বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে ৫ হাজার টাকা না পাইলে তিনি বিবাহ করিবেন না। আজিও তিনি বিবাহের বাজারে পড়িয়া আছেন—এখনও দর দাম চলিতেছে!

অতঃপর আমি দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের দুই একটী বিবাহ সম্বন্ধ আপনাদিগকে জানাইব। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কোন সুশিক্ষিত অবসর প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার সুশিক্ষিত পুত্রের বিবাহের জন্য কন্যার পিতার নিকট ৩০ হাজার টাকা দাবী করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার দাবা দাওয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—পুত্রের পণ ১০ হাজার টাকা, পুত্রবধূর অলঙ্কার ১০ হাজার টাকা, এক বৎসরের জন্য তত্ত্ব বাবতে ৫ হাজার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থে ৫ হাজার। শুনিয়াছি পুত্র ও পুত্রের পিতা উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। কন্যার পিতা একজন প্রসিদ্ধ মফস্বলের জমিদার, এক্ষণে কলিকাতাবাসী। পাত্রের পিতা জমিদার বৈবাহিকের নিকট হইতে এত টাকা দাবী না করিয়া যদি তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর একটী পরগণা দাবী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির মর্য্যাদানুরূপ কার্য্য হইত।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে আর একটী বিবাহের সম্বন্ধের পরিচয় সংক্ষেপে দিব। এই সম্বন্ধে দেনা পাওনার চুক্তি শেষ হইয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। কন্যার পিতা কন্যার গাত্রেহরিদ্রার দিন স্থির করিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণের পত্র আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কন্যার আয়ু-ষ্যের জন্য সমস্ত জিনিষপত্র, মৎস্য, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতির আয়োজন করিয়া কন্যার গাত্রে তৈল ও হরিদ্রাদি লেপনের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন—আর দুই ঘণ্টা পরেই শুভকার্য্য আরম্ভ হইবে, এমন সময় কন্যার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন মর্ম্মভেদী অশুভ সংবাদে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন—বর-পক্ষ হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহারা বিবাহ দিতে প্রস্তুতনহেন—কারণ অনিবার্য্য ও অপ্রকাশ্য। কন্যার পিতা এই অশুভ সংবাদে পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বরপক্ষের মন পরি-বর্ত্তন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না. পরিশেষে পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে পতিত হইয়া দীনহীন ভিখারীর ন্যায় তাহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, পাত্রের দুই হাত ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন—কিছুতেই তাহাদের পাষাণ হৃদয় গলিল না! হতভাগিনী কন্যার দীন পিতা অপমানিত, লজ্জিত, লাঞ্ছিত ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া অবনত মস্তকে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন এবং নীরবে অপমান ও ক্ষতি [illegible] করিলেন। পাত্রদিগের নিবাস কলিকাতায়, কন্যার পিতা ভবানীপুরে বাস করেন। আমার নিকটে কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণের পত্র আছে, কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন! যে অনিবার্য্য ও অপ্রকাশ্য কারণে পাত্রপক্ষ নিষ্ঠুর ভাবে

বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন সে কারণ অপ্রকাশ্য হইলেও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা কি তাহা জানিতে চান? তবে শুনুন—পাত্রপক্ষ অন্য একস্থান হইতে অধিক পরিমাণে নগদ টাকা পাইয়া লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এইরূপ অপকার্য্য করিয়াছিলেন। বোধ করি এই ব্যাপার আদালতে যাইয়া গড়াইবে। শুনিয়াছি ক্ষতিগ্রস্ত কন্যাকর্ত্তা স্বীয় ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পাত্র ও তাহার ভ্রাতা উভয়েই শিক্ষিত। এখনও কি আপনারা বলিতে চান, শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী স্বীয় জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক মোচনে সচেষ্ট? এখনও কি আপনারা বলিতে ইচ্ছা করেন, এই কৃপার-পাত্র জাতি প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্বশাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে? যে জাতির সমাজে সাধারণের মতের (public opinion) কোন মূল্য নাই—যে সমাজে জন সাধারণের মত প্রতি মুহূর্ত্তে উপেক্ষিত ও পদদলিত হয়, সে সমাজ কেমন করিয়া সুসংস্কৃত ও সমুন্নত হইবে, তাহা অন্তর্যামী ভগবান জানেন। আমি আমাদের সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। বলিতে ঘৃণা ও লজ্জায় মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া আইসে, যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সহৃদয়তা ও ত্যাগ স্বীকার আশা করা যায়, তাঁহাদের নিকট হইতেই অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা সব জজ, ডিষ্ট্রীক্ট জজ, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সিফ্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরূপে সাধারণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যখন লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পুত্রের বিবাহকালে কন্যাপক্ষ হইতে পীড়ন বা চুক্তি করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, তখন সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরস্থিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যাহাদের অবস্থা উন্নত নহে, পক্ষান্তরে যাহাদের নিত্য নানা অভাব, তাহারা কন্যাপক্ষ হইতে পীড়ন করিয়া পুত্রপণ গ্রহণ করিলে একদিন তাহাদিগকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে; কিন্তু জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যাহাদের গৃহে লক্ষ্মীর চিরদিন সুপ্রসন্ন দৃষ্টি বিদ্যমান—যাহাদের কিছুরই অভাব নাই, তাহারা যখন সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও বিধান পদদলিত করিয়া পীড়ন বা চুক্তি পূর্ব্বক পুত্র পণ গ্রহণ করে, তখন তাহাদের মার্জ্জনা কোথায়? কিন্তু হায়! সমাজের এমন শক্তি নাই যে এই সকল যথেচ্ছাচারী লোকদিগকে কোনরূপে লজ্জিত বা লাঞ্ছিত করিয়া ইহাদের অপকার্য্য নিবারণ করিবে। আমাদের উচ্চ-

শিক্ষাকে শত ধিক, যদি সেই শিক্ষা উক্ত অপকার্য্য নিবারণ না করিয়া উহাকে প্রশ্রয় ও সহায়তা দান করে।

পুত্র-পণের পরিমাণ দিন দিন যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে এই কুপ্রথা নিবারণ চেষ্টা এক বিষম সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। বিবাহকালে পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যার জন্য কন্যার পিতা তাহার অবস্থানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে অলঙ্কার আদি দান করিলে তাহা কোন ক্রমেই অসঙ্গত বোধ হয় না; হিন্দু সমাজে কন্যা পিতার বিষয় সম্পত্তির কিছুই অংশ পায় না—পুত্রই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পক্ষান্তরে দুই চারিজন প্রভৃত ধনশালী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই কন্যাকে কোন সম্পত্তি বা প্রচুর অর্থ দানের ব্যবস্থা করেন না। বিবাহের সময় কুমারীগণ যে সকল অলঙ্কার লাভ করেন, তাহাই ভবিষ্যতে তাঁহাদের স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হয়, এবং তাহাই তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। বিবাহে বর্ত্তমান পণ গ্রহণ প্রথা নিবারণ যদি একান্তই দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় কন্যার পিতাকে পুত্রের জন্য পণ দিতে বাধ্য না করিয়া তাঁহার অবস্থানুসারে কন্যাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অলঙ্কার আদি দান করিতে বাধ্য করিলে বিশেষ দোষাবহ ও আপত্তিজনক হইতে পারে না। যেখানে জুলুম ও পীড়ন পূর্ব্বক কন্যাকর্ত্তার অবস্থার অতিরিক্ত পরিমাণে উক্ত অলঙ্কারাদি গৃহীত হইবে, সেইখানেই আমার বিবেচনায় উহা ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া নিন্দনীয় হওয়া উচিত। আশা করি কায়স্থ সভার পরিচালক ও উৎসাহশীল সভ্যগণ এসম্বন্ধে ধীর ভাবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে কায়স্থ সভার পরিচালকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে বিবাহব্যয় সংক্ষেপ ও বর-পণ নিবারণ জন্য যত্নবান ছিলেন। গত দুই তিন বৎসর হইতে তাঁহাদের সে যত্ন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, বোধ হইতেছে—মনে হয় যেন তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সমগ্র কায়স্থ সন্তানের উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার পালনের প্রতি প্রদর্শিত হইতেছে। একটী উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সংসাধন জন্য অপর একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে শিথিল প্রযত্ন হওয়া সভার নেতৃস্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অনুপযুক্ত কার্য্য। হয়ত আমি ভুল বুঝিয়াছি, কিন্তু সভার বর্ত্তমান কার্য্যাদি দেখিয়া উহা নিতান্ত ভ্রম বা বৃথা অনুমান বলিয়া মনে করিতে পারি না। এ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কায়স্থ সভার মঙ্গল উদ্দেশ্যে আমি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ৫।৬ বৎসর গত হইল পুত্র-পণ গ্রহণ নিবারণ উদ্দেশ্যে কায়স্থ

সভা একটী সুন্দর নিয়ম অবধারণ করিয়াছিলেন। কোন বিবাহে পীড়ন পূর্ব্বক অতিরিক্ত পরিমাণে পুত্রপণ গৃহীত হয় এবং কোনবিবাহ বিনাচুক্তিতে কন্যাকর্ত্তার অবস্থানুরূপ স্বইচ্ছা-প্রদত্ত অলঙ্কার ও উপহার গ্রহণে সম্পন্ন হয় তাহার সংবাদ লইবার জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধান সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। যে কায়স্থ পরিবারে বিনাচুক্তিতে বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে সেই বিবাহে উৎসাহ দান এবং যেখানে কায়স্থ সভার নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক পীড়ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে পণ লইয়া বিবাহ হইবে, সেই বিবাহে বরপক্ষকে মিষ্ট কথায় অনুনয় বিনয় করিয়া উক্ত সভার উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দান, অনুসন্ধান সমিতির প্রধান কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, উক্ত সমিতির সভ্যগণ কায়স্থ সভার পরিচালকগণকে জানাইলে সভার নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও সর্ব্বজন-সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বরকর্ত্তাকে বুঝাইয়া যতদূর সম্ভব, সভার উদ্দেশ্যানুরূপ বিবাহ দানে প্রবৃত্ত করিবেন। যেখানে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইবে না সে বাড়ীর বিবাহে তাঁহারা এবং কায়স্থ সভার সভ্যগণ উপস্থিত হইবেন না। কিছুদিন কলিকাতাতে এই নিয়মানুসারে অতিরিক্ত মাত্রায় পুত্রপণ গ্রহণ নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সকলের উপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায় অভাবে অল্পকাল পরেই উক্ত অনুসন্ধান-সমিতিগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। এতদিন যদি উল্লিখিত সুন্দর নিয়মানুসারে অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য চলিত এবং তৎসঙ্গে কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে আন্তরিক যত্ন প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচ ও পুত্রপণ নিবারণরূপ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য এতদিন অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইত, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ সমাজে জন সাধারণের মতেরও মূল্য বাড়িত। অনেকে চক্ষু লজ্জার খাতিরে এবং সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে অতিরিক্ত পরিমাণে পুত্র-পণ গ্রহণে নিবৃত্ত হইতেন। কায়স্থ সভার উক্ত উদ্যম ভঙ্গ হইবার পর হইতেই কলিকাতানিবাসী বিস্তর কায়স্থ পরিবারে ধীরে ধীরে reaction আরম্ভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার গ্রহণ বিষয়ে কায়স্থ সভার সভ্যগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও যাঁহারা নানাকারণে এ পর্য্যন্ত উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন হইতে পারেন নাই, সংস্কার-সম্পন্ন কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগে তাঁহাদিগকে লজ্জিত ও উপহাসাস্পদ করেন তাহাতে অনেক কায়স্থ সন্তান ব্যথিত হৃদয়ে উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। দুইবৎসর

পূর্ব্বে এই সভামন্দিরে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণা উপলক্ষে কোন কোন বক্তা কতকগুলি অনুপবীত প্রধান প্রধান কায়স্থ সন্তানের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে উপহাসাস্পদ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সভাস্থলে তুমুল বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গতকল্য এই সভাস্থলে কোন কোন প্রবীণ বক্তা এবং একজন অল্প বয়স্ক যুবক উপনয়ন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যেরূপ অসংযতভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং যে সকল কায়স্থ এপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার-সম্পন্ন হন নাই তাঁহাদের প্রতি যেরূপ যথেচ্ছভাবে উপহাস ও অবজ্ঞাজনক বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কায়স্থ সভার পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক। এরূপ আক্রমণ ও সমালোচনায় কায়স্থ সভার সভ্যগণের মধ্যে মনোমালিন্য ও অনৈক্য জন্মিতেছে। কায়স্থ সভার যে সকল প্রধান প্রধান সভ্য এ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন হন নাই, আমি নিশ্চিত জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও উক্ত আচার ও সংস্কার গ্রহণের বিরোধী নহেন। কায়স্থ সভার অন্যান্য মহৎ উদ্দেশ্যগুলির প্রতি যেমন তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে কায়স্থ সন্তানের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার বিষয়ক উদ্দেশ্যের প্রতি অর্থাৎ তাঁহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার গ্রহণ সম্বন্ধেও সেইরূপ সহানুভূতি আছে। স্ব শ্রেণীর ও স্বীয় পরিবারের লুপ্ত গৌরব ও সম্মান পুনরায় লাভ করিয়া জাতীয় সমাজে উচ্চ আসন অধিকার করিতে কাহার অসাধ? কয়জন সুশিক্ষিত ও সহৃদয় লোক জাতীয় সমাজের ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালনে উৎসাহ হীন? কায়স্থ মাত্রেই যে স্বনাম ধন্য চিত্রগুপ্তের বংশধর, তদ্বিষয়ে কয়জন শিক্ষিত কায়স্থের মতভেদ আছে? কায়স্থ মাত্রই যে ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত, তৎপক্ষে কয়জন সুবিজ্ঞ কায়স্থের সন্দেহ আছে? তবে কেন যে কায়স্থ-সভার নেতৃস্থানীয় কায়স্থগণ স্ব স্ব পরিবার মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার প্রচলন করিতে এখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহার নিশ্চয়ই অনিবার্য্য কোন কারণ আছে। আমি জানি অনেকে নানারূপ বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের যে সকল ভ্রাতা দুঃসাহস প্রভাবে সকল বিঘ্ন বাধা ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাও কিছুকাল পরে তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করিবেন। আমি এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আজিও যখন কায়স্থ সভার প্রত্যেক সভ্যেরই ক্ষত্রিয়াচার অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন উপবীত সভ্যগণ অনুপবীত সভ্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনে গৃহ বিচ্ছেদের সূত্রপাত করিলে

সভার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বিফল হইবে। যে অনৈক্য ও দলাদলি বাঙ্গালী জাতির অঙ্গের চিরভূষণ আপনার নিশ্চয়ই আপনাদের প্রিয় কায়স্থ সভাকে সেই অনৈক্য বিষে জর্জ্জরিত ও দলাদলি প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইতে দিবেন না। অনৈক্য ও আত্মপ্রাধান্য বিস্তার নিবন্ধন এ দেশের অনেক মহদনুষ্ঠান অসময়ে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে আমি বিনীতভাবে সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি কায়স্থ সভার সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে আপনারা কখনই অনৈক্য ও গৃহবিচ্ছেদের অভিনয় হইতে দিবেন না। মৃদুভাবে মধুর কথায় ও সুমিষ্ট ব্যবহারে জগতের অনেক মহৎ-কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে—উপহাস, অবজ্ঞা ও কঠোর সমালোচনা অনেক সময় অনেক সদনুষ্ঠানের উন্নতি ও সংসিদ্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে কায়স্থ সভার বর্ত্তমান পরিচালকগণের সর্ব্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। আমি আশা করি অতঃপর সকলে পরস্পরের পার্থক্য ও মনোমালিন্য ভুলিয়া কায়স্থ সভার সর্ব্ববাদিসম্মত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সংশোধনে যত্নবান হইবেন। চারিশ্রেণীর সমস্ত কায়স্থ সন্তান একত্র সম্মিলিত ও ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার আপন্ন হইলে বর্ত্তমান বিবাহ-সঙ্কট অনেক পরিমাণে অপসারিত হইবে এবং বিবাহ-ব্যয় আপনা আপনি কমিয়া আসিবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যতদিন সে শুভদিন না আসিবে, ততদিন আপনারা পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত অধ্যবসায় ও অবিরাম যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পীড়াদায়ক পুত্র-পণ গ্রহণ প্রথা নিবারণের বদ্ধ পরিকর হউন। সরল হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে প্রগাঢ় অনুরাগভরে মঙ্গলময় বিধাতার পবিত্র নাম লইয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন তাঁহার আশীর্ব্বাদে আপনাদের সমবেত যত্ন নিশ্চয় সফল হইবে। এতদিন আমরা নানাকারণে বিবাহ-ব্যয় সংস্কারে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আজিকার এই সভাস্থলে যতগুলি কায়স্থমহোদয় উপস্থিত হইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি। আপনারা অনেকেই হয়ত ইতঃপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন; তাহা হইলেও আজিকার এই শুভ সম্মিলনে আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্বনাথের পবিত্র নাম লইয়া এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনারা স্বয়ং পীড়ন পূর্ব্বক চুক্তি করিয়া পুত্রপণ গ্রহণ প্রথা নিবারণ করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন এবং আপনাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব গণকে উক্ত পাপ প্রথা নিবারণে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত করিবেন। স্বদেশের উন্নতি ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন জন্য বর্ত্তমান সময়ে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী যুবক বিবিধ সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন—জন্মভূমির পবিত্র ললাট হইতে

...মর কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালনার্থে অনেক সহৃদয় যুবকের অন্তরে কত উন্নত উদার বাসনা জাগিতেছে—আমার ক্ষীণ কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনা যদি সেই ...কল মহাপ্রাণ যুবকগণের অগ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে আমি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জন্মভূমির কল্যানের জন্য এই বলিয়া সাদর আহ্বান করিতেছি, তাঁহারাও আমাদের সহায়তার অগ্রসর হউন—তাঁহারা দলে দলে স্বেচ্ছা-সেবক-রূপে এই কুৎসিৎ, ঘৃণিত, জঘন্য, কলঙ্কিত, পীড়াদায়ক ও ঘোরতর অশান্তি...নক পুত্র-পণ প্রথা নিবারণে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হউন—তাঁহাদের সরল হৃদয়ের প্রাণগত যত্নে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল হইবে—সর্ব্বসুখশান্তিদাতা, মঙ্গলময় ...বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে। সেই ...ন কায়স্থ সভার মহৎ উদ্দেশ্য সুবর্ণময় ফল প্রদান করিবে। আমি আশা করি আপনারা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে একবাক্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বলেন :—

"হিন্দু সমাজে দুর্দ্দিন অমানিশার কবে অবসান হইবে? বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিবসের পর দিবস অতীত হইল, হিন্দু বৈবাহিক ব্যয় ব্যাধির প্রকোপ পূর্ব্ববৎই লক্ষিত হইতেছে—গ্রামে, নগরে, হিন্দুগৃহে এক অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে—এ ক্রন্দন ধ্বনি কিসের? ইহা কাহার গুপ্ত ক্রন্দন? ইহা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার ক্রন্দন—প্রসবান্তে মাতা, কন্যা প্রসব শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন—কন্যার মৃত্যুতে বাহ্যিক ক্রন্দন করিয়া অন্তরে কন্যা বিবাহ দায় হইতে রক্ষিত হইলেন বুঝিয়া আনন্দ অনুভব করেন—ওদিকে পুত্রপিতা কন্যাপিতার রুধির শোষণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন তখন কত উৎসবাদি ও মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করেন। শুল্ক-বিক্রয় জনিত অর্থে মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া কে কোথায় মঙ্গল লাভ করিতে পারে? হিন্দু শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অহিন্দুর কার্য্য করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? তবে হিন্দু সন্তানের দোষ দেখিতেছি না—এক্ষণে হিন্দু গৃহের কর্ত্রীগণের দোষেও হিন্দু বিবাহ ব্যয় ব্যাধির পরিপুষ্টতা লাভ করিতেছে—সভাতে হিন্দুসন্তান বিবাহে শোণিত বিক্রয় শুল্ক গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিলেন ও মহা সাধু, সাধু শব্দে সম্বোধিত হইলেন, কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র গৃহকর্ত্রীর শাসনে ও তাড়নায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা পত্রকে কীর্ত্তিনাশানদী জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই গৃহনারীগণকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার মর্ম্ম-বেদনা কে বুঝাইবে? শুল্ক বিক্রয় মহাপাতকের ফলাফল ইঁহাদিগকে

কে বুঝাইবে? যদি আপনারা কিছু করিতে পারেন করুন, আমার ত আশা ভরসা লোপ প্রায়—এক্ষণে পুত্রমাতা দাসী সঙ্গে করিয়া মোটরে চাপিয়া কন্যা দেখিতে যাইতেছেন ও কন্যামাতার সহিত বিবাহ অর্থ যুক্তি করিতেছেন—হায় হায় এ হইল কি? যাহা হউক নিরাশ হইলে হইবে না। কায়স্থ সভা স্থাপনার পরে কতক ত্যাগ স্বীকারের পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে—তবে নীচতা, অর্থ-লিপ্সা, দীর্ঘ-সূত্রা, কপটতা-যাহা হিন্দু বৈবাহিক সমাজে শতাব্দি ধরিয়া রাজত্ব করিতেছে-তাহা একদিনে অপসারিত হইবার ব্যাপার নহে। তাই বলি আর কেন? শুক্র-বিক্রয় ব্যবসাও অনেক দিবস হইতে করা হইল—ইহাতে কোন ফল নাই। আজ যিনি পুত্রপিতা কল্য তিনি কন্যাপিতা। আজ যিনি কন্যাপিতা, কল্য তিনি পুত্রপিতা। এই বিবাহ ব্যাপারে ভারতের হিন্দু সমাজ উৎসন্নে গিয়াছে—ভারতের বিবিধ প্রদেশে সভা সমিতির দ্বারা practical কার্য্য হইতেছে—কেবল বঙ্গেই প্রায় কপটতাপূর্ণ বাক্যচালনা হইতেছে—হিন্দু বৈবাহিক ব্যয়ভারে হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এইভাবে যদি ঔদাস্য প্রদর্শন করেন তবে কে বলিতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট আইনপাশে বদ্ধ করিয়া হিন্দুসন্তানকে এই শুক্র-বিক্রয় ব্যবসা হইতে বিরত করিবেন না? পঞ্জাবে এক সময়ে এই বিবাহ-ব্যয়-দায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শিশুকন্যাকে বধ করা হইত। দেখিও বঙ্গভূমিতে যেন শিশুকন্যা-বধ-পাতক আরম্ভ না হয়, কুপিত ফণীফণার ছায়ার সুখে নিদ্রা যাইও না।

কায়স্থ সভার কার্য্য-বিবরণী পাঠে জানিলাম যে প্রায় ২০০০০ কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপবীত গ্রহণে যেরূপ আগ্রহ ইহার কিঞ্চিৎ বিবাহ-ব্যয়-ভার-মোচনে ব্যবহৃত হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হয়—কিন্তু তাহা'ত দেখি না। শুনিতেছি অনেকে উপবীত পরিত্যাগও করিয়াছেন। কায়স্থ সভার দশ বৎসর বয়স হইয়াছে—যে ভাবে কার্য্য হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমার বড়ই ভয় হইতেছে—বৎসর অন্তে কেবল থিয়েটারে অভিনয় দেখার ন্যায় কায়স্থ সভার বক্তৃতা শুনিয়া উদাসীন ভাবে গৃহে গমন করিলে কি হইবে?"

তৎপরে তিনি বারেন্দ্রকায়স্থ ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্ম মহাশয়ের দ্বারা লিখিত নিম্নলিখিত বক্তব্য পাঠ করেন:—

"সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! 'বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ';—এই চতুর্থ প্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে আমি আপনাদিগের নিকটে কিছু নিবেদন করিব।

"স্তনদুগ্ধ ধারা সহ পুত্রের জীবন।
সুধাময় বর্ম্মরসে যে করে পোষণ॥
গুরুভক্তি বিশ্বপ্রেম মহামন্ত্র দিয়া।
শিশুর জীবন গ্রন্থি যে দেয় বাঁধিয়া।

স্বদেশ পবিত্র যার চরিত্র প্রভায়।
মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপা যে নারী ধরায়॥
বিপন্ন জাতির আশা পতিতের গতি।
সে দেবীর পদে মোর সহস্র প্রণতি॥"

যে দেশে শাস্ত্রানুশাসন—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—ত্রিজগতে স্ত্রীজাতী মাত্রেই সেই বিশ্বজননী ভগবতীর অংশ, এ জন্য স্ত্রী জাতিকে সকলে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে—

'যত্র নার্য্যা প্রপূজ্যন্তে বসন্তি তত্র দেবতাঃ'।

যেখানে নারীগণের পূজা হয়, সেখানে দেবতারা উপস্থিত থাকেন। হায়! সেইদেশে এখন কন্যা জন্মিলে মাতা পিতার মুখ শুকাইয়া যায়। যে দেশের ঋষিবাক্য 'কন্যাপ্যেব পালণীয়া শিক্ষণীয়নতিযত্নতঃ, দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা' কন্যাকে অতি যত্নের সহিত পালন ও শিক্ষা প্রদান করিয়া সাধ্যমত ধন ও রত্নের সহিত বিদ্বান বরকে দান করিবে। সেই 'কন্যাদান' এখন কন্যাদায়ে পরিণত হইয়াছে; কন্যা জন্মিবা মাত্র কোন কোন প্রসূতি মূর্চ্ছাগত হইয়াছেন; কন্যার মৃত্যুতে অনেক মাতাপিতা শোকগ্রস্থ হইয়াও অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছেন; এমন কি বিবাহ যোগ্যা কন্যা সুপাত্রে অর্পণ করিতে অক্ষম হইয়া কন্যার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন। কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ মধ্যবিত্ত ভদ্রগণ বসতবাটী বন্ধক, এমন কি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন; সেই দেশে, সেই সমাজে 'জামাতা-ক্রয়' বা "পুত্র বিক্রয়"রূপ কুপ্রথা নিবারণ এবং বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সংস্কোচ যে এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই 'বিবাহ ব্যয় সংস্কোচ' বিষয়ে কায়স্থ সভা এই ১০ বৎসরে কি কার্য্য করিলেন তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

সভার সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা ও অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে চারিশ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কায়স্থ সভা কি কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছি। আমার বিশ্বাস দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করিলে চারি শ্রেণীর মধ্যে যে সহানুভূতি হইবে, তাহাতে আন্তর্গণিক বিবাহ সহজসাধ্য হইবে। আন্তর্গণিক বিবাহ অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে বিবাহ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি হেতু বরপণ ও বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যয় বাহুল্য ও নিবারিত হইবে।

১৩০৮ সালের ১০ই পৌষ তারিখে সভার বার্ষিক অধিবেশনে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু ও শ্রীযুক্ত রাসমোহন সরকার মহাশয়ের অনুমোদনে বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার কি উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর সভা কর্ত্তৃক অর্পিত হয়।

১৩০৯ সালের ২৪এ জৈষ্ঠ তারিখে সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে স্বীকৃত হয় যে বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যে

মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই মন্তব্য অনুসারে প্রত্যেক সভ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং কায়স্থ মাত্রকেই এই ভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করুন।

'কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রকাশিত মন্তব্য, ১৩১১ সালের ১০ই পৌষ' সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয়। মন্তব্যটী চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(প্রথমতঃ) 'বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রাচীন রীত্যানুসারে কুলমর্য্যাদাদি ভিন্ন কোনরূপ চুক্তির দ্বারা কোন টাকা বা অপর সম্পত্তি গ্রহণ না করেন। এবং কন্যা কর্ত্তার ইচ্ছা বা অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করাইতে বাধ্য না করেন।' (দ্বিতীয়তঃ) 'বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যয় অর্থাৎ গাত্র হরিদ্রা, ফুলশয্যা এবং এক বয়ের তত্ত্বাদির খরচ অবস্থানুসারে যত দূর সংক্ষেপে করিতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হয়েন।' (তৃতীয়তঃ) 'বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক দ্রব্যাদি বিতরণ প্রথা নিবারণ করা এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্যের অবুঢ়ান্নের লৌকিকতা স্বরূপ বস্ত্রাদি উপঢৌকন গ্রহণ না করেন।' (চতুর্থতঃ) 'উপযুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা পত্রানুসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার জন্য কায়স্থ সাধারণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।' এই প্রস্তাব উপস্থিতকালে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর বলেন যে অপত্য বিক্রয় শাস্ত্রে নিন্দিত হইলেও আপত্তি হইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ে 'পুত্রপণ' বলিয়া কিছু গৃহীত হয় না; কন্যার পিতা বিবাহকালে ভাবী জামাতাকে দান করিয়া থাকেন। এই আপত্তির কোন মূল্য নাই, কারণ সেই দান, স্বেচ্ছাকৃত দান নহে; উহা বরের শুল্ক—কন্যার পিতার রক্ত। এই পুত্র বাণিজ্যে বৈবাহিকের সর্ব্বস্ব হরণ কামনার পরিণাম ফল কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেও 'আজ যিনি বরের বাপ, কাল তিনি হয়তো কন্যার বাপ হইতে পারেন,' এই কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। এখন উপায় কি? উপায় "কন্যার বিবাহে আমরা বরপণ দিব না; পুত্রের বিবাহে বরপণ লইব না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা। কুমার মন্মথনাথ সাত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গত বৎসর তাঁহার পুত্রের বিবাহে প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন।

অতঃপর প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র, শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত এবং কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত ও অনুমোদিত হইয়া সভা কর্ত্তৃক আলোচনার পর গৃহীত হয়। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় বলেন যে আপনারা যদি এই সভাকে প্রকৃত কার্য্যকর করিতে অভিলাষী হন, তবে কেহ বা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, যাঁহার সে সুযোগ নাই তিনি তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইয়া নিরস্ত করুন, আর যিনি বুঝিয়াও বুঝিবেন না সকলে একমত হইয়া তাহাকে সামাজিক শাসনের অধীনে আনয়ন করুন।' কুমার মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র দত্ত বলিলেন 'বর্ত্তমান প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যতটুকু করা সম্ভব আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমি সভা সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইতেছি যে আমার যে একটী বিবাহযোগ্য পুত্র ও একটী ভ্রাতুষ্পুত্র আছে এক পয়সা না লইয়া তাহাদের বিবাহ দিব।' *

* নিবারণ বাবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন এবং এই প্রকারে আরও বিবাহ দিয়া স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

১৩১২ সালের ২২শে ফাল্গুন তারিখে সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব উপস্থাপিত এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। গণ্যমান্য চারি শত ব্যক্তি প্রস্তাবানুযায়ী প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই অধিবেশনে প্রস্তাবটী যে আকারে গৃহীত হয় আজ ছয় বৎসর হইল, সেই আকারেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে এই বিবাহ ব্যয় সংক্ষোচ বিষয়ে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রচারিত চারিটী নিয়মের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে অনুসন্ধান সমিতি গঠিত করিতে এবং নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে তাহার যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে সভা কায়স্থ-গণকে সানুনয় অনুরোধ করেন। বিজয় বাবুর মতে পুত্রপণ প্রথা নিবারণ করিবার আমাদের অসামর্থের এক মাত্র কারণ—আমাদের ধর্ম্ম হীনতা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা—বিবাহ যে একটা সংস্কার তাহা বিস্মৃত হইয়া উহাকে কেনা বেচা রূপ ব্যবসায়ে পরিণত করা। সভাপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন যে সামান্য স্বার্থের অনুরোধে সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও এ কুপ্রথা নিবারণে উদাসীন। তবে সুখের বিষয় এই যে এই চারি বৎসরে অন্ততঃ অনেক সহৃদয় কায়স্থ পরিবারে পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ হইতে পীড়ন পূর্ব্বক পুত্রপণ গৃহীত হয় নাই। অনেক কায়স্থ, পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ভিন্ন অপরের নিকট হইতে লৌকিকতা স্বরূপ কোন প্রকার উপহার গ্রহণ করেন নাই। অনেকে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে প্রকাশ্যভাবে লিখিয়া থাকেন 'লৌকিকতা স্বরূপ কোন দ্রব্য গ্রহণে অসমর্থ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।'

১৩১৩ সালের ১০ই পৌষ সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় পুনরায় বলেন যে যাঁহারা কায়স্থ সভায় সভ্য হইয়াও সভার উদ্দেশ্য ও সভায় যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে চুক্তিপূর্ব্বক নগদ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণ যে কতদূর দূষনীয় তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনারা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইবেন যে যাহাতে প্রকাশ্য অথবা গোপন-ভাবে কেহ কন্যাপক্ষ হইতে অর্থ ও অলঙ্কার গ্রহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি হইতে কতকগুলি সুযোগ্য সভ্য লইয়া একটী অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বিবাহের ব্যয় সংক্ষোচ প্রস্তাব এই পঞ্চম অধিবেশনে হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া গৃহীত হয়। নিখিলবাবু বলেন যে যতদিন আমরা এই শূদ্রোচিত প্রথা সমাজ হইতে দূর করিতে না পারিব, ততদিন আমরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয় হইতে পারিব না। শরৎ বাবু দুঃখ করিয়া বলেন আমরা এই ঘৃণিত প্রথা আমাদের সমাজ হইতে দূর করিতে পারি না ইহা আমাদের মনুষ্যোচিত চিত্তশক্তির অভাবের পরিচায়ক। আমাদের সমাজস্থ যুবক ও বালকগণ যদি সংকল্প করেন, তবেই আমাদের উদ্ধারের আশা আছে।

১৩১৪ সালের ৯ই পৌষ সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া গৃহীত হয়। এ

সম্বন্ধে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলেন যে, 'দাবী চুক্তি করিয়া জঘন্য ব্যবসাদারের ন্যায় পুত্রের বিবাহ দিতে এখন অনেক বরকর্ত্তা লজ্জিত হন। আর এক কথা অবুঢ়ান্নের লৌকিকতায় দান গ্রহণ লোপ কেবল কায়স্থ জাতির নহে, তাহাদের সং আদর্শে অন্যান্য জাতির মধ্য হইতেও উহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।'

১৩১৫ সালের ১৯শে পৌষ সভার সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ও স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক (সভায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষরেরঅনুরোধ সহিত) সমর্থিত হইয়া গৃহীত হয়। এ সম্বন্ধে সম্পাদক রাজকৃষ্ণ বাবু দুঃখ করিয়া বলেন যে 'প্রতিজ্ঞাপত্রে অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার আশানুরূপ ফল কেবল অতি অল্প সংখ্যক হৃদয়বান ব্যক্তির গৃহে ফলিয়াছে। কেহ বলেন যে মেয়ের বিবাহে যখন টাকা দিতে হইতেছে তখন লইব না কেন? কেহ বলেন, একটা ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা অবশ্যই কন্যার পিতারই দেয়। আর কেহ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলেন আমার ইচ্ছা ছিল না, বাড়ীর ভিতর হইতে ঘটকীদের সঙ্গে কি কথা হইয়া থাকিবে জানি না।'

১৩১৬ সালের ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র তারিখে বহরমপুরে যে সভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহাতে এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া গৃহীত হয়। মাননীয় সারদা বাবু বলেন 'ভয়, গালি, অকথ্য বাদ কিছুতেই কাজ হয় না, তবে আদৌ কাজ হয় না, তাহা নয়। অনেকে প্রকাশ্যে অর্থ চাহিতে পারে না, তবে চোরে চুরি করিবে, তাহার কে কি করিবে?' নিখিল বাবু বলিলেন 'এইরূপ অপরাধীদিগের নাম কায়স্থ সভার সভ্যের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকা বাবু বলিলেন যে সমাজের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় পিতার শোণিত দোহন করে বলিয়া কন্যার নাম দুহিতা। বর কর্ত্তারা এই কথাটী মনে রাখিলে ভাল হয় যে দরিদ্র কন্যার পিতাকে শোষণ অপেক্ষা অনাড়ম্বর বিবাহ ভাল।' শ্রীযুক্ত শরৎ বাবু বলিলেন 'বিবাহ সম্বন্ধরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সোণা রূপার ব্যবসায় আর মিশাইবেন না। একদল বলেন যে আমরা কুলীন; আমরা যদি বরপণ স্বরূপ কিছু গ্রহণ না করি, তাহা হইলে অকুলীনে কার্য্য করার সময় আমাদের মান্য রক্ষা করা হইল না। ইহার উত্তর এই যে কুলমর্য্যাদা দিবার দাবি এত সামান্য যে তাহাতে কাহাকেও বিপন্ন হইতে হয় না, এই বরপণরূপ কুপ্রথার জন্য আমাদের কেবল দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে না, অশান্তি ও বৃদ্ধি হইতেছে। বেয়াই বা বেয়ানের সহিত বোধ হয় বিবাহের রাত্রি হইতেই দেনা পাওনা লইয়া আলাপ বন্ধ এবং পরে এক একটা পর্ব্ব উপলক্ষে জিনিষপত্র লইয়া কেবল অশান্তি বৃদ্ধি। এই হৃদয় শূন্য পিতা মাতার পুত্রের প্রতি নববধূ কখনই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এই অশান্তিস্রোত কাটাইতে না পারিলে আমাদের ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ কেবল হিন্দু সমাজের চক্ষে হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র।'

কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন যে 'কায়স্থ পত্রিকার আজ ১৫ মাস ধরিয়া অকর্ত্তব্যকারীদিগের নাম প্রকাশ করা হইতেছে এবং সভার প্রচারকগণও নানা স্থলে এ বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। তাহাতে আমরা বিশেষ সফল হইয়াছি, ইহা বলা যায়। তবে এই মাত্র বলা যায় আজকাল লোকের চক্ষু লজ্জা বাড়িয়াছে। আশা করা যায় ক্রমে ক্রমে লোকের মনও উন্নত হইবে।'

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে কায়স্থ সভার প্রতি অনুরক্ত উড়িষ্যায় উপনিবেশী বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের কটকে যে সভা আছে এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে অনেকটা সফলতা লাভ হইয়াছে। কায়স্থ সভার অনুরোধে কুমার সতীশচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৩১৭ সনের প্রারম্ভে যশোহরে যে সভা হয় তাহাতেও এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

কায়স্থ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে এই বিষয় আলোচনার জন্য সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে মাননীয় বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে যে সভা হয় তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন সভা স্থাপনের আবশ্যকতা থাকিলেও এক হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ আমরা, অদ্য বিবাহের ব্যয় সংকোচের ন্যায় সমান প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একত্র হইয়াছি। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকে একত্র হইয়া যে বরপণ এবং বিবাহে ব্যয় বাহুল্য প্রথা অবৈধ বলিয়া মনে করিতেছেন, আশা করা যায় ক্রমশঃ তাহা সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে।'

বহু বৎসর গত হইল আমার বিবাহের সময় অভিভাবকদিগকে আমি জিদ করিয়া কিছু লইতে দেই নাই এবং আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার,এল্. এম্. এস্ এর বিবাহেও আমি কিছু জিদ করিয়া লই নাই। ভগবান আমাকে যে একমাত্র পুত্র দিয়াছিলেন তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমার কয়েকটী ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। আমি আশা করি তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক পয়সা না লইয়া তাহাদের বিবাহ দিব।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় প্রস্তাবটী সমর্থন করেন।

তৎপরে বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় বলেন—

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সভ্যমণ্ডলী! পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয় বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কলিকাতার সমাজে বিবাহের ব্যয় যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় পল্লীসমাজে ততটা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে যতটা হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গে ততটা হয় নাই। এক্ষণেও পূর্ব্ববঙ্গ কুলীন কায়স্থ সমাজে একটা নিয়ম প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন;—বংশ মর্য্যাদার তারতম্যানুসারে একটা পণ চলিয়া আসিতেছে—তাহা অতিশয় অল্প ৭৲ টাকা ১৪৲ টাকা ও ২১৲ টাকা। মধ্যল্য, মহাপত্রাদি সমাজেও তাহা শত টাকার অতিরিক্ত নহে। তবে

যদি এমন কোন ব্যক্তি যাহার কোনকালে কুলীন সমাজে আদান প্রদান নাই, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইলে সহস্র কথা, যাহাকে 'জাত ডুবান বলে', তাহার নিকট যত আদায় করা যায়—নতুবা ভূরি অর্থ না পাইলে—কে জাত নষ্ট করিবে ? মহাভারত রামায়ণে কুলমর্য্যাদানুসারে পণের ব্যবহার শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সহর কলিকাতা সমাজের ন্যায় ভিটামাটী—উৎসন্নকর নহে। অতএব আমি একেবারে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত নহি, যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া সেই অর্থ কন্যা অথবা বধুর জন্য স্ত্রীধন রূপে প্রদত্ত হউক ইহাই বলি।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় বলেন "উপনয়ন সংস্কারই এই দোষ নিরাকরণের একমাত্র উপায়। মনুষ্যের স্বার্থ যায় না। কিন্তু সকলে উপনীত হওয়া ছাড়া সংমিশ্রনের অন্য কোন উপায় নাই, এবং বড় এক সমাজ থাকিলে বর কন্যাও অনেক পাওয়া যাইবে; তাহা হইলে দাবী করিবার উপায় থাকিবে না।"

তৎপরে সভাপতির অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বলেন যে পূর্ব্ববক্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। উপনয়নই সকল সামাজিক দোষ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তৎপরে তিনি কোন এক উপনীত ও স্বার্থত্যাগী বিশেষ ব্যক্তির কথা বলেন।

[উপরিলিখিত বক্তৃতা হইতে হইতে সভাপতির সম্মুখস্থিত টেবলের উপরে যে বৈদ্যুতিক আলোক ছিল তাহার তারে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ রায় সাহেবের একহস্ত সামান্য পুড়িয়া যায়। প্লাটফর্ম্মের উপর হইতে কুমার শরদিন্দু এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ভয়ে পলায়নপর হন, কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের অহ্বানে পুনরায় সকলে ফিরিয়া গিয়া বসেন। ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমার সাহেবের দগ্ধ হস্তের যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার সাহেব সভাস্থান ত্যাগ করিয়া যান]

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সময় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে আরম্ভ করেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করাতে তাহার বক্তৃতা স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন :—বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে আমরা যাহাই বলি না কেন, সম্পূর্ণ ফললাভের আশা করা যায় না। যতদিন না এই সভা খুব শক্তিশালী হইবে তত দিন পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া কোন ফলই হইবে না

সভার আদেশ যখন সভ্যেরা মানিতে বাধ্য হইবে তখন পণের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারিবে। আপনারা সভার শক্তি বৃদ্ধির উপায় দেখুন। হাওড়া হইতে "বিশ্বদূত" নামক একখানি সুন্দর সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সপ্তাহিক পত্রে গত ২৮এ চৈত্র তারিখে একটী চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় ২৮শে তারিখের পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপের উপায় সম্বন্ধে এই কয়টী প্রস্তাব তাঁহারা করিয়াছেন—

(১) কুলীন মৌলিকে নির্ব্বিশেষ বিবাহ;

(২) যে সকল মহাত্মা পুত্রাদির বিবাহে এক কপর্দ্দকও (অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছায় যাহা প্রদান করিবেন, তাহাও) গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদিগকে সমাজে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করা;

(৩) সামাজিকতা গ্রহণ নিষেধ। প্রণামী, মুখদর্শনী এবং আশীর্ব্বাদী প্রভৃতি সামাজিকতা যাহাতে গৃহীত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা;

(৪) গাত্রহরিদ্রা, ফুলশয্যা এবং তত্ত্ব প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করা।

প্রস্তাবগুলি সকলই সাধু এবং নূতন না হইলেও এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের সভা ১০ বৎসর ধরিয়া এই সবই উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সামাজিকতা গ্রহণ করা যদিও অনেকটা করিয়াছে, আর কিছুই হয় নাই। বড়লোকেরা আমাদের সামাজিক শত্রু। তাঁহারা দেশকাল পাত্র ভেদে নিজেদের রকম সকম কখনই পরিবর্ত্তন করিবেন না। আসুন আপনারা বড়লোকদের ব্যবহার না দেখিয়া নিজেদের হিসাবে চলুন, মন দৃঢ় করুন,—দেখিবেন কি ফল হয়।"

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। কায়স্থ সভা স্থায়ী চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়া কায়স্থ সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয় প্রস্তাবটীর অনুমোদন করেন।

সভাপতির অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দত্ত মহাশয় (সাং কলিকাতা) প্রস্তাবটী সমর্থন করেন এবং বলেন যে আমাদের দেশের বড়লোকেরা সামাজিক বিষয়ে উদাসীন। তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে খোসামোদ করিবার জন্য অতি সহজে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা খরচ করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে সমাজের অর্থাৎ নিজেদের উপকার হইবে তাঁহার জন্য এক পয়সাও সহজে দিতে চাহেন না।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলন জন্য সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষ-রূপে অনুরোধ করিতেছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ এবং সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির অনুমতি লইয়া প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া বলেন :—

"কায়স্থ সভা যে কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কায়স্থ প্রধান স্থানে বিশেষরূপ প্রচার আবশ্যক। গত সভায় যে প্রচার সমিতি গঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় এই তিন মহাত্মাই কেবল প্রচারার্থে কয়েকটী কায়স্থ প্রধান স্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে প্রচার করিয়াছেন সেখানে বেশ কার্য্যের ও সফলতা দেখা গিয়াছে। যদি এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভার প্রচার সমিতির সভ্য মহোদয়গণ আসন পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থ প্রধান স্থানে সময় সময় সভা সমিতি করেন তবে অতি সত্বর সভার উদ্দেশ্য সফল হইবে। প্রচার সমিতির অর্থের অসচ্ছলতায় আমরা ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক সময় প্রচার কার্য্য করিতে পারি নাই সভার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয় সে চেষ্টাও বিশেষ আবশ্যক"।

শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাবটী অনুমোদন করিতে বলেন :—

"ওঁ তৎ সৎ শ্রীগণেশায় নমঃ। পিতৃপতি ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্ত দেবকে প্রণাম করি। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের চরণে কোটী কোটী প্রণাম বন্দনা করত সমবেত স্বজাতি মহোদয়গণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব-

অধিবেশনে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত সেই পুরাতন প্রস্তাব, যাহা শ্রীশ বাবু অদ্য পুনরুল্লেখ করিলেন, আমিও তাহাই সমর্থন করিতেছি। মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণ, আমার হৃদয়ের আবেগপূর্ণ কয়েকটীমাত্র কথা শ্রবণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

মুমূর্ষু কায়স্থ সমাজ ক্রমশঃই উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে সন্দেহ নাই। প্রচার কার্য্যই এই যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির প্রধান কারণ। আজ নয় বৎসর ব্যাপী তুমুল আন্দোলন যে বিফল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। স্থানে স্থানে কেন্দ্র-স্থাপন, সভার প্রচার কার্য্য, মফঃস্বলে সভাসমিতি গঠন, পরমহিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিঃস্বার্থ চেষ্টা, আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার ব্যয়শীলতা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন এবং মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ভ্রমণ ও কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত রামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এই সমাজ সংস্কারের উল্লেখযোগ্য সহায়তরণী।

দু চা'রজন প্রচারকের দ্বারা, এই বিরাট বঙ্গদেশস্থ দশ বার লক্ষ কায়স্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া সুষুপ্ত সমাজকে জাগ্রত করা দুরূহ। যদি প্রত্যেক কায়স্থ প্রধান স্থানে সমিতি গঠন ও নিঃস্বার্থ প্রচারকার্য্যে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এক বৎসরেই এই সভার যাবতীয় মন্তব্যগুলি অনায়াসসিদ্ধ হইতে পারে। ছয় লক্ষ কায়স্থ পুরুষের ছয়কুড়ি মাত্র, বৎসরান্তে একবার সমবেত হইয়া বক্তৃতায় প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিলেও কিছু হইবেনা। মফঃস্বলের বহু কায়স্থপ্রধান স্থানে এখনও আন্দোলন আদৌ হয় নাই। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে না পারিলে আমাদের চারি শ্রেণীর মিলনত, দূরের কথা, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার দ্বিভাব উপস্থিত হইয়া শ্রেণীসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। সমবেত সভ্যগণ! আপনারা যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজহিতৈষী হন্ তবে আসুন, সভার প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে বদ্ধ পরিকর হউন্। সভার উপর কেহ অভিমান প্রকাশ করিবেন না—এ কার্য্য আপনাদের নিজের, ব্যক্তি বিশেষের ত্রুটীতে সমগ্র সমাজে অনল প্রজ্জ্বলিত করিবেন না; তাহা হইলে নিজেও দগ্ধ হইবেন। অভিমান, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি ভুলিয়া যান, স্বজাতির উন্নতিতে নিজবংশের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করুন্।

শাস্ত্র আমাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিতেছেন, ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও আমাদিগকে চিত্রগুপ্তবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত নয়নে চাহিতেছেন;

তথাপি আমাদের স্বজাত ভ্রাতৃগণ, সন্দেহাভিভূতচিত্তে নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে কালবিলম্ব করিতেছেন, ইহা কি কম দুঃখের কথা? (ক্ষত্রিয়) কায়স্থ সমাজের শূদ্রাপবাদ দূরীকরণার্থ যে সকল স্বজাতি মহোদয়গণ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। পরমেশ্বর তাঁহাদের এই স্বজাতিপ্রাণতা ও ধর্ম্ম সংরক্ষণশীলতার জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আপনাদের বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণে কেন এত বিলম্ব ঘটিতেছে? বোধ হয় স্বার্থপরতা, আভিজাত্যাভিমান, ভীতি, লজ্জা, পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগ প্রভৃতি নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে এই মহৎ কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে। প্রচারক্ষেত্রে অবগত হইয়াছি, বর্দ্ধমান ও বীরভূমবাসী কয়েকজন মাত্র স্বজাতিপ্রেমিক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু পনের আনা উনিশ গণ্ডা কায়স্থ কাঁদি সমাজের দোহাই দিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, কাঁদির রাজপরিবার ও অন্যান্য সকলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ না করিলে, তাঁহারা অপারগ; এরূপ কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। দিনাজপুরের মহারাজকুমার এবং কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব প্রভৃতি উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজপতিগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলেও, শূদ্রাচারী উত্তররাঢ়ীয়গণের অন্যমত হইবার কারণ কি? (যদি ২।৩টী জেলা) কাঁদিবাসীগণের মুখাপেক্ষী থাকে তবে তাঁহাদের আর বিলম্ব করা উচিৎ কি?

কুলীনকুলাগ্রগণ্য মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কায়স্থ সমাজের শিরোভূষণ। তিনি যদি উত্তরাঢ়ীয় সমাজে পরমাদরে গৃহীত হন্ তবে সমাজাভিমানী অনুপবীতি উত্তররাঢ়ীয়গণের ভীতির কারণ কি? আশা করি তাঁহারা এই বৎসরেই সংস্কারানলে, শূদ্রত্বকলঙ্করাশী দগ্ধীভূত করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া যজ্ঞসূত্রকে অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে সাহসী হয়েন, তাঁহাদের মনে করা উচিৎ যে সর্ব্বভাষাবিৎ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার চরমপন্থী মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাহাদুর প্রমুখ আদর্শপুরুষগণ কেন যজ্ঞসূত্র শোভিত হইয়াছেন!

স্বজাতিপ্রেম আন্তরিক না হইয়া মৌখিক কপটতাময় হইলেই অর্থাৎ বক্তৃতাকালে উদারতা ও কার্য্যকালে সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করিলে, কে না ভণ্ড বলিবে?

আমার বিশ্বাস, আজকাল বঙ্গদেশে উপবীতি কায়স্থের সংখ্যা পঞ্চাশ সহস্রের কম নহে। প্রকাশিত নামের তালিকা ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক উপবীতি কায়স্থ আছেন, সকলের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দ্বাদশ ভাগের একভাগ হইয়াছে, এখনও একাদশ ভাগ অবশিষ্ট আছে কারণ কায়স্থ পুরুষসংখ্যা আন্দাজ ছয়

ক্ষ। সম্পূর্ণরূপ প্রচার শক্তির অভাবেই এখনও এত নিরুপবীতি। প্রধান প্রধান সভ্যগণের ঔদাসীন্য বশতঃ আমাদের প্রচার কার্য্যের বিঘ্ন হইতেছে। মফস্বলের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐকথা। মফঃস্বলবাসীগণকে কি কৈফিয়ৎ দিব তাহাই প্রধান প্রধান অনুপবীতি সভ্য মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা সদুপদেশ প্রদান করুন্।

সমবেত সভ্যগণ! যাঁহারা অকপট হৃদয়ে, প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া এই সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন্। আমি স্বজাতিসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি; সাধ্যমত ত্রুটি করি না বা করিব না, এই আমার নিজের কথা। আপনাদিগকে একটি আনন্দজনক সংবাদ দিতেছি। আমার বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাঁইহাট গ্রামে, দাঁইহাট বৈদিক কায়স্থ সমিতি নামক একটি সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে; বর্ত্তমান বর্ষে তাহার কার্য্যারম্ভ হইবে। আপনারাও নিজ নিজ গ্রামে সমিতি গঠনের চেষ্টা করুন।”

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব। কায়স্থ সভার প্রত্যেক অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলান, কায়স্থসভার পুস্তকালয় স্থাপন, আফিসের কার্য্যাদি ও কায়স্থ পত্রিকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাদির জন্য কলিকাতার সদর রাস্তার উপরে একটা বাটী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বোধ করিতেছেন এবং কায়স্থসাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যের অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়।

অনুমোদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ, মহাশয়। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লেখনী-ব্যবসায়ী-কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতার উপলব্ধি করিতেছেন।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে বলেন :—

"সভ্যগণ! আমার উপর যে প্রস্তাবটী কর্‌বার ভার দেওয়া হয়েছে সেটী বলবার আগে আমি একটী জ্বলন্ত সামাজিক দৃষ্টান্তের গল্প বোল্‌ব।

আমাদের কায়স্থ কুলগৌরব রবিস্বামী বিবেকানন্দ,—যিনি পাশ্চাত্যদেশে সনাতন ধর্ম্মপ্রচার কোরে সমগ্র ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন,—জর্ম্মানী ভ্রমণ কালে তিনি য়ুরোপীয়গণের মধ্যে বেদান্তদর্শন শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত পল ডইসনের সঙ্গে পরিচিত হন। ডইসন তাঁর অসীম পাণ্ডিত্যের ও ঐশী শক্তিতে মুগ্ধ হোয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জর্ম্মানীর নানাস্থল পরিভ্রমণ করেন। একদিন ডইসন স্বামীজিকে বলেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী পার্ব্বত্য গ্রামপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রামবাসীরা এক অদ্ভুত দৃশ্য। তাঁদের চাল চলন হাবভাব দেখবার যোগ্য। স্বামীজি ডইসনের কথায় তথায় যেতে সম্মত হলেন।

এই স্থানটীর চতুর্দ্দিকে এমন উঁচু উঁচু দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত যে তার ভিতর চার পাঁচটী গ্রাম আছে তার অস্তিত্ব এতদিন সকলে অজ্ঞাত ছিল। ঐ উঁচু পাহাড়ের একটী মাত্র স্থানে উঠতে পারা যায়। স্বামীজি ডইসনের সঙ্গে সেইস্থানে উঠে দেখলেন, জেলখানার মতন পর্ব্বত-প্রাচীর-বেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড স্থানে কেবল মাত্র চার পাঁচ খানি গ্রাম। তাঁরা পাহাড় থেকে নেমে গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করলেন, দেখলেন যে ঐ গ্রাম কয়খানির কয়েক সহস্র লোকের আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুই তথায় পাওয়া যায়, এবং তাহা ঐ সমস্ত গ্রাম বাসীরাই উৎপন্ন করে। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক যেন কিম্ভূত কিমাকার প্রকৃতিবিশিষ্ট, বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবর্জ্জিত মানুষ, তাদের অবয়বের গঠন পর্য্যন্ত কিম্ভূত কিমাকার; সে কেমন হ্যালা খ্যাপা গোছ, তারা সকলে কেমন এক প্রকার পাগলের দল; তাদের শরীরের মাংসপেশী গুলিও বিকৃত ভাবাপন্ন। তাই তাদের অঙ্গ সঞ্চালন পর্য্যন্ত পাগলামীর ভাব পরিচায়ক। মোট কথা তাদের দেখে স্বামীজি পাগলের দল বোলেই সাব্যস্ত করলেন। আর ডইসনকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ডইসন বললেন তাঁদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে তাদের আদান প্রদান বিবাহাদি ঐ ক্ষুদ্র সমাজ মধ্যে আবদ্ধ বোলে কালে তাদের শোণিত দূষিত হয়ে তারা ঐ রূপ এক মহাভীরু পাগলের জাতিতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের ভারতবর্ষে ঐ বিবাহাদি দ্বারা রক্ত দূষিত হবার কারণ বহুকাল হইতেই ঋষিরা জ্ঞাত ছিলেন; আর সেই জন্য যে স্থলে কোন প্রকার শোণিত সম্বন্ধ আছে সে স্থলে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ দূরদেশে গতায়াতের সুবিধা অভাবে হোয়ে পড়েছে আমাদের আদান প্রদান বিবাহাদি

সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মধ্যে এখন গতায়াতের সুবিধা সত্ত্বেও আজ ও আবদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমান কায়স্থ কুলের যে সমস্ত অবনতির লক্ষণ আমরা দেখ্‌ছি তার একমাত্র কারণ ঐ আন্তর্গণিক বিবাহের অভাবে বৈবাহিক আদান প্রদান ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখা বোলে মনে হয়। ঐ অবনতির কারণ যদি আমরা ত্বরায় দূর করতে না পারি তবে আমাদের অধিকতর অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অতএব কেবল মাত্র যে আমরা বঙ্গদেশীয় আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে যত্নবান হব তা নয়। যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহের অবাধ আদান প্রদান আরম্ভ হয় ও অনতিবিলম্বে তদ্বিষয়ে আমাদের সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ কুলের সচেষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং আজ বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অধিবেশনে এই প্রস্তাবটী আপনারা যে ঐক্যমতে অনুমোদন করবেন তাতে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর কেবল মাত্র সে মৌখিক অনুমোদনই করবেন তা নয় কায়মনোবাক্যে তা, ধর্ম্মতঃ কার্য্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হবেন বোলে আমার ধারণা। কারণ পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে মানব সমাজের মধ্যে যত প্রকার উন্নতির আদর্শ যাহা মনুষ্য জাতিকে দেবত্বে উন্নীত করেছে তা সমস্তই একমাত্র ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারাই প্রদর্শিত ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষদগুলি প্রায় সমস্তই ক্ষত্রিয় প্রণীত। ক্ষত্রিয় সম্রাট নহুষ যযাতির পিতা পৃথিবী অধিকার কোরে সমস্ত বর্ব্বর জাতিদের ধর্ম্মে উন্নীত যে এক অতীব প্রাচীন সময়েও কোরেছেলেন তার প্রমাণ আমরা মিশর গ্রীস্‌ প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাই। বিগত শতাব্দীতে কায়স্থকুলতিলক শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্ম্ম প্রচার কোরে পাশ্চাত্য মনুষ্য সমাজের যে মঙ্গল সাধন কোরে গেছেন তা আপনাদের অবিদিত নাই। ধর্ম্মপ্রচার বলুন, সংকল্পের প্রসার বলুন, পরোপকার মহাব্রতানুষ্ঠান বলুন, সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ সংসাধন করা বলুন, সমস্তই মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র কায়স্থ কুলের একাধিকার এবং সেই অদ্বিতীয় গৌরবাধিকার পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজ জীবনের কার্য্যের দ্বারা আমাদের মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কোরে গেছেন। আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস যে আপনারা সেই সূর্য্যসম অদ্বিতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণে প্রাণপণে যত্নবান হবেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।"

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম, এ, মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বলেনঃ—

"যদ্যপি আমি বাঙ্গালা জানি না তথাপি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ২।১টী কথা বাঙ্গালা ভাষায় বলিতে সাহস করিয়াছি। আমার দ্বারা ভুল হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে, শুদ্ধ ভাষা হওয়াই বরং এক রকম অসম্ভব। তার জন্য আপনাদের নিকটে এই প্রার্থনা যে আপনারা ভুলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমি যে এই সাহস করিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিবেন।

কিছু পূর্ব্বেই আপনাদের চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের কথা শুনিয়াছি। অযোধ্যা নগরে একটী চিত্রগুপ্ত বাবার মন্দির আছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। আমরা সব এক চিত্রগুপ্ত বাবার বংশজ, আমাদের সকলের তাঁর উপর অধিকার এবং তাঁহার আমাদের উপর এক সমান অধিকার। বাবা চিত্রগুপ্তের মন্দির এখন ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে অবস্থা আমাদের জাতির গৌরবের কথা নহে। যে রকমে হউক না কেন সে মন্দিরটিকে ভালরকম করিয়া রাখাই আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ আপনাদের মন্ত্রীর কাছে এক রকম প্রার্থনা করিয়াছেন। এবং আমার কাছে লিখিয়াছেন কি তুমি সভায় উপস্থিত হইয়া বাবা চিত্রগুপ্তের নামে চিত্রগুপ্তের মন্দিরের জন্য আপীল করিও। আপনাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা সে মন্দির সাহায্যের অভাবে নষ্ট হইয়া না যায়, কেন না আমাদের সকলকে এক বন্ধনে বাঁধিবার একমাত্র সূত্র—আর সে সূত্র চিত্রগুপ্ত বাবা। সে মন্দির মেরামত করিবার জন্য একটী কমিটি সংগঠিত হইয়াছে। সে কমিটি কার্য্য করিতেছে। বেহার এবং যুক্তপ্রদেশে সমস্ত কায়স্থেরা টাকা যোগাইতেছেন। আপনারা এখান থেকে যদি কিছু সাহায্য করিতে পারেন তাহা হইলে মন্দিরের কার্য্য হয় এবং আপনাদেরও কর্ত্তব্যপালন হইবে। আপনাদের নিকটে আমার এই নিবেদন যে, ৪০০৲ টাকা যদি না হয় ত, অন্ততঃ ২০০৲ টাকা সভা হইতে মন্দিরের জন্য দেওয়া উচিত। আশাকরি এ টাকা ছাড়া এখানে, যে ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত আছেন তাহারাও যথাশক্তি এ ধর্ম্ম-পূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্যে দান করিয়া সুযশ লাভ করিবেন।

যে প্রস্তাব আপনাদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আবশ্যক। আমাকে যে এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে দিয়াছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সব চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত। এ বিষয়ে আমাদের কিছুই সন্দেহ নহে। কিন্তু প্রদেশ ভেদে যে পার্থক্য এখনও দাঁড়াইয়া আছে সে সমস্তকে দূর করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি এ কথা বলিতে পারি না যে, আমাদের প্রদেশের কায়স্থেরা এ বিষয়ে কিছুই আপত্তি করিবেন না। আপত্তির কারণও

ছে। আমি দুই একটা কারণ বলিতেছি, না বলিলে কার্য্য সফল হওয়া সম্ভব হইবে, এই আমার ধারণা। আশাকরি আপনারা এজন্য আমাকে ক্ষমা রিবেন। আপনাদের প্রদেশে এখন যে উপবীত সম্বন্ধে হৈচৈ হইতেছে সে মাদের দেশে একবারে নাই। কেন না আমাদের দেশে, উপবীত, বিধিমত স্কার মধ্যে পরিগণিত এ সংস্কার সকলেরই বাল্যকালেই হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে সংস্কার একবারেই হয় না। তার জন্যে কেহ উপবীত ধারণ করিতে অনিচ্ছুক বং ব্রাহ্মণরাও বিরোধ করিতেছেন। আপনারা উপবীত সংস্কারকে আবশ্যক স্কার বুঝিয়া প্রত্যেক বালককে বিধিমত সংস্কার করান, তারপর আমাদের শের কায়স্থ সমাজের আপত্তির নিবারণ সম্ভব। আর একটী কারণ—বোধ য় বঙ্গদেশের সকল কায়স্থদিগের লেখনী ব্যবসা নহে। তার জন্যে আমার নে হয় যে কায়স্থদিগের জাতীয় স্থান হিন্দু সমাজে উচ্চ নহে। যখন আমি ন্দু হোটেলে থাকিতাম, আমাদের একটা চাকর ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা রিলাম, তুমি কি জাতীয়? আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত এবং লজ্জিত হইলাম যে য় কায়স্থ। আমাদের দেশে কায়স্থ কখনও এ রকমের নীচ্ চাকুরি করিতে ম্মত হয় না। আমাদের দেশের কায়স্থ লেখনীব্যবসা ছাড়া আর কোন বসায় করেন নাই, তার জন্যে আমাদের দেশের কায়স্থদিগের স্থান উচ্চ, এমন ক ব্রাহ্মণেরা উপবীত দিতে কখনও আপত্তি করেন না। কায়স্থদিগকে কেহ োট বলিতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই যে উক্ত কারণকে দূর না করিলে মাদের দেশের কায়স্থেরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে নিজ সমাজের অন্তর্ভুক্ত রিতে সম্মত হইবেন না। আমার আন্তরিক কামনা যে, আমরা এক চিত্রগুপ্ত বের বংশজ আবার এক হই। এ কামনা ফলিত হইতে যে বাধা স্থিত রহিয়াছে. তাহা আমি নিবেদন করিলাম। আশাকরি যে দুইদিকের কায়স্থ গণ যাতে এই সকল বাধার কারণ দূর হয় তার জন্য ব্রতী হইবেন।

কায়স্থেরা ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ব্যাপ্ত। সমস্ত ভারতের কায়স্থ-গকে এক সমাজে আনিতে পারিলে এক মহান্ জাতীয়তা সংঘটিত হইবে। জাতির অপেক্ষা আমাদের বিশেষ সুযোগ,—ভারতে এমন কোন হিন্দু জাতি ই যে বলিতে পারে যে আমরা সব এক পূর্ব্ব পুরুষের বংশজ। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত লে এক মহাপুরুষের বংশজ বলিতে পারেন না। কিন্তু আমরা সব এক চিত্র-গুপ্তের বংশজ। এর জন্যে আমার মনে হয়, যদি আমরা একটুক চেষ্টা করিতে পারি, া হইলে আমাদের মিলনে কোন বিশেষ বাধা ঘটিবে না। এই মিলনে যে মধুর ফল ফলিবে তাহা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন। অন্যান্য জাতীয়

উপরেও এর একটা বিচিত্র প্রভা পড়িবে। অতএব আমি আশাকরি যে প্রত্যেক কায়স্থ এই সুমধুর মিলনের জন্যে প্রয়াসী হইয়া এই মহান দিবসের আগমনের পথ পরিস্কার করিয়া তুলিবে।”

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাবটী সমর্থন করিতে বলেন ঃ—

“অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ বদ্ধন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

কথাটী আমরা সকলেই জানি। ইংরাজিতেও বলে ঃ—

United we stand, divided we fall.

একতা না থাকায়ই ভারতের এত অধঃপতন হইয়াছে। আমাদের আর জাতীয়ত্ব নাই। অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই—সকলেই বুঝিতে পারেন যে যে দেশে জাতিভেদ সহজে যাইবে না, সে দেশে একজাতিমধ্যে নানা বিভাগ যদি থাকে, আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইবার কথা। কেন যে নানা বিভাগ থাকিবে তাহা বুঝিতে পারি না। কোনই শাস্ত্রীয় বা অন্য কোন কারণ বুঝা যায় না।”

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত, বি এল্, মহাশয়ও এই প্রস্তাব সমর্থন কালে বলেন ঃ—“ভাব ও আদর্শ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। যখন এই সভার জন্ম হয় তখন বাঙ্গালী কায়স্থের চারি শ্রেণীর মিলন আদর্শ ছিল। কয়েক বৎসর পরে এই সভা হিন্দুস্থানী কায়স্থ সভার সহিত ভগ্নীসভারূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। অদ্য নবম বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব হইতেছে যে বিভিন্ন প্রদেশস্থ ভারতীয় লেখনী-ব্যবসায়ী-কায়স্থগণ একসমাজভুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ এই যে কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি মাদ্রাজী, কি মহারাষ্ট্রীয়—ভারতীয় কায়স্থগণের প্রদেশ—নির্ব্বিশেষে বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারেন। আমাদের এই বঙ্গদেশীয় সভা কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন জজ দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির নেতা বম্বে হাইকোর্টের দুইজন জজ—স্বর্গীয় রানাদে ও শ্রীচন্দ্রবর্কর। ঐ সমিতি এতকাল উপবর্ণের মিলন সমর্থন করিতেন—কারণ বর্ত্তমান আইনানুসারে চতুর্ব্বর্ণের মিলন অসিদ্ধ। এলাহাবাদে গত অধিবেশনে সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে চতুর্ব্বর্ণের মিলন সিদ্ধ করিবার জন্য আইন পরিবর্ত্তন করিতে গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করিতে হইবে।

ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উচ্চতর আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলিলে পর (১) প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

নবম প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়। (উত্তররাঢ়ী)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়। (বঙ্গজ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়। (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সভাপতি ঃ—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, এম্ এ,বি এল্, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ। (দক্ষিণরাঢ়ী)।

সহঃ সভাপতিগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল্, ভগলপুরের উকীল। (উত্তররাঢ়ী)।

কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব দেববর্ম্মা, শোভাবাজার রাজবাটী (দক্ষিণরাঢ়ী)।*

রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা, উকীল, ঢাকা। (বঙ্গজ)।

রায় বাহাদুর বিশ্বম্বর রায়, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলা। (বারেন্দ্র)।

কোষাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, জমিদার, টাকী। (বঙ্গজ)।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। (উত্তররাঢ়ী)।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। (বারেন্দ্র)।

সম্পাদকগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা,বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। (দক্ষিণরাঢ়ী)।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, (বঙ্গজ)।†

সহঃ সম্পাদকগণ ঃ—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ। (উত্তররাঢ়ী)।

(১) সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ পরে কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ হইবে।

* ইনি অসুস্থতা নিবন্ধন পদত্যাগ করায়, ২৪এ বৈশাখ সভার বিশেষ অধিবেশনে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা এই পদে নির্ব্বাচিত হন।

† গত ২৪ এ বৈশাখের বিশেষ অধিবেশনে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, বিএল্ (হাইকোর্টের উকীল) মহাশয়ও একজন সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা, ডাক্তার। (দক্ষিণরাঢ়ী)।
শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। (বঙ্গজ)।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, এম্ এ। (বারেন্দ্র)।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ :—

(১) উত্তররাঢ়ী :—

১। মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর।
(প্রথম উত্তররাঢ়ী সভাপতি ও ১ম ও ৭ম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
২। কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ।
(দ্বিতীয় উত্তররাঢ়ী সভাপতি ও দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
৩। রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব। (তৃতীয় উত্তররাঢ়ী সহঃ সভাপতি)।
৪। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়। (পঞ্চম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
৫। মাননীয় কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা, এম্ এ, প্রাজ্ঞ।
(৮ম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
৬। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সিংহ।
৭। কুমার „ জ্যোতীশকণ্ঠ রায়।
৮। „ নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।
৯। কুমার „ অরুণচন্দ্র সিংহ।
১০। রায় „ রসময় মিত্র বাহাদুর।
১১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ। *
১২। „ শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক।
১৩। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
১৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।
১৫। „ গোপীমোহন সিংহ। **
১৬। „ কুমার ইন্দ্রদেব রায়। **
১৭। „ রাজা সতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। **
১৮। „ রাধাকান্ত রায়। **
১৯। „ রমণীমোহন দাস। **

(২) দক্ষিণরাঢ়ী :—

১। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটী। (দ্বিতীয় দক্ষিণ রাঢ়ী সভাপতি ও দ্বিতীয় বৎসরের সহঃ সভাপতি)।
২। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক। (৫ম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। (৮ম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।
৪। কুমার মন্মথনাথ মিত্র। (১ম হইতে ষষ্ঠ বর্ষের কোষাধ্যক্ষ)।
৫। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত। (৪র্থ বর্ষের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক)।
৬। „ রাজকৃষ্ণ দত্ত। (৩য় বর্ষ হইতে ৭ম বর্ষ পর্য্যন্ত সম্পাদক)।
৭। „ গোবিন্দলাল দত্ত। (৪র্থ ও ৫ম বর্ষের সম্পাদক)।

---

* ইনি সম্পাদক হওয়ায়, ইহাঁর স্থলে অপরে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

** ইহাঁরা গত ২৪এ বৈশাখ [illegible] নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্। (৪র্থ ও ৫ম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।
কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব দেববর্ম্মা। (৮ম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।
। কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।
। রায় বিনোদ বিহারী বসু।
। শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী।
। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
। „ মতিলাল ঘোষ।
। „ রসিকলাল রায়।
। „ কৈবল্যনাথ বিশ্বাস।
। „ মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা।
। রায় „ যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর।
। „ অমূল্যচরণ ঘোষবিদ্যাভূষণ দেববর্ম্মা।
। „ বরদাচরণ মিত্র।
২২। শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা।
২৩। „ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
২৪। মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২৫। রায় „ মতিলাল হালদার বাহাদুর।
২৬। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা।
২৭। „ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
২৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
২৯। „ দ্বারিকানাথ মিত্র।
৩০। „ নবকিশোর বসু দেববর্ম্মা।
৩১। „ গৌরীশঙ্কর রায়।

(৩) বঙ্গজ :—

স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ (১ম ও দ্বিতীয় বৎসরের সদস্য এবং ১ম বঙ্গজ সভাপতি ও ৫ম বৎসরের সহঃ সভাপতি)।
রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। (দ্বিতীয় বঙ্গজ সভাপতি ও প্রথম ৪বৎসরের ও ষষ্ঠ বৎরের সহঃ সভাপতি)
„ শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা। (সপ্তম বৎসরের সহঃ সভাপতি)।
„ শরৎচন্দ্র ঘোষ। (৫ম ও ষষ্ঠ বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষক)।
„ চন্দ্রকান্ত ঘোষ। (৫ম ও ষষ্ঠ বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষক ও অষ্টম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।
„ বসন্তকুমার বসু। (৩য় বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।
„ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী। (৫ম ও ৬ষ্ঠ ও ৭ম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।
„ মনিমোহন সেন।
„ মুকুন্দনাথ রায়।
„ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
„ যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী।
১২। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।
১৩। „ প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা।
১৪। „ নৃত্যগোপাল সরকার।
১৫। „ বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা।

(৪) বারেন্দ্র :—

১। রাজর্ষি বনমালি রায় বাহাদুর। (প্রথম বারেন্দ্র সভাপতি এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষের সহঃ সভাপতি)।

২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়। (দ্বিতীয় বারেন্দ্র সভাপতি ও ৪র্থ বর্ষের সহঃ সভাপতি ও ১ম ও ২য় বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।

৩। „ কিশোরীলাল সরকার। (৫ম বর্ষের সহঃ সভাপতি ও ৩য় বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।

৪। কুমার ক্ষিতীশভুষণ রায় দেববর্ম্মা। (৮ম বর্ষের সহঃ সভাপতি ও ৭ম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।

৫। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়। (৪র্থ ও অষ্টম বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।

৬। „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা। (৫ম ও ষষ্ঠ বর্ষের সহঃ সম্পাদক)।

৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল রায়।

৮। „ রাধাবল্লভ রায়।

৯। „ বিনয়কুমার রায় দেববর্ম্মা।

১০। „ জগদানন্দ রায় দেববর্ম্মা।

১১। „ শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার দেববর্ম্মা।

১২। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা।

১৩। „ চন্দ্রনাথ চৌধুরী।

১৪। „ প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা।

১৫। „ বেণীমাধব সরকার দেববর্ম্মা।

১৬। „ অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেববর্ম্মা।

(৫) শাখা সভার সভাপতি বা সম্পাদকগণ।

দশম প্রস্তাব। কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, বার্ষিক অধিবেশনের দুই দিনের সভাপতিগণ ও গত বর্ষের কর্ম্মচারিগণ এবং স্বেচ্ছা-সেবকগণকে ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয় কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ এবং গত বর্ষের কর্ম্মচারী-গণকে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় প্রতিনিধিগণের থাকিবার এবং আহারাদি ও স্বচ্ছন্দের সুব্যবস্থার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় দুই দিনের সভাপতিগণকে ধন্যবাদ দেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

অবশেষে সভার উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মিষ্টান্ন জলযোগের পর সভাস্থল হইতে গমন করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

দশম বার্ষিক অধিবেশন।

১৩১৮ সালের ৩১শে চৈত্র, শনিবার, এবং ১৩১৯ সালের ১লা বৈশাখ রবিবার, এই দুই দিন রংপুর সহরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, কায়স্থকুলরত্ন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই,সি,এস্ এবং তথাকার কায়স্থ রাজন্য, জমীদারগণ এবং অন্যান্য কায়স্থ মহোদয়গণের ঐকান্তিক এবং আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যোগে দশম বার্ষিক অধিবেশন অতিসুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। রংপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি এবং স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্যে নিয়োজিত কায়স্থবালকগণ স্বজাতি সেবার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসা ও আন্তরিক ধন্যবাদের উপযুক্ত। সভার অধিবেশনের জন্য রংপুরে নাট্যমন্দির পত্রপুষ্প পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত ও শোভিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য ব্যতীত বহু কায়স্থ প্রতিনিধি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুদূর আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলা হইতেও কায়স্থ প্রতিনিধিগণ এই সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

দশম বার্ষিক অধিবেশনে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সাং রংপুর), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ (সাং কুড়িগ্রাম), পণ্ডিতগণ-অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ (সাং কলসকাঠী, বরিশাল জেলা), শ্রীযুক্ত ...চরণ তর্কলঙ্কার (কাসিমবাজারের মহারাজার সভা-পণ্ডিত), শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ...ভূষণ (সাং গরাণহাটা, কলিকাতা), শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন (সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ (সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত কালীকুমল কাব্যবিনোদ (সাং শ্রীহট্ট), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (তাজহাট রাজসভা-পণ্ডিত), শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যার্ণব (সাং বিক্রমপুর), শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ (সাং উজিরপুর, ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ...রত্ন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত কালীকমল স্মৃতিরত্ন (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠকিশোর ভট্টাচার্য্য (ডিমলা রাজসভা-পণ্ডিত),

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহুপূজনীয় অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণগণ সভামঞ্চ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

উপস্থিত সভ্য ও প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, (দক্ষিণরাঢ়ী) সাং বড়গাছিয়া, হুগলী জেলা, হাং সাং কোচবিহার।

* „ অতুলগোবিন্দ মজুমদার, (বারেন্দ্র), সাং মালঞ্চীনগর, বগুড়া জেলা।

„ অন্নদাপ্রসাদ সেন, (দক্ষিণরাঢ়ী), জমীদার,সাং রাধবল্লভ, রংপুর জেলা।

* „ অমৃতলাল নাগ দেববর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং ফরিদপুর।

* „ আনন্দলাল চৌধুরী দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং রায়কালী, বগুড়া জেলা।

„ আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং সোমেশপুর,নদীয়া জেলা।

„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং আল্‌গী, ফরিদপুর জেলা।

* „ উপেন্দ্রনাথ নন্দী, (বারেন্দ্র), সাং শিবগঞ্জ, বগুড়া জেলা।

* „ উমেশচন্দ্র গুহ খাসনবীশ, (বঙ্গজ), সাং বানাইল, ময়মনসিংহ জেলা, হাং সাং দিনাজপুর।

* „ কালীচরণ সরকার, (বঙ্গজ), সাং কালিকাপুর, পাবনা জেলা।

„ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, বিএ, (বঙ্গজ), সাং ফরিদপুর।

* „ কামিনীকুমার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং চিলমারী, রংপুর জেলা।

„ কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই, সি,এস্ (দক্ষিণরাঢ়ী), ম্যাজিষ্ট্রেট, হাং সাং রংপুর।

„ কেলিগোবিন্দ দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা।

„ কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, „ সাং ছাতারপাড়া, রাজসাহী জেলা।

* „ কৃষ্ণধন সিংহ দেববর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ী), সাং কান্দি, মুর্শিদাবাদ জেলা।

অনারেব্‌ল্ মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, (উত্তররাঢ়ী), সাং দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং হরিপুর, রংপুর জেলা

„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (বঙ্গজ), সাং ব্রাহ্মণগাও, ঢাকা জেলা।

* „ গোলাপচন্দ্র ঘোষ, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং খুলনা।

* „ চন্দ্রকান্ত মিত্র, সাং দিনাজপুর।

* ইঁহারা সভার সভ্য নহেন।

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, (উত্তররাঢ়ী), সাং দিনাজপুর।

* „ জগচ্চন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় দেববর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ী), সাং দিনাজপুর।

* শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র),সাং জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

* „ জ্যোৎস্নাকুমার দেববর্ম্মা।

* „ জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।

* „ তারকচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।

* „ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ী), সাং দিনাজপুর।

* „ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, (বারেন্দ্র), সাং শিবগঞ্জ, বগুড়া জেলা।

* „ ধরণীকিশোর ধর, (বঙ্গজ), সাং বগুড়া।

„ নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং কলিকাতা।

„ নরেশচন্দ্র সিংহ, এম্‌এ,বি,এল্,(উত্তররাঢ়ী), উকীল হাইকোর্ট,সাং কলিকাতা।

* „ নলিনীমোহন সিংহ বর্ম্মা, „ সাং দিনাজপুর।

* „ নীলনমাধব দেব, (বারেন্দ্র), সাং বগুড়া।

„ পরমানন্দ সেন, (বারেন্দ্র), সাং কাজলা, বগুড়া জেলা।

* „ প্রতাপচন্দ্র চাকী, (বারেন্দ্র), সাং দোহার, বগুড়া জেলা।

„ প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, বি এল, (বারেন্দ্র), সাং বগুড়া।

* „ প্রমথনাথ ঘোষ, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং খুল্‌না, হাং সাং নিলফামারী, রংপুর জেলা।

„ প্রসন্নকুমার রায় দেববর্ম্মা, বি-এ, (দক্ষিণরাঢ়ী),সাং খুলনা।

* „ প্রিয়মাধব চাকী, (বারেন্দ্র), সাং বগুড়া।

* „ বঙ্কবিহারী রায় দেববর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং পাবনা।

„ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং যশড়া, নদীয়া জেলা।

* „ বসন্তকুমার সরকার দেববর্ম্মা, „ সাং যশোহর।

„ বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন, বি, এ, (বঙ্গজ), সাং ফরিদপুর।

* „ মথুরানাথ দাস দেববর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ী), সাং গোপীনাথপুর, বগুড়া জেলা।

* „ মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং ফরিদপুর।

* „ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং রাধানগর, পাবনা জেলা।

* „ যদুনাথ নন্দী, „ সাং দিনাজপুর।

* ইঁহারা সভার সভ্য নহেন।

* শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত, (বঙ্গজ), ফরিদপুর।
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল, (উত্তররাঢ়ী) উকীল, হাইকোর্ট,
হাং সাং কলিকাতা।
„ রজনীমোহন আয়ান দেববর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট জেলা।
„ রায়,রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর, „ সাং ঢাকা, হাং সাং বগুড়া।
„ রমণীমোহন রায় চৌধুরী, (বঙ্গজ), সাং ওলপুর, ফরিদপুর জেলা।
* „ রাধাকান্ত ঘোষ।
* „ রাধামাধব সোম, (বঙ্গজ), সাং রাউৎভোগ, ঢাকা জেলা, হাং সাং বগুড়া।
* „ রামদাস সরকার, „ সাং টাকী।
* „ রাইচরণ রায় দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং পাবনা।
* „ রাজেন্দ্রনাথ বসু, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং খুলনা।
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং রাজসাহী।
* „ রামরতন দাস, (বঙ্গজ), সাং বগুড়া।
* „ রেবতীরঞ্জন নাগ, (বারেন্দ্র), সাং কোচবিহার।
* „ ললিতচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা „ সাং গাইবান্ধা, রংপুর।
„ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, বি এল, (দক্ষিণরাঢ়ী), উকীল, হাইকোর্ট,
হাং সাং কলিকাতা।
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা, এম্ এ, প্রাজ্ঞ (উত্তররাঢ়ী),
সাং দিনাজপুর।
* „ শশধর মজুমদার, (বারেন্দ্র), সাং বগুড়া।
* „ শ্যামাচরণ সরকার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং কাজলা, বগুড়া জেলা।
* „ শ্রীমন্তচন্দ্র দেববর্ম্মা, „ সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।
* „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং ওসমানপুর, নদীয়া জেলা।
* „ সতীশচন্দ্র নন্দী, „ সাং বগুড়া।
* „ সত্যেন্দ্রনাথ চন্দ্র দেববর্ম্মা, (বঙ্গজ), সাং রংপুর।
* „ সত্যেন্দ্রলাল রায়, (বারেন্দ্র) সাং পাবনা।
* „ সত্যেশচন্দ্র সিংহ, (উত্তররাঢ়ী), সাং রসোড়া, মুর্শিদাবাদ
* „ সরোজবন্ধু নন্দী, (বারেন্দ্র) সাং গোপালপুর, পাবনা জেলা।
„ সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল, (দক্ষিণরাঢ়ী), ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ,
সাং পানিসেহোলা, হুগলী জেলা।

* ইঁহারা সভার সভ্য নহেন।

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং পাঁজিয়া, যশোহর জেলা।
„ সুশীলকৃষ্ণ মিত্র, „ সাং কলিকাতা।
* „ হরচন্দ্র পাল, (বঙ্গজ), সাং গাইবান্ধা, রংপুর জেলা।
* „ হরিপদমিত্র, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং নদীয়া।
* „ হরেন্দ্রনারায়ণ চাকী, (বারেন্দ্র), সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।
„ ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, (বঙ্গজ), সাং ব্রাহ্মণগাও, ঢাকা জেলা।
* „ হেমচন্দ্র কুণ্ডু, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং ফরিদপুর।
* „ হেমচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, (বারেন্দ্র), সাং আলাইকুলা, পাবনা জেলা।
* „ হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা, (দক্ষিণরাঢ়ী), সাং ফরিদপুর।
* „ হৃদয়নাথ সরকার, (বারেন্দ্র), সাং তুষভাণ্ডার, রংপুর জেলা।
* „ হৃষীকেশচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা, (উত্তররাঢ়ী), পাচথুপী, মুর্শিদাবাদ জেলা।

নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং সভার উদ্দেশের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তারযোগে :—

শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
„ প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা, সাং পাবনা।

পত্রদ্বারা :—

১। শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত রায় চৌধুরী, সাং ইদিলপুর, ফরিদপুর জেলা।
২। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং শ্যামবাজার, কলিকাতা।
৩। „ গোপালচন্দ্র গুহ, সাং মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।
৪। „ জ্যোতিষচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, সাং রাজপাট, খুলনা জেলা।
৫। „ দুর্গাদাস গুহ রায়, সাং টাঙ্গাইল।
৬। „ বিধুভূষণ ঘোষ, সাং বাগেরহাট, খুলনা জেলা।
৭। „ রায় বিনোদবিহারী বসু, সাং বাগবাজার, কলিকাতা।
৮। „ বেণীমাধব সরকার দেববর্ম্মা, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী জেলা।
৯। „ ভূপেশ্বর হালদার দেববর্ম্মা, বি, এল্, সাং কৃষ্ণনগর।
১০। „ মধুসূদন সরকার, সাং ইলুহার, বরিশাল জেলা।
১১। „ মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং বাসাবাটী, বাগেরহাট।
১২। „ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সাং আরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

* ইঁহারা সভার সভ্য নহেন।

১৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ মজুমদার, সাং বাগুটিয়া, যশোহর জেলা।
১৪। " হেমন্তকুমার বসু, সাং নকুল্লাপুর, বরিশাল জেলা।
১৫। " সম্পাদক পাঁজিয়া কায়স্থ-সভা।
১৬। " শ্রীনারায়ণ সরকার, সাং পিরোজপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা।

প্রথম দিনের কার্য্য।

৩১শে চৈত্র শনিবার সাড়ে বারটার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। সভারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই অধিকাংশ সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সভাস্থল জনতাপূর্ণ হইয়াছিল। দশম বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সমবেত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং সভাপতি মহাশয় সভামঞ্চোপরি স্বীয় আসন পরিগ্রহ করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন রচিত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল।

মিশ্র—একতালা।

('একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক্'—সুর।)

স্বাগত স্বাগত প্রিয়জন যত,
এ মহামিলনে আজি সমাগত,
অকপট প্রীতি চন্দনে চর্চ্চিত
কৃতজ্ঞতা আজি লহগো।

ধন্য এই ভূমি পদ পরশনে,
সার্থক নয়ন শুভ দরশনে,
সুতৃপ্ত শ্রবণ আশাবাণী শুনে
ঢাল সুধাধারা ঢাল গো।

স্বজাতি কল্যাণ যাহাদের আশা,
স্বজাতি উৎসাহ যাঁহাদের ভাষা,
স্বজাতির তরে প্রাণে ভালবাসা,
তাঁরা ধন্য শতধন্য গো।

আজি তাঁহাদের সুখ সম্মিলনে
স্বরগের সুখ উপজিল প্রাণে
কি দিয়ে তুষিব হেন মহাজনে
নিজগুণে সব ক্ষম গো।
কৃতজ্ঞতা প্রীতি লহগো॥

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, কাকিনার রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমীদার মহাশয়, নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া সমাগত কায়স্থ মহোদয়গণকে অভ্যর্থনা করিলেন :—

"আজ এখানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন। রঙ্গপুর জেলাস্থ কায়স্থসম্প্রদায় সভার এই বার্ষিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য এই স্থানে সভা আহ্বান করিয়াছেন। স্থানীয় কায়স্থশাখাসভা তাহার প্রধান উদ্যোগী কিন্তু আমাদের এই জেলার সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই সি এস্, মহোদয় সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা। তাঁহারই প্রেরণায় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্বর্দ্ধনার ভার প্রথমতঃ কাকিনাধিপতি মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জানিনা রাজাবাহাদুর এই স্বজাতির সম্বর্দ্ধনায় কেন উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাই এই গুরুভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। জানিনা এই বিশাল বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের একপ্রান্তবাসী আমার ন্যায় ব্যক্তিদ্বারা তাহা কতদূর সুসিদ্ধ হইবে? বাস্তবিক অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে আমরা প্রকৃতই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি। তিনি উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাদি কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত আমাদের সেরূপই আশা ছিল। যাহাহউক অভ্যাগত মহোদয়গণের নিকট আমাদের নানারূপ ত্রুটির শঙ্কা আছে; আপনারা সুশিক্ষিত ও স্বজাতিবৎসল এজন্য আশা করি সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আজিকার এই আনন্দের দিনে সমগ্র বঙ্গদেশ, সুদূর বেহার, এমন কি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও কায়স্থমহোদয়গণ নানাপ্রকার সদিচ্ছা ও শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে বাস্তবিকই আমার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে; এক সময়ে যে গোড়বঙ্গে আমাদের পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকে আনয়ন করিতে মহারাজ আদিশূর, রায়কতরাজ নীলধ্বজ প্রভৃতি কত কষ্ট করিয়াও সহজে আনিতে পারেন নাই, আজ তাঁহাদেরই পূর্ব্বনিবাসস্থ জাতিবৃন্দ উৎফুল্ল হৃদয়ে, আবেগভরে এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বিস্তর বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক ধীরভাবে আপনার উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্য্য সাধনে সযত্ন থাকিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, ইহা আমাদের বিশেষ

আনন্দের বিষয়। চারি শ্রেণীর কায়স্থ সমাজের বহু সংখ্যক মান্য গণ্য প্রতিনিধি বিস্তর কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক স্বজাতির কল্যাণ কার্য্যে যোগদান জন্য এই প্রান্ত-বর্ত্তী রংপুর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? মহাশয়গণ! আজ আপনারা যে সকল সুশিক্ষিত ও সদাশয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আমাদের কল্যাণার্থ এই স্থানে সমবেত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও আপ্যায়িত করিয়াছেন, আমি আপনাদের প্রত্যেককে অর্থাৎ পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে অন্তরের সহিত অভিবাদন করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

মহাশয়গণ! অনেক বিষয়ে আপনারা সমাজের নেতৃপণ গ্রহণ করিয়াছেন ও অগ্রণী হইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে আপনারা বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, করিতেছেন এবং তৎফলে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। আপনাদের অদম্য উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টায় কায়স্থ-সমাজে এক মহতী জীবনীশক্তি সংক্রামিত হইতেছে। সেই নবজীবনী-শক্তির সঞ্চারণ প্রভাবে আমরা যে, অদূর ভবিষ্যতে নববলে বলীয়ান্ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব, তৎপক্ষে আমাদের হৃদয়ে আশা দৃঢ়মূল হইতেছে। আমি পূর্ব্বে কখনও স্থির্ করিতে পারি নাই, আমরা বর্ণাশ্রম সমাজের কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্য কি? কিন্তু আপনাদের এই বিপুল আন্দোলনের বিষয় যখন চিন্তা করিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমরাই বর্ণাশ্রম সমাজে ক্ষত্রিয়বর্ণ। আমরাই সেই বর্ণবিহিত ব্যবহারে আবহমান-কাল দেশমধ্যে রাজন্যের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছি। আমরাই আর্ত্তের ত্রাতা ও বিপন্নের আশ্রয়। ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের ভার আমাদেরই প্রতি মুখ্য-ভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। আচারের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে কায়স্থ-সমাজের আচার ক্ষত্রিয় জাতির আচারের সহিত অধিকাংশ স্থলে অভিন্ন ভাবেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই আচার ক্ষত্রিয়েতরজাতি সমূহের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় জাতি। সুতরাং আমাদের স্বস্থান, স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্ম যাহাতে আত্মগত হয় এবং তৎপথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহার যাহাতে মূলোচ্ছেদ হয় সে বিষয়েও আমাদিগকে যত্নপর হইতে হইবে। অবশ্য আমি স্বীকার করি তৎ-প্রতিবিধানে আপনারা নিশ্চেষ্ট নহেন। আপনাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষকৃত যত্নেই নবজীবনা শক্তি এই ভাবে কার্য্যকারিণী হইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নামে পরিস্ফুট হইয়াছে। সভা-সমিতিই সামাজিকশক্তি দৃঢ় করিবার পক্ষে যন্ত্রস্বরূপ। তাহার ফলেই আমরা সমবেত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা

চারি সমাজ একত্র হইয়া পরস্পর দ্বৈধমত, বিদ্বেষভাব, অহেতুক দোষদর্শন প্রভৃতি হইতে চিরতরে বিদায় দিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্বজাতীর মঙ্গলের জন্য এই সভার পাদমূলে অদ্য সকলে একত্রিত হইয়াছি। এই কায়স্থ-সভার উপরেই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অতএব এই জাতীয়-সভা হইতে যখন যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা সাধ্যানুসারে পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মনীষা-প্রসূত এই সভার মহদুদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ, আন্তর্গনিক বিবাহ প্রচলন এবং বিবাহ-ব্যয়-সংক্ষেপ-করণ এতত্রয়, আমার মনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ধারণা হইতেছে। ইহা দ্বারাই আমরা অনতিকাল মধ্যে আসমুদ্র হিমাচলের অন্তর্ব্বর্ত্তী এককোটী কায়স্থ এক মহাজাতিতে পরিণত হইব। তখন যথার্থ ভাবে আমরা কায়স্থ-মহাজাতি নামে অভিহিত হইব এই তিনই আমাদের একতার মূল। কারণ, ঐ নির্দ্ধারণত্রয়ের মূলেই সৎ-শিক্ষা ও সৎ-দীক্ষা নিহিত রহিয়াছে। যেখানে সৎ-শিক্ষা ও সৎ-দীক্ষা আছে সেখান হইতে মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া থাকে এবং সেই স্থানেই উদারতার বিস্তার হয়, সুতরাং সেই স্থলেই আপনাদের সুচিন্তিত নির্দ্ধারণগুলির কার্য্যকরী ক্ষমতা সহজে বিকাশ পাইবে। সেই জন্যই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অতি অল্প কালেই সমাজে এতদূর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই সমগ্র বঙ্গভূমি অতিক্রম করিয়া সভার প্রভাব বিশাল ভারতবর্ষের মহানগরী, নগরী ও প্রতিপল্লীতে কীর্ত্তিত হইতেছে। এই সৎ-শিক্ষা ও সৎ-দীক্ষার অভাবেই আমরা সুদীর্ঘকাল এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে না জানিয়া উপেক্ষা করিয়াছি। সেই জন্য আমাদের সমাজ-দেহে শূদ্রতারূপ ক্ষুদ্রতা আশ্রয় করিয়াছিল। আপনাদের ঐকান্তিক সাধনায় ও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে তাহা দ্রুতবেগে দূরীভূত হইতেছে, কায়স্থ সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, আমরা উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতেছি। আপনাদের এইরূপ অধ্যবসায় ও অসঙ্কোচিত অদম্য প্রতিভা দর্শন করিয়া বঙ্গের অন্যান্য সমাজ একেবারে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছে। হইবার কথাইত বটে। কে ভাবিয়াছিল এই মৃত কায়স্থ-তরুতে আবার নবপল্লব বিকশিত হইবে? কে ভাবিয়াছিল, এই বহুকালের সদাচারভ্রষ্ট জড় কায়স্থ-সমাজ দেহে আবার সদাচার অর্থাৎ বৈদিক-সংস্কার-শোণিত ধীরে ধীরে বহমান হইয়া তাহাকে স্পন্দনক্ষম করিবে? কে ভাবিয়াছিল যে, কায়স্থ-চন্দ্রমা শূদ্রত্ব রাহুর গ্রাস হইতে এতকাল পরে বিমুক্তি লাভ করিয়া পুনরায়

বঙ্গাকাশে বিমলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে? এই সকল পর্য্যালোচনা ও এই প্রকার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আমার মনে আরও একটী আশার সঞ্চার হইতেছে। সে আশা আর কিছুই নহে, আত্ম-বিস্মৃত ব্রাহ্মণের কথা। কায়স্থ-সভার এই সদৃষ্টান্তে আমাদের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে যাহারা সৎ-শিক্ষা ও সৎ-দীক্ষার অভাবে বিপথগামী হইতেছেন, তাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়া অচিরেই আত্মগৌরব সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইবেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যখনই সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তখনই ক্ষত্রিয়-শক্তির প্রভাবে বর্ণাশ্রমসমাজ শক্তিমান্ হইয়াছে।

আজও বঙ্গে সমাজবিপ্লবের দুর্দ্দিনে অগ্রে কায়স্থশক্তিই জাগরিত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত আপন আপন স্থান, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। আমাদের এই জাগরণই সমাজসংস্করণের শুভব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। যিনি এ সময়ে আলস্য ও ঔদাস্যের দাস হইয়া এই বিরাট আন্দোলনে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিরপূজিত স্বীয় গৃহলক্ষ্মীকে চিরতরে অতল জলধিজলে বিসর্জ্জন দিবেন।

আমাদের সমাজের অগ্রণী, মণীষাসম্পন্ন মহানুভব ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের কল্যাণার্থ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আসুন রংপুরস্থ আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! ইঁহাদিগকে আমরা যথাযোগ্য অভিবাদন করি।

অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা পাঠ হইলে কলসকাঠীগ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় নিম্নলিখিত আশীর্ব্বচন আবৃত্তি করিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন :—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

ইহার পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র, দেববর্ম্মা বি, এল্, সম্পাদক মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

ভগবানের প্রসাদে আমাদের কায়স্থ-সভা একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসর সভ্যের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য আমাদের বিশেষ দুঃখিত হইবার কারণ নাই। যাঁহারা কিছুকাল হইতে চাঁদা বাকী ফেলিতেছেন কিম্বা যাঁহাদের বাকী ফেলিবার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান

এরূপ সভ্যদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। আয়ব্যয়ের শেষ তিন বৎসরের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন সভা বরাবর উন্নতির পথে চলিতেছে কি না। আরও গত বর্ষে গবর্ণমেণ্ট জনসংখ্যার উৎসাহে অনেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর কলিকাতায় অনেক সভ্য বৃদ্ধি হয়। কলিকাতার এই সকল ভদ্রমহোদয়গণকে পূর্ব্বে কখন সভ্য করিবার চেষ্টাও হয় নাই।

গত ১২ মাসে ১০৮ জন নূতন সভ্য, ৩টী শাখাসভা ও ১৬ জন পত্রিকার গ্রাহক বাড়িয়াছে। কিন্তু এ বৎসর ৩২৪০৷।৶১০ আয় এবং ৩২০৩৷।৶৫ টাকা ব্যয়। গত বৎসর ২৫০০৲ টাকা আয় এবং প্রায় সমস্তই ব্যয় হয়। তৎপূর্ব্ব বৎসর ১২০২৲ টাকামাত্র আয় এবং ১১০৫৲ টাকা ব্যয়। এ বৎসর তহবীলে আরও অনেক টাকা মজুত থাকিত, কিন্তু গত বৎসরের কর্ম্মচারীর বেতন, বাটী ভাড়া ও মুদ্রণ ব্যয় প্রভৃতির বাবদ প্রায় ৩৫০৲ টাকা ঋণ শোধ করা হইয়াছে, পুরাতন পত্রিকার পুনর্মুদ্রণে ১১৪৲ টাকা এবং সাধারণ তহবীল হইতে গত বার্ষিক অধিবেশনের খরচের জন্য ১৭১৲ টাকা ও প্রচারার্থ ৩২।০ খরচ হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন বৎসরই বার্ষিক অধিবেশনের কিম্বা প্রচারের জন্য খরচ করা সভার তহবীল হইতে হইত না, বরং বার্ষিক অধিবেশনের খরচের জন্য যে চাঁদা উঠিত, তাহার উদ্বৃত্ত টাকা সভার তহবীলে আসিত। এ বৎসর ঋণ একেবারেই নাই।

পুস্তকাগার-ভাণ্ডারে ১১৮৶০ সংগ্রহ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৩৸৴০ খরচ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৩১৸৴১০ মূল্যের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। বিনিময়ে এবার ৭৫ খানি সাময়িক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, গত বৎসর ৩২ খানি পাওয়া যাইত। নিয়মিতরূপে মাসের ১লা কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়াতেই নিশ্চয় অপর সকলেই বিনিময় করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকে সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

এ বৎসর আমরা ৫০ জন সভ্য হারাইয়াছি। দুইজন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন, ১৬জন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ১জন সভ্যপদত্যাগ করিয়া গ্রাহক হইয়াছেন, ৫জন তাঁহাদের নূতন ঠিকানা জানান নাই এবং ২৬জন বাকী চাঁদা না দেওয়ায় সভার সভ্যপদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। সভার সপ্তম বৎসরের সভাপতি এবং আজীবন সভ্য কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ, গত বৎসরের সভাপতি কৃষ্ণবল্লভ রায়, তৎপূর্ব্ব বৎসরের সহ-সভাপতি শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা এবং রাইগঞ্জের উকীল গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দিগের মৃত্যুতে সভার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। শ্যামাচরণবাবুর উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ

রায় এবং গোবিন্দবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষ, বি এল্, সভার সভ্য হওয়ায় এই ক্ষতির অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র ও সভার সভ্য হইবেন আশা করি। কলিকাতার বিহারীলাল বসু, বাঘুটিয়ার বিশ্বেশ্বর ঘোষ, জব্বলপুরের মহেন্দ্রনাথ সিংহ, রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জের মাখনলাল ঘোষ, যশড়ার অক্ষয়কুমার মিত্র, নদীয়া জেলান্তর্গত কাটদহের রতিকান্ত বসু দেববর্ম্মা, কুমিল্লার কমলাকান্ত সেন, কলিকাতার ডাক্তার রামচন্দ্র মিত্র, মেদিনীপুরের হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, পাটনার উকীল গোবিন্দচন্দ্র মিত্র এবং আজীবন সভ্য দয়ালচাঁদ বসু ও দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদির কেহ সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই।

এদিকে আমাদের পরম হিতৈষী সভ্য পুলিষের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু 'রায়-সাহেব' উপাধিতে, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু দেববর্ম্মা ও হুগলীর সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র 'রায়-বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় এবং দার্জ্জিলিঙ্গের রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর কাই-সার-ই-হিন্দ্ সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হওয়ায় সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

এখন সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা দেখা যাউক।

প্রথম, উপনয়ন। ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের বহুল প্রচার হইতেছে। গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজের এবং গত বৎসরেও উত্তররাঢ়ীয় সমাজের নিশ্চেষ্টতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন আর উত্তররাঢ়ী সমাজেও নিশ্চেষ্টতা নাই। তাঁহাদের মধ্যে গণ্যমান্য অনেকেই শীঘ্র উপনীত হইবেন। এখন কেবলমাত্র কলিকাতাই মোহাবিষ্ট দেখিতেছি। মহানগরী অর্থ ও পদের জন্যই ব্যস্ত। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ অনেক হইতেছে এবং অনেকেই দ্বাদশদিন মাত্র অশৌচ পালন করিতেছেন। বরিশাল-চন্দ্রদ্বীপ-বঙ্গজ-সমাজে ক্ষত্রিয়শক্তির মৃদুস্পন্দন সভাপতি মহোদয়ের ও প্রচারকগণের অক্লান্ত চেষ্টায় অনুভব করিতেছে, কিন্তু টাকী আজিও নিদ্রিত। বিরাট কায়স্থ সমাজে ইহা বিন্দুপাতমাত্র।

দ্বিতীয়, আন্তর্গণিক বিবাহ। এবারও ৪টী হইয়াছে। কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন যে এরূপ বিবাহ যতগুলি হইয়াছে তাহা মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বংশেরই সহিত হইতেছে। কিন্তু এবার দুইটি বিবাহ অন্য বংশেই হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী সভারই বিশেষচেষ্টার ফল। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ দুই একটী হইয়াছে।

তৃতীয়, বিবাহে ব্যয় সংক্ষেপ। এ বিষয়ে যে আমরা বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছি বলা যায় না।

চতুর্থ, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে। এই ভাণ্ডারে এবার সবেমাত্র ২৪৭৷৹ টাকা উঠিয়াছে। এবার ধনীদের নানাদিকে অর্থ ব্যয় হওয়াই বোধ হয় আশানুরূপ [illegible]ি না হওয়ার একটী কারণ। অবশ্য সামাজিক বিষয়ে অনাদর ও চিন্তাহীনতাই প্রধান কারণ। ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা উঠিলে কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল। চল্লিশহাজার টাকা [illegible]দিনে উঠিবে জানি না কিন্তু কুমার শরৎচন্দ্র ১০,০০০৲ টাকা অবশ্যই [illegible]তেন। বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। আশা করি তাহার উপযুক্ত পুত্র কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্রের পিতার ন্যায় সভার উপর স্নেহ থাকিবে।

পঞ্চম, প্রচার। সভার পরম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, এ বৎসরের উত্তররাঢ়ীয় সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং সভার একনিষ্ঠহিতৈষী প্রচারক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রীর যত্নে, শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং [illegible]ং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী ও [illegible]যুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় অনেক স্থানে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। যে [illegible]কল স্থানে পূর্ব্বে কখন প্রচার হয় নাই ইঁহারা সেই সেই স্থানে প্রচার করিয়া [illegible]ার একান্ত ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রচার-সমিতির সদস্য মাননীয় [illegible]ভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু [illegible]েববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নিজ ব্যয়ে অনেক স্থানে প্রচার করিয়াছেন। স্বেচ্ছা-[illegible]ণোদিত হইয়া ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, বর্দ্ধমানের [illegible]িকটস্থ দাইহাটের শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী এবং কলিকাতার [illegible]যুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা উপনয়ন বিষয়ে প্রচার করিয়া সভার ধন্যবাদভাজন [illegible]ইয়াছেন। ঢাকা কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মাও [illegible]পনয়ন বিষয়ে প্রচার করিয়া এই সভার উদ্দেশ্যের সহায়তা করিয়াছেন। [illegible]ার উদ্দেশ্যগুলি প্রচারের সুবিধার জন্য কতিপয় পাঠাগারে এবং ঘটককে ও [illegible]তিপয় কায়স্থহিতৈষী ব্রাহ্মণকে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া হইয়াছে। বামাপদবাবু [illegible]নও পীড়িত।

ষষ্ঠ, ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একীকরণ। সভাপতি মহাশয়ের ব্যয়ে বড়-দিনের ছুটীতে ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একটী সম্মিলন হয়। তাহার বৃত্তান্ত আপনারা কায়স্থ-পত্রিকায় ও সংবাদ-পত্রাদিতে দেখিয়া থাকিবেন। গত সপ্তাহে ফৈজাবাদে ভারতবর্ষীয় কায়স্থদের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ই সভাপতি ছিলেন তাহা বোধ হয় আপনারা জানেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কায়স্থেরা আমাদিগকে 'কায়স্থ' বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। এখন সভার চেষ্টায় অনেকে উপবীত হওয়ায় এবং উত্তরপশ্চিমস্থ লালা ঈশ্বরশরণ ও আমাদের সভাপতি মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় সকল কায়স্থই এক বীজপুরুষদিগের সন্তান তাহা সকলেরই উপলব্ধি হইয়াছে। ফৈজাবাদে দুই শতাধিক হিন্দুস্থানী এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ একত্র অন্নাদি ভোজন করিয়াছেন।

এ বৎসর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ১০টী অধিবেশন হইয়াছে।

সভার উদ্দেশ্যগুলি প্রচার ভিন্ন সভা এ বৎসরও অন্যান্য নানারূপ কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে এবং বঙ্গের নূতন গভর্ণর লর্ড কার্মাইকেল্‌কে অভিনন্দন প্রদান, সভার সভ্য ভিন্ন অপর বিশিষ্ট কায়স্থ-মহোদয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং পৈতা ছেঁড়ার মোকদ্দমায় তদ্বির করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' নামক দুইখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে সভার ও পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ এ বৎসর আমাদের নানারূপে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

১৩১৮ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব।

আয়।		ব্যয়।	
প্রবেশিকা	১০৮৲	কায়স্থ-পত্রিকা মুদ্রণ ব্যয়	৭১৫।৫
চাঁদা আদায়	১৪৪১৸৶০	পত্রাদি মুদ্রণ ব্যয়	৭৪৮৶০
শাখা সভা	২৬॥০	বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ ব্যয়	১১৮॥০
পত্রিকার গ্রাহক	১৫৩৶০	পুনর্মুদ্রণ ব্যয়	১১৪৲
বিজ্ঞাপনের মূল্য	২৪২৶১০	দপ্তরীর মজুরী	৫৬।৶০
প্রচার খাতে জমা	১২২৸৶০	ডাক ব্যয়	২৫৯॥৶১০
পুরাতন পত্রিকা বিক্রয়	৪৬।৶০	বেতন খাতে খরচ	৪৪২৮৶৫
কমিশন আদায়	৪৩।১০	বাটী ভাড়া	২৬৬৲
কার্য্য-বিবরণী বিক্রয়	৬॥৶০	সরঞ্জামী খরচ	৩৭।০
কমিসন আদায়	৪।৶১০	টেলিগ্রাম খরচ	৯৶১০
এককালীন দান	৪৩২॥/১০	বিজ্ঞাপনের ব্যয়	১৫॥০
গৃহ নির্ম্মাণ	১॥০	প্রচার খাতে	৭৫৪॥৶০
লাইব্রেরীর আদায়	১১৮৸০	দাতব্য খাতে খরচ	৩৪॥০
জমানত্তি পুস্তক বিক্রি	২১॥১০	গাড়ী ও ট্রাম ভাড়া	৩২৸১০
জমানত জমা	৮৶১০	বিক্রিত পুস্তকের মূল্য ওয়াপোষ	১৯।/১০
ছবি বিক্রয়	১॥০	বাজে খরচ	৮।১৫
মোঃ খাতে জমা	৫২৲	পৈতা খরিদ	২॥৶০
বাজে নষ্ট পত্রিকাদি	৩৪।৶০	লাইব্রেরী খাতে	৯৩৸৶০
পৈতা বিক্রয়	২৸৶১৫	কমিসন খাতে	৫॥৶০
নবম বার্ষিক অধিবেশনের আদায়		মোঃ খাতে খরচ	৩৯॥০
	১২৬৲	ওয়াপোষ খাতে খরচ	২৲
ওয়াপোষ জমা	২৲	সম্মিলনীর ব্যয়	১৬৩।/১০
হাওলাতি জমা	২৪৩॥৶৫	নবম বাঃ অঃ খরচ	২৯৫॥৶৫
		হাওলাত শোধ	২৪১॥৶৫
	৩২৪০।৶০		৩২০৩॥৶৫

কৈঃ—বর্ত্তমান বর্ষের আদায়—৩২৪০।৶০
গত বর্ষের মজুত তহবীল— ।১০

৩২৪০॥৶১০
ব্যয়শীল খরচ ... ... ৩২০৩॥৶৫

৩৭৲৫

Certified that the account is correct.

H. C. Ray,
Auditor.
10-4-12.

J. Sinha,
Auditor.
7-4-12.

কার্য্য-বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ এবং সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ।

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে প্রণাম, সমবেত কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে নমস্কার এবং অন্যান্য জাতীয় উপস্থিত সজ্জনকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন।

অদ্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার দশম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইল।

গত অধিবেশনের পর রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ এবং দয়াশীলা রাজরাজেশ্বরী ভারতভূমিতে উপনীত হইয়া ভারতবাসীমাত্রকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর কায়স্থ এখানে সমবেত হইয়াছেন এই সভা পরিদর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেছি। এতদিনে আমরা "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" ছিলাম, এখন আমরা জাতীয়তা বুঝিয়াছি; শ্রেণীবিভাগের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া সম্মিলিত হইয়াছি। দশ বৎসর কাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা আন্তর্গণিক সম্মিলনের চেষ্টা করিয়া, অদ্য বরেন্দ্রদেশে দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ-সমূহের নেতৃগণকে একত্র করিয়া স্ব স্ব শ্রেণীর অভিমান ত্যাগ করাইতে সমর্থ হইয়াছে। শৈশবে অনেক বিপ্লব ও বাধা অতিক্রম করিতে হয়; তাড়না সহ্য করিতে হয়। বিবিধ বিপ্লব অতিক্রম করিয়া, তাড়নার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, আজ আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ ও কায়স্থেতর জাতিগণের মধ্যে যেরূপ সামাজিক প্রভেদ ছিল, কায়স্থশ্রেণী-চতুঃষ্টয়ের মধ্যেও প্রায় সেইরূপ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত। ক্রমশঃ সে ভেদবুদ্ধি কায়স্থ সমাজ হইতে তিরোহিত হইতেছে। এই সুখময়ী বার্ত্তা চিন্তা করিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে হয়। ভেদজ্ঞানের অভাবই সামাজিক একতার মূলমন্ত্র। আমাদের পাশ্চাত্য ভ্রাতাগণের সম্মিলনেরও সূত্রপাত হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল, যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদ নগরে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের কায়স্থের প্রতিনিধিগণ ভ্রাতৃভাবে এক জাতীয়তা জ্ঞানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। আমার সহিত বঙ্গদেশীয় অন্যান্য অনেক কায়স্থই তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণীস্থ কায়স্থের সামাজিক একতার সূত্রপাত হইয়াছে। এমন কি প্রায় তিন শত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যজ্ঞসূত্রধারী কায়স্থ-সন্তান একত্র মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া সকলের পিতা চিত্রগুপ্তদেবের নাম উচ্চারণ করতঃ একতার কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। আশা করি দেবগণের অনুকম্পায় ও ভূদেবগণের

আশীর্ব্বাদে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আন্তর্গণিক বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইবেন; সকলেই স্বজাতির উপযোগী এক জাতীয়তার চিহ্নস্বরূপ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন; কায়স্থমাত্রই উন্নতির নিমিত্ত মুক্তহস্ত হইয়া সভার উদ্যোগে ও উদ্দেশ্যে যোগদান করিবেন। উত্তর ও পাশ্চাত্য ভারতবর্ষে কায়স্থজাতি বিলক্ষণ উচ্চপদস্থ। আমরা সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক; জাতীয় অভিমান রক্ষার বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যে যত্ন করিতেছেন সেই যত্ন সফল করিবার নিমিত্ত আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। সকলে একত্র না হইলে, সকলে একযোগে রজ্জু আকর্ষণ না করিলে, উদ্দেশ্যসাধন অসম্ভব না হউক নিতান্ত দুরূহ। আসুন আমরা সকলে সমবেত হইয়া আমাদের জাতীয় সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করি; উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হই এবং আমাদিগের পিতৃ পিতামহের মর্য্যাদা রক্ষা করি।

বৈদিক কাল হইতে ভারতবর্ষের আর্য্যগণ তিনবর্ণে বিভক্ত,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; তাঁহারা দ্বিজাতিপদবাচ্য। চতুর্থবর্ণ অনার্য্য। বৈদিক মন্ত্রেদীক্ষা, সাবিত্রী গ্রহণ ও সদাচারই দ্বিজত্ব। অনার্য্যগণ শূদ্রপদবাচ্য। আমরা আর্য্য সন্তান নহি, এ কথা কোনও কায়স্থই বলিবেন না; আমরা অনার্য্য ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। কায়স্থ জাতির নিন্দুক সার হারবার্ট রিসলীও আমাদের বদনে আর্য্য সন্তান-চিহ্ন থাকা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ব্রাত্যত্ব হইয়া থাকিলেও তাহারা আর্য্যসন্তান। কিজন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাবিত্রীত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই, কারণ সকল দেশেরই পুরাতন ইতিহাস তমসাবৃত। রাজন্যগণের ইতিহাস, তাঁহাদিগের জয়পরাজয়ের বিবরণ, অনেক প্রদেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ইতিহাস প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কত যুগ হইল ও কি কারণে বঙ্গদেশীয় আর্য্যকায়স্থগণ সাবিত্রী ত্যাগ করিয়াছেন তাহা স্থির করা অসাধ্য বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধযুগে সাবিত্রী-ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে। তান্ত্রিক দীক্ষার সমধিক প্রচলন ও বৈদিক দীক্ষাত্যাগের কারণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে আমরা বৈদিক দীক্ষার প্রভাব, বৈদিক দীক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছি। জ্ঞানালোক আমাদের উপর প্রতিভাত হইতেছে। আর্য্য ও অনার্য্যের প্রভেদ আমরা জানিতে পারিয়াছি। অন্যান্য প্রদেশে আমাদিগের স্বজাতীয়গণের আচার কিরূপ তাহা জানিতে পারিয়াছি। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মিথিলা, পঞ্চনদ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে কায়স্থগণ যে যজ্ঞসূত্র-

ধারী, তাহারা যে দ্বাদশ দিন অশৌচালম্বী এবং সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচারাবলম্বী তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের সকল বিভাগেই কায়স্থগণ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত এবং বিশেষরূপে সম্মানিত। এ সম্মান কি শূদ্রের হওয়া সম্ভব? এ কথা কি সম্ভব যে দ্বিজাতি আর্য্যগণ দেশ সংরক্ষণের ভার ক্ষত্রিয় হস্তে সমর্পণ করিয়া আভ্যন্তরিক শাসনের ভার শূদ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন? আভ্যন্তরিক শাসনে ব্রাহ্মণগণ প্রাড়্‌বিবাকের কার্য্য করিতেন মাত্র; অপর সমস্ত কার্য্যই কায়স্থগণ করিতেন। ইহাই কি সম্ভব যে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহাভিমানী ভূদেবগণ অকুণ্ঠিতভাবে কায়স্থের দান গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কলুষিত করিতেন? ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বলিতে পারেন না, যে আমরা শূদ্র সন্তান? আচারভ্রষ্ট হইবার কারণ না জানিলেও, ব্রাত্যত্ব দোষ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষিগণ, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ও নিবন্ধকারগণ কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন। কায়স্থগণ যে আর্য্যসমাজে উচ্চ-পদস্থ ছিল, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে অনেক পণ্ডিতই আমাদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা অনেকেই সেই ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়োপযোগী যজুর্ব্বেদবিহিত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াছি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। আন্দুলাধিপতি স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাজনারায়ণ মিত্র আমাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিয়া সাবিত্রী গ্রহণের পথ প্রদর্শন করেন। অনেক চিন্তা ও অনুধাবনের পর জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতসম্রাট আকবর সাহের আদেশে সঙ্কলিত আইন্-ই-আকবরীতে বহুকালপূর্ব্বেই আমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছিলাম; পঞ্চাশ বর্ষের আলোচনায় আইন আকবরির কথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যে ব্রাত্যত্ব দোষের অপনয়ন হইতে পারে তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যজ্ঞসূত্র গ্রহণে আমাদের যে কেবল পারত্রিক উপকার সম্ভব তাহা নহে। ঐহিক অনেক বিষয়ই সাবিত্রী সংশ্লিষ্ট। শূদ্রগণের অশৌচকাল মাসান্তক; ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিবস। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে, আমরা অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থগণের ন্যায় দ্বাদশ দিবসমাত্র অশৌচ গ্রহণের উপযোগী হইব; ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থ জাতীয়তাভাবে একত্র হইতে পারিব এবং সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বি-

দিগের মধ্যে আর্য্য-সমাজে আমাদিগের প্রতিপত্তি বিশিষ্টভাবে পরিবর্দ্ধিত হইবে।

এক্ষণে শাস্ত্রালোচনার সময় নাই; সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা আপনাদিগের মূল্য-বান্ সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। গত কল্য এ বিষয়ের সমূহ আলোচনা হইয়াছে; প্রথম প্রস্তাবের আলোচনায় প্রস্তাবক ও সমর্থক শাস্ত্রের উক্তি সকল পুনশ্চ আপনাদের নিকট প্রকাশ করিবেন; তজ্জন্য শাস্ত্রালোচনার ফলমাত্র ও ঐতিহাসিক রহস্যের কিয়দংশ জানাইয়া ক্ষান্ত হইলাম। তবে এ কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারি না, যে বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত জাজ্জ্বল্যমান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অদৃষ্ট তমসাচ্ছন্ন কারণ দ্বারা জাতিনির্ণয় অযৌক্তিক। আমরা বৈদ্যজাতির ন্যায় কেবল বঙ্গদেশবাসী নহি; আমরা ভারতবর্ষব্যাপী। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের আচার আমাদেরও জাতিগত হইবে না কেন? আমরা অনেকেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলাম, আমাদের পিতৃগণ কান্যকুব্জাদি দেশ-বাসী ছিলেন; তবে আমরা কিরূপে শূদ্রজাত?

বৈদ্যগণের অনেকেই আমাদের ন্যায় ব্রাত্যত্বদোষে দূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই শূদ্রাচারী ছিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ বৈদিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীগ্রহণ দ্বারা বৈশ্যবর্ণোচিত আচার অবলম্বন করিতেছেন। সে দিন বরিশালে জানিতে পারিলাম তথাকার অনেক বৈদ্যই অধুনা যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে অশৌচান্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন এবং সেই ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা সংস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের যে দশা ছিল এখন আমাদেরও প্রায় সেই দশা। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি আপনারা তাহার বিচার করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন। আমরা অনেক সময়ে বুঝিয়াও সৎসাহসী হইতে পারি না; কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইলেও কর্ত্তব্য পরিপালনে সমর্থ হই না। পাঁচ জনের মুখাপেক্ষা আমাদের অনেকেরই প্রকৃতিগত; কিন্তু মনে থাকা উচিত যে, সকল কার্য্য সকল সময়ে সহজ নহে। সমাজদ্রোহী না হইয়া প্রত্যেকেরই সৎসাহসী হওয়া আবশ্যক। আবার এক জনের সাহস দেখিয়া অপরের সাহস হইলে, সদনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি বুঝিবেন যে, আমাদের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তিনি অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া যজুর্ব্বেদবিহিত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করুন; ইহা অশাস্ত্রীয় নহে; ইহা কর্ত্তব্য।

আন্তর্গণিক বিবাহ ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে

কোনও বাধা না থাকিলেও, এখনও অনেকেরই সমাজের অমূলক ভয় আছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও একঘরে হইতে দেখিলাম না ; ধোপা, নাপিত বন্ধ হইতে দেখিলাম না। ভট্টাচার্য্যগণের এরূপ বিবাহে অমত নাই, শাস্ত্রে কোন বাধা নাই, তবে এত ভয় কেন ? অপরদিকে পাশ্চাত্য কায়স্থগণ ফয়জাবাদের সভায় আমাদের সহিত আন্তর্গণিক বিবাহে বাধা নাই, এইরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। কতকগুলি সঙ্কীর্ণচেতা আত্মকুলাভিমানী ব্যক্তি আন্তর্গণিক বিবাহের বিরোধী।

আবার কেহ কেহ বলেন যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কন্যার বিবাহের ব্যয় অত্যন্ত অধিক ; বরশুল্কের পরিমাণ এত বেশী যে, তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণকে কন্যাদান করিতে অসমর্থ। অন্যান্য শ্রেণীতে এরূপ কুব্যবহার নাই, সুতরাং তাহারা কুব্যবহারী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে সংশ্লিষ্ট হইতে চাহেন না। এ আপত্তি নিতান্ত অমূলক নহে; দক্ষিণ-রাঢ়ীয়গণের মধ্যে সত্যসত্যই অনেকে পুত্র-শুল্ক-ভিক্ষুক, অনেকে ভদ্র ডাকাইত বটে; কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মধ্যে ভদ্রলোকও আছেন, অশুল্ক-প্রতিগ্রাহীও আছেন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কয়েক বৎসর বরশুল্ক নিবারণের চেষ্টা করিয়া কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। চোর, ডাকাইতে বা অভদ্রের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে আমি কাহাকেও বলি না ; কোন ভদ্র লোকই তাহা ইচ্ছা করেন না। যেখানে বরশুল্ক না দিতে হয়, সেইখানেই কন্যার বিবাহ দিলেই হয়; অন্য শ্রেণীর সহিত মিশ্রণে কদাচারের ক্রমশঃ হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই। সাধুর সহিত মিশ্রণে অসাধুও সাধু হইতে পারে। বঙ্গজ ও অন্যান্য কায়স্থশ্রেণীর সদাচার নিবন্ধন দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের সংস্কার হইতে পারে। এদিকে কায়স্থ সভার সমবেত যত্ন দ্বারা সমাজ সংস্কারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর আমি এমন কথা বলি না যে কি পুত্র, কি কন্যা সকলেরই অন্য শ্রেণীতে বিবাহ দিতে হইবে। আমি বলি যে বিবাহে বাধা নাই। যোগ্যের যোগ্যার সহিত বিবাহ হউক। যে বিবাহ হউক, বধূবরের সামঞ্জস্য স্থলে বৈবাহিক ক্রিয়ার বাধা নাই, এইরূপ জ্ঞান হইলেই বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের সমূহ উপকার হইবে। শ্রেণীভেদ হেতু বিবাহের বাধা নাই, এই সংস্কার প্রার্থনীয়! কিন্তু রঙ্গপুরের প্রত্যেক বারেন্দ্র কায়স্থের পুত্র বা কন্যার হুগলী জেলার কন্যা ও পুত্রের সহিত বিবাহ হইবে এরূপ আশা বা ইচ্ছা অস্বাভাবিক। কলিকাতায় দুই শ্রেণীর কায়স্থ পাশাপাশি বাস করিতে পারেন ; তাহাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দ হইতে পারে ; এরূপস্থলে উভয়ের পুত্র কন্যার বিবাহ প্রার্থনীয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সমাজের কৌলীন্যপ্রথা আন্তর্গণিক বিবাহ দ্বারা নষ্ট হইবে। আমি একথা বলি না যে কৌলীন্যপ্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, সকলেই এখনই সমতলে এক আসনস্থ হউক। তবে প্রত্যেকের কৌলীন্যপ্রথা বা পদের নিয়ম বজায় রাখিয়া আন্তর্গণিক বিবাহ কি অসম্ভব ? আমার দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ দ্বারা আমার কি কুল ভাবের ক্ষতি হইয়াছে ? আমার বৈবাহিক জগদীশ বাবুর পুত্র কি কুলভ্রষ্ট হইয়াছেন ? মোটামুটি বলিতে গেলে আমরা সম্মিলিত হইলে কুলের নিয়ম এরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যে কাহারও সামাজিকতার ক্ষতি হইবে না। রাজা দনুজমর্দ্দন বা রাজা পরমানন্দ অথবা রাজমন্ত্রী পুরন্দর বসু খাঁ মল্লিক পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া নূতন নিয়ম প্রচলিত না করিলেও সমাজের নেতাসমূহ একত্র হইয়া কৌলীন্য প্রথার এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন যে, তাহতে আন্তর্গণিক বিবাহের কোনও বাধা হইবে না এবং স্ব স্ব পদ রক্ষাও হইবে।

অনেকে বলেন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সপর্য্যায়ে কুলীন ঘরে বিবাহ হইলেই তাঁহাদের কুল স্থিরতর থাকে, তাঁহাদের অপর পুত্রের বা কন্যার বিবাহে কৌলীন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় না। কিন্তু বঙ্গজশ্রেণীতে সেরূপ নিয়ম নাই। যদি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের বঙ্গজ শ্রেণীতে বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গজ শ্রেণীর দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীর সহিত মিশ্রণে বিশেষ বাধা হইবে না। ভালই, এরূপ নিয়ম প্রচলন করা অসম্ভব নহে, বিশেষ দুরূহও নহে। পর্য্যায়ের বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে, অনায়াসে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বঙ্গজশ্রেণীতে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন। আর এরূপ নিয়ম পরিবর্ত্তন করার বাধাই বা কি ? আমার পৌত্রের বঙ্গজশ্রেণীর বিশিষ্ট কুলীনের পৌত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়ায় আমি বাধা দেখিতে পাই না। অবশ্য দক্ষিণরাঢ়ীয়দের ভিতর বড় বড় কুলীন আছেন ; তাঁহারা তাঁহাদিগের চিরকালের উচ্চপদত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইতে পারেন, কিন্তু আমার এক বিশিষ্ট কুলীন বৈবাহিক বলিয়াছিলেন, কুলীন গুহবংশের কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হওয়া গৌরবজনক ; আমিও তাহাই মনে করি। প্রকৃত কথা এই, দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের মধ্যে আর কৌলীন্য প্রথার বিশেষ বাঁধাবাঁধি নাই। পুরন্দরী নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। কৌলীন্য প্রথার নিমিত্ত যে বাধা মনে করা যায় সে বাধার আর ভিত্তি নাই। সঙ্কীর্ণতা ত্যাগদ্বারা উদারতার প্রসার হইলে এ সকল আপত্তি অমূলক প্রতীয়মান হইবে।

বিবাহব্যয় ও বরশুল্ক সম্বন্ধে আমি বেশী কথা বলিতে চাহি না ; অনেকবার অনেক স্থলে বলিয়াছি এবং কায়স্থ সভার চেষ্টা ও আমার সহযোগীগণের যত্ন ও পরিশ্রম একবারে নষ্ট হয় নাই। তবে লোভ রাক্ষসকে দূর করা নিতান্ত সহজ নহে; ক্রমশঃ এই কুপ্রথা দূরীভূত হইবে। নিন্দনীয় কার্য্য বহুকালব্যাপী হইতে পারে না। শিক্ষা ও ধর্ম্মের প্রভাবেই শুল্ক-গ্রহণরীতি সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইবে। আমাদের দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন চাহিয়াছিলেন কিন্তু আইনের প্রয়োজন হয় নাই। আবার বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে আইন হইয়াও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইল না ; এখানে সেখানে দুই একটীকে প্রচলন বলা যায় না। সমাজই এ সকল বিষয়ের নেতা এবং সমাজের অধিকাংশের মত যে শুক্রবিক্রয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সেকালে কন্যার বিবাহে কন্যাপক্ষ পণ লইত ; শাস্ত্রকারেরা সেরূপ বিবাহ দূষণীয় বলিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন "শুক্রবিক্রয়ে পাতিত্য দোষ হয়"। এখন কায়স্থ সমাজে প্রায়ই কন্যা বিক্রয় নাই। পুত্র বিক্রয় বা পুত্র ক্রয় প্রচলিত হইয়াছে, ইহাও শুক্র বিক্রয়, ইহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমার এক পরমবন্ধু সুবিজ্ঞ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ আমাকে এক দিন বলিতেছিলেন যে, অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিলে সুসন্তান উৎপাদনে বাধা হয় ; একথা আমার বোধ হয় অযৌক্তিক নহে। যে সম্বন্ধ সুখাবহ, যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ পবিত্র, সে সম্বন্ধে অর্থপরিগ্রহ যে নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিবাহ কেবল ঐহিক সুখোৎপাদক নহে ; সুসন্তান উৎপাদনই এই ধর্ম্ম সম্বন্ধের উদ্দেশ্য। যে প্রথাদ্বারা এই ধর্ম্ম সম্বন্ধের কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয়, তাহা নিশ্চয়ই অশাস্ত্রীয়। আমি সে দিন স্বর্গীয় কবি রজনীকান্তের একটী রচনা গীত হইতে শুনিলাম। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের বলিদানের অভিনয়ও দেখিয়াছি। যে সমাজে এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত, সে সমাজের উৎসন্ন সত্বর অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু ধর্ম্মদ্বেষী অসুরগণ কতদিন সমাজে প্রবল থাকিতে পারে ?

সমাজের কুনিয়মের পরিহার ও সুনিয়মের প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা আবশ্যক ; কেবল পুরুষগণ বিদ্বান্ বা শিক্ষিত হইলেই চলিবে না ; স্ত্রী-লোকদিগের শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমি কিছু না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইতে পারি, কিন্তু অশিক্ষিতা গৃহিণী বলিবেন "তাহা কি হয় ? অমুক তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়া এত সোণা, এত টাকা, ঘড়ি ও ঘড়ির চেন পাইয়াছে। আমার ছেলের বিবাহে সেরূপ না পাইলে আমাকে নিন্দিত হইতে হইবে। সুতরাং আমি গরীবের মেয়ের সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে দিব না।" এরূপ স্থলে

বরকর্ত্তার বিশেষ সঙ্কট। পত্নী শিক্ষিতা না হইলে পতি কখনই সুপ্রথা প্রচলিত করিতে পারিবেন না। আমার বিশ্বাস যে আমাদের স্ত্রীগণের শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক ; তবে শিক্ষার অর্থ কেবল লিখিতে পড়িতে জানা নহে, অথবা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়া বা পিয়ানো বাজান নয়। শিক্ষা হৃদয় ও মনের প্রসার ও জ্ঞানের উদ্রেককারী। যে দিন আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইবে, যে দিন তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান হইবে, যে দিন সনাতন ধর্ম্মের সুনিয়ম সমূহ মনে নিবিষ্ট হইবে, সেই দিনই বরশুল্ক উঠিয়া যাইবে। তখন আর বরকর্ত্তা বলিতে পারিবেন না "আমি কি করিব, গিন্নী ছাড়েন না।" সে দিন ঘটকা অন্তপুরে যাইয়া অশান্তির উদ্রেক করিতে পারিবে না। সংসারে শান্তি না থাকিলে গৃহে সুখ নাই ; গৃহে লক্ষ্মী থাকিতে পারেন না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে শিক্ষিত না হইলে, ধার্ম্মিক না হইলে, সংসার বিষময় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও সুশৃঙ্খলার অভাব হইয়া থাকে।

আমি শিক্ষার কথা বলিয়াছি। কায়স্থ মাত্রেরই সুশিক্ষার প্রতি সভার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য। অর্থ আবশ্যক, চেষ্টা আবশ্যক এবং প্রত্যেকের নিজের ক্ষতি স্বীকার করা আবশ্যক। গুরুর কার্য্য অর্থকরী নহে। আমাদের দেশে শিক্ষাগুরু বা অধ্যাপকগণ অর্থলালসা করিতেন না। বিদ্যাদানই তাঁহারা পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। ক্রমশঃ আমাদের দেশের অনেক যুবক নিঃস্বার্থ ভাবে বিদ্যাদান করিয়া স্বদেশ হিতৈষীতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। সেরূপ নিঃস্বার্থ পুরুষের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে ততই সমাজের উন্নতি হইবে। কিন্তু কায়স্থ বালক-বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্ত কায়স্থ মাত্রেরই অবস্থানুসারে সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি যাহা দিতে পারেন তাঁহারই তাহা দেওয়া উচিত, আর "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করিলে সৎকার্য্যের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় নিতান্ত দুরূহ নহে। আমরা অনেক সময়ে ধনীদিগের মুখাপেক্ষী ; আমরা কি ধনী, কি নির্ধনী প্রত্যেকের নিকট কিছু কিছু সংগ্রহ করার নিমিত্ত আয়াস করিতে বিমুখ। দেশের উপকারার্থ ভিক্ষার ময় স্বর্ণমুদ্রা না পাইলে আমরা দুঃখিত হইব না, কারণ বহু লোকের সাহায্যে তাহারও বিনা কষ্টে প্রচুর অর্থসংগ্রহ হইতে পারে। প্রত্যেকেরই মনস্বীতা ও বদান্যভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। যাহা হউক আমাদের পুত্রকন্যাগণের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কলিকাতায় উত্তরাংশে Aryan Insttution নামে একটী উচ্চ

শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। তাহার বয়ক্রম ২৭ বৎসর। বিদ্যালয়টী মন্দ চলিতেছে না; আমাদের সম্পাদক শ্রীমান্ শরৎকুমার মিত্র তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সম্পাদক। আমার ইচ্ছা যে আপনারা গ্রহণ করিলে তাহা কায়স্থ-সভার হস্তে অর্পণ করি এবং কায়স্থ-বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা করিয়া বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতাস্থ কায়স্থ-পাঠশালা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যদি এই বিদ্যালয় পরিচালনে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, আমিই প্রতি মাসে সেই ক্ষতির ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি।

কায়স্থ-সমাজে দুঃস্থ ব্যক্তির অভাব নাই। অনেক স্ত্রীলোক অন্নাভাবে লালায়িত। অনেক শিশু উচিত আহারাভাবে কৃশ, অনেককে অন্নাভাবে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। অনেকে অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা পায় না। কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক। তাহাদের জন্য ও তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ আবশ্যক। স্থায়ী জাতীয় ভাণ্ডার না থাকিলে আমাদের সভার কার্য্য উপযুক্তরূপ চলিতে পারিবে না। অর্থ না থাকিলে আমাদের সমাজের উন্নতি হইবে না। ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমাদের এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে তজ্জন্য উচিত চেষ্টা হইবে। সম্পাদক মহাশয়গণ আমাদের ধনভাণ্ডারের বিষয় আপনাদেরনিকট প্রকাশ করিয়াছেন। আপনারা দেখিতে পাইলেন আমরা কত অকৃতকর্ম্মা, আমরা কত কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ, আমরা কতদূর স্বার্থপর। কায়স্থ-সমাজেরদুর্দ্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে অথচ আমরা চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমাদের জাগ্রত হইবার সময় আসিয়াছে—আমাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই উন্নত হওয়ার সময় উপস্থিত। আসুন, এখন আমরা সকলেই মিলিত হইয়া, কায়স্থ-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হই।

গত বৎসর কায়স্থ-সমাজের কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু নিমিত্ত বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সম্পাদকগণ তাহাদের নাম দিয়াছেন; পুনরুক্তির আবশ্যকতা নাই। অনেকে রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। আশা করি বর্ত্তমান কায়স্থ-মণ্ডলী হইতে অনেকে তাঁহাদের স্থান উপযুক্তমতে অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় স্বয়ং নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাব দুইটি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় এবং প্রজাবৎসল মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর এদেশে শুভাগমন এবং আমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান জন্য এই সভা বিশেষ আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

"এই সংবাদ তারযোগে জ্ঞাপন করা হউক।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সমগ্র বঙ্গদেশের নবনিযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেলকে এই সভা সানন্দে এবং ভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিতেছেন। তারযোগে তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

এই দুইটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম বড়লাট বাহাদুর এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইল।

প্রথম টেলিগ্রাম :—

Kayasthas of Bengal met at Annual General Meeting at Rangpur most respectfully convey their deep feeling of loyalty and devotion to Their Imperial Majesties the King and Queen and their gratitude for the Royal visit and the boons conferred on India.

দ্বিতীয় টেলিগ্রাম :—

Kayasthas of Bengal met at Annual General Meeting at Rangpur cordially welcome Lord carMicharel as Governor of Bengal.

তৃতীয় প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এ সভা তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ অশৌচাদি স্বীয় ক্ষত্রবর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কায়স্থমণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা এম্, এ, (দিনাজপুর)।

(বঙ্গজ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ, (ফরিদপুর) নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

বন্দে চিত্রগুপ্তম্! বন্দে চিত্রগুপ্তম্!! বন্দে চিত্রগুপ্তম্!!!

"নমো ধর্ম্মায় মহতে, নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষে সনাতনন্॥"

আমি প্রথমতঃ ধর্ম্মকে নমস্কার করি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার করি, সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে প্রণাম ও কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিতেছি। প্রাচীন বৌদ্ধ রাজন্যগণের প্রমোদভবন রংপুরের ন্যায় পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত পরম রমণীয় নগরে সম্বৎসরান্তে কায়স্থ ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের এই প্রীতি মিলন কি সুখপ্রদ। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পূর্ব্ববক্তা যে প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আমি সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করিতেছি।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আজ একাদশ বর্ষকাল ক্ষত্রিয়বর্ণ বিহিত আচার ও উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণমূলক এই প্রস্তাবটী বর্ষে বর্ষে আপনাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ইহাই আমাদের আন্দোলনের মূলমন্ত্র ও উদীয়মান ক্ষত্রিয় সমাজের মূল-ভিত্তি। কিন্তু হায়! কায়স্থ-সমাজ জাগিতেছে না। বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থ-সমাজ শূদ্রত্বের ঘুম ঘোরে নিদ্রিত। আমি জিজ্ঞাসা করি আপনাদের মধ্যে বর্ণ প্রচার জাগিতেছে না কেন? বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হিন্দুর সর্ব্বস্ব; বর্ণধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে স্বল্প বিস্তর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর বিশেষত্ব, ইহা অন্য কোন দেশে অন্য কোনও জাতিমধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায় না। এক সহস্র বর্ষকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ে যখন ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ যজ্ঞোপবীত হারাইয়া ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহার অনেকদিন পরে কুমারিল ভট্ট প্রমুখ মনীষিগণ, নিরীশ্বর সৌগতধর্ম্মের বিনাশস্তূপে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়কেতন সংস্থাপিত করেন। এই শুভযোগে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরস্ত করিলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে নমস্কার করিয়া ও তাঁহার পবিত্র অদ্বৈতমত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরাও আশা করিয়াছিলাম যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচার আপনাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে প্রধাবিত করিবে। আপনারাও ব্রাহ্মণগণের ন্যায় স্বধর্ম্ম পালনার্থ দিগ্বিদিক্ হইতে শত শত, সহস্র সহস্র কায়স্থ পুলকে পবিত্রদেহে ও শ্রীহরি স্মরণে পবিত্র মনে উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্গের উত্তর দক্ষিণে, পূর্ব্ব পশ্চিমে সংস্থাপিত করিবেন। কিন্তু হায়! এই অলঙ্ঘনীয় বর্ণপ্রচার আপনাদের মধ্যে আজিও

জাগিতেছে না। একদা দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন দেবর্ষি! আপনি কি আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন। নারদ বলিলেন কখনই নহে, নূতন সৃষ্টি দ্বারা যিনি জগতে তপোবলের অপূর্ব্ব শক্তি প্রচার করিয়াছেন তিনি যদি ব্রহ্মর্ষি পদবাচ্য নহেন, তবে উক্ত উপাধি গ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ জগতে নাই। বিশ্বামিত্র বলিলেন—দেবর্ষি! আপনি আমাকেই রাজর্ষি বলিয়াই সম্বোধন করিবেন কেননা ব্রহ্মর্ষির কোনও গুণই আমাতে নাই। সত্য বটে কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা আমি আশ্চর্য্যশক্তি লাভ করিয়াছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের শমঃ দমঃ তিতিক্ষাদি গুণ আমি লাভ করিতে পারি নাই। বর্ণপ্রচার আমি ভুলিতে পারিলাম না, আমি যে রাজর্ষি সেই রাজর্ষিই আছি।

এখন জিজ্ঞাসা করি কায়স্থ ভ্রাতৃগণ? এই দুরতিক্রম বর্ণ প্রচার আপনাদের মনে কেন জাগরিত হইতেছে না? আপনারা ক্ষত্রিয় জাতি। কখনই ত শূদ্র ছিলেন না। সেই হারাধন পুনরুদ্ধার করিতে আপনারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন না কেন? ইহার প্রধান কারণ আপনারা শূদ্রধর্ম্মী। ত্রিংশৎদিবস অশৌচ পালন ও দাস দাসী সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আপনারা জঘন্য শূদ্রত্বকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। হা ধিক্? একটী বিরাট জাতির অধঃপতন কি এতদূর হইতে পারে? বঙ্গীয় ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে আনুমানিক পঞ্চ লক্ষ উপনয়ন গ্রহণোপযোগী হইতে পারেন, তন্মধ্যে অর্দ্ধলক্ষ কায়স্থ যদি উপনীত হইয়া থাকেন, তবে অবশিষ্ট কায়স্থ উপনীত হইতে এখনও শতবর্ষের প্রয়োজন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, যে সময় প্রবাহিত হইতেছে, ইহা স্বাধীনতার আলোকপূর্ণ অপূর্ব্ব যুগ। এই যুগে শত সহস্র বর্ষ দাসত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ জাতি সকল যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে মহারত্ন স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। কে জানে এই আলোকপূর্ণ যুগাবসানে পুনঃ অন্ধকার ভারতে প্রবেশ করিল— "নিচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ গতি! চক্রনেমি ক্রমেণ" তাই বলিতেছি এই সুখ শান্তিপূর্ণ উদীয়মান ভাস্বর সূর্য্যের কিরণ জালে মণ্ডিত পরম রমণীয় প্রভাতে আপনাদের বিলুপ্ত স্বাধিকার পুনরুদ্ধার করুন। বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা আশা করিয়াছিলেন যে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে উপনয়ন আন্দোলনের বিস্মৃতির প্রমাণ বঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির সুরম্য প্রাসাদমালা অভ্রংলিহ চূড়া সকল দেখিতে পারেন কিন্তু হায়! সে আশা পূর্ণ হইল না। যেমন গৃহ নির্ম্মিত না হইলে তদভ্যন্তরস্থ সুখপ্রদ আয়োজন সকল কার্য্যে পরিণত করা যায় না, তদ্রূপ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ মধ্যে ক্ষত্রিয়

শক্তির অভ্যুদয় ব্যতীত ইহার কোন প্রকার সংস্কার সম্ভবে না। কায়স্থ-সভা আশা করিয়াছিলেন যে উপনয়ন বিস্তৃতি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য কায়স্থ-সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম কি প্রকার কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল তাহা ভগবান মনু তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষো রুপান ছত্র ধারণম্॥
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত বন্দনম্॥

এই দ্বাবিংশ বিলাস সামগ্রী ব্রহ্মচারী পরিত্যাগ করিবেন। এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীর ও মনঃ কি প্রকার বলিষ্ঠ হইত তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আপনার মনোনয়নে একবার দেখুন শ্বাপদ সংকুল অরণ্যানিমধ্যে প্রখর সূর্য্যকিরণে অথবা অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্যে কেবলমাত্র তদীয় বিশাল দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারী নগ্নপদে নগ্নশিরে অতি দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। সেই নিরায়ত সুদীর্ঘ দেহে কি অপরিসীম বল নিহিত রহিয়াছে, কদাচিৎ ব্যাঘ্র ভল্লুকগণ তাহা অনুভব করিতেছে। এই প্রকার একলক্ষ ব্রহ্মচারীর সাহায্যে অসম্ভব কার্য্যও সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহারা কেবল ভারত কেন সমগ্র পৃথিবীতে করতলগত করিতে পারে। হিন্দুর মূল শক্তি এই ব্রহ্মচর্য্য আজ অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ শ্রেণীগত মিলন আন্তর্গণিক বিবাহ, বরপণ প্রথার উদ্দেশ্যে যদি কার্য্যে পরিণত করিতে চান, তবে সর্ব্বাগ্রে কায়স্থ-সমাজকে যজ্ঞোপবীতের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করুন। এই যজ্ঞোপবীতের প্রভাবে অন্যান্য সংস্কারে অনায়াস লভ্য হইবেক। তখন দেখিবেন যে এই এককোটী বিরাট কায়স্থ জাতি ভারতে একটী সুবিমল গঠিত নবযুগের অনুষ্ঠান করিল। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এই স্থানেই আপনাদের নিকট আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, কেননা সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে আমার বক্তৃতার নিয়মিত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

———

দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা (রাজসাহী) এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন। আজকাল কায়স্থবিদ্বেষী ব্যক্তি-গণ নূতন ধুয়া ধরিয়া বলিতেছেন যে,—

"কে যুয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপিদেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করাভূশূরাণাম্॥"

এই শ্লোকে কায়স্থগণ যখন "শূদ্রা" ও "কিঙ্করা" বলিয়া পরিচয় দিয়াছে তখন কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় ও উপনয়ন অধিকারী হইতে পারে না। তাঁহারা কায়স্থগণকে শূদ্র বা ভৃত্য বলেন।

তাঁহাদের এই কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে,—কায়স্থগণের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন কারিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়; কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। "কে যুয়ং নাম কিংবা" এবং প্রশ্নের "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা" বলিয়া যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে ঐ উত্তর কিন্তু কায়স্থগণ নিজ মুখে দেন নাই। ন্যূন-কল্পে শত শত বৎসর পরের একজন ঘটক কায়স্থবিদ্বেষ বশেই হউক অথবা কায়স্থগণের ব্রাহ্মণভক্তি ও বিনয়াদি দেখিয়াই হউক উক্ত উক্তি কায়স্থদের পক্ষ হইতে নিজ মুখে করিয়াছেন। কায়স্থগণের পক্ষ হইতে নিজ মুখে শূদ্র বা ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পর রাজা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাদি করিয়া রাজ-সভায় বসিবার আসন দিলেন কেন? আপনাদিগের আগমনে "ধন্যা যূয়ং" বলিয়াই বা কায়স্থগণকে আপ্যায়িত করিলেন কেন? শ্রেষ্ঠবর্ণ নিকৃষ্টবর্ণকে অভ্যর্থনাদি করিবে না—করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে, ইহাই শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র বলেন :—

"হীনবর্ণে চ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥"

৩০৮। অত্রি।

এবং শূদ্রের সহিত একত্র উপবেশনও শাস্ত্রের নিষেধ। শাস্ত্র বলিতে-ছেন :—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাৎজ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

৩০।১২ পরাশর। ৮।৮ আপস্তম্ব।

৪৯।১ অঙ্গিরা।

"যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ॥"

১২৬।২ মনু।

হীন বর্ণকে অজ্ঞানতা বশতঃ ও অভিবাদন করিলে স্নান করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিতে হইবে এবং শূদ্র যে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃশ্য ও পরিত্যাজ্য ও অনভিবাদ্য তাহা উল্লিখিত শ্লোকে অবগত হওয়া যায়। কায়স্থ শূদ্র হইলে রাজা আদিশূর ঘোষজ ও বসুজ প্রভৃতিকে অভিবাদন করিলেন কেন? এবং তাঁহারা খাঁটি শূদ্র বা ভৃত্য হইলে রাজা আদিশূর তাঁহাদের বিপ্রভক্তি কেমন করিয়া দেখিলেন? শূদ্রের বৃত্তি সেবা করা—তাহার অন্য বৃত্তি নাই। সুতরাং পেটের দায়ে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিবার জন্য যখন খানসামাগিরি করিতে হইবে, তখন ভক্তিই বা কি অভক্তিই বা কি? মনিব দূর দেশে আসিতেছেন, কেনা গোলাম অবশ্যই সঙ্গে আসিবে ইহাতে রাজা তাহাদের ভক্তির আতিশয্য কি দেখিলেন?

তৎপর দেবীবর ঘটক—যিনি কায়স্থকে ব্রাহ্মণের 'দাস' বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, সেই দেবীবরের কারিকায় দেখিতে পাই :—

"গোযানেনাগতাঃ বিপ্রা অশ্বেঘোষাদিকস্তথা।
গজে দত্ত কুল শ্রেষ্ঠো নরযানে গুহ সুধীঃ॥"

এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাশয় তাঁহার প্রণীত মিশ্র কারিকায় লিখিয়াছেন :—

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥"

চাকর কায়স্থগণ হাতি-ঘোড়া পালকীতে আসিলেন, আর মনিব ব্রাহ্মণগণ গরুর গাড়ীতে আসিলেন। মনুর মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে গরুর গাড়ী নিষিদ্ধ যান। কারণ—

* * * * * * *

"গবাশ্ব যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্।"

৭১ মনু।

এবং টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লুকও গো-যানকে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। যাহা হউক শাস্ত্র শাসন না মানিয়াও যখন মনিব ব্রাহ্মণেরা গরুর গাড়ীতে আর ভৃত্যগণ হাতি-ঘোড়া-পালকীতে আসিলেন তখন ইঁহারা কেমন ভৃত্য, কেমন মনিব তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যদি কায়স্থগণ ভৃত্য হইত

তাহা হইলে হাতি-ঘোড়া-পালকী তাহাদের যান নির্দ্দিষ্ট হইত না। হয় ত তাহাদিগকে তামাক সাজিতে সাজিতে অথবা নস্যের ডিবা লইয়া পদব্রজে আসিতে হইত। বিশেষ অনুগ্রহ হইলে ব্রাহ্মণের গাড়ার এক পার্শ্বে চালকের নিকটে কষ্টে সৃষ্টে স্থান সংকুলান করিয়া লইতে হইত কিম্বা মনিব ব্রাহ্মণগণ বিশেষ কৃপা করিলে তাঁহাদের পোঁটলা পুঁটলি সহ ৫জন ভৃত্যের জন্য ১ বা ২খান গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তদ্বিপরীত দেখিতেছি। রাজা আদিশূর ঘোষজ বসুজ ও মিত্রজের "ভৃত্য" পরিচয় ও তেজস্বী দত্তজ ও গুহজকে উহার প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া কায়স্থগণকে শূদ্র না বলিয়া বিপ্রভক্ত বলিলেন কেন? এবং কায়স্থগণের অতিশয় বিপ্রভক্তি দেখিয়া তাঁহাদের আগমনে "ধন্য হইলাম" এ কথা বলিলেন কেন? যে রাজা আদিশূর বিশুদ্ধ ভাবে যজ্ঞ সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্গের পতিত ব্রাহ্মণগণকে পৌরহিত্যে না লইয়া পশ্চিম হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, অস্পৃশ্য শূদ্র বা ভৃত্যকে রাজসভায় ব্রাহ্মণগণ সহ একাসনে বসিতে দেওয়া কার্য্যটী সেই রাজার পক্ষে সম্ভবপর কি না সভ্য মহোদয়গণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

রাজা আদিশূরের সঙ্গে সৌহার্দ্দ নিবন্ধন যখন বীরসিংহ বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তাহার ফলে যে আদিশূর বীরসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং রাজা বীরসিংহও যে, আদিশূরের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন ইহাই যুক্তি সঙ্গত। কর্ণাটরাজ কৃত কায়স্থ-কৌস্তুভ, ধ্রুবানন্দের কারিকা, উত্তররাঢ়ীয় ঘটক কারিকা এবং দেবীবর ঘটকের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং কায়স্থগণ সসম্মানে হাতি-ঘোড়া-পালকীতে আনীত হইয়াছিলেন এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, যশস্বী, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, কুলদীপক, কার্য্য কুশল কর্ম্মচারী, নিমন্ত্রণ রক্ষা ও পথে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা এবং যজ্ঞ ও রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থগণকে পাঠাইয়াছিলেন। আসামের ইতিহাস "আসাম-বুরুঞ্জি" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ তৎপ্রদেশের রাজা বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই রূপ কারণ বশতঃ যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনীত হন নাই তাহাই বা কে বলিল? যজ্ঞ উপলক্ষেও আনীত হইতে পারেন। সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, বঙ্গাগত কায়স্থ পঞ্চককে (১) পথে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্য (২) আদিশূরের নিমন্ত্রণ রক্ষা ও যজ্ঞ রক্ষার

জন্য এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণ সহ ঘোষজাদি কায়স্থকে হাতি-ঘোড়া-পালকীতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা আদিশূর কায়স্থ-গণকে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যজ্ঞ রক্ষাকারী, যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের বরণ গ্রহণকারী, রাজা বীরসিংহের পক্ষীয় নিমন্ত্রণ রক্ষাকারী এবং তাঁহার রাজকার্য্যে সাহায্যকারী বিবেচনা করিয়া "আপনাদিগের আগমনে ধন্য হইলাম" কায়স্থগণের নিকট এই কথা বলিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থগণ যে শূদ্র বা ভৃত্য নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ আদিশূর রাজার "ধন্যা যুয়ং" উক্তিই কায়স্থগণের অশূদ্রত্বের ও অভৃত্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়। রাজসভায় সভাপণ্ডিত থাকার প্রথা যখন আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তখন ইহা অশুই স্বীকার্য্য যে, বিদ্বেষীবৃন্দের ঈপ্সিত রাজসভাতেও সভাপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। বিশেষ কনোজ হইতে আগত পণ্ডিতদিগের সম্মুখেই যখন রাজা কায়স্থদিগকে অভিবাদন ও 'ধন্যা যুয়ং' বলিয়া আপ্যায়িত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন তখন কায়স্থ শূদ্র হইলে পণ্ডিতেরা রাজাকে নিষেধ করিতেন ও বলিতেন যে, রাজা ঐরূপ করিলে—

"হীন বর্ণে চ যঃ কুর্য্যাদজ্ঞানাদভিবাদনং।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি॥"

অত্রির এই বচন বলে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। রাজা ভুল করিয়া কায়স্থদিগকে আপ্যায়িত করিলে পণ্ডিতেরা 'শূদ্র অভিবাদ্য নহে' বলিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু রাজা, কি রাজপণ্ডিত, কি কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণপঞ্চক সকলেই যখন উহা অনুমোদন করিয়াছেন তখন নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে কায়স্থগণ শূদ্র বা ভৃত্য নহেন।

কোন কোন বিরোধিব্যক্তি বলিয়া থাকেন, পঞ্চ-কায়স্থের মধ্যে বসুজ, ঘোষজ, গুহজ, মিত্রজ, আপনাদিগকে যথাক্রমে দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ মুনির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আজ তীব্র ভাবে এই উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। কাস্থগণের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ভক্তিকে যাহারা "দাসত্ব স্বীকার করা" বলে বলুক, আমরা তাহা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভাট মহাশয়ের কৃতকার্য্যে কায়স্থগণ দায়ী নহেন। আর যদি দাস হইয়াই কায়স্থগণ আসিয়া থাকে তবে মনিবের সম্মুখে দত্ত পুরুষোত্তম কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই কেন? আর যদি ধরা যায় এই দাস অর্থে শিষ্য নয়—ভৃত্য, দূরদেশে আসিতে হইতেছে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা

এক একজন শুশ্রূষক আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে ছান্দড় মহাশয় কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তিনি সে দেশে একটীও চাকর খুঁজিয়া পান নাই।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

বৌধায়ন।

শাস্ত্রে এই বচনটী থাকায় ব্রাহ্মণাদি সংস্কারপরায়ণ জাতি বঙ্গে আসিত না। শূদ্রের পক্ষেও কি সেই নিষেধ ছিল যে, ছান্দড় মহাশয় একটীও চাকর খুঁজিয়া পান নাই? ঘোষজ, বসুজ, মিত্রজদিগকে দাস বানাইলেও গুহজ ও দত্তকে কিন্তু কেহই শূদ্র বা ভৃত্য বলিতে পারেন নাই। কারণ, বিপক্ষপক্ষ যে স্থানের "কে যূয়ং নাম কিংবা..........ভূশূরানাম্" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ-দিগকে শূদ্র বলিতে চাহেন, সেই স্থানের পরেই ঐ প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণান্তর অথবা অকাট্য নজীর রহিয়াছে। ঐ প্রমাণে ক্ষত্রিয় বীর তেজস্বী দত্তজ বলিতেছেন "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে" ইঁহাদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণপঞ্চকে রক্ষা করিবার জন্য তবালয়ে আগমন করিয়াছি। মিশ্রকারিকায় এই শ্লোকের পরে সেনাধরো রথীনাঞ্চরথী, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে কায়স্থগণকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

"অয়ং গুহ কুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্য ব্যভূৎ
স বঙ্গে গমনোদ্যতো বিবিধমান ভঙ্গো যতঃ॥
*   *   *   *
অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃকৃতী
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো।
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্॥"

এই বিরোধী প্রমাণে দৃষ্ট হইতেছে, দশরথ গুহ আপনাকে শূদ্রও বলেন নাই, সঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্যও বলেন নাই। অধিকন্তু তিনি ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজ সম্বন্ধে ভাটকে, "আমরা পাঁচজন শূদ্র ও ব্রাহ্মণের ভৃত্য" এই কথা বলিয়া শুনিয়া আপনাকে অবমানিত মনে করিয়াছিলেন! তৎপর তেজস্বী ও বিদ্বান্ পুরুষোত্তম দত্ত স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, "আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা

করিবার নিমিত্ত এ দেশে আগমন করিয়াছি।" এই পরিচয় শুনিলে কে না বলিবে, কে না বুঝিবে যে কায়স্থগণ প্রকৃত ভৃত্য ছিলেন না। ভৃত্য কি কখন রাজ সভায় স্থান পায়? না—ভৃত্য কি কখন রাজসভায় রাজার সমক্ষে মনিবের সহিত মুখামুখি করিয়া ঐরূপ ধৃষ্টতা করিতে পারে? উহা স্বভাব ও ব্যবহারবিরুদ্ধও বটে! সামান্য ভৃত্য হইয়া রাজসভা মধ্যে মনীব ব্রাহ্মণের ও রাজার সাক্ষাতে ঐরূপ ধৃষ্টতা করিলে রাজা কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিতাড়িত না করিয়া থাকিতে পারিতেন? আর ঐরূপ অবাধ্য ও ধৃষ্ট ভৃত্যকে রাজা দণ্ডিতইবা না করিবেন কেন? কিন্তু কৈ! গুহ ও দত্ততো দণ্ডিত হন নাই, বিতাড়িত হন নাই। দণ্ডিত হওয়া দূরের কথা, তাঁহারা সকলেই রাজা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও অভ্যর্থিত হইয়া বসিবার জন্য রাজনির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট আসন পাইয়াছিলেন এবং রাজার আপ্যায়নে আপ্যায়িতও হইয়াছিলেন।

যাহা হউক আজ আমরা অতি সংক্ষেপে বিরুদ্ধবাদিগণের কথিত শ্লোকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দেখাইলাম যে কায়স্থগণ শূদ্র নহেন—ক্ষত্রিয় এবং "পঞ্চশূদ্রা" বলিয়া যে শব্দটীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় উহা প্রক্ষিপ্ততারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় মহাশয় (সাং পাবনা) নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন:—

বর্ত্তমান সময়ে শুধু কায়স্থ জাতি নহে—সমগ্র ভারতে যেখানে যে সম্প্রদায় আছে তাহারা সকলেই এক অপূর্ব্বভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাপন বংশের প্রাচীন ইতিহাসে অতীত গৌরবের চিহ্ন অনুসন্ধানে আকুল হইয়াছে। এই যে ভারতব্যাপী নবভাবের বন্যা, আমি ইহার মূলে সকলেরই শুধু আত্মোন্নতি এবং আত্মসম্মানের অনুপ্রাণনা দেখি। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক চক্ষে দেখিলে বোধ হয় এটি স্বকীয় সমাজ, সেটি বিরুদ্ধবাদীর সমাজ, এবং এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা হইতে স্বদেশবাসীদের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সমষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় সাম্প্রদায়িক ভাবটী স্থায়ী নহে,—প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের এই সর্ব্বজাতির আত্মবোধ ভারতবর্ষের জাগরণ।

আজ যে এই বিশাল দেশে কেহই আর শূদ্র ও ক্ষুদ্র থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেনা ইহার কারণ জনসাধারণের জাগরণ! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের সমাজ-সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে আজ যে এদেশের পরিত্যক্ত, নিগৃহীত বহুজাতি অশূদ্র-সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে তাহার একমাত্র

কারণ জাতীয় জীবনের সঞ্চার। ইহার ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের আপাততঃ স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সার্ব্বজনীন উন্নতির যথেষ্ট কারণ আছে। এই ভাবের ফলে যদি বাস্তবিক দেশের সার্ব্বজনীন উন্নতি হয় তবে সেই সর্ব্বজনের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি এবং যে সকল সম্প্রদায় আছে, দেশব্যাপী শুভফল হইলে, সকলেই তাহা ভোগ করিবে, সকলকেই উন্নত হইতে হইবে। কাহাকেও ত্যাগ করিয়া কেহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা বিধাতার নিরপেক্ষ বিধান। আর্য্য ঋষিগণ ইহা জানিতেন। তাই মনু সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"না ব্রহ্ম ক্ষত্র মৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি পান না, তেমনি ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও বৃদ্ধি পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একতা হইলে ইহলোক ও পরলোকে জয়লাভ হয়।

শ্রীমন্মেধাতিথি তাঁহার মনুভাষ্যে এই কথার আলোচনায় অপূর্ব্ব ভাষায় বলিয়াছেন, "উভৌ যুক্তৌ জগজ্জয়তঃ।" উভয়ে যুক্ত হইলে জগৎজয় করিতে পারে। এই মহতীবাণী শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে বলিয়াই নীরব হয় নাই, তাহা শূদ্র সম্বন্ধে অধিকতর উদার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

ধর্ম্মেপ্সবস্ত ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তি মনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রমর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তিচ॥

অর্থাৎ যে শূদ্র ধর্ম্মজ্ঞ তিনি যদি ধর্ম্মলিপ্সায় দ্বিজাতির আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে নমস্কার মন্ত্রদ্বারা পঞ্চযজ্ঞাদি ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে কোন দোষ নাই, বরং তাহা প্রশংসার যোগ্য হয়। কিন্তু হায়, উদার আর্য্য শাস্ত্র আজ দেশাচার-দস্যুহস্তে পতিত। দেশে এমন বীর আজ কয়টি আছেন যাঁহারা সত্যশাস্ত্রকে অসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম?

তাই মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন,—"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথরুদ্ধ করিয়াছিস্! তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে।"

বিধাতার রাজ্যে মনুষ্য সমাজের এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা কখনই জয়যুক্ত হতে পারে না ইহা নিশ্চয়, ভারতবর্ষের মনুষ্যসমাজ পুনরায় উন্নত হইবে তাহাতেও আর সন্দেহ নাই—কিন্তু যদি হিন্দুসমাজের নেতাগণ এখনও সমাজ সংস্কারে কৃতনিশ্চয় না হন, এখনও যদি তাঁহারা পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিসমূহের ক্রমবর্দ্ধিত প্রভাবের সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত জাতীয় গুণ-গ্রাম অর্জ্জন করিতে প্রাণপণ প্রয়াসী না হন, তাহা হইলে ভারতবাসীর অদূর-বর্ত্তি উত্থান কেহ রোধ করিতে পারিবে না ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তবে সাধিত হইবে!

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গতি ও প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ও প্রভাব আমাদের সম্মুখে ইদানীং এইরূপ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার এক সুস্পষ্ট আভাস উপস্থিত করিয়াছে। দেশের কথা যাঁহারা ভাবেন, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব চিরজীবী হয় এরূপ যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিকট এইটিই আজ সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়।

সম্প্রদায় বিশেষের কোন কোন ব্যক্তি যাহাই বলুন না কেন, আমাদের হিন্দু-সমাজপাড়ায় আগুন লাগিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি একেবারেই নাই শুধু তাঁহারাই এই বিপদের কথা অস্বীকার করিবেন অন্যথা আর সকলেই ঘোরান্ধকার রজনীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব মারাত্মক ঘটনায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়া আজ এই কোলাহল করিতেছে। তাই আমি প্রারম্ভে আমাদের সকল সম্প্রদায়ের আত্মবোধকে ভারতবর্ষের জাগরণ বলিয়াছি।

আজ যে হিন্দুসমাজের একান্ত অধঃপতন, এ সত্য কে অস্বীকার করিবে? আজ যে হিন্দু সন্তানের সর্ব্বপ্রকারে শোচনীয় দুর্গতি, ইহা কোন্ হৃদয়বান না বুঝিবেন? আজ যে 'হিন্দুস্থানে' কাহার প্রধান স্থান তাহা কোন্ অনুসন্ধিৎসু না জানেন? হিন্দুজাতির এই সার্ব্বজনীন ক্ষয়রোগ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলকেই কোন না কোনরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে তবে উপস্থিত বিপদে আমাদের এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য! এই সার্ব্বজনীন বিপন্মুহূর্ত্তে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও উন্নতির অন্তরায় পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা বংশগত কৌলীন্যের ফাঁকা আওয়াজ যাহা স্বদেশস্থ অন্যান্য সৎপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বাধা দেয় তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। জীবনযাত্রা পথে ঋষিদিগের মহতী নীতিই আমাদের নিরাপদ স্নিগ্ধ আলোক ইহা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, কিন্তু হিন্দুজাতির এই জীবনমৃত্যুর

সংগ্রাম মুহূর্ত্তে আমরা শাস্ত্র মানিব, শাস্ত্রের ভেজালগুলা মানিব না। দেশ-হিতৈষী সুহৃদ দিগকে এই অপ্রিয়সত্য প্রাণপণে প্রচার করিতে অনুরোধ করি। তাই বন্ধু পুত্র কন্যাকে কায়মনোবাক্যে সেই বিষাক্ত 'শাস্ত্র' পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। দেশের অনুন্নত, অবসাদগ্রস্ত, আত্মশক্তিবোধবিহীন জন-সাধারণকে একান্ত হৃদয়ে দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিতে বলি।

ধর্ম্মবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণের ব্যগ্রতায় এই কথাই বলিয়াছিলেন। হিন্দুহিতৈষী বিদ্যাসাগর জ্বালাময়ী ভাষায় দেশাচার দস্যুকে অভিশাপ দিয়াছেন। তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ ছিলেন না? তাঁহারা আর্য্য ঋষিগণের উক্তি দ্বারাই আত্মমত সমর্থন করাইয়াছিলেন—কদাচ স্বেচ্ছাচার দেখান নাই।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা আমি আজ সে শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিব না। কায়স্থ কোন্ বর্ণ তাহা শাস্ত্রজ্ঞ সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এ সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। আমি সবিনয়ে শুধু এই কথাটি আপনাদিগকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে, দেশাচারের কবলে পতিত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের তুলনায় প্রাচীন কালের আর্য্য সমাজ জাতিবিচারে কত অধিক উদারতা প্রকাশ করিত। উন্নত আর্য্যসমাজের আদর্শ অনুসারে শুধু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব নহে, ভারতের সমগ্র জনসাধারণের ক্রমোন্নতি এবং শূদ্রবৎ ব্যবহৃত জাতিদিগকেও গুণানুসারে ক্রমশঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করাই আর্য্যোচিত, না করাই অনার্য্যোচিত। আর্যসমাজে জাতিবর্ণ গুণগত ছিল, বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দুসমাজের ন্যায় তাহা জড়ভাবাপন্ন ছিল না। ঋষিগণ যে শুধু ক্ষত্রিয়বর্ণ সম্বন্ধেই উদারতা ও একতার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; শূদ্রাদিগের উন্নতি ইচ্ছা করিয়া সেই সকল মানবহিতৈষী মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন শুনিলে ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণের উদ্দেশে মস্তক অবনত হইয়া আসে। শুধু তখনই ভাগবতের সেই কথার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কেন "সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃপাদাবনে জনে।" অর্থাৎ কেন সাধু ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষায় অর্জ্জুন, ও পদসেবায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন? আমাদের দেশের আর্য্যঋষিগণ যেমন গুণের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন, পুরাণে, ইতি-হাসে, নীতিকাহিনীতে চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এমন আর কোথায় আছে? পুণ্যভূমি ভারতের বিশেষত্বই এই যে, আর্য্যাবর্ত্তের যজ্ঞভূমে স্বয়ং ভগবান্ সাধুব্যক্তির চরণ সেবা দ্বারা জগতে সাধুত্বের গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন।

ঋষিগণ সুস্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"যথা যথাহি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্য নসূয়কঃ।
তথা তথামুঞ্চামুঞ্চলোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অর্থ এই যে, অসূয়াবিহীন শূদ্র যে যেরূপে দ্বিজাতির আচার অনুষ্ঠান করে, সে ইহলোকে সেই সেই রূপে মান্য হয়, এবং পরলোকে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণের এই গুণেই সেকালে 'ব্রাহ্মণের কিঙ্কর'; 'ব্রাহ্মণের দাস' প্রভৃতি কথা গৌরবান্বিত উপাধিভূষণ ছিল। ইহা ব্রাহ্মণের প্রদত্ত উপাধি নহে,—দেশের সম্রাট হইতে সাধারণ সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধার সহিত এই ভক্তির ভূষণ মাথায় পরিয়াছিল। মানবহৃদয়ের এই মহামান্য, এই দুর্লভ ভক্তি অর্জ্জন করিতে হয়, আদায় করা যায় না!

'বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো'—কথাটি যে সকল শাস্ত্রদর্শির দেখা আছে তাঁহাদের কদাপি এমন অবিজ্ঞ-জনোচিত সংস্কার থাকিতে পারে না যে, 'দাস' শব্দ শূদ্রার্থবাচক। বিচিত্র এই যে, আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজ 'দাস' শব্দের ইংরেজি অনুবাদ দ্বারা অর্থনির্ণয় করিতে সাহেবের হস্তে হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মীমাংসারজ্জু অর্পণ করিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। রিজলি সাহেবের সেই করধৃত রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, বৈদ্য, শিল্পী, সাধারণ, সকলেই পরস্পর মারামারি, গালাগালি, কাড়াকাড়ি করিতে করিতে উধাও নাচিতেছে, আর্য্য উপদেশ অহিংসা ও একতার পরিবর্ত্তে হিংসা, বিদ্বেষ, অনৈক্য ও কলহে পরস্পর পরস্পরকে ছোট করিতে চাহিতেছে। যাঁহাদের হাতে সেই দড়িখানি আছে তাঁহারা সহাস্যে ভাবিতেছেন,—"বেশ নাচিতেছে!"

হিন্দুস্থানের বিগত আটশত বৎসরের করুণ কাহিনী বর্ত্তমান ভারতের অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই মর্ম্মান্তিক শিক্ষা দান করিয়াছিল যে, সেই কৃতঘ্ন জয়চাঁদের সময় হইতেই শত্রু শুধু ভেদনীতিরূপ কৌশল অস্ত্র দ্বারাই আমাদের এই সুমহান্ দেশটাকে লাঞ্ছিত করিতে পারিয়াছে, অন্যথা আর কিছুতে নহে। কোন মনীষী ভাবুক বলিয়াছিলেন—প্রাণীবিশেষের শরীরের একমাত্র মর্ম্মস্থানে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তার প্রাণবিনাশ করা ভিন্ন যেমন তাহার দেহের অন্য কোথাও বাণবিদ্ধ করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নাই, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে একমাত্র আমাদের একটি দেশ যাহাকে প্রকৃতি এমন সব স্বাভাবিক উপাদানে গড়িয়াছিলেন যাহা বিনাশ করা কোন কালেই কোন শক্তির সাধ্য ছিল না, কিন্তু তার সেই অপরিমেয় অনুকূলতার মধ্যে এমন একটী অত্যন্ত মর্ম্মস্থান আছে, ব্যাধ যে স্থানটির সন্ধান পাইবামাত্র ইহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, বাস্তবিক আমাদের মৃত্যুফাঁদ বাহিরে পাতা ছিল না, সেটা আমাদের নিতান্ত গৃহজাত! আমরা আজকাল কথায় কথায় শাসক সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করি, কিন্তু প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদেশিক জাতি নহে—আমাদের স্বদেশবাসীই পরস্পর পরস্পরের শত্রু। ধীরভাবে, নিরপেক্ষ চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বোধ হইবে দেশের শাসন সংস্কার অপেক্ষা সমাজ সংস্কার গুরুতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে!

পরস্পর অনৈক্য এবং বিদ্বেষজনিত একটা নিদারুণ অসহনীয় বেদনা দেশের চিন্তাশীল, হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ আকুল করিয়াছে। সম্মুখে এক মৃত্যু-পাথার, পশ্চাতে তীক্ষ্ণ কণ্টক সমাকীর্ণ মহাবন, আর অন্য পথের বিদ্যমানতা ছিল না, এমন দুঃসময়ে একদিন সহসা আমরা যেন কাহার অচিন্তনীয় কৃপায় দেখিতে পাইলাম যিনি আমাদের সকলের জননী তিনি সন্তানের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র মান অভিমান ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের নিকট মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে উপদেশ দিতেছেন। এতকাল জ্ঞানের অভিমানে আমরা যাহা লাভ করিতে পারি নাই, আন্তরিকতা-বিহীন জিজ্ঞাসু হইয়া যে ধন পাই নাই, কলুষিত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য চাহিয়া চাহিয়া যে ঐশ্বর্য্য আসে নাই—বিপদে পড়িয়া, আর্ত্ত হইয়া, নিরুপায় দেখিয়া বাঙ্গালী আমরা সেই স্বজাতিবাৎসল্যধন লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা পাইয়াও আবার বুঝি হারাইলাম! বিধাতা-প্রেরিত যে সম্পদ্ ভারতবাসী লাভ করিবে আশা করিয়াছিল তাহাই আমরা হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। এই শোচনীয় সম্ভাবনার কথা যে সহৃদয় স্বদেশবাসীর মনে হইয়াছে, বলা বাহুল্য তিনিই নিদারুণ মনোবেদনা অনুভব করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবন তরণীখানি এতদিন অশেষ প্রতিকূল ঝড় বাতাসেও বহিয়া আসিয়া সবেমাত্র বাড়ীর ঘাটের অদূরবর্ত্তী হইয়াছিল, ঠিক্ সেই সময় জীবন তরণীর মধ্যে এক অচিন্তপূর্ব্ব আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছে! অনুকূল বাতাসে বিঘ্ন বিনাশন বিধাতার নামে পাল খাটাইয়া আমরা উষালোকের সুবর্ণবর্ণাভাসে আমাদের নবগঠিত হিন্দু সমাজের আশাতট লক্ষ্য করিতেছিলাম, এমন সময়ে এই বিকট বিড়ম্বনা উপস্থিত!

এই সঙ্কট সময়ে স্বাভাবিকরূপে আমাদের কি মনে হয়? যাহাতে একত্রে সম্মিলিত ভাবে, সকলবর্ণ সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি হয় তাহারি চেষ্টা করা। এমন সময়ে যদি আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে কেহ বাদ বিসম্বাদ আরম্ভ করেন

তবে অনৈক্য আরো বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র, কিন্তু তাহাতে কোন সমাজেরই উন্নতি হইবে না। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, এই মহাসত্যটি যেন আমাদের মনে থাকে!

মনুষ্যসমাজের অবস্থা বিশেষে এইরূপ আত্মকলহ যে সর্ব্বনাশ আনয়ন করে তাহার একটী উপাদেয় দৃষ্টান্ত মহাপুরুষ Martin Luther সামান্য পশু জীবন হইতে শিক্ষা করিতে মানুষকে অনুরোধ করিয়াছেন। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, গভীর জলের উপর একটা অতি সঙ্কীর্ণ সেতুর মধ্যপথে একই সময়ে যদি দুই দিক্ হইতে দুইটি মেষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় দুইটি প্রাণীর একটিও আর পশ্চাতে ফিরিয়া বা একটি আর একটির পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে না, কারণ পথ নাই। সেই সময়ে যদি উভয়ে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করে তবে উভয়েই জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরা এক মাত্র পরিণাম। সেই জন্য প্রাণী প্রকৃতি স্বভাবের নিকট আত্মরক্ষার এই কৌশলে শিক্ষা করিয়াছে যে, সেরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ একটি শুইয়া পড়িয়া আর একটিকে তাহার শরীরের উপর দিয়া যাইতে দেয়। এই উপায়ে উভয়েই বিপদ হইতে নিরাপদে রক্ষা পায়। পরস্পর বিবাদপরায়ণ কথা জ্ঞানগর্ব্বিত মানুষ পশুচরিত্রের নিকট এই অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সেই মহাপুরুষ অতি যথার্থই বলিয়াছেন,—"Even so people should rather endure to be trod upon, than fall in to debate and discord one with another." তাই, আমরাও যদি যথার্থ মহত্ব ও মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও বিবাদের পরিবর্ত্তে যেন সমুদায় স্বার্থ এবং মান অভিমান বিসর্জ্জন দিবার সৎ-সাহস লাভ হয়।

বর্ত্তমান অধঃপতিত ভারতবর্ষের উন্নতি ও কল্যাণ প্রসঙ্গে আমরা যত কথাই বলি না কেন, বড় বড় সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র, আন্দোলন ও অভিমত দ্বারা আর্য্যসন্তানগণের প্রাণে অতীত গৌরব স্মৃতি উদ্রেক করিতে এবং ভবিষ্যৎ সুখ-সৌভাগ্যের আশা পোষণ করাইতে যতই প্রয়াস পাই না কেন, পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ, ধনসম্পত্তি, এ সব কিছুই আমাদিগকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না যে পর্য্যন্ত আমরা একমাত্র সেই একতা সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারি। মানব সমাজের একতাই শ্রেষ্ঠতম সাধন, মানব সভ্যতা সৌধের একতাই দৃঢ়তম ভিত্তিভূমি, প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার একতাই অনন্যসাধারণ আদর্শ। শুধু—

"তারে জেনে তার পানে চাহি,
মৃত্যুকে লঙ্ঘিতে পারে, অন্য পথ নাহি!"

এ দেশের ভবিষ্যদ্দর্শী মনীষিগণ এখন নিঃসংশয়ে একটা কথা বুঝিয়াছেন যে, আমরা যদি বিরাট্ হিন্দু সমাজের যথার্থ মহত্বমণ্ডিত বৃহত্বকে অটুট্ রাখিতে ইচ্ছা করি তবে এই বিশাল সমাজরূপ শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সামঞ্জস্যের প্রতি সহানুভূতির সহিত মনোযোগ করিতে হইবে। এই অখণ্ড সমাজ শরীরের ব্রাহ্মণ মস্তক, কিন্তু সেই মস্তকের সহিত তন্নিম্নস্থিত হৃদয়, উদর, হস্ত, পদ, এ সমুদায় যন্ত্রের এক সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন রক্ষার কার্য্যে সৃষ্টি-কর্ত্তার অপূর্ব্ব কৌশল প্রমাণ করে, দেহের বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ পরস্পর সাহায্য করার অভিপ্রায়েই সৃষ্টি। তাহাদের কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া শুধু আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেকের উন্নতিতে তবে দেহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। আমাদের ব্রাহ্মণ জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতিকে উন্নতি ও সংস্কারের কঠিন সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে সমগ্র হিন্দুজাতিকে একান্ত সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়া সকলের সহিত এক সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা মাথা যদি স্কন্ধচ্যুত হয়, তাহা যদি দেহের নিম্নাঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিহীন হয় তবে সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা সহস্র শক্তি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিলেও সে মুণ্ডমালার সর্ব্বজনবিদিত দণ্ডবিকাশের ন্যায় প্রাণহীন ভঙ্গী মাত্র। এ সত্য সভ্যজগতের সর্ব্ববাদি সম্মত সত্য। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের বৈদেশিক মনীষিগণের আদর্শ বাণী উদ্ধৃত করিতে হইবে না,—সর্ব্ব-প্রাচীন ভারতবর্ষের মহর্ষি মহাপুরুষের এক মহতীবাণী পৃথিবীর মানবসমাজের সম্মুখে ধর্ম্মের এই এক মাত্র আদর্শ প্রচার করিয়াছিল যে,—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধি তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্য বিক্রম॥"

"অন্যের কল্যাণের বিরোধি যে ধর্ম্ম, তাহা কখনই ধর্ম্ম নয়! তাহা নিতান্তই কুধর্ম্ম। আর যাহা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বলোকের অবিরোধি ও কল্যাণ-জনক তাহাই যথার্থ সত্য ধর্ম্ম।"

এই সর্ব্বলোক-কল্যাণময় ধর্ম্ম সাধনের মূল অহিংসা। এ অহিংসা অর্থ শুধু প্রাণিবধ হইতে বিরত থাকা নহে, ইহার অর্থ অতি বিস্তীর্ণ। এ অহিংসা একমাত্র প্রেমেরই নামান্তর। এই প্রেম সাধনের মতন গুরুতর সাধন মানবের পক্ষে আর কিছু নাই। এই সর্ব্বভাবে প্রেমই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা

প্রদান করে। আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারে প্রেম, পল্লীপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম এই সার্ব্বপ্রাণীন্ প্রেমের অন্তর্নিবিষ্ট মাত্র; এই সার্ব্বপ্রাণীন্ প্রেম হইতেই সে সব অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত—অন্যথা তাহা ইতর পশুর আত্মপ্রীতি মাত্র।

ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি, সামাজিক সংস্কার, স্বদেশ সেবা, জাতীয় অভ্যুদয়, এ সমুদয় উচ্চাভিলাষ ও পুণ্যাভিলাষের মূলে সেই একই মহাভাব মৈত্রী। ন্যায়পরতা ও আত্মত্যাগ সেই শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ। অন্যথা সবই কথার কথা মাত্র। যিনি ন্যায়পরায়ণ ও ত্যাগশীল নহেন তিনি কিছুরই যোগ্য নহেন; তিনি যেমন সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তেমনি তিনি নিজের আবশ্যক হইলে তাঁহার স্ব-দলেরও সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন। এই শ্রেণীরই অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থকে আজকাল ব্রাহ্মণ-সভা ও কায়স্থ-সভার চাঁই হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারাই আপন পুত্রের বিবাহে রক্তশোষক বাদুড়ের মতন কন্যার পিতা স্বজাতি স্বগণের অর্থ শোষণ না করিয়া ছাড়ে না! ইহাদের আবার স্বজাতি-বাৎসল্যের মূল্য! ইহারা যদি স্বজাতিবৎসল তবে স্বজাতিদ্রোহি কে?

যে আর্য্যজাতি, যে ব্রাহ্মণ-সমাজের পুণ্য আদর্শ আমরা গ্রহণ করিতে অভিলাষী, যে সব সনাতন চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয় যুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছি সেই আর্য্যজাতি, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এবং সেই সকল সনাতন চরিত্রে অপরিমেয় প্রেমধন ছিল, যে ধন লাভ করিয়া তাঁহারা অবলীলায় সংসারের রাজ্যসম্পদ এবং রাজা ও রাজসিংহাসন স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াও আপনারা পরমানন্দে সামান্য কুশাসনে শয়ন করিতেন ও স্বচ্ছন্দবনজাত আমলকী, হরীতকী এবং গোবৎস-মুখ সংস্পৃষ্ট দুগ্ধফেনমাত্র আহারে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, বর্ত্তমান ভারতবাসী সেই ধনের বড়ই কাঙ্গাল। আসুন, আমরা সকলে পিতৃপুরুষের সেই প্রেমধন, অহিংসা ধন পুনরায় অর্জ্জন করিয়া পরস্পর আত্মঘাতি বর্জ্জন নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্যাণময় গ্রহণ নীতি অবলম্বনে হিন্দুসমাজ পুনর্গঠন করি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন কালে বলিলেন:—কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন এ সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ হইবার কারণ নাই। আপস্তম্ব সূত্রে ইহার স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। "পিতামহাদেঃ" শব্দ দ্বারা পিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতম পুরুষ-দিগকেই বুঝাইবে। পিতামহের পরবর্ত্তী পিতা এবং তৎপরে স্বয়ং অর্থাৎ

পিতামহের পরবর্ত্তী পুরুষ বুঝাইলে "নানুস্মর্য্যতে" কথার কোন সার্থকতা থাকে না। পিতামহকে অনেকেই দেখিয়া থাকেন; নিজে দুর্ভাগ্যক্রমে না দেখিলেও পিতার নিকট তাঁহার কথা শুনা যাইতে পারে। সুতরাং স্মরণাতীত নহে। এ সম্বন্ধে টীকাকারের মতও অনুকূল। অতএব কায়স্থগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের স্বধর্ম্মবিহিত উপনয়ন সংস্কার যত শীঘ্র গ্রহণ করুন, ততই মঙ্গলের কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন:—দুই একখানা টীক-কারিকায় 'শূদ্র' শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ কায়স্থদিগকে শূদ্র আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঠিক নহে। কারিকায় এ কথাও লিখিত আছে যে, রাজা যখন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমাগত ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সঙ্গীরা কোথায়? তখন মন্ত্রী উত্তরকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে "কোলঞ্চ হইতে আগত দ্বিজগণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। শূদ্র হইলে মন্ত্রী কখনও কায়স্থদিগকে 'দ্বিজ' আখ্যা প্রদান করিতেন না। কায়স্থদিগের যে পরিচয় প্রদানের কথা কারিকায় লিখিত আছে তাহা দ্বারাই বুঝা যায় যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য বর্ণান্তর্গত নহেন। বসুর পরিচয় কালে "বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনঃ" গুহের পরিচয়কালে "অগ্নিকুলোদ্ভব" ইত্যাদি কথাই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ। কায়স্থ যদি শূদ্র হইতেন এবং ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সম্মানিত হইতেন তবে এরূপ পরিচয় কখনও প্রদত্ত হইত না:—ইত্যাদি।

প্রস্তাবটী যথারীতি উপস্থাপিত, অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইলে সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে সভাসদ্‌গণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সভাস্থ সকলে এক বাক্যে ও সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রজনীকান্ত মজুমদার (বঙ্গজ) মহাশয় বলিলেন:—ভারতবর্ষের সমুদয় কায়স্থগণ এক সমাজভুক্ত হইলে সমাজ ও দেশের পক্ষে যে মহামঙ্গল সংসাধিত হইবে কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? এই একতা সুসম্পন্ন করিতে হইলে সকলের সদাচারী হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারী এবং উপনীত। সুতরাং কায়স্থ-গণের এক সমাজভুক্ত হইতে হইলে উপনয়ন গ্রহণ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় (বারেন্দ্র) একটী সুলিখিত এবং সুযুক্তিপূর্ণ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। প্রবন্ধটী এই :—

সভাপতি মহাশয় ও সভ্যমহোদয়গণ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে একটী কথা উঠিতে পারে যে বাংলার চারি শ্রেণীর কায়স্থই যখন সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হইতে পারেন নাই তখন এই মহা মিলনের কথা উত্থাপন করিবার কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু এই প্রশ্ন কোন শিক্ষিত ও বিবেচক কায়স্থ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইতে পারে না, কারণ আমাদের অবস্থা আজকাল যেরূপ তাহাতে আমার মনে হয় যে অতি উপযুক্ত সময়েই এই মিলনের কথা উঠিয়াছে। এতকাল আমরা শূদ্রত্বের গভীর কালিমা ললাটে লেপন করিয়া অতি হেয় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংশ্লিষ্টে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাবিত্রী বিহীন হইয়াছিলেন এবং বৈদিক সংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তার পর আধুনিক স্মৃতি এই জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর বর্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া যে বচন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অবনতির নিম্নস্তরে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আমরা তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, অপর পাঁচজন দ্বিজের সহিত আমরা বাংলা দেশে আসিয়াছি এবং আমরা শূদ্র নহি দ্বিজ। ক্রমে আমরা আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্তে বাসের কথা ভুলিয়া গিয়া রাঢ়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গ প্রদেশকেই নিজ নিজ আদিম নিবাসভূমি বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। ভারতবর্ষকে আর জন্মভূমির চক্ষে দেখিবার মানসিক শক্তি কাহারও রহিল না। সমস্ত কায়স্থগণ যে এক চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান এবং সকলের ধমনীতে যে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে একথা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই এ কথা ভুলিয়া গেলেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এ দেশে বাস করিতে আসিয়াছিলেন তখন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র কিংবা বঙ্গজ এমন কোনও নির্দ্দিষ্ট মার্কা মারিয়া আইসেন নাই, মাত্র 'দেশ ভেদে নাম ভেদ' হইয়াছে। গমনাগমনের অসুবিধায় ও পরস্পর পরিচয়ের অভাবে এই চারি শ্রেণী আবার বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কোনও ক্রমে স্ফুর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ত দূরের কথা একেবারে সব উঠিয়া গেল; এমন কি একত্রে আহারাদিও বিনা সঙ্কোচে হইত না। আমরা কেবল উত্তর পশ্চিম, বিহার ও বাংলা দেশের কায়স্থ বিভক্ত হইলাম না,

নানা শাখা প্রশাখা আপন আপন নাম ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া স্বজাতি প্রিয়তা, একতা ও উন্নতি অতল জলে ডুবাইয়া দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিল না।

এইত গেল আমাদের গত অবস্থা। এখন বাংলার কায়স্থগণের মধ্যে দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত দেখিয়া এতকাল যাঁহারা আমাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন আমাদিগের সেই দায়াদগণ মিলনের মহাবার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আমরা কি তাঁহাদের এই আহ্বান উপেক্ষা করিব? সামাজিক কথা ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক হিসাবেও এই মহা মিলনে সংঘটিত হইলে আমরা এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইব এবং দেশের অন্যান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বীর আদর্শস্থল হইব সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আর বর্ত্তমানে আমরা যেরূপ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে জীবন সংগ্রামে অপর যে কোনও জাতি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এমতাবস্থায় সমস্ত কায়স্থ-জাতি সম্মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় নিজেদের সম্মান বজায় ও পরস্পর সাহায্য করিতে সম্মত ও সমর্থ না হইলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই বিষম দায় হইয়া পড়িবে। যাঁহারা মনে করেন যে কেবল মাত্র দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করিলেই কায়স্থজাতির মিলনের পথ পরিষ্কার হইবে আমরা তাহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। কারণ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত না হইলে বাহ্যিক মিলনই শুধু বজায় থাকিতে পারে। সামাজিক আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধে স্থাপন ব্যতীত এই মিলন সুদৃঢ় হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এবার ফয়জাবাদে সমবেত কায়স্থমণ্ডলী এক পংক্তিতে ভোজন করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথা উত্থাপন করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এবারকার কায়স্থ-সভার এই প্রস্তাবই বিশেষত্ব। এই সভাক্ষেত্রে যদি আমরা বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, পঞ্জাব, নির্ব্বিশেষে সমস্ত কায়স্থজাতির একতা স্থাপনের মূল কথা আলোচনা না করি তাহা হইলে আমরা এবারকার সভায় কিছুই করিলাম না।

কোনও বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য ও ভাষার বৈপরীত্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। এবং এই পার্থক্যের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সংখ্যার ক্রমে ব্যতিক্রম পরস্পর ঘটিয়া থাকে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে এই কথাটী সমস্ত কায়স্থ-জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে কতটা অন্তরায় স্বরূপ। প্রথমতঃ আন্ত-র্গণিক বিবাহের কথা আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে আজকাল

কাজকর্ম্ম উপলক্ষে একই শ্রেণীর কায়স্থ বিভিন্ন দেশে বসবাস করিয়াও পুত্রকন্যার বিবাহ দিতেছেন। রাঢ় এমন কি উত্তর পশ্চিম প্রবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ-কন্যার সহিত রাজসাহী অথবা পাবনার বারেন্দ্র কায়স্থের পুত্রের বিবাহ ঘটিতেছে এবং সে পক্ষে কোনও বাধা দেখা যায় না। এই কন্যা প্রবাস জনিত যে সমস্ত আচার ব্যবহার ও ভাষা শিক্ষা করে তাহা তাহার শ্বশুর কুলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার পক্ষে প্রথমতঃ সামান্য কষ্টকর হইলেও বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে কেবল রাঢ়ীয় বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র নামই কি আমাদের মিলিত হইবার পক্ষে প্রধান বিঘ্ন নহে? এই ত গেল বাংলার ভিতরের কথা কিন্তু বাহিরের সমস্যা কিছু কঠিনতর। আর তাহাই আমাদের প্রধানতঃ বিবেচ্য। দেশের লোক যাহারা আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিতেই সাহসের সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করেন, তাহারা এই প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মতি দিতে রাজি হইবেন না। তাহার উপরে কুলীনগণ তাঁহাদের কুলমর্য্যাদা লইয়া আন্তর্গণিক বিবাহের পথেই যেরূপ সুতীক্ষ্ণ কণ্টক রোপণ করিয়াছেন, তাহাতে এই পথ যে তাঁহারা কোমল কুসুমাকীর্ণ করিবেন এমন কোনও আশা করা যায় না। কুসংস্কার তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য এত সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছে যে উচ্চশিক্ষা ও উদার প্রভৃতি শত চেষ্টাতেও তাহা পূরণ করিতে পারিতেছে না। আমরা জানি আলোকে অন্ধকার অপহৃত হয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি আলোক দ্বিগুণ ভাবে অন্ধকারকে চক্ষুগোচরে আনিয়াছে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যথেষ্ট মানসিক বলের প্রয়োজন; আর ইহাও ঠিক যে একদিনেই একজন উত্তর পশ্চিম অথবা অন্য দেশীয় দায়াদগণের সহিত এইরূপ হাজারে হাজারে বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবে না। এ সকল ব্যাপার শিক্ষা সময় ও প্রচার সাপেক্ষ।

প্রথমতঃ শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এইরূপ বিবাহ সম্ভবপর হইবে না। শিক্ষা শব্দটী কেবল আমরা পরীক্ষায় পাশ করার অর্থেই ব্যবহার করিতেছি না; যাহাতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ভবিষ্যৎ আশার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুরূপ উপায় অবলম্বনে নারীগণ সহায়তা করিতে পারেন এবম্বিধ শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। বেশ দেখিতে পাওয়া যায়—যে বিবাহ ব্যাপারে বাড়ীর গৃহিণীর মতই কর্ত্তা অনেক সময় অনুসরণ করেন এবং বাহিরে বক্তৃতা পটু স্বামী, ঘরে ফিরিয়া নারীর মতেরই পোষকতা করিয়া থাকেন। কাজেই আগে নিজের ঘর মেরামত

করিবার প্রয়োজন; নতুবা দাঁড়াইয়া কাজ করিবার স্থান কোথায়? এ কথা খুব ঠিক যে আমাদের মাতৃস্বরূপিণী স্ত্রীজাতি যদি বুঝিতে পারেন যে সমস্ত কায়স্থ জাতির মধ্যে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা হইলে আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা দেশের মঙ্গলজনক ব্যাপার বর ও কন্যার সংখ্যা অনেকটা সমতা হইবে। তাহা হইলে কন্যার জন্যে আর পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের এতখানি বিমর্ষ ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে না এবং সেও অতি যত্নে পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইবে। কিন্তু ভাষা লইয়াই যত আপত্তি উত্থিত হইবার কথা। অবশ্য যে সব বর ও কন্যা ইংরাজী শিক্ষিত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পরস্পর মনোভাব আদান-প্রদানের কোনই অসুবিধা নাই কিন্তু যেখানে কন্যা স্বীয় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা অবগত নহে সে স্থলে অপর দেশে বিবাহ হইলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া? প্রবাসী বাঙ্গালিকন্যা অন্য ভাষা-ভাষিনী হইলেও নিজের মাতৃভাষা সহসা ভুলিয়া যায় না বা শিক্ষা করিতে যথেষ্ট বেগ পায় না কিন্তু অন্যের পক্ষে ত বাংলা কিংবা অপর ভাষা শিক্ষা ততটা সহজ হইবে না আর মনোভাব প্রকাশ করিতেও প্রথমতঃ যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। আমরা স্বীকার করি যে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হেতু ভারতবর্ষে এক মহা জাতি সংগঠনের বিষম অসুবিধা ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে—প্রয়োজনীয় ভাব প্রকাশক ভাষা শিক্ষা করিতে বহু সময় কিংবা আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। তবে চলিবার ফিরিবার পক্ষে প্রথমতঃ যে সামান্য কষ্ট হয় তাহা শেষ ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীকার করিতে অনেকেই বোধ হয় রাজী হইবেন। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যে গৃহে বিবাহ হয় কন্যা চিরকালই সেই গৃহের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর হিন্দুগৃহে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈপরীত্য নাই বলিলেই হয়। খাদ্যাখাদ্য লইয়া যে সামান্য আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে তাহা মিলনেচ্ছুর নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই সব সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি হিসাবে যাহা পাইতেছি তাহাতে বাধা বিঘ্ন থাকিলেও তাহার তারতম্য এমন নহে যে তজ্জন্য মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়াই আমরা এক বিষম বিঘ্ন দেখিতেছি প্রাদেশিক শাসন প্রথা আমাদিগের মধ্যে এমনতর বিদ্বেষভাব আনয়ন করিয়াছে যে বাঙ্গালী, বিহারী কিংবা পাঞ্জাবীতে যথেষ্ট মন কষাকষি চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন—behar for behari's, punjab for punjabi's. কথিত শাসন-প্রথা দেশ ভেদে নাম ভেদের মতই অনিষ্ট করিতেছে। নানা কারণে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিও

এই বিদ্বেষ ভাব কাটাইতে পারিতেছেন না। এই বিদ্বেষের মুলীভূত কারণ আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা সেই কারণগুলিকে কোন প্রকারেই সহায়তা করা হইবে না।

আজকাল মিলনের যে রব উঠিয়াছে সেই 'মিলন' কথাটার অর্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলেও আর আপনাদের মুল্যবান্ সময়ের অপব্যবহার করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। শুধু শেষকালে এই বলিতে চাই যে, আপনাদিগের ন্যায় স্বজাতি-হিতৈষী মহাত্মনগণকে বাঙ্গলার উত্তরপ্রান্তে আসাম রাজগণের রঙ্গভূমির উপরে যে সম্মিলিত দেখিতে পাইতেছি ইহাই আমাদের রঙ্গপুরবাসীর পরম সৌভাগ্য। এখন সমস্ত কায়স্থ-জাতি মিলনের শুভ আকাঙ্ক্ষা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণ নির্ব্বিশেষে সকলে জননীর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। এতদিন দূরে দূরে ছিলাম আজ আমরা মিলনের পথে আসিয়া উঠিয়াছি। ভাইসব! সম্মুখেই ঐ মিলনমন্দির সেখানে ভারত-জননী আপন অঞ্চল বিছাইয়া পথহারা সন্তানগণের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, শুধু একবার অতীতের আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ কর, মনে কর আমরা চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, ভারতবর্ষ আমাদের জননী, মিলন আমাদের উদ্দেশ্য, আশা অনন্ত।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ী) প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন :—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয়,—"এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজ ভুক্ত ও সকলের সমান সদাচার হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন" বলিয়া যে চতুর্থ প্রস্তাব আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

আমরা বঙ্গীয় শ্রেণীচতুষ্টয় অন্তর্গত কায়স্থগণ যে ৺চিত্রগুপ্ত দেব বংশীয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করি; যুক্ত প্রদেশ, বেহার, পঞ্চনদ, মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্রাদি দেশ-বাসী ভারতীয় সমুদায় কায়স্থ সন্তানই সেই ৺চিত্রগুপ্ত দেব বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। আদিপুরাণে লিখিত আছে :—

"নানাগোত্র সমাখ্যাতাঃ নানাদেশ সমাস্থিতাঃ।
নানাকার্য্য সমাযুক্তাশ্চিত্রগুপ্ত সমুদ্ভবাঃ॥"

যম সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় "ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশর্ম্মা অপত্যপ্রার্থী হইলে পরমেশ্বরের প্রসাদে ইরাবতী নাম্না এক কন্যা লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের সহিত

তাহার বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে চিত্রগুপ্তের ঔরসে চারু, সুচারু, চিত্রাখ্য, মতিমান, হীমবান, চিত্রচারু, অরুণ এবং অতীন্দ্রী নামে আটপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে দেবকন্যে দক্ষিণা নাম্নী কন্যাকে দ্বিতীয়বারে বিবাহ করেন তাহাতে তাঁহার চারিপুত্র হয়, তাঁহাদিগের নাম ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু এবং বীর্য্যবান। এই দ্বাদশ পুত্র বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছেন। চারু মথুরা প্রদেশে যাইয়া মাথুর নামে, সুচারু গৌড়দেশে যাইয়া তথাকার রাজা হইয়া গৌড়নাথ নামে চিত্র, ভট্টনদী তীরে যাইয়া ভট্টনাগরিক নামে, ভানু শ্রীবাস নগরে যাইয়া শ্রীবাস্তব আখ্যায়, হীমবান অম্ব প্রদেশে যাইয়া অম্বষ্ঠ আখ্যায়, মতিমান সখসেনে (ফরাক্কাবাদে) যাইয়া সখসেনাখ্যায়, বিভানু সুরসেনে (উজ্জয়নী) যাইয়া সুরধ্বজ বা সূর্য্যধ্বজ নামে খ্যাত হয়েন।

"এতস্মিন কালেতু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
অপত্যার্থীচ ধাতারমারাধ্যমভজত্তদা॥

পরমেষ্টি প্রসাদেন লব্ধা কন্যামিরাবতীং।
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্বা বিবাহমকরোত্তদা॥

চিত্রগুপ্তেন সা কন্যা অষ্টোপুত্রানজীজনৎ।
চারু সুচারুশ্চিত্রাখ্যো মতিমান হিমবান তথা॥

চিত্র চারুশ্চারুণশ্চত্বষ্ট মোঽতীন্দ্রিয় স্তথা।
দ্বিতীয়া দেব কন্যেব দক্ষিণায়াং বিবাহিতা॥

তস্যাঃ পুত্রাশ্চত্বার স্তেষাং নামানু বৈ শৃণু।
ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্॥

পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতাঃ বিচেরুস্তে মহীতলে।
মথুরায়াং গতশ্চারু মাথুরস্তমিতো গতঃ॥

সুচারু গৌড়দেশেতু তেন গৌড়ে ভবন্নৃপঃ।
ভট্টনদী, গতশ্চিত্র ভট্টনাগরিক স্মৃত॥

শ্রীবাস নগরে ভানু স্তস্যাচ শ্রীবাস্তব সংজ্ঞকঃ।
অম্বা মারাধ্য হিমবান স্তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ॥

সভার্য্যো মতিমান গত্বা সখসেন ত্বমাগতঃ।
সূরসেনং বিভানুশ্চ তেন সূরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥

বৃহৎ পরাশরে লিখিত আছে:—

"অযোধ্যায়াং পুরাশ্রেণী ক্রমেণ মথুরাং গতঃ।
কালীঞ্জরগুর্জ্জরাটং নন্দীগ্রামং তু দ্রাবিড়ং॥
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমে নৈব, দক্ষিণ রাঢ় মেবচ।
উড্রেচ কামরূপেচ গৌড়ে বারেন্দ্রদেশকে॥
এতেষাঞ্চ সুতা যে যে তেঽপি তদ্দেশ সংজ্ঞকাঃ।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একই ৺চিত্রগুপ্ত দেবের বংশধরেরা ভারতের প্রায় সকল স্থানেই বাস করিতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে আখ্যাত হইয়া বাসস্থানের নামানুসারে শ্রীকরণ, শ্রীবাস্তব রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভাই ভাই এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঠাঁই ঠাঁই হইয়া বাসস্থানের পরস্পর দূরত্ব নিবন্ধন পরস্পরের মিলনাভাবে এতকাল নিতান্ত পর হইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে মহামহিম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় রেলওয়ে ষ্টীমারাদির বিস্তারে এখন সে দূরত্ব আর নাই, এখন পরস্পর পরস্পের সহিত মিলিত ও পরিচিত হইতেছি। শ্রেণী বিভাগ হেতু এই বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, তাহাতেই পরস্পরের মিলনের কারণ এই সভা সমিতি ও সমবেত চেষ্টা। ভাবিয়া দেখুন আমরা এই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মণ্ডলীর অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কিছুই নহি। যদি ভগবৎ কৃপায় সে সুদিন আসে যে, এই ক্ষুদ্র বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ ভারতীয় সর্ব্বশ্রেণীর বিশাল কায়স্থ সমাজ অঙ্গে মিলিত হইতে পারে তবে সে কি সুখের দিন এবং তাহা হইলে একতা নিবন্ধন কায়স্থজাতি সর্ব্বপ্রকারে কত বলশালী হইবে। কত উন্নতিলাভ করিবে।

তবে এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা উচিত পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইলে আমাদিগের পরস্পরের যে কদাচার আছে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে আমরা অনেকেই এখনও অনুপবীতি শূদ্রাচারী, আমাদিগের সে কদাচার শূদ্রাচার ত্যাগ করিয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারী হইতে হইবে। অপর যুক্ত প্রদেশীয় বেহারাদি কায়স্থ ভ্রাতৃগণের মাদক সেবনাদি যে কদাচার আছে তাঁহা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সকলে নিজ নিজ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কদাচার ত্যাগ করিয়া ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ সমাজ একত্রিত হওয়া আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় (উত্তররাঢ়ীয়) প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—আমরা সকলেই এক মূল পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব হইতে উৎপন্ন। সুতরাং কায়স্থ জাতির যে যেখানে থাকুন না কেন, সকলেই পরস্পরের আত্মীয় এবং ভ্রাতা। এই বিরাট কায়স্থ-সমাজের সকলেই যদি সদাচারী হয়েন, তবে সকলেরই উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হবে—ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এবার ফৈজাবাদের সমস্ত ভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলনে উত্তর পশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থগণ এই অর্থে একটী নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ইহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। আপনারাও সকলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থ-মহোদয়গণের সহিত মিলিত হইতে সচেষ্ট হউন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন, আমাদের এই বঙ্গদেশের কায়স্থ-সভার সভাপতি মহাশয়কে তাঁহাদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া এবং অন্যান্য সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজকে যে ভাবে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং উক্ত ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের আগামী বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই.সি.এস্, মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) প্রস্তাব করিতে বলিলেন,—সমস্ত কায়স্থ-জাতির একতা সম্পাদন করিতে দেশের সর্ব্বত্রই যখন সূচনা হইতেছে, তখন আশা করা যায় এই মহামঙ্গলজনক কার্য্য অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এবার ফৈজাবাদে সমগ্র ভারতীয়কায়স্থ-সম্মিলনের সভাপতিরূপে আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কায়স্থজাতির একতা সম্পাদন কল্পে তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) এই প্রস্তাব অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমর্থন করিলে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং পরপৃষ্ঠায় লিখিত আহ্বানসূচক টেলিগ্রাম লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইল।

Form Secretary Bangadeshiya Kayastha-Sava
To The Secretary Kayastha Sadar-Sava
Lucknow.

Bengal Kayastha-Sava invites Kayasthas throughout India to held conference in Calcutta.

অতঃপর নিম্নলিখিত সঙ্গীত অন্তে সায়ংকালে সভার কার্য্য স্থগিত হইল।

সাহানা—ধামার।

শুভ-সম্মিলনে আজি যত সুধীজন।
প্রীতিভরে চারিভায়ে হয়ে একমন॥
চারি শ্রেণী চারিদিকে
নানা মতে যায় দেখে
মিলনের আশা রেখে
এ সভা গঠন।
বরষে বরষে কর মঙ্গল সাধন॥
কায়স্থ যে ক্ষত্র জাতি,
নহে শূদ্র হীনমতি,
দেশে দেশে যথারীতি প্রচার সৃজন,
জাতীয় উন্নতি তরে দৃঢ় করি পণ॥
কন্যা দায়ে হাহাকার
শুনিতে হবেনা আর
পণ-প্রথা লোকাচার ঘুচাও এখন,
তুমি আমি কন্যাদায়ে বিব্রত যখন॥

দ্বিতীয় দিন।

১লা বৈশাখ, ১৩১৯, বেলা ২টা।

এই দিন প্রাতঃকাল হইতে মূষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। বেলা বারটা পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইল। এজন্য সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল।

সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে পরপৃষ্ঠায় লিখিত সুললিত সঙ্গীতটি গীত হইল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা নব আশাপুষ্প প্রস্ফুটিত গরবে।
বিমোহিত মন প্রাণ সুবিমল সৌরভে॥

বরষের পরে হরষ অন্তরে,
প্রীতিপূত-হারে বান্ধি পরস্পরে
সমাজের হিত সাধনের তরে,
এ মহা মিলনে মিলিত সবে।

এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত সবায়
সবে রত এক মহাসাধনায়,
প্রীতি একতার পুণ্যবাসনায়
সকলহৃদয় প্রদীপ্ত যবে,

বঙ্গ কি কলিঙ্গ বারেন্দ্র বা রাঢ়
বোম্বে, বারাণসী, অযোধ্যা, বেহার
যে যথা রয়েছে সবে একতার
একতারে হৃদি বান্ধিছে যবে,

কায়স্থ-গৌরব চন্দ্রমা-তপন,
হাসিতে গগনে করি উন্মোচন,
শূদ্রত্ব-কালিমা-মেঘ আবরণ
বিলম্ব কি তার বলনা তবে?

বিশাল বিরাট যে কায়স্থ জাতি,
জগৎ-যুড়িয়ে প্রথিত সুকীর্তি
যাঁদের তাঁহারা এহেন দুর্গতি
বল কতদিন কেমনে স'বে?

সঙ্গীত শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "গতকল্য রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মহোদয়ার প্রতি রাজভক্তিপ্রকাশসূচক এবং বঙ্গদেশের নূতন গভর্ণর লর্ড কার্‌মাইকেল বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া যে দুইটি টেলিগ্রাম্ প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তর গত রাত্রেই পাওয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাম দুইটি সভাস্থলে পঠিত হইল।

President. Bengal Kayastha Sava,
Rangpur.

I am directed to thank you for your telegram expressing loyalty to their Majesties and to inform you that a copy has been forwarded to England.

President. Bengal Kayastha Sava,
Rangpur.

I am directed to thank you for your telegram of welcome to His Excellency.

অতঃপর যে সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এবং সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম বা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নামও পঠিত হইল। (ইহাঁদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে)।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ মহাশয় (বঙ্গজ) প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

কায়স্থ-সভার প্রতিপাদ্য তিনটি প্রধান কর্ত্তব্য :—(১ম) উপনয়ন (২য়) আন্তর্গণিক বিবাহ (৩য়) বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ।

আমার মনে হয় যদি কায়স্থগণের মধ্যে একতা ও এক প্রাণতার সঞ্চার করিতে হয় তবে চারিশ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান করা আবশ্যক। আদান প্রদান না হইলে প্রেম ও প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে না। কন্যার বিবাহ যেরূপ দায় বলিয়া গণ্য হইতেছে এবং বিবাহক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ তাহাতে চারিশ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি হইতে পারিলে ক্ষেত্র প্রসার হইবে এবং কন্যাদায়

ততটা গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। আমি একথা বলি না, যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ দিতেই হইবে এবং স্বশ্রেণীতে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্য শ্রেণীতে বিবাহ দিতে কোনরূপ বাধা বা আপত্তি না হয় ইহা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দু সমাজের অন্যান্য জাতি যেরূপ সংস্কার ও উন্নতিকল্পে যত্নবান আমাদেরও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় (উত্তররাঢ়ীয়) প্রস্তাবটি অনুমোদন করিতে বলিলেন :—

আজই আন্তর্গণিক বিবাহ দিতে হইবে তাহা নহে। ইহা কেবল আদর্শরূপে বুঝিতে হইবে। সভা বলিতেছেন, সময় এবং সুবিধা হইলে এ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই প্রথা যে নূতন তাহাও নহে। পূর্ব্বে এ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। গৌড়ীয় কায়স্থগণের সহিত পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ দিগের বিবাহাদি হইত। উত্তর-রাঢ়ীয় এবং অন্যান্য শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান ও প্রচলিত ছিল। চারি-শ্রেণীর মধ্যে আচারের কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এজন্য কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু আচার অতি সামান্য কথা। দেশভেদে যে আচার ভেদ হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রের বিধির অন্তর্গত নহে। সুতরাং এই বাধা অতি অকিঞ্চিৎকর। কুলরক্ষা হইবে না বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় কুলরক্ষা করিয়াও আন্তর্গণিক বিবাহ বিধি প্রচলিত হইতে পারে। চারিশ্রেণীর কায়স্থ একত্রিত হইলে সমাজ অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। কায়স্থ বলিয়া কায়স্থেতর জাতিরা পরিচিত হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে। এইজন্য অনেকেই চারিশ্রেণীর একতায় আপত্তি করিয়া থাকেন। এই অসুবিধা অনায়াসেই নিবারিত হইতে পারে। Census অর্থাৎ জনসংখ্যা নিরূপণ করিলে অথবা কুলপঞ্জিকাদি প্রকাশ করিলে প্রকৃত কায়স্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এবং অপর জাতির মিশ্রণের আশঙ্কা থাকে না। আর একটী আপত্তির কথা শুনা যায় যে ভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ দিতে হইলে বরপণাদির জন্য বেশী ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করা যখন কায়স্থ সভার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য তখন এ আপত্তি কোনরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে না।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয় (বারেন্দ্র) প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলিলেন :—

কায়স্থগণের আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতে হইবে।

১। কায়স্থ এক বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের বংশসম্ভূত কিনা ?

২। গৌড়ীয় অর্থাৎ চান্দ্রসেনী কায়স্থ চিত্রগুপ্তজ অর্থাৎ ঔপনিবেশী কায়স্থ গণের সহিত মিলিত হইয়াছে কি না?

৩। কোন্ সময়ে কি কারণে কায়স্থগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে ?

৪। চারিশ্রেণী কায়স্থ মধ্যে অন্তর্বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ কি না ?

৫। কি উপায় অবলম্বন করিলে আন্তর্গণিক বিবাহ সফল হইতে পারে ?

৬। আন্তর্গণিক বিবাহের উপকারিতা।

ভগবান্ ব্রহ্মার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত উৎপন্ন হইয়া কায়স্থ নামে অভিহিত হন। এই শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধরগণ নানাগোত্রে বিভক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে বাস করিতেছেন এবিষয় নানা গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টি-খণ্ডে লিখিত আছে :—

"সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াৎ-বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীং
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম লেখ্যায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয় জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞ ভূক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতি দীয়তে দ্বিজে॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থঃ জাতিরুচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তৎ-বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥"

ফলতঃ কায়স্থ জাতিই যে এক চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান ও একস্থান হইতে বঙ্গে আগমন করেন, দেশ ও কালভেদে শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও যে একই শোণিত প্রবাহ সকলের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিশূর রাজার পূর্ব্বে যে সকল কায়স্থ এতদ্দেশে ছিলেন তাঁহারা গৌড়ীয় কায়স্থ নামে অভিহিত ও আদিশূর রাজার সময়ে এবং পরে যে সমস্ত কায়স্থ এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই উপনিবেশী কায়স্থ নামে পরিচিত, এই গৌড়ীয় কায়স্থ ও ঔপনিবেশী কায়স্থগণ মূলপুরুষ অভিন্নজ্ঞানে পরস্পর আদান প্রদানে মিলিত হন ও পরে বিভিন্ন বাসস্থান, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া যে কালক্রমে শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছেন তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

বঙ্গদেশে এই শ্রেণীভেদ প্রথা অতি আধুনিক। মহারাজ বল্লালসেন বঙ্গদেশকে রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ) বারেন্দ্র (রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগ) বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) বাগড়ী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ) মিথিলা (উত্তর বিহার) এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। মহারাজ বল্লালসেনের উক্ত দেশ বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্বকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। বসতিভেদে উচ্চজাতীর মধ্যে শ্রেণীভেদ সূচনা হয়। আমাদের কায়স্থজাতির কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বল্লালের পূর্ব্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ছিল না, ইহা স্থানগত ভেদ, জাতিগত বিভাগ নহে, এবং কতকগুলি কায়স্থ বল্লাল নির্দ্দিষ্ট কুলমর্য্যাদা স্বীকার ও কতকগুলি অস্বীকার করা এই শ্রেণীভেদ বিপ্লবের অন্যতম কারণ হইয়াছে। বাসস্থান ভেদেও যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থগণও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন তাহাও জানা যায় ;—

ভট্টনাগর কায়স্থ—ভট্টনদীতীরে বাস নিবন্ধন ভট্টনাগর নামে খ্যাত।

শ্রীবাস্তব্য কায়স্থ—কাশ্মীর শ্রীনগরে বাস জন্য শ্রীবাস্তব্য নামে।

অম্বষ্ঠ কায়স্থ—অম্বষ্ঠ নামক জনপদ হইতে অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত।

মাথুর কায়স্থ—মথুরায় বাসজন্য মাথুর নামে অভিহিত।

করণ কায়স্থ—নর্ম্মদা তীরস্থ কর্ণালি নামক স্থানে বাসজন্য।

গৌড় কায়স্থ—গৌড়দেশে বাস জন্য।

সকসেন কায়স্থ—প্রাচীন সাঙ্কাশ্য নামক স্থানে বাসজন্য সকসেন নাম হইয়াছে, এইরূপ দেশভেদেই যে কায়স্থ সমাজে এই শ্রেণীভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীবরোক্ত শ্লোকে বাসস্থান ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সেই শ্লোক যথা—

"উদগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌতথা।
এবং চতস্রঃ সজ্ঞাঃ স্যু স্তত্তদ্দেশ নিবাসনাৎ॥"

আমরা কেবল যে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছি এমন নহে আচার ব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদিতে বিভিন্ন চারি জাতিতে পরিণত হইয়াছি, আদান প্রদান ত দূরের কথা চারিশ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর কায়স্থ অন্য শ্রেণী কায়স্থের অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ। এইরূপ অযথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে আমরা

পারস্পরিক সহানুভূতি বিহীন হইয়া ভীষণ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি। আমরা যথার্থ শাস্ত্রমত হইতে বিচ্যুত হইয়া দিনে দিনে সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ হইতেছি। এক্ষণে সাম্প্রদায়িক গর্ব্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে না পারিলে এই প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। আমার বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে উপনয়ন গ্রহণ ভিন্ন চারিশ্রেণীর সম্মিলন আশা সুদূর-পরাহত। এক্ষণে আমাদের সমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা ও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে যাঁহারা ইহার উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদের মুখে কেবল মাত্র ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও এক জাতি স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। যাহাতে শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রীতিপ্রদ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া একপ্রাণে একমনে এক বিরাট্ জাতীয় জীবনের সংগঠন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। শ্রেণীগত আন্তর্গণিক বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা আর্য্যসমাজে বর্ত্তমান ছিল দায়ভাগে অনুলোম ও প্রতিলোম অসবর্ণ জাত সন্তান সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে।

যাহা হউক কালক্রমে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ব্যবস্থা বিভিন্ন হইয়াছে। "কলৌ হি পরাশর মতঃ" কলিযুগে পরাশরের মতই গ্রহণীয়, যথা—"স্বজাতি মুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাং" অর্থাৎ সুরূপা সুলক্ষণযুক্তা সজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে তিনি দেশ ভেদে ও শ্রেণীভেদে এক জাতীয়গণের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করেন নাই। যদি শ্রেণীগত আন্তর্গণিক বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইত তবে স্মার্ত্ত প্রবর রঘুনন্দন তাহা বলিতে ছাড়িতেন না। বরং রঘুনন্দনের সময়ে ও পরে যে এই ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবাধে বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবী নাম,
মাধব-আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান।
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন.
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক,
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক॥"

ফলকথা আন্তর্গণিক বিবাহের নিষেধ আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নাই। আর আমরাই বা কেন এইরূপ কুসংস্কার দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় জীবনকে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করি। এক্ষণে আমাদের জাতীয়

জীবন যেরূপ সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে বৈবাহিক ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে না পারিলে আমাদের জীবনী শক্তি ক্রমশঃই অন্তঃসার শূন্য ও মৃতপ্রায় হইয়া যাইবে। কায়স্থজাতির মধ্যে কখনও সপিণ্ড বা সগোত্রে বিবাহ হয় না। দ্বিজাতীর মধ্যে এইরূপ নৈকট্য বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ও বিজ্ঞান সম্মত নহে তাই শাস্ত্রকার :—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুর সগোত্রাশ্চ যা পিতুঃ।
সাপ্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দার কর্ম্মনি মৈথুনে॥"

ইদানীং কায়স্থগণের কন্যার বিবাহ দেওয়া যে বিষম ব্যাপার হইয়াছে ও কন্যাদায়ে যে সর্ব্বশান্ত হইতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য। প্রতি শ্রেণীতে কন্যার অনুপাতে সুশিক্ষিত পাত্রের সংখ্যা কম। বিশেষতঃ মুষ্টিমেয় বারেন্দ্র সমাজের ত কথায় নাই; অপিচ শিক্ষিত পুত্রের পিতা যেরূপ বিবাহে বরপণ বাড়াইয়াছেন তাহাতে সমাজ একরূপ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ স্থলে বৈবাহিক ক্ষেত্র শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সংপ্রচলিত করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন চিরদিনের জন্য ঘোর অমানিশায় সমাচ্ছন্ন হইবে। সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে সফলকাম হইতে হইলে আত্মাভিমান ও কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। আর ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ, ধৈর্য্য সাহস প্রধানলক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবে উক্ত আছে :—

"শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজ স্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং॥"

ফলতঃ সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে অগ্রে আমাদের ঘৃণিত দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রকৃতক্ষত্রিয়ের তেজ সাহস ত্যাগ ইত্যাদি সৎগুণরাজি বিভূষিত হইতে হইবে, তাহাতে আমাদিগকে দেব ভাবাপন্ন করিবে ও নানা বাধা-বিঘ্নসঙ্কুল কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে নববলে অনুপ্রাণিত করিবে।

"স্বারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়াশ্চ মিথিলোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদাঃ॥"

ভবিষ্য পুরাণে চিত্রগুপ্ত ঔরসে ইরাবতী দেবীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হন তাহাদের বংশধরগণ গৌড়ে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন।

দক্ষিণরাঢ়ী :—

দশরথবসু, মকরন্দঘোষ, কালিদাসমিত্র ৩ ঘর কুলীন ও ৮০ ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ লইয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ—

গৌড়ীয় সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ, দত্ত, গুহ ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এতৎ-ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে গৌড়ীয় অবশিষ্ট ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক ইহাদিগকে বাহাত্তুরে বলে, ইহারা সোম, ধর, কর, বাস ইত্যাদি।

বঙ্গজ :—

মোট ৯৯ ঘর তন্মধ্যে ২৭ ঘর উপনিবেশী, ৭২ ঘর গৌড়ীয় কায়স্থ :—

ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ৪ ঘর কুলীন।

দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, মধ্যল্য।

সেন, সিংহ, দেব, রাহা, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন ১৯ ঘর মহাপাত্র।

অবশিষ্ট হোড়, শর প্রভৃতি ৭২ ঘর অচল।

বারেন্দ্র :—

বারেন্দ্র ভৃগুনন্দী ৯৯৪ শকে কান্যকুব্জান্তর্গত নন্দীগ্রাম হইতে আইসেন সেইজন্য তাঁহার বংশজ নন্দী। মুরহরদেব চক্রবর্ত্তী, হইতে আইসেন সেজন্য চাকী আখ্যা, কোলাঞ্চ হইতে অত্রিগোত্রীয় নরদাস ঠাকুর শোলকোপার কর্কট নাগ ও শরগ্রামের জটাধরনাগের আশ্রয় লয়েন, বাৎস্য গোত্রীয় পরিক্ষীতসিংহ উত্তররাঢ়ী সমাজত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র সমাজে প্রবিষ্ট হন—

কর্ণসোণার শিখিধ্বজের বংশ বুধদেব ও কুলদেব, পুরুষোত্তমদত্ত বংশজাত নারায়ণ দত্ত—

উত্তররাঢ়ীয় :—

অযোধ্যা (সৌকালীন) সোমেশ্বর ঘোষ।

বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ।

মথুরার মৌদ্‌গৌল্য গোত্র পুরুষোত্তম দাস।

বটগ্রামের বিশ্বামিত্র গোত্র সুদর্শন মিত্র।

হরিদ্বার নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় দেবদত্ত।

গৌড়ীয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঘোষ ১ ঘর।

কাশ্যপ গোত্রীয় দাস ১ ঘর।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহ ½ ঘর।

মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় কর ½।

তবেই বুঝা গেল বঙ্গের চারিশ্রেণী কায়স্থ এক মূলসম্ভূত। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাব আমি সর্ব্বথা সমর্থন করি।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মিত্র মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলিলেন,—তাঁহার বিবাহযোগ্যা দুইটী কন্যা আছে তিনি তাহাদের বিবাহের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় সম্বলিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় (উত্তররাঢ়ীয়) এই প্রস্তাব উপস্থাপন কালে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে—বর, শুল্ক গ্রহণ করা একরূপ ডাকাতি বিশেষ। এই ডাকাতির শাস্তি সমাজের হাতে বিন্যস্ত। কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন কন্যার বিবাহ দেন তখন কন্যার মনে স্বভাবতঃই বরপক্ষীয়দিগের প্রতি একটা বিরক্তি জন্মে। এই বিরক্তি এবং সম্প্রীতির অভাবে পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হয় এবং অনেক সময়ে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয় (বারেন্দ্র) এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বলিলেন :—

পুত্র ও কন্যা একই ভগবানের সৃষ্ট জীব। কিন্তু আমাদের দেশে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে লোকে সন্তুষ্ট হয় আর কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলেই নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্কায় পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মন দমিয়া যায়। পুত্রের জন্মাবধি পিতামাতা অন্তঃকরণে নানাবিধ আশা ভরসা পরিপোষণ করিতে থাকেন, পুত্র যে প্রতিভাশালী ও স্বনামধন্য পুরুষ হইবে এইরূপ একটা আভাস তাঁহারা নবজাত পুত্রের মুখমণ্ডলেই দেখিতে পান। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই আত্মীয় স্বজন প্রথম হইতে তাহাকে তেমন সুনজরে দেখেন না। পিতা ভবিষ্যতের ভাবনায়

তখন হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন—স্নেহময়ী জননী অন্তের গঞ্জনার পাত্রী হন। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতার বাস্ত ভিটা উৎসন্ন যাইবার আশঙ্কা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। পুত্রের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয় কিন্তু বাপ মা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান যে "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ" কারণ পুত্রের অর্থোপার্জ্জন করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আর কন্যাকে বিবাহ দিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। সন্তানের প্রতি পুত্র-কন্যা বিশেষে এই ব্যবহারের ভাব কেবল অত্যাধিক বরপণের প্রচলন এবং বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় বাহুল্যতা। আমার মনে হয় বিশাল কায়স্থ-সমাজ যদি গা ঢালিয়া দিয়া এইরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে সামাজিক কিম্বা অন্যবিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়া বিশেষ সুফল ফলিবে না। পুত্র-কন্যার বিবাহ সুযোগে যত দিন কসাই-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ভাব মনে জাগরুক থাকিবে, ততদিন আমরা কোনও মঙ্গলের আশা করিতে পারি না। ততদিন আমরা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া মাত্র শত্রুতারই পুষ্টি করিব। এইরূপ অবস্থা প্রচলিত থাকিলে বাংলা দেশেও রাজপুতানার কুমারী হত্যার ন্যায় নৃশংস কাণ্ড যে কালে ঘটিত না তাহাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু শুভক্ষণে কায়স্থ-সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই সমস্ত সামাজিক কু-প্রথার মূলোৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শিক্ষা ও স্বজাতি প্রেমের প্রভাবে আজ কায়স্থ মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই সব অত্যাচারের দমন একান্তই প্রয়োজনীয়। ভগবানের কৃপায় দেশে যে নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এক শুভকর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইতেছে। নানা স্থানে বরপণ গ্রহণ এক্ষণে নীচ বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত। কতিপয় মহাত্মা পুত্রের বিবাহে কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া সমাজের আদর্শস্থল হইয়াছেন। কিন্তু কায়স্থ যুবকবৃন্দ বরপণ গ্রহণের অপকারিতা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে স্থায়ী ফলের কোনই সম্ভাবনা নাই। আমি জানি আমাদের বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের যুবকগণ এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ২।১জন যুবক বরপণ গ্রহণ করিলে কোন ক্রমেই বিবাহ করিবে না, এইরূপ সঙ্কল্প স্বগত করাইয়া পিতামাতাকে নীচ প্রবৃত্তির পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। আমার অনুরোধ দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল আমাদের যুবকবৃন্দ এই ২।৪টি বারেন্দ্র কায়স্থ যুবকের প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বন করিয়া দেশের ও সমাজের দুর্নীতি বিলোপ করিতে চেষ্টা করুন এবং বরকর্ত্তাগণও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে মনোযোগী হউন।

আমি সমাজের নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি এবং আশা করি আপনারা ইহা সমর্থন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন। তাহা হইলেই আমরা বর্ত্তমানে যে পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছি, উত্তরোত্তর তাহা বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে বলিলেন :—

আমাদিগের শাস্ত্রে আছে, "বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে পিতামাতা অপত্য বিক্রয়ী হন ও চিরকালের জন্য নিরয়গামী হইয়া থাকেন।"

"ন কন্যায়া পিতা বিদ্বান গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমন্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যাবিক্রয়ী ॥"

মনু।

জনসমাজে আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই বটে, কার্য্যতঃ হিন্দুর আচার পালনে আমাদিগের আস্থা নাই। অধুনা বিবাহ পদ্ধতি শাস্ত্রীয় বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যাভিচারে পর্য্যপবশিত হইয়াছে। বিবাহে—কুটুম্বিতায় আর সে সুখ নাই, সে আনন্দ নাই! আছে কেবল ব্যবসায়ে নির্ম্মমতা সাইলকের (?) শোষণ-স্পৃহা। ইংরাজীতে কথা আছে—ব্যবসা-বাণিজ্যে দয়া মায়া নাই, নিজের দিকে না দেখিলেব্যবসা চলে না। আমাদের সমাজে বিবাহ ঠিক সেইরূপ পণ্যবীথিকায় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। যিনি উপযুক্ত, উপযুক্তই বা বলি কিসে, অবস্থাতিরিক্ত—আশাতীত মূল্য দিতে পারিবেন, তাঁহারই নিকট পুত্র বিক্রয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে পুত্রবধুরূপে গৃহে আনিব। পিতার অর্থই কন্যার বংশ মর্য্যাদা, কুল, শীল, রূপ, গুণ সকলই। দেখিতে পাওয়া যায় সময় সময় পাত্র নিলামে বিক্রীত হইয়া থাকে। যিনি অধিক মূল্য দিতে পারেন তাঁহারই কন্যা পুত্রবধূ হইয়া থাকেন। অসম্ভাবিত দরে পাত্র খরিদ করিতে অপারক হইয়া কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দিতে নাই পারুন, তিনি আত্মঘাতী হইয়াই মরুণ, আমরা বরের বাপ, কদাচ সে দিকে দৃষ্টিপাৎ করিব না। ধন্য আমাদের সহানুভূতি, ধন্য আমাদের স্বজাতিপ্রিয়তা! কন্যার পিতা যে আমার অতি নিকট আত্মীয়, তাঁহার নিকট পুত্রের যে মূল্য চাহিতেছি তাহা তাঁহার সাধ্যের অতীত কি না তাহা একবারও ভাবি না। ভাবিতে ইচ্ছুকও নহি। এই বিবাহের পণ যোগাইতে বৈবাহিকের ভদ্রাসনকটী বাঁধা পড়িল কিম্বা বৈবাহিকের আয়ুস্মতী লক্ষণ বলয় পর্য্যন্ত বিক্রীত হইল সে সংবাদ রাখি না শুনিলেও বিচলিত হই না। এই বর-পণ

ব্যবসা সমাজে যে বিশৃঙ্খল আনয়ন করিয়াছে, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। গৌরীদান, রোহিণীদান আর নাই, যুবতা কন্যার বিবাহই অর্থাভাবে সংঘটিত হইতেছে না। পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃ দায়ই প্রধান দায় ছিল—এক্ষণে কন্যাদায়ই প্রধানতম দায়। পিতামাতার নিকট পুত্র কন্যা সমান আদরের বস্তু ও স্নেহের জিনিস, কিন্তু কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে এই দারুণ দুশ্চিন্তায় অস্থি চর্ম্ম সার পিতামাতার অপত্য স্নেহেরও বিকৃতি সাধন করিয়াছে; কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়গণের আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা ভাবনায় একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়েন। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সমাজের এই পাপ-প্রথার প্রভাবে পিতামাতা এমন অধম হইয়া পড়িয়াছেন যে, অনায়াসে অপত্য স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় অনূঢ়া দুহিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করেন এবং সেইরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন। যে ঘোর দুর্দ্দৈব আমাদের সমাজে মায়াবিনী পিশাচিনীর ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ আপাতঃ মধুর মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের সমাজ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, যাহার বিষময় ফলাস্বাদনে বঙ্গের কায়স্থকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে,—তাহা আমরা জানিয়াও জানি না, দেখিয়াও দেখি না। ভারতের প্রধান রাজপুত জাতি এই মায়াবিনী পিশাচীর প্ররোচনায় ক্রমে ক্রমে বালিকা হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেই মায়াবিনীর প্রভাবেই আমরা স্নেহের পুতলী স্বরূপা পুত্রপ্রসবিনী কন্যাগুলিকে অনর্থের মূল বলিয়া মনে করি। কন্যাদান একটি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়াছিল, এক্ষণে আমরা ইহা একটী মহৎ দায়ের মধ্যে করিয়া তুলিয়াছি। ইহা হইতে মনুষ্য সমাজের অধঃপতন আর কি ঘটিতে পারে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমরা এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বদ্ধ পরিকর না হই, যদি সকলে মিলিত হইয়া বিবাহে পণ বন্ধ না করি তাহা হইলে আর জন-সমাজে গৌরবান্বিত (ক্ষত্রিয়) কায়স্থ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া পবিত্র হিন্দু নামে কলঙ্ক অর্পণ করা কদাচ বিধেয় নহে।

বর্ত্তমান সময়ে কেবল মাত্র এই বাঙ্গালা দেশে কন্যাদায় যেরূপ গুরুতর ব্যাপার হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন দেশেই সেরূপ নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজের তুল্য দুর্ব্বল সমাজ ভারতে কুত্রাপি নাই। স্বীকার করি কুসংস্কার যত শীঘ্র বদ্ধ মূল হয় তত শীঘ্র উন্মূলিত হয় না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে সে চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে বহু কন্যার পিতাও এই বঙ্গদেশে কন্যাদিগের বিবাহের জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত হইতেন না। অতি অল্প ব্যয়ে বিবাহ সমাধা হইত। কন্যার বিবাহ দিয়া ঋণগ্রস্থ হইতে হইত না। কায়স্থ-জাতি সমাজের নেতা, কিন্তু কায়স্থ-জাতিতেও কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাহাদিতে ব্যয় বাহুল্য ছিল না। পূর্ব্বে পাঁচশত টাকায় যে বিবাহ সম্পন্ন হইত এক্ষণে তাহা পাঁচহাজার টাকার কমে হয় না। অথচ গৃহস্থের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ ব্যতীত ভাল নহে। কন্যার বিবাহ কালে গৃহস্থকে যে ঋণগ্রস্ত অথবা বিপদে পতিত হইতে হয়, শুধু তাহাই দোষের নহে, বৈবাহিক সম্বন্ধ যে একেবারে মমতা শূন্য হইয়া যাইতেছে এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাই অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ইদানীং মাত্র কন্যার এই বিবাহ ব্যয় ভারই যে বহন করিয়া আনিতে হইতেছে তাহা নহে। নানা প্রকার লৌকিকতার গুরুভারও আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে। বিবাহে, আয়ুর্বৃদ্ধান্নে, নববধুর মুখ দর্শনে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধে এবং বিবাহের পরবৎসর মধ্যে তত্ত্ব খরচ প্রভৃতি কার্য্যেও এই প্রথা এত বলবতী হইয়াছে যে, সাধারণ লোকে উহা বহন করিতে একেবারেই অসমর্থ, এমন কি অনেক ভদ্র বংশজ দরিদ্র, লৌকিকতার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজ সমাজে নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে যোগদানেও কুণ্ঠিত হন। ইহা দ্বারা আমাদের পরস্পরের সহানুভূতি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু অধুনা উহা লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। না দিলে মানের হানী হয়, লোকনিন্দা হয় কাজেই লোকে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করে। এরূপ করাতে উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইতেছে। যিনি প্রদান করেন তাঁহার বৃথা অনেক টাকা ব্যয় হয় এবং যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহাকেও অকারণ দণ্ড দিতে হয়। রাজপুতনার হিতকারিণী সভা দ্বারা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা ও প্রজা সকলেই সেই নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছে। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে কন্যার বিবাহ দিবার সময়ে বা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে কাহারও মস্তকে বজ্রপাৎ হয় না। কারণ, কাহাকেও নিজের ক্ষমতার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। রাজপুতেরা এক মত হইয়া যদি বিবাহ শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তবে আমরা পারিব না কেন? সকলে এক মত হইয়া সহজে এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। সমাজ এরূপ দুর্ব্বল হওয়া উচিত নহে, যে বর্ত্তমান অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণে অক্ষম হইবেন। সমাজের

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই উহা নিবারণ কল্পে যত্নবান ও বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য।

যখন আমরা ক্ষত্রবংশ-সম্ভূত, যখন আমাদিগের ধমনীতে আর্য্য ক্ষত্রিয়ের রক্ত প্রবাহিত, যখন সত্য পালন ও বাক্য রক্ষণ ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম তখন আমাদের ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবশ্য পাল্য। ক্ষত্রিয়, কার্য্যে অগ্রসর হইয়া কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবুও কথার অপলাপ করিতে প্রস্তুত নন। এই মহাবাক্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আসুন আমরা সভার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই সকল কুপ্রথা রহিত করিতে যত্নবান্ হই।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিবাহাদি সামাজিক-ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ বিষয়ক এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক মহাশয় (বারেন্দ্র) কন্যাদায় সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের রচিত নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিলেন।

বরের দর।

'ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখী।'

সুর—মতিয়ার।

কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ;
তাই বুঝে সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।

নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম!
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম!

(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশি বলা অকারণ;
সোনার চেন্ ঘড়ী, আইভরি ছড়ি,

ডায়মণ্ডকাটা সোনার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম?
বিলিতি বুট, ভাল শ্লিপার, বরের প্রয়োজন;
ফুল এষ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন।

ছাতি, বুরুস, আয়না, চিরুণ,
ফুলকাটা সার্ট, কোট পেণ্টালুন,
দু' জোড়া শাল, সার্জ্জের চাদর, গরদ সুচিকণ;
জমকাল র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
খাসপনের দিশি ধুতি, রেসমা না হয়, দিও সুতি,
হাদ্যাখো ধরিনি 'চস্‌মা',—কেমন ভুলো মন!
ছেলে, ঠুসি পেলে খুসি, একটু খাটো দরশন।

খাট, চৌকী, মশারি, গদি এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
তাকিয়া, তোষক, বালিশাদি দস্তর মতন;
হবে দু' প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আনলা, ডেস্ক,
হাতীর দাঁতের হাত-বাক্স,
ষ্টীলট্রাঙ্ক খুব বড় দু'টো, যা' দেশের চলন;
(আর) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট্ রূপারি বাসন।

গিন্নী বলেন বাউটী সুটে, রূপলাবণ্য উঠে ফুটে,
একুশ' ভরি হ'লেই, হবে একটি সেট্ উত্তম;
যেন অলঙ্কার দেখে, নিন্দে ক'রে না লোকে,
দিও বাণারসী বোম্বাই, ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই,
তা; তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন;
আমার কি ভাই? আজ বাদে কাল মুদ্‌ব দুনয়ন!

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা'—মেয়ের বিয়ে তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন;

আবার আস্‌বে কুলীন-দল, তাদের চাই বিলিত জল,
ডজন বিশেক 'হুইস্কি' রেখো.
নইলে বড় প্রমাদ দে'খো !
কি ক'র্‌ব ভাই, দেশের আজ কা'ল এমনি চাল চলন ;
কেবল চক্ষু-লজ্জায়, বাধ' বাধ' ঠেক্‌ছে যে কেমন !

ছেলেটি মোর নব কার্ত্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটি সাত্ত্বিক.
এই বয়সে ভার ভাত্তিক. কত্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটি পাশ. তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস ;
ফেল্ ছেলে তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্‌লো কম্পন ?
কেবল তোমার বা্লার যাচাই.—বকালে অকারণ !
দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ !

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আপনারা এইমাত্র যে গীতটী শ্রবণ করিলেন তাহা কল্পনার বিষয় নহে। প্রকৃত অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। আমি অনেক বিবাহ সভায় গমন করিয়া এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি এবং চোর ডাকাতের সংসর্গ বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য সঙ্কল্পে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত আছে। এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়-গণের নিকট সাহায্য গ্রহণ করত কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া কায়স্থ সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(ক) কায়স্থ জাতির বীজপুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভার শাস্ত্র সংরক্ষণ ও কায়স্থ সমাজের জাতীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি এবং মাসিক অধিবেশনের জন্য কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা এই সভা অনুভব করিয়া কায়স্থ সাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুহ রায় ব্রাতৃবর্ম্মা মহাশয় (বঙ্গজ) যে বক্তৃতা করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত কায়স্থ মহোদয়গণ, এই মহাসভার আদেশক্রমে আমি আপনাদের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলাম তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া হয়তো বলিবেন "It is a large order" কিন্তু আমি নিরুপায়। কয়েকবৎসর যাবৎ আমার স্কন্ধে এই গুরুভার অর্পিত হইতেছে। আমিও বৎসরের পর বৎসর আপনাদের নিকট এই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

দশবৎসর পূর্ব্বে শ্বেতাঙ্গ মনুর লেখনী বিধানে সমগ্র কায়স্থজাতি অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিয়া অন্তরের সমুদয় ক্ষোভ আগ্রহ এবং কামনার সহিত যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, দশবৎসরের যত্ন ও চেষ্টায় আজি তাহা পল্লবিত এবং মুকুলিত হইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভারূপে আপনাদের সন্তোষ বিধান করিতেছে। ইহা কায়স্থ-জাতির আশ্রয়তরু ভবিষ্যৎ আশাস্থল—সমগ্র কায়স্থ জাতির জীবন স্বরূপ। ইহার অস্তিত্ব ও উন্নতির উপরে কায়স্থের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং ইহার রক্ষণ এবং পোষণ করা যে আমাদের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য তাহা বলিতে হইবে কি ?

শিক্ষা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। একথা আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান এবং প্রথম সোপান শিক্ষা। এই শিক্ষা কায়স্থ সমাজে যাঁহারা ধনী তাঁহাদের কথা বলিতেছি না কিন্তু যাঁহারা মধ্যবিৎ-যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের বালকগণ অর্থের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে

না। আমি বিশবৎসরকাল শিক্ষকতা করিয়াছি সে সময়ে দেখিয়াছি কত কায়স্থ বালক আগ্রহ এবং আকুলতার সহিত শিক্ষার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষা, সুবিধা এবং সাহায্যের অভাবে

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।"

এই কায়স্থ সমাজের কত কালিদাস এইরূপে পাথারে ডুবিয়াছে কে জানে? তাহারা যদি শিক্ষা পাইত তবে তাহাদের প্রতিভায় কায়স্থ সমাজ আরও কত উদ্ভাসিত হইত।

কেবল বালকগণের শিক্ষা দিলে হইবে না। বালিকাগণের শিক্ষা বিধান করা ও একান্ত কর্ত্তব্য। মাতা ও গৃহিণী যে সমাজে শিক্ষিতা নহেন সে সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? কবি বলিয়াছেন,—

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা।

আমি বলি,

না জাগিলে সব কায়স্থ ললনা,
কায়স্থ সমাজ জাগেনা, জাগেনা।

শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার পরেই আর একটি বিশেষ প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না।

কায়স্থ-সমাজে কত নিরাশ্রয়া বিধবা দুঃখে ও কষ্টে কত উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে, কে তাহার সন্ধান লইয়া থাকে? একবার শুনিয়া আশা হইয়াছিল কোনও কায়স্থ মহোদয় নিরাশ্রয়া বিধবাগণের দুঃখ মোচনার্থে এককালে ৩০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন; পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সে ৩০ হাজারের ৩০ পয়সাও বিধবার কষ্টমোচনে ব্যয়িত হয় নাই। ইহাদের দুঃখমোচন কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

আপনারা অবগত আছেন, উত্তর পশ্চিমের কায়স্থ ভ্রাতাগণ প্রয়াগধামে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার জন্য মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানেও এই চেষ্টা হইতেছে। আমাদেরও কর্ত্তব্য কলিকাতায় এইরূপ একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। কায়স্থ-সভার কার্য্যালয় পুস্তকাগার এবং বিদেশী কায়স্থ ভ্রাতাগণের অবস্থানের জন্য ও স্থানের অভাব। আমি জানি এই সকল কার্য্য করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন এবং এই জন্যই চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় এই দশ বৎসরের চেষ্টায় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা ও সংগৃহীত হয় নাই। পাইক পাড়ার কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বলিয়াছিলেন আমরা ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে তিনি ১০ হাজার টাকা দিবেন। কিন্তু আমরা সে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই দুঃখের বিষয় কুমার শরৎচন্দ্র ইহধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমাদের সে দশ হাজার টাকা পাইবার সুযোগ হইবে এমন আশা করা যায় না।

আমরা যদি প্রাণের সহিত কায়স্থ সভাকে ভাল বাসিতে পারিতাম তবে কি এই অর্থের অভাব হইত? কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য যদি প্রকৃত পক্ষে সকল কায়স্থের প্রাণ কান্দিত তবে কি অর্থাভাবে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত থাকিত? ভ্রাতৃগণ, আমাদের এই সভাসমিতি, বক্তৃতা প্রভৃতি কি কেবল লেখা-মাত্র? আমরা বৎসরের পর বৎসর সকলে সমবেত হইয়া থাকি, কত জল্পনা কল্পনা করি, প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতা করি—চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুখাদ্য দ্বারা রসনা ও উদরের তৃপ্তি সাধন করি—তাহার পরে আবার সারা বৎসর নিশ্চেষ্ট থাকি। তাহা যদি না হইবে, তবে আমাদের এই দুর্দ্দশা কেন হইবে? আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—

একি শুধু হাসি খেলা,
প্রমোদের মেলা,
শুধু কথার ছলনা?

আপনারা কি জানেন না যে কায়স্থ-সমাজের প্রতি সকল লোকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি পতিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে কায়স্থ-সমাজ সংস্কার এবং উন্নতির জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, কায়স্থ-সমাজের উন্নতির সহিত সমগ্র হিন্দু সমাজের উন্নতি সংসৃষ্ট। কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতবর্ষে নহে সুদূর ইংলণ্ড এবং আমেরিকা পর্য্যন্ত এই সমাজের উন্নতি ও সংস্কার সাগ্রহ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এবার সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতে বিরাট্ কায়স্থজাতির লোকসংখ্যা এক কোটী। এই সমাজের উন্নতির সহিত সমগ্র ভারতের উন্নতির নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আপনারা কি এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনে মনপ্রাণে অগ্রসর হইবেন না?

ভগবান ব্রহ্মা যখন বিরাট্ কায় হস্তীর সৃষ্টি করিলেন, তখন অন্যান্য পশুরা সেই বৃহৎ শরীর দেখিয়া ভয়ে ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের ভয় নাই, আমি হস্তীর চক্ষু ছোট করিয়া দিতেছি। এ, ইহার শরীর

দেখিতে পাইবে না এবং নিজের শক্তি বুঝিতে পারিবে না। আমার মনে হয় কায়স্থ-জাতির সৃষ্টির সময়ে অন্যান্য জাতি ভয়ে ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিয়াছিল, সেইজন্য তিনি ইহার আত্মবোধ অতি কম করিয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে আমাদের এইরূপ অবস্থা হইবে কেন?

বঙ্গদেশে তের লক্ষ কায়স্থের বাস। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকা বাদ দিয়া অতি কম দুই লক্ষ কায়স্থ গৃহস্থের বাস ধরা যাইতে পারে। প্রতি গৃহস্থ একটি করিয়া টাকা দিলে দুই লক্ষ, আট আনা করিয়া দিলে এক লক্ষ, চারি আনা করিয়া দিলে ৫০ হাজার, দুই আনা করিয়া দিলে ২৫ হাজার এবং এক আনা করিয়া দিলে সাড়ে বার হাজার টাকা হইতে পারে। আপনারা মহামতি তিলকের পয়সা ফণ্ডের কথা শুনিয়াছেন তাহাতে গত বৎসর ৫৮ হাজার টাকা সংগ্রহের কথা পাঠ করিয়াছি। আমাদের যদি প্রাণ থাকিত তবে টাকার অভাব হইত না। গুরুকুল বিদ্যালয়ে তথাকার একজন ধনী জমাদার ৬৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়া তাঁহার দুইটী পুত্রকে ব্রহ্মচারী ব্রতে দীক্ষিত করিয়া দিয়াছেন এবং নিজে শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে একদিনে ৬৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শিয়ালকোর্ট শিখ Educational Conference এ একদিনে ৪০ হাজার টাকা নগদ আদায় হইয়াছে। বরিশালের একজন মুসলমান জমীদার স্বজাতির শিক্ষার জন্য ৪০ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। মুন্সী কালীপ্রসাদ স্বজাতির উন্নতির জন্য এককালে দশলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

আর যে কায়স্থ সমাজের উজ্জ্বল মুকুটমণি, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর—যে কায়স্থ সমাজ, কাকিনা, ডিম্‌লা, পাইকপাড়া, শোভাবাজার, সন্তোষ, গৌরীপুর প্রভৃতি রাজন্যগণ দ্বারা অলঙ্কৃত—রাজর্ষি বনমালী রায়, টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, নড়ালের জমীদার এবং অন্যান্য বহু জমীদারগণ যে কায়স্থসমাজের অলঙ্কার—সে কায়স্থ সমাজে অর্থের অভাব হইবে কেন? আমি গত পূর্ব্ব বৎসর বহরমপুরের সভায় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জন্য অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—সে সভায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। আমি আশা করি এবার এ সভায় অন্ততঃ ৫০ হাজার টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে।

কেবল যে ধনী ও জমীদার গণই অর্থ সাহায্য করিবেন, এমন কোন কথা নাই। যাহারা মধ্যবিৎ অথবা দরিদ্র তাঁহারাও ইচ্ছা থাকিলে এই জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। আমি ভিখারী একথা অত্যুক্তি নহে। আমি আমার শিশু কন্যার দুগ্ধের ব্যয় কমাইয়া এই ভাণ্ডারে একটী টাকা প্রদান করিয়াছি। সামান্য হইলেও আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করুন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই আপনারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। সগরবংশ ধ্বংস হইলে ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি ভগীরথ যেমন সাধনার বলে স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন—আপনারাও সেইরূপ আপনাদের সাধনার বলে কায়স্থ সমাজে জাতীয় জীবনের পুণ্যগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া কায়স্থ সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার বিধৌত করিয়া আপনাদের সুকীর্ত্তি স্থাপন করুন। ভারতে ও জগতে আপনাদের যশ অক্ষুণ্ণ রহিবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা মহাশয় (বারেন্দ্র) এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে যাহা বলিলেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে এই সকল গুরুতর কার্য্য করিতে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কায়স্থ সমাজে অর্থদাতারও তেমন অসদ্ভাব নাই।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় দেববর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়) মহাশয় সমর্থন করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে সভাস্থ অনেকেই চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ নগদ দান করিলেন। রংপুরের জমীদারবর্গ বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন; এজন্য একটী কমিটী গঠিত হইল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই সি এস্, মহাশয়ের উপর এই ভার ন্যস্ত হইল।

নবম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং যাহাতে ব্যবসায় ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকলের নিকট যথাসাধ্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই সি এস্, মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ী) বলিলেন,—বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই, তবে আমার সাহস এই যে আমি কায়স্থ

সন্তানের নিকট কায়স্থ বালক বালিকার শিক্ষার জন্য আবেদন করিতেছি। পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপস্থাপক বিহারীবাবু শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আমার বলার বিশেষ কিছু নাই ; তবে একটী কথা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে শিক্ষাই আমাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্য উপায় আছে কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। শিক্ষা কেবল অর্থকরী নহে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বুদ্ধির পরিমার্জ্জন। কেবল বালকগণের শিক্ষা দ্বারা সমাজ উন্নত হইতে পারে না। বালিকা অর্থাৎ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার করাও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ মাতার আদর্শেই ও চেষ্টায় সন্তান-গণের চরিত্র গঠিত হয়। শিল্পশিক্ষা, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী বিষয়ের শিক্ষা ব্যতীত সমাজের ধনাগম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সুতরাং কায়স্থ সমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য বালক বালিকাগণকে যেমন উচ্চশিক্ষা দিতে হইবে তেমনি শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি শিক্ষা বিস্তারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) অনুমোদন কালে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ;—

জগতের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থদিগের বীজপুরুষ নিখিল ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মপালক ধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবকে প্রণাম। সভাস্থ পূজ্যপাদ ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম। সভাস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানে গরীয়ান্ কায়স্থ মহোদয়কে প্রণাম এবং অন্যান্য কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও নমস্কার করিতেছি। আমার প্রতি যে প্রস্তাবটী অনুমোদন করার আজ্ঞা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যতদূর সংক্ষেপে পারি, তাহাই আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। সময় অতীব সঙ্কীর্ণ। তত্রাচ আমি সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ কায়স্থসভার আজ্ঞা শিরে ধার্য্য করিয়া যাহা জানি, বলিতে চেষ্টা করিব।

কায়স্থ-সমাজে প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে সুশিক্ষা যে অত্যাবশ্যক, শিক্ষা যে কায়স্থ-সমাজের মূল অবলম্বন,—এমন কি একমাত্র অবলম্বন,—তাহা কি আর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত করিতে হইবে? "কায়েতের ঘরের মূর্খ" হওয়ার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন শাস্ত্র, ইতিহাস এবং লোকাচার অভ্রান্তরূপে সাক্ষ্য দিতেছেন—যে কায়স্থগণ ক্ষত্রধর্ম্মা-চারী এবং প্রজার রক্ষণ, অর্থাৎ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সাহায্য করাই যে তাহাদের প্রধান বৃত্তি তাহার নিদর্শন করিয়াছে। আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে গভর্ণ-

মেণ্টের Civil Departmentএর প্রত্যেক কার্য্য এবং আইন, আয়ুর্ব্বেদ, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় learned profession কায়স্থের চিরকালের অবলম্বন বলিয়া জানা যাইতেছে। ইতিহাস এবং বিবিধ প্রাচীন তাম্রশাসন এবং মুদ্রাদি হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যাইতেছে যে পুরাকালে মহাসান্ধি-বিগ্রহিক মহামাত্য প্রভৃতি শাসন বিভাগের অত্যুচ্চপদ হইতে সামান্য মুহুরীর কার্য্য পর্য্যন্ত কায়স্থের আয়ত্ত ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পূর্ব্বকালে কায়স্থ নরপতিগণ স্বাধীনভাবে মহাপ্রতাপে রাজ্য শাসনও করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্য্য মূর্খের নহে। মূর্খের দ্বারা এই সকল কার্য্য হয় না। পুরা-কালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের ভিতর বিদ্যার বিষয়ের আলোচনা ছিল না,—তাহা মনে করিবার কোন কারণই নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে যাঁহাদিগের অতি সামান্য-মাত্রও দৃষ্টি আছে,—তাঁহারাও জানেন যে ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়ন দ্বিজ মাত্রেরই সাধারণ অধিকার। বৈশ্যের কথা এখানে বলিবার কোন আবশ্যক নাই কিন্তু একথা আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এবং আবশ্যকতা হইলে বিবিধ শ্রৌত, স্মার্ত্ত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণে সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি যে কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানানুশীলনের পরিধি ব্রাহ্মণ বর্ণের সেই পরিধি অপেক্ষায় সংকীর্ণ ত, ছিলই না বরং বিস্তৃততর ছিল। কারণ সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়বর্ণের তুল্যরূপ শিক্ষনীয় ছিল সন্দেহ নাই। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও গণিতজ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, ও উত্তরমীমাংসা এই ছয় উপাঙ্গ, এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র এবং অর্থবেদ বা শিল্প শাস্ত্র এই চারি উপবেদ এবং উপনিষদ্ বা বেদান্ত বেদের রহস্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই সকল এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমেত ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বেদ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণেরই ব্রহ্মচারীর সাধারণ পাঠ্য ছিল। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই উপবেদগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন, কারণ ঐ উপবেদগুলি অধ্যয়ন করা ব্যতীত সেগুলি তাঁহাদের আর কোন কাজে আসিত না। তাঁহারা ঐ বিদ্যাগুলি জীবিকারূপে অবলম্বন করিতে পারিতেন না,—করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতেন। ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ব্রহ্মচারি-গণ এই সকল বিদ্যা ত শিক্ষা করিতেন তদুপরি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা ও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইত। এই সকল বিদ্যার দীর্ঘ তালিকা বলিতে গিয়া সভ্যগণের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে চাহি না। যদি এ সম্বন্ধে কাহারও কৌতুহল থাকে,

তাহা হইলে যে কোন উৎকৃষ্ট সংস্কৃত অভিধান দেখিলেই অথবা কায়স্থ পত্রিকার গত বৎসরে আমার লিখিত "ধর্ম্মজগতে ক্ষত্রিয় প্রতিভা" প্রবন্ধ পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। একটী কথা এখানে বলিতে চাই; অনেকে মনে করিতে পারেন যে চিকিৎসা অম্বষ্ঠের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের নহে। আয়ুর্ব্বেদ যে ঋগ্বেদের উপবেদ তাহা বলিয়াছি। সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য বেদপাঠ করিতে হইলেই আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে হয়, একথাও বলিয়াছি কিন্তু ক্ষত্রিয় আয়ুর্ব্বেদপাঠী নহেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদের বক্তা। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ ৮ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কর্ত্তা ধন্বন্তরি সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার পুত্র সম্রাট্‌-প্রবর আয়ু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ দীর্ঘতপার পুত্র। ধন্বন্তরি প্রতি ভগবদুক্তি :—"কাশীরাজ গোত্রে অবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যাত যজ্ঞ-ভাগভুগ্‌ ভবিষ্যতীতি ॥১০॥" অনেকে আরও মনে করেন যে ধন্বন্তরি কেবল শল্য-তন্ত্রের আবিষ্কারক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তিনি কায় চিকিৎসাদি অষ্টবিধ অঙ্গেরই আবিষ্কর্ত্তা। সুবিখ্যাত চিকিৎসক দিবোদাস ও ধন্বন্তরি বংশজ। বিশ্ববিশ্রুত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কর্ত্তা সুশ্রুতও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশজ। ভারতের সাতজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মধ্যে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দ্বয় ভিন্ন আর ৫ জনই ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল ও সহদেব—ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বা কায়স্থজাতি জ্ঞানেও ব্রহ্মবিদ্যাতে রাজযোগেরও আবিষ্কর্ত্তা তাহা গীতাধ্যায়ী মাত্রেই অবগত আছেন অতএব দেখুন বিবেচনা করুন ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বর্ণের জ্ঞানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত ছিল।

পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে নানা বধ কারণে আমাদিগের মধ্যে মূর্খতা বড় অধিক পরিমাণে আধিপত্য করিয়া বসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া শুধু গর্ব্ব করিলে চলিবে না। আমাদিগকেও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করতঃ তাঁহাদিগের মত হইতে হইবে। এখন বিচার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য কি? বর্ত্তমান কালে আর্য্য সমাজের সভ্যবৃন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে এবং যুক্ত প্রদেশে প্রাচীন ব্রহ্ম-চর্য্যের আদর্শ লইয়া গুরুকুল স্থাপন করতঃ বৈদিক শিক্ষা ও দীক্ষার পুনঃ প্রচলিত করিতেছেন। এবৎসর কাঙ্গড়া গুরুকুল হইতে সম্পূর্ণ ভাবে সুশিক্ষিত হইয়া তিনজন স্নাতক বা graduate বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহারা দেশে শিক্ষাব্রত সমর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এইরূপ উপায়ে শ্রুতি স্মৃত্যাদি শিক্ষার প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত আর্য্যশাস্ত্র কি,

ব্রহ্মবিদ্যা কি তাহা আমাদের জানা অত্যাবশ্যক এবং ঐ সকল শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে ঐ আবশ্যকতা সিদ্ধ হইবার উপায় নাই। এইরূপ শিক্ষার অত্যাবশ্যক হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সময়ে কেবল ঐরূপ শিক্ষাও প্রচুর নহে। আমাদের ন্যায্য জীবিকা অন্য সকল বর্ণের সকল জাতির লোকই গ্রাস করিয়াছে এবং করিতেছে—এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তাহা হইলে অচিরেই আমারা স্থানচ্যুত হইব সন্দেহ নাই। এখন learned profession আমাদের জাতীয় ন্যায্য জীবিকা বলিয়া দাবী করিলে কে তাহা গ্রাহ্য করিবে? উন্মুক্তক্ষেত্রে পৃথিবীর হিন্দু অহিন্দু সকল ধর্ম্মের সকল জাতির লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করিতে হইবে। সুতরাং দেশকালোপযোগী শিক্ষা যাহাতে আবার গভর্ণমেণ্টের civil Dpt. এর সকল কার্য্য, এবং ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতি সমস্ত learned profession আমরা আয়ত্ত করিতে পারি—সেই শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। সুতরাং ঐ আর্য্য সমাজীদিগের Anglo-Vedic College আদর্শে আমাদিগকে প্রাচীন ও নব্য উভয়বিধ উচ্চশিক্ষাই লাভ করিতে হইবে। আমাদের পুত্র পৌত্রাদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের faculty শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে হইবে। আমাদের শিক্ষা কেবল সখের জন্য কিম্বা চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য নহে—উহা আমাদের জীবিকা। অন্যান্য জাতি উচ্চশিক্ষা না পাইলেও নিজ নিজ জাত্যুচিত বৃত্তি অবলম্বনে আত্মরক্ষা করিতে পারেন কিন্তু আমাদের ত, আর অন্য উপায় বা গত্যন্তর নাই। আমাদের প্রাণের দায়েই আমাদিগকে উচ্চশিক্ষায় বিদ্বান্ হইতে হইবে, শুধু যেমন তেমন শিখিলে চলিবে না, যোগেযাগে পাশ করিতে পারিলে চলিবে না, অন্যান্য জাতি-দিগের সহিত তুলনায় উৎকৃষ্টতর হইতেই হইবে, নতুবা আমাদের জয়ের আশা কোথায়? এই পরাজয়ের অর্থ লজ্জা বা ঘৃণা নহে, উহার অর্থ জীবিকা হানি এবং তাহার ফল ধ্বংশ। যদি আমাদের পুত্র পৌত্রগণ উপযুক্ত শিক্ষাভাবে learned profession অবলম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে জীবিকার অভাবে বাধ্য হইয়া যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে, কারণ necessity knows no law এবং তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে সামাজিক সোপানের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবনত হইতেই হবে। আমি আরও বলিতে পারি যে, এখন আমাদিগকে কেবলমাত্র রাজপদ এবং learned profession এর উপযুক্ত শিক্ষাতেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। শিক্ষার গণ্ডী আরও অনেক বিস্তৃত করিতে হইবে। কারণ রাজকার্য্য ও learned professionএর

স্থানাভাব—বিষম স্থানাভাব। সুতরাং এই আপৎকালে আমাদিগকে বৈশ্যবৃত্তি শিল্প ও বাণিজ্য অবলম্বন করিতেই হইবে। সেইহেতু যাহাতে আমাদের জাতির প্রত্যেক বালক স্ব স্ব স্বভাব এবং রুচির অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষা পাইতে পারেন, তাহার উপায় আমাদিগের নেতাদিগকে করিতেই হইবে। ধনীদিগকে এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে, নচেৎ দরিদ্র কায়স্থগণ অশিক্ষিত থাকিবে, তাঁহারা নিজ নিজ দীনতা, হীনতা এবং নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতির পঙ্কে লক্ষ্মীর বরপুত্রদিগকেও টানিয়া অধঃস্থ করিবেন। এই নিমিত্ত আমাদের বালকদিগের জন্য প্রাচীনমতে শ্রৌতস্মার্ত্ত শিক্ষা এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার faculty বিভাগের শিক্ষা এবং তদতিরিক্ত শিক্ষা বাণিজ্যাদি নিমিত্ত technical শিক্ষার উপায় করিতে হইবে, যখন আমাদের সমাজের প্রত্যেক বালককেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবীকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন, তখনই আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

না আরও কথা আছে, গত কল্য পূজ্যপাদ ও মাননীয় সভাপতি মহাশয় স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা সভার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। সমাজে মহিলাবর্গের সম্মান ও মর্য্যাদাই সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির পরিচায়ক বা পরিমাপক, তাহা সকল সভ্য সমাজেই স্বীকৃত। যে সময়ে আমাদের দেশে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি ছিল, তখন শত শত বিদুষী ও প্রভাবশালিনী মহিলা সমাজকে পবিত্র, অলঙ্কৃত ও ধন্য করিতেন। স্ত্রী জাতির বিদ্যার অধিকার আছে কি না সে বিষয়ের আর আবশ্যকতা নাই,—সে সময় বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। সকলেই এখন বুঝিয়াছেন যে the hand that rocks the cradle, rules the word. আমাদের মায়েরা যে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান গঠয়িত্রী তাহা কে অস্বীকার করিবে? প্রাচীন কালের আর্য্যগণ সেই তত্ত্ব সম্পূর্ণ জানিতেন বলিয়াই শাস্ত্রে দেখিতে পাই কত আচার্য্য অপেক্ষা পিতার সম্মান অধিক এবং পিতার অপেক্ষা মাতার গৌরব সহস্রগুণ অধিক। বঙ্গদেশের যে ১৪।১৫ লক্ষ কায়স্থ আছেন বলিয়া আমরা গর্ব্বানুভব করি, স্মরণ রাখা উচিত যে তাহার অর্দ্ধেক স্ত্রী জাতি। শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ পীড়িত বা অকর্ম্মণ্য হইলে সমস্ত শরীরই রূপ বিকার বা অকর্ম্মণ্য হয় এবং ব্যক্তিভাবে ব্যক্তিদেহের যে সমস্ত নিয়ম সমষ্টিভাবে সমাজ দেহেরও তাহাই আমাদের সমাজ দেহের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত দ্বারা অকর্ম্মণ্য থাকিলে অপর অর্দ্ধাঙ্গও যে পীড়িত এবং অকর্ম্মণ্য থাকিবে তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? তবে কি

প্রকার স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক তাহা নেতৃগণ স্থির করিবেন। আমার মতে স্ত্রীজাতিকে উচ্চাঙ্গের শিক্ষা না দিলে তাঁহারা কখনই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত করিতে হইবে—কেবল সুশ্রূষা, রন্ধন, সূচীশিল্প ও পত্র লেখা শিখিলেও চলিবেনা আবার কেবল বেদ বেদাঙ্গ বা সাহিত্য বিজ্ঞান শিখিলেও চলিবে না। যাহাতে তাঁহারা পুত্রের প্রকৃত গৌরবিনী মাতা ও স্বামীর যথার্থই সহধর্ম্মিণী হইতে পারে সেই শিক্ষাই দিতে হইবে। দ্রৌপদী লক্ষ লক্ষ লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছেন, আবার রাজনীতি সম্বন্ধে অমাত্য শ্রেণী পরিবেষ্টিত সম্রাট্ স্বামীকেও উপদেশ দিয়াছেন। অধুনাতম সময়েও আদর্শের অভাব নাই সুতরাং শিক্ষিতা হইলেই বিলাসিনী হইবার কোনই আশঙ্কা নাই;

বঙ্গদেশের কায়স্থ নরনারীর এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুশিক্ষার জন্য বিস্তর অর্থের আবশ্যক। কল্য সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিয়াছেন, যদি কেবলমাত্র ধনীদের মুখাপেক্ষা না করিয়া ধনী, দরিদ্র সর্ব্বপ্রকার লোকের সাহায্য ভিক্ষা করা হয়, তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে না। সদুদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত sincere মানুষ থাকিলে অর্থের অভাব কখনই হয় না। আর বিন্দু বিন্দু বারিকণায় গঠিত মহাসিন্ধুর এবং রেণু রেণু বালুকণা গঠিত শৈলরাজ হিমালয়ের ন্যায় বঙ্গের পঞ্চদশ লক্ষ কায়স্থ নরনারীর সমবেত চেষ্টা ও সমবেত অর্থে সকল কার্য্যই সুশিক্ষা হইতে পারে। ভগবানের কৃপায় যদি বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানের হৃদয়ে লক্ষ্ণৌএর সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থকুল ভাস্কর মুন্সী কালীপ্রসাদের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? সভাপতি মহাশয় কৃপা করত, তাঁহার Aryan Institution আমাদিগকে দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কায়স্থ পাঠশালাকে জাতীয় উচ্চশিক্ষা প্রচারের কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া একটি মহাবিদ্যালয় গঠন করা এখন সামাজিক নেতৃকুলের কার্য্য। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে কায়স্থ বালকবালিকার জন্য ও টেকনিকাল শিক্ষার জন্য উপযুক্ত গুরুকুল, কলেজ ও বিদ্যালয় গঠন জন্য অনুরোধ করত বক্ষ্যমান প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় (বারেন্দ্র) সমর্থন কালে বলিলেন যে মাতা ও গৃহিণী উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত না হইলে সমাজের কার্য্যই নাই। পিতা মাতা উভয়ে ভাল না হইলে বালক-বালিকার উন্নতি অসম্ভব। মহৎ লোকের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় তাঁহাদের মাতারা সকলেই উচ্চ চরিত্রের ছিলেন। সুতরাং

সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে স্ত্রী-শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যকীয়। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী মহৎ উপায় করা যাইতে পারে। একটী যৌথ কারবার (Joint stock Company) প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার লভ্যাংশ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। ইহাতে লাভ এবং সমাজের উপকার এই উভয়বিধ উদ্দেশ সাধন হয়।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা মহাশয় (উত্তররাঢ়ীয়) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যের উল্লেখ করিয়া উক্ত সভা দ্বারা কিরূপে শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে, তাহা বলিলেন। এই সভা বৎসর ন্যূনকল্পে সাত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন। শ্রীযুক্ত নরেশবাবুকেও অনুরোধ করা হইবে তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সভার কার্য্য প্রণালী অনুসারে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা দ্বারা শিক্ষা বিস্তার হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবেন।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দশম প্রস্তাব। এক সময় বঙ্গদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থ-সমাজের (কি কুলীন কি মৌলিক সকল সম্ভ্রান্ত ঘরের) কুলপরিচায়ক কুলগ্রন্থ ছিল। উপযুক্ত কুলাচার্য্য ও যত্নের অভাবে আমাদের অবশ্য রক্ষিতব্য সেই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-গুলি ক্রমেই লোপ হইতেছে। কায়স্থ-সভা সর্ব্বসাধারণ কায়স্থমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছেন যে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষার্থ সেই সকল প্রয়োজনীয় কুলপঞ্জী বা কুলজী সংগ্রহের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন এবং সেই সকল মূলগ্রন্থ অথবা তাহার নকল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় পাঠাইয়া ধ্বংসের মুখ হইতে আপনাপন পূর্ব্ব কুলপরিচায়ক গ্রন্থ রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়) মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার (বারেন্দ্র) মহাশয় অনুমোদন কালে যাহা বলিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কুলজী সংগ্রহ জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করি। প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কুলীন, মৌলিক, সাধ্য, সিদ্ধ ঘরগুলির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রেণীচতুষ্টয় মধ্যে এরূপ কায়স্থ আছেন, যাহাদিগের বংশের বিষয় কুলগ্রন্থে ধৃত হয় নাই, অথচ তাঁহারা সমাজের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়াছেন বা হইতেছেন। বর্ত্তমানে সময়ে যে সকল ঘর করণীয় বলিয়া ধৃতযোগ্য হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেক সমাজ হইতে বর্ত্তমান ঘর সংখ্যা বা সেন্‌সাস্ সংগ্রহ করিয়া দিলেও তদবলম্বনে নূতন কুলগ্রন্থ হইলে তৎপ্রতি সকলের সমাদর হইবে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সেনসাস্ শেষ হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেও সেন্‌সাস্ হইতে পারে। বারেন্দ্র সমাজের সেন্‌সাস্ আরম্ভ হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীতে যে জনসংখ্যা হইবে তাহার দ্বিগুণেরও বেশী জনসংখ্যা বোধ হয় বঙ্গজ শ্রেণীতে হইবেক। বিশাল বঙ্গজ শ্রেণীতে যে কয়েকটী সমাজ ও শাখাসমাজ আছে, তাহার সেন্‌সাস্ কার্য্য যে প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয় পরবর্ত্তী বঙ্গজ শ্রেণীর বক্তার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় হইতেই আমাদিগের অনেকগুলি প্রাচীন সমাজ স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বহু প্রাচীন সমাজ স্থানের অধিকাংশই এখন জনশূন্য বা অন্য জাতির বসতি স্থান। আমরা যে সকল সমাজ স্থানের পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে জেলা ও মহকুমা ও সহরতলীতে অনেক কায়স্থ সমাজস্থান চ্যুত হইয়া বাস করিতে-ছেন। পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় প্রাচীন সমাজস্থান ব্যতীত অন্যত্র প্রাচীন স্থান জনশূন্য। বর্ত্তমান নূতন স্থান সকলই পরিণামে সমাজ স্থান স্বরূপ গণ্য হইবে।

কুলের কথা শুনিলে কুলীন অকুলীন সকলেরই ভয় হয়। একজন কুলীন শৌচে বসিয়া কুল খাইয়াছিলেন। কুলজ্ঞ মহাশয় কুলের কথা বলিলেই কুলীন মহাশয় জোড় হস্তে তাঁহাকে ঐ কথা বলিতে নিষেধের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তিনি ভাবিলেন শৌচে বসিয়া কুল খাওয়ার কথাই বুঝি বলিবেন। কুলতত্ত্ব প্রকাশের কথা শুনিয়া অনেকেরই বৃথা ভয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তজ্জন্যই বলিতেছি বর্ত্তমান সময়ের সেন্‌সাস্ গ্রহণ না করিয়াও যে সকল কায়স্থ-বংশ কুলজীতে ধৃত নাই, তৎ-সম্বন্ধে বিশেষরূপে তত্ত্ব বিচার (antiquity) সন্ধান না করিলে কুলগ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবেক।

কায়স্থ-সভার ক্ষত্রিয়াচার প্রচার, বরপণ রহিত ও আন্তর্গণিক বিবাহ প্রভৃতির সহিত কুলজী প্রচারের সম্বন্ধ হইতেছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ বলেন যে সদাচারী কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করুন কিন্তু সদাচার হীন কায়স্থ নামধারিগণ উপনয়ন লইবে কেন? গত সেন্‌সাসের পূর্ব্বের সেন্‌সাসে পাবনা জেলার পাত্যা জাতি (ইহারা পাটী বুনাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে) কায়স্থ পরিচয় দিলে তাহা লইয়া মোকর্দ্দমা হইয়াছিল। সেন্‌সাসের বড়কর্ত্তার আদেশে তাহাদিগকে পাত্যা কায়স্থ লেখা হইয়াছিল। কুলজী প্রচার হইলে সামাজিক কায়স্থগণ সহজেই গণনাধীন হইতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। কুলজী প্রকাশ কালে সমাজে একটা হৈ চৈ আন্দোলন উপস্থিত হইবে এই আন্দোলনের কালে কুলের কথা অনেকেরই মনে থাকিয়া পরে প্রবাদরূপে চলিবে। কুলগ্রন্থ দৃষ্টে আন্তর্গণিক বিবাহের ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করা সহজ সাধ্য হইবে। বরপণের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ থাকিলেও বিবাহের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে কন্যাদায়ের সুবিধা হওয়ার আশা করা যায়। সমবেত ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও সভাপতি মহাশয় ও সভ্যগণকে নমস্কার পূর্ব্বক আমার বক্তব্য বিষয় শেষ করিলাম।

শ্রীযুক্ত সতোশচন্দ্র সিংহ মহাশয় (উত্তররাঢ়ীয়) সমর্থন করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এই প্রস্তাবের আনুসাঙ্গিকরূপে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন।

আমাদের চারিশ্রেণীর কায়স্থের সমগ্র সামাজিক ইতিহাস প্রকাশ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা শ্রীযুক্তনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতৈষী-সভা ও অন্যান্য শাখা-সভা এই গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন। এই সভা অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে কায়স্থসাধারণকে জানাইতেছেন যে সকলেই স্ব স্ব সমাজ ও পিতৃপুরুষগণের গৌরব রক্ষার্থ স্ব স্ব বংশের ইতিহাস, বংশাবলীর বিবরণ দ্বারা ও গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন।

এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

একাদশ প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ভাবসাগর মহাশয় (বঙ্গজ) এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিবার কথা ছিল কিন্তু সময় না থাকাতে সভাপতি মহাশয় স্বয়ংই ইহা উপস্থিত করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

দ্বাদশ প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায়। (বারেন্দ্র)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা এম্ এ, আই সি এস্। (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

সভাপতি :—

মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর। (উত্তররাঢ়ীয়)।

সহঃ সভাপতিগণ :—

(উ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক।
(দ) „ সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, এম্ এ, বি এল্।
(ব) „ বসন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা, এম্ এ, বি এল্।
(বা) „ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা।

কোষাধ্যক্ষ :—

(ব) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ :—

(উ) শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়।
(বা) „ হরিশ্চন্দ্র রায়।

সম্পাদকগণ :—

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, বি এল্।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা, এম্ এ, বি এল্।

সহঃ সম্পাদকগণ :—

(উ) শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্র দেব রায়।
(দি) „ মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা, এম্ এ।
(খ) „ সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি এ।
(বা) „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ :—

(১) উত্তররাঢ়ীয় :—

১। রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর।
২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়।
৩। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা, এম্ এ, প্রাজ্ঞ।
৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল্।
৫। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ।
৬। „ যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্।
৭। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সিংহ, বি এ।
৮। কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায়।
৯। রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, এম্ এ।
১০। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্।
১১। শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহ।
১২। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ।
১৩। কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।
১৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ।
১৫। „ শৌরীন্দ্রমোহন সিংহ।

২ দক্ষিণরাঢ়ীয় :—

১। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি।
৩। রায় শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী দেববর্ম্মা বাহাদুর।
৪। কুমার মন্মথনাথ মিত্র।
৫। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত।
৬। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্।
৭। কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

৮। ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা।
৯। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।
১০। রায় বিনোদবিহারী বসু।
১১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১২। „ রসিকলাল রায়।
১৩। „ কৈবল্যনাথ বিশ্বাস।
১৪। „ অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ।
১৫। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, এস্ সি।
১৬। „ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
১৭। „ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
১৮। „ নবকিশোর বসু দেববর্ম্মা।
১৯। „ কালীনাথ মিত্র, সি আই ই।
২০। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
২১। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
২২। „ শরৎচন্দ্র মল্লিক।
২৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই সি এস্।
২৪। „ জ্যোতীষচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা।
২৫। „ রমানাথ সরকার, বি এল্।
২৬। „ গোপালচন্দ্র দে।
২৭। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল্।
২৮। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, বি এল্।
২৯। „ ননীলাল দত্ত দেববর্ম্মা।
৩০। „ রবীন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ।

(৩) বঙ্গজ :—

১। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।
২। রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর দেববর্ম্মা।
৩। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, বি এল্।
৪। „ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, বি এ।
৫। „ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৬। „ মণিমোহন সেন।
৭। „ মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।
৮। „ অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
৯। „ বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন, বি এ
১০। „ জগদীশচন্দ্র বসু।
১১। „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা।
১২। „ গঙ্গাধর মহালানবীশ
১৩। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।
১৪। „ কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

১৫। „ উমেশচন্দ্র গুহ খাসনবীশ।

১৬। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর।

(৪) বারেন্দ্র :—

১। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার, এম্ এ, বি এল্।

২। কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় দেববর্ম্মা।

৩। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর দেববর্ম্মা।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, এম্ এ।

৫। „ জগদানন্দ রায় দেববর্ম্মা, বি এল্।

৬। „ শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার দেববর্ম্মা।

৭। „ বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা।

৮। „ প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, বি এল্।

৯। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

১০। কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা কবিরত্ন।

১১। „ কিশোরীমোহন রায়।

১২। „ জানকীনাথ মজুমদার।

১৩। „ যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা।

১৪। কুমার চন্দ্রকিশোর রায়।

১৫। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায় দেববর্ম্মা।

এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে নবনির্ব্বাচিত সভাপতি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (উত্তররাঢ়ীয়) সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই সময় মহারাজা বাহাদুর বলিলেন যেমন কান্যকুব্জ হইতে কায়স্থগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন সেইরূপ বঙ্গদেশ হইতেও কায়স্থগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছিলেন। দিল্লী সহরে অভিষেক উৎসবের সময় মহারাজা বাহাদুরের সহিত মুন্দীর মহারাজার আলাপ হয়। সেই আলাপ সময় মুন্দীরাজ আপনাকে বঙ্গের কায়স্থ বাসুকী গোত্রীয় সেন বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুরের অভিভাষণ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সর্ব্বমঙ্গল বিধাতা ভগবান শ্রীহরি ও আমাদের আদি পিতৃদেব ভগবান চিত্রগুপ্ত দেবকে স্মরণ ও অভিবাদন করি।

সমাগত অধ্যাপকমণ্ডলি আপনাদের শ্রীচরণে আমার শতকোটী প্রণাম।

হে সমবেত আর্য্য-কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগকে আমার যথাযোগ্য

অভিবাদন নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি। আমা অপেক্ষা বহু জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ সামাজিক মহাত্মাগণের বিদ্যমানে আমাকে একাধিকবার এই মহাসভার সভাপতির পদে বরণ করিয়া আমাকে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। ইহাতে আপনাদের উদারতা ও মহত্বই প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক বলিতে কি আমাদের এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতি এখন ভারতবর্ষীয় বিরাট্ কায়স্থ-সমাজের সাগ্রহ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। এতদিন যাঁহাদের নিকট আমরা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত ছিলাম আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের সেই দায়াদ বংশধরগণ এখন পরম সমাদরে আমাদিগকে ভ্রাতার উপযোগী আলিঙ্গন করিতেছেন, তাহারা আমাদের এই সভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে সমস্ত ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত কায়স্থ-সমাজের সভাপতির পদে মনোনীত করিয়া কেবল মাননীয় মিত্র মহাশয়কে অথবা আমাদের এই কায়স্থ-সভাকে গৌরবান্বিত, করিয়াছেন তাহা নহে আমাদের সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ, সমস্ত ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সমাজের নিকট সম্মানিত হইয়াছেন, ইহা কি আমাদের কম গৌরব ও আনন্দের বিষয়? এই সভা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব রাজপুতানা, মালব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ যাহাদের শূদ্রাচার লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কখন মেলামিশি করিতেন না—তাঁহাদের মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইলে এই সভার উদ্যোগে বাঙ্গালী কায়স্থের সদাচার লক্ষ্য করিয়া আজ সেই বাঙ্গালী কায়স্থকে পুনরায় কোলে তুলিয়া লইবেন? শ্রীভগবানের অপার করুণায় যে স্থান হইতে বঙ্গীয় ঘোষ বংশের বীজপুরুষ স্বনামধন্য সোমেশ্বর বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সোমঘোষের পিতৃভূমি অযোধ্যার অনতিদূরবর্ত্তি বর্ত্তমান ফৈজাবাদ নামক স্থানেই ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে। সেই স্থানেই উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারতের কায়স্থ ধারার মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সেই পবিত্র পিতৃভূমির সহিত বহুশতবর্ষ বিচ্ছেদের পর স্বজাতির বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া মিত্র মহাশয় পুনর্মিলনের আয়োজন করিয়া আসিয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার চিরদিন অধিকারী। অযোধ্যার মহাসম্মিলন, মাননীয় মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্ব বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

যে বঙ্গীয় সভার সভাপতিরূপে মাননীয় মিত্র মহাশয় স্বজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন সেই গৌরব রক্ষার গুরুভার প্রদান করিয়া একদিকে

আপনারা আমাকেও যেমন সম্মানিত করিলেন অপরদিকে আমি মনে করিতেছি আমায় বড়ই দায়গ্রস্ত করিলেন। এই সভার উপযুক্ত সম্মানরক্ষা ইহার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যসমূহের কার্য্য প্রসারণ ও পরিপোষণ কখনই একের চেষ্টা, একের যত্ন বা একের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি আপনারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় কর্ত্তব্য ও জাতীয় ধর্ম্ম ভাবিয়া আমার গুরুভার লাঘবের একটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভাবিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমার দায়িত্ব লাঘব হইবে, এই সভার মুখোজ্জ্বল হইবে, আপনাদের সহিত আমিও ধন্য হইব, জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

এই সভার দশবর্ষমাত্র অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কার প্রচলন, বিবাহের ব্যয় হ্রাস, সমাজের দুর্নীতি নিবারণ, চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপন, দুঃস্থ কায়স্থের প্রতিপালন প্রভৃতি সাধু উদ্দেশ্য সমূহের আশানুরূপ সুফল প্রসব না করায় অনেকে অভিযোগ করিতেছেন, অনেকে আবার পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, কিন্তু আমি বলি আমাদের আক্ষেপের কোন কারণ নাই। রোম নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, কোন স্থায়ী মঙ্গলকার্য্য একদিনে সুসাধ্য হইবার নহে। বহুদিনের কুসংস্কার বর্জ্জন, বহুদিনের স্বার্থপরতা পরিহার, স্বার্থান্ধ সমাজকে স্বজাতি প্রেমের ব্রতী করণ, নির্জ্জীব দেহে বিরাট শক্তি উৎপাদন কখনই দুই দশবর্ষের মধ্যসাধ্য নহে। আপনারা ভারতবর্ষের ইতিহাস লক্ষ্য করুন—কত বর্ষব্যাপী চেষ্টায় এই ভারতভূমে বৌদ্ধযুগের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে; আমেরিকায় এক দাসত্ব প্রথা তুলিবার জন্য কতবর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলন না হইয়াছে? অতএব হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এই সভার দশবর্ষের কার্য্য সমালোচনা করিয়া কেহই ক্ষুব্ধ বা উৎসাহহীন হইবে না। কায়স্থ সভার এই দশবর্ষের কার্য্য যথেষ্ট আশাপ্রদ মনে করি। কে না স্বীকার করিবেন আজ যে আমরা চারি শ্রেণীর কায়স্থ, ভ্রাতৃভাবে সমবেত হইয়াছি তাহা এই বঙ্গীয় কায়স্থ সভার উদ্বোধনের ফল; কে না স্বীকার করিবেন শূদ্রাচারী কায়স্থ সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের যে বিপুল অনুষ্ঠান চলিতেছে—৪০ হাজারের অধিক বঙ্গীয়কায়স্থমণ্ডলে উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়া আর্য্য-কায়স্থ নাম ধারণের উপযুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন কায়স্থ সমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক মিলনের শুভসূচনা হইয়াছে; আজ কায়স্থ বিবাহস্থলে যে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য নিবারণের চেষ্টা কন্যাকর্ত্তার অর্থশোষণে কতকটা চক্ষু লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে; আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য এবং জাতীয় ইতিহাস রক্ষার জন্য আমরা যে ব্যাকুল হইয়াছি তাহা এই কায়স্থ সভার আন্দোলন ও উদ্বোধনের শুভফল অবশ্য সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কায়স্থ

সভাই জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা আমাদের বিশেষভাবে চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন যে আমরা কেহই শূদ্র বা দাসসন্তান নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এই বঙ্গ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই চিত্রগুপ্তসন্তান কায়স্থগণ সকলেই আপনাদিগকে দ্বিজবংশধর ক্ষত্রবর্ণ আর্য্যসন্তান বলিয়া অবগত আছেন। সুদূর দাক্ষিণাত্য মহিশূর রাজ্য হইতে হায়দারাবাদ, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, মালব, ও রাজপুতানা এবং পশ্চিম সীমান্ত পাঞ্জাব হইতে সমস্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজকীয় গেজেটিয়ার ও তত্তৎ কায়স্থ বিবরণী একবার পাঠ করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন কেবল অধুনা বলিয়া নহে সহস্রাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ও আর্য্যসন্তান বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবাসী সকল শ্রেণীর সামাজিক কায়স্থগণ তাঁহাদেরই শাখা প্রশাখা, আমাদের শত শত কুলগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কায়স্থ সভা সেই সকল প্রমাণিক ইতিহাস প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; বিশ্বকোষ-সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই গুরুতর ইতিহাস সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে এত অসংখ্য ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ লৌকিক প্রমাণ থাকিলেও আমাদের মধ্যে স্ব স্ব কুলপরিচয় স্ব স্ব জাতীয়ত্ব বিষয়ে অনেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ অবস্থায় যাঁহারা আমাদের বর্ণধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রীয় বিচারের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমি বলিতে বাধ্য যে আমি এরূপ নিরর্থক বিচারের পক্ষপাতী নহি। বহু বিচার হইয়া গিয়াছে, বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তর্ক যুক্তির অবতারণার আর প্রয়োজন নাই। আমাদের শাস্ত্রে আছে 'তর্ক প্রতিষ্ঠাণাৎ''—তর্কে বহুদূর! যতই আমরা বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিব ততই আমরা প্রকৃত কর্ত্তব্যপথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িব, জাতীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইব। তাই সানুনয়ে জানাইতেছি যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এখন আর কথা কাটাকাটি করিবার সময় নাই যদি আপনাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস থাকে যে আপনারা বঙ্গের আদিমনিবাসী বা অনার্য্য সন্তান নহেন, আপনারা বাঙ্গালার উপনিবেশী আর্য্যসন্তান, তাহা হইলে আর্য্যসমাজের উপযুক্ত আচার ব্যবহার পালন করুন—; বেদোপনিষৎ ঘোষণা করিয়াছেন "আর্য্য স্ত্রৈবাণিকঃ অনার্য্য শূদ্রঃ!" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ আর্য্য এবং শূদ্রই অনার্য্য! আমাদের মধ্যে সমাজতত্ত্ব ও কুল পরিচয়ে যিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তিনিও নিশ্চয় কখনই আপনাকে অনার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নন। যখন সকলেই আমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া নিঃসঙ্কোচে পরিচয় দিয়া আসিয়াছি, তখন আমরা সকলে বৈদিকাচার

গ্রহণে কেন পরাঙ্মুখ হইব, কেন পরের মুখাপেক্ষী হইব? বৈদিকাচারই আর্য্যত্বের মূল। গৌড়বঙ্গে সুদীর্ঘকাল বেদবিরোধী বৌদ্ধাচার প্রচলিত থাকায় বৌদ্ধপ্রভাবেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈদিকাচার পরিত্যাগ ও বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই আচার পরিবর্ত্তনের জন্যই আমরা বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষীয় বিরাট্ কায়স্থ সমাজের নিকট উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিলাম, এমন কি আমাদের এই বঙ্গভূমেও বৌদ্ধাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের সহিত ব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও বৈদিকাচার গ্রহণের সুবিধা না পাওয়ায় তাঁহাদের বংশধরগণ বঙ্গের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণসমাজের নিকট শূদ্রাচারী বা শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কায়স্থ-সভা আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন; তাহারই ফলে বঙ্গের চত্বারিংশৎ-সহস্র কায়স্থ, শূদ্রত্বরূপ দাসত্ব নিগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষীয় বিরাট্ কায়স্থ সমাজের অঙ্গীভূত হইবার জন্য যথাশাস্ত্র বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়াছেন।

হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কোন্ সভ্য সমাজ আবদ্ধ থাকিতে চায়? সকল সভ্য সমাজের উচ্চ লক্ষ্য কি? সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সার্ব্বজনিক মর্য্যাদা, সার্ব্বজনিক প্রেম। আসুন, সমাজধর্ম্ম ও স্থায়ী মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর হই, স্বজাতি মাত্রকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করি। দারিদ্র্যদুঃখদাবদগ্ধ বঙ্গভূমে বার-বার যে অশান্তির স্রোত বহিতেছে আমাদের পরস্পর সহানুভূতি আত্মীয়তা ও মিলনের গুণে সার্ব্বজনীন সৌভ্রাতৃসূত্রে নিশ্চয়ই আমরা তাহার গতি ফিরাইতে পারিব। আজ যেখানে আমরা ঘৃণিত ও নিন্দিত হইতেছি সেখানেই আমরা সার্ব্বজনীন মর্য্যাদালাভে সমর্থ হইব। স্বজাতির সেবা সমাজের সেবা ও স্বধর্ম্মানু-শরণের প্রভাবে আমরা ভগবৎ প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের অধিকারী হইব। তখন আমরা বুঝিব আমরা একা নহি, আমাদের সমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে, সমস্ত ভারত লইয়া আমাদের আত্মীয়তা।

অবশেষে নিবেদন করিতেছি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ভীষ্মের ন্যায় তর্পণীয়েরও তর্পণীয় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় সেই ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের আমরা বংশ-ধর। হিন্দু বর্ণচতুষ্টয়ের দ্বিতীয় বর্ণগত আমরা মসীজীবি ক্ষত্রিয়, আমাদের পিতৃ-পুরুষোচিত বর্ণধর্ম্মোচিত জাতীয় কর্ত্তব্যপালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি ও সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় (বারেন্দ্র)।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম্ এ, আই সি এস, (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় (বারেন্দ্র)।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং স্বেচ্ছাসেবক-গণ ও সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ।

উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল :—

পূরবী—আড়া।

রেখো রেখো মনে রেখো করিলে আজি যে পণ।
ভুলোনা স্বজাতি হিতে ঢেলে দিতে প্রাণ মন॥

শুধু কথা বিনা কাজে,
ক্ষত্রিয়ের নাহি সাজে,
দৃঢ় চিত্তে একপ্রাণে
প্রতিজ্ঞা কর পূরণ।

যারা দেশ অধিপতি,
তাহাদের 'দাস' খ্যাতি
লুপ্ত পূর্ব্ব যশকীর্ত্তি
শিরে কলঙ্ক বহন?

পূরব গৌরব যত
সকলি কি হবে হত?
থাকিবে কি এইমত
জীবন্মৃত চিরদিন?

সে সব কাহিনী স্মরি,
বাধা বিঘ্ন নাহি ডরি,
দেবাশীষ শিরে ধরি,
কর মন্ত্রের সাধন।

উজ্জ্বল উন্নত শিরে,
আবার এ ধরা পরে
দাঁড়াও; মুগ্ধ অন্তরে
দেখুক জগৎ জন।

উপসংহার।

রংপুরে পণ্ডিতের বিচার।

এবার রংপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও তাহারা ক্ষত্রিয় হইলে উপনয়নার্হ কি না ইহা লইয়া পণ্ডিতদিগের এক বিচার হইয়াছিল। পণ্ডিতগণবরণ্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ (সাং কলসকাঠী, বরিশাল জেলা), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ (সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার (কাসিমবাজারের মহারাজার সভা-পণ্ডিত), পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্নতর্ককণ্ঠ (সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্যবিনোদ (সাং শ্রীহট্ট), শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যার্ণব (সাং বিক্রমপুর), শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ (সাং উজিরপুর, ফরিদপুর জেলা), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (তাজহাট রাজসভা-পণ্ডিত), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠকিশোর ভট্টাচার্য্য (ডিমলা রাজসভা-পণ্ডিত), শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী (সাং কলিকাতা), শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহুপূজনীয় অধ্যাপক এবং ব্রাহ্মণগণ ও মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (সাং দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, এম্ এ, বি এল্, (সাং পানিসেহালা, হুগলি জেলা) মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় দেববর্ম্মা, (সাং দিনাজপুর) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা, এম্ এ, প্রাজ্ঞ, (সাং দিনাজপুর) শ্রীযুক্ত দক্ষজামোহন রায় চৌধুরী (সাং টেপা, রংপুর জেলা), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী (সাং টেপা, রংপুর জেলা), শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী (সাং ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর জেলা), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব দেববর্ম্মা, এম্ এ, আই সি এস্ (হাল সাং রংপুর), শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন (সাং রাধাবল্লভ, রংপুর জেলা), শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, বি-এ (সাং ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু রায় চৌধুরী (সাং ওলপুর, রংপুর জেলা), শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি ঘোষ দস্তিদার (সাং গাভা, বরিশাল জেলা), শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুহ রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন, বি এ, (সাং ব্রাহ্মণদি, ফরিদপুর জেলা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি প্রভৃতি ত্রিশতাধিক গণ্যমান্য সভ্য সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে কথা উঠে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিবেন কে? কেইবা তাহা খণ্ডন করিবেন এবং মধ্যস্থ কাহাকে করা যাইবে? শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিবাদ করিতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন 'আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই।' তখন সারদাবাবু বলেন—'আপনি রাজবংশী, পোদ প্রভৃতি জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আর কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে প্রস্তুত হয়েন নাই?' পণ্ডিতরাজ ইহাতে একটু সঙ্কুচিত হন। তৎপরে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পণ্ডিতরাজকেই মধ্যস্থ করা হইল।

মধ্যস্থ—পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

প্রতিপক্ষ—শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

উত্তরপক্ষ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ।
সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ।

পণ্ডিতরাজ মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষত্রিয়ত্বের সাধক কি?"

পণ্ডিতাগ্রগণ্য তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার উত্তর করিলেন—"পুরাণ।"

তাহাতে প্রতিপক্ষ পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—"পুরাণেই শূদ্রত্ব পাওয়া যায়।"

তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"কোন পুরাণে?"

তর্করত্ন মহাশয় এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি পুরাণ?"

তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় উত্তর করিলেন—"ভবিষ্যপুরাণ।"

এই বলিয়া ভবিষ্যপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বচনটী পাঠ করিলেন।

"মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকং।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ॥
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

এই বচন পাঠ শেষ করিয়া বলিলেন, "পাদ্মে পাতালখণ্ডে ও স্কান্দে রেণুকা-মাহাত্ম্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সাধক অনেক প্রমাণ আছে।"'

উত্তরে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনার উল্লিখিত বচনে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় একথা নাই, তবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুজ্ঞা আছে; কিন্তু পুরাণান্তরে আমরা চিত্রগুপ্তের শূদ্রজাতিত্ব বুঝিতে পাই।"

মধ্যস্থ মহাশয় আগ্রহের সহিত বলিলেন "কোন্ পুরাণে ?"

তর্করত্ন মহাশয় একখানি কাগজ হাতে লইয়া অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালায় এই আছে বলিয়া নিম্নের বচন পড়িলেন :—

"আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতা উর্ব্বোর্ব্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতস্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ॥
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূদ্বভূব লিপিকারকঃ।"

এই আড়াই বচন আবৃত্তি করিয়া বলিলেন "ইহাতে কায়স্থ-জাতির শূদ্রত্বাবাধিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।"

এইমাত্র বলিলেই মহারাজা কাশীমবাজারের সভাপণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—"অগ্নিপুরাণের ঐ বচন শেষ হয় নাই, উহার পর আরও আছে—ঐ আড়াই বচনের পর আছে—

'কায়স্থস্য ত্রয়ঃপুত্রাবিখ্যাতো জগতী তলে॥
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্নিধৌ॥
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতিশূদ্রঃ প্রচক্ষতে॥'

তর্কালঙ্কার মহাশয় এই পাঠ বলিলে প্রশ্নকারী তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথিত অংশ পাই নাই।"

তর্কালঙ্কার বলিলেন—ভবিষ্যপুরাণের বচনের সহিত লোকপ্রসিদ্ধ বাক্যের ঐক্যতা আছে যে চিত্রগুপ্তের সন্তানই কায়স্থ। কিন্তু আপনার এই জাতিমালার বচনে কায়স্থের পুত্র চিত্রগুপ্ত, অতএব ভাবিয়া দেখুন আপনার চিত্রগুপ্ত শূদ্র হইলে কায়স্থগণের তাহাতে কিছু ক্ষত্রিয়বর্ণত্বের বাধক হয় না।

তর্করত্ন বলিলেন—"ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত যে নাই, আমি ত এমন কথা বলি নাই; আমি বলিয়াছি শূদ্র চিত্রগুপ্তও আছে।"

তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন "তর্করত্ন মহাশয় বলিতেছেন পুরাণে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়ও পাওয়া যায় শূদ্র চিত্রগুপ্ত পাওয়াযায়। যদি তাহাই হয়, তবে বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা কাহার সন্তান দেখুন।"

সারদাবাবু বলিলেন "অগ্নিপুরাণের উদ্ধৃত শ্লোক অসম্পূর্ণ স্বীকার করিতেই হইবে।"

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন "বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা কি সেই ব্রহ্মকায়োদ্ভব চিত্র-গুপ্তের সন্তান ?"

সারদাবাবু বলিলেন—"তাহা ছাড়া আর কি বলিবেন ? শূদ্র দ্বিজোচিত কার্য্য করিলে তাহাকে নির্য্যাত হইতে হইবে। চিত্রগুপ্তসন্তানেরা এবং বঙ্গীয় কায়স্থেরা দ্বিজোচিত কার্য্য বরাবর করিতেছেন কোন সন্দেহ নাই। তাহারা সেই দ্বিজোচিত কার্য্য কি করিয়া করে ?"

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন "আমি তাহা জানি না।"

সারদাবাবু "কায়স্থদের আধুনিক ব্যবসায় দেখুন না। তাহা হইতে কি অনুমান হয় ?"

তর্করত্ন মহাশয় "তা যদি বলেন রঘুনন্দন দেখুন।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন "রঘুনন্দনে কি আছে ? মাশাশৌচ। তাহা হইতে কিছু বোঝা যায় না। ব্রাত্যত্ব আছে কোন সন্দেহ ত' নাই। আর রঘুনন্দন শূদ্রাচারী দেখিয়া ওরূপ লিখিয়াছেন।"

মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজ বলিলেন, "ওরূপ মৌখিক বা হাতে লেখার বচনের উপর তর্কের কোন প্রয়োজন নাই, মূল গ্রন্থ উপস্থিত করুন দেখা যাউক তাহাতে কি আছে।"

ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন "তাহা অসম্ভব।"

সারদাবাবু বলিলেন—"প্রামাণিক গ্রন্থে উদ্ধৃত বচন হইলেও চলিতে পারে।"

মধ্যস্থ—"না আমি আধুনিক সঙ্কলিত গ্রন্থ প্রামাণিক হইলেও তাহার উদ্ধৃত বচনের উপর নির্ভর করিতে পারি না।"

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন—"তাহা হইলে বিচারের সমাধান করিতে অন্যূন ২।৩ মাসের মধ্যে হইতে পারে না। উপস্থিত বিরাট আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব উভয় পক্ষের উপস্থিত সমস্ত প্রমাণই সমূলক বলিয়া বিচার হউক, তাহাতে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে

উপস্থিত সুধীসমাজ তাহাই মীমাংসা রূপে গ্রহণ করিবেন। না হয় প্রচলিত বচন-মহাজন পরিগৃহীত বচন বলিয়াই তর্ক করুন।"

কিন্তু একথায় মধ্যস্থ পণ্ডিতরাজসহ ও প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণ কেহই প্রথম সাহসী হইলেন না। তাঁহারা মূল গ্রন্থের জন্যই পুনঃ পুনঃ আগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী মহাশয়, দিনাজপুরের মহারাজার নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার বাসায় (তাজহাটের মহারাজার লালকুঠীতে) কতিপয় পুরাণ আনিতে গমন করিলেন। তখন মধ্যস্থ মহাশয় বলিলেন "আচ্ছা উভয়পক্ষের বচন সমূহই প্রামাণ্য বলিয়া এখন বিচার চলুক।"

কুড়িগ্রামের মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"বেশ তর্করত্ন মহাশয় যে বচনটুকু উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাই মীমাংসা করা যাউক না কেন, ঐ বচনে কায়স্থের শূদ্রত্ব কোথায় নির্দ্দেশ করিতেছে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গেলে তৎপরে পুনরায় বলা হইতেছে 'হিমনামাসুতস্তস্য'; অতএব দেখিতে হইবে এই 'তস্য' কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে? 'তস্য' শব্দ প্রয়োগে 'শূদ্রের' এরূপ অর্থ বুঝা যায় না; কেন না শূদ্রের উৎপত্তি লিখিয়া সে যে তিন বর্ণের সেবক তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তৎপর বলা হইয়াছে তাঁহার পুত্র হিম, তৎপুত্র প্রদীপ: তাঁহার পুত্র কায়স্থ যিনি লিপিকারক হইয়াছিলেন। সেবক ও লিপিকারক এই দুই প্রকার উক্তি দ্বারা সহজেই বুঝা যাইতেছে হিম নামক ব্যক্তি প্রজাপতির অংশসম্ভূত। তাহা হইলে 'তস্য' শব্দের অর্থ 'প্রজাপতেঃ' এইরূপই সঙ্গতি হইতেছে, সুতরাং কায়স্থ, শূদ্রবর্ণ ব্যতিরিক্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ।"

এইরূপ অগ্নিপুরাণীয় বচনের অর্থ সঙ্গতি করায় প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হইলেন। তখন পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "ব্রহ্মার শুক্র শোণিত সম্বন্ধ সন্তানের কথা কোন্ পুরাণে আছে?"

চতুস্তীর্থ মহাশয় বলিলেন "শুক্রশোণিত সম্বন্ধ না বলিলেও প্রকৃতি বিরোধ হইতেছে না।"

ইহার পর আর কেহ প্রতিবাদ না করায় মধ্যস্থ মহাশয় বলিলেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলেও কিন্তু প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হয়।"

বিচার কুশল তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন "কি বিরুদ্ধ?"

মধ্যস্থ বলিলেন "শূদ্রের ন্যায় স্বগোত্রে বিবাহ।"

উত্তরে তর্কালঙ্কার বলিলেন, "কায়স্থের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বগোত্রে বিবাহ পাতিত্যজনক, এজন্য ঐ বিবাহ কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত নাই।"

পণ্ডিতরাজ যেন একটু রাগতভাবেই বলিলেন—"আমি এই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজেই জানিতে পারিয়াছি, নন্দীবংশীয় কোন এক ব্যক্তি স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত ও পতিত হইয়াছিলেন।"

এতৎ শ্রবণে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী হাসিয়া বলিলেন যে আপনার কথা দ্বারাই আপনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, কেননা এই জাতি যদি শূদ্রই হইত তাহা হইলে তাহার স্বগোত্র বিবাহে পাতিত্য বা সমাজচ্যুতি ঘটিত না। সে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্ববর্ণবিহিত কার্য্য না করায় বর্ণবহির্ভূত কার্য্য করিয়া পতিত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিল।

ইহাতে সভাস্থ সকলে হাততালি দিয়া উঠিলে, পণ্ডিতরাজ একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় উভয়পক্ষের পণ্ডিতদিগের প্রতি অনুজ্ঞা করিলেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন হইতে পারে কিনা এখন তাহারই বিচার চলুক।" তখন পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় আপস্তম্বের 'যস্য প্রপিতামহাদৈনানুস্মর্য্যতে উপনয়নং ইত্যাদি' সূত্রটী আবৃত্তি করিয়া বলিলেন "এই সূত্রের 'আদি' শব্দের অর্থে প্রপিতামহের পূর্ব্বপুরুষসমূহ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয়-কায়স্থগণ বহুকাল যাবৎ পতিত সাবিত্রীক হইলেও প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে।"

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—"আদি পদে সাত প্রকার অর্থ পাওয়া যায়—তন্মধ্যে মহাভাষ্যে আদিশব্দের অর্থ আছে 'আদি প্রভৃতি মমান্তাঃ পঞ্চম্যন্তাস্ত হ্যব্যয়া'।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন "হরদত্তের উজ্জ্বলাবৃত্তিতে প্রপিতামহ পিতামহ পিতা ও স্বয়ং এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; বিশেষতঃ দুর্গটীকাও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন "আদিশব্দে গণসূচকতাও আছে, হর দত্তের এইরূপ বৃত্তি ভ্রমপূর্ণও যদি না বলেন তবুও প্রমাদপূর্ণ বলিতে বাধ্য হইবেন, কেন না অস্মরণ বাক্যের সঙ্গতি হয় না। পিতা, পিতামহকে অনেকেই দেখিয়া থাকেন। সুতরাং তৎস্থলে অস্মরণ হওয়া সম্ভবপর নহে।

বিচারনিপুণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন এই সূত্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে অপরার্ক যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন "যস্য তু প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নস্মর্য্যতে তত্র তৎপূর্ব্বেষামপি পুরুষাণামনুপনীতত্বং তে সর্ব্বে শ্মশানবদশুচয়।"

এই বলিতেই মধ্যস্থ মহাশয় বলিলেন্ "এ প্রমাণ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূল গ্রন্থ না দেখিলে আমি কোন পক্ষের প্রমাণই সমাদর করিতে পারি না।"

তখন সভাস্থ সকলে মধ্যস্থ মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব বুঝিতে পারিয়া বিরক্তি সহকারে উঠিয়া গেলে সায়ংকালে সভা ভঙ্গ হয়।

BLANK PAGE(S)